Registered No. C. 583

২৫শ বর্ষ।] আষাঢ়, ১৩৩৭ সাল। [৩য় সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"

বর্ষসূচী

(১৩৩৭ সন)

ভ্রমবশতঃ ফাল্গুনের সংখ্যায় পত্রাঙ্ক ৩৭৭ স্থলে ২৭৭ ছাপা হইয়াছে। উৎসবের পাঠক পাঠিকাগণ দয়া করিয়া পরবর্ত্তী পত্রাঙ্কগুলি শুদ্ধ করিয়া লইবেন।

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে।

২৫শ বর্ষ। } বৈশাখ, ১৩৩৭ সাল। { প্রথম সংখ্যা

হৃদয়-মন্দিরে।

(২)

হৃদয় মন্দিরে শ্যামা শঙ্কর হৃদি সরোজে।
পদ্মে পদ্ম ফুটাইয়া কভু তমে কভু রজে॥
খেল মা জগৎ খেলা সকলের হৃদে নেচে।
সৃষ্টি ভঙ্গ ফাঁকে ফাঁকে সত্ত্বাহ্লাদে যেচে যেচে—
সোহাগিনি চাও যবে পদতলে পড়ে যিনি
ডুবে যাও তাঁতে আর নাই কিছু শুধু তিনি
খেলা সাঙ্গে দুয়ে এক এইত স্বরূপ কথা
সমকালে সৃষ্টিস্থিতি ভঙ্গে শুধু একা থাকা
দাও মা ইষ্টের মাঝে ফুরাইয়া এই আমি
এই যাচি কিছু যেন ভাসে নাই বিনা তুমি
অধমে কে লয়ে যাবে, দ্বার খুলি, মন্দির ভিতরে
শুনে শুনে লিখি, হয়ে পুলকিত, এই সত্য স্মরণের তরে।
সবার হিয়ায়, হয় এই খেলা, বলে সব সাধু জনে।
কবে বা দেখিব, নাচি যার পরে, সে চায় আমার পানে॥

শ্রীআমি

বর্ষবরণ

সীমা হীন নিস্তরঙ্গ বারিধি.—আপনাতে আপনি পূর্ণ—স্থির, নিস্তব্ধ, তাহারই বক্ষের উপর একটি ক্ষুদ্র বুদ্বুদ্ ক্ষণকাল মাত্র রবি কিরণ সমপাতে আপনাকে কত বিচিত্র বর্ণ ভঙ্গিমায় রঞ্জিত করিয়া মুহুর্ত্তের মধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িল —সমুদ্র বক্ষের অতি ক্ষুদ্র অংশে একটি অতি ক্ষুদ্র রেখা অঙ্কিত হইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যেই মিলাইয়া গেল, সমুদ্র পূর্ব্ববৎই প্রশান্ত নিস্তরঙ্গ অক্ষুব্ধ, অনন্ত বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোটি কোটি সৌর মণ্ডল সূর্য্য কিরণে ত্রস রেণুর মত উঠিতেছে, ভাসিতেছে, তাহারই একটি সৌর মণ্ডলের এক অতি ক্ষুদ্র অংশে অবস্থিত এই পৃথিবীর একটী বর্ষ কাল সাগরের ক্ষুদ্র বুদ্বুদের মতই মিলিয়া গেল—বিরাট বিশ্বের মহাগতির মধ্যে এই ক্ষুদ্র বুদ্বুদের উত্থান পতন কেমন করিয়া লক্ষ্যের বিষয় হইবে ?

কিন্তু হো'ক বিশ্ববিরাট, হো'ক সে ভুমা,--জীবত্বের অল্প পরিসর দৃষ্টি, জীবত্বের সসীম জ্ঞান লইয়া যখনই আমি চক্ষু মেলি- যখনই দেখি আমি মানব, —তখনই এই পৃথিবীত আমার নিকট আর ক্ষুদ্র থাকে না,—আমি দেখি অগণিত জীব কুল বক্ষে ধারণ করিয়া বিপুলা এই ধরিত্রী, কত বিচিত্র বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে ইহার রূপ ; কত মধু হইয়া ক্ষরিয়া পড়িতেছে ইহার রস ; কত অগনিত ছন্দে ধ্বনিয়া উঠিতেছে ইহার শব্দ , কত শিহরণ সঞ্চারণ করে ইহার স্পর্শ ; কত মদিরতা বিকীরণ করে ইহার গন্ধ। আমি দেখি রূপ রসশব্দ স্পর্শ গন্ধময়ী এই পৃথিবী চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রের গতির ছন্দে ছন্দে, বিশ্ব নৃত্যের তালে তালে অবিরাম আবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে, নৃত্যভঙ্গীর আবর্ত্তে আবর্ত্তে কত কর্ম্ম প্রেরণা, কত প্রাণ স্পন্দন ফুটিয়া উঠিতেছে,—আর কত যুগ যুগ জন্ম জন্ম ধরিয়া এই ধরণী আমাকে ধারণ করিয়া আছে, তাই এই পৃথিবী আমার চক্ষে বিপুলা, তাই ইহার বর্ষ শেষ ও বর্ষ আরম্ভ আমার হৃদয়ে স্পন্দন সৃষ্টি করে।

আবর্ত্ত সঙ্কুল মহাস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি,—বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, স্রোত বেগ রোধ করিবার সামর্থ্য নাই,—শুধু ভাসিয়া চলিয়াছি, এই যাত্রা কবে কেমন করিয়া সুরু হয়েছিল জানিনা, কোথায় কেমন করিয়া সমাপ্ত হইবে তাহাও অজ্ঞাত, পশ্চাতে চাহিয়া দেখি, যত দূর দৃষ্টি যায়, অন্ধকার,—

শুধু গভীর অন্ধকার, সম্মুখে চাহিয়া দেখি, যৎদুর দৃষ্টি যায়, শুধু এক দুর্ভেদ্য কুহেলিকা জাল,—অস্পষ্ট আলোকে অন্ধকারে মিশিয়া সে কুহেলিকাকে যেন আরও রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে,—দৃষ্টি সেখান হইতে ব্যর্থ প্রয়াসে ব্যাহত হইয়া বার বার ফিরিয়া আসে!

সম্মুখে পশ্চাতে এই অন্ধ তমোজাল লইয়া চলিয়াছি কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া তাহার নির্ণয় নাই, এই যে সুদীর্ঘ যাত্রা, একি শুধুই স্রোতে ভাসিয়া যাওয়া! একি শুধুই লক্ষ্যহীন, অর্থহীন নিরুদ্দেশ যাত্রা? তাহাত সম্ভব নয়। মহাকালের নৃত্য স্রোতে, অবশ যন্ত্রের ন্যায়, স্রোত তাড়িত তৃণটির ন্যায় শুধু ভাসিয়া যাইবার জন্যই আমি আসি নাই। যে নিত্যকালের নটরাজ, যিনি নিত্যকালের জন্য আমাকে তাঁহার নৃত্যলীলার সঙ্গী করিয়াছেন, একদিন না একদিন তাঁহার চক্ষুতে আমার চক্ষু স্থাপিত করিব, মায়ার আবরণ ভেদ করিয়া একদিন না একদিন তাঁহাকে দেখিব, হিরন্ময় পাত্রে যাঁহার মুখ অপিহিত;—এমনি করিয়া সত্য দ্রষ্টৃত্ব লাভ করিয়া অমৃত হইয়া যাইব। ইহারই জন্যত আমার যত আয়োজন—এই লক্ষ্য লইয়াইত আমার জীবন যাত্রা সুরু হইয়াছে।

অমৃতের পথে এই যে অভিযান, এই মহা অভিযানের মধ্যে বার বার কত গ্লানি ক্লান্তি ও অবসাদের পুঞ্জীভূত ভার অন্তরাত্মাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে চায়, তাই এই নূতন বৎসরের আরম্ভ মুহূর্ত্তে আমার প্রতি প্রাণ স্পন্দনের ছন্দে ছন্দে আমার সমস্ত অন্তরকে ঝঙ্কৃত করিয়া প্রার্থনা ধ্বনিত হইয়া উঠুক—

অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়,

অনন্তকাল স্রোত বহিয়া চলিয়াছে; কবে ইহার আরম্ভ, কোথায় ইহার শেষ কেহত জানেনা; তবে কেমন করিয়া ইহার কাল বিভাগ, বর্ষ বিভাগ হইবে? কিন্তু তবু ও মানুষকে কাল বিভাগ করিয়া লইতে হয়, সে নিজে শান্ত বলিয়াই শুধু অনন্তকে লইয়া তাহার কারবার চলে না, মানুষ তাহার ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া শত কর্ম্মের আস্ফালনে অতি অল্পেই শ্রান্তির ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়ে,—অতি অল্প প্রয়াসেই তাহাকে অবসাদে ডুবাইয়া দেয়; তাই বার বার

করিয়া তাহার নিজেকে নূতন করিয়া লইতে হয়, তাই বার বার তাহাকে অবসন্ন ও শ্রান্ত জীবন বিসর্জ্জন দিয়া নূতন জীবনের কল্পনা করিয়া লইতে হয়। সেই জন্যই মানুষ তাহার অল্প শক্তি লইয়া যখন কর্ম্মে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন অসীম কাল স্রোতের মধ্যে একটি সীমা রেখা টানিয়া দিয়া তাহার শ্রান্ত অন্তরাত্মা যেন বিশ্রামের নিঃশ্বাস লয়;—যাহার শেষ নাই, তাহার শেষ করিয়া দিয়া, যাহা পুরাণ ও চিরন্তন তাহাকে নূতন করিয়া বরণ করিয়া লইয়া, সে শুধু আপনাকেই বার বার নূতন করিয়া বাঁচাইয়া লইতে চায়; তাহার চলার পথ যখন কুটিল হইতে কুটিলতর হইয়া উঠিয়া তাহার গতিকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলে, তখন এমনি করিয়া বর্ষশেষ ও বর্ষারম্ভ দ্বারা সে আবার আর একবার নূতন করিয়া চলার আয়োজন করিয়া লয়।

এমনি করিয়া বর্ষে বর্ষে একবার পুরাতন ও নূতন বৎসরের সন্ধিস্থলে আসিয়া দাঁড়াইতে হয়। যে চলিয়া গেল তাহাকে বিদায় দিয়া যে নূতন আসিল তাহাকে আজ বরণ করিয়া লইতে হইবে। আজ যাকে পুরাতন বলিয়া বিদায় দিলাম, এক বৎসর পূর্ব্বে এমনি আর এক দিনে তাহাকেও অভিনন্দিত করিয়া লইয়াছিলাম, সেদিন কত নূতন আশার আবেগে হৃদয় স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে দিন কল্পনার সোনালী তুলিকায় কত বিচিত্র ছবি না আঁকিয়া ছিলাম।কিন্তু বর্ষারম্ভের প্রভাত তপন তরুণ আশার অরুণ কিরণে যে হোলির সূচনা করিয়াছিল, বর্ষশেষের সূর্য্যাস্তের করুণ রক্তরাগ তাহার উপর বিষাদের যবনিকা ফেলিয়াদিল; প্রভাতের আনন্দ উছল ঝঙ্কারে যাহার আরম্ভ হইয়াছিল, সন্ধ্যারাগিনীর করুণ মুর্চ্ছনায় তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিল। বর্ষ বিদায়ের দিন দীর্ঘশ্বাসের সহিত মনে হইল, শত আশা আকাঙ্খায় নন্দন কানন যেখানে রচিয়াছিলাম,সেখানে"শুধু রাশি রাশি শুষ্ক কুসুম হয়েছে পুঁজি"॥

তাই আজ নূতন বর্ষ বরণের মুহুর্ত্তে যুগপৎ আশা ও আকাঙ্ক্ষায় হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে; মনে হইতেছে এই যে সম্মুখে আমার অনাগত ভবিষ্যৎ, হয়ত ইহা জীবনের সফলতাকে বহন করিয়া লইয়া আসিবে; আবার সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কায় ও অবসাদে হৃদয় স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে, যদি এই নূতন শুধু পুরাতনেরই পুনরাবর্ত্তণ কাল হয়। কিন্তু যত হতাশা আমাকে ঘেরিয়া থাকুকনা কেন, অজ্ঞাত ও অপরিচয়ের যত ভয়ই আমাকে আকুল করুক না কেন, আজ সমস্ত দূরে ফেলিয়া আশাফুল্ল হৃদয়ে প্রসন্নচিত্তে এই নূতন বর্ষকে বরণ করিয়া লইতে হইবে।

এস হে নবীন! ঢাল তোমার সঞ্জীবনী রস, মুঞ্জরিত করিয়া তোল আমাদের শুষ্ক আশাতরু' তোমার আগমনীতে আনন্দমুখর করিয়া তোল আমাদের নিরানন্দ মৌন মুক জীবন। ওগো নূতনের ছদ্মবেশে আগত চির পুরাতন! তোমার এই নূতন বেশে আগমন যেন আমাদের জীবনে সার্থক হইয়া উঠে, আজ আমাদের অন্তরাত্মা যেন জরার আবরণ ফেলিয়া দিয়া নূতন বেশে বাহির হইয়া আসে, হে শাশ্বত! তোমার মঙ্গল শঙ্খ নিনাদে আজ খসিয়া পড়ুক জীর্ণতার যত পঞ্চুক, আজ ভাঙ্গিয়া পড়ুক পুঞ্জীভূত গ্লানি ও অবসাদের যত অচলায়তন। হে চির সারথি! তোমার রথ চক্রে যে পথ যুগ যুগ মুখরিত আজ সেই পথে আমাদের জয় যাত্রা নূতন করিয়া আরম্ভ হোক,—আজ সমগ্র হৃদয় ধ্বনিত করিয়া প্রার্থনা উঠুক—

প্রাণ দাও, প্রাণদাও, দাও দাও, প্রাণ হে,
জাগ্রত ভগবান, জাগ্রত ভগবান হে॥

শ্রীনির্ম্মল কুমার ঘোষ
সাতক্ষীরা
খুলনা

নূতনে নূতন জীবন

জীবনে কিছু করিয়া যাইতে হয়। জীবনে যাঁহার করিবার কিছু নাই—যাঁহার কর্ম্ম ফুরাইয়াছে, তিনিই নিত্য আনন্দময় নিত্য জ্ঞানময় স্বরূপে অবস্থিত। এতদ্ভিন্ন বিশ্রান্তি আর কোথাও নাই।

কর্ত্তাই কর্ম্ম করেন। এই কর্ত্তা অহঙ্কারবিমূঢ় আত্মা—এই কর্ত্তা মন। মন যখন দৃশ্যদর্শনকে বিষয় বিক্ষোভিত চঞ্চল সংসার সমুদ্রকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া আপন জন্মদাতার দিকে ফিরিতে পারে, মন যখন অন্তর্ম্মুখ হইতে পারে তখন আপনার সুন্দর স্বরূপকে—আপনার মনোভিরাম, নয়নাভি-রাম, বাচাভিরাম, শ্রবণাভিরাম, সঙ্গাভিরাম, সততাভিরাম আত্মপুরুষকে

দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে তাঁহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আপন স্বরূপে আপনাকে বিগলিত করে—করিয়া এক হইয়া একেই স্থিতিলাভ করে, তখন মানুষের চিরবিশ্রান্তি লাভ হয়।

কর্ত্তা অভিমান হয় দেহকে বা স্থূলদেহকে আমি বলিলে, মনকে বা সূক্ষ্মদেহকে আমি বলিলে অথবা "আমাকে আমি জানিনা" এই আত্ম বিস্মৃতি রূপ কারণ দেহকে আমি বলিলে। স্থূল সূক্ষ্ম কারণ দেহরূপ উপাধিতে আত্মবিস্মৃতি হইলে আপনার স্বরূপ ছাড়িয়া উপাধিকে সুন্দর দেখিলে—কর্ত্তা অভিমান হয়। তখন কর্ত্তা "করোতি দুঃখেন হি কর্ম্মতন্ত্রং শরীর ভোগার্থ মহার্নিশং নরঃ"—দুঃখে দুঃখে অহর্নিশ কর্ম্ম করেন, এ কর্ম্ম শরীর ভোগেরই জন্য। কর্ম্ম হয় ভোগেরই জন্য। কর্ত্তা আপন স্বরূপে আপনা হারা হইলে আর দুই থাকেনা, তখন কর্ম্ম নাই কর্ত্তাও নাই। ইহাই স্বরূপ স্থিতি।

ব্রহ্ম আপন স্বরূপে সর্ব্বদা থাকিয়াও যেমন আত্মমায়া অবলম্বনে, আত্মশক্তি প্রস্ফুরণে সগুণ হয়েন, আত্মা হয়েন, অবতার হয়েন,—স্বরূপস্থিত স্থিতপ্রজ্ঞও সেইরূপ হইতে পারেন।

কিন্তু দৃঢ়ভাবে স্বরূপে স্থিতি তখন পর্য্যন্ত হয়না যতদিন প্রারব্ধ কর্ম্ম থাকে। প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগের জন্য স্বরূপ বিশ্রান্তি বা সমাধি হইতে ব্যুত্থান হয়। এই ব্যুত্থিত অবস্থায় তিনি স্বভাবতঃ "দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনাঃ" দুঃখে কোন উদ্বেগ নাই, সুখেষু বিগত স্পৃহঃ" সুখে তৃষ্ণা শূণ্য, "বীতরাগভয় ক্রোধ"ঃ কোন কিছুতে অনুরাগ নাই, কোথাও ভয় নাই, কোথাও ক্রোধ নাই, এই অবস্থায় থাকিয়া প্রারব্ধ ক্ষয় করেন—করিয়া দৃঢ় স্বরূপ বিশ্রান্তিতে চিরস্থিতি লাভ করেন।

আরম্ভ করিলাম "জীবনে কিছু করিয়া যাইতে হয়" বলিয়া। মুখ্য কর্ম্ম কি তাহাও দেখাইলাম। কিন্তু এই কর্ম্মের সামর্থ্য কোথায়? সকলের নাই সত্য, কিন্তু এই পথের দিকে মানুষ একটু একটু করিয়া যাইতে পারে। এই কথাই বলিতে যাইতেছি।

বলিতেছি নূতন বৎসরে নূতন জীবনে নূতন কর্ম্ম কিছু করিতে হইবে। প্রথমেই বৎসর ধরিয়া প্রতিদিন সূর্য্যদেব অন্ধকার তাড়াইয়া যখন নূতন প্রভাত সৃষ্টি করেন নূতন বৎসরের প্রতিদিনের আরম্ভে একবার করিয়া ভাবিতে হয় যেন নূতন জন্ম হইল।

নূতন বৎসরের বসন্তকালে সব নূতন হয়। সব পুরাতন, নূতন সাজ সজ্জায় সাজিয়া নূতন হইয়া কেমন মনোভিরাম হয়। গাছে গাছে নূতন পত্র, নূতন ফুল, নূতন ফল কত সুন্দর। নূতন পাখী, নূতন স্বর, নূতন সোহাগ কত সুন্দর। এই কোকিল নব পল্লবাচ্ছাদিত নূতন অশ্বত্থ শাখায় গা ঢাকিয়া আপন মনে সপ্তম স্বরে গান গাহিয়া কারে যেন ডাকিতেছে। এই কোকিল—কুহুরবে কার না প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হয়? পাখী পাখীই নহে সবই যে—সে এক এক রকমের মুখোস পরিয়া আপনাকে বহু সাজাইয়া এক থাকিয়াই বহু অভিনয় করিতেছে সেই। যে দেখিতে জানে সেই সংসারকে দুঃখময় দেখেন। আর তাকে না দেখিয়া তাকে অন্য কিছু দেখিলেই সবই দুঃখ।

বলিতেছি তুমিও নূতন হও। এক দিন ত এই দেহ ছাড়িতেই হইবে। অবশ ভাবে দেহ ছাড়িয়া আবার জন্মান অপেক্ষা ভাবনাতে যেন দেহ ছাড়িলে মনে করনা কেন? তোমার যা কিছু সম্বন্ধ সব দেহ লইয়া। যখন ভাবনাতে এই দেহ ছাড়িলে তখন মনে মনে নিশ্চয় কর আর কাহারও সঙ্গে যেন রহিলে না। তুমি নূতন মানুষ হইয়া গিয়াছ। আর কাহাকেও চেন না। চেন শুধু একজনকে। সেই একজনকে যেখানে সেখানে দেখিতেছ, ভিতরে তার সঙ্গে কথা কও, বাহিরেও তাহাকে স্মরিয়া স্মরিয়া কথা কও। তার জন্য আচার, তার জন্য শুচি অশুচি, তারজন্য মেধ্য আহার, তার জন্য অনুষ্ঠান। সব করা তারই জন্য। এ সব না করিলে তাহাকে যে সর্ব্বত্র স্মরণ করা যায় না। আহার সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা হইবেনা, বলিব অনুষ্ঠান সম্বন্ধে।

গুরুদত্ত যাহা কিছু তাহাই অনুষ্ঠান। ইহাই নূতন কর্ম্ম। এই কর্ম্ম দ্বারা পুরাতন সংস্কার মন হইতে দূর করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ যে যে চেষ্টা তাহাই হইতেছে সাধনা। সাধনা দৃঢ় করা না পর্য্যন্ত এই ভীষণ সংসার সাগরের জ্বালা মালা এড়াইবার অন্য পথ নাই। এই কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কর্ম্মে মানুষ কিছুদিনের জন্য মাতিয়া থাকিতে পারে সত্য, কিন্তু ইহাতে শান্তি নাই। কিন্তু স্বধর্ম্মে থাকিয়া যদি দেশের বা দশের কর্ম্ম করে তবে নিজের ও দেশের কার্য্য হয়, আর ঠকিতে হয় না, জীবনও বিফল হয় না।

কোন্ অনুষ্ঠান করিতে হইবে যদি জিজ্ঞাসা কর বলিব গুরুদত্ত নিত্য কর্ম্মের মধ্যে গায়ত্রী জপ, নাম জপ ইহাই বিশেষ ভাবে অবলম্বন করিতে হইবে। নিত্যকর্ম্ম ত করিবেই, স্বাধ্যায়ও ত বিশেষভাবে করিবে (লিখিয়া লিখিয়া

স্বাধ্যায় করিলে বিশেষ ফল হয়) কিন্তু সর্ব্বদার জন্য কার্য্য হইবে নাম জপ এবং নাম জপে মন শান্ত না হইলে অর্থ চিন্তা সহ গায়ত্রী জপ। প্রাতঃকালে শয্যাকৃত্য করিয়া কিছুক্ষণ গায়ত্রী জপ এবং পরে নাম জপ করিয়া শয্যা ত্যাগ করিবে। নিদ্রা ভঙ্গের পর একেবারেই পদ্মাসনে বা যাহার যাহাতে সুবিধা হয় সেই আসনে বসিয়া শয্যাকৃত করিবে। পরে প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নে এবং সায়াহ্নের সমস্ত কর্ম্ম করিয়া যখন যখন ব্যবহারিক জগতে আসিবে তখনই গায়ত্রী ও নাম লইয়া থাকিবে। এই সময়ে সংখ্যা রাখিতে হইবে না এবং গায়ত্রী জপেও শুচি অশুচি বিচার করিবে না। শুধু জপিয়া যাইবে। রস পাও বা না পাও জপিয়াই যাইবে। অজ্ঞানেও যদি নাম জপ করা যায় তাহাতেও সদ্‌গতি হয় শাস্ত্রে এই আজ্ঞা পুনঃ পুনঃ পাওয়া যায়।

গায়ত্রীর অর্থ চিন্তার সময় বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে "বিদ্মহে" অর্থাৎ তোমাকে জানিতেও পারিলাম না "ধীমহি" জানিলে যে ধ্যান হয় তাহাও হইল না। তবে আর কি করিব। হে দেবতা! তুমিই আমাকে তোমার কাছে লইয়া চল। এই "প্রচোদয়াৎ"টি ভাল করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে।

সপ্তাবরণের মধ্যে আমার ইষ্ট দেবতা—ইষ্টদেবী। তাঁহার নিকটে তিনি ডাকিয়া লইলেন তখন পুনঃ পুনঃ মনে রাখা উচিত তাঁহার কাছে আসিয়াছি, তাঁহার ভক্তগণের কাছে আসিয়াছি, তথাপি যদি মনে প্রলাপ উঠে তবে আমি নিতান্ত অধম। এই অধমেরও কার্য্য হইতেছে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া নালিশ করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। এই কার্য্যে লাগিয়া থাকিতে হইবে। হতাশ হইয়া ছাড়িয়া দিলে তোমার গতি লাগিবে না। লাগিয়া থাক তোমার "বনত বনত বনি যাই"। নাম জপের সময়েও মনে রাখিও তোমার ইষ্টই তোমাকে সপ্তাবরণের মধ্যে প্রচোদয়াৎ করিয়াছেন। প্রতিদিন নূতন জীবন প্রার্থনা কর—নূতন সূর্য্য, নূতন আকাশ, নূতন চন্দ্র তারকা-আকারে তাঁহাকেই দেখিতে দেখিতে নূতন বাক্যে নূতন কার্য্যে নূতন তুমি সেই চির নূতনের সঙ্গ করিয়া যাও—মনে মনে রাখ আর কাহাকেও চিনিনা—কাজেই আর কাহারও উপর আসক্তি রাখিও না, ইহাই নূতন বৎসরে নূতন ভাবে নূতন জীবন পাইবার পন্থা। ভগবান কৃপা কর ইহাই প্রার্থনা।

একলব্য।

না মরিল কুক্কুর না হইল মুখে ঘা
অলক্ষিতে কুক্কুরের রুধিলেক রা।

রাজগুরো!
তব পদার্পণে কৃতার্থ, কৃতার্থ দাস,
সুপবিত্র আজি মোর জীর্ণ পর্ণশালা।
হে ব্রহ্মণ! কেবা আমি,
কোন মহা কুলোদ্ভব মহাত্মার ঠাঁই
শিখিনু এ বিদ্যা, তাহা কহিব পশ্চাৎ।
কিন্তু অগ্রে রাখ দেব! দাসের মিনতি।
লোক-চক্ষু-অন্তরালে, কানন প্রাঙ্গনে
বসি একা অহরহ, সমারোহ হীন
অন্তরের অন্তস্তলে, অবিরল অশ্রুধারে
বিনা সূত্রে গাঁথিয়াছি মালা
সমর্পিতে ইষ্টপদে।
দরিদ্রের দীন আয়োজন
ব্যর্থ কি হইবে প্রভো?
রাজ পরিচ্ছদ শূন্য পথের ভিখারী দাস
বৃক্ষত্বকে শীর্ণ দেহ করি আচ্ছাদন।
নহে দাস রাজ বংশধর,
হীন জাতি, ছায়াস্পর্শে অসূচী মানব।
যশ ধর্ম্ম লুপ্ত হয় সম্ভ্রান্ত বংশের।
নিরক্ষর ব্যাধ পুত্র, সংযম সাধন,

সন্ধ্যা উপাসনা লব্ধ প্রজ্ঞার প্রসার
কেমনে লভিবে হায়,
পণ্ডিত দুয়ার সতত সংরুদ্ধ তার।
প্রথম যৌবন মোহে অভিভূত প্রাণ,
পার্থিব যশের তরে আকুলিত মন,
তাই গিয়াছিনু দেব,
বিসরি অস্তিত্ব নিজ, ছিন্ন করি
সৌহৃদ্দ্য বন্ধন জনক জননী স্নেহ
দীন দৈন্য পূর্ণ তৃষিত পরাণখানি
নিঃশেষিয়া ঢালিবারে ও পদ পঙ্কজে।
ভ্রষ্টবুদ্ধি নিষাদ তনয়ে,
শিক্ষা দিলে হবে তব যশের লাঘব।
বিশ্বব্যাপী যশের প্লাবণ ক্ষুদ্র বালুকণা
করিত কি আত্মসাৎ?
দ্যুতিময় চন্দ্র সূর্য্যকর,
পড়ে যবে অব্যাঘাতে ধরিত্রীর শিরে।
উচ্চবংশ জাত মৈণাক জনক,
শুষ্ক, তুচ্ছ তৃণ গুচ্ছ আদি
হয় কি বঞ্চিত, এ অসীম স্নেহ ধারা হতে?
বিশাল সাগর বক্ষে প্রবাল মুকুতা
লুটিলেও ক্ষুদ্র করে, অসংখ্য মানব
যুগব্যাপী, অক্লান্ত উদ্যমে,
কভু কি সে রত্নাকর হয় গো কাঙ্গাল?
উপযুক্ত শিষ্য তব অর্জ্জুন ধীমান।
নব ভানু করোজ্জ্বল শোভে, অগ্রে

শুভ্র ধরাধরে ।
সে পবিত্র জ্যোতির প্রবাহে,
ছেয়ে যায় পরে দেব নিখিল ভুবন ।
তোমার মহত্ত্বে আজি যশস্বী গাণ্ডিবী,
সে কি গো আমার পর,
আত্ম প্রতিবিম্ব মম । সে অঙ্ঘ্রি যুগলে
উদ্দেশে প্রণমি আমি কোটী কোটী বার,
ভাগ্যবান মানি আপনায় ।
দেহ পদ—রেনু শিরে, কর আশীর্ব্বাদ
তব কীর্ত্তি এ তুচ্ছ হৃদয়ে
বিশাল সাম্রাজ্য, বাঞ্ছা অক্ষুন্ন রাখিতে ।
তব উপেক্ষায়,
মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া ভাবি, বৃথা অভিযান ।
ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ বচন কহিতে পার কি তুমি ?
মহাত্মার চরিত্র সন্ধান, অতীব দুজ্ঞেয়
মোহাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র নর পাশে ।
রুক্ষ ব্যবহারে, ভুলাতে কি পার দেব
আপন সেবকে ?
আঁধারে আঁধারে রাখ পায়ে জড়াইয়া,
অলখিতে কৃপা হস্তে, ধুয়ে মুছে
চিত্তমল কর গো পবিত্র ।
হে মানদ ! মানস দেবতা !
দর্শনের শুভযোগ আনিলা আপনি ।
অখণ্ড, আনন্দ ঘন, পুরুষ বিরাট
ভাসিতেছ নিরাধার অভীষ্ট আকারে ।
লহ মোর ভূলুণ্ঠিত অসংখ্য প্রণাম,

নৃপতি মুকুট নত ও পদ যুগল,
করিব না কলুষিত, পরশি ক্ষণিক।
মার্জ্জনা করহ দাসে,
তেয়াগিনু শরাসন তব পদতলে।
তব তুষ্টি জীবনের ব্রত,
রাখিব মর্য্যাদা, বল কি দিব দক্ষিণা।
গুরু তুমি,
তোমাকে অদেয় কিবা আছে গো আমার।

শ্রীরাজবালা দাসী।

অহল্যা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীকৃষ্ণকিশোর চট্টোপাধ্যায় লিখিত)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সৃষ্টির প্রকাশ, পালন ও রক্ষণই দেবতার কার্য্য। দেবতাগণ ধর্ম্মশক্তির সাহায্যেই আপনাদের এই গুরুতর কর্ত্তব্য পালন করেন। যদি কেহ কোন দিন এই সৃষ্টির উপর আঘাত করেন বা সৃষ্টির রক্ষাকবচ স্বরূপ ধর্ম্মের উপর আঘাত করেন—তবে সে আঘাত দেবশক্তির উপরই পড়ে এবং তখন সে আঘাতের প্রতিকার করাও দেবকার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। সে কালে রাবণের অত্যাচারের গ্রাস হইতে শত শত ঋষি, সহস্র সহস্র সতী ও সৃষ্টির প্রাণ স্বরূপ ধর্ম্মকে রক্ষা করাই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর দেবকার্য্য। কিন্তু বরবলদৃপ্ত রাবণ দেবগণের অজেয় ও অবধ্য। অতএব তাহার বিনাশের জন্য নারায়ণের নররূপে অবতীর্ণ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু যেহেতু নারায়ণ পূর্ণ, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বপ্রকার অভাবের অতীত, আপ্তকাম, সেইজন্য নিজ আবশ্যক তাঁহার কিছুই নাই, সুতরাং আপন প্রয়োজনে তাঁহার কোন কর্ম্মও নাই। এরূপ অবস্থায় সংসার ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিবার জন্য তিনি অবতীর্ণ হন তখন, যখন কোন নিতান্ত একনিষ্ঠ ভক্ত বা ভক্তগণ বড় আর্ত্তভাবে প্রাণ

পণে সেই সর্ব্বশরণ বিশাল শক্তিসমুদ্রে প্রবল বিক্ষোভ তরঙ্গ তুলিতে থাকেন—আর আর্ত্ত সাধুর কাতর আহ্বানেই মাত্র তিনি আসেন।

পরিত্রাণায় সাধুনাং,
বিনাশয়ে চ দুষ্কৃতাম্,
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় ॥

সে কালে ভারতের সেই দুর্দ্দিনেও স্থানে স্থানে বসিয়া ব্রাহ্মণেরা আর্ত্তভাবে ভগবানকে ডাকিতে ছিলেন সত্য, কিন্তু সে ডাকে তাঁহাদের নিজেদের জন্য যত, সমগ্র সমষ্টীর জন্য তত নয়। এ জন্য সে ডাকে নারায়ণের পাদপদ্মে তেমন স্পন্দন উঠে নাই, যাহাতে তিনি অবতার গ্রহণ করিতে পারেন। সে ডাকে ভগবত শক্তি সমুদ্রে তেমম বিক্ষোভ জাগে নাই যাহাতে তিনি ভীম জলস্তম্ভের মত উদিত হইয়া সমস্ত অশুভ, সমস্ত বিঘ্ন চুর্ণ বিচূর্ণ ও বিধ্বস্ত করিতে পারেন। কে আছে এমন একনিষ্ঠ বিশ্বহিতৈষিক সাধক, কে আছে এমন মহাপ্রাণ ভক্ত, কে আছে এমন শক্তিধর—যাহার অন্তঃকরণ হীরকের মত নির্ম্মল, প্রাণ কুসুমের মত কোমল, আর সাধনশক্তি বজ্র অপেক্ষাও দৃঢ়? আপ্তকাম অখণ্ড চিন্ময়কে অবতারিত করিতে গেলে এইরূপ সাধকেরই ব্যাকুল প্রার্থনা চাই। এইরূপ সাবক বাছিয়া লইয়া তাহাকে কাযে লাগাইয়া দেওয়াই ছিল তখনকার দিনের সর্ব্বপ্রধান দেবকার্য্য। ইন্দ্র এই সুরকার্য্য নিস্পত্তির জন্য গৌতমাশ্রমে আসিয়াছিলেন। অন্যস্থানে না গিয়া গৌতমের নিকট কেন? কারণ তখনকার দিনে গৌতমের মত তপস্যার শক্তি আর কাহারও ছিল না। যে গঙ্গাকে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ করিতে রাজর্ষি ভগীরথ, তাঁহার পিতা ও পিতামহকে, (তিন পুরুষ ধরিয়া) কঠোর তপস্যা করিতে হইয়াছিল, মহর্ষি গৌতম মুহূর্ত্তের ধ্যানে সেই গঙ্গাকে পৃথিবীতে অবতারিতা করিয়াছিলেন। দেবাবতারণে যাঁহার এত শক্তি—তাঁহাকেই—মাত্র তাঁহাকেই এক্ষেত্রে প্রয়োজন। কিন্তু তাঁহার চিন্তা, ধ্যান, ধারণা এত উর্দ্ধে—তাঁহার সাধনা ও বেদান্ত প্রতিভা এত প্রখর যে, জগৎকে তিনি একটা সংকল্প কল্পনা বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। জগৎ যাঁহার নিকট একটা অলীক প্রপঞ্চ রচনা মাত্র, তিনি কি উহার সংরক্ষণের জন্য নারায়ণকে আর্ত্তভাবে ডাকিতে পারেন? না। অথচ তাঁহাকে ছাড়িলেও কাজ চলিবে না। এই উভয় সঙ্কট ক্ষেত্রে দেবকার্য্য সিদ্ধির জন্য ইন্দ্র যথোপদিষ্ট ভাবে একটু বক্র পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন। তিনি "যশস্বিনী মহাভাগা তপসা-দ্যোতিত প্রভা দেবী অহল্যাকে আত্মবিসর্জ্জনের জন্য

সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। লক্ষ লক্ষ সতীর সতীত্ব রক্ষার জন্য, সহস্র সহস্র ঋষি তপস্বীর জীবন ও তপস্যা রক্ষার জন্য, অসংখ্য বালব্রহ্ম নর-নারী হত্যা নিবারণের জন্য, যজ্ঞ, ধর্ম্ম, তীর্থ ও দেব সম্পদ রক্ষার জন্য, দেবরাজ অহল্যার সতীধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে কুতূহল অর্থাৎ আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করিলেন এবং একথাও অবশ্য জানাইয়া দিয়া থাকিবেন যে, এই কর্ম্মের দ্বারা আহত হইয়া মহর্ষি গৌতম যে তীব্র অভিসম্পাত প্রদান করিবেন, তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে ভগবানকে এমন ভাবে ডাকা হইয়া যাইবে, যেরূপ আহ্বান দেহ মনের অনাহত অবস্থায় কিছুতেই মানুষের হৃদয় হইতে বাহির হয় না। দুঃখের অভিনয়ে ও দুঃখের অনুভবে যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। আর এইরূপ অনুভূত দুঃখের তীব্র তাড়নায় যে আর্ত্ত আহ্বান নিঃসৃত হইবে, তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া ভগবান যদি লীলা বিগ্রহ মূর্ত্তিতে ধরাধামে আত্ম প্রকাশ করেন তবে ত্রৈলোক্য হিতার্থে তাঁহার এই অদ্ভুত আত্মত্যাগের গাথায়, ধর্ম্ম সংরক্ষণের জন্য তাঁহার এই অপূর্ব্ব আত্মবিসর্জ্জনের কাহিনীতে সমগ্র ভুবন অনন্তকাল ধরিয়া মুখরিত থাকিবে।

এই ধর্ম্ম সংরক্ষণের মোহ ও যশের আকাঙ্ক্ষাই দেবী অহল্যাকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল। তিনি ভুলিয়াছিলেন যে, যশের লোভে বা ধর্ম্মসংরক্ষণের মোহ ব্রহ্মপুত্রী বা গৌতম পত্নীর লক্ষ্য নয়। তাঁহার মত মহাতপস্বিনীর লক্ষ্য শুধু কৈবল্য—যাহা পাইতে হইলে সাধনার উচ্চতম সোপানে আসিয়া (যে স্তরে অহল্যা ছিলেন) যশ অযশ, ধর্ম্ম অধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত দ্বন্দ্বই সর্পনির্মোকবৎ (সাপের খোলসের মত) পরিত্যাগ করিতে হয়। দেবী অহল্যার ভুল হইয়াছিল এইখানে। আর ইন্দ্র, যিনি মোক্ষাভিলাষী নন, যিনি ধর্ম্মরক্ষাভিলাষী মাত্র, তিনি এই ভুলের সাহায্যে দেবকার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইলেন। স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল, এই তিন ভুবনের পরম কল্যানের জন্য মহাতপস্বিনী ব্রহ্মপুত্রী ইন্দ্রের প্রার্থনায় আপনার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিলেন এবং এতবড় মহৎকার্য্য, দেবতাদের বড় বিপদের দিনে এতবড় সাহায্য করিতে পারিলেন বলিয়া নিজেকে কৃতার্থ বিবেচনা করিলেন। যে দেশের অপূর্ব্ব শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া মনুষ্য বলিতে পারে

ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।
সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি॥

দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচারে সংক্ষুব্ধ হৃদয়ের স্বতঃ উচ্ছ্বসিত অভিসম্পাতে

যে দেশে মহাকাব্যের সৃষ্টি হয়, সেই দেশের লোকই অত্যাচার প্রপীড়িত ভূমণ্ডলের জন্য প্রাণপণ প্রয়াস করিতে পারে, মহানুভবতায় পূর্ণ হইয়া কেবল সেই দেশেরই মহাপ্রাণা তপস্বিনী বিশ্বহিতে নিজেকে চূর্ণ করিয়া বলিতে পারেন—"কৃতার্থস্মি সুরশ্রেষ্ঠ"। বিশ্বামিত্র যে ভাষায় এ বর্ণনা দিয়াছিলেন তাহা এই—

অথাব্রবীৎ সুরশ্রেষ্ঠং কৃতার্থে নান্তরাত্মনা।
কৃতার্থাস্মি সুরশ্রেষ্ঠ গচ্ছশীঘ্রমিতঃ প্রভো॥

আদিকাণ্ড ৪৮ সর্গ

কিন্তু যে উপায়ে এই বিশ্বকল্যাণকর কর্ম্মের উদ্বোধন হইল, তাহা তো শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পন্থা নয়, বরং শাস্ত্র নিষিদ্ধ। যাহা শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম্ম, তাহাই পাপ। পাপকর্ম্ম ঘটিলে তাহার নিত্য সহচর সঙ্কোচ আসিবেই আসিবে। দেবী অহল্যাতেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। সেই জন্য এই শাস্ত্র নিষিদ্ধ গর্হিত কর্ম্মের পরই ভয় আসিয়া তাঁহার পূর্ব্ব উৎসাহকে আবৃত করিয়া ফেলিল। তিনি ইন্দ্রকে বলিলেন—

............গচ্ছ শীঘ্রমিতঃ প্রভো।
আত্মানং মাঞ্চ দেবেশ সর্ব্বথা রক্ষ গৌতমাৎ॥ [ঐ]

ইন্দ্র হাসিলেন, বলিলেন তাহাই হইবে, আমি যেখান হইতে আসিয়াছি সেইখানেই যাইব। এই বলিয়া "নিশ্চক্রামোটপাৎ ততঃ"। কুটীর হইতে—ইন্দ্র বাহির হইলেন বটে, কিন্তু তখনই চলিয়া গেলেন না। পলায়ন তাঁহার উদ্দেশ্য নয় তাঁহার উদ্দেশ্যই ছিল মহর্ষি গৌতমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার ক্রোধকে উদ্দীপিত করা। কামলম্পট হইলে, হয় তিনি মায়া বলে তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইতেন, আর না হয় অন্য কোন জীব জন্তুর মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া পলায়ন করিতেন। কিন্তু উদ্দেশ্য ভিন্নরূপ ছিল বলিয়া, তিনি গৌতম মূর্ত্তিতেই আশ্রম প্রবেশোন্মুখ কৃত স্নান মহর্ষির নিকটস্থ হইলেন এবং যেন গৌতমের সহিত অনভিলাষিত সাক্ষাৎ হওয়াতে ভীত হইয়াছেন, এই ভাব দেখাইবার জন্য তথায় ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

"স সম্ভ্রমাৎ ত্বরণ্ রাম শঙ্কিতো গৌতমং প্রতি।"

পরম তেজস্বী প্রজ্ঞাচক্ষু মহর্ষিইন্দ্রকে তাঁহারই মূর্ত্তিধর দেখিয়া নিমেষেই সমস্ত বুঝিতে পারিলেন ও ক্রোধে অগ্নিতুল্য হইয়া তৎক্ষণাৎ অভিসম্পাত করিলেন; তুমি নির্বীর্য্য হও—"বিফলস্ত্বং ভবিষ্যসি" [আদিকাণ্ড

৪৮ সর্গ] আর ও বলিলেন,—এই অপরাধে তুমি শত্রুহস্তে বন্দী হইবে" তস্মাৎ ত্বং সমরে শত্রুহস্তং গমিষ্যতি" [উত্তর কাণ্ড ৩৫ সর্গ]

ঋষির ক্রোধ এইখানেই শান্ত হইল না, তিনি পত্নীকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকেও শাপ দিতে উদ্যত হইলেন। আর অহল্যা, প্রদীপ্ত কালানলতুল্য ক্রুদ্ধ মহর্ষিকে দর্শন করিয়া নিজের ভুল বুঝিলেন। বুঝিলেন, যশের লোভে বা ধর্ম্মসংরক্ষণের মোহে বিচলিত হওয়া গৌতম পত্নীর উপযুক্ত হয় নাই। কিন্তু তখন আর উপায় নাই। এজন্য তিনি নিতান্ত দীনভাবে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—

অজ্ঞানাৎ ধর্ষিতা বিপ্র ত্বদ্ রূপেন দিবৌকসা।
ন কামকারাৎ বিপ্রর্ষে প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি॥

[উঃ কা ৩৫ সর্গ]

ব্রহ্মন্ আমি দেবতাদ্বারা অজ্ঞানবশতই ধর্ষিতা হইয়াছি, কাম প্রবৃত্তির উত্তেজনায় নয়। মহর্ষে! এইটুকু বিচার করিয়া আপনি একটু প্রসন্ন হউন।

ঋষি তাঁহার কথা সত্য বলিয়া বুঝিলেন; কিন্তু উদ্যত ক্রোধ শান্ত হইল না; কিছু মন্দ হইল মাত্র। পত্নীর কাতরতায় ঈষৎ করুণ হইয়া ঋষি বলিলেন—

বাতভক্ষ্যা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী।
অদৃশ্যা সর্ব্বভুতানামাশ্রমেস্মিন্ বসিষ্যসি॥
যদৈতচ্চ বনং ঘোরং রামো দশরথাত্মজঃ।
আগমিষ্যতি দুর্দ্ধর্ষস্তদা পূতা ভবিষ্যসি॥
তস্যাতিথ্যেন দুর্ব্বৃত্তে লোভ মোহ বিবর্জ্জিতা।
মৎসকাশং মুদা যুক্তা স্বং বপুর্ধারয়িষ্যসি॥

[আদিকাণ্ড ৪৮ সর্গ]

রে দুর্ব্বৃত্তে, তুই নিরাহারা বায়ুভক্ষ্যা ভস্মশায়িনী ও সমস্ত প্রাণীর অদৃশ্যা হইয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে নাম করিতে করিতে এই আশ্রমে বাস করিবি।

এই রমনীয় তপোবন নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইবার পর যখন দশরথ নন্দন দুর্দ্ধর্ষ রাম কার্য্য ব্যপদেশে এখানে আসিবেন তখনই তুই পবিত্রা হইবি।

সে সময় তাঁহার সৎকার ও পূজাদ্বারা যখন তুই লোভ ও মোহ হইতে মুক্ত হইবি, তখনই মাত্র নিজের এই শুদ্ধ তপস্বিনী মুর্ত্তি ধারণ করিয়া সানন্দ চিত্তে আমার সহিত বাস করিবার অধিকার লাভ করিবি।

মহর্ষি গৌতম পত্নীর অপরাধের জন্য দণ্ড দিলেন এবং তাহার সত্যবাদিতায় প্রসন্ন হইয়া দণ্ডমুক্তির উপায় ও বলিয়া দিলেন। কিন্তু ইন্দ্রকে শুধু শাস্তিই দিলেন, মুক্তির কোন উপায় বলিলেন না। ইহার পর অহল্যা অবশ্যই প্রশ্ন করিয়া থাকিবেন, রাম দর্শনে মুক্তি হইবে কেন? এই রাম কে? তাই গৌতম বলিয়াছিলেন—

উৎপৎস্যতি মহাতেজা ইক্ষ্বাকূনাং মহারথঃ।
রামো নাম শ্রুতো লোকে বনং চাপ্যুপযাস্যতি॥
ব্রহ্মনার্থে মহাবাহু বিষ্ণু র্মানুষ বিগ্রহঃ।
তং দ্রক্ষ্যসি যদা ভদ্রে তদা পূতা ভবিষ্যসি।
সহি পারয়িতুং শক্ত-স্ত্বয়া যদ্দুষ্কৃতং কৃতম্॥

(উত্তর কাণ্ড ৩৫ সর্গ)

ভবিষ্যতে সর্ব্বশক্তিমান বিষ্ণু মনুষ্য শরীর স্বীকার করিয়া ইক্ষ্বাকু বংশে জন্ম গ্রহণ করিবেন। তুমি যে মহাপাপ করিয়াছ তাহা হইতে তিনিই কেবল তোমাকে উদ্ধার করিতে পারেন। সেই মহাতেজা মহারথ ব্রাহ্মণের জন্য [যজ্ঞরক্ষার জন্য] এই বনে আসিবেন এবং হে ভদ্রে [ভদ্রে কল্যাণ কর্ম্ম কারিনি] সেই কালে তুমি যখন তাঁহাকে দর্শন করিবে, তখনই তুমি পবিত্রা হইবে। মহর্ষি এখানে অহল্যাকে "ভদ্রে" বলিতেছেন, তিনি "তদা পূতা ভবিষ্যসি" বলিবার সময় "পাপে" বলিলেও পারিতেন। কিন্তু "পাপে" না বলিয়া "ভদ্রে" বলাতে বুঝা যাইতেছে, তিনি অহল্যার কল্যাণ-পূর্ণ উদ্দেশ্যের কথা সুস্পষ্ট ভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অহল্যা মহাপাপ প্রনাশক রাম নাম পাইলেন; আর তেজস্বী গৌতম আশ্রম ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। দেবী অহল্যার অদৃশ্যদেহ সেই নির্জ্জন আশ্রম প্রাঙ্গনে ভস্ম শয্যায় পড়িয়া রহিল। কি কঠোর দণ্ড। দেহ অনুভূতিসম্পন্ন; অথচ নিশ্চল। এমনি শরীর লইয়া শিশিরের তীব্র শীত, গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রজ্বালা, বর্ষার অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা ক্ষুৎ পিপাসার অসহ আকুলতা, নির্জ্জনতার দুর্ব্বহ পীড়ন সবই দিনের পর দিন ধরিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে ভোগ করিতে হইবে যতদিন না সেই ঋষি কথিত

"বিষ্ণুর্মানুষবিগ্রহঃ" আসেন ; আর এতবড় দুর্দ্দিনের সম্বল রহিল শুধু "রাম" নাম।

ইন্দ্র অবশ্য শাস্তি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিলাষ ব্যর্থ হয় নাই দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন ; কিন্তু দেবী অহল্যার এই ভীষণ অবস্থা দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। এতবড় কঠিন দৃশ্য তিনি আর দেখিতে পারিবেন না, ত্রস্তনয়নে স্বর্গে চলিয়া গেলেন। ইহার পরই ইন্দ্রজিৎ হস্তে তাঁহার পরাজয়। ব্রহ্মা তাঁহাকে এই পরাজয়ের হেতুভূত অহল্যাধর্ষণের কথা বলিয়াছিলেন—

শীঘ্রং বৈ যজ যজ্ঞং ত্বং বৈষ্ণবং সুসমাহিতঃ
পাবিতস্তেন যজ্ঞেন যাস্যসে, ত্রিদিবং ততঃ
(উঃ কাঃ)

অতএব তুমি অবিলম্বে সমাহিত চিত্তে বৈষ্ণব-যজ্ঞ যজন কর এবং সেই যজ্ঞ দ্বারা পবিত্র হইবার পর স্বর্গে গমন করিও।

এ পর্য্যন্ত দেখা গেল যে, আপন পাপ মুক্তির জন্য যেমন অহল্যা ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন, দেবরাজ ইন্দ্রও তেমনি বৈষ্ণব-যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, অর্থাৎ বিষ্ণুর যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন অর্থাৎ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। আর ঐ যে মহর্ষি গৌতম তপস্যার্থে চলিয়া গেলেন, তিনিও কি নারায়ণকে মর্ত্তে আবির্ভূত করিবার জন্য আপন শক্তির কিছুমাত্র বিনিয়োগ করেন নাই ?

ইহার পর কত শিশির বসন্তৌ পৃথিবীতে যাতায়াত করিল, অহল্যা সেই 'রাম' নাম লইয়াই পড়িয়া রহিলেন। অবশেষে সত্যই এক ভুবনভরা নব বসন্তে ঐ নামের নামী যিনি তিনি ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতের হৃদপুণ্ডরীক স্বরূপ অযোধ্যায় আত্মপ্রকাশ করিলেন। আকাশে দেব দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল—দেব সমাজ আনন্দে মহোৎসব করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার চতুর্দ্দশ বৎসর পরে, এক প্রফুল্ল বসন্তে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে দুর্ভাগ্য পীড়িতা অহল্যার আশ্রম অরণ্যে লইয়া গেলেন। আর রামচন্দ্র নিতান্ত ভক্তিভরে সেই,—

ধূমেনাভি পরীতাঙ্গীং দীপ্তামগ্নিশিখামিব।
মধ্যেহম্ভসো দুরাধর্ষাং দীপ্তাং সূর্য্যপ্রভামিব॥

মহাতপস্বিনী অহল্যার চরণ বন্দনা করিলেন। সে স্পর্শে দেবী অহল্যার সমস্ত জড়তা, সমস্ত গ্লানি নিঃশেষ দূর হইয়া গেল, তাঁহার মনে হইল, এ স্পর্শ যেন মৌনকণ্ঠে তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতেছিল, দুর্ভাগ্য পীড়িতা লাঞ্ছিতা মা আমার, আমি কি মা তোমার আহ্বানে স্থির থাকিতে পারি? আমি আসিয়াছি, তুমি ওঠো, উঠিয়া আমায় গ্রহণ কর।

কতকালের পর দেবী অহল্যা আপনার ভস্মশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন ও স্বামীর বাক্য স্মরণ করিয়া সেই দেবমুনীন্দ্রগুহ্য নয়নাভিরাম মানুষ বিগ্রহের পাদপদ্মে লুটাইয়া পড়িলেন। আকাশ হইতে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিয়া সে আশ্রমভূমি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন ও সকলে সমস্বরে সেই তপোবল বিশুদ্ধাঙ্গী একান্ত গৌতম পরায়না মহাভাগা অহল্যাকে সাধু সাধু বলিয়া সম্মান ও পূজা করিতে লাগিলেন।

সাধু সাধ্বিবতি দেবাস্তামহল্যাং সমপূজয়ন্।
তপোবলবিশুদ্ধাঙ্গীং গৌতমস্য বশানুগাম্॥

ইহার পরমুহূর্ত্তেই মহর্ষি গৌতম সে স্থলে আসিলেন ও দেখিলেন সেই মহাবাহু বিষ্ণু পরম সন্তোষের সহিত সেই যশস্বিনী অহল্যা প্রদত্ত ফলমূল ভোজন করিতেছেন। তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না, তিনি বহুপ্রকারে সেই প্রণববিগ্রহের পূজা করিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া সস্ত্রীক তপস্যায় পুনঃ নিযুক্ত হইলেন।

এই ঘটনার পর ভগবান বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে মিথিলার রাজসভায় আনিয়াছেন----উদ্দেশ্য যুগলরূপ দর্শন। মহর্ষি শতানন্দ এই মিথিলা রাজের প্রধান পুরোহিত, দেবী অহল্যার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি "রামদর্শনাদেব পরং বিস্ময়মাগতঃ" রামরূপ দর্শন করিয়া একেবারে পরম বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলেন। এই সেই রাম! ইনিই তাঁহার জননীর ধ্যানের মূর্ত্তি! এই কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরিটীহারী পরম রমনীয় "সদৈক প্রিয়দর্শন" বিগ্রহ তাঁহার নিগৃহীতা সাধ্বী জননীর আর্ত্ত হৃদয়গত মহাপুরুষের মূর্ত্ত বিকাশ! কি অপূর্ব্ব, কি অনুপম! তিনি যেন কেমন হইয়া গেলেন। তাই প্রথমেই

এই অভিরাম পুরুষের সহিত কথা কহিতে তাঁহার সাহস হইল না। তিনি বড় আগ্রহ ও উৎকণ্ঠার সহিত পার্শ্বোপবিষ্ট মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন--

অপি তে মুনিশার্দ্দূল মম মাতা যশস্বিনী।
দর্শিতা রাজপুত্রায় তপোদীর্ঘমুপাগতা॥

হে মুনিবর আপনি আমার দীর্ঘতপস্বিনী যশস্বিনী মাতাকে এই রাজপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়াছেন ত?

অপিরামে মহাভাগা মম মাতা যশস্বিনী।
বনৈরুপাহরৎ পূজাং পূজার্হে সর্ব্বদেহিনাম্॥

আমার মহাভাগ্যবতী যশস্বিনী মাতা সমস্ত প্রাণীর পূজ্য এই রামচন্দ্রকে বনের ফলমূলাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়াছেন ত? ও রাম তাহা গ্রহণ করিয়াছেন ত?

অপি রামায় কথিতং যদ্ বৃত্তং তৎ পুরাতনম্।
মম মাতুর্মহাতেজো দৈবেন দুরনুষ্ঠিতম্॥

হে মহাতেজস্বী, দৈব প্ররোচনায় আমার মাতা যে কঠোর কর্ম্ম করিয়াছিলেন, সেই পুরাতন কথা আপনি রামচন্দ্রকে সবিস্তারে বলিয়াছেনত?

অপিকৌশিক ভদ্রং তে গুরুণা মম সঙ্গতা।
মম মাতা মুণি শ্রেষ্ঠ রাম সন্দর্শনাদিতঃ॥

হে কৌশিক! রাম দর্শনের পর আমার মাতা, আমার পিতার সহিত মিলিতা হইয়াছেন ত?

অপি মে গুরুণা রামঃ পূজিতঃ কুশিকাত্মজ।
ইহাগতো মহাতেজাঃ পূজাং প্রাপ্য মহাত্মনঃ॥

হে কৌশিক! এই মহাতেজস্বী রাম আমার পিতাদ্বারা পূজিত হইয়াছেন ত? এবং সেই মহাত্মার পূজা গ্রহণের পর ইনি এখানে আসিয়াছেন ত?

অপি শান্তেন মনসা গুরুর্মে কুশিকাত্মজ।
ইহাগতেন রামেন পূজিতেনাভিবাদিতঃ।

হে কৌশিক! এইরূপে পূজিত হইবার পর রামচন্দ্র প্রশান্তমনে আমার পিতাকে অভিবাদন করিয়াছেন ত?

মহর্ষি বিশ্বামিত্র পরম পিতৃমাতৃভক্ত ও ইষ্ট সেবক শতানন্দের মনের ভাব বুঝিয়া সংক্ষেপে বলিলেন—

নাতিক্রান্তং মুনিশ্রেষ্ঠ যৎ কর্ত্তব্যং কৃতং ময়া।

(আদিকাণ্ড ৫১ সর্গ)

হে মুনিবর, যাহা কর্ত্তব্য আমি সমস্তই করিয়াছি, কিছুই ভুলি নাই। দেবী অহল্যার অপরাধ প্রকৃত হইলে, রাজর্ষি জনক কখনই অহল্যাপুত্র শতানন্দকে আপনার প্রধান পুরোহিতের পদে রাখিতে পারিতেন না বা শতানন্দও প্রকাশ্য রাজ সভায় তাঁহার জননীর কথা এমন ভাবে বলিতে পারিতেন না। শতানন্দ যে ভাবে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে তাঁহার পিতামাতার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাতে বুঝা যায়, শুধু দেবতার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে পড়িয়া ধর্ম্ম সংরক্ষণের জন্যও তজ্জাত যশের আকাঙ্ক্ষায় দেবী অহল্যা এই কঠোর কর্ম্ম করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার নিজের অপরাধ ছিল খুব অল্পই। এই ধারণা শতানন্দের হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল বলিয়াই তিনি পুনঃ পুনঃ আপনার মাতাকে যশস্বিনী, মহাভাগা ও তপস্বিনী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার আরও ধারণা ছিল যে তাঁহার পিতা তাঁহার এই তপস্বিনী মাতাকে যে দণ্ড দিয়াছিলেন—তাহা যেন অনেকটা অত্যাচারের কাছাকাছি। তাই তিনি বড় সঙ্কোচে সকলের শেষ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—রামচন্দ্র প্রশান্তমনে আমার পিতাকে অভিবাদন করিয়াছেন ত?

আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা দেখিলাম তাহাতে বুঝিলাম, এই বিসদৃশ ব্যাপারে ইন্দ্র বা অহল্যা কেহই ইন্দ্রিয় লালসার অপরাধে অপরাধী নন; এ অপরাধের মূলই হইতেছে, ত্রৈলোক্য রক্ষার ও বেদাদিষ্ট ধর্ম্মরক্ষার প্রয়াস।

কিন্তু আমাদের এমন দুঃসময় পড়িয়াছে যে এই সকল কথা এখন আর অনেকে তলাইয়া বুঝিতে চাহে না। নিজের দেশের প্রাচীন গৌরব ও মহত্ত্ব বুঝিবার মত শক্তি আমাদের সমাজ হইতে ক্রমেই সরিয়া যাইতেছে। ইহা যে কত বড় দুর্ভাগ্য ও দুর্ব্বলতার পরিচয়, তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীলের ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। কিন্তু এ দুর্ব্বলতা সমাজে একদিনে আসে নাই। বহুদিন পূর্ব্বে ইহার জন্ম হইয়াছে। কারণ দেবী অহল্যার প্রকৃত চরিত্রকে প্রথমে বিকৃত করিয়াছেন, রামায়ণের টীকাকারগণ। তাঁহারা আপন আপন ছাত্র অথবা শিষ্যগণকে নারী সংস্পর্শ হইতে সতত সাবধান রাখিবার জন্য এত

উদ্‌গ্রীব ছিলেন যে, অহল্যার মত তপস্বিনীর হৃদয়েও মুহূর্ত্তের মধ্যে কামপিপাসা জাগে, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াস করিয়াছেন। যবনিকার অপর পার্শ্বের প্রকৃত দৃশ্য, হয় তাঁহারা দেখেন নাই; আর না হয় দেখিয়াও উহা স্বার্থ বিরোধী বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। ইহার ফলে আজ প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চের উপর এই যশস্বিনী মহাপ্রাণা বিশ্বহিতৈষিণীর যে লাঞ্ছনাও অবমাননা হইতেছে, তাহা যেমন বীভৎস, তেমনি পরিণাম ভীষণ।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, সমগ্র রামায়ণে শ্রীরামচরিত্র যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে দুই চারিটী স্থানে মাত্র তাঁহার ভাগবত ঐশ্বর্য্য অনাবৃত হইয়া পড়িয়াছে। আবার এই দুই চারিটি স্থানের মধ্যে দেবী অহল্যার উদ্ধার সম্পর্কে তিনি যতটা ধরা পড়িয়াছেন, এমন আর কোথাও নয়। যাঁহার দর্শন মাত্রেই সমস্ত গ্লানি ও সমস্ত কর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায়, সমস্ত সন্দেহ মিটিয়া যায়, সমস্ত কামনা ও বাসনা বিলীন হইয়া যায়, মহর্ষি গৌতমের আশ্রমলক্ষ্মী দেবী অহল্যা আত্মোদ্ধারের ভিতর দিয়া তাঁহাকেই সকলের কাছে সুস্পষ্ট ভাবে ধরাইয়া দিয়াছেন। তীব্র পাপানুষ্ঠানের পরও ঋষিনির্দ্দিষ্ট, নাম জপ করিতে করিতে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া ও সেই নামের নামীকে মূর্ত্ত বিগ্রহরূপে লাভ করিয়া এই যশস্বিনী ভাগ্যবতী বিশ্বের সমস্ত নর-নারীর সম্মুখে যে আশা ও আশ্বাসের প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়াছেন, তদপেক্ষা মহত্তর কর্ম্ম পূর্ব্বে কেহ কখনও করে নাই এবং ভবিষ্যতেও কেহ কদাপি করিতে পারিবে বলিয়া তো মনে হয় না।

রাবণকৃত সুদারুণ অত্যাচার এই সুমহৎ কর্ম্ম বৃক্ষের মূল, ইন্দ্র কর্ত্তৃক অহল্যাধর্ষণ ইহার কাণ্ড, গৌতমের তপঃশক্তি ও অভিশাপ ইহার শাখা প্রশাখা, অহল্যার কঠোর সাধনা ইহার নিভৃত কুসুম এবং রামাবির্ভাব ইহার স্বাদুতম ফল। এই মহাফল যে সুরভি কুসুমের অন্তঃশক্তি প্রসূত, তাহা কি মূঢ়ের বাক্‌চাতুর্য্যে অবজ্ঞাত হইবার বস্তু? যোগী, ভক্ত, ত্যাগী, জ্ঞানী, গৃহস্থ, সন্ন্যাসী প্রভৃতি সকলেরই জীবন সন্ধ্যায় যে নামের প্রদীপ একমাত্র শরণ্য, যে নামের পর সে সময় আর কোন নাম "শুনাইবার" বিধি নাই, সেই "শ্রীরামঃ" নামের অপূর্ব্ব শক্তি, যিনি নিজকৃত কঠোর কর্ম্ম ও মুক্তির ভিতর দিয়া নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন, তিনি যদি আমার মত কর্ম্মদুরাচারগণের আশা ভরসার স্থল না হ'ন, তিনি যদি আমার মত দুর্ভাগ্যপীড়িত নরনারীর প্রাতঃস্মরণীয়া ও পূজার্হা না হন তবে আর কে হইবে?

আমরা মহর্ষি বাল্মীকির অনুসরণ করিয়া অহল্যা চরিত্র যে ভাবে চিত্রিত দেখিয়াছি সেইরূপই প্রকাশ করিলাম। আশা করি বর্ত্তমান সমাজ ইহাতে ভাবিবার ও বুঝিয়া দেখিবার অনেক কথা পাইবেন। শাস্ত্রীয় চরিত্র গুলি এই ভাবে দেখিবার অভ্যাস যাঁহারা করিতে পারেন, তাঁহারা আগামী দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিবার বহু কৌশল এই সকল মহৎ চরিত্র হইতে পাইতে পারেন। এখানে আরও একটি গুরুতর বিষয়ের কথা আছে। সেটি এই যে, সাধু উদ্দেশ্যে কৃত হইলেও দুষ্কর্ম্ম দুষ্কর্ম্মই, পাপ পাপই এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল হইতে দেবরাজ ইন্দ্র বা ব্রহ্মপুত্রী অহল্যা, কাহারও অব্যাহতি নাই। এদিক দিয়াও দেবী অহল্যা নিত্যস্মরণীয়া। মনুষ্য সমাজ বিশেষতঃ আমাদের দেবব্রত সমাজ যাহাতে অহল্যার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া পাপ বিরত ও সাধনারত হ'ন, তাহার জন্য শ্রীঅহল্যারক্ষকের নিকট প্রার্থনা করিয়া আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করিলাম। শ্রীভগবতে রামচন্দ্রায় অর্পণমস্তু। ইতি ॥

শ্রীকৃষ্ণকিশোর চট্টোপাধ্যায়।

পরলোক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(রায় কালীচরণ সেন বাহাদুর লিখিত)

সকল প্রকার শ্রাদ্ধেই দেহ ও মনকে সংযত রাখার জন্য কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হয়। শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন লঘু, সাত্ত্বিক ও নিরামিষ আহার করা আবশ্যক। যাহাতে কোনরূপ চিত্তবিকার জন্মিতে পারে, এরূপ কোন কার্য্য করিতে নাই। মিথ্যা কথন, ক্রোধ ও অষ্টবিধ মৈথুন (১) পরিত্যাজ্য। মোট কথা সম্পূর্ণভাবে ব্রহ্মচারীর আচার গ্রহণ করিয়া দেহ ও মনকে এরূপ ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে, যেন পরলোকে শক্তি সঞ্চালন করিবার ক্ষমতা জন্মে। এই সকল কার্য্যে ও উপযুক্ত জ্ঞানী ব্রাহ্মণ চাই এবং

---

(১) স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণং।
সংকল্পোধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া নিষ্পত্তিরেবচ ॥
এতন্মৈথুন মষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
অনুরাগাৎ কৃতঞ্চৈব ব্রহ্মচর্য্য বিরোধকাং ॥

শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যাদি যথাবিধি শ্রদ্ধা সহকারে সংগ্রহ করা আবশ্যক। শ্রাদ্ধকর্ত্তার মনে ভক্তি ও বিশ্বাস থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। ভক্তি ও বিশ্বাস না থাকিলে শক্তিসঞ্চালন ক্রিয়া সম্পুর্ণরূপে সম্পন্ন হয় না এবং পিতৃগণকে শ্রাদ্ধে আবাহন করার শক্তি জন্মে না।

শ্রাদ্ধের সফলতা সম্বন্ধে শাস্ত্রে এই রূপ লিখিত আছে যে, সেই জীব যদি কর্ম্মবশতঃ দেবতা হইয়া জন্ম লাভ করেন, তবে শ্রাদ্ধান্ন অমৃতরূপে তাঁহার তৃপ্তি সাধন করে; গন্ধর্ব্ব জন্মে ভোগরূপে, পশুজন্মে তৃণরূপে ও মনুষ্যজন্মে অন্ন পানাদি রূপে তৃপ্তিজনক হইয়া থাকে। জীবগণ যেখানেই থাকুক, তাহারা যে জন্মে যে দ্রব্য ভোজী হয়, শ্রাদ্ধীয়ান্ন ও তদাকারে তাহার নিকট উপস্থিত হয়। গাভী হারাইয়া গেলে ও যেমন বৎস তাহার মাতাকে চিনিয়া লইতে পারে তদ্রূপ অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃলোকস্থ সূক্ষ্ম দেহধারী দেবগণ সেই শ্রাদ্ধীয়ান্ন এমনভাবে প্রেরণ করেন যে উহা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সন্নিধানে উপস্থিত হয়।

কিরূপে এই কার্য্য সাধিত হয়, তাহা আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা বুঝিবার উপায় নাই। সূক্ষ্ম জগতের কথা সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা নাই, কাজেই এস্থলে শাস্ত্রই আমাদের অবলম্বন।

অপি যোনিশতং প্রাপ্তাং স্তাং তৃপ্তিরুপতিষ্ঠতি।
তেষাং লোকান্তরস্থানাং বিবিধৈর্ণাম গোত্রকৈঃ॥
গরুড় পুরাণ। উঃখণ্ড ১১অঃ ১৬।

সন্তান যদি নাম গোত্রাদি উল্লেখ পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করে, তবে শত যোনি ভ্রমণ কারী জীবের ও তৃপ্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শ্রাদ্ধে পিণ্ডদানের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত মন্ত্রে "অগ্নিদগ্ধার" একটী পিণ্ড দিতে হয়।

"অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃকুলে মম।
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিং॥
যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু নৈবান্নসিদ্ধির্ণতথান্নমস্তি।
তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভূবিদত্ত মেতৎ প্রয়াস্তু লোকায় সুখায়॥"দ্বতৎ

যে সকল জীব অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়াছে এবং আমার বংশে যাঁহাদের অগ্নি কার্য্য হয় নাই, তাঁহারা ভূমিতে প্রদত্ত এই অন্নদ্বারা তৃপ্তিলাভ করিয়া সদ্গতি লাভ করুন! যে সকল জীবের মাতা,পিতা, বন্ধু কেহই নাই, অন্নসিদ্ধি নাই এবং অন্নও নাই, তাহাদিগের তৃপ্তির জন্য ভূমিতে অন্ন প্রদান করিলাম, তাহারা তৃপ্তিলাভ করিয়া সুখকর লোকে গমন করুক।

জীবের তৃপ্তি উৎপাদন পুর্ব্বক লোকান্তরে প্রেরণ করা যে শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্য, তাহা এই মন্ত্রে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। এই মন্ত্রটী অতি সুন্দর; ইহা বিশ্বজনীন প্রেম ও করুণার আদর্শ।

শ্রাদ্ধশেষে পিতৃলোকের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করা হয়, যথা;—

আশীষোমে প্রণীয়ন্তাং পিতরঃ করুণাময়াঃ।
বেদাঃসন্ততয়ো নিত্যং বর্দ্ধন্তাং বান্ধবাঃ মম॥
দাতারো মে বিবর্দ্ধন্তাং বহুন্যন্নানি—সন্তুমে।
যাচিতারঃ সদা সন্তু মাচ যাচামি কঞ্চন॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

করুণাময় পিতৃগণ আমাকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করুন; আমার জ্ঞান, সন্তানগণ ও বান্ধবগণ নিয়ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক; যাঁহারা আমাকে দান করেন তাঁহারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউন; আমার ভূরিপরিমাণ অন্ন সংস্থাপন হউক, আমার নিকট সর্ব্বদা অনেকে যাচ্ঞা করুক; কিন্তু আমাকে যেন কাহারও নিকট যাচ্ঞা করিতে না হয়।

গয়াধামে বিষ্ণু পাদপদ্মে পিণ্ড দান করিলে পিতৃলোকের উদ্ধার হয় এবং তাঁহাদের অক্ষয়তৃপ্তি লাভ হয়; একথা সকল শাস্ত্রেই বর্ণিত আছে।

অত্র পিণ্ড প্রদানেন পিতৃণাং পরমা গতিঃ।
গয়া গমন মাত্রেন পিতৃণামনৃনো ভবেৎ॥

গরুড় পূর্ব্বঃ ৮৩ খ ৫।

যেষাং নিরয়মাপন্নাঃ পিতরো জন্ম জন্মনি।
তেষামুদ্ধরণার্থায় তীর্থ মেতৎসুদুর্লভং॥

স্কন্দ পুরাণ, আবন্ত্য খণ্ড ৫৮ অঃ ৩৮

যাহাদের পিতৃগণ নিরয়গামী হইয়াছেন, তাহাদের নিরয়গামী পিতৃগণের উদ্ধারের জন্য এই সুদুর্লভ তীর্থ বিদ্যমান।

উদ্বন্ধন মৃতা যেচ বিষশস্ত্রৈ মৃর্তাশ্চযে।

(ঐ ৪১)

যাহারা উদ্বন্ধনমৃত, বিষমৃত, শস্ত্রমৃত, তাহাদের উদ্ধারের জন্য গয়া শ্রাদ্ধ বিধেয়।

যাহারা প্রেত যোনি লাভ করিয়াছে—
প্রেতযোনিং গতা শ্চৈব (ঐ ৫৮)

তাহাদের উদ্ধারের জন্য ও গয়াশ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য, গয়ায় পিণ্ডদানের উপকারিতা সম্বন্ধে শাস্ত্রে কোন মতভেদ নাই। গয়াশ্রাদ্ধ পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। যে সকল ব্যক্তি আত্মঘাতী ও মহাপাতকী তাহাদের উদ্ধারের জন্য গয়াশ্রাদ্ধ উপযোগী।

সাধক প্রবর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে প্রশ্ন করায়, যাহাদের অপঘাত মৃত্যু ঘটিয়াছে, তাহাদের সদ্গতি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন ;—

শাস্ত্রে আছে, গয়াতে যথা মত পিণ্ডদান করিলেই তাদের সদ্গতি হ'য়ে থাকে। ব্যবস্থামত দিলে পরলোকগত আত্মা তা গ্রহণ করেন। আমি যখন গয়ায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ক'রতে গিয়াছিলাম, তখন আকাশগঙ্গা পাহাড়ে অনেক সময় থাকৃতাম্। ঐ সময়ে একবার একটা আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে ছিল। আমার একটী ব্রাহ্ম বন্ধু, বিলাত ফেরত ডাক্তার, সেই সময়ে গয়ায় গিয়াছিলেন। তাঁর পরলোকগত পিতা তাঁকে একদিন স্বপ্নে বল্লেন,—"বাপু, যদি গয়ায় এসেছ, আমায় একটা পিণ্ড দেও, আমি বড়ই কষ্ট পেতেছি"। তিনি ব্রাহ্ম, ওসব কিছুই বিশ্বাস করেন না, তাই উড়িয়ে দিলেন। পরদিন রাত্রিতে আবার স্বপ্নে দেখলেন, পিতা অত্যন্ত কাতর ভাবে বল্‌ছেন—"বাবা তোমার কল্যাণ হবে, আমাকে এবার একটি পিণ্ড দিয়ে যাও।" দুবার স্বপ্ন দেখে ও তিনি তা গ্রাহ্য কর্‌লেন না, আমাকে এ বিষয় এসে বল্‌লেন, আমি তাঁকে বল্‌লাম, "পুনঃ পুনঃ যখন এরূপ দেখছেন, তখন পিণ্ড দেওয়াই উচিত।" তিনি আমার উপর বিরক্ত

হ'য়ে বল্‌লেন, 'আপনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক হ'য়ে এরূপ কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন।' আমি তাঁকে বল্‌লাম আপনি তো আর আপনার বিশ্বাস মত দিবেন না, আপনার পিতার বিশ্বাস মত দিবেন, তাতে বাধা কি? তিনি তাতে সম্মত হলেন না। পরে আর একদিন শুয়ে আছেন, সামান্য একটু তন্দ্রা এসেছে, দেখ্‌লেন, পিতা যোড়হাত ক'রে বল্‌ছেন, "বাপু, আমাকে একটী পিণ্ড দিলেনা? বন্ধুটী তখন আমাকে এসে বল্লেন, মশায় আজ আবার পিতাকে স্বপ্নে দেখ্‌লাম, তিনি করযোড়ে কাতর হ'য়ে বল্‌ছেন, "বাপু, আমাকে একটী পিণ্ড দিলে না"? আমি বড়ই কষ্ট পেতেছি," শুনে আমার কান্না পে'ল। আমি তখন বল্‌লাম, "আপনি নিজে না দেন, প্রতিনিধি দ্বারাও ত দেওয়াইতে পারেন?" তিনি চুপ ক'রে রইলেন। আমি দুটি টাকা দিয়ে একটী পাণ্ডাকে ওঁর প্রতিনিধি হ'য়ে পিণ্ড দিতে ব্যবস্থা ক'রে দিলাম। এই পিণ্ডদানের দিন বন্ধুটীকে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে বিষ্ণুপাদপদ্মে উপস্থিত হ'লাম। প্রতিনিধি পাণ্ডা যখন পিণ্ডদান কর্‌লেন, তখন দেখলাম, বন্ধুটীর চোখ দিয়ে দর্ দর্ করে জল পড়্‌ছে। তিনি কাঁদতে কাঁদতে অস্থির হ'য়ে পড়লেন। পরে জিজ্ঞাসা করায় বল্‌লেন, 'মশায়, যখন পিণ্ড দেওয়া হয়, তখন আমি পরিষ্কার দেখ্‌লাম, আমার পিতা খুব আগ্রহের সহিত দুই হাত পেতে পিণ্ড গ্রহণ কর্‌লেন এবং হাত তুলে আমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বল্‌লেন, 'বাপু; আমার যথার্থ উপকার কর্‌লে, তুমি সুখে থাক, ঠাকুর তোমার কল্যাণ করুন।' আহা আগে যদি জান্‌তাম, পিতা এভাবে এ'সে পিণ্ড গ্রহণ কর্‌বেন, তাহা হ'লে, আমি নিজেই খুব যত্ন ক'রে পিণ্ড দিতাম।' এসকল ব্যাপার কি যুক্তি তর্কে বুঝান যায়?

(শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু প্রসাদ ১১১)

তর্পণ।

তর্পণ পিতৃযজ্ঞের একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ। শ্রাদ্ধের ন্যায় ইহাও পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। শাস্ত্রানুসারে প্রতিদিন শুচি হইয়া সংযত চিত্তে পিতৃ-লোকের তৃপ্তির জন্য তিলমিশ্রিত জল প্রদান করিতে হয়। ইহাতেও মন্ত্রশক্তির সাহায্য নিতে হয়। নানামত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পিতৃলোকের উদ্দেশে অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া জল উৎসর্গ করিতে হয়। এই কার্য্যদ্বারাও শ্রাদ্ধের ন্যায় পিতৃ-লোকের তৃপ্তি সম্পাদিত হইয়া থাকে, ইহা শাস্ত্রের আদেশ।

তৃপ্ ধাতুর অর্থ তৃপ্তি; পিতৃপুরুষদিগের প্রীতির নিমিত্ত জলদান করা ক্রিয়ার নামই তর্পণ। যাঁহারা প্রতিদিন তর্পণ করিতে অসমর্থ, তাঁহারা প্রতি বৎসর অপর পক্ষে পনর দিন এই উদক ক্রিয়া করিয়া থাকেন। শারদীয় মহাপূজা যে শুক্লপক্ষে অনুষ্ঠিত হয়, তৎপূর্ব্বের কৃষ্ণপক্ষের নাম অপর পক্ষ। সমস্ত পক্ষ তর্পণ করিয়া অমাবস্যার দিন মহালয়া পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিতে হয়। তর্পণ ক্রিয়া কেবল নিজ নিজ পিতৃপুরুষে নিবদ্ধ নহে। দেব, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, অসুর, সর্প, পক্ষী, বিদ্যাধর, ব্যোমচর, জলচর, নিশাচর, পাপী ও পুণ্যশীল প্রভৃতির জন্য অঞ্জলিপূর্ণ জল দিতে হয়। ব্রহ্মা অবধি নিকৃষ্ট প্রাণী পর্য্যন্ত সকলের তৃপ্তির কামনা আছে।

ধর্ম্মরাজ যমের উদ্দেশে তর্পণের বিধান আছে। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে "ভীষ্ম শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ" প্রভৃতি মন্ত্রে উদ্বোধন করিয়া মহাপ্রাণ চিরকুমার ভীষ্মের জন্যও তর্পণ করিতে হয়।

সমগ্র জগতের তৃপ্তির জন্য হিন্দুর প্রাণের ব্যাকুলতা। তর্পণের দ্বারা এই শুভ সংকল্প হিন্দুর মনে প্রতিদিন উদিত হইয়া থাকে। আপন, পর—সকলের প্রতি হৃদয়ের সহানুভূতি বিস্তৃত করিবার এমন শ্রেষ্ঠ উপায় আর দ্বিতীয় নাই।

শ্রাদ্ধ তর্পণ হিন্দুর পিতৃমাতৃভক্তির জ্বলন্ত নিদর্শন। হিন্দু প্রত্যেক শুভ-কার্য্যে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণ দ্বারা তাঁহাদের তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। নবশস্য গৃহে আসিলে, তাহা পিতৃপূজায় নিয়োগ না করিয়া গ্রহণ করেন না। পিতৃলোকের পূজা করিলে;—

আয়ুঃ পুত্রান্ যশঃ স্বর্গং কীর্ত্তিং পুষ্টিং বলং শ্রিয়ং।
পশূন্ শৌর্য্যং ধনং ধান্যং প্রাপ্নুয়াৎ পিতৃপূজনাৎ॥
দেব কার্য্যাদপি সদা পিতৃকার্য্যং বিশিষ্যতে।
দেবতাভ্যঃ পিতৃণাং চ পূর্ব্বমাপ্যায়নং শুভং॥

গরুড় পুরাণ উঃ খণ্ড।

আয়ুঃ, পুত্র, যশ, স্বর্গ, কীর্ত্তি, পুষ্টি, বল, স্ত্রী, পশু, ধন ধান্যাদি সর্ব্বসুখ লাভ হয়। দেবকার্য্য অপেক্ষা পিতৃকার্য্য প্রশস্ত, এজন্য পিতৃগণের পূজাই অগ্রে করিবে।

বাস্তবিক শ্রাদ্ধতর্পণ বিশ্বপ্রেমের অন্যতম নিদর্শন। ইহা মানবের মনে মহাপ্রাণতা ও বিশ্বপ্রেম জাগাইয়া দেয়। বিশ্বপ্রেমই মানবের চরম শিক্ষা, ইহা আমাদিগকে প্রতিক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে। দেশ ভেদে পরলোকগত আত্মার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের বিভিন্ন ব্যবস্থা রহিয়াছে। আমরা আজকাল তাহার অনুকরণে বার্ষিক সভা ইত্যাদি করিতেছি। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতে ঋষি প্রদর্শিত পন্থানুসরণ আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। তাঁহারা শ্রাদ্ধ ও তর্পণের যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। ঋষিগণ দিব্যদর্শী সত্যবাদী—"ঋষয়ঃ"

এই স্থূল জগতেই এমন অসংখ্য বিষয় আছে, যাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আমরা সূক্ষ্ম জগতের কোন সংবাদ রাখিনা; যাঁহারা সে জগতের তথ্য অবগত ছিলেন, তাঁহাদের আদেশ আমাদের সর্ব্বথা পালনীয়। আমাদের জ্ঞানের প্রসার অতি সংকীর্ণ—ইহা আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত। দুই পাতা ইংরেজী পড়িয়াই যে আমরা বিশ্বসংসারটা বুঝি,—ইহা আমাদের সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। শ্রাদ্ধতর্পণের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তিতর্কের অবতারণা করা হয়, আর্য্যগণ তাহারও আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের জ্ঞানের গভীরতা পরিমাপ করার সামর্থ্য আমাদের নাই। কাজেই অতীন্দ্রিয় বিষয়ে সূক্ষ্মদ্রষ্টা মহাত্মাগণের বাক্যই আমাদের অবলম্বনীয়।

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ"। সে সকল বিষয় চিন্তার অতীত, তৎপ্রতি তর্কের যোজনা করিবে না। আর্য্যঋষিগণ বুঝিয়াছিলেন যে, এই সমস্ত স্থূল সূক্ষ্ম জগৎ এক অপূর্ব্ব সম্বন্ধে চক্রাকারে সম্বদ্ধ এবং আমাদিগকে তাহার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। এই অপূর্ব্ব সম্বন্ধের কথা স্মরণ করিয়া শ্রীভগবান্ গীতায় প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥ ৩।১৭

হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া এই সংসারে প্রবর্ত্তিত কর্ম্মচক্রের অনুবর্ত্তী না হয়—অর্থাৎ বিধি নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মানুষ্ঠান না করে, সেই ইন্দ্রিয়াসক্ত পাপ পুরুষের জীবন বৃথা। ভগবান্ ঐ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে স্থূল সূক্ষ্মের সম্বন্ধের কথা বলিয়াছেন। পিতৃযজ্ঞ এই সম্বন্ধ রক্ষার অন্যতম উপায়। ইহাতে জীবের সকল কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। এই জন্যই ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ তাঁহাদের অসীম জ্ঞানবত্তার পরিচয় দিয়া গিয়াছিলেন;—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ॥

গুরুশিষ্য সংবাদ।

শিষ্য। দেশ কত উঠিয়াছে, গুরুবরণের আবার আবশ্যকতা কি। অনন্ত শাস্ত্রইত রহিয়াছে। তাহাতেই ত সব পাওয়া যায়। এ অবস্থায় আবার গুরু নূতন কি বলিবেন অথবা তিনি যাহা উপদেশ দিবেন তাহা শাস্ত্রের অধীত বিষয় ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না।

গুরু। আচ্ছা মেঘ হয় কিরূপে?

শিষ্য। সূর্য্যতাপে সমুদ্রবারি বাষ্পীভূত এবং লঘু হইয়া আকাশে উত্থিত হইয়া মেঘ সঞ্চারিত করে।

গুরু। এই মেঘ যে জলদান করে তাহার স্বাদ কিরূপ?

শিষ্য। অতি সুপেয়!

গুরু। সমুদ্রজলের স্বাদ কিরূপ?

শিষ্য। অতি তিক্ত।

গুরু। পিপাসার্ত্ত ব্যক্তি সমুদ্র জল পান করিয়া শান্তি পাইতে পারে কি?

শিষ্য। কখনই না।

গুরু। আর মেঘবারি পানে।

শিষ্য। মেঘবারি সমুদ্রজল সম্ভূত হইলেও তাহা রূপান্তরিত হইয়া অতি মধুর হইয়াছে, এবং তাহা পানেই তৃষ্ণার্ত্তের প্রকৃত শান্তি লাভ হইতে পারে।

গুরু। অতি তিক্তাস্বাদ এই লবণাম্বুকে সহজ ও সুপেয় করিলেন কে?

শিষ্য। ভগবান আদিত্যদেব।

গুরু। 'বৎস? তবেই দেখ, গুরু সাক্ষাৎ সূর্য্যস্বরূপ, অনন্ত শাস্ত্রে সবই আছে সত্য, কিন্তু তাহা শিষ্যের পক্ষে তৃষ্ণাবর্দ্ধক লবণাম্বুরই তুল্য। সূর্য্যরূপী গুরু তাহার সার আকর্ষন করিয়া সহজ ও সুন্দরে রূপান্তরিত করিয়া শিষ্যকে উপহার দেন এবং ভক্তিমান শিষ্য তাহা পানে ভরিত হয়। কিন্তু কোন ধর্ম্মার্থী যদি গুরুর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিয়া স্বকীয় বুদ্ধিবলেই শাস্ত্র হইতে ধর্ম্মলাভ করিতে চায়, তবে তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির লবণাম্বুপানের ন্যায় তাহার কিছুমাত্র শান্তি না হইয়া, কেবল জ্বালাই বৃদ্ধি পায়।

শিষ্য। ভগবান্, এরূপ সুন্দরভাবে কথাটী কখনই হৃদয়ঙ্গম করি নাই, আপনার ব্যাখ্যায় আমার সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইল।

উপরে বিষয়টী আমার প্রশ্নোত্তরচ্ছলে আলোচনা করিয়া এখন সাধারণভাবে ২।১ টী কথা বলি। গুরু শিষ্যের সমস্যা আজ দেশময় ব্যপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। অনেকেই গৃহস্থ গুরুর দীনতা 'উপলব্ধি' করেন এবং কোন সিদ্ধ মহাপুরুষকে গুরুরূপে পাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, শিক্ষিত সমাজে আজ এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে সংসারে যে ভাবেই চলিনা কেন কোন সিদ্ধ মহাপুরুষের শিষ্যত্বে বৃত হইতে পারিলেই সহজে ধর্ম্ম লাভ হইবে। এখন এখানে ২টী প্রশ্ন আসে। প্রথমতঃ মহাপুরুষ কে। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা সত্যই একথা বলেন কিনা।

প্রথম প্রশ্নটীর উত্তর বড়ই কঠিন। অনেকে উচ্চস্তরের সাধকেরাও মহাপুরুষ নির্ণয়ে অসমর্থ হন। যিনি প্রকৃতই সিদ্ধ পুরুষ তিনি কখনও তাহা স্বয়ং প্রকাশ করেন না। কৃপা করিয়া তিনি প্রকাশিত না হইলে তাঁহাকে ধরিবার উপায় নাই। শাস্ত্রে মহাপুরুষ লক্ষণ বর্ণিত থাকিলেও সাধারণ লোকে তাহা ধরিতে পারে না। বেশভূষা অথবা সাধারণ আচরণে কখনই কিছু সিদ্ধান্ত করা নিরাপদ নহে। তাহা ছাড়া, সিদ্ধ নানাভাবে হইতে পারে এবং তাহার সহিত ভগবান লাভের কোন লক্ষণ নাও থাকিতে পারে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটীর উত্তর সহজ। শিষ্য না খাটিলে গুরু যে কিছুই করিতে পারে না অথবা করেন না, এ বিষয়ে সকল মহাপুরুষই একমত। মিশর দেশের এক রাজকুমার বিশ্ব বিখ্যাত জ্যামিতিবিদ্ ইউক্লিড্ (Euclid) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সোজা উপায়ে জ্যামিতি শাস্ত্র শিক্ষা হইতে পারে কিনা। উত্তরে ইউক্লিড্ বলেন, There is no Royal road to Geometry. রাজ কুমারের জন্য জ্যামিতি শিক্ষার কোন পৃথক সহজ পথ নাই। নিজে খাটিতে হইবে নতুবা কিছুই হইবে না। মহারানী পর্য্যন্ত সন্তান কামনা করিলে প্রসব বেদনা স্বীকার না করিয়া পারেন না। প্রাণপনে খাটিয়া উপযুক্ত অবস্থা লাভ করিতে হইবে। সিংহের দুধ সোনার পাত্রে না রাখিলে টিকে না। পাত্রটী সোনার হওয়া চাই। তাহা না হইলে কল্যাণকামী গুরু কখনই কোন অবস্থা দান করেন না। গুরু সিদ্ধ মহাপুরুষ হইলেও এ অবস্থায় তিনি শিষ্যের কিছুই করেন না। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের কতিপয় শিষ্য একবার তাঁহাকে বলিয়াছিল, আপনি যখন আমাদের ভার লইয়াছেন তখন আমরা সহজেই সব হইবে বুঝিয়া একেবারে নিশ্চিন্ত

হইয়া আছি।’ এই কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং উত্তরে বলেন, ‘যাহারা নিজের কিছুই না করিয়া গুরু সব করিবেন বলিয়া নিষ্ক্রিয় থাকে, তাহারা আত্ম প্রবঞ্চনা করে মাত্র, ইহাতে তাহাদের কিছুমাত্র কল্যাণ হয় না। নিজে প্রাণপনে খাটিতে হইবে, নতুবা কিছুই হইবে না। নির্ভরতা অনেক পরের কথা। গুরুতে নির্ভর করিতে পারে এরূপ একটিও এ পর্যান্ত এ সাধনায় দেখা যায় নাই। যিনি গুরুতে নির্ভর করিতে পারেন, জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ও তিনি করিতে পারেন।

তারপর গৃহী গুরুর কথা। শিষ্য সুপাত্র হইলে তাহার গুরু নির্ণয়ের কথা যে আসেই না তাহা আমরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও মহাপ্রভূ শ্রীচৈতন্য দেবের জীবনীতে দেখিতে পাই। পরমহংসদেবকে কে না জানে! কিন্তু তাঁহার গুরু সাধারণ একজন গৃহস্থ মাত্র ছিলেন, (কেনারাম ভট্টাচার্য)। শ্রীচৈতন্যদেবের গুরু ছিলেন ঈশ্বরপুরী! নাম নামীতে রূপান্তরীত হইলেই তাহাকে সিদ্ধমন্ত্র বলা যায়। ইহাকেই শাস্ত্র মন্ত্রচৈতন্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যদি কেহ বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে সিদ্ধ মহাপুরুষের নিকট কোনরূপে দীক্ষালাভ কয়িতে পারিলেই সমস্ত প্রয়োজন শেষ হইল তবে তিনি বড়ই ভুল বুঝিষা থাকেন। এটী বড়ই সত্যকথা যে মহাপুরুষেরা বিশেষ পরিচয় না পাইয়া এবং বিশেষ সাবধান না হইয়া, তাহাদের প্রাণস্বরূপ এই সিদ্ধ মন্ত্র কাহাকেও বিলাইয়া দেন না। সর্পের নিকট মস্তকমণি যেরূপ মূল্যবান, সিদ্ধমন্ত্রও সাধকের নিকট সেইরূপ মূল্যবান। ইহার অপব্যবহারে সাধকের সমস্ত শক্তি বিনষ্ট হয় এবং তিনি অস্তগামী সূর্য্যের ন্যায় ম্লান ভাবে অবস্থান করেন।

মহাত্মা বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর একজন শিষ্য একবার তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন, ‘মহাশয় আমি যথাবিধি সাধনাভ্যাস করিতেছি, কিন্তু অমুক দেবতা বিশেষের আবির্ভাব আমার নিকট প্রায়ই হইতেছে কেন, আমি তো কখনও তাহা ভাবিনাই।’ উত্তরে তিনি তাহার কুলদেবতার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। এবং পরে উক্ত মূর্ত্তি তাহার কুলদেবতার মূর্ত্তি বলিয়াই প্রমানিত হয়। তিনি উক্ত শিষ্যকে এই মূর্ত্তির প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা দেখাইতে উপদেশ দেন। ইহাতে ইহাই প্রমানিত হইতেছে যে যথা বিধি কুলমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া অকপট ভাবে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পথে চলিলে, সাধক সমস্ত অবস্থাই লাভ করিতে পারে এবং সহজে পারে। আসল কথা গুরু

যিনিই হউন, তাঁহাতে মনুষ্যবুদ্ধি করিতে নাই। বংশের ধারা সন্তানে বর্ত্তে, ইহা যদি সত্য হয় তবে পূর্ব্বপুরুষগণ যে প্রণালীর সাধনা দ্বারায় সম্পদ লাভ করিয়াছিলেন, তাহার অংশ যে সন্তান সহজেই পাইতে পারে তাহাতে সন্দেহ করিবার কি আছে?

গুরু কথাটির গুরুত্ব যেন আজকাল খুবই কমিয়া গিয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্র বলিতেছেন যে, শঙ্কর রুষ্ট হইলে গুরু রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে ব্রহ্মাণ্ডের কেহই রক্ষা কর্ত্তা নাই। রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, 'যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ী যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।' তা ছাড়া তন্ত্রশাস্ত্র আরও বলিতেছেন যে, 'শিষ্য কুলমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াও জ্ঞানার্জ্জনের জন্য যে কোনও গুরুরনিকট দীক্ষিত হইয়া পুনরায় শিক্ষা লাভ করিতে পারেন।'* ইতি।

শ্রীভবেশ চন্দ্র শর্ম্মা মুন্সী।
রেঙ্গুন।

বাঙ্গলায় গীতা অধ্যয়ন।

স্থচনা।

যেমন "সবতুমি" বুঝিয়া অভ্যাস করা ঈশ্বর প্রণিধান, সেইরূপ উত্তমরূপ অধ্যয়নের নাম স্বাধ্যায় স্থ=স্থকৃতি লাভের জন্য+আ=পুনরাবৃত্তি পূর্ব্বক+অধ্যায়=অধ্যয়ন। অর্থাৎ স্থকৃতি লাভের জন্য পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি পূর্ব্বক অধ্যয়নের নাম স্বাধ্যায়। তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণিধান—ইহা ক্রিয়া যোগ।

অর্থভাবনা পূর্ব্বক জপকেও স্বাধ্যায় বলে। (১) বেদাধ্যায়ন (২) অর্থভাবনার সহিত প্রণব জপ (৩) ইতিহাস পুরাণাদির অধ্যয়ন এবং

মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধ স্তথা শিষ্যো গুরো গুর্ব্বান্তরং ব্রজেৎ॥

ভ্রমর মধুমুগ্ধ হইয়া যেরূপ এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে যাইয়া থাকে, জ্ঞানার্থী শিষ্যও সেইরূপ এক গুরু হইতে অন্য গুরুর নিকট যাইতে পারেন।

গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ চিন্তা—এই সমস্তই স্বাধ্যায়। আধ্যাত্মিক শাস্ত্র অধ্যয়ন হইতেছে বিশেষ ভাবে স্বাধ্যায়।

গীতা উত্তম অধ্যাত্ম শাস্ত্র। ইহার অধ্যয়নও বিশেষভাবে কর্ম্ম যোগ। এ কার্য্য করা হইতেছে কেন? সংক্ষেপে উত্তর দিতেছি।

যদি প্রিয় জনের বিয়োগ জনিত শোকে অবসন্ন হইয়া হা হুতাশ করিয়া মরণকে বরণ করিতে না চাও, যদি প্রিয়জনের মরণ মূর্চ্ছা আগমনের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত সকলের ভীষণ যাতনা দেখিয়া প্রাণের দুর্ব্বিষহ জ্বালা সহ্য করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত থাকিতে চাও,যদি শোক মোহে আচ্ছন্ন হইয়া দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে "শুধু মরিব কবে" ভাবিয়া ভাবিয়া মৃত্যুকে আহ্বান না করিয়া কর্ত্তব্য পরাঙ্মুখতা ত্যাগ করিয়া' কর্ত্তব্য পরায়ণ হইয়া—শোক মোহের প্রতীকার করিয়া আবার নূতন জীবনে নূতন হইয়া নূতন প্রাণ পাইতে চাও তবে শ্রীগীতার উপদেশ শুধুশ্রবণ করিয়া সব করা হইল মনে না করিয়া ইহার মনন কর, করিয়া গীতামৃত পান করিতে করিতে ধ্যান করিয়া—গীতার সার কথার অনুভব করিয়া জীর্ণ দেহ, জীর্ণ মন, জীর্ণ প্রাণকে পুনর্জীবিত করিয়া, এস এই জরা মরণ সঙ্কুল দীর্ঘ সংসার যাত্রা শেষ করি এস।

গীতার মূল প্রবাহ হৃদয়ে বহাইবার জন্য গীতেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া করিয়া যতটুকু সামর্থ্য তিনি দিয়াছেন, তিনি দিতেছেন, তাহা দিয়াই চেষ্টা করি এস, পরম কারুণিক শ্রীভগবান কখনই যে আমাদিগকে পরিত্যাগ করেননা ইহা তিনিই আমাদিগকে অনুভব করাইয়া দিয়া আমাদিগকে তাঁহার রাজ্যে লইয়া যাইবেনই নিশ্চয়।

সমরাঙ্গনে শস্ত্র সম্পাত কালে শ্রীঅর্জ্জুনের শোক মোহ আসিয়াছিল আর শ্রীভগবান কৃপা করিয়া শোক মোহের মূলকারণ অর্জ্জুনের অজ্ঞান দূর করিয়া দিয়া কর্ত্তব্য পরাঙ্মুখকে কর্ত্তব্য পরায়ণ করিয়া লইয়া, যিনি শোক-সংবিগ্ন মানসে কিছুই করিবনা বলিয়া জড়ের মত নির্জ্জীব হইয়া, স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণে চিরদিনের তরে নরকেও পচ্যমান হইতে প্রস্তুত হইয়া ছিলেন—তাঁহারই মুখ হইতে বলাইয়া লইয়াছিলেন,—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা তৎপ্রসাদাম্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গত সন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥ ১৮।৭৩

হে অচ্যুত! আমার মোহ সরিয়া গিয়াছে, তোমার প্রসাদে আমি আমার স্বরূপের স্মৃতি পাইয়াছি। আমি তোমার আজ্ঞা পালনে স্থির নিশ্চয় হইয়াছি,

আমার আর কোন সংশয় নাই, এখন তুমি যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব। ইহারই নাম "তবাস্মি"—তোমার আমি।

সকল নরনারীর জীবনের প্রথম প্রয়োজন ইহাই, শেষ প্রয়োজন হইতেছে স্বরূপেস্থিতি। ইহাই গীতার জ্ঞানযোগ। জ্ঞানযোগের কথা শুনিলেই জ্ঞান অনুভবে আইসেনা--অনুভবের জন্য কর্ম্মযোগ অভ্যাস করিতে হয়।

গীতায় সর্ব্বদা মনে রাখিবার কথা "আমি দেহী" "আমি দেহ নই"—ইহার অনুভব জন্য শ্রীগীতার উপদেশ।

জ্ঞানের কথা শুনিতে হইবে, শুনিয়া তাহার অনুভব জন্য কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মত্যাগে সেই জ্ঞানে স্থিতি লাভ করিতে হইবে। গীতায় যাহার জন্য যাহা জানিতে হইবে, জানিয়া অনুভব করিবার জন্য যাহা সর্ব্বদা আচরণ করিতে হইবে, তাহার কথা গীতা সংক্ষেপে কি বলিতেছেন দেখ!

জরামরণ মোক্ষায়মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্‌বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্। ৭। ২৯

জরা মরণ হইতে মুক্তি যদি কখনও চাও—আমাকে আশ্রয় কর—পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর অনুভব করিতে পারিবে তোমার স্বরূপ আমি—অর্থাৎ আমার মত তুমিও দেহ নও তুমিও আমার মত দেহী—সকল দেহের দেহী আমিই। ইহার অনুভব জন্য গীতার কর্ম্মযোগ, কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মত্যাগ—ইহাই জ্ঞানে স্থিতি—ইহাই জরামরণ মুক্তি।

[আমরা সমস্ত গীতা অধ্যয়নে সঙ্কল্প করিতেছি। লিখিয়া লিখিয়া অধ্যয়ন যাহা করিব তাহা পুস্তকাকারে বাহির করা যাইবে। পুস্তকাকারে বাহির হইলে এই সূচনা অংশ জ্যৈষ্ঠের পুস্তকাকারের প্রথমেও থাকিবে। পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ে অষ্টাদশ প্রবাহ থাকিবে।

পুরাণ প্রসঙ্গ।

(১)

পুরাণশাস্ত্র বেদেরই ব্যাখ্যাবিশেষ ইহার কিঞ্চিৎ আলোচনা সূত্রাকারে পূর্ব্বে করা হইয়াছে। বর্ত্তমান সন্দর্ভে উহা বিশদভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব। এখানে পুনরুক্ত হইলেও এ কথা আমার ভাল করিয়া মনে রাখা প্রয়োজন যে অন্যদেশীয় মনীষিগণ পুরাণশাস্ত্র বিষয়ে যাহাই বলুন—পুরাণ যে বেদেরই ব্যাখ্যা একথা ঋষিগণ বহুস্থানেই বলিয়াছেন----

১। "রামায়ণং বেদসমম্ (বাল্মীকি রামায়ণ, উত্তরাকাণ্ড (১২৪।৫)

২। "পুরাণ পূর্ণচন্দ্রেণ শ্রুতিজ্যোৎস্না প্রকাশিতা।"

মহাভারত। অনুক্রমণিকা পর্ব্ব ১ম অধ্যায় ৮৬।

৩। অয়স্তু পঞ্চমো বেদো যন্মাহাভারতং স্মৃতম্॥"

মহাভারত।

৪। ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।

মহাভারত। অনুক্রমণিকা পর্ব্ব ২ অধ্যায় ২৬৭।

৫। ভারত ব্যবদেশেন হ্যাম্নয়োর্থঃ প্রদর্শিতঃ।

ভাগবত। ১।৪।২৯।

৬। "নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং

* * * * * "

পিবত ভাগবতং রসমালয়ম্।

ভাগবত। ৩য় শ্লোক।

"রামায়ণ বেদের সমান, পুরাণরূপ পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে বেদরূপ জ্যোৎস্না প্রকাশিত হইয়াছেন, মহাভারত গ্রন্থ পঞ্চমবেদের স্বরূপ, ইতিহাস এবং পুরাণ-শাস্ত্রদ্বারা বেদের তাৎপর্য্য বিশদ করিবে, মহাভারতচ্ছলে বেদের অর্থই প্রদর্শিত হইয়াছে; ভাগবত পুরাণ বেদরূপ কল্পতরুর পক্বগলিত ফলবিশেষ" ইহাই উদ্ধৃত প্রমাণসমূহের সার কথা।

(২)

এখন আমরা যথাক্রমে ঐ কথাগুলি বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি----আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে "মহর্ষি বাল্মীকি, রামায়ণ বর্ণিত চরিতাবলীদ্বারা বেদের

ব্যাখ্যা করিয়াছেন।” রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থ ঋষি প্রণীত, অসাধারণ প্রতিভা এবং আর্যজ্ঞান একবস্তু নহে। সনাতন মন্ত্র দ্রষ্টাকেই ঋষি বলা হইয়াছে ঋগ্বেদভাষ্যে ভাষ্যকার পূজ্যপাদ সায়ণাচার্য্য ঋষি শব্দের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

“বেদপ্রাপ্ত্যর্থং তপোঽনুতিষ্ঠতঃ
পুরুষান্ স্বয়ম্ভূর্ব্বেদপুরুষঃ প্রাপ্নোৎ।
তথাচ শ্রূয়তে—“অজান ন বৈ পৃশ্নীংস্তপস্যমানান্
স্বয়ম্ভ্বভ্যানর্ষত্তদৃষয়োঽভবন্নিতি” ॥”

ঋগ্বেদসংহিতায় ১ম মন্ত্রের ভাষ্যভূমিকা।

উদ্ধৃত সায়ণভাষ্যের তাৎপর্য্য এই যে—“বেদ প্রাপ্তির জন্য যে সকল পুরুষ তপস্যা করিয়াছিলেন, বেদপুরুষ স্বয়ম্ভু তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হইয়াছিলেন”।

অতএব বেদপ্রাপ্তি এবং তত্তৎ মন্ত্রপ্রতিপাদ্য দেবতার সাক্ষাৎকার জন্য তপোনিষ্ঠ সংসারগামী জ্ঞানী পুরুষকেই ঋষি বলা হইয়াছে। “পরমেশ্বরের প্রসাদে অতীন্দ্রিয়বেদকে প্রথম দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়াই ইহাদের নাম ঋষি = ইহা স্মৃতিশাস্ত্রেও পাওয়া যায়”—ইহাও সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন—

“তথাতীন্দ্রিয়স্যবেদস্য পরমেশ্বরানুগ্রহেণ প্রথমতোদেবদর্শনাৎ
ঋষিত্বমিতি অভিপ্রেত্যস্মর্য্যতে—যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্
সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ। লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা।”

ঋগ্বেদসংহিতার ১ম মন্ত্রের ভাষ্যভূমিকা।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও বেদান্ত দর্শন ভাষ্যে বহুযুক্তি এবং প্রমাণ দ্বারা ঋষি বিষয়ে পুর্ব্বকথিতসিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন। (বেদান্তদর্শন—১।৩।৩০ সূত্রের শাঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য)। সুতরাং অসাধারণ প্রতিভা এবং আর্যজ্ঞান পৃথক্ বস্তু; এই জ্ঞানে ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা ইন্দ্রিয়াদির দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি দোষ নাই—ইহাই ভারতীয় দার্শনিকগণের ঘোষণা। সুতরাং চণ্ডী গীতা রামায়ণ মহাভারত ভাগবত প্রভৃতি পুরাণশাস্ত্র অভ্রান্ত আর্ষজ্ঞান প্রসূত সিদ্ধান্ত; অসাধারণ প্রতিভাবলে ঐ সব রচিত হয় নাই। রামায়ণে আছে যে বেদ দ্রষ্টা স্বয়ং ব্রহ্মা মহর্ষি বাল্মীকিকে বলিতেছেন যে—“হে ব্রহ্মন্! তোমার এই চতুষ্পাদ বদ্ধ বাক্য শ্লোকই হউক, ইহাতে বিচারণা করিও না; আমার ইচ্ছাতেই তোমার

মুখ হইতে এই বাণী নির্গত হইয়াছে। এই রামায়ণে তোমার একটি বাক্যও মিথ্যা হইবে না।"

"তমুবাচ ততো ব্রহ্মা প্রহসন্ মুনিপুঙ্গবম্।
শ্লোক এবাস্ত্বয়ং বদ্ধো নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
* * * * * *
ন তে বাগনৃতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি॥"

রামায়ণ—আদিকাণ্ড। ২সর্গ। ৩০—৩৫ শ্লোক।

রামায়ণে একটিও মিথ্যা বাক্য নাই—ইহা স্বয়ং ব্রহ্মা বলিতেছেন।

মহাভারতেও এই ভাবের কথা আছে—মহর্ষি বেদব্যাস সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মার নিকটে বলিলেন যে—"আমি বেদ এবং সমগ্র শাস্ত্রার্থ প্রকাশক পরম পূজ্য মহাভারত কাব্য চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু তাহার লেখক এই পৃথিবীতে কেহই নাই ইত্যাদি"। ব্রহ্মা ইহার উত্তরে বলিলেন যে—"জন্ম প্রভৃতি তোমার বাণী সত্য ও **ব্রহ্মবাদিনী** ইহা আমি জানি। তুমি যখন মহাভারতকে কাব্য বলিলে তখন উহা "**কাব্যই**" হইবে। হে মুনে! তুমি এই মহাভারত কাব্য লিখিবার জন্য গণেশকে স্মরণ কর।"

"কৃতং ময়েদং, ভগবান্ কাব্যং পরমপূজিতম্।
ব্রহ্মন্! বেদরহস্যঞ্চ যচ্চাপি স্থাপিতং ময়া।
সাঙ্গোপনিষদাঞ্চৈব বেদানাং বিস্তরক্রিয়া"।
* * * * *
যচ্চাপি সর্ব্বগং বস্তু তচ্চাপি প্রতিপাদিতম্।
পরং ন লেখকঃ কশ্চিদেতস্য ভুবিবিদ্যতে॥

ব্রহ্ম উবাচ----তপোবিশিষ্টাদপি বৈ বিশিষ্টান্মুনিসঞ্চয়াৎ
মন্যে শ্রেষ্ঠতরং ত্বাং বৈ রহস্যজ্ঞানবেদনাৎ।
জন্মপ্রভৃতি সত্যাংতে বেদ্মি গাং
ব্রহ্মবাদিনীম্।
* * * * * *
কাব্যস্য লেখনার্থায় গণেশঃ স্মর্য্যতাং মুনে!"

মহাভারত। অনুক্রমণিকা পর্ব্ব। ১ম অধ্যায়। ৬১---৭৪ শ্লোক

ইহার পরে আছে যে ঋষির স্মরণমাত্রে গণেশ আসিলেন এবং বলিলেন যে "আমি চারিহাতে অনবরত লিখিব, আমার লিপি থামিবে না, ইহাই যদি স্বীকার কর তবে আমি তোমার মহাভারতের লেখক হইতে পারি"—যদি

মে লেখনীক্ষণং। লিখতো নাবতিষ্ঠেত তদা স্যাং লেখকো হ্যহম্"। মহর্ষি ব্যাস তাহাই স্বীকার করিয়া বলিলেন যে "তাহাই হইবে, কিন্তু তুমিও না বুঝিয়া লিখিতে পারিবে না"—ব্যাসোঽপুবাচ তংদেবং, সবুদ্ধানলিখ কচিৎ"। ইহার পরে গণেশ ব্যাসবাক্য স্বীকারপূর্ব্বক মহাভারত লিখিতে আরম্ভ করিলেন, ব্যাসও গ্রন্থগ্রন্থি (ব্যাসকূট) রচনাপূর্ব্বক গণেশের লিপি মধ্যে মধ্যে স্থগিত করিতে লাগিলেন; মহাভারতের ঐ সব শ্লোকই "ব্যাসকূট" নামে বিখ্যাত হইয়াছে; ঐ সব শ্লোকের সংখ্যা আট হাজার আটশত "অষ্টৌ-শ্লোক সহস্রাণি অষ্টৌ শ্লোক শতানিচ" এইসব শ্লোক লিখিতে সর্ব্বজ্ঞ গণেশেরও ক্ষণমাত্র বিচার করিতে হইয়াছিল "সর্ব্বজ্ঞোঽপি গণেশো যৎ ক্ষণমাস্তে বিচারয়ন্। এইভাবে তিন বৎসর কাল সর্ব্বদা ধ্যান ভাবনা পরায়ণ পরমর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম মোক্ষ বিষয়ক এই অদ্ভুত মহাভারত আখ্যান প্রকাশ করিয়াছেন; এই মহাভারতে যাহা নাই তাহা কুত্রাপি নাই; মহাভারতের কথাই অন্যত্র দৃষ্ট হয়—

"ত্রিভির্ব্বর্ষৈঃ সদোত্থায়ী কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ।
মহাভারতমাখ্যানং কৃতবানিদমদ্ভুতম্।
ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভে!
যদিহাস্তি তদন্যত্র, যন্নেহাস্তি ন তৎক্বচিৎ॥"

মহাভারত আদিপর্ব্ব। ৬২।৩৫ শ্লোক।

আমরা ঋষির পরম সাধনার ধন মহাভারত গ্রন্থের মধ্যে মধ্যে আলোচনা করিয়া ঐ সব কথা ক্রমে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশের পূর্ব্বেও দেবর্ষি নারদ মহর্ষি বেদব্যাসকে বলিতেছেন যে হে "মহাভাগ! সমাধিনানুস্মরতদ্বিচেষ্টিতম্" (ভাগবত। ১।৫।১৩ শ্লোক) নিগম কল্পতরুর গলিতফল ভাগবতামৃত তোমার সমাধি দ্বারাই প্রকাশিত হইবার উপযুক্ত, কারণ তুমি অমোঘ দৃক্, শুচিশ্রবা (বিশুদ্ধযশঃশালী) সত্যে রত এবং ব্রত পরায়ণ অতএব এই ভববন্ধন মোচনের জন্য অচিন্ত্য শক্তি শ্রীভগবানের লীলাত্মক ভাগবত স্মরণ কর"—

"অথো মহাভাগ! ভবানমোঘদৃক্
শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ।
উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে
সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্॥"

শ্রীমদ্ভাগবত। ১।৫।১৩।

সুতরাং জীবের ভব বন্ধন মোচনের জন্য ঋষি-ধ্যান দ্বারা শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছেন।

মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত চণ্ডী গ্রন্থ প্রকাশের প্রথমে এবং পরে আছে যে—শ্রীমহামায়ার লীলামুগ্ধ বিষাদ যোগী মহারাজ সুরথ এবং সমাধিবৈশ্যকে ঋষি বলিতেছেন যে—"তোমরা ভোগ স্বর্গ অপবর্গ (মুক্তি) যাহাই কেন প্রার্থনা কর না, তাহাতেই সেই সর্ব্বার্থসাধিকা শ্রীজগদম্বার চরণ শরণ করিতে হইবে, কারণ আমার ঐ মা ভিন্ন দয়াময়ী দানশীলা আর কেহ নাই—

"সৈষা প্রসন্না বরদানৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।
সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসার বন্ধনহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥"

শ্রীচণ্ডী ।১।৫৬-৫৭-৫৮।

"তামুপৈহি মহারাজ ! শরণং পরমেশ্বরীম্।
আরাধিতা সৈব নৃনাং ভোগ স্বর্গাপবর্গদা॥"

শ্রীচণ্ডী ।১৩।৫

এই বরদা ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী মুক্তিদায়িনী সনাতনী সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী মায়ের কথাই **মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত** চণ্ডীতে ঝঙ্কৃত গীত হইয়াছে, সেই ঝঙ্কৃত গীতি যাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে, সে যত বড় শক্তিহীনই হউক না কেন তাহার প্রাণে শক্তির সঞ্চার হইবেই, সেই মাতৃনাম যে একবার শ্রবণ করিয়াছে সে অতিবড় পাষাণহৃদয় হইলেও গলিয়া মাতৃসুধাসাগরে ভাসিয়া যাইবেই।

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত এই শ্রীচণ্ডীগ্রন্থ ঋগ্‌বেদীয় দেবী সূক্ত মন্ত্র সমূহেরই প্রতিধ্বনি। বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য দেবীসূক্ত মন্ত্র সমূহের ব্যাখ্যার প্রথমেই বলিয়াছেন যে—

"অম্ভৃণস্য মহর্ষে র্দুহিতা বাভনাম্নী ব্রহ্মবিদুষী
স্বাত্মান মস্তৌ, অতঃ মর্ষিঃ, সচ্চিৎসুখাত্মকঃ সর্ব্বগতঃ
পরমাত্মা দেবতা, তেন হ্যেষা তাদাত্ম্যমনুভবন্তী
সর্ব্বজগদরূপেণ সর্ব্বস্য অধিষ্ঠানত্বেন চ অহমেব সর্ব্বং
ভবামীতি স্বাত্মানং স্তৌতি"।

(সায়ণাচার্য্যকৃত দেবীসূক্ত ভাষ্য)

(ক্রমশঃ)

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং।

নমো গণেশায়।

শ্রী ১০৮ গুরুদেবপাদপদ্মেভ্যো নমঃ

শ্রীসীতারাম চন্দ্র চরণ কমলেভ্যো নমঃ।

পরমারাধ্যপদ ৺ভার্গব-শিবরামকিঙ্কর-যোগত্রয়ানন্দ-স্বামিপদকমলের উপদেশ।

[শ্রীনন্দকিশোর বিদ্যানন্দ, বি, এল্ দ্বারা সম্পাদিত]

আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ তত্ত্ব।

(The Philosophy of Attraction and Repulsion.)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের স্বরূপ জানিবার প্রয়োজন। ইহাদের স্বরূপ সম্বন্ধে বক্তার মুখ হইতে জিজ্ঞাসুর কি কি নূতন কথা শুনিতে পাইবার আশা হইয়াছে।

জিজ্ঞাসু—আকর্ষণ (Attraction)ও বিপ্রকর্ষণ (Repulsion) এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে আপনার মুখ হইতে কিছু শুনিবার ইচ্ছা হইয়াছে।

বক্তা—আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে কি শুনিবার ইচ্ছা হইয়াছে ? তুমি বিজ্ঞান পড়িয়াছ, আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের স্বরূপ সম্বন্ধে বিজ্ঞান ত তোমাকে অনেক কথা শুনাইয়াছেন, আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের স্বরূপ বর্ণনই ত বিজ্ঞানের প্রধান কার্য্য, যে কোন বিজ্ঞান হোক্, তাহাতে এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপই প্রধানতঃ বর্ণিত হইয়া থাকে, অতএব আমার মুখ হইতে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে তুমি কি নূতন কথা শুনিবার আশা কর ?

জিজ্ঞাসু—হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার সৃষ্টি ও প্রলয়তত্ত্ব বুঝাইতে যাইয়া শক্তিসাতত্য এবং আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণকেই প্রধানতঃ লক্ষ্য করিয়াছেন। হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার বলিয়াছেন, সতত অন্যোন্যমিথুনবৃত্তিক (Universally co-existent) আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ বশতঃ ক্ষুদ্র, বৃহৎ সর্ব্বপ্রকার জাগতিক পরিণামই নির্দ্দিষ্ট তালে, তালে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, অন্যোন্যমিথুনবৃত্তিক এই শক্তিদ্বয়ের অভিভব ও প্রাদুর্ভাব হইতেই সৃষ্টি ও প্রলয় সংঘটিত হয়, আকর্ষণ-শক্তির যখন প্রাদুর্ভাব ও বিপ্রকর্ষণ শক্তির অভিভব হয়, তখন জগৎ অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমন করে, অপিচ বিপ্রকর্ষণশক্তির যখন প্রাদুর্ভাব এবং আকর্ষণশক্তির অভিভব হয়, তখন জগৎ ক্রমশঃ ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্ত অবস্থায় প্রবেশ করে। অগণ্যকাল ব্যাপিয়া আকর্ষণশক্তির প্রাদুর্ভাব থাকে, তৎপরে বিপ্রকর্ষণশক্তির প্রাদুর্ভাব আরম্ভ হয়। সৃষ্টি ও লয় বা জগতের বিকাশ ও বিনাশ পর্য্যায়ক্রমে আবর্ত্তিত হইয়া থাকে। * কেমিষ্ট্রী ও ফিজিক্স্ আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ এই শক্তিদ্বয়ের বর্ণনাতেই পরিপূর্ণ বলিলে চলে। কেমিষ্ট্রী ও ফিজিক্স্ যে সকল প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, করিয়া থাকেন, তাহারা প্রধানতঃ আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ শক্তিমূলক। কঠিন, তরল ও বায়বীয় (Solid, Liquid and Gas) জড়বস্তুর এই ত্রিবিধ অবস্থার তত্ত্বান্বেষণ করিতে যাইলে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের রূপই নয়নে পতিত হইয়া থাকে, স্থিতিস্থাপকতা, স্বতঃনিশ্চেষ্টতা, কাঠিন্য, আকুঞ্চনীয়তা, প্রসারনীয়তা, সান্তরতা ইত্যাদি জড়বস্তুর সাধারণ ও

---

* "Apparently the Universally-coexistent powers of attraction and Repulsion, which, as we have seen, necessitate rhythm in all minor changes throughout the Universe, also necessitate rhythm in the totality of its changes—produce now an immeasurable period during which the attractive forces predominating, cause universal concentration, and then an immiasurable period during which the Repulsion forces predominating, cause universal diffusion—alternate eras of Evolution and Dissolution."

FIRST PRINCIPLES.

অসাধারণ (General and Special) ধর্ম্মসমূহ আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ এই শক্তিদ্বয়েরই কার্য্য। অধ্যাপক বেমা তাঁহার মোলিকিউলার মেকানিক্স্ (Molecular Mechanics) নামক গ্রন্থে প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, 'আকর্ষণ' ও 'বিপ্রকর্ষণ' এই দুইটীই মূল শক্তি, এই শক্তিদ্বয় হইতে জগতের সর্ব্বপ্রকার পরিণাম সংঘটিত হয়, এই দুইটী শক্তি ভিন্ন কোন অদৃষ্টশক্তির কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। * 'কেমিষ্ট্রী' ও 'ফিজিক্স্' যে সকল প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত নিয়ম দ্বারা প্রাণতত্ত্ববিদ্গণ প্রাণনব্যাপারের ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন। ফিজিয়োলজী ও বটানী বায়োলজীরই অন্তর্ভূত, আধুনিক সাইকোলজী (Psychology) ও প্রধানতঃ ফিজিয়োলজীরই রূপান্তর। কিরূপে পৃথিবী কঠিন ও মানুষের বাসযোগ্য অবস্থায় আসিয়াছে, কিরূপে দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি হয়, ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধান করিতে যাইয়া ভূতত্ত্ব-বিজ্ঞান (Geology) আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের লীলাভিনয়কেই প্রধানতঃ লক্ষ্য করিয়াছেন। সমাজের গঠনপদ্ধতির তত্ত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত সমাজবিজ্ঞানের (Sociology) নয়নেও আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ এই শক্তিদ্বয়ই পতিত হইয়াছে।†

---

* "Attractive and Repulsive powers are the only powers of matter : so that we need not look for any other occult agency"

THE ELEMENTS OF MOLECULAR MECHANICS.

† Physiology is the science of the vital phenomena of organsims, or, broadly, it is the Doctrine of life. * * * The object of Physiology is to establish these phenomena, to determine their regularity and causes and to refer them to the general fundamental laws of Natural Science, viz., the laws of Physics and of Chemistry.

"Biology.—The science of organised beings or organisms (animals, plants, protistoe and elementary organisms), * *

"Morphology and Physiology are of equal rank in biological science. * *

A. Text-book of Human Physilogy by Dr. L. Landois Vol 1-

* জড়বিজ্ঞান যে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণকে সর্ব্বপ্রকার ভৌতিক ও রাসায়নিক পরিণামের কারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন, যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি, সেই আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের স্বরূপ কি। জড়বিজ্ঞান অদ্যাপি তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের স্থূলরূপের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিলেও, জড় বিজ্ঞান (তাঁহার প্রয়োজন নাই বলিয়া) ইহাদের সূক্ষ্মরূপের তত্ত্বনিরূপণের চেষ্টা করেন নাই। আপনার 'মানবতত্ত্ব' নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়া, অবগত হইয়াছি, পরমেশ্বরের আকর্ষণই তৎপ্রতি ভক্তির উদয় হইবার কারণ। ভগবান্ যদি কৃপাপূর্ব্বক আকর্ষণ না করেন, তাহা হইলে, কোন ব্যক্তিরই তাঁহার প্রতি ভক্তির উদয় হয় না। জড়রাজ্যে যাহা 'আকর্ষণ' attraction এই নামে পরিচিত, বিশিষ্ট চেতন রাজ্যে তাহা 'প্রেম', 'ভক্তি', 'স্নেহ' ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ। আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ শূন্য হইলে জগতের অস্তিত্ব যেমন বিলুপ্ত হয়, জগৎ যেমন গতিবিহীন হইয়া থাকে, বিশিষ্ট চেতনরাজ্যও সেইরূপ 'প্রেম' 'ভক্তি' ইত্যাদি বৃত্তিরহিত হইলে, মৃতবৎ হইয়া থাকে, ফলতঃ প্রেম-ভক্তি-বিহীন হইয়া চেতনের অবস্থান অসম্ভবপর। আত্মার প্রতি

"Human Physiology or the knowledge of the functions of the cells, tissues and organs that constitute the body, requires, in the first place, an elementary knowledge of Anatomy of Chemistry and of Physics. By Anatomy including microscopical Anatomy, we learn what the cells, the tissues and organs are like, where they are situated, what channels lead to and from them. By chemical methods we learn what they are composed of, what they make, and what their products can do. By physical methodwe learn what work they do in and out of the body and how their functions are modified by external forces."

—An Introduction to Human Physiology

by A. D. Waller, M. D. F. R. S.

যে সকলের আকর্ষণ আছে, 'তুমি তোমাকে ভালবাসিও' এইরূপ উপদেশের অপেক্ষা না করিয়াই যে, সকলে আপনাকে ভালবাসিয়া থাকে, তাহা স্থির। আত্মার প্রতি যে ভালবাসা, যে অনুরাগ, যে আকর্ষণ, তাহা অহৈতুক। আত্মাই প্রিয়তম; যাহা প্রিয়তম, তাহাই আনন্দপ্রদ, তাহাই আনন্দময়, অতএব আত্মাই আনন্দপ্রদ, আত্মাই আনন্দময়। পরমেশ্বর আত্মার আত্মা, পরমেশ্বর পরমাত্মা। অতএব তাহার প্রতি যে পরানুরক্তি হইবে, তাহাই ত স্বাভাবিক নিয়ম। লোকে পরমেশ্বরকে ছাড়িয়া, বিষয়কে পাইতে চাহে, এ কথা বস্তুতঃ সত্য নহে। লোকে পরমাত্মাকে মনে করিয়া বিষয়কে ধরিতে চায়, ভ্রান্তিবশতঃ দিঙ্‌নির্ণয় করিতে না পারিয়া বিপথগামী হয়। আকর্ষণ-তত্ত্বের স্বরূপ প্রদর্শন করিতে যাইয়া আপনি বলিয়াছেন, সূর্য্যের আকর্ষণে যেমন পৃথিব্যাদি লোক সকল সমাকৃষ্ট হইয়া আছে, বিশ্বসবিতা পরমেশ্বরের আকর্ষণে সেইরূপ সূর্য্যাদি যাবতীয় লোক নিয়মিত হইয়া আছে। আর মানসিক আকর্ষণ, আণবিক আকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি এক সর্ব্বব্যাপক মহাকর্ষণ শক্তিরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তাহারই অবান্তরভেদ। মানবের ভাগ্যবশতঃ যখন এই জ্ঞানের বিকাশ হয়, তখনই তাহার হৃদয়ে সর্ব্বসন্তাপনাশিনী ভক্তিদেবী প্রকটিতা হইয়া থাকেন। তখনই মানবের বহির্মুখ চিত্তবৃত্তি অন্তর্মুখ হয়, ব্যুত্থান শক্তির অভিভব এবং নিরোধশক্তির প্রাদুর্ভাব হয়, মানব তখনই মাতৃক্রোড়বিচ্যুত শিশুর ন্যায় 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে স্নেহময়ী জননীর শান্তিময় অঙ্কের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। এই সত্য যে সত্যময় বেদার্ণবের বুদ্বুদ, তাহা জানাইবার নিমিত্ত আপনি এই স্থলে ঋগ্বেদ হইতে একটী মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। উদ্ধৃত মন্ত্রটীর মানবতত্ত্বে এইরূপ ব্যাখ্যা আছে।

অরণ্যে সঞ্চরণশীল গোসমূহ, সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলে, যে প্রকার শীঘ্র গ্রামে আগমন করে; যোদ্ধা যুদ্ধার্থী হইয়া যে প্রকার অশ্বের নিকটবর্ত্তী হয়, দোগ্ধ্রী (বহুপয়স্বিনী), সুমনা—শোভনমনস্কা (শান্তপ্রকৃতি) ধেনু যে প্রকার স্বীয় বৎসের অভিমুখে আগমন করে, পতি যে প্রকার স্বীয় ভার্য্যার অভিমুখে গমন করিয়া থাকে, সেই প্রকার হে দ্যুলোকাদির ধারক! হে বিশ্ববার—হে সর্ব্বজনবরনীয়, সর্ব্বজনের ঈপ্সিততম, হে পরমেশ্বর! তুমি আমাদিগকে প্রাপ্ত হও, আমাদের সমীপে আগমন কর, তুমি আমাদিগকে আকর্ষণ কর, আমাদিগকে তোমার চিরশান্তিনিকেতনে লইয়া চল। আমরা স্বয়ং তোমার

সমীপবর্ত্তী হইতে অপারগ।* * * *। জড়বিজ্ঞান আকর্ষণের এমন রূপ দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই। আপনি সেই স্থলে বলিয়াছেন, বিজ্ঞানের অনুশীলন করিয়া, যিনি সর্ব্বকার্য্যের কারণ, সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বশক্তিময় পরমকারুণিক, প্রেমপারাবার, বাৎসল্য, ক্ষমা প্রভৃতি কল্যাণগুণগ্রামের আধার ভগবানের আশ্চর্য্য কৌশল, তাঁহার অসীম করুণা সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান দেখিয়া ভক্তিরসে বিগলিত না হন, তাঁহার বিজ্ঞানের অনুশীলন অনর্থক, তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা প্রকৃতপ্রস্তাবে অবিদ্যারই আলোচনা, বিদ্যাশিক্ষা করিয়া যে পুরুষ চেতন, অচেতন পদার্থমাত্রেই চিন্ময় বিশ্বম্ভরকে বিরাজমান দেখিতে না পান, তিনি নিশ্চয়ই স্বল্পভাগ্য, তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা নিশ্চয়ই নিষ্ফল। মানবতত্ত্বের এই সকল অমৃতোপম উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমার আপনার মুখ হইতে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ সম্বন্ধে বহু অশ্রুতপূর্ব্ব, উপাদেয় কথা শুনিবার আশা হইয়াছে, আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের হৃদয়কে দেখিবার অভিলাষ হইয়াছে।

বক্তা—আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ সম্বন্ধে তোমার কি কি জিজ্ঞাসা হইয়াছে, তাহা বল।

আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুর যাহা যাহা জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে।

জিজ্ঞাসু—নিউটন্, লকিয়ার্, সার্‌জন্ হার্শেল প্রভৃতি সুধীগণ বুঝাইয়াছেন, 'চুম্বক যে প্রকার লৌহকে আকর্ষণ করে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্থ সকল বস্তুই সেই প্রকার পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। নিউটন্ প্রভৃতি সুধীগণের এই কথা শুনিয়া আমার জিজ্ঞাসা হইয়াছে, সকল বস্তুই যদি সকল বস্তুকে আকর্ষণ করে, তবে বিপ্রকর্ষণ (Repulsion) নামক পদার্থের অস্তিত্ব থাকে কেন? 'রাগ' ও 'বিরাগ', তাহা হইলে, একমিথুন (Universally co-existent) হইল কেন? প্রেম, তাহা হইলে, সার্ব্বভৌম পদার্থ না হইল কেন? তাহা হইলে, একজনের যাহা সুখপ্রদ বা রমনীয়, ব্যক্তিমাত্রের তাহা সুখপ্রদ বা

---

* "গাব ইব গ্রামং যুযুধিরিবাশ্বান্ বাশ্রেব বৎসং সুমনা দুহানা।
পতিরিব জায়ামভিনোন্বেতু ধর্ত্তা দিবঃ সবিতা বিশ্ববারঃ॥

ঋগ্বেদসংহিতা, ৮।১১।১৪৯

রমনীয় না হয় কেন? সূর্য্যোদয়ে পুণ্ডরীক বিকশিত হয়, চন্দ্রোদয়ে চন্দ্রকান্ত দ্রবীভূত হয়, লোষ্ট্রকে বলপূর্ব্বক উর্দ্ধে প্রক্ষেপ করিলে, বাধ্য হইয়া উহা কিয়দ্দূর উত্থিত হয় বটে, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই প্রবাসীর স্বদেশে আগমনের ন্যায় ত্বরাগতিতে পৃথিবীর অঙ্কে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া থাকে, বাষ্প স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উর্দ্ধে গমন করে, বাধ্য না হইলে, স্বেচ্ছাক্রমে নিম্নে আগমন করে না। সকল বস্তুই যদি সকলকে আকর্ষণ করিত, তাহা হইলে, সূর্য্যোদয়েও চন্দ্রকান্ত দ্রবীভূত হইত, চন্দ্রোদয়েও পুণ্ডরীক বিকশিত হইত, সকল বস্তুই যদি পরস্পরকে আকর্ষণ করিত তাহা হইলে অক্সিজেনাদি রসায়ণ শাস্ত্রের মূলভূত সমূহের মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সমান আকর্ষণ না হয় কেন? রাসায়নিক আকর্ষণের তত্ত্বনিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া বৈজ্ঞানিকগণ ভিন্ন—ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। স্যার্ হম্‌ফ্রে ডেভী (Sir Humyhrey Davy) এ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম হইতেছে, যে সকল দ্রব্যের মধ্যে রাসায়নিক আকর্ষণ আছে, তাহারা পরস্পর ভিন্নতাড়িতাত্মক, তাহাদের মধ্যে একটী ধনতাড়িতধর্ম্মী, অন্যটী ঋণতাড়িত ধর্ম্মী। এই বিরুদ্ধতাড়িতধর্ম্মতত্ত্ব যে পদার্থদ্বয়ে যে পরিমাণে অধিক, তৎপদার্থদ্বয়ের পরস্পর সংযুযুক্ষা সেই পরিমাণে প্রবলা। একটী যৌগিক বস্তুকে পৃথক্কৃত বা তাহার ঘটকাবয়ব (constituents) সমূহের সন্ধিভঙ্গ করিবার সময়ে আমরা উহাদিগকে কেবল সমতাড়িতাবস্থায় আনয়ন করি, সমতাড়িতাবস্থায় আনয়ন করিলেই উহারা পরস্পর বিমুক্ত হইয়া পড়ে। * স্যার্ হম্‌ফ্রে ডেভী এই সকল কথা হইতে বুঝিতে পারা যায়, ধনধর্ম্মীর (Positive) ধনধর্ম্মীর প্রতি, এবং ঋণধর্ম্মীর (Negative) ঋণধর্ম্মীর প্রতি রাসায়নিক আকর্ষণ হয় না।

---

* "Sir Humphrey Davy, in his admirable paper on Galvanoism endeavoured to show that substances having affinity for each other are in different states of Electricity; the one plus, and the other minus; that the more intensely these two different state exist in two bodies, the stronger is their affinity for each other, and that in order to decompose a compound or to put an end to the union between its consti-

এক বস্তুই সম্বন্ধিভেদে ধন ও ঋণ এই উভয়ধর্ম্মী হইয়া থাকে। গন্ধক (Sulphur), অক্সিজেনের সম্বন্ধে ধনধর্ম্মী, কিন্তু হাইড্রোজেনের সম্বন্ধে ঋণধর্ম্মী। রসায়ন-বিজ্ঞানকুশল সুধীগণের এই প্রকার কথা শুনিয়া আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ এই পদার্থদ্বয় সম্বন্ধে বিবিধ সংশয় হয়, অনেক কথা জানিবার ইচ্ছা হয়। বেদ-শাস্ত্রে আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণ সম্বন্ধে কিরূপ উপদেশ আছে, আপনার মুখ হইতে তাহা শুনিবার অভিলাষ হয়।

---

tuents, we have only to bring them into the same Electrical state"—System of Chemistry of Inorganic Bodies by T. Thomson, M. D.

(ক্রমশঃ)

শিবরামঃ শরণং

পূজ্যপাদ ৺ভার্গব-শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ স্বামিপদকমলের জীবনীবর্ণনে প্রয়াস।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যোগিগণ শরীর ত্যাগের পূর্ব্বে সাধারণতঃ যে রীতি অবলম্বন করিয়া থাকেন, স্বামীজীও অনেকতঃ সেই রীতিরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। যোগিগণ দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে ভোজন পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। ইহা বেদ শাস্ত্রসম্মত আচরণ। প্রাণের আরোহণে, পরকায়প্রবেশনে এবং অন্তকালে শরীরত্যাগের সময়ে যোগিগণের কিছুদিন পূর্ব্বে ভোজন পরিত্যাগ করা বিধেয় ("প্রাণস্যারোহণে বাপি পরকায়প্রবেশনে। শরীরমোক্ষণে চাদৌ ভোজনং পরিবর্জ্জয়েৎ॥" *), এবং অনাহার হেতু জঠরাগ্নিকৃত দাহের উপশমনার্থ সজল দুগ্ধাদির বা অন্য কোন জলীয় পদার্থ বা সরস ফলের (দ্রাক্ষাদির) সেবন কর্ত্তব্য। † শরীরের লঘুতা সম্পাদিত হইলে প্রাণাকৃষ্টি সহজে সম্পাদিত হইয়া থাকে।‡

কাঁহার কাঁহার মনে হইতে পারে, যোগিগণের পক্ষে প্রাণ আকর্ষণপূর্ব্বক ব্রহ্মরন্ধ্রে নয়ন এবং সমাধি করা ত অনেকটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার; অতএব স্বামীজী এত অল্পকাল মধ্যে তাহা করিলেন কিরূপে?

ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্বস্থিত যোগিগণের প্রাণের আরোহণ চারিটী বিভিন্ন গতি, অনুসারে হইরা থাকে। ইহারা যথাক্রমে পিপীলিকাসমা গতি, দর্দ্দুরসন্নিভা গতি, সর্পোপমা গতি ও হংসগতি নামে খ্যাত হইয়া থাকে। অভ্যাসের গাঢ়তা অনুসারে পূর্ব্বপূর্ব্বরূপ গতি ক্রমশঃ উত্তরোত্তররূপ গতিতে পরিণত হইয়া থাকে।

---

* যোগরসায়ন।

† "নিরশনাদগ্নিস্তূর্ণং জাঠরো দাহকৃদ্ভবেৎ।
কালে তদুপশান্ত্যর্থং ক্ষীরং নীরান্বিতং পিবেৎ॥"—যোগরসায়ন।

‡ "শরীর লঘুতাভাবে প্রাণাকৃষ্টির্ন জায়তে"—ঐ।

যাঁহার প্রাণের হংসগতি সিদ্ধ হইয়াছে, তিনি প্রাণাকর্ষণ ক্রিয়া বিষয়ে পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন, জানিতে হইবে। অভ্যাসের পরিপক্কতাবশতঃ সমাধিশীল যোগীর প্রাণ পূর্ণরূপে তাঁহার বশগ হইয়া থাকে, তখন তিনি প্রাণকে যখন যে স্থানে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই গমন করিয়া থাকে। ঈদৃশ পুরুষগণ যোগের অনেক ক্রিয়াই শয়ন উপবেশনাদি যে-কোন অবস্থায় করিতে পারেন। নিত্যসমাধিশীল যোগীর পক্ষে ঈদৃশ ক্রিয়া বিলম্বসাপেক্ষ হয় না। স্বামীজী যে ক্রিয়া নিত্য করিতেন সে ক্রিয়াতে তাঁহার আর বিলম্ব লাগিবে কেন? যাঁহারা নিত্য 'মরিয়া' থাকেন, তাঁহাদেরই মৃত্যু সহজ হইয়া থাকে, তাঁহারাই মৃত্যুকে বস্ত্রত্যাগবৎ অনায়াসসাধ্য ব্যাপার করিতে পারেন, তাঁহারাই হাঁসিতে হাঁসিতে প্রাণের প্রাণকে ভাবিতে ভাবিতে দেহলীলা সম্বরণ করিয়া থাকেন। মৃত্যুকে সহজ করিবার নিমিত্ত স্বামীজী প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে * যোগের বিশিষ্ট ক্রিয়া-সকল নিয়মিত রূপে অভ্যাস করিয়া আসিয়াছিলেন।

সাধারণতঃ 'মৃত্যু' শব্দ দ্বারা যাহা বুঝা হইয়া থাকে, ইহাঁদের দেহত্যাগ ব্যাপার সে বস্তু নহে, ইহাঁদের দেহত্যাগকে বস্তুতঃ 'মৃত্যু' বলা যায় না। সাধারণ মৃত্যুতে সংজ্ঞাসন্ততির বিচ্ছেদ (break of the cotinuity of consciousness) হইয়া থাকে। যোগারূঢ় পুরুষগণের মৃত্যুতে তাহা হয়না, ইহাঁদের দেহত্যাগে ক্ষণমাত্রও সংজ্ঞার বিলোপ হয় না, ইহাঁরা স্বেচ্ছায় এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর গ্রহণ করিয়া থাকেন বা এক লোক হইতে লোকান্তরে গমন করিয়া থাকেন, অথবা পরিচ্ছিন্ন একটী লোক পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তরেও গমন করেন না, একেবারে বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া থাকেন, মহাপ্রাণ বা পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া থাকেন যাহাকে শাস্ত্র 'ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি এই বাক্য দ্বারা বর্ণন করিয়াছেন।

জীবদ্দশাতেই যোগদ্বারা ইহাঁরা নিত্য অবস্থান্তর বা লোকান্তরের সত্ত্বা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। এই অবস্থা খ্যাপনার্থই শাস্ত্র বলিয়াছেন, 'উভৌ লোকৌ সঞ্চরতি ধ্যায়তি চ লেলায়তি চ'। মরিয়া কোথায় যাইতে হইবে, কোন্ অজ্ঞাত দেশে নীত হইতে হইবে এইরূপ চিন্তা ঈদৃশ পুরুষগণের হৃদয়ে স্থান পায়না, গন্তব্য দেশ ইহাঁদের পক্ষে 'অজ্ঞাত' নহে, কারণ ইহাঁরা সে দেশে

---

* তখন তিনি বরাহনগর—কাশীপুরস্থ একটী ভবনে বাস করিতেন।

নিত্যই স্বেচ্ছানুসারে দুই একবার গমন করিয়া থাকেন। গন্তব্য স্থান অজ্ঞাত হইলেই মৃত্যু ভয়ের কারণ হয়। অনেক পুরুষই বর্ত্তমান শরীর ত্যাগের পর কোন বিশিষ্ট অবস্থা বা লোক প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা বা আশা রাখেন,কিন্তু, স্বামীজী বলিতেন, যাঁহারা ইহলোকে থাকাকালেই মধ্যে মধ্যে গন্তাব্য লোকে গমন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই বস্তুতঃ শরীর ত্যাগের পর তাদৃশ লোকে গমন করিতে পারিবেন ইহা নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে। যাঁহারা ইহলোকে অবস্থানকালে ঈপ্সিত লোকের কোন বিশেষ সংবাদ রাখেননা, নামমাত্র শ্রবণ বা সাধারণভাবে পুরাণাদিবর্ণিত তত্তল্লোকের সংবাদ পাঠ বা শ্রবণমাত্র করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহারা দেহত্যাগান্তে যে সেই সকল লোকে গমন করিবেনই ইহা নিশ্চয়পূর্ব্বক বলা যায় না। ইহলোকে থাকিয়া যোগদ্বারা সেই সকল লোকের অবস্থা নিত্য অনুভব বা প্রত্যক্ষ করা কর্ত্তব্য, তবেই তত্তল্লোকের বাসনা দৃঢ় হইতে পারে, তবেই বলা যাইতে পারে, তত্তলোকে গমন বস্তুত'ই কাহারও ঈপ্সিত। আমার অমুক (কোন বিশিষ্ট) লোকে গমন হইবে এইরূপ একটা অনিশ্চিত আশা-মাত্রোপরি নির্ভর করিয়া জীবন-যাপন করা শাস্ত্র অনুমোদন করেন নাই, শাস্ত্র ইহার নিন্দাই করিয়াছেন। ইহ চেদবেদী দথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টি এই উক্তি উক্ত ভাবেরই অভিব্যঞ্জক। যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বৈদিক আর্য্যজাতিকে কল্পনাপ্রিয় এবং বৈদিক আর্য্য জাতির দর্শনাদি শাস্ত্রকে কাল্পনিক (Speculative) বলিয়াছেন বা বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বৈদিক আর্য্য-জাতির শাস্ত্রাদি গ্রন্থে যে বহু উক্তরূপ উপদেশ আছে উক্তিকালে তাহা নিশ্চয়ই বিস্মৃত হইয়া হইয়া থাকেন। যদি কোন জাতির দর্শনাদি শাস্ত্রকে বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ দর্শন (Practical philosophy) বলা যায়, তবে তাহা বৈদিক আর্য্যজাতিরই বলিতে হইবে।

স্বামীজীর প্রয়াণের কারণ।

স্বামীজীর দেহত্যাগের পর তাঁহার শিষ্য, ভক্ত, আত্মীয় ও বন্ধুবর্গ সকলের মুখেই একটী কথা শুনা গিয়াছে, সকলেই এই মর্ম্মে বলিয়াছেন—স্বামীজী এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন তাহা কখনও মনে করি নাই আরও কিছুদিন থাকিবেন ইহা মনে করিয়াছিলাম, তাঁহার আরও কিছুদিন থাকা আমাদের পক্ষে জগতের পক্ষে একান্ত আবশ্যক ছিল।' নিত্য-উপকৃতগণের যে উপকারকের চিরস্থিতি বাঞ্ছনীয় হইবে, মার্গান্বেষিগণের যে

সন্মার্গপ্রদর্শকের স্থিরাবস্থান একান্ত প্রার্থনীয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; প্রশ্ন হইতেছে, উপকারকরণে সদা অদ্র্চিত্ত স্বামীজীর, তাহা হইলে, কল্যাণ লীলা সম্বরণ করিবার প্রবৃত্তি হইলে কেন? স্বামীজীর প্রয়াণের কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে যাইয়া আমাদের যাহা মনে হইয়াছে, ইতঃপর পাঠকগণকে সংক্ষেপে তাহা নিবেদন করিব। প্রথমে একটী স্থূল নিমিত্ত কারণের উল্লেখ করিব, পরে গূঢ় প্রধান কারণটীর নির্দ্দেশ করিব।

বর্ত্তমান কালের বাহ্য প্রকৃতি তাঁহার শারীর ও মানস প্রকৃতির আর সংবাদী ছিলনা—ইহাই স্বামীজীর প্রয়াণের একটী কারণ বলিয়া মনে হইয়াছে। সংক্ষেপে ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

স্বামীজীর দেহত্যাগের ৪।৫ বৎসর পূর্ব্ব হইতে একটী বিষয় আমাদের লক্ষ্যীভূত হইতেছিল। দেহত্যাগের দুই বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইহা বিশেষতঃ লক্ষ্যীভূত হইল। তাঁহার শরীর রক্ষার নিমিত্ত যে টুকু স্থূল আহারের প্রয়োজন হইত, তাহা সাধ্যানুসারে বিশুদ্ধ ভাবেই সংগৃহীত বা প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করা হইত, সদা পিতৃসেবানুধ্যান নিরত স্বামীজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র নিরন্তর নিরলস হইয়া এ বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন, কিন্তু স্বামীজীর মুখে কিছুই ভাল লাগিত না। বর্ত্তমানকালের (তমোগুণ প্রধান) প্রকৃতি যাহা যাহা প্রসব করিতেন, তাহা স্বামীজীর বিশেষতঃ সত্ত্বগুণ প্রধান শারীর প্রকৃতির উপযোগী হইতনা, তাঁহার শরীর রক্ষার্থ যতটুকু স্থূল উপাদানের গ্রহণ আবশ্যক ছিল তাহার সংগ্রহ হইত না। কদাচিৎ কোন দিন কোন বস্তু মুখে একটু ভাল লাগিত, অধিকাংশ দিনই আহারে বসিয়া অর্দ্ধাশন করিয়া উঠিয়া যাইতেন। কিছুদিন হইতে এইরূপ দেখিয়া আমার মনে প্রায়ই আশঙ্কা হইত, তাহা হইলে ইহজগতে স্বামীজীর স্থূল শরীরের স্থিতি কিরূপে সম্পাদিত হইবে? স্বামীজীর শারীর প্রকৃতির স্বভাবতঃ অত্যধিক বিশুদ্ধি বশতঃ চিরদিনই তাঁহার আহার্য্য সংগ্রহবিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইত, এবং অনেক সময়েই উক্ত কারণ বশতঃ তাঁহার আহারে বিঘ্ন ঘটিত। স্বামীজী যাবজ্জীবনই এ বিষয়ে অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিয়াছিলেন, তথাপি কোনরূপে এতাবৎকাল চলিয়া আসিয়াছিল, পরিশেষে যেন একেবারেই অচল হইল।

বরাহনগরের গঙ্গাতীরস্থ ভবনে অবস্থানকালে আর এক দিবস স্বামীজীকে আর কিছুদিন শরীর রক্ষা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করা হইয়াছিল। তাহাতে

তিনি উত্তর করিয়াছিলেন—"কোথায় থাকিব, এবং কি খাইব?'। পূর্ব্বে যাহা নিবেদন করিয়াছি। তাহা স্মরণ করিলে পাঠকগণ স্বামীজীর এই উক্তির একাংশের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন, যাহা নিম্নে নিবেদন করিলাম, তাহা অপরাংশের অর্থোপলব্ধি বিষয়ে সহায় হইবে।

স্বামীজী ইতঃপূর্ব্বে জীবনে প্রায়ই এইরূপ কথা বলিতেন—ভগবানের ইচ্ছা হইলে, অযোধ্যায়, নর্ম্মদা বা গঙ্গাতীরে কোন নির্জ্জন স্থানে থাকিয়া কিছুদিন সাধনা করিব, সম্ভব হইলে, ২।৪টী যোগ্য পাত্রকে কিছু অধ্যয়ণ করাইব এবং তদন্তর দেহত্যাগ করিব, মৃত্যুর সময়ে কাশীতে আসিতে পারিব।' দেহত্যাগের তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে আর এরূপ কথা বলিতেন না। তখন বলিতেন— 'কোথাও আর থাকিতে ইচ্ছা নাই, যতই মনে করিয়া দেখি, এমন কোন স্থান মনে হয় না, যেখানে থাকিতে ইচ্ছা হয়।' প্রথম বয়সে যখন বঙ্গদেশে বাস করিতেন, তখন মনে করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের কোন অংশে তাঁহার বাসোপযোগী স্থান মিলিবে। সেই স্থান কোথায় হইবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া অযোধ্যা, নর্ম্মদাতট প্রভৃতি স্থানের নাম গ্রহণ করিতেন, কিন্তু তীর্থযাত্রোপলক্ষ্যে একবার ভারতবর্ষের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া আসিবার পর স্বামীজীর পূর্ব্বধারণার অনেকতঃ পরিবর্ত্তন ঘটে। তীর্থ ভ্রমণান্তে প্রত্যাগত হইবার পর স্বামীজী এইরূপ বলিতেন—যতদূর দেখিলাম, তাহাতে ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানই এখন কলুষিত হইয়াছে, তীর্থসমূহের আধিভৌতিক রূপ বিশেষতঃ মলিনীভূত হইয়াছে, তীর্থ সকল এখন বিষয়াসক্ত, ব্যাপারনিরত পুরুষগণদ্বারা পাঠ ব্যাপ্ত, যাহা পূর্ব্বে সাধনার স্থান ছিল তাহা এখন বিলাসের স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তীর্থের তীর্থত্বের বা সাতারণ শক্তির এখন ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে, অতএব সাধকগণের বাসের অযোগ্য হইয়া পড়িতেছে।

প্রথম কারণটী সংক্ষেপতঃ উক্ত হইল, এখন দ্বিতীয় কারণটীর উল্লেখ করিব।

যদি কোন বিশিষ্ট কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত ভগবানের কোন বিশিষ্ট শক্তি কোন বিশিষ্ট ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন, যাবৎ তৎকার্য্য সিদ্ধ না হয়, অথবা যতদিন সেই ক্ষেত্র সেই শক্তির ক্রিয়ার উপযুক্ত অবসর প্রদান করে, ততদিনই সেই শক্তি তৎক্ষেত্রে আবির্ভূত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকেন, প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া গেলে অথবা সে ক্ষেত্র আর সে শক্তির ক্রিয়ার অবসর প্রদান না

করিলে, সে শক্তি অন্তর্হিত হইয়া থাকেন। স্বামীজী বিশেষতঃ যে কার্য্য সাধনার্থ জগতে আগমণ করিয়াছিলেন, জগৎকে যে বস্তু দিবার নিমিত্ত তিনি সদা উৎসুক ও চেষ্টীত থাকিতেন, যখন দেখিলেন, জগতের আর সে বস্তু গ্রহণের আগ্রহ নাই, তখন তাঁহার ইহজগতে থাকিবার প্রবৃত্তি ক্রমশই মন্দীভূত হইতে লাগিল। বস্তুতঃ যে অমৃত দান করিবার নিমিত্ত, যে পরমশক্তির মার্গ দেখাইবার নিমিত্ত তিনি নিরন্তর ব্যগ্র থাকিতেন, সে অমৃত গ্রহণ করিবার সে মার্গ অবলম্বন করিবার যোগ্যতা বা প্রবৃত্তি বিশিষ্ট পুরুষের বিশেষতঃ অভাব হইয়া পড়িয়াছিল। স্বামীজীর গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিলে এবং তাঁহার জীবনী পাঠ করিলে পাঠক এই কথার সত্যত্ব সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সামীজী ইদানীং অনেক সময়ে খেদ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিতেন—ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ আত্মকল্যাণ প্রার্থী পুরুষ দেখিতে পাইতাম, পরম কল্যাণের পথ প্রদর্শন করিতে যাইলে সেই পথ অবলম্বনে যেরূপ আগ্রহ ও উৎসাহ প্রত্যক্ষ করিতাম; চিরশান্তিধামের বার্ত্তা শ্রবণ করাইতে চাইলে যাদৃশ শুশ্রূষু প্রাপ্ত হইতাম, এখন আর সেরূপ পুরুষ দেখিতে পাইনা, আর তাদৃশ শুশ্রূষু প্রাপ্ত হই না। অতএব স্বামীজী কিছুদিন হইতে তাঁহার শরীরধারণের প্রয়োজনের অভাব অনুভব করিতেছিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পরেও একদিন উক্ত মর্ম্মে কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন। এইরূপে ইহজগতে অবস্থানের প্রবৃত্তি ক্রমে মন্দীভূত হইয়া অবশেষে বিলুপ্ত প্রায় হইল। ভগবানও তাঁহার প্রিয় তনয়ের মর্ত্ত্যধামে থাকিবার প্রয়োজনাভাব বুঝিয়া তাঁহাকে নিজ সকাশে আকর্ষণ করিলেন; স্বামীজীর চিত্তগতি পরিবর্ত্তিত হইল, জগৎকে জ্ঞানদানাদি দ্বারা উদ্ধৃত করিবার প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তে 'মা-বাবার' নিকটে যাইবার প্রবৃত্তি বিশেষতঃ বলবতী হইল। * দশমীর দিন মা যখন মর্ত্ত্যলোকের পূজা

---

* এখানে নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি যে, আমি এ বিষয়ে আপনাকেই বিশেষত অপরাধী মনে করিয়া থাকি। যদি যথার্থ জিজ্ঞাসু হইতাম, যদি প্রকৃতজিজ্ঞাসূচিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি আমার থাকিত, তাহা হইলে, জিজ্ঞাসা অতৃপ্ত থাকিতেই আমার জ্ঞানদাতা কখনই অন্তর্হিত হইতেন না, যদি বস্তুতই জ্ঞানামৃতের পিপাসু হইতাম, তাহা হইলে পিপাসানিবৃত্তির পূর্ব্বেই জ্ঞানাম্বুধি, যেন আন্তর বহ্নি দ্বারা আপনাকে আশোষিত করিয়াই, আমার স্থূলদৃষ্টির বহির্ভূত হইতেন না।

গ্রহণান্তর স্বধামে যাত্রা করিলেন, তখন স্বামীজীরও মার সহিত চলিয়া যাইবার ব্যগ্রতা অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। যে কারণে মার সহিতই চলিয়া যাইতে পারেন নাই তাহা পাঠকগণকে পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি।

স্বামীজীর প্রয়াণক্ষেত্র।

স্বামীজী ৺কাশী, অযোধ্যা প্রভৃতি ধামে দেহ ত্যাগ করেন নাই বলিয়া কেহ কেহ আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের আক্ষেপনিবারণার্থ দুই একটী কথা বলা আবশ্যক মনে করি।

ঈদৃশ মহাপুরুষগণের প্রয়াণস্থান ও মরণোত্তর গতি সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন—"তীর্থে স্বপচগৃহে বা নষ্টস্মৃতিরপি পরিত্যজন্ দেহম্ জ্ঞানসমকালমুক্ত কৈবল্যং যাতি হতশোকঃ॥" প্রত্যুদিততত্ত্বজ্ঞান পুরুষের দেহত্যাগ তীর্থেই হউক, বা চণ্ডালগৃহেই হউক, এমন কি, যদি মৃত্যুকালে তাঁহার স্মৃতিরও বিলোপ হয়, তাহা হইলেও সেই হতশোক পুরুষ কৈবল্যই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কারণ তিনি জ্ঞানসমকালেই—জ্ঞানোৎপত্তি সময়েই মুক্ত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত, যাঁহারা যোগসিদ্ধ ও জীবন্মুক্ত, তাঁহাদের শরীরত্যাগ বিষয়ে ত তাঁহাদের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যই থাকে।' অতএব যাঁহাদের বাসদ্বারা তীর্থের তীর্থত্ব সম্পাদিত হইয়া থাকে যাঁহাদের উপস্থিতি দ্বারা অতীর্থও তীর্থ হইয়া থাকে, তাঁহাদের কৈবল্য লাভার্থ তীর্থে মৃত্যুর অপেক্ষা থাকে না, অপিচ তাঁহারা যে স্থানে দেহত্যাগ করেন তাহাই ততঃপর তীর্থীভূত হইয়া থাকে। তথাপি প্রশ্ন হইতে পারে, স্বামীজী বঙ্গদেশের ঐ বিশিষ্ট স্থানে দেহত্যাগ করিলেন কেন?

জ্ঞানিগণের, সন্ন্যাসিগণের জগৎ সম্বন্ধে কোন বন্ধনই থাকে না, কাহারও প্রতি কোন কর্ত্তব্য থাকে না। শাস্ত্র বলিয়াছেন, যদি কাঁহার ঈদৃশ জ্ঞান হয় যে, 'আমার এখনও অমুক কর্ত্তব্য অবশিষ্ট রহিয়াছে' তাহা হইলে তিতি তত্ত্ববিৎ নহেন। অতএব বুঝিতে হইবে, তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের সাধারণভাবে কোন পুরুষের প্রতি, আত্মীয়গণ বা মিত্রবর্গের প্রতি কোন কর্ত্তব্য থাকে না, হৃদয়ে কোন বিষয়ে আসক্তি বা বন্ধন থাকে না। কিন্তু একটী বিষয়ে যোগী, জ্ঞানী বা সন্ন্যাসীগণ হৃদয়তঃ সদা বদ্ধ থাকেন, যাবৎ উপাধি বর্ত্তমান থাকে, তাবৎ এ বন্ধন, এ আসক্তি যায় না। ইহা শ্রীগুরু-চরণসরোজসদ্ভক্তি ও তন্মহিমাখ্যাপনে প্রবৃত্তি। এই ভাব স্বামীজীর হৃদয়োপরি সদাই বিশেষতঃ ক্রিয়া করিত, তাঁহার হৃদয় এই ভাবের—এই বিমুক্তিরূপ বন্ধনের, এই নিবৃত্তিরূপ প্রবৃত্তির (কারণ ইহাকে বস্তুত বন্ধন বলা যায় না,

প্রবৃত্তিও বলা যায় না, বন্ধন হইলেও ইহা বিমুক্তি এবং প্রবৃত্তি হইলেও ইহা (নিবৃত্তিরই নামান্তর) চিরন্তন আবাসস্থল ছিল। অলৌকিক গুরুভক্তিমান্ * গুরুপদৈকপ্রাণ স্বামীজী ঐ স্থলে দেহত্যাগ করিয়া গুরুভক্তিরই পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, গুরুচরণমহিমাই খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন। বরাহ-নগরে যাইবার কয়েকদিন পরে, দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্ব্বে, স্বামীজী এক দিবস দ্বিতলোপরি অর্দ্ধশয়নাবস্থায় মুক্তদ্বারপথে গঙ্গার রূপ স্থিরভাবে দর্শন করিতেছিলেন; পরপারের বৃক্ষরাজি পর্য্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত হইবার পথে কোন বাধা ছিল না। কিছুকাল এইভাবে থাকিবার পর স্বামীজী বলিলেন— দেখ, ঐ যে পরপারে ঘাটটী দেখা যাইতেছে, ঐ স্থানে আমার গুরুদেব (বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ বাষ্পারুদ্ধ হইয়া আসিল) দেহত্যাগ করিয়া-ছিলেন, † তাঁকে ঐ ঘাটের সম্মুখস্থিত প্রদেশে গঙ্গাগর্ভে সমাধি দেওয়া হইয়াছিল। এখন যে ক্ষুদ্র একখানি গৃহ দেখিতে পাইতেছ, তখন উহা নির্ম্মিত হয় নাই,, তাঁহার দেহত্যাগের পরে ঐ স্থানে মুমূর্ষু গঙ্গাবাসিগণের উপকারার্থ উহা নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আমাকেও গঙ্গার ঐ ভাগেই সমাধি দিবে **। * আমার শরীরকে যেন দগ্ধ না করা হয়; তাহার একটী বিশেষ কারণ এই যে, 'আমার শরীরে শ্রীরাম নামাদি অঙ্কিত আছে।' এইরূপ বলিবার পরে স্বামীজী কিরূপ ভাবে সমাধি দিবার নিমিত্ত কাষ্ঠের আবরণ (সিন্দুক) প্রস্তুত করিতে হইবে তাহা বলিয়া দিলেন। গঙ্গার উভয় তীরে এত অনুসন্ধান করিলেও আমরা যে কেন অন্যত্র তাঁহার বাসোপযোগি স্থান প্রাপ্ত হই নাই, তাহা আমি সেই দিনেই যথার্থতঃ জানিতে পারিলাম। স্বামীজী দিবসের মধ্যে অনেক সময়ে সেই ঘাটের দিকে গঙ্গার সেই ভাগে অনিমেষদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতেন, তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে দৃষ্ট হইত, অনেক সময়েই সংস্কৃত ভাষায় গুরু মহিমাখ্যাপক গান সকল গাহিতেন।

(ক্রমশঃ)

---

* তাঁহার গুরুভক্তির স্বরূপ পাঠকগণ গ্রন্থমধ্যে জ্ঞাত হইবেন।

† তখন স্বামীজীর বয়ক্রম বোধ হয় ১৩ বৎসর।

** সন্ন্যাসিগণকে জলে এবং স্থলে উভয়ত্রই সমাধি দেওয়া যায় ("জলে স্থলে বা সমাহিতং কুর্য্যাৎ)। বিদ্বৎসন্ন্যাসিগণ পরমহংস শ্রেণীভুক্ত। পরমহংস গণের স্থলে সমাধি মুখ্য জলে মধ্যম উক্ত হইয়াছে।("কুটীচকং চ প্রদহেৎ পূরয়েচ্চ বহূদকং। হংসো জলে তু নিক্ষেপ্যঃ পরমহংসং প্রপূরয়েৎ (প্রকীরয়েৎ)॥

এই নামাদির অঙ্কন কোন বাহ্যযন্ত্রকৃত নহে, ইহারা আপনা হইতেই স্বামীজীর শরীরে অঙ্কিত হইয়াছিল। স্বামীজীর দেহ ত্যাগের প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে ইহারা স্ফুটতরভাব গ্রহণ করিয়াছিল। একটী বেদমন্ত্রের প্রতীকও প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। এসম্বন্ধে বিশেষ সংবাদ পাঠকগণকে গ্রন্থমধ্যে দিবার ইচ্ছা রহিল।

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে।

২৫শ বর্ষ। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭ সাল। | ২য় সংখ্যা

ঘরের আলো।

বাঁচিয়া থাকিতে যদি
সে স্বাদ কিছু পেলামই না
চরমে চরম পাব
এ কথায় মন ভুলিবে না।
মুক্তি আমার এখনি চাই
এ কথা তো বলছি না
তুমি আমার কাছে থাক
এ দাবীও করছি না।
প্রাণের মাঝে কত জ্বালা
কত গভীর বেদনা
না জানিয়ে তোমার কাছে
থাকতেও তো পারছি না॥
তোমার আলো জ্বলে যদি
মোহ আঁধার থাকে না

আমার জ্বালা আলোর মত
নিবু নিবু করবে না॥
সেই কথাটি তোমার কাছে
শুনতে বড় হয় বাসনা
এবার আমার ঘরে আলো
জ্বালাবে কি জ্বালাবে না?
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল।

দেশের লোকই দেশের সর্ব্বনাশ করে।

কোন এক মহাপুরুষ লিখিয়াছেন * "যে জাতি পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করে না, যে জাতি গৌরবান্বিত পূর্ব্বপুরুষদিগের নিন্দা শুনিয়া আনন্দিত হয়, পূর্ব্বপুরুষদিগের নিন্দা করিয়া সুখী হয়, সে জাতির কখন উন্নতি হয় না, সে অধঃপতিত দুর্ভাগ্য জাতির অভ্যুত্থান অসম্ভব। একজন বিখ্যাত সাহেব বলিয়াছেন "আমি প্রখ্যাত জাতি সম্ভূত, আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের মহত্বে, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, আমাকে আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের মহিমার চিরস্থাপক হইতে হইবে; যে ব্যক্তির এইরূপ সঙ্কল্প হয়, সেই ব্যক্তির হৃদয়ে বলের সঞ্চার হয়। অতীত সমৃদ্ধির স্মরণ, অতীত গৌরবে দৃষ্টি প্রেরণ, বর্ত্তমান জীবনকে সুস্থির করে, উন্নামিত করে, সমুদ্ভাসিত করে"।

সমুদ্র থাকিলে তরঙ্গ উঠিবেই—সমুদ্র আছে তরঙ্গও উঠিয়া থাকে। কখন কখন উত্তাল তরঙ্গ এত ভীষণভাবে ছুটিতে থাকে যাহাতে লোকের আতঙ্কের সৃষ্টি করে।

জাতি-সমুদ্রের তরঙ্গ উঠে, আবার ব্যক্তি-সমুদ্রের মনের তরঙ্গও ভীষণভাবে প্রবাহিত হয়। আজকালকার সকল জাতির মধ্যে ঝঞ্ঝাবাত উঠিয়াছে।

---

* বৈদিক আর্য্য—উৎসব চৈত্র ১৩৩১ সাল।

কর্ত্তব্য শূন্য হইয়া মানুষ এখন মনে যাহা উঠিতেছে তাহা লইয়াই সমাজের উপকার করিতে ছুটিতেছে। কাহারও মতের সঙ্গে কাহারও মতের মিল হইতেছে না, অশান্তি বাড়িয়াই চলিয়াছে। পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরবে গৌরবান্বিত না হইয়া কল্পনাশ্রয়ী মানুষ আপনার মতের প্রাধান্য দিয়া সমাজকে আরও বিপদের দিকে টানিয়া লইতেছে। দেশের লোকেই দেশের শত্রু হইয়া দাঁড়াইতেছে। ভারত যতদিন হইতে অধঃপতিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে ততদিন হইতেই এই ব্যাপার চলিতেছে। অধঃপতিত অবস্থায় এইরূপই হইয়া থাকে। একটি প্রাচীন দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমরা এখনকার অযোধ্যার কথা বলিতেছি। এখনকার অযোধ্যা কি ত্রেতাযুগের সেই রাম রাজ্য? অযোধ্যা কোথায় ছিল তাহাত কেহ জানিত না। রাজা বিক্রমাদিত্য অগ্রজ ভর্তৃহরির উপদেশ মত অযোধ্যা মণ্ডল কোথায় ছিল নিশ্চয় করিবার নিমিত্ত মানস সরোবরে তপস্যা করিতে গমন করেন। তিনি জানিতে পারেন মানস সরোবর উদ্ভূতা সরযূ নদীর গতি ধরিয়া গমন করিলে অযোধ্যার স্থান তিনি নির্ণয় করিতে পারিবেন। রাজা তাহাই করিলেন যেখানে প্রাচীন অযোধ্য ছিল সেখানে স্তূপাকার টীলা পাইলেন, আরও এক মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাইলেন। তিনি বলিয়া দিলেন ঐ খানে এক প্রাচীন দুর্গ তিনি পাইবেন। রাজা বিক্রমাদিত্য তাহাই পাইয়া অযোধ্যার "কনকভবন" তাহাই ইহা স্থির করিলেন। রাণী কৈকেয়ী স্বপ্নে এক ভবন দেখেন। সেইরূপ এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে রাজা দশরথকে অনুরোধ করেন। শ্রীভগবান রামচন্দ্র সীতা মহারাণীকে বিবাহ করিয়া আনিলে রাণী কৈকেয়ী সেই ভবন দিয়া সীতার মুখ দেখিয়াছিলেন। কনক ভবনে তখন এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ছিল। মুসলমান রাজত্বে সেই প্রাচীন দুর্গও এক ব্রাহ্মণের দ্বারা ভূমীস্যাৎ হয়। দেশের লোক যে দেশের শত্রু ইহাই এই দৃষ্টান্তে দেখান হইতেছে। এখন যেখানে কনকভবন রহিয়াছে তাহা টিকমগড়ের রামগতপ্রাণা মহারাণী শ্রীবৃষভানু কুঁবরি নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। প্রাচীন কেল্লা কিরূপে ভূমিসাৎ করা হয় তৎসম্বন্ধে দরবিহিস্ত নামক এক মুসলমান কবি বর্ণনা করিয়াছেন। সম্প্রতি কনকভবন রহস্য নামক শ্রীবালকরাম বিনায়ক রচিত এবং এখনকার অযোধ্যার ম্যানেজার সদাশয় শ্রীযুত বাবু মাধবপ্রসাদ দ্বারা প্রকাশিত পুস্তকে পার্শী ভাষায় ইহা সন্নিবেশিত। শ্রীযুক্ত বালকরাম বিনায়ক পার্সীমূল ও তাহার হিন্দী অনুবাদও দিয়াছেন। আমরা সেই হিন্দী অনুবাদের বঙ্গানুবাদ দিতেছি।

"অযোধ্যাপুরীর মধ্যে এক পুরাতন প্রস্তর নির্ম্মিত দুর্গ ছিল। উহার চারিদিকে ৮ করবা (করবার মাপ আমি জানি না) লম্বা ৩ করবা এবং ২ করবা ছিল। কিল্লৌরী প্রস্তর নির্ম্মিত এই দুর্গ। প্রাসাদের ৪ প্রকোষ্ঠ। ইহার নবদ্বার আর ৪ দরজা। দেশ বিদেশের পর্য্যটকগণ বলিয়া গিয়াছেন এই দুর্গের সমান কোন দুর্গ তাঁহারা জগতের কোন স্থানে দেখিতে পান নাই। হিন্দুগণ এই দুর্গকে কনক ভবন বলিয়া প্রসিদ্ধ করিয়াছেন। পার্শ্ববর্ত্তী দেশের লোক ঐ দুর্গে প্রতিষ্ঠিত অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে অপূর্ব্ব বিশ্বাস রাখিতেন। সেই দুর্গের উত্তর দিকে বিস্তৃত অতি সুসজ্জিত এক উদ্যান ছিল। উহাকে শ্রীবন বলিত। সুলতান মহমুদগজনবীর পুত্র গাজী মসউদ ঐ দুর্গ অধিকার করিবার জন্য বহুদিন হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। বহু সৈন্য লইয়া তিনি ঐ দুর্গ তিনবার আক্রমণ করেন। কিন্তু হিন্দু রাজগণ ও জমীদারগণ মিলিত হইয়া গজনবীকে পরাস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে "লোহা লোহেকো কাটতা হৈ" লোহা লোহাকে কাটে এই কথানুসারে এক ষড়যন্ত্র চলে। তিলক নামক এক ব্রাহ্মণ গজনবীর বিশ্বাসপাত্র মিত্র ছিল। উহাকে তিনি সেনাপতি করিয়া বহু সৈন্য দিয়া সতরিখ হইতে অযোধ্যা যুদ্ধযাত্রা করাইয়াছিলেন। তিলক দূরে সৈন্য রাখিয়া একাকী অবধপুরীতে আইসেন এবং দর্শনাভিপ্রায়ে দুর্গের ভিতরে মন্দিরে গমন করেন। মূর্ত্তিদর্শনে মুগ্ধ ও প্রভাবিত হইয়া মন্দিরে উপবিষ্ট পূজারী দেবরাজকে বলেন—"এই দুই মূর্ত্তিকে তুমি আপন বাড়ীতে লইয়া যাও—জানি না কল্য কি হইবে"। দেবরাজ নিজেও ইহাই ইচ্ছা করিয়াছিল। তিলকের আজ্ঞামত কার্য্য তৎক্ষণাৎ হইল। তিলক পর দিন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হিন্দুবেশে সৈন্য সহিত দুর্গে প্রবেশ করেন। দুর্গের প্রাসাদ সকল ভূতলশায়ী করিয়া সংখ্যাতীত লোহিত শ্বেত শ্যামবর্ণ জহরত (মূল অর্দ্ধক্রোর এবং পঞ্চলক্ষের কম নয়) লইয়া প্রস্থান করেন।

(দর বিহিস্ত)

ভারতের এখন ধ্বংসের সময়। ইহা কতবার কত স্থানেই হইতেছে। উপস্থিত সময়ে এই বিশ্বাসঘাতকতা এই দেশশক্রতা বহু স্থানে চলিতেছে।

ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা আছে তাহাই হইবে। তিনি মঙ্গলময়। সমস্ত অমঙ্গলের ভিতর হইতেও তিনি মঙ্গল আনয়ন করেন। আমাদের কর্ত্তব্য ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া পূর্ব্বপুরুষগণের প্রাচীন গৌরব সময়ে যে স্বধর্ম্ম

পালন চলিত সেই পথে সংজ্ঞবদ্ধ হইয়া চলা। "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" এই বাক্যে স্থিত হইয়া স্বধর্ম্মের সঙ্গে স্বদেশ হিতকর কর্ম্ম করা ইহাই কর্ত্তব্য।

গোস্বামী তুলসীদাস সকল কালের ধর্ম্মের কথাই বলিয়াছেন।

সো সুখ ধর্ম্ম কর্ম্ম জারি যাউ।
জঁহ ন রামপদ পঙ্কজ ভাউ॥
যোগ কুযোগ জ্ঞান অজ্ঞানু।
জঁহা ন রাম প্রেম পরমানু॥
তুম্ বিন্ দুঃখী সুখী তুম তেঁহী।
তুম্ জানহু জিয় জো জেহি কেঁহী॥

সেই সুখ, সেই ধর্ম্ম, সেই কর্ম্ম দগ্ধ হউক যেখানে রাম পদ পঙ্কজ না ভাসে। অর্থাৎ যে সুখে ধর্ম্মে কর্ম্মে রামপদে রতি না জন্মায় তাহা জ্বলিয়া যাউক। সেই যোগও কুযোগ, সেই জ্ঞান ও অজ্ঞান যেখানে রাম প্রেম প্রধান হয় না। তোমাকে না পাইয়া যে দুঃখী তুমি তাহাকেই সুখী কর, আর যে যাহা মনে মনে ভাবনা করে তুমি হৃদয়ে বসিয়া সবই শ্রবণ কর, আর হাস্য কর তখন যখন মানুষ কপটতা করে।

নহি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম॥

একদিন তুমি "নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাপ্তাননং দীপ্তবিশাল নেত্রং" একদিন তুমি নভোমণ্ডলব্যাপী, প্রজ্বলিত অনেক বর্ণ-বিশিষ্ট, বিস্ফারিত আনন, প্রজ্বলিত বিস্তীর্ণ চক্ষু হইয়া আত্ম প্রকাশ করিয়াছিলে, একদিন তুমি "তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্"—সর্ব্বত্র দীপ্তিমান যশোরাশি স্বরূপ হইয়া আপনাকে আপনি প্রকাশ করিয়াছিলে আর অর্জ্জুন তাহাই বিস্মিতভাবে প্রব্যথিত অন্তরে দেখিতেছিলেন "পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরিক্ষ্যং সমন্তাদ্ দীপ্তানলার্ক দ্যুতিমপ্রমেয়ম্" দেখিতেছিলেন তুমি দুর্নিরীক্ষ্য, তুমি চারিদিকে প্রদীপ্ত বহ্নি ও

সূর্য্যবৎ দ্যুতিমান্ তুমি অপ্রমেয় রূপ—এইরূপ দেখিয়া অর্জ্জুন ভয়ে ব্যথিত হইয়া বলিয়াছিলেন উগ্ররূপধারী তুমি কে? তুমি কোন্ কর্ম্মে প্রবৃত্ত। আমি তোমার প্রবৃত্তি জানিতেছিনা। তুমি তখন তোমার ভক্তকে বলিয়াছিলে কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ—আমি কাল লোকক্ষয়ের জন্য আমি বর্দ্ধিত হইয়াছি। যাহা বলিতেছি করিয়া যাও। আমিই সমস্ত করিয়া রাখিয়াছি। সবই বিনাশ করিয়াছি। অথবা ইহারা আপন আপন কর্ম্ম দ্বারা বিনষ্ট হইয়া রহিয়াছে তুমি শুধু যুদ্ধ করিয়া ইহাদের আত্মাকে দেহ হইতে বিছিন্ন কর। ইহাতে জগতের মঙ্গল হইবে ইহাদের শুভ হইবে তোমারও কল্যাণ হইবে। কারণ স্বধর্ম্ম আচরণ করাই মঙ্গল। পরধর্ম্ম আচরণ করা কেবল মৃত্যুমুখে প্রবেশ করা মাত্র।

তোমার কোন কর্ত্তব্য আমি নির্দ্দেশ করিলাম না। তোমার কর্ত্তব্য সনাতন। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ ইতিহাসে এই কর্ত্তব্য চিরদিনের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তুমি কর্ত্তব্য বিমুখ হইয়াছিলে তোমাকে কর্ত্তব্য পরায়ণ করাই আমার কার্য্য। স্বধর্ম্মাচরণ কর।

অষ্টাদি যোগ সম্পুর্ণ, বেদের নিশ্চয় অপূর্ণ শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পথ অপূর্ণ ইহা শিক্ষাদিয়া লোককে পরধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিওনা। ইহা বিনাশের পথ। তুমি ভক্ত, তুমি এ পথে যাইও না।

দুটি কথা।

(১)

ধর্ম্ম কথা ত কেহই পড়ে না।

অনেকে না, কেহ কেহ বটে।

সকলে পড়েনা কেন?

সকলের মতন করিয়া বলিতে পারিলে পড়ে? তার জন্য দুঃখ কি? এর জন্য দুঃখ হওয়া উচিত নয় বটে। কিন্তু লিখিতেও ত ইচ্ছা হয় না?

কথা ত বন্ধ করিতে পারনা। কথা কহিতে যখন হইতেছে তখন আমার সঙ্গে কও। আমাকেই শুনাও, আমার জন্যই লেখ—আমি শুনিব, আমি পড়িব।

আচ্ছা তাই হউক। কিন্তু—

কিন্তু না লিখিলে কি হয় না—এই ত?

তাই।

লিখিয়া লিখিয়া যদি পড় তবে আমি যেমন পড়িয়া সুখ পাই—এমনটি শুধু বলিলে পাই না।

তবে তোমার কথা তোমাকে শুনানইত ভাল।

সকলের মধ্যে আমিই আছি। কখন এক রকম হইয়া যাই তখন শুনিনা কখন অন্য রকম হই তখন শুনি। তুমি লোককে শুনাইবার জন্য ব্যস্ত কেন —আমার জন্য সব কর। ইহাতে আমাকে লইয়া থাকিবার সাধনাও হইবে আর যদি কেহ আমাতে থাকিতে চায় তারও কাজ হইবে।

তবে তাহাই হউক! আমি শুনি, আমি পড়ি, আমি দেখি মনে রাখিয়া দেখা, শুনা, পড়া সব কর। পারিবে ত? যা দেখিবে তাহা আমিও দেখিতেছি মনে রাখিয়া দেখ, যাহা শুনিতেছ আমিও শুনিতেছি মনে রাখিয়া শুন, যাহা পড়িতেছ আমিও পড়িতেছি মনে রাখিয়া পড় আহার ঔষধ দুইই হইবে। আত্মপর সমকালে হইবে।

কত কি করিয়া ফেলিয়াছি, এখনও জানিয়া শুনিয়া করিতেছি, প্রবৃত্তি রুখিতে পারিনা বলিয়াই করিয়া ফেলি, ইচ্ছা না থাকিলেও কখন কেহ লুব্ধ করিলেই করিয়া ফেলি, রাগের ক্ষেত্রে রাগ করি—সবই করি আবার অনুতাপও করি—এইত চলিতেছে—আমার গতি করিয়া দিতে পার?

পারি।

একটু যদি ব'লে দাও?

ব'লে ত দিব—করিবে ত?

বড় বড় বলিলে ত সাধ্যে কুলাইবে না—সহজ কিছু বলিবে?

হাঁ—অতি সহজই বলিব।

বলনা!

একটা কথা বিশ্বাস করিতে পারিবে?

কি?

সে সব দেখে?

কে সব দেখে বলিতেছ?

ভগবান!

আমি যা করি সব তিনি দেখেন?

হাঁ দেখেন।

স্বপনেও যা করি?

হাঁ—জাগ্রতে স্বপ্নে সুযুপ্তিতে সব দেখেন।

ইনি কি আমার মধ্যে থাকিয়া সব দেখেন?

হাঁ—সকলের মধ্যে থাকিয়া—সবার সব দেখেন।

পারিব বিশ্বাস করিতে। আমার মধ্যে জাগ্রতে যা হয় তাত দেখি, স্বপ্নে যা হয় কতক দেখি বা স্মরণ করিতে পারি—সুযুপ্তিতেও কি হয় পরে স্মরণ করিতে পারি।

আচ্ছা তাহা হইলেই হইল; শুধু স্মরণ রাখ—তোমার সব কথা সব কাজ সব ভাবনা এক জন দেখিতেছেন, শুনিতেছেন পারিবে ত স্মরণ রাখিতে?

পারিব ত মনে করিতেছি।

এই তোমার অতি সহজ ভজন। তুমি যাহা কর তোমার সঙ্গে থাকিয়া তিনি সব দেখেন—মনেও যা ভাব তাও শুনেন। স্মরণই সার ভজন।

শ্রীসীতা।

(১)

জনক ভবনে।

জনক রাজার অন্তঃপুরে ক্রীড়াকানন। রাজা দুহিতার জন্য কানন পরিবেষ্টিত এই উদ্যান বাটিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। পাঁচ সাত সখীর সহিত সীতা এই উদ্যান বাটিকায় ক্রীড়া করিতেন। মধ্যে প্রাসাদ; প্রাসাদের চতুস্পার্শে পুষ্পোদ্যান। যেখানে যা সুন্দর পুষ্প পাওয়া যায় রাজা যত্ন করিয়া

জানকীর জন্য তাঁহারা বৃক্ষ ও লতা আনয়ন করিয়াছেন। কত বিচিত্র সৌগন্ধ পূর্ণ পুষ্প এ উদ্যানে নিত্য ফুটিত। সীতা বলিতেন সখি! দেখ এই বড় বড় বিচিত্র রঙ্গের ফুলে ফুলে আমার এই পুষ্প বাটিকা কেমন ফুটিয়া রহিয়াছে। আমি দেখি ইহারা এই উদ্যান যেন আলো করিয়া থাকে। চারিধারে গোলাপ, জবা, টগর, মধ্যে এই কৃত্রিম জলাশয়ে সৌন্দর্য্য গরবিনী পদ্মিনী। পদ্মিনীর কোনটি লাল, কোনটি নীল, কোনটি সাদা। নীলাম্ভোজদলাভিরাম নয়না মৈথিলী নীল পদ্মের বড় আদর করিতেন। সীতার ঠাকুর ঘরে পূজার জন্য প্রভাতে কত বিচিত্র পুষ্প আসিত আর গৃহ তাহাদের গন্ধে আমোদিত হইত। কত ভ্রমর, কত মক্ষিকা, কত প্রজাপতি পূজাকালে রাজনন্দিনীর চারিধারে উড়িয়া উড়িয়া খেলা করিত সখীরা প্রজাপতিকে জানকীর অঙ্গে বসিতে দেখিয়া কত রঙ্গ করিত।

সীতার বয়স তখন ছয় বৎসর; কিন্তু দেখিতে সীতা কিশোরী। নীলাম্বরা লঙ্কৃতা, নীলাম্ভোজদলাভিরামনয়না, গৌরাঙ্গী, শরদিন্দু সুন্দর মুখী, বিম্বের বিম্বাধরা,এই জনক দুলারীর রূপের বর্ণনা কে করিতে পারে? পরে শুনা যাইবে, যে, যে ত্রিলোকবিজয়ী রাবণ ভোগ লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য কত কত ত্রিলোক সুন্দরী অপহরণ করিয়া আনিয়াছিল সেই ভোগলম্পট রাবণও জন স্থানে এই সীতাকে প্রথম দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন—

নৈব দেবী ন গন্ধর্ব্বী ন যক্ষী ন চ কিন্নরী।
নৈবংরূপা ময়া নারী দৃষ্টপূর্ব্বা মহীতলে॥

কি দেবী কি গান্ধর্ব্বি কি যক্ষী কি কিন্নরী—এমন রূপ আমি ত্রিলোকে পূর্ব্বে কোথাও দেখি নাই।

সীতা এখনও বালিকা। বালিকার অঙ্গসৌষ্টব দেখিয়া জনক রাজার মত জীবন্মুক্ত পুরুষও বলিতেন এমন অঙ্গ সৌষ্টব মানুষে সম্ভব নয়।

পুষ্পোদ্যানের পরেই বড় বড় বৃক্ষরাজি, সম্মুখে কৃত্রিম পর্ব্বত মালা। আম্র পনস বিল্ব জাম নারিকেল শিরিষ কত কত বৃক্ষ। কত পক্ষী সেখানে আসিয়া ক্রীড়া করিত কত প্রকার গ্রীবাভঙ্গী করিয়া সেই জঙ্গম লতিকা কে যেন ক্রীড়ার জন্য আহ্বান করিত। চারিধারে বড় বড় বৃক্ষ মধ্যে অষ্টদল পদ্মের মত এক সুন্দর বেদী। যখন সখীরা কেহ থাকিত না তখন মৈথিলী সেই বেদীতে বসিয়া ধ্যানমগ্না হইতেন। সেই বয়সে বালিকা কাহার ধ্যান করিতেন? কে বলিবে কোন্ সংস্কার জাগ্রত হইয়া বালিকাকে ধ্যানাবস্থায় আনিত?

পাষাণী উদ্ধারের সম্বাদ মিথিলায় পৌঁছিয়াছে। মানুষী করণ চরণ রেণু স্পর্শে নাবিকের নৌকা সুবর্ণ তরণী হইয়া গিয়াছে ইহাও দেশ দেশান্তরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে। তাড়কা যক্ষিনীর মুক্তি কথাও সকলে শুনিয়াছে। সীতা বিস্ময়ে সখীদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন এই রাজকুমার কে? বাস কোথায়, কেমন দেখিতে? শুনিয়াছি ইনি বালক। সখীরা ইহা লইয়া কত রহস্য করিত।

সুমনোহরা সীতা একদিন উদ্যান বিপিনে খেলা করিতেছেন এমন সময় পরস্পর কথোপকথনাসক্ত মনোমুগ্ধকর এক শুকমিথুন সন্দর্শন করিলেন। অত্যন্ত কামলোলুপ, অতীব হৃষ্টচিত্ত ঐ পক্ষীযুগল স্নেহ ভরে মধুর আলাপ করিতেছিল। সীতাকে দেখিয়া তাহারা ক্ষিপ্রবেগে আকাশে উড়িয়া গেল এবং সম্মুখে পর্ব্বতো পস্থে বসিয়া শব্দ করিয়া বলিতে লাগিল। এই পৃথিবীতে রাম নামে এক রাজা হইবেন সীতা নামে তাঁহার এক ভার্য্যা হইবে—রাম সীতার সহিত একাদশ সহস্র বৎসর রাজ্য করিবেন"ধন্যা সা জানকী দেবী ধন্যোহং সৌরাম সংজ্ঞিত,"এই সীতারাম ধন্য। সীতা শুনিলেন এবং মনে করিলেন ইহারা দেবতা। আমার সম্বন্ধে ইহারা এই মনোরম বাক্য বলিতেছেন। এই শুকমিথুনকে ধরিয়া ইহাদের কথার তাৎপর্য্য জানিতে হইবে এই ভাবিয়া সীতা সখীদিগকে কোন উপায়ে উহাদিগকে ধরিবার আদেশ করিলেন। (ক্রমশঃ)

দেশকাল পাত্রানুসারে সাধন ধর্ম্ম-রক্ষার উপায়

(গত প্রকাশিতের পর)

সিদ্ধ সাধক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব লিখিত—

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি বঙ্গদেশে বিলুপ্ত প্রায়, আর অলুপ্ত হইলেই বা তাঁহাদিগের সম্বন্ধে বিশেষ কি বলিবার আছে? সমাজের শীর্ষ স্থানীয় ব্রাহ্মণ জাতির যখন এই দশা, তখন বুদ্ধিমানগণ সমুদ্রের জল পরিমাণ দেখিয়াই নদ নদীর প্রবাহ বেগ অনুমান করিয়া লইবেন, শূদ্র! তোমাকে আর কি বলিব?

সে দেশের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের দশা এই, সেই দেশে—তুমি শূদ্রবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, ইহা তোমার এক পক্ষে যেমন দুর্ভাগ্যের কথা, আমরা বলি—অন্য পক্ষে তাহা আবার তেমনই সৌভাগ্যের কথা। কেননা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বংশে জন্মগ্রহণ করিলে—শূদ্র হইয়া স্বধর্ম্ম রক্ষার তোমার যে প্রত্যবায় ঘটিতেছে, ইহা অপেক্ষা আরও শতগুণ হইত। তাই বলি—এখনকার ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণের দুর্গতি দেখিয়া অনেক সময়ে মনে হয়, শূদ্র হইয়া আসিলে হয় ত বুঝি এত অধঃপতিত এত অনুতপ্ত হইতে হইত না। যাহা হউক, ভাই শূদ্র! তুমি মায়ের ছোট ছেলে, মায়ের কাছে তোমার অনেক অপরাধের ক্ষমা আছে। জানিনা—এ ঘোর কলিযুগে কোন্ পুণ্য ফলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য মায়ের বড় ছেলের সোহাগ পাইয়াছিলেন! যাহাহউক, এখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি ভাইকেই আমরা বলিতেছি—ভাইরে! যদি সিদ্ধি সাধনার সাধ থাকে, যদি সাধন ধর্ম্ম রক্ষার জন্য প্রাণে আবেগ জাগিয়া থাকে, তবে ভাই! সর্ব্বাগ্রে সংসার ধর্ম্ম নিজের করিয়া লও! সাধনার পরিপাকে ও পরিণামে শেষে তুমি সন্ন্যাস বানপ্রস্থ যে আশ্রমেরই অধিকারী হও না কেন, এক্ষণে কিন্তু ভাই! তোমাকে সাধন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হইবে—সংসার ধর্ম্মে থাকিয়াই। তাই, উত্থানের প্রথম ভিত্তি সংসারকে নিজের করিয়া না লইলে অর্থাৎ "তোমার সংসার" না হইয়া "তুমি সংসারের" হইয়া থাকিলে, কখনও আর সে ভিত্তির উপরে এক পদক্ষেপ করিবার ক্ষমতাও তোমার থাকিবে না। অর্থাৎ সংসারকে ছাড়িয়া সাধন ধর্ম্মে অনুমাত্রও অগ্রসর হইতে পারিবে না। নিজের সমগ্র পারিবারিক সংসার, সাধনধর্ম্মের অনুপ্রাণতায় সম্পূর্ণ গঠিত না হইলে সে সংসারে অবস্থান করিয়া তোমার সিদ্ধি সাধনার চিন্তা করা, আর দস্যুর গৃহে বসিয়া নিষ্কাম ধর্ম্মের শিক্ষা করা দুইই এক কথা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি গৃহস্থ! ব্রহ্মচর্য্যার অভাবে, সংযমের অশিক্ষায়, আজ তোমার গার্হস্থ্য ধর্ম্মে এই বিঘ্ন ব্যাঘাত বিশৃঙ্খলা ও বিড়ম্বনা! যাহার অভাবে সংসারের ধর্ম্ম সংসার ধর্ম্ম ইহাই রক্ষিত হয় না, আজ সেই সংযমের অভাবে লোকাতীত সিদ্ধিপ্রদ সাধন ধর্ম্ম রক্ষিত হইবে কি উপায়ে? অনেকে মনে করেন—আপনার সাধনা আপনি সিদ্ধি করিব, আপন ধর্ম্ম আপনি রক্ষা করিব, আপন তপস্যার ফল, পুণ্যের ফল আপনি ভোগ করিব, তাহার জন্য আবার সংসারকে নিজের মনের অনুরূপ গঠিত করিবারই বা কি প্রয়োজন? সংসারে কে কোথা কি ভাবে থাকিল, কি করিল, তাহা আমার দেখিবারই

বা কি প্রয়োজন? এ কথাগুলি আপাততঃ শুনিতে বিবেক বৈরাগ্যবান্ সংযমী পুরুষের কথার মত মধুর বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু সাধক! আমরাও ইহাকে তাহা বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইতাম, যদি তুমি সত্য সত্যই তাহাই হইতে। ভাই! তুমি গৃহস্থ অর্থাৎ ঘরে থাক বলিয়াই তোমার নাম গৃহস্থ নহে, শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিনী গৃহ মুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষাহর্থান্ সমশ্নুতে"॥

গৃহের নাম গৃহ নহে, গৃহস্থের পক্ষে গৃহিনীই প্রকৃত গৃহ; যে হেতু পুরুষ সেই গৃহিনীর সহিত সম্মিলিত হইয়াই যাহা কিছু মানব জীবনের প্রয়োজন, তাহা সম্যক্ ভোগ করেন।"

"আম্নায়-স্মৃতিতন্ত্রে চ লোকাচারেচ সূবিভিঃ।
শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্য ফলে সমা॥"

কি বেদে, কি স্মৃতিতে, কি তন্ত্রে, কি লোকাচারে, জ্ঞানিগণ জায়াকে পতির শরীরার্দ্ধভাগিনী এবং কি পুন্যের ফল, কি পাপের ফল উভয়েরই সম ভাগিনী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ক্রমশঃ

সন্ধ্যা করি কেন?

বিপ্রো বৃক্ষস্তস্যং মূলং হি সন্ধ্যা বেদাঃ শাখা ধর্ম্ম কর্ম্মাণি পত্রম্বা।
তাযান্মূলং যত্নতো রক্ষণীয়ং ছিন্নে মূলে নৈব শাখা ন পত্রম্॥

ব্রাহ্মণ হইতেছেন বৃক্ষ। মূল হইতেছে সন্ধ্যা। বেদ শাখা, ধর্ম্মকর্ম্ম পত্র। অতএব যত্ন-পূর্ব্বক মূল রক্ষা করিবে। মূল ছিন্ন হইলে শাখাও থাকে না পত্রও থাকে না।

ভাল হইতে চায় না এমন মানুষ কি কোথাও আছে? বুঝি নাই। হৃদয় ছুঁইয়া কথা কহিতে পারিলে—ভালবাসিয়া উপদেশ করিতে পারিলে পাষাণ

হৃদয় ও গলে আর নারী হউক বা পুরুষ হউক সকলেই ভাল হইতে চায়, ভাল হইবার কর্ম্ম ও করে।

প্রকৃত ভালবাসার এই চিহ্ন ধরিয়া রাগ—যেখানে যথার্থ ভালবাসা থাকিবে সেখানে প্রথম কার্য্য হইবে আজ্ঞা পালন। যেখানে আজ্ঞা পালনে চেষ্টা নাই, সেখানে ভালবাসার কথা মৌখিক, সেখানে সেটাও ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি সাধন ক্ষুদ্র স্বার্থ সাধনই সেখানকার উদ্দেশ্য।

শ্রীভগবানের কথা যিনিই শুনিয়াছেন তিনিই তাঁহাকে ভাল বাসিতে চান। এমন সুন্দর রূপ যাঁর, এমন সুন্দর গুণ যাঁর তাঁকে কে না ভাল বাসিবে? কেনা তাঁকে ভাল বাসিয়া থাকিতে পারে? এত ক্ষমতা, এত কৃপা, এত ক্ষমা, এত ভালবাসা এ দেখিয়া কেনা আকৃষ্ট হইবে! ভগবানকে উপেক্ষা করিতে মানুষে পারে না। এমন দীনের বন্ধু, এমন পতিতের পাবন, এমন কাঙ্গালের সখা, এমন মনোভিরাম, নয়নাভিরাম, বচোভিরাম, সদাভিরাম, সততাভিরাম এমন প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র এমন বস্তুকে ছাড়িতে মানুষ পারে না।

যাঁহাকে ভালবাসি—সত্য সত্য ভালবাসি—তাহার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিবার ইচ্ছা কি কাহারও হয়? ভালবাসি অথচ আজ্ঞা লঙ্ঘন করি না এখানে ভালবাসায় গলদ্ আছে ভাবের ঘরে চুরী আছে। ভগবানের উপরে যদি কাহারও ভালবাসা পড়ে তবে ভগবানের আজ্ঞা পালনে তাহার অবশ্যই চেষ্টা হইবে।

ভগবানের আজ্ঞা কি! কোথায় পাওয়া যায়! শ্রুতি স্মৃতিতে শ্রীভগবানের আজ্ঞা পাওয়া যায়। শ্রুতি স্মৃতি যে মানে না সে আজ্ঞাচ্ছেদী; সে ভগবদ্দেষী। এরূপ ব্যক্তি ভগবান ভগবান করিলেও জানিও সে ভক্ত নয়, সে বৈষ্ণব ও নয়।

> শ্রুতি স্মৃতি মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে।
> আজ্ঞাচ্ছেদী মমদ্বেষী মদ্‌ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ॥

যে শাস্ত্র উলঙ্ঘন করিয়া চলে সে ব্যভিচারী পুরুষ হইলে সে ভোগ লম্পট আর স্ত্রীলোক হইলে সে কাকী। প্রমাণ গীতা।

> যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কাম চারতঃ।
> ন স সিদ্ধি মবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাংগতিম্॥

যে শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজের ইচ্ছামত চলে সে সিদ্ধিলাভ ত করিতেই পারে না—তাহার ইহ জীবনেও সুখ হয় না, পর জীবনে পরম গতি লাভের ত কথাই নাই।

সন্ধ্যা করি কেন? সন্ধ্যা করিতে তুমি বলিতেছ তাই। "অহরহঃ সন্ধ্যা মুপাসীত" শ্রুতির আজ্ঞা—ইহা—তাই করি। জীবনকে সফল করিবার একমাত্র উপায় শ্রীভগবানের আজ্ঞা মত চলিতে প্রাণপণ করা। যে সকল কর্ম্মে, সকল ভাবনায়, সকল বাক্যে ভগবানকে সেবা করিতে চেষ্টা করে, যে সমস্ত লৌকিক সমস্ত বৈদিক কার্য্য ঈশ্বরকে জানাইয়া করিতে পারে সে ঈশ্বর বোধে সকলকে সেবা করিয়া, সংসার অতিক্রম করিয়া শ্রীভগবানের নিত্য-রাজ্যে স্থান পায়। ইহার জন্য ব্রাহ্মণের প্রধান কার্য্য ত্রিসন্ধ্যায় শাস্ত্রমত সন্ধ্যা আহ্নিক করা। সন্ধ্যা না করিয়া ব্রাহ্মণ থাকা যায় না। তবেইত প্রথম করা পাইলাম, ভগবান্ আছেন এই বিশ্বাস। শুধু আছেন নয়, তিনি মঙ্গলময়, তিনি সকল মানুষের জীবনে মরণে সাথী, তিনি সকলের সকল অপরাধ ক্ষমা করেন, তিনি সর্ব্বশক্তি, তিনি ভিন্ন আর কেহ জীবের দুঃখ দূর করিতে পারে না, জীবকে পাপশূন্য, কলঙ্ক শূন্য করিতে পারে না। যথার্থ বন্ধু তিনি, মাতা, পিতা, সখা, ভ্রাতা, স্ত্রী, পুত্র সব তিনিই সাজিয়া আসেন। তিনি আছেন এই বিশ্বাস করিয়া যিনি গুরুজনের সেবায়, সকলের সেবায় তাঁর সেবা করিতেছি মনে রাখিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালনকেই জীবনের প্রধান ব্রত করিতে পারেন তিনি সব করিয়াও তাঁহারই হন। এইজন্য বলিতেছি আজ্ঞাপালনই জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় কথা

কি করিলে সন্ধ্যা করা হয়।

"সন্ধ্যা করিয়া আসিলাম, কিন্তু কিছু করিয়া আসিলাম বলিয়া মনে হইলনা" এই কথা সন্ধ্যা বন্দনাকারী বহু ব্রাহ্মণের মুখে শুনা যায়। তাই জিজ্ঞাসা করি কিরূপে সন্ধ্যা করিলে মনে হইবে সন্ধ্যা করিলাম।

১। যথাকালে সন্ধ্যা করিতে চেষ্টা করা উচিত।

২। স্বরতঃ বর্ণতঃ সন্ধ্যার মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে যথাবিধি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কার্য্য সহ সন্ধ্যা করা উচিত।

৩। সন্ধ্যার অঙ্গ সমস্ত সন্ধ্যামন্ত্রের অর্থ সহ ভাবনা করিয়া সন্ধ্যা করা উচিত।

যাহারা স্বধর্ম্মে থাকিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে সদাচার পালন করিতে হইবে তাঁহাদিগকে আহার শুদ্ধিতে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

যথাকালেও সন্ধ্যা হয়না, স্বরতঃ বর্ণতঃ উচ্চারণও নাই, অর্থ সহ সন্ধ্যাও হয় না তবে কিরূপ হইবে?

চেষ্টা করিতে হইবে আর কি হইবে বল। কতকগুলি নিয়মের বাধ্য হইয়া চলা একান্ত কর্ত্তব্য। যে নিয়ম করিয়া কোন কর্ম্ম করে না বা করিতে পারেনা তাহার সমস্তই বিশৃঙ্খল। তাহার জীবনের উন্নতি হওয়া অসম্ভব যদিও কখন হয় তাহা ঐরূপ ব্যক্তি বুঝিতে পারিবেনা। এইরূপ মানুষের ভাগ্যে কেবল দুঃখ কেবল অশান্তি কেবল বিঘ্ন। তথাপি হতাশ হওয়ায় কোন ফল নাই। "অপি চেৎ সুদুরাচারো" বলিয়া ভগবান অতি পাপ কর্ম্মকারী দুরাচারেরও ভাল হইরা থাকে ইহা আশ্বাস দিয়াছেন। পুনঃ পুনঃ যত্ন করিলে মানুষ না পারে এমন কর্ম্মই নাই। মরিতেই ত ছুটিয়াছে তবে হতাশ হইয়া মরায় কাজ কি ভগবানের ইচ্ছা পালন জন্য যতটুকু পার ততটুকু চেষ্টা করিতে করিতে মরাই ভাল। তাই বলিতেছি যদি একদিন মাত্র জীবন থাকে তথাপি শুভ চেষ্টা কর।

পুরাণ প্রসঙ্গ

অম্ভৃণ ঋষির কন্যার নাম বাক্, জগজ্জননী মহামায়া ভক্তগণের শুভাদৃষ্টে ঋষিগৃহে এই বাক স্বরূপে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, তিনি স্বমুখে যে আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন ঋগ্ বেদে তাহাই দেবীযুক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ; তাই সায়ণাচার্য্য বলিতেছেন যে অম্ভৃণ ঋষির দুহিতার নাম বাক্, তিনি ব্রহ্ম বিদুষী হইয়া স্বীয় আত্মাকে স্তব করিয়াছিলেন, অতএব এই দেবীযুক্ত মন্ত্রের সমূহের ঋষি (দ্রষ্ট্রী) বাঙ্ নাম্নী ঋষিকন্যা সচ্চিদানন্দ সর্ব্বগত পরমাত্মা এই দেবীযুক্ত মন্ত্র সমূহের দেবতা সেই পরম দেবতার সঙ্গে স্বীয় আত্মার অভেদদর্শন করতঃ "আমিই

সকলের অধিষ্ঠান রূপে ও সর্ব্বজগদ্রূপে প্রকাশিত হইয়াছি” বলিয়া স্বীয় আত্মাকে স্তব করিতেছেন। (সায়ণাভাষ্য দ্রষ্টব্য)

বেদ নিরুক্তকার পরমর্ষি যাস্ক ও দৈবত প্রকরণে আধ্যাত্মিক ঋক্‌সমূহের ব্যাখ্যায় “লবযুক্ত” ও “দেবীসুক্ত” মন্ত্র সমূহকে উদাহরণ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন।* শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণান্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদে অন্তর্য্যামীর ব্যাখ্যাও এই ভাবের দ্যোতক মহামন্ত্র গায়ত্রীতে এবং পুরুষসুক্ত মন্ত্র সমূহেও এই তত্ত্ব পরিস্ফুট, ফলতঃ বিশ্বজননী বিশ্বরূপে বিরাজিতা ইহাই দেবীসুক্তের তাৎপর্য্য আমরা শ্রীচণ্ডীর আলোচনা দ্বারা ইহা পরে বলিতে চেষ্টা করিব। এখানে মুলকথা এই যে শ্রীচণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত সেই পুরাণ বেদেরই প্রতিধ্বনি ইহা পরে বক্তব্য।

(২)

“রামায়ণং বেদসমম্”

ব্রহ্মা নিজে বলিয়াছেন “**রামায়ণ বেদের সমান।**” ঋষি নিজে বলিয়াছেন চিরকাল আমার এই ‘রামায়ণী কথা প্রচারিত হইবে’

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে। তাবদ্ রামায়ণ কথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি॥” সুতরাং

“বেদঃ প্রাচেতসাদাসীৎ
সাক্ষাদ্ রামায়ণাত্মনা।”

ভগবান্ বাল্মীকি, রামায়ণস্বরূপে জীবকে সাক্ষাৎ বেদই দান করিয়াছেন—

---

*“আধ্যাত্মিক্য উত্তমপুরুষপ্রয়োগা অহমিতি চৈতেন সর্গনাম্না যথা লবমুক্তং বাগাম্ভৃণীয়মিতি।”

নিরুক্ত দৈবতকাণ্ড মন্ত্র লক্ষণ প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

জগন্মাতা মেয়ে সাজিয়া “আমিই মা” এই বলিয়া নিজের পরিচয় নিজেই দিয়াছেন এই জন্য মাতাকে ব্রহ্মবাদিনি! বলিয়া গায়ত্রী সাধক আহ্বান করেন, সে এক অপূর্ব্ব মনোজ্ঞ রহস্য! আমরা মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডী রহস্য বুঝিবার সময়ে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। ফলতঃ মুলকথা এই যে পুরাণ শাস্ত্র পরমেশ্বর তত্ত্ব নানা ভাবে প্রকাশ করিয়া বেদ রহস্য বিপুল করিয়াছেন, ইহাতে জগতের প্রায় উপকারই হইয়াছে অনিষ্ট কিছু হয় নাই।

বর্ত্তমানে রামায়ণ বেদের সমান এই সিদ্ধান্ত বুঝিতে চেষ্টা করা যাইতেছে। এক কথায় শ্রীরাম সীতার তত্ত্ব এইরূপ।

"রামং বিদ্ধি পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমব্যয়ম্।
সর্ব্বোপাধি বিনির্মুক্তং সত্তামাত্রমগোচরম্॥
আনন্দং নির্ম্মলং শান্তং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্।
সর্ব্বব্যাপিন মাত্মানং স্বপ্রকাশমকল্মষম্॥
মাং বিদ্ধি মূলপ্রকৃতিং সর্গ স্থিত্যন্তকারিণীম্
তৎসান্নিধ্যান্ ময়া সৃষ্টং তস্মিন্নারোপ্যতেংবুধৈঃ॥"

(অধ্যাত্ম রামায়ণ আদিকাণ্ড ১ম অধ্যায়। ৩৩ হইতে ৩৬ শ্লোক)

সাধক একবার ভক্তিভাবনার চক্ষুতে এই দৃশ্যটী দর্শন কর, চিত্ত আপ্লুত হইবে, শ্রীরামায়ণ বেদ সমান কেন বুঝা যাইবে। দেব দানব গন্ধর্ব্ব কণ্টক দশাননকে হনন করতঃ অযোধ্যায় আসিয়া আজ—

"রাজাধিরাজ রঘুনন্দন রাম।" কৃত্তিবাস।

ভগবান্ শ্রীশঙ্কর শ্রীপার্ব্বতীর নিকটে এই রাজাধিরাজ রঘুনন্দন রামের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতেছেন।

"সিংহাসনে সমাবিষ্টং কোটি সূর্য্য সমপ্রভঃ।

যিনি পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, যিনি সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত, অব্যয়, সত্তা মাত্র পদার্থ, যিনি নির্ম্মল শান্ত নির্ব্বিকার নিরঞ্জন স্বপ্রকাশ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা পরমেশ্বর, অজ হইলেও তিনিই আজ—

"ভক্তচিত্তানুসারেণ"
"সিংহাসনে সমাবিষ্টঃ"

হইয়াছেন, তাই ঐ ভক্তগণ চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে বেরিয়া রহিয়াছেন, এই দৃশ্য দেখিয়া লইয়া একবার হৃদয় সিংহাসনে উহাকে বসাইলে ভাল হয়। আহা কি শোভা!

"বশিষ্ঠাদ্যৈ র্মহাত্মাভিঃ
"হনুমৎ প্রমুখৈর্বৃতঃ"
"সীতয়া সহ, সুগ্রীব লক্ষ্মণাভ্যাং সমন্বিতঃ।'

শ্রীসীতার সঙ্গে আজ শ্রীরাম অযোধ্যার রাজসিংহাসনে সমুপবিষ্ট ; তাঁহার লীলাস্বাদনকারী বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ সুগ্রীব লক্ষ্মণ হনুমান, প্রভৃতি ভক্তগণ যথোপযুক্ত স্থানে বিরাজিত ; শ্রীশঙ্কর মহাদেব ইহার শোভার বর্ণনা করিতেছেন—

"কোটি সূর্য্য সমপ্রভ"

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি মন্ত্র—যাঁহার অফুরন্ত জ্যোতির্লহরীর বর্ণনায় বলিতেছেন—

"অগ্নির্যত্রাভিমথ্যতে"
"সোমো যত্রাতিরিচ্যতে

অগ্নি দেবতা যে জ্যোতিঃরাশির মধ্যে মথিত হইয়া ঐ ক্ষুদ্র খদ্যোতের পরমাণুর অংশানুঅংশরূপে কোথায় পড়িয়া রহিয়াছেন, ওষধিপ্রাণ সুধাস্রাবী চন্দ্রদেব যে সুধাসাগরে ডুবিয়া গিয়া ক্ষুদ্র শুভ্র ফেন বুদ্‌বুদের মত ভাসিয়া বেড়াইতেছেন ;

শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শত পথ ব্রাহ্মণান্তর্গত বৃহদারণ্যক শ্রুতি মন্ত্র যাঁহাকে জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ—বলিয়া সর্ব্বজ্যোতির মূলাধাররূপে বর্ণনা করিয়াছেন, কঠশ্রুতি মন্ত্র যাঁহাকে তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি বলিয়া নিখিল জগদবিভাসক মূল জ্যোতিরূপে ঘোষণা করিয়াছেন, তিনিই আজ লীলায় ভক্তগণের জন্য কোটী সূর্য্য সমপ্রভ ! অনন্ত কোটিব্রহ্মাণ্ডের যিনি ভাণ্ড, তিনিই আজ ক্ষুদ্রসিংহাসনে সমাবিষ্ট। এ রহস্য কি আস্বাদনের যোগ্য নহে ?

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীহংস মহারাজের কাহিনী।

পুনরায় একদিন আমরা মধুবাবার নিকট কৈলাস পাহাড়ে গিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলাম। (তাঁহার নিকট উপদেশ প্রার্থী হইলে তিনি আমাদের একটী গল্প শুনাইলেন ;—

একদা এক রাজা স্বেচ্ছামত ভ্রমণ করিতে করিতে গৃহ হইতে বহু দূরে গিয়া পড়িয়া ছিলেন। তিনি গৃহ প্রত্যাগমন কালে ভ্রমণ জনিত শ্রম হেতু এবং প্রখর রৌদ্র তাপে অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন ; এবং তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সোৎসুক নয়নে চতুর্দ্দিকে জল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি নিকটে কোন স্থানে জলাশয় দেখিতে পাইলেন না। পথ অতিক্রমপূর্ব্বক চলিতে চলিতে দেখিতে পাইলেন বহু দূরে মাঠের মধ্যে এক কৃষক তাহার নিজ জমিতে কর্ম্ম করিতেছে। তাহার নিকট পানীয় জল থাকিতে পারে মনে করিয়া রাজা সে স্থানে গমন করিলেন এবং তাহার নিকট জল প্রার্থনা করিলেন। ঐ ব্যক্তির নিকট পানীয় জল ছিল না বটে কিন্তু তাহার জমিতে প্রচুর তরমুজ জন্মিয়াছিল। কৃষক একটী সুপক্ক তুরমুজ বাছিয়া লইয়া রাজাকে প্রদান করিল। দারুণ পিপাসার সময়ে তুরমুজের মিষ্টজল বড়ই ভাল লাগিল, তিনি তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হইয়া কৃষকের নিকট নিজের পরিচয় দিয়া কহিলেন, "যদি তাহার কোন সময় কিছু প্রয়োজন হয় তবে যেন সে তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হয়। তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেই সে প্রার্থনানুযায়ী সামগ্রী তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হইবে।"

ইহার কিছু দিবস পরে ঐ কৃষকের জমিতে উপযুক্তরূপ ফসল না হওয়ায় তাহার সংসারে অনাটন উপস্থিত হইল। গরুরও খড়ের অভাব হইল। এইরূপ অভাবে পড়িয়া কৃষকের সেই রাজার বাক্য স্মরণ হইল, সে একদা রাজবাড়ী গমন পূর্ব্বক রাজার নিকট দুই গাড়ী বিচালী প্রার্থনা করিল। রাজা বলিলেন, "এ অতি সামান্য সামগ্রী, তুমি ইচ্ছা করিলে আরও অধিক মূল্যবান পদার্থের প্রার্থী হইতে পার। আমার ভাণ্ডারে বহু সামগ্রী সঞ্চিত আছে।" ঐ কৃষকটী গরুগুলির জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল।

তাই সে তাহার গরুগুলির নিমিত্ত পুনর্ব্বার ঐ দুইগাড়ী বিচালীই মাত্র প্রার্থনা করিল। রাজাও তাহাকে তাহাই প্রদান পূর্ব্বক বিদায় করিলেন।

গল্প শেষে সাধু বাবা বলিলেন, "যাহার যেরূপ প্রার্থনা তাহার লাভ ও তদনুরূপ হইয়া থাকে।" যেমন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব জগত মাতার নিকট ব্যাকুলান্তঃকরণে সজল নয়নে কেবল অনন্যা শুদ্ধাভক্তি প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু মায়াধীন সংসারাবদ্ধ জীব জগজ্জননীর নিকট প্রার্থনা জানাইতে হইলে কেবল 'ধনং দেহি'; 'পুত্রং দেহি' প্রার্থনাই জানাইয়া থাকে। যাহার আধার ও প্রকৃতি যেরূপ তাহার প্রার্থনাও তদনুরূপ হইয়া থাকে।

সাধুবাবার আমাদের নিকট এই গল্পটী শুনাইবার মর্ম্ম এই যে আমরা যেন ভগবৎ চরণে প্রার্থনা জানাইতে হইলে সামান্য অর্থ, যশঃ পুত্র ইত্যাদি অনিত্য মায়িক বস্তুর প্রার্থনা না জানাই। তাঁহার নিকট এরূপ বস্তু প্রার্থনা করিতে হইবে যে, আর যেন পুনর্ব্বার প্রার্থনার প্রয়োজন না হয়। তাঁহার কৃপায় যেন তাঁহার এই ভুবন মোহিনী মায়ার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিয়া তাঁহার পাদপদ্ম লাভের অধিকারী হইতে সমর্থ হই। মূর্খের মত ক্ষণিক সুখদায়ক সামান্য মায়িক দ্রব্যের নিমিত্ত যেন তাঁহার চরণে প্রার্থনা না জানাই। ক্ষণিক সুখ দায়ক পদার্থ নিচয়েচিত্ত অনাসক্ত হইয়া তাঁহারই প্রতি দিন দিন অনুরাগ বর্দ্ধিত হউক, নিয়ত কাল ইহাই যেন তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি।

শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ একটী কথা বলেন, "বিনা মাঙ্গে মতি মিলে মাঙ্গনে মিলেনা ভিখ্।" অর্থাৎ কিছু না চাহিলে মতিও মিলে কিন্তু চাহিলে সামান্য ভিক্ষা পাওয়া ও দুষ্কর হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত শ্রীশ্রীগুরুদেব বলেন যে, ভগবানের নিকট তোমরা কিছু প্রার্থনা করিবেনা, কারণ প্রার্থনা করিলে যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাই হয়ত মিলিতে পারে কিন্তু যদি কিছুই প্রার্থনা না কর, তবে তিনি যাহা দিবেন তাহা অবশ্যই অধিক দিবেন। তিনি আরও বলেন সকাম ভক্তির এই দোষ যে প্রার্থনীয় বস্তু মিলিলেই আর ভক্তি থাকে না। এই নিমিত্ত নিষ্কাম ভক্তিই শ্রেষ্ঠ।

আর এক দিবস আমরা সাধু বাবার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি ভীল দ্বারা পালিত একরাজ পুত্রের কাহিনী আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন, সে গল্পটী এইরূপ :—

এক স্থানে এক রাজা বাস করিতেন। তাঁহার চারিদেশের

চারিটী রাজ কন্যার সহিত বিবাহ হইয়াছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে কোন মহিষীর গর্ভেই পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই। এই নিমিত্ত রাজা অতিশয় দুঃখিত ছিলেন। একদা ঐ রাজ বাড়ীতে কোন সাধু মহাপুরুষ আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। রাজা স্বয়ং তাঁহার সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজার ভক্তি দর্শনে সাধু সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে তাঁহার নিকট কিছু প্রার্থনা করিতে বলিলেন। রাজার অন্য কোন অভাব ছিলনা, কেবল তিনি একটী মাত্র পুত্রাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, সুতরাং সেই প্রার্থনাই রাজা সাধুর নিকট নিবেদন করিলেন। রাজার পুত্র মুখ দর্শনের অভিলাষ শ্রবণে মহাপুরুষ বলিলেন তাঁহার এই সকল মহিষী হইতে সে বাসনা পূর্ণ হইবেনা। কোন এক ভদ্র গৃহস্থের ঘরের কন্যাকে রাজা বিবাহ করিয়া আনিলে সেই রাণীর গর্ভে সাধুর আশীর্ব্বাদে রাজার একটী সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। এই বাক্য বলিয়া সাধুটী রাজাকে আশীর্ব্বাদ করত অন্যত্র গমন করিলেন।

এদিকে রাজা ভদ্র গৃহস্থ ঘরের একটী কন্যাকে বিবাহ করিয়া আনিলেন, এবং মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদে সত্যই সেই রাণী গর্ভবতী হইলেন। কনিষ্ঠা রাণীকে গর্ভবতী দর্শনে রাজার অন্যান্য মহিষীগণ অতিশয় হিংসা করিতে লাগিলেন ও তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া একটী পরামর্শ স্থির করিলেন। তাঁহারা অতি গোপনে একটী প্রস্তর পুত্তলি নির্ম্মাণ করাইয়া লুকাইয়া রাখিলেন, এবং কনিষ্ঠা রাণীকে ঐ সময় হইতে ভগ্নীবৎ আদর যত্ন দেখাইতে আরম্ভ করিলেন, একদা তাঁহারা কনিষ্ঠা রাণীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "অল্পদিন মাত্র তুমি এ বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছ, সুতরাং এ রাজ বাড়ীর পুরাতন প্রথা সকল তুমি কিছুই অবগত নহ। এই বাড়ীর চির প্রথা যে, সন্তান প্রসবের সময় একটী হাঁড়ীর মধ্যে মুখ রাখিয়া সন্তান প্রসব করিতে হয়।" সরল স্বভাব কনিষ্ঠা রাণী উঁহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিলেন না।

ক্রমশঃ।

শিবরামঃ শরণং

পূজ্যপাদ ৺ভার্গব-শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ স্বামিপদকমলের জীবনীবর্ণনে প্রয়াস।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রশ্ন হইতে পারে, ব্রহ্মবিদ্, অদ্বৈতজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষগণেরও গুরুদেব সম্বন্ধে এরূপ ভাবে ভাবিত হওয়া, তাঁহার উপাধিগত সত্তার বিষয় স্মরণ করিয়া শোকাবিষ্ট হওয়া উচিত কি? তাঁহাদের সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে ত অদ্বৈতভাব থাকারই কথা, অদ্বৈতজ্ঞানচ্যুত হইলে ত বন্ধনের আশঙ্কা থাকে।

'গুরু'তত্ত্বের স্বরূপ যাঁহারা বিদিত আছেন, 'গুরু' যথার্থতঃ কোন্ বস্তু, তাহা যাঁহারা অবগত আছেন, 'গুরুচিন্তা', তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারেন, 'গুরু'ধ্যান, যে ভাবেই হউক, বন্ধনের কারণ হইতে পারেনা। 'গুরু'র সোপাধিক ভাব স্মরণ করিলেও সে আশঙ্কার কোন কারণ নাই। যোগশিখোপণিষৎ জিতেন্দ্রিয়, শান্ত, জিতপ্রাণ ও জিতচিত্ত যোগির ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে চিত্ত ধারণা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধি প্রাপ্তির কথা বলিয়া ঈদৃশ পুরুষ স্বীয় গুরুদেব সম্বন্ধে কিরূপ ভাব অবলম্বন করিবেন তাহার বর্ণনাবসরে বলিয়াছেন, শ্রীগুরু সম্বন্ধে কখনও অদ্বৈতবাদ অবলম্বন করিবেনা, তাঁহাকে সদা ভক্তিভাবে পূজা করিবে, তাঁহার সহিত যে অদ্বৈতভাব অবলম্বনীয় তাহা ভক্তিভাবপ্রসূত ("নাদ্বৈতবাদং কুর্বীত গুরুণা সহ কুত্রচিৎ। অদ্বৈতং ভাবয়েৎ ভক্ত্যা গুরোদেবস্য চাত্মনঃ॥" * ভক্তিমার্গপ্রসূত অদ্বৈতভাব কি বস্তু তৎসম্বন্ধে স্বামীজীর উপদেশ পাঠকগণ অন্যত্র দর্শন করিবেন। অতএব স্বামীজীর শ্রীগুরুদেব সম্বন্ধে এইরূপ ভাব সম্পূর্ণ শাস্ত্রীয় ও প্রাকৃতিক।

স্বামীজী উক্তস্থলে শরীর ত্যাগ করিলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক এই উভয় বিধ কাশীতেই শরীরত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহলীলাবসান বস্তুতঃ অযোধ্যাতেই হইয়াছিল। আধ্যাত্মিক কাশী-তীর্থের

---

* তন্ত্রশাস্ত্রেও এইরূপ উক্তি আছে।

স্বরূপ যাঁহারা বিদিত আছেন, 'অযোধ্যা' বস্তুতঃ কোন্ পদার্থ তাহা যাঁহারা জ্ঞাত আছেন, অযোধ্যার আধ্যাত্মিকাদি ভাবের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা এ কথার সত্যত্ব অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। গ্রন্থ মধ্যে পাঠকগণকে এ বিষয় যথাজ্ঞাপিতবৎ নিবেদন করিবার ইচ্ছা রহিল। গুরু স্থানে দেহত্যাগ করিলে ৺কাশীতেই মৃত্যু হইয়া থাকে, শাস্ত্র এই কথা বলিয়াছেন। স্বামীজীর গুরুদেব তুরীয়াশ্রমবাসী পরমহংস ছিলেন। পরিব্রাজকগণের বাসস্থান নিয়ত নহে, তাঁহারা এক স্থানে অধিক দিন বাস করেন না, তাঁহারা অনিকেত বা বিশ্বনিকেত, তথাপি যে স্থান স্বামীজীর শ্রীগুরুদেবের শরীরের অন্তিম আবাস স্থল ছিল, যে স্থলে তাঁহার শরীরকে সমাধি দেওয়া হইয়াছিল, তাহাকেই তাঁহার স্থান বলিয়া গ্রহণ করিলে, বলিতে হইবে, স্বামীজীর গুরুস্থানেই দেহত্যাগ হইয়াছিল; অতএব আধিভৌতিক দৃষ্টিতেও তাঁহার কাশীতেই মৃত্যু হইয়াছিল। যাহা উক্ত হইল, তাহা হইতে 'মৃত্যুর সময়ে কাশীতে আসিতে পারি' স্বামীজী তাঁহার এই পৌর্ব্ব কালীন উক্তির যে সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন পাঠকগণ তাহা বুঝিতে পারিলেন। "গুরুস্থানে যাঁহার মৃত্যু হয় তাঁহার 'কাশী মৃত্যু, হয়" শাস্ত্রের এই উক্তির তত্ত্বচিন্তা করিতে যাইলেই 'কাশী'র প্রকৃত রূপ জ্ঞাননেত্রে প্রতিভাত হইয়া থাকে। 'কাশী' কোন্ পদার্থ? 'কাশী' শব্দের ব্যুৎপত্তি লব্ধ অর্থ হইতেই ইহার স্বরূপ অনেকতঃ জানিতে পারা যায়। 'কাশতে ইতি,—যেখানে প্রকাশ বা জ্ঞান তাহাই কাশী; 'কাশতে পরমাত্মা অত্র ইতি'—যেখানে পরমাত্মার প্রকাশ হয়, তাহাই কাশী; অথবা 'কাশয়তি প্রকাশয়তি ইদং সর্ব্বং যা'—যাহা (ইদং পদবোধ্য) নিখিল জ্ঞেয়কে প্রকাশ করে তাহা কাশী। প্রকাশ কোথায় অবস্থান করে? সন্ধিস্থলে। জ্ঞান বস্তুতঃ সন্ধিতে বা 'স্বপ্ন' স্থানেই হইয়া থাকে। ভ্রূ এবং ঘ্রাণের মধ্যভাগকেই † জাবালদর্শনোপনিষদ 'বারাণসী' বলিয়াছেন ("বারাণসী মহাপ্রাজ্ঞ ভ্রুবোর্ঘ্রানস্য মধ্যমে।")। রামোত্তর তাপিনী শ্রুতিও এই মর্ম্মেই বলিয়াছেন। 'অনন্ত, অব্যক্ত, পরিপূর্ণানন্দৈক-চিদাত্মাকে কিরূপে জানিব? ভগবান অত্রি ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্যকে

---

* সন্ধি বা স্বপ্নস্থানকে কেন জ্ঞানকারণ বলা হইয়াছে এতৎ সম্বন্ধে স্বামীজীর উপদেশ পাঠকগণ অন্যত্র দর্শন করিবেন।

† এই স্থানেই ঈড়া এবং পিঙ্গলা সঙ্গতা হইয়াছে।

এইরূপ প্রশ্ন করিলে, তিনি উত্তরে বলিয়াছেন—ইহার নিমিত্ত অবিমুক্তে তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে, কারণ অনন্ত, অব্যক্ত আত্মা অবিমুক্তে প্রতিষ্ঠিত। 'সেই অবিমুক্ত কোথায় প্রতিষ্ঠিত?' অত্রি দ্বারা এইরূপে পুনরপি পৃষ্ট হইলে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন— তাহা 'বরণা' এবং 'নাসী' (নাশী) এই উভয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। তখন অত্রি জিজ্ঞাসা করিলেন— 'বরণা' কি এবং 'নাসী' (নাশী) ই বা কি? উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন— যাহা জন্মান্তরকৃত দোষ সমূহকে বারণ করে, তাহা 'বরণা,' যাহা ইন্দ্রিয়কৃত নিখিল পাপকে নাশ করে, তাহা 'নাসী' (নাশী)। অত্রি পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহার (অবিমুক্তের) স্থান কোথায়? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—ভ্রূ এবং ঘ্রাণ (নাসিকা) এই উভয়ের যে সন্ধি ইহা বস্তুতঃ দ্যুলোক এবং 'পরের' (দ্যুলোক হইতেও যাহা উর্দ্ধেস্থিত, দ্যুলোক হইতেও যাহা শ্রেষ্ঠ তাহার) অর্থাৎ পরাখ্য জ্যোতির সন্ধি স্বরূপ। এই সন্ধিরূপা সন্ধ্যারই ব্রহ্মবিদগণ উপাসনা করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত সেই আত্মা অবিমুক্তে উপাস্য! *

এখানে আর এ সম্বন্ধে অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই। স্বামীজীর দেহলীলাবসান বস্তুতঃ অযোধ্যাতেই হইয়াছিল, এ কথা আমরা কেন বলিয়াছি তাহা পাঠকগণকে পরে নিবেদন করিবার ইচ্ছা রহিল। এ স্থলে দুই একটী কথা মাত্র বলিতে ইচ্ছা করি। আধ্যাত্মিক কাশী এবং আধ্যাত্মিক অযোধ্যা মূলতঃ পৃথক পদার্থ নহে। অযোধ্যার প্রকৃত রূপ যাঁহারা বিদিত আছেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা বুঝা কঠিন হইবেনা। 'অযোধ্যা' শব্দের ব্যুৎপত্তির দিকে লক্ষ্য করিলেও এ বিষয়ে অনেকটা সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ন

---

* "অথ হৈনমত্রিঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যং য এষোঽনন্তোঽব্যক্তপরিপূর্ণানন্দৈকচিদাত্মা তং কথমহং বিজানীয়ামিতি। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সোঽবিমুক্তঃ উপাস্যো য এষোঽনন্তোঽব্যক্ত আত্মা সোঽবিমুক্তে প্রতিষ্ঠিত ইতি। সোঽবিমুক্তঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি বরুণায়াং ন্যস্যাং (নাস্যাং) চ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইতি। কা বৈ বরণা কা চ নাসীতি (নাশীতি) সর্বানিন্দ্রয়কৃতান্ দোষান্ বারয়তীতি তেন বরণা ভবতীতি সর্বানিন্দ্রিয়কৃতান্ পাপান্ নাশয়তীতি তেন নাসী [নাশী) ভবতীতি। কতমচ্চাস্য স্থানং ভবতীতি ভ্রূবোর্ঘ্রাণস্য চ যঃ সন্ধিঃ স এষ দ্যৌর্লোকস্য পরস্য চ সন্ধির্ভবতীত্যেতদ্ বৈ সন্ধিং সন্ধ্যাং ব্রহ্মবিদ উপাসত ইতি সোঽবিমুক্ত উপাস্য ইতি * *।"—রামোত্তর তাপিন্যুপনিষৎ।

যোধ্যা=অযোধ্যা, যে পুরী কামক্রোধাদিরিপুগণ দ্বারা জেতব্য নহে, যে স্থানে উপনীত হইতে পারিলে, যথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হইলে, ইন্দ্রিয়-গণের বশীভূত হইতে হয় না, অধঃস্রোতস্বিনী বৃত্তি সমূহের অধীন হইতে হয় না, সেই পুরীই, জীবাত্মার সেই অবস্থাই অযোধ্যা। যাঁহারা শিবরামের অভেদতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, আশা করি, তাঁহারা কাশী এবং অযোধ্যার অভিন্নতা ও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারগ হইবেন।

আধ্যাত্মিক তীর্থের স্বরূপ বর্ণন করিয়া জাবালদর্শনোপনিষৎ বলিয়াছেন, আধিভৌতিক তীর্থ যোগী বা যতিগণের পূজনীয় নহে। ("তীর্থানি তোয়পূর্ণানি দেবান্ কাষ্ঠাদিনির্ম্মিতান্। যোগিনো ন প্রপূজ্যন্তে স্বাত্মপ্রত্যয়-কারণাৎ॥ বহিস্তীর্থাৎ পরং তীর্থ-মন্তস্তীর্থং মহামুনে। আত্মতীর্থং মহাতীর্থ মন্যত্তীর্থং নিরর্থকম্॥ চিত্তমন্তর্গতং দুষ্টং তীর্থস্নানৈর্ন শুধ্যতি। শতশোঽপি জলৈ ধৌতং সুরাভাণ্ডমিবাশুচি॥"। ইহা দ্বারা অবশ্য ইহা বুঝিতে হইবেনা যে, আধিভৌতিক তীর্থের কোন উপযোগিতা নাই, অবস্থাবিশেষে অধিকার ভেদে তীর্থের সকল রূপেরই পূর্ণ উপযোগিতা আছে।

স্বামীজীর প্রয়াণ কাল।

উত্তরায়ণ, শুক্লপক্ষ, দিবাভাগ ইহারাই শাস্ত্রে দেহত্যাগের প্রশস্তকালরূপে উক্ত হইয়াছে। অতএব প্রশ্ন হইতে পারে, স্বামীজী ঈদৃশ কালে দেহত্যাগ করিলেন না কেন?

যাঁহারা যোগী, যাঁহারা ইচ্ছামাত্রে যোগদ্বারা স্বশরীরে 'উত্তরায়ণ,' 'গ্রহণ' 'অমাবস্যা' ইত্যাদিকালোচিত অবস্থার উৎপত্তি করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে স্থূলভাবে উত্তরায়ণাদির নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে হয়না। বিষয়টী বুঝিতে হইলে খণ্ডকালের তত্ত্ব একটু চিন্তা করিতে হইবে, শুভাশুভ কালের স্বরূপ বিদিত হইতে হইবে। উত্তরায়ণাদি বস্তুতঃ কোন্ পদার্থ, মানবের শরীরাদির উপরি ইহাদের প্রভাব কি, তাহা জ্ঞাত হইতে হইবে। এ স্থলে সংক্ষেপে দুই একটী কথা মাত্র নিবেদন করিতেছি।

গুণত্রয়ের ক্রিয়ার উপলব্ধিই খণ্ডকালের উপলব্ধি। পদার্থ মাত্রেই ত্রিগুণ পরিণাম। কোন একটী বিশিষ্ট ছন্দে সন্নিবিষ্ট গুণত্রয়ের পরিণামরূপ পদার্থের শক্তির ক্রিয়াবশতঃ শুভকালের এবং বিশিষ্ট বিভিন্ন ছন্দে সন্নিবিষ্ট গুণত্রয়ের পরিণামরূপ পদার্থের শক্তির ক্রিয়াবশতঃ অশুভকালের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

শুভ এবং অশুভ আপেক্ষিক বস্তু। যাঁহারা পরিচ্ছেদের রাজ্য অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহারা শুভাশুভের পারে গিয়াছেন। স্থূলেন্দ্রিয় গ্রাহ্য হউক বা না হউক, পদার্থ মাত্রের ক্রিয়া বা প্রভাব গুণত্রয়ের ক্রিয়ার সাধারণ নিয়ম অতিক্রম করে না। যাঁহারা ভূতের স্বরূপ এবং ভূতের মূল কারণ বা সূক্ষ্ম অবস্থা যে গুণত্রয়, তাহার পরমরূপ পর্য্যন্ত যোগদ্বারা বিদিত হইয়াছেন, যাঁহারা যথারীতি যোগাভ্যাস দ্বারা পূর্ণরূপে শুদ্ধসত্ত্ব হইতে পারিয়াছেন, রাগদ্বেষের অতীত হইয়াছেন, অতএব ইচ্ছানুসারে সর্ব্বব্যাপিনী ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে সর্ব্বকালেই গুণত্রয়ের বিশিষ্ট অবস্থার উৎপত্তি করিতে পারেন, তাঁহারা পদার্থশক্তির (যথা গ্রহাদিশক্তির) বিশিষ্ট প্রভাবরূপ অশুভকালের নিরাকরণ পূর্ব্বক শুভকালের উৎপত্তি করিতে সমর্থ হয়েন। এতদ্ব্যতীত প্রকৃতির যাদৃশী অবস্থা উত্তরায়ণাদিরূপে কথিত হইয়া থাকে এবং তৎকালে চিত্তের যে বিশিষ্ট অবস্থার আবির্ভাব হইয়া থাকে, যোগিগণ স্বশরীরে যোগের বিশিষ্ট ক্রিয়া দ্বারা অন্যকালেও উত্তরায়ণকালোচিত চিত্তের অবস্থার সম্পাদন করিতে সমর্থ হন। জাবালদর্শনোপনিষদের নিম্নলিখিত উপদেশ পাঠ করিলে পাঠকগণ এ বিষয়ের তত্ত্বটী অনেকতঃ জানিতে পারিবেন—"ইড়ায়াং চন্দ্রমা নিত্যং চরত্যেব মহামুনে। পিঙ্গলায়াং রবিস্তদ্বৎ মুনে বেদবিদাং বর॥ পিঙ্গলায়ামিড়ায়াং তু বায়োঃ সংক্রমণং তু যৎ। তদুত্তরায়ণং প্রোক্তং মুনে বেদান্ত বেদিভিঃ॥

ইড়ায়াং পিঙ্গলায়াং তু প্রাণ সংক্রমণং মুনে। দক্ষিণায়ণমিত্যুক্তং পিঙ্গলায়ামিতি শ্রুতিঃ॥ ইড়াপিঙ্গলয়োঃ সন্ধিং যদা প্রাণঃ সমাগতঃ। অমাবস্যা তদা প্রোক্তা দেহে দেহভৃতাং বর॥ *" ব্রহ্মবিদ্যোপনিষদেও এ সম্বন্ধে উক্তি আছে।†

---

* "মূলাধারং যদা প্রাণঃ প্রবিষ্টঃ পণ্ডিতোত্তমঃ।
তদাদ্যং বিষুবং প্রোক্তং তাপসৈস্তাপসোত্তম॥
প্রাণসংজ্ঞো মুনিশ্রেষ্ঠ মূর্দ্ধানং প্রাবিশত্তদা।
তদন্তং বিষুবং প্রোক্তং তাপসৈস্তত্ত্বচিন্তকৈ॥
নিঃশ্বাসোচ্ছসনং সর্ব্বং মাসানাং সংক্রমো ভবেৎ।
ইড়ায়াং কুণ্ডলীস্থানং যদা প্রাণঃ সমাগতঃ॥
সোমগ্রহণমিত্যুক্তং তদা তত্ত্ববিদাং বর।
যদা পিঙ্গলয়া প্রাণঃ কুণ্ডলী স্থানমাগতঃ।
তদা তদা ভবেৎ সূর্য্যগ্রহণং মুনিপুঙ্গব॥"—জাবালদর্শনোপনিষৎ।

† "প্রত্যক্ষ যজনং দেহে সংক্ষেপাচ্ছৃণু গৌতমা। তেনেষ্টা স নরো যাতি

স্বামীজী কালতত্ত্ব বিশেষতঃ বিদিত ছিলেন। পাঠকগণ তাঁহার জীবনী পাঠকালে তাঁহার কালের উপরি প্রভুত্ব সূচক অনেক দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হইবেন, তিনি যে অশুভকালকৃত বাধা নিরাকৃত করিতে এবং অশুভকালকৃতকর্ম্মকে শুভকালকৃতকর্ম্মবৎ ফল প্রসব করাইতে সমর্থ ছিলেন, তাহা জ্ঞাত হইবেন; অপিচ জ্ঞাত হইবেন যে, পূর্ব্বকর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলেও বহুজনকে তিনি তাঁহাদের প্রার্থনানুসারে আয়ুবৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন।

প্রশ্ন হইবে, যোগিগণের যদি ঈদৃশী শক্তিই থাকে, তাহা হইলে ভীষ্মদেব দেহত্যাগার্থ উত্তরায়ণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াছিলেন কেন? ভীষ্মদেব ওরূপ করিয়াছিলেন জগৎকে যোগমহিমা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত, মানব যে যোগসেবা দ্বারা ইচ্ছামৃত্যু শক্তিবিশিষ্ট হইতে পারে, কাল বঞ্চন করিবার সামর্থ্য লাভ করিতে পারে এই তত্ত্ব খ্যাপন করিবার নিমিত্ত। দক্ষিণায়ণে দেহত্যাগ করিলেও ভীষ্মদেবের ইপ্সিত গতি অবাধিতই থাকিত। সাধারণ পুরুষগণ যোগের মহিমা সম্যগ্ জ্ঞাত নহে, তাহাদিগকে তাহা বিজ্ঞাপিত করাই ভীষ্মদেবের উদ্দেশ্য ছিল। স্বামীজীর প্রাগ্ বর্ণিত দেহত্যাগব্যাপার স্থিরচিত্তে মনন করিলেও আমরা অনেকতঃ সেই শিক্ষাই—লাভ করিয়া থাকি।

শাস্ত্রে সকল প্রকার উপদেশই আছে। লোকোপকারার্থ বিভিন্ন কালের গুণবর্ণন, দেহত্যাগার্থ বিশিষ্ট কালের প্রাশস্ত্যখ্যাপন করুণাময় শাস্ত্রকারগণ কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াছিলেন, তাই তাহা করিয়া গিয়াছেন। যাঁহাদের উপকারার্থ শাস্ত্র এই সকল উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের তদুপদেশের গ্রহণ ও মনন কর্ত্তব্য, তীর্থাদিস্থানে উত্তরায়ণাদিকালে দেহত্যাগার্থ অভিলাষী হওয়া কর্ত্তব্য, এবং সেই অভিলাষ যাহাতে পূর্ণ হয় তন্নিমিত্ত শাস্ত্রপ্রোক্ত বিধানানুসারে সাধনা করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিশিষ্ট মাত্রাদিযোগে বিশ্বপতির নিকট প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। উক্ত হইয়াছে, কাশীতে সদাই কৃতযুগ প্রবাহিত,

---

শাশ্বতং পদমব্যয়ম্। স্বয়মেব তু সম্পশ্যেদ্দেহে বিন্দুং চ নিষ্কলম্॥ অয়নে দ্বে চ বিষুবে সদা পশ্যতি মার্গবিৎ' কৃত্বায়ামং। পুরা বৎস রেচপূরককুম্ভকান্॥ পূর্ব্বং চোভয়মুচ্চার্য্য অর্চ্চয়েত্তু যথাক্রমম্। নমস্কারেন যোগেন মুদ্রয়ারভ্য চার্চ্চয়েৎ॥ সূর্য্যস্য গ্রহণং বৎস প্রত্যক্ষযজনং স্মৃতম্। জ্ঞানাৎ সাযুজ্যমেবোক্তং তোয়ে তোয়ং যথা তথা। এতে গুণাঃ প্রবর্ত্তন্তে যোগাভ্যাসকৃতশ্রমৈঃ॥ তস্মাৎ যোগং সমাদায় সর্ব্বদুঃখবহিস্কৃতঃ॥"—ব্রহ্মবিদ্যোপনিষৎ॥

সদাই উত্তরায়ণ বর্ত্তমান ("সদা কৃতযুগশ্চাস্তু সদা চাস্তূত্তরায়ণম্। সদা মহোদয়শ্চাস্তু কাশ্যাং নিবসতাং সতাম্॥"—দেবী ভাগবত)। ইহা পরমযোগী কাশীপতিরই যোগমহিমা, করুণাকর শঙ্করের জীবের প্রতি আত্যন্তিক করুণার নিদর্শন।

'তমসো জ্যোতির্গময়' ইহা যখন জীবহৃদয়ের প্রাকৃতিক প্রার্থনা, তখন প্রকাশ যখন যেখানে সুব্যক্ত হইবে, (শুভ কার্য্যের নিমিত্ত) সেই কালই শুভকাল ও সেই দেশই শুভ দেশ বুঝিতে হইবে। প্রয়াণ সম্বন্ধেও ইহাই নিয়ম। তাই শুক্লপক্ষ ও দিবাভাগ প্রয়াণার্থ প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তবে যাঁহারা পরাখ্য জ্যোতির দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, সেই আলোকে যাঁহাদের অন্তর্ব্বহিঃ সদা আলোকিত থাকে, তাঁহাদের আর আদিত্যচন্দ্রমার স্থূল প্রকাশের আবশ্যক হয় না।

যাঁহারা বলিয়াছেন, 'তাঁহার বাহিরেই নামটা খুব শুনা যাইত, ভিতরে তত উন্নতি হয় নাই, তাহা হইলে ফলে অনুরূপ দেখা যাইত' অর্থাৎ স্বামীজীর যে সকল ভক্তগণ তাঁহার শ্রোত্রেন্দ্রিয় গৃহীত কীর্ত্তিবার্ত্তার অনুরূপ ফল দেখিবার আশা করিয়া ফল দেখিতে না পাইয়া ভগ্নাশ ও দুঃখিত হইয়াছেন, এইবার তাঁহাদিগকে দুই একটী কথা নিবেদন করিব, তাঁহাদের এই আশা ভঙ্গ জনিত দুঃখের দূরীকরণ বিষয়ে কিছু যত্ন করিব।

ক্রিয়া সম্পাদিত হইলেও তাহার ফল যিনি দেখাইতে চাহেন না, আত্যন্তিক বৈরাগ্য বশতঃ এবং শাস্ত্র মর্য্যাদালঙ্ঘনে অপ্রবৃত্তি বশতঃ গোপন রাখিতে সচেষ্ট থাকেন, তাঁহার ক্রিয়াফল দেখা তত সহজ নহে। 'ফলে' অনুরূপ দেখা যাইত। এ স্থলে 'ফল' শব্দ দ্বারা তাঁহারা ঠিক কোন্ বস্তু লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা আমি জ্ঞাত নহি, তবে 'সাধু মহাপুরুষগণ' সম্বন্ধে 'ফল' বলিতে লোকে সাধারণতঃ তাঁহাদের যোগবিভূতিকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। সাধারণ যোগিগণ তাঁহাদের অর্জ্জিত বিভূতির গুপ্তি বিষয়ে তত মনোযোগী হয়েন না, কিন্তু শাস্ত্রনিষ্ঠ প্রকৃত যোগিগণ তাঁহাদের যোগলব্ধ বিভূতি সকলকে শাস্ত্র শাসনানুসারেই সদা গুপ্ত রাখিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রোপদেশ পাঠকগণকে কিছু নিবেদন করিতেছি।

(ক্রমশঃ)

আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ তত্ত্ব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের স্বরূপচিন্তা; ইহাদের বেদ শাস্ত্রোক্ত সংক্ষিপ্ত স্বরূপ; ইহাদের বিজ্ঞানবর্ণিত স্বরূপ ও প্রকার ভেদ; বেদ-শাস্ত্রোক্ত মহাকর্ষণ ও মাধ্যাকর্ষণের স্বরূপ।

বক্তা।--আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের স্বরূপদর্শনের প্রয়োজন বোধ প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসুর না হইয়া থাকিতে পারে না। জগতে সৃষ্টি ও লয়ের তত্ত্বানেষণ করিতে যাইলেই, আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের রূপ নয়নে পতিত হয়। অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থায় আগমন এবং ব্যক্ত বা স্থূল অবস্থা হইতে সূক্ষ্ম অবস্থায় গমন যথাক্রমে জগতের সৃষ্টি ও লয় পরিণাম। অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থায় আগমনের এবং ব্যক্ত বা স্থূল অবস্থা হইতে অব্যক্ত অবস্থায় গমনের তত্ত্ব চিন্তা করিলে, অণু ও পরমাণুসমূহের পরস্পর সংযোগ ও বিভাগের লীলাই সাধারণতঃ অনুমাননেত্রে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। যে শক্তিবশতঃ অণু ও পরমাণুসমূহ পরস্পর পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হয়, সেই শক্তিই জগতের অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থায় আগমনের কারণ, এবং যে শক্তি বশতঃ অণু ও পরমাণু সমূহ পরস্পর দূরবর্ত্তী হয়, সেই শক্তিই জগতের লয়পরিণাম সংঘটিত করে। যে শক্তিবশতঃ অণু ও পরমাণু সমূহ পরস্পর সন্নিকৃষ্ট হয়, তাহা আকর্ষণ (Attraction) এবং যে শক্তিবশতঃ ইহারা বিপ্রকৃষ্ট হয়, তাহা বিপ্রকর্ষণ (Repulsion) শাস্ত্রে এই শক্তিদ্বয়কে সংসর্গবৃত্তিক—সোমাখ্য শক্তি এবং ভেদবৃত্তিক—অগ্নিনামক শক্তি বলিয়াও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।* আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ ইহারা একমিথুন। আকর্ষণ

---

* "অর্ণবঃ সর্ব্বশক্তিত্বাৎ ভেদ সংসর্গবৃত্তয়ঃ" ।—বাক্যপদীয়।

"উষ্ণমেব সবিতা, শীতং সাবিত্রী, যত্র হ্যেবোষ্ণং তচ্ছীতং যত্র বৈ শীতং তদুষ্ণমিত্যেতে দ্বে যোনী একং মিথুনম্।

— গোপথব্রাহ্মণ, ১ম প্রপাঠক।

কদাচ বিপ্রকর্ষণ বিরহিত হইয়া এবং বিপ্রকর্ষণ কথনও আকর্ষণ শূন্য হইয়া অবস্থান করেনা, আকর্ষণের পর বিপ্রকর্ষণ এবং বিপ্রর্যণের পর আকর্ষণ অবশ্যম্ভাবী। ঋগ্বেদে আকর্ষণতত্ত্বের মনোরম ব্যাপক রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। সাংখ্য দর্শনে 'রাগ' ও 'বিরাগ' শব্দ দ্বারা আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণই লক্ষিত হইয়াছে। বৈশেষিকদর্শনের 'সংযোগ' ও বিভাগ' (শব্দ) হইতে আমরা আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণেরই সূচনা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। ন্যায় ও পাতঞ্জল দর্শনোক্ত 'রাগ' ও 'দ্বেষ' এর তত্ত্ব চিন্তা করিতে যাইলে, আমরা আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণেই উপনীত হইয়া থাকি। শাস্ত্রের 'তম' ও 'রজ' শব্দ দ্বারা এবং আয়ুর্ব্বেদের 'কফ' ও 'পিত্ত' শব্দ তথা 'প্রাণ' ও 'অপাণ' শব্দ দ্বারা আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ শক্তিই লক্ষিত হইয়াছে। শাস্ত্রবিহিত বর্ণ ও আশ্রম চতুষ্টয়ের তত্ত্বচিন্তা করিলে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের লীলাই পরিদৃষ্ট হয়। ভূরাদি সপ্তলোকের এবং প্রেত্যভাব বা পুনর্জ্জন্মতত্ত্বের স্বরূপান্বেষণ করিতে যাইলে আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণের রূপই বিশেষতঃ নয়ন পথের পথিক হইয়া থাকে। বেদ—শাস্ত্রবর্ণিত আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের যত প্রকার বিভিন্ন রূপের বর্ণন করিয়াছেন, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বলিয়াছেন,নিখিল জড় দ্রব্যই কতিপয় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণার সমষ্টি, এবং জড় দ্রব্যের সূক্ষ্মতম অবিভজনীয় কণাসমূহকে পরমাণু (Atom) বলে। যে ধর্ম্ম বা শক্তিদ্বারা অণুসকল পরস্পর সংসৃষ্ট হয় বা হইবার চেষ্টা করে, তাহাকে আকর্ষণশক্তি (Attraction) এবং যে ধর্ম্ম বা শক্তি বশতঃ ইহারা পরস্পর বিপ্রকৃষ্ট হয়, তাহাকে বিপ্রকর্ষণশক্তি বলে। যে দ্রব্যে যত অধিক পরমাণু থাকে, তাহার আকর্ষণ শক্তি তত প্রবলা হয়। আকর্ষণশক্তিই গুরুত্বের কারণ, আকর্ষণ না থাকিলে কোন দ্রব্য গুরু হইত না। আকর্ষণশক্তির কার্য্য পরীক্ষা করিলে, অনুভব হয়, সকল দ্রব্য স্ব স্ব মধ্যস্থান-বা-কেন্দ্র হইতে পরস্পরকে আকর্ষণ করে। কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে পৃথিবীর যত আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী স্থানে তদপেক্ষায় অল্পতর। ভূততন্ত্র ও রসায়নতন্ত্র পাঠপূর্ব্বক বিদিত হইয়াছি, আণবিক আকর্ষণ (Molecular attraction) মাধ্যাকর্ষণ (Gravity) এবং সঙ্কর্ষণ বা মহাকর্ষণ (Universal gravitation) আকর্ষণকে প্রধানতঃ এইতিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। আণবিক আকর্ষণও আবার সংহতি (Cohesion) সংসক্তি

(Adhesion) এবং রাসায়নিক (Chemical attraction or chemical affinity)—ভেদে ত্রিবিধ।

যে শক্তিদ্বারা একজাতীয় অণুসকল পরস্পর সংহত হইয়া থাকে, মূর্ত্তি বা কাঠিন্যের যাহা কারণ, তাহা সংহতি (Cohesion)।

সংহতির লক্ষণ। সংহতিশক্তি প্রভাবে অণুসকল পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া স্থূলরূপ ধারণ করে; সংহতি শক্তি না থাকিলে কি বৃক্ষ, কি অট্টালিকা, কি পর্ব্বত, কি সূর্য্য' কি চন্দ্র সমুদায়ই কেবল কতকগুলি অসম্বদ্ধ অণুরাশি হইয়া থাকিত। সকল দ্রব্যের সংহতি শক্তি সমান নহে। কঠিন বস্তুর মধ্যে কোন বস্তু যে অধিক কঠিন ও কোন বস্তু যে অপেক্ষাকৃত কোমল, এবং তরল দ্রব্যের মধ্যে ও কোন বস্তু যে অল্প তরল এবং কোন বস্তু যে অপেক্ষাকৃত অধিক তরল দেখিতে পাওয়া যায়, সংহতির তারতম্যই তাহার কারণ। বংশাপেক্ষায় লৌহদণ্ডের অণুসকলের সংহতি প্রবলা, এই নিমিত্ত লৌহদণ্ড বংশ হইতে কঠিন পারদ হইতে জলীয় অণুসমূহের সংহতি অল্প, এই জন্য জল পারদাপেক্ষায় তরল-ও-লঘুতর।

যে শক্তিপ্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য সন্নিকৃষ্ট হইলে কখন কখন পরস্পর সংসক্ত হইয়া যায়, তাহাকে সংসক্তি (Adhesion) বলে।

সংসক্তির লক্ষণ। অঙ্গুলির সহিত জলের সংস্পর্শ হইলে অঙ্গুলিতে যে জল লগ্ন হইয়া যায়, তাহা সংসক্তিশক্তির কার্য্য। কি কঠিন, কি তরল, কি বায়বীয়, সকল অবস্থাতেই ভিন্ন ভিন্ন জলদ্রব্যের অণু সকল এই শক্তিপ্রভাবে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া থাকে। দুইখানি পরিষ্কার কাচ উপর্য্যপরি স্থাপন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ চাপ দিলে উহারা এরূপ মিলিত হইয়া যায় যে, পুনরায় উহাদিগকে পৃথক্ করিতে হইলে বলপ্রয়োগ আবশ্যক হয়। ইহা কঠিন দ্রব্যের সহিত কঠিন দ্রব্যের সংসক্তির দৃষ্টান্ত। জলে অঙ্গুলি মগ্ন করিয়া তুলিয়া লইলে উহাতে যে জল সংযুক্ত হইয়া যায়, তাহা কঠিন দ্রব্যের সহিত তরল দ্রব্যের সংসক্তির দৃষ্টান্ত; সংশক্তিদ্বারা নানাবিধ কার্য্য সংঘটিত হয়। (সংসক্তি প্রভাবে প্রদীপের বর্ত্তি দিয়া তৈল উত্থিত হয়) মৃত্তিকা হইতে জল উত্থিত হইয়া বৃক্ষাদির শরীরের পুষ্টিসাধন করে। কৈশিকোন্নতি ও কৈশিকাবনতি (Capillary action), দ্রাবণ বিলয়ন (Solution), তরলদ্রব্যের প্রসারণ (The Diffusin of liquids), অন্তঃপ্রবাহ (Endosmosis) ও বহিঃ প্রবাহ (Exosmosis)ইত্যাদি ইহারা

সংসক্তিরই ক্রিয়াফল।* সংসক্তি আছে, তা'ই কঠিন বস্তু সকল তরল বস্তু সংস্পর্শে আর্দ্র হয়। চিনি বা লবণের সহিত জলের সংসক্তি আছে, এই নিমিত্ত উহারা জলে দ্রব হয়। কর্পূরের সহিত জলের সংসক্তি নাই' এই জন্য জলে দ্রব হয় না। সুরার পরমাণুর সহিত কর্পূরের পরমাণুর সংসক্তি আছে, তন্নিবন্ধন কর্পূর সুরাতে দ্রব হয়। †

সংহতি (Cohesion) প্রভাবে কেবল এক জাতীয় অণুসকল পরস্পর রাসায়নিক আকর্ষণের আকৃষ্ট হয়, সংসক্তি (Adhesion) দ্বারা ভিন্নজাতীয় লক্ষণ। অণুসকল আকৃষ্ট হইয়া থাকে। সংসক্তিদ্বারা ভিন্নজাতীয় অণুসকল পরস্পর আকৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু এতদ্বারা সংযোগিদ্রব্যসমূহের গুণান্তর প্রাদুর্ভাব হয় না।

---

*"Adhesion gives rise to a variety of important phenomena ; it is mainly concerned in the production of capillary action, of solution, and of the diffusion of liquids ; it is also exerted in osmosis, and less directly in the process of the intermixture and diffusion of gases" Chemical Physics. P. 64.

†পাশ্চাত্য বিজ্ঞানই জগতে এই সকল তত্ত্বের প্রথম প্রকাশক যাঁহাদের এইরূপ ধারণা, আমরা তাঁহাদিগকে সূর্য্যসিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্তশিরোমণি, শুক্রনীতি ইত্যাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করিতেছি। জলান্তর্বেধ, স্বয়ংবহ যান, কুক্কুট নাড়ীযন্ত্র (Syphon) প্রভৃতি যন্ত্রের উপদেশ করিবার পর পূজ্যপাদ ভাস্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"এবং বহুধা যন্ত্রং স্বয়ং বহং কুহকবিদ্যয়া ভবতি।
নেদং গোলাশ্রিতয়া পূর্ব্বোক্তত্বান্ময়াপ্যুক্তম্॥"

গোলাধ্যায়।

অর্থাৎ, কুহকবিদ্যা দ্বারা এবম্প্রকারবহু স্বয়ংবহ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারা যায়। কুহকবিদ্যাতে (কলাশাস্ত্র) বহুবিধ স্বয়ংবহ যন্ত্রের নাম ও নির্ম্মাণবিধি উক্ত হইয়াছে বলিয়া আমি এস্থলে এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিলাম না। সূর্য্যসিদ্ধান্তেও এইরূপ কথার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

ক্রমশঃ।

বাঙ্গলায় গীতা অধ্যয়ন।

সূচনা।

যেমন "সবতুমি" বুঝিয়া অভ্যাস করা ঈশ্বর প্রণিধান, সেইরূপ উত্তমরূপ অধ্যয়নের নাম স্বাধ্যায় সু=সুকৃতি লাভের জন্য+আ=পুনরাবৃত্তি পূর্ব্বক+অধ্যায়=অধ্যয়ন। অর্থাৎ সুকৃতি লাভের জন্য পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি পূর্ব্বক অধ্যয়নের নাম স্বাধ্যায়। তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণিধান—ইহা ক্রিয়া যোগ।

অর্থভাবনা পূর্ব্বক জপকেও স্বাধ্যায় বলে। (১) বেদাধ্যয়ন (২) অর্থভাবনার সহিত প্রণব জপ (৩) ইতিহাস পুরাণাদির অধ্যয়ন এবং গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ চিন্তা এই সমস্তই স্বাধ্যায়। আধ্যাত্মিক শাস্ত্র অধ্যয়ন হইতেছে বিশেষ ভাবে স্বাধ্যায়।

গীতা উত্তম অধ্যাত্ম শাস্ত্র। ইহার অধ্যয়নও বিশেষভাবে কর্ম্ম যোগ। এ কার্য্য করা হইতেছে কেন? সংক্ষেপে উত্তর দিতেছি।

যদি প্রিয় জনের বিয়োগ জনিত শোকে অবসন্ন হইয়া হা হুতাশ করিয়া মরণকে বরণ করিতে না চাও, যদি প্রিয়জনের মরণ মূর্চ্ছা আগমনের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সকলের ভীষণ যাতনা দেখিয়া প্রাণের দুর্ব্বিষহ জ্বালা সহ্য করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত থাকিতে চাও, যদি শোক মোহে আচ্ছন্ন হইয়া দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে "শুধু মরিব কবে" ভাবিয়া ভাবিয়া মৃত্যুকে আহ্বান না করিয়া কর্ত্তব্য পরান্মুখতা ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য পরায়ণ হইয়া—শোক মোহের প্রতিকার করিয়া আবার নূতন জীবনে নূতন হইয়া নূতন প্রাণ পাইতে চাও তবে শ্রীগীতার উপদেশ শুধু শ্রবণ করিয়া সব করা হইল মনে না করিয়া ইহার মনন কর, করিয়া গীতামৃত পান করিতে করিতে ধ্যান করিয়া—গীতার সার কথার অনুভব করিয়া জীর্ণ মন জীর্ণ দেহ জীর্ণ প্রাণকে পুনর্জীবিত করিয়া, এস এই জরা মরণ সঙ্কুল দীর্ঘ সংসার যাত্রা শেষ করি এস।

গীতার মূল প্রবাহ হৃদয়ে বহাইবার জন্য গীতেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া করিয়া যতটুকু সামর্থ্য তিনি দিয়াছেন, তিনি দিতেছেন, তাহা দিয়াই চেষ্টা করি এস, পরম কারুণিক শ্রীভগবান কখনই যে আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন না ইহা তিনিই আমাদিগকে অনুভব করাইয়া দিয়া আমাদিগকে তাঁহার রাজ্যে লইয়া যাইবেনই নিশ্চয়।

সমরাঙ্গনে শস্ত্র সম্পাত কালে শ্রীঅর্জ্জুনের শোক মোহ আসিয়াছিল আর শ্রীভগবান কৃপা করিয়া শোক মোহের মূলকারণ অর্জ্জুনের অজ্ঞান দূর করিয়া দিয়া কর্ত্তব্য পরাঙ্মুখকে কর্ত্তব্য পরায়ণ করিয়া লইয়া, যিনি শোক-সংবিগ্ন মানসে কিছুই করিবনা বলিয়া জড়ের মত নির্জ্জীব হইয়া, স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণে চিরদিনের তরে নরকেও পচ্যমান হইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন তাঁহারই মুখ হইতে বলাইয়া লইয়াছিলেন,—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা তৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গত সন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥ ১৮।৭৩

হে অচ্যুত! আমার মোহ সরিয়া গিয়াছে, তোমার প্রসাদে অমি আমার স্বরূপের স্মৃতি পাইয়াছি। আমি তোমার আজ্ঞা পালনে স্থির নিশ্চয় হইয়াছি, আমার আর কোন সংশয় নাই, এখন তুমি যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব। ইহারই নাম "তবাস্মি"—তোমার আমি।

সকল নরনারীর জীবনের প্রথম প্রয়োজন ইহাই, শেষ প্রয়োজন হইতেছে স্বরূপে স্থিতি। ইহাই গীতার জ্ঞানযোগ। জ্ঞানযোগের কথা শুনিলেই জ্ঞান অনুভবে আইসে না—অনুভবের জন্য কর্ম্মযোগ অভ্যাস করিতে হয়।

গীতাই সর্ব্বদা মনে রাখিবার কথা "আমি দেহী" "আমি দেহ নই" ইহার অনুভব জন্য শ্রীগীতার উপদেশ।

জ্ঞানের কথা শুনিতে হইবে, শুনিয়া তাহার অনুভব জন্য কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মত্যাগে সেই জ্ঞানে স্থিতি লাভ করিতে হইবে। গীতায় যাহার জন্য যাহা জানিতে হইবে, জানিয়া অনুভব করিবার জন্য যাহা সর্ব্বদা আচরণ করিতে হইবে, তাহার কথা গীতা সংক্ষেপে কি বলিতেছেন দেখ!

জরামরণ মোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্। ৭।২৯

জরা মরণ হইতে মুক্তি যদি কখনও চাও—আমাকে আশ্রয় কর—পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর অনুভব করিতে পারিবে তোমার স্বরূপ আমি অর্থাৎ আমার মত তুমিও দেহ নও তুমিও আমার মত দেহী সকল দেহের দেহী আমিই। ইহার অনুভব জন্য গীতার কর্ম্মযোগ, কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মত্যাগে—ইহাই জ্ঞানে স্থিতি—ইহাই জরামরণ মুক্তি।

বাঙ্গালায় গীতা অধ্যয়ন।

প্রথম প্রবাহ-বিষাদযোগ।

আচার্য্য দেব গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক হইতে গীতা ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাতে মনে করা উচিত নহে যে গীতার প্রথম অধ্যায় হইতে দ্বিতীয় অধ্যায়ের দশম শ্লোক পর্য্যন্ত অনাবশ্যক। আচার্য্য দেব কোন্ প্রয়োজনে কত অল্প সময়ে প্রধান প্রধান শাস্ত্রের মর্ম্ম-উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন তাহা বিচার করিলে উপরের সন্দেহ আসিতেই পারে না। কিরূপে আসিবে?

শ্রীভগবান্ আপনি বলিয়াছেন "গীতা মে হৃদয়ং পার্থ!" পার্থ গীতা আমার হৃদয়। ভগবানের হৃদয়ের কোন অংশ কি অনাবশ্যক হইতে পারে? প্রথম অধ্যায়ের ছবি ভক্তজনের অত্যন্ত আবশ্যক।

মানুষের ক্ষুদ্র বক্ষের ভিতরে হৃদয় থাকিলেও হৃদয়াকাশ অতি বিশাল। যেমন ঘটের মধ্যবর্ত্তী আকাশ ক্ষুদ্র দৃষ্ট হইলেও ইহা অনন্ত আকাশ হইতে পৃথক নহে হৃদয়াকাশও সেইরূপ।

সকল মানুষের ভাবনা কি ভগবানের অভিমত হইবে? হইবে কি না হইবে জানি না কিন্তু যাহা উদয় হইতেছে তাহাই বলিতে ইচ্ছা হয়। হৃদয় যদি শাস্ত্রোজ্জ্বল হইত তবে কি উদয় হইত জানি না তথাপি যাহা ভাসিতেছে তাহা ভিন্ন অন্যভাব পাইব কোথায়? শুদ্ধ হৃদয়ে বড় সুন্দর ভাব উঠে আর সুকৃতি সম্পন্ন পুরুষ তাহা দিয়াই তোমার পূজা করেন কিন্তু দুস্কৃতি সম্পন্ন কলির মানুষের তেমন শুদ্ধ ভাব উঠার সম্ভাবনা কোথায়? তথাপি তুমি ইহাদিগকেও হতাশ কর না। তুমি শাস্ত্রমুখে বলিয়াছ দুস্কৃতি আছে বলিয়া দুঃখ করিও না! যদি দুঃখই তোমার হৃদয়ে ভাসে, যদি শোক মোহাক্রান্ত তোমার অন্তরে সুন্দর ভাব না ভাসে, তবে যাহা ভাসে তাহাদিয়াই আমার পূজা কর আমি তাহাও গ্রহণ করিয়া থাকি আর আমি গ্রহণ করি বলিয়া তোমর দুস্কৃতি রাশি হইতেও সুকৃতি আনিয়া দিয়া থাকি—ইহাই যে আমার স্বভাব। আমি মঙ্গলময়—সবকেই আমি মঙ্গল করিয়া দিয়া থাকি।

বলিতেছিলাম মানুষ মাত্রেরই হৃদয় যে বিশাল তাহা প্রথমেই ভাবনা করা

উচিত। গীতাতে যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা তোমার হৃদয়ে আনিতে হইবে বলিয়াই হৃদয় বিশাল ভাবনা করিতে বলা হইয়াছিল সেই বিশাল হৃদয়ের ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ ইচ্ছা করিয়া রাজা দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠিরের অগণিত সৈন্য সামন্ত সজ্জীকৃত হইয়াছে। মধ্যে যুদ্ধের জন্য বিশাল স্থান।

প্রথমেই অধর্ম্ম পক্ষের কার্য্য আরম্ভ হয়, পরে ধর্ম্মপক্ষের সাড়া পাওয়া যায়। ভক্ত ও ভগবান কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে চলা ফেরা করিবেন, কত উপদেশ দিবেন, গীতামৃত ভক্তকে পান করাইবেন—তোমার হৃদয়ে যদি সেই প্রবাহের কিছু কিছুও আইসে তবে বলিতে হইবে তোমার ভাগ্যেরও সীমা নাই। সেই জন্য এই আয়োজন। এখন প্রথম প্রবাহের কথা হৃদয়ে আনিবার চেষ্টা করা হউক। হৃদয়ের কথা এত করিয়া বলিবার কারণ হইতেছে তোমার হৃদয়েও ভক্ত ও ভগবান দাড়াইবেন—কথোপকথন করিবেন। অন্ততঃ ভাবনাতেও ইহা আনয়ন কর, তিনিত সবার হৃদয়ে আছেনই এইরূপ করিয়া তাহার দিকে ফির। তাহার দিকে ফিরিলেই দৃষ্টিপাত করিলেই বেশী লাভ।

অতি বিস্তৃত সমর প্রাঙ্গন। যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূরে আর কিছুই দেখা যায়না কেবল রথ, পদাতি, অশ্ব, গজ—আর রথী, মহারথ, অতিরথ। সমরোৎসাহে উন্মত্ত বীরগণ অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত—মধ্যস্থান এখনও শূন্য।

মন্যুময় মহাক্রম রাজা দুর্য্যোধন সুসজ্জিত হইয়া রণ ভূমিতে আসিয়াছেন। মস্তকে শিরতাজ, কর্ণে কুণ্ডল—বীরের বেশ। রাজা সহসা রথ হইতে অবতরণ করিলেন। পদব্রজে গুরু দ্রোণের নিকট ত্বরিত পদে চলিয়াছেন। হস্ত তুলিয়া দুর্য্যোধন রাজা যুধিষ্ঠিরের সেনা সেনাপতি দেখাইতেছেন। আপন পক্ষের প্রধান প্রধান রথী অতিরথ দিগেরও নাম লইলেন। দ্রোণ গুরু কিন্তু কিছুই বলিলেন না গুরু অর্জ্জুনের পক্ষপাতী। অর্জ্জুন বিশ্ববিজয়ী, তাহার উপরে মৃত্যুঞ্জয়কে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার প্রধান অস্ত্রও লাভ করিয়াছেন—এই অর্জ্জুনকে পরাজয় করিবে কে? দুর্য্যোধন গুরুকে ক্রুদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন দ্রোণ কিন্তু কিছুই বলিতেছেন না। দূর হইতে ভীষ্মপিতামহ ইহা লক্ষ্য করিলেন। দুর্য্যোধনের উৎসাহ বৃদ্ধি জন্য সিংহের মত গম্ভীর শব্দ করিয়া শঙ্খ-ধ্বনি করিলেন; আর দুর্য্যোধনের পক্ষ হইতে লক্ষ লক্ষ শঙ্খ ভেরী, মাদল, পটহ, গোমুখ সহসা বাদিত হইল—সেই শব্দ তুমুল হইয়া উঠিল। কখন কি এইরূপ মহাশব্দ শুনিয়াছ? না শুনিয়া থাক ভাবনায় যেন লক্ষ লক্ষ বীর পুরুষ লক্ষ লক্ষ শঙ্খধ্বনি করিতেছে আর বহু রণবাদ্য বাজাইতেছে মনে কর।

অতঃপর আর এক দৃশ্য। অর্জ্জুনের অগ্নিদত্ত দুষ্প্রধৃষ্য রথ—রথের চূড়ায় বীর-চূড়ামণি মহাবীর। প্রবল বলশালী শ্বেতাশ্ব রথে যোজিত। পার্থের সঙ্গে পার্থ সারথি। দুর্য্যোধনের পক্ষে রণবাদ্য সকল যখন বাজিয়া উঠিল তখন শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইলেন। কিরূপ সেই শঙ্খ বাদন—তখন ভগবানের শ্রীমুখমণ্ডল কিরূপ দেখাইল? সঙ্গে সঙ্গে ধনঞ্জয় দেবদত্ত শঙ্খ আপূরিত করিলেন। পাণ্ডব পক্ষে সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খবাদন করিলেন। তখন সেই তুমুল শব্দ আকাশ ও পৃথিবী ধ্বনিত করিয়া অধর্ম্ম পক্ষের—ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের হৃদয় যেন বিদীর্ণ করিল। অধর্ম্ম যাহারা করে তাহাদের ভিতরে ভিতরে একটা ভয় থাকেই। আবার বলি এই মহাসমর প্রাঙ্গণের তুমুল কোলাহল তোমার হৃদয়কে কি কিছু করিল?

কপিধ্বজ শ্রীঅর্জ্জুন গাণ্ডীবে জ্যারোপন করিয়াছেন, শস্ত্র প্রয়োগ করিবেন সহসা অস্ত্র নিপাতে নিবৃত্ত হইলেন। ধনু উত্তোলন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন অচ্যুত! উভয় সেনার মধ্যস্থলে রথ লইয়া চল, এই যুদ্ধ ব্যাপারে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী দিগকে একবার দেখিব। দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের হিত কামন করিয়া কাহারা আসিল তাঁহাদিগকে দেখিতে চাই। গীতায় অর্জ্জুনের প্রথম বাক্য ইহাই।

মহারথ দ্রুতবেগে ছুটিল—উভয় সেনার মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। শ্রীকৃষ্ণ তখন ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখ রাজগণকে দেখাইয়া বলিলেন—সমবেত কুরুগণকে অবলোকন কর।

অর্জ্জুন সকলকে দেখিলেন—সহসা মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। অর্জ্জুন করুণাক্রান্ত হৃদয়ে নিতান্ত বিষাদগ্রস্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন—

কৃষ্ণার্জ্জুনের এই দৃশ্য—এই কালে তাঁহাদের মুখচ্ছবি যতটুকু পারা যায় হৃদয়ে আনিতে চেষ্টা করা উচিত। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলে যদি হৃদয়ে এই মুর্ত্তি জাগিয়া উঠে তবে কি হয়? যেমন পটের ছবির দিকে যখন চাওয়া যায় তখনই দেখ ছবি আমার দিকেই চাহিয়া আছে—আমি সেইদিকে ফিরিনা বলিয়া তাহাকে না দেখিয়া অন্য কিছু দেখি সেইরূপ হৃদয়স্থ দেবতা সর্ব্বদা আমার দিকে চাহিয়া আছেন আমি তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইলেই দেখি তিনি আমার দিকে সাগ্রহে চাহিয়া আছেন।

অর্জ্জুন বলিতে লাগিলেন শ্রীকৃষ্ণ স্বজনগণকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া আমার অঙ্গ শিথিল হইতেছে, মুখ পরিশুষ্ক হইতেছে; শরীরে কম্প ও রোমাঞ্চ হইতেছে

দেখ। হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে, গাত্র চর্ম্ম যেন পুড়িয়া যাইতেছে। কেশব! আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না—আমার মন ঘুর্ণিত হইতেছে আমি অমঙ্গল সূচক লক্ষণ সকল দেখিতেছি।

কৃষ্ণ—যুদ্ধে স্বজন বধ করিয়া কি শ্রেয়ঃ হইবে? আমি বিজয় চাইনা, রাজ্যও চাইনা, সুখও চাইনা। গোবিন্দ! রাজ্যে আমাদের কি প্রয়োজন? ভোগ সুখেই বা কাজ কি? যাহাদের জন্য রাজ্য, ভোগ, সুখ আকাঙ্খা করি তাঁহারাই ধন ও প্রাণের মমতা বিসর্জ্জন দিয়া যুদ্ধে প্রাণদিতে আসিয়াছে। ইহাঁরা আমাদিগকে বধ করিলেও—পৃথিবী কেন—ত্রিভুবনের রাজ্য পাইলেও ইহাদিগকে বধ করিতে চাই না। জনার্দ্দন! ইহাদিগকে বধ করিয়া আমাদের কি সুখ হইবে? ইহারা শত্রুতা করিতে আসিয়াছে তথাপি ইহাদিগকে বিনাশ করিলে আমাদের পাপই হইবে। ইহাদিগকে বধ করা আমাদের উচিত হয়না। মাধব! স্বজন বধ করিয়া আমরা সুখী হইব কিরূপে? লোভে হতজ্ঞান হইয়া ইহারা কুলক্ষয় জনিত দোষ এবং মিত্রবধ জনিত পাতক দেখিতেছেনা—কিন্তু আমরা ইহা হইতে নিবৃত্ত না হইব কেন? কুলক্ষয়ে কুলধর্ম্ম নষ্ট হইবে, ধর্ম্ম নষ্ট হইলে অধর্ম্ম আক্রমণ করিবে; তখন কুলস্ত্রীগণ দূষিত হইবে, স্ত্রীগণ দুষ্টা হইলে বর্ণসঙ্কর জন্মিবে তবেইত সব পিতৃ লোকের পিণ্ড উদক পর্য্যন্ত লোপ পাইল—চিরদিন নরক বাস হইলে সনাতন জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম সব নষ্ট হইল। অহো! কি মহৎ পাপ করিতে আমরা ছুটিয়াছি! ধিক্ রাজ্য সুখের লোভ এবং স্বজন বধের অধ্যবসায়। শত্রুরা আমাকে বধ করুক ইহাও ভাল।

অর্জ্জুন শোকাকুলচিত্তে সশর ধনু ত্যাগ করিয়া রথের উপরে বসিয়া রহিলেন। প্রথম প্রবাহ পাঠে এই বিষাদ যোগের ব্যাপারে হৃদয়ে কিছু কার্য্য হউক ইহাই প্রার্থনা।

দ্বিতীয় প্রবাহ—সাংখ্য যোগ।

অর্জ্জুন জড়প্রায় রথে বসিয়া—আকুল দৃষ্টি জলে ভরিয়া উঠিয়াছে, হৃদয় মমতায় ব্যাকুল। আহা! আত্মীয় স্বজনকে বিনাশ করিব কিরূপে, বিষাদের কথা ভিন্ন আর কিছুই মুখ দিয়া বাহির হইতেছে না। মধুসূদন অর্জ্জুনকে বলিলেন—

অর্জ্জুন! তুমি ক্ষত্রিয় চূড়ামণি। এই সঙ্কটের সময়ে কি জন্য তোমার এই মলিন মোহ উপস্থিত হইল! ইহা যে অনার্য্য হৃদয়কে মুগ্ধ করে—ইহা যে এই জন্মে অকীর্ত্তি আনয়ন করে এবং মৃত্যুর পরেও স্বর্গাদি লোকে যাইতে দেয় না। তোমার ক্লীবভাব তোমার এই নির্বীর্য্যভাব দূর কর, ইহা ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ প্রখ্যাত তুমি—তোমাতে শোভা পায় না। হে পরন্তপ! ক্ষুদ্র হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ত্যাগ কর যুদ্ধার্থ সজ্জিত হও।

সাধারণ মানুষ কর্ত্তব্য যে ঈশ্বরের আজ্ঞা তাহা না মানিয়া, হৃদয়ের যা তা কথার আবেগে কতই ক্লেশ পায়। ঈশ্বর ভিন্ন হৃদয়কে পবিত্র আর কে করিবে? কর্ত্তব্য পরাঙ্মুখকে কর্ত্তব্য পরায়ণ আর কে করিতে পারে?

ভগবান অর্জ্জুনের হৃদয়কে জাগ্রত করিতে চেষ্টা করিলেন—হৃদয় প্রবুদ্ধ হইল না। অর্জ্জুনের হৃদয় দৌর্ব্বল্য গেল না—মোহাক্রান্ত অর্জ্জুন আবার বলিতে লাগিলেন মধুসূদন! সমরে ভীষ্ম দ্রোণকে অস্ত্রাঘাত করিব কিরূপে —ইঁহারা যে আমার পূজা পাইবার যোগ্য! ইহাঁরা মহাত্মা—ইহাঁরা গুরু— ইহাঁদিগকে বধ করিয়া রাজ্য পাওয়া অপেক্ষা ভিক্ষা মাগিয়া খাওয়াও ভাল আর ভোগলোলুপ হইয়া গুরুগণকে হত্যা করিলে তাঁহাদের রুধিরলিপ্ত ভোগ সকলই উপভোগ করিতে হইবে। হে মাধব! যদি ইহারা আমাদিগকে জয় করে অথবা আমরা ইহাদিগকে জয় করি—এই উভয়ের মধ্যে কাহাতে শ্রেয়ঃ হইবে? আহা! যাহাদিগকে বধ করিয়া বাঁচিতে চাই না তাহারাইত সম্মুখে দাঁড়াইয়া। আমার চিত্ত দীনতাঅভিভূত—আমি ধর্ম্ম বিষয়ে সন্দিগ্ধ—আমি কিছুই ঠিক করিতে পারি না তুমি বলিয়া দাও কি আমার শ্রেয়ঃ—আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাগত—আমাকে শিক্ষা দাও।

যে ব্যক্তি গুরুর নিকটেও নিজের জিদ ত্যাগ করিতেই চায় না—সে গুরুও মানিতে পারে না ঈশ্বরও মানে না। এইরূপ ব্যক্তি নিজের অহঙ্কারেরই শরণাগত—ইহাদিগকে শিক্ষা দিতে যাওয়া বাতুলতা। অর্জ্জুন আর্য্য—শিষ্যভাবত থাকিবেই।

অর্জ্জুন আবার বলিতে লাগিলেন আমি কৃপণ—আমি মমতা—অভিমান— অহংভাব ত্যাগ করিতে নিতান্ত কুণ্ঠিত। আমি দেখিতে পাই না জ্ঞাতি বধে আমার ইন্দ্রিয় উচ্ছোষণ জনিত শোক ইন্দ্রিয়ের সর্ব্বদা সন্তাপকর শোক দূর হইবে কিরূপে? রাজ্য লাভই করি বা ইন্দ্রত্বই পাই এই শোক দূর করিবার উপায় ত দেখিতে পাই না।

গোবিন্দ! আমি যুদ্ধ করিব না—যে অর্জ্জুন সকল প্রকার আলস্য ত্যাগ করিয়াছেন—যে অর্জ্জুন সকল প্রকার শত্রুকে পরিতপ্ত করিতে পারেন—সেই অর্জ্জুন ইন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক—অন্তর্যামী শ্রীভগবানকে এইরূপ বলিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

ভগবান্ তখন যেন হাসিতে হাসিতে শোকাবিষ্ট অর্জ্জুনের শোক মোহ দূর করিবার জন্য উপদেশ করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক হইতে গীতার উপদেশ আরম্ভ হইল। মানুষ যে কোন শোকে অভিভূত হয়—তাহার মূলে থাকে একটা মোহ—একটা অন্ধকার। প্রকাশকে আবরণ করিয়া যেমন অন্ধকার ভাসে সেইরূপ জ্ঞানকে আবরণ করিয়া অজ্ঞান ভাসে। অজ্ঞান হইতেই শোক জন্মে—শোকই মানুষকে জড় করিয়া রাখে—সকল প্রকার আলস্য সকল প্রকার অনিচ্ছা—সর্ব্বদা কর্ত্তব্য পরাঙ্মুখতা শোকই আনয়ন করে, ইহাই মানুষের মৃত্যু। স্বধর্ম্ম ত্যাগই মৃত্যু। গুরুতর শোক পাইয়া মানুষ যখন জ্ঞানের উপদেশ শোনে তখন বলে আমার ত জ্ঞান হয় নাই—জ্ঞানের কথা শুনিয়া আমার কি হইবে? বশিষ্ঠাদি ঋষিও পুত্রশোকে অধীর হইয়াছিলেন—আমার মত লোকের যে দুর্দ্দশা হইবে ইহাত সকলেই বুঝিতে পারে। মূঢ় বুদ্ধিতে এইরূপ একটা অশুভজিদ্ আসে। ভগবান এখন যে উপায় সম্মুখে ধরিতেছেন তাহা দেখা যাউক।

অর্জ্জুনের শোক নিবারণ জন্য ভগবান কিন্তু অর্জ্জুনকে জ্ঞানের বিচার শুনাইলেন বলিলেন—দেহীর মরণ নাই, দেহের ক্লেশ নিবারণেরও সাধনা আছে যতদিন সে সাধনা না হইতেছে ততদিন জ্ঞানলাভের চেষ্টা কর—সকল ক্লেশ সহ্য কর। পুনঃ পুনঃ জ্ঞানের বিচার শ্রবণ কর আর শারীরিক ক্লেশ অগ্রাহ্য করিয়া শ্রবণ কর। জ্ঞানের কথা শ্রবণ করিয়া কর্ম্মেরও বিচার শ্রবণ কর। কিরূপে কর্ম্ম করিতে হয় তাহাও শ্রবণ কর। শ্রবণ করিয়াই মনে ভাবিও না তোমার জ্ঞান লাভ হইল। যত্ন বিষয়ে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া করিয়া যত্নসিদ্ধি লাভ কর, করিয়া ভগবানের প্রীতি জন্য তাঁহার আজ্ঞা পালন রূপ কর্ম্ম করিতে থাক—অন্য কোন আকাঙ্ক্ষায় লৌকিক বা বৈদিক কোন কর্ম্ম করিও না—শুধু ভগবানের আজ্ঞা বলিয়া, তিনি প্রীত হইবেন বলিয়া কর্ম্ম করিয়া যাও ক্রমে কর্ম্মের ফল কামনা ত্যাগ হইবে, আসিবে ভগবানের উপর ভালবাসা। ভগবানকে ভালবাসিতে পারিলে প্রথমে ফল

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

নিয়ম

তপঃ, সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, ঈশ্বর পূজন, বেদের বা বেদ প্রমুখ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত শ্রবণ, লজ্জা, মতি বা সুবুদ্ধি, জপ ও ব্রত এই গুলি নিয়ম।

আমি ক্রমশঃ ইহাদের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। ২।

তপ বলে বেদবিধি মত কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি দ্বারা শরীরকে শুষ্ক করা —জ্ঞানিগণ ইহা বলেন। ৩।

মোক্ষ কি? মোক্ষ বা সংসার মুক্তিদ্বারা কি প্রকারে আবার সংসার প্রতিপাদিত হয় ইহা অবলোকন করাকে জ্ঞানবান পণ্ডিতেরা তপস্যা বলেন।

সাঙ্কৃতি। তপঃ স্বাধ্যায় ঈশ্বর প্রণিধান ইহাকে ভগবান্ পতঞ্জলি ক্রিয়া যোগ বলিতেছেন। আপনিও যোগের দ্বিতীয় অঙ্গ যে নিয়ম তাহার প্রথমেই "তপঃ" এর স্থান নির্দ্দেশ করিলেন। এখন বলিতে আজ্ঞা হয় তপঃ কি।

দত্তগুরু। তাপ আর তপ একই। তাপ দেওয়াকে তপস্যা বলে। কতকগুলি শারীরিক প্রক্রিয়া এবং কতকগুলি মানসিক প্রক্রিয়া— এই উভয়ই তপঃ। কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্রত দ্বারা শরীর শোষণ করা তপস্যা। উপবাসকে বিশেষভাবে তপস্যা বলা হইয়াছে। চিত্তশুদ্ধির জন্যই তপস্যার আবশ্যক। উপবাস এবং ব্রতাদি দ্বারা যে চিত্তশুদ্ধি হয় তাহা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়।

সাঙ্কৃতি। আর বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা যাহাকে তপস্যা বলেন তাহা কি?

দত্তগুরু—সংসার নিবৃত্তির জন্য সংসার করাও আবশ্যক ইহার তত্ত্ব জানাও তপস্যা।

সাঙ্কৃতি। ইহা কিরূপ ?

দত্তগুরু। সঙ্কল্প ত্যাগ না করিতে পারিলে সংসার হইতে মোক্ষ হয় না। মোক্ষ বলে, স্বরূপটিকে জানিয়া স্বরূপে স্থিতি। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের মূলে যিনি, যাঁহার উপরে এই দৃশ্য প্রপঞ্চ ভাসিয়াছে সেই অখণ্ড চৈতন্য—সেই পরমাত্মাই সকলের স্বরূপ। এই নবদ্বার পুরীতে এই দেহে তিনিই আছেন। তিনি কিন্তু এই দেহে থাকিয়াও নৈব কুর্ব্বন্-ন কারয়ন্ কিছু করেন না কিছু করানও না। তিনি জ্ঞান স্বরূপ তিনি আনন্দ স্বরূপ। ইনিই আত্মা। আত্মার সঙ্গে ইহার ভেদ নাই। চক্ষুর দোষে যেমন দ্বিচন্দ্র দর্শন হয় সেইরূপ মায়া জনিত অজ্ঞান দ্বারা পরমাত্মা ও জীবাত্মার ভেদ দৃষ্ট হয়। মায়াকৃত উপাধি দ্বারা অখণ্ড পরমাত্মাকে খণ্ড আত্মা বলিয়া দেখা হয়। আর মায়া দ্বারাই পরমাত্মা প্রপঞ্চরূপে ভাসেন। যেমন তরঙ্গ জল ভিন্ন অন্য কিছুই নয় সেইরূপ এই দৃশ্য প্রপঞ্চ তিনি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এই নির্গুণ স্বরূপই মায়াকে স্বীকার করিয়া সগুণ হয়েন, আত্মা হন এবং অবতার হন। যিনি আত্মাকে পরমাত্মা বলিয়া জানেন এবং অনুভব করিতে পারেন—অপরোক্ষানুভূতিতে লাভ করিতে পারেন তিনিই মোক্ষ লাভ করেন। মোক্ষলাভ করিলে সংসার থাকেনা সঙ্কল্প থাকে না। কিন্তু যেমন কর্ম্মজা সিদ্ধি লাভ করিয়া তবে নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিতে স্থিতি লাভ করিতে হয়, যেমন শুভ সঙ্কল্প করিয়া সঙ্কল্প নাশ করিতে হয় সেইরূপ সংসার করিয়া সংসার ক্ষয় করিতে হয়।

সাধারণ লোকে পিতা মাতা পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজন ইহাঁদিগকে সংসার বলে কিন্তু জ্ঞানিগণ বলেন ইহা স্থূল সংসার, সূক্ষ্ম সংসার হইতেছে শরীর। যতদিন না প্রারব্ধ ক্ষয় হয় ততদিন মোক্ষ হয় না —অথবা জ্ঞান লাভে মোক্ষ হইলেও প্রারব্ধ ক্ষয়ের জন্যই সংসারের কর্ম্ম করিতে হয়। সাধারণ মানুষ প্রারব্ধ ক্ষয়ের জন্যই সংসারে

প্রেরিত হয় কিন্তু কি করিয়া প্রারব্ধ ক্ষয় করিতে হয় তাহা জানেনা বলিয়া—কর্ম্ম ক্ষয় কালেও আরও কত কর্ম্ম করিয়া ফেলে এবং সেই জন্য আবার তাহার ক্ষয়ের জন্য পুনঃ পুনঃ সংসারে আইসে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের প্রারব্ধ ক্ষয় ভিন্ন ভিন্ন রূপে হয়। তবে সকলের পক্ষেই প্রারব্ধ ক্ষয়ের প্রধান কর্ম্ম হইতেছে ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ জন্য কর্ম্ম করা। কোন ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া সংসার করিতে গেলেই পুনঃ পুনঃ সংসারে আসিতে হইবেই—কিন্তু ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ জন্য ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতেছি তজ্জন্য সংসার করি ইহাতে সংসার নিবৃত্তি হয়। সংসার করিয়া সংসার নিবৃত্তি বা মোক্ষ এই বিচার দ্বারা কার্য্য করাও মনের শোষণ এই জন্য ইহা তপঃ বা তপস্যা।

সাঙ্কৃতি। শরীর শোষণ বা মনঃ শোষণ রূপ তপস্যা চিত্ত শুদ্ধির জন্য। উপাসনাও কি চিত্তশুদ্ধি জন্য ?

দত্তগুরু। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা আংশিক চিত্ত শুদ্ধি হয় অর্থাৎ রাগ দ্বেষ চিত্ত হইতে বিগলিত হয় কিন্তু উপাসনা দ্বারা উপাস্য আমার কে যখন এই সম্বন্ধ নিশ্চয় হয় তখন কর্ম্ম দ্বারা বাহিরে যে ঈশ্বরকে ভজনা করা হইতেছিল সেই ঈশ্বরকে আপনার হৃদয়ের রাজা বলিয়া ভজনা করা হয়। ইহার দ্বারা পূর্ণ ভাবে চিত্ত শুদ্ধ হয়। ইহার পরেই বিচার দ্বারা নিশ্চয় হয় এই উপাস্যই আমার আত্মা-আমিই সেই পরমাত্মা—ইহাই স্বরূপে স্থিতি।

কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনা কাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড বেদে এই কাণ্ডত্রয় এই জন্য।

বেদে কাণ্ডত্রয়ং প্রোক্তং কর্ম্মোপাসন বোধনম্।
সাধনং কাণ্ডযুগোক্তং তৃতীয়ে সাধ্যমীরিতম্॥

ত্রিবিধো বিদ্যাধিকারী। উত্তমো মধ্যমোঽধমশ্চ। ইত্যাদি।

কর্ম্ম ও উপাসনা কাণ্ডে সাধনা আর শেষটিতে আছে সাধ্য বস্তু

বা স্বরূপ। কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি কর শেষে জ্ঞানানুষ্ঠানে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন কর। ইহাই মুক্তির উপায়।

বেদ অনুসরণ করিয়া গীতাও কর্ম্মজাসিদ্ধি, নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি ও জ্ঞান এই ক্রম দিয়াছেন।

সাঙ্কৃতি—এখন নিয়মের দ্বিতীয় অঙ্গ সন্তোষের কথা বলুন।

দত্তগুরু—যদৃচ্ছাক্রমে আগত বস্তুতে যে সর্ব্বদা প্রীতি তাহাতেই জ্ঞানানুষ্ঠান তৎপর পণ্ডিতগণ সন্তোষ বলিয়া জানেন। ৫।

ব্রহ্মাদি লোক পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়ে বিরক্তি জন্মিলেষে প্রিয় লাভ করা যায়, সর্ব্বত্র বিগত স্নেহ হওয়াকেই পরম সন্তোষ বলিয়া জানিও।

সাঙ্কৃতি—আর আস্তিক্য কাহাকে বলিতেছেন ?

দত্তগুরু—শ্রুতি কথিত কর্ম্ম ও স্মৃতি প্রতিপাদিত কর্ম্মাদিতে যে বিশ্বাস তাহাকেই আস্তিক্য বলে।

সাঙ্কৃতি—যাহারা বেদ মানেনা তাহারা কি তবে নাস্তিক ?

দত্তগুরু—বেদ যাহারা মানেনা তাহারা ব্রহ্মকেও মানে না কারণ বেদ, ব্রহ্ম, ঈশ্বর একই। বেদ যাহারা মানে না তাহারা তাহাদের স্বভাবজ কর্ম্মও জানেনা কাজেই ইহাদের স্বধর্ম্ম কি তাহারও কোন নিশ্চয় হয় না। ইহারা নিজ নিজ মনের অধীনেই চলে। মনের অধীনে চলা আর অনাদি সঞ্চিত কর্ম্মবশে চলা একই কথা। ইহারা প্রকৃতির বশেই চলে কিন্তু প্রকৃতি যে পুরুষের বক্ষে খেলা করিতেছে সেই পুরুষকে ইহারা মানিতে চায় না। ভগবান বলিতেছেন আমিই পৌরুষরূপে সকল নরনারীর মধ্যে আছি "পৌরুষং নৃষু" অনাদি সঞ্চিত কর্ম্মফলে দেহ ধারণ করিতে হয়। দেহ ধারণটা কোন ভোগের জন্য নহে কিন্তু কর্ম্মক্ষয় করিবার জন্য। মানুষ সহ্য করিবার কৌশল জানেনা বলিয়া কর্ম্মক্ষয় করিতে গিয়া বহু নূতন কর্ম্ম করিয়া ফেলে এবং তজ্জন্য আবার বহু বহু জন্ম লাভ করে। এই সমস্ত জন্মে ক্লেশের সংখ্যা

থাকে না। এক এক জন্মে মানুষ পুরাতন কর্ম্ম ভোগ করিতে গিয়া আবার কত প্রকারের নূতন কর্ম্ম করিয়া ফেলে। কিন্তু যিনি পুরাতন কর্ম্ম যাহা আনে আসুক, আমি নূতন কর্ম্ম করিবার জন্য পুরুষকার অবলম্বন করিব, এই ভাবে বেদবিহিত কর্ম্ম জন্য পুরুষার্থ প্রয়োগকে জীবনের ব্রত নিশ্চয় করেন—সমস্ত জীবন ধরিয়া এইদিকে পুরুষকার করেন তিনিই একদিন মনকে নির্ম্মল করিয়া স্বরূপে স্থিতিলাভ করিতে পারেন। মনে করা হউক ঘোর কলিযুগে নাম করাই সকলের জন্য সুলভ সাধনা। অন্য কর্ম্ম জন্য চেষ্টা করিতে হয় না—বিষয় কর্ম্ম, সংসার কর্ম্ম আপনা হইতেই প্রকৃতির তাড়নায় আসিবেই কিন্তু নাম করা রূপ ভগবদ্ প্রাপ্তি কর্ম্মে পুরুষকার চাই—ইহার জন্য চেষ্টা চাই। সর্ব্বদা যিনি সংসার মুক্তির জন্য এই বেদোক্তনূতন কর্ম্ম লইয়া থাকিতে যত্ন করেন তিনিই বেদ ও স্মৃত্যুক্ত কর্ম্মে বিশ্বাস করেন এই জন্য ইনি আস্তিক। আর যাহারা বেদ স্মৃতি ইত্যাদির কর্ম্ম মানেন না—যাঁহারা শাস্ত্র মানেন না, কাজেই পরলোক মানেন না তাঁহারাই নাস্তিক। নাস্তিকগণের মতে বেদ তন্ত্রমন্ত্র স্মৃতি পুরাণ কিছুই মানা উচিত নহে, মন যাহা বলে তাহাই করা উচিত। জগতের নাশের জন্যএই অসুর প্রকৃতির লোকের জন্ম।

সাঙ্কৃতি—এখন দানের কথা বলিতে আজ্ঞা হয়।

দত্তগুরু—ন্যায় পথে ধন অর্জ্জনের জন্য যিনি পরিশ্রম করেন, করিয়া তাহাই বেদের আচরণ মত যিনি চলিতেছেন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেই ন্যায়ার্জ্জিত ধন অথবা ন্যায়ার্জ্জিত অন্য কিছু এইরূপ বৈদিক জনকে যিনি দান করেন, সেইরূপ দানকে আমি দান বলি ॥ ৭ ॥

সাঙ্কৃতি—ভীষণ কলিযুগে যখন মানুষ বেদ মানেনা, শাস্ত্র মানেনা ন্যায় পথে ধনও অর্জ্জন করে না তখন কেই বা দানের পাত্র আর কেই বা দাতা?

দত্তগুরু—বেদ অনুষ্ঠায়ী মানুষের অভাব একেবারেই হইতে পারে না। সংখ্যায় অল্প হইলেও এইরূপ মানুষও থাকে। আবার ন্যায় পথে ধন উপার্জ্জনের লোকও থাকে। এইভাবে দান করা যায়।

কিন্তু দানের আর এক পথ আছে। যাঁহার অর্থ আছে তাঁহার করুণা যদি জাগে তবে তিনি পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়াও ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের জন্য দানের পাত্রকে নারায়ণ বোধে দান করিয়া পুণ্য অর্জ্জন করিতে পারেন।

সাঙ্কৃতি—ঈশ্বর পূজন কিরূপ ?

দত্তগুরু—দোষশূন্য বাক্য এবং সত্য বাক্য দ্বারা হৃদয়কে রাগ দ্বেষ শূন্য করিলে এবং বৈদিক হিংসা দ্বারা হিংসা রহিত কর্ম্ম করিলে ঈশ্বর পূজন হয়।

সাঙ্কৃতি—রাগ দ্বেষ শূন্য হৃদয়ের লক্ষণ কি ?

দত্তগুরু—বাক্য দ্বারা হৃদয় শান্ত কি অশান্ত ইহা বুঝা যায়। বাক্য যখন মনে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মন যখন গুরু বাক্য ও শাস্ত্র বাক্য ভিন্ন অন্য কিছুই গ্রহণ করে না, তখন শান্ত হৃদয় হইতে শান্ত মধুর বাক্যই বাহির হয়। সত্য কথা কি তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—ব্যবহারিক সত্য বাক্য হইতেছে যাহা দেখা বা শোনা যায় তাহা কোন-রূপে পল্লবিত না করিয়া যে বলা তাহাই সত্য বলা। আবার আধ্যাত্মিক সত্য হইতেছে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য অন্য সমস্ত মায়িক—ইহা যে বুদ্ধিতে নিশ্চিত হয় সেই বুদ্ধিযুক্ত মানুষের মুখ হইতে যাহা বাহির হয় তাহাই সত্য। শান্ত মধুর বাক্য এবং সত্য বাক্য বলা ইহাই রাগ দ্বেষ ধৌত শুদ্ধ হৃদয়ের লক্ষণ।

সাঙ্কৃতি—ঈশ্বর পূজন যে কর্ম্ম অর্থাৎ যে কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বর পূজন হইবে সেই কর্ম্ম হিংসাদি রহিত হওয়া চাই—ইহাই ত আপনি বলিয়াছেন। কিন্তু এমন কর্ম্ম কি আছে যাহাতে কোন প্রকার হিংসা হয় না ? পুষ্প চয়ণেও হিংসা আছে—বলি দানাদির কথা ত স্বতন্ত্র।

দত্তগুরু—পূর্ব্বে অহিংসার লৌকিক ব্যাখ্যা ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা হইয়াছে স্মরণ কর। বৈদিক কর্ম্মে যে হিংসা তাহা অহিংসাই। কাজেই যজ্ঞে পশুবধ, যুদ্ধে নর হত্যা ইত্যাদি অহিংসা। আবার

একমাত্র ব্রহ্মই সত্য আর সমস্ত মায়িক, মিথ্যা—মায়ার প্রভাবে সত্যের গায়ে কত কি মিথ্যা ভাসে মাত্র ইহা যাঁহার বোধে দাঁড়াইয়াছে তিনি আর হিংসা করিবেন কোথায় ? এক অখণ্ড দণ্ডায়মান চেতন বস্তুই সত্য—তাঁহারই প্রভাবে সূর্য্য কিরণে মরীচিকা ভাসার মত কত কি ভাসে ইহা যিনি অনুভব করেন তাঁহার কার্য্যে আর অহিংসার স্থান কোথায় ?

সাঙ্কৃতি—ভগবন্ আপনাকে আমি শত শত প্রণাম করি। এই জাবাল দর্শন উপদেশে আপনি অষ্টাঙ্গ যোগের যে উপদেশ দিতেছেন তাহাতে ব্যবহারিক ও বৈদিক দুই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যাহা বলিতেছেন তাহা অপূর্ব্বই। আমি আপনার কথায় ভরিত হইয়া যাইতেছি।

দত্তগুরু—এখন দ্বিতীয় যোগাঙ্গ যে নিয়ম তাহার ষষ্ঠ কার্য্য যে সিদ্ধান্ত শ্রবণ তাহার কথা শ্রবণ কর।

সাঙ্কৃতি—সিদ্ধান্ত শ্রবণ ও বেদান্ত শ্রবণ কি একই ?

দত্তগুরু—বেদান্ত ভিন্ন আর সিদ্ধান্ত কোথায় পাওয়া যাইবে ?

সাঙ্কৃতি—এখন বলুন বেদান্ত শ্রবণে কি করিতে হইবে ?

দত্তগুরু—প্রত্যগাত্মাই-প্রতি দেহে যে আত্মা আছেন তিনিই সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, নিরতিশয় আনন্দ, এবং "সত্যং পরং' ইহা জানিবার জন্য জ্ঞানিগণ বেদান্ত শ্রবণ করিতে বলেন।

সাঙ্কৃতি—কিরূপে ইহা সুসম্পন্ন হয় তাহা যদি দুই চারি কথায় বলেন তবে ভাল হয়।

দত্তগুরু—সমস্ত বেদ যাহা প্রমাণ করিতেছেন তাহা দুই চারি কথায় বলা যায় না। যত সাধন ভজন ইহারই জন্য। তথাপি অল্প কথায় মুল লক্ষ্যের নির্দ্দেশ করিতেছি।

সাঙ্কৃতি—বলুন।

দত্তগুরু—এক অখণ্ড চৈতন্য স্বরূপ সত্য বস্তু দণ্ডায়মান। তাঁহার প্রভায় মরুভূমিতে সূর্য্য কিরণ পড়িয়া যেমন জল ভ্রম হয় সেইরূপে এই জগৎ ভ্রম হইতেছে ; জগতকে ভ্রম বলিতে যিনি পারিয়াছেন তিনি যথার্থ সত্য বস্তুটি ধরিতে পারিয়াছেন। পরমাত্মাই একমাত্র সত্য।

মায়া দ্বারা যখন নানা বস্তু তাঁহাতে ভাসে তখন তিনিই উপাধি যোগে খণ্ড জীব চৈতন্য মত যেন ভাসেন। ফলে জীব ভাব ও ঈশ্বর ভাব মায়া কল্পিত। জীব আত্মাই আপন স্বরূপে নিগুর্ণ, সগুণ ও অবতার। জীব ভাব যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ দুঃখ। জীব আপন স্বরূপ যে পরমাত্ম ভাব তাহা প্রাপ্ত হইলেই সর্ব্ব দুঃখ হইতে চিরতরে মুক্তি লাভ করিতে পারে। বেদান্ত শ্রবণে আত্মা কি, জগৎ কি, এই বিচার নিশ্চয় হয়; বিচারাই দীর্ঘ সংসার রোগের একমাত্র প্রতীকার।

সাঙ্কৃতি—হ্রী ও মতি সম্বন্ধে কিছু বলিতে আজ্ঞা হয়।

দত্তগুরু—বেদমার্গে ও লৌকিক মার্গে যে কর্ম্ম কুৎসিত বলিয়া কথিত হয় সেই কার্য্য করিতে যে লজ্জা তাহাকে হ্রী বলে। কেবল বৈদিক কর্ম্মে যে শ্রদ্ধা তাহাকে মতি বলে।

সাঙ্কৃতি—বেদ যে সকল কর্ম্মকে নিষিদ্ধ কর্ম্ম বলেন সেই সকল কর্ম্ম করিতে যে লজ্জা তাহাকেই ত হ্রী বলিতেছেন?

দত্তগুরু—নিষিদ্ধ কর্ম্ম করাত দূরের কথা কিন্তু নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিতে যে লজ্জা তাহাই হ্রী। লোকাপবাদেও যাহার লজ্জা নাই তাহার হ্রী নাই। বৈদিক কর্ম্মে যখন শ্রদ্ধার উদয় হয়, বৈদিক কর্ম্ম পালনে যখন সাধ্যগত চেষ্টা হয় তখন বুঝিতে হইবে "মতি" বা বুদ্ধি উত্তম পথে চলিতেছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের ১১ মন্ত্রের পাঠ যাহা লেখা হইয়াছে তাহা মনে হয় অশুদ্ধ।

অশুদ্ধ পাঠ।

গুরুণা চোপদিষ্টোঽপি তত্র সম্বন্ধ বর্জ্জিতঃ।
বেদোক্তেনৈব মার্গেণ মন্ত্রাভ্যাসো জপঃ স্মৃতঃ॥ ১১

শুদ্ধ পাঠ।

গুরুণা চোপদিষ্টোঽপি বেদ বাহ্য বিবর্জ্জিতঃ।
বিধিনোক্তেন মার্গেণ মন্ত্রাভ্যাসো জপ স্মৃতঃ॥

বন্ধু বান্ধব, সদ্‌গুণ সকলই ত স্মরণ হইতেছে কিন্তু সে সব গেল কোথায় ? আমার এই বর্ত্তমান বিভবে আস্থা কি ? ব্রহ্মার ব্রহ্মাণ্ড ও লয় হয়, বড় বড় রাজাদের সম্পদ সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে তবে আমার এই সামান্য ঐশ্বর্য্যে বিশ্বাস কি ? লক্ষ লক্ষ ইন্দ্র জল বুদ্‌বুদের মত কালসাগরের গ্রাসে পড়িয়াছে—জীবনের উপরে আমি আমি এই আস্থা ত্যাগ করিতেছি না—দেখিয়া সাধুগণ—আমায় উপহাস করিবে নিশ্চয়।

ব্রহ্মণাং কোটয়ো যাতাঃ গতাঃ সর্গপরম্পরাঃ।
প্রয়াতাঃ পাংশুবৎ ভূপাঃ কা ধৃতি র্মম জীবিতে ॥ ২৪

কোটি কোটি ব্রহ্মা গত হইল—কত সৃষ্টি লয় হইল, ধূলি মুষ্টির মত কত রাজা শূন্যে মিশিয়া গেল তথাপি আমার জীবনে এত আস্থা থাকিবে ? তমোময় সংসার রাত্রির দুঃস্বপ্নে এই যে একটা দেহ ভ্রম আসিয়াছে তাহাকে অমর্য্যাদা করিতেছি না—এ কি অবিবেকিতা ? আমি, তিনি, উনি এই সমস্ত অসৎ কল্পনা মাত্র। অহং পিশাচের কবলে পড়িয়া একি মোহে আছি ? কত দিন গেল কত রাত্রি গেল—চিরদিন থাকিল কে ? ক্ষণে ক্ষণে আয়ু ফুরায় দেখিয়াও দেখি না। হে আসক্তি আমার উপরে তোমার এই নৃত্য কেন ? জগতের ঈশ্বর যাঁরা তাঁরাও কাল কাপালিকের ক্রীড়া পুত্তলিকা। সরোবরে যেমন সারসগণ নৃত্য করে সেইরূপ আমার চিত্তে ভোগ বিলাসই নৃত্য করিতেছে। হায় ! আত্ম দৃষ্টির স্ফুরণ কোথায় ?

কষ্টাৎ কষ্টতরং প্রাপ্তো দুঃখাৎ দুঃখতরং গতঃ।
অদ্যাপি ন বিরক্তোঽস্মি হা ধিগ্মামধমাশয়ম্ ॥ ৩১

কত কষ্ট হইতে অধিকতর কষ্ট পাইলাম কত দুঃখ হইতে অধিকতর দুঃখ পাইলাম ; অদ্যাপি বিরক্তি আসিল না ! অধমাশয় আমি ! আমাকে ধিক্।

যেষু যেষু দৃঢ়া বদ্ধা ভাবনা ভব্যবস্তুষু।
তানি তানি বিনষ্টানি দৃষ্টানি কিমিহোত্তমম্ ॥ ৩২

আমি এতাবৎকাল যে যে বস্তুতে দৃঢ় অনুরাগ রাখিয়া ছিলাম, যাহা যাহা রমণীয় বোধ করিতাম সেই সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে; তবে এই সংসারে এমন কি আছে যাহাকে আমি উত্তম বলিতে পারি? মধ্যে মনোরম বয়স, পর্য্যন্তে মনোরম ধর্ম্ম, আপাত মনোরম বিষয় সকল—যাহা যাহা মনোরম ভাবিয়াছি তাহাই এখন দেখিতেছি অপবিত্র, কেননা সমস্তই বিনাশ দোষে দূষিত। মানুষ যাতে যাতে আস্থা বা অনুরাগ বাঁধে সে সমস্তই জন্ম বিনাশ এই দোষে অপবিত্র। অজ্ঞ যাহারা তাহাদের ভবিষ্যতেও বিশ্রান্তি প্রত্যাশা ত নাই দেখিতেছি। জড় মানুষ দিন দিন রাগ দ্বেষাদি বৃদ্ধি জন্য অধিক পাপদশায় পড়ে, হিংসাদি করায় অধিকক্রূর দশায় পড়ে, আবার তৎফলকালে খেদকরী দশা প্রাপ্ত হয়। মানুষ বাল্যে অজ্ঞান হত থাকে, যৌবনে কাম হত হয় আর শেষ বয়সে কলত্র চিন্তাতে আর্ত্ত হয়, হায় জড় প্রকৃতির মানুষ কবে কি করিবার সময় পায়?

আগমাপায়ি বিরসং দশাবৈষম্য দূষিতম্।
অসারসারং সংসারং কিং তৎ পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ॥ ৩৭

সংসার আগমাপায়ি—আদিতেও ছিল না, অন্তেও থাকে না। সংসার ভোগকালেও বিরস। সংসার দারিদ্র্য রোগ বার্দ্ধক্যাদি দশা বৈষম্যে দূষিত। সংসার অসার তথাপি ইহা সার বুদ্ধিতে গ্রহণ করা হইয়াছে। হায় দুষ্টবুদ্ধি আমরা—আমরা ইহাতে কিজন্য আসক্ত হই? রাজসূয় যজ্ঞই কর বা অশ্বমেধ যজ্ঞই কর, শত যজ্ঞই কর, কিছুদিনের জন্য স্বর্গভোগ—কিন্তু তার পর? স্বর্গই বল পাতালই বল পৃথিবীই বল ভ্রমে পতিত হইতে হয়না এমন স্থান কোথায়?

নিজ চেতো বিল ব্যালাঃ শরীরস্থল পল্লবাঃ।
আধয়োব্যাধয়শ্চৈতে নিবার্য্যন্তে কথং কিল॥ ৪০

মনের ব্যাধিসকল নিজ চিত্তগর্ত্তে সর্পের মত বাস করিতেছে, শরীরের ব্যাধিসকল শরীর রূপ বৃক্ষের পল্লব রূপে তুলিতেছে—কি

করিয়া ইহাদিগকে নিবারণ করা যায় ? যাহা বর্ত্তমানে দেখিতেছি তাঁহার মস্তকে অসত্যতা বিদ্যমান, যাহা এখন রমণীয় তাহার মস্তকে অরমণীয়তা বিদ্যমান, সুখের মস্তকে দুঃখ, আমি কি আশ্রয় করিব ?

জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ প্রাকৃতাঃ ক্ষুদ্র জন্তবঃ।
ধরা তৈরেব নীরন্ধ্রা দুর্ল্লভাঃ সাধু সাধবঃ ॥ ৪২

প্রাকৃত অর্থাৎ স্বাভাবিক অজ্ঞানে মোহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু সকল অজস্র জন্মিতেছে ও মরিতেছে ; ধরা তাহাদের ভারেই নিবিড়-ভরিত। সাধু সজ্জন দুর্ল্লভ। নীলোৎপলনয়না, ভ্রমর নয়না, অকৃত্রিম প্রেমে যাহারা ভূষিত, সেই সকল বিলাসিনী কেবল হাস্যেরই আস্পদ কারণ তাহারা কয়দিনের জন্য ? যাহাদের নিমেষে উন্মেষে জগতের প্রলয় ও সৃষ্টি হইতে পারে সেই সকল মহাপুরুষেরাও আছেন "মাদৃশাং-গণনৈব কা" আমার মত লোকের কথা কি ? রম্যতর হইতেও রম্য, সুস্থির অপেক্ষাও সুস্থির আছে, অর্জ্জন রক্ষণ বিয়োগাদি চিন্তা-তেই তাহাদের শেষ—পদার্থশ্রীত এইরূপ—তৎপ্রাপ্তির আবার ইচ্ছা করিব কি ? নানা রত্ন গজ বাজি ধন দারাদি বিচিত্র সম্পদ তাহাও চিত্ত ভাবিয়া লয় বলিয়াই ঐরূপ কিন্তু তাহাও বহু প্রযত্ন লভ্য, অতি দুঃখে রক্ষণীয় এই সমস্তই মহা আপদ বলিয়া মনে করি। বিচিত্র আপদ সমূহ ও যদি শ্রেয় মনে করা যায় তাহাও কিন্তু বহু প্রযত্ন লভ্য বিবেক বৈরাগ্যরূপ সম্পদের কারণ বলিয়া মনে হয়। তবেই হইল অসৎ জগতে মমতা বৃদ্ধিই বিপদ, বিচারপূর্ব্বক তাহাদের ক্ষয় করাই সম্পদ। সমুদ্র তরঙ্গে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র বিম্বের মত ক্ষণভঙ্গুর মনের বিবর্ত্ত ; এই তুচ্ছ জগতে আমি আমার রূপ অক্ষর মালিকা কোথা হইতে আসিল ? জগতের এই স্থিতি কাকতালীয় ন্যায়ে সম্পন্ন হইয়াছে, হইতেছে সুতরাং তাহাতে হেয় উপাদেয় কল্পনা ধূর্ত্ত—ভোগলম্পট মনেরই কৃত। পতঙ্গ যেমন অগ্নি দেখিয়া তাহার প্রতি ছুটিয়া যায় তদ্রূপ আমিও বৃথা আত্মনাশক পদার্থে অনুরক্ত হইয়া আছি। দেশ কাল বস্তু দ্বারা পরিচ্ছন্ন যাহা, যাহা ত্রিতাপ তাপে তপ্ত, তাদৃশ সুখ নামক বোধের প্রতি আমি কি জন্য অনুরক্ত ?

বরমেকান্তদাহেষু লুণ্ঠনং রৌরবাগ্নিষু।
ন ত্বালুনবিবর্ত্তাসু স্থিতং সংসার বৃত্তিষু॥ ৫১
সংসার এব দুঃখানাং সীমান্ত ইতি কথ্যতে।
তন্মধ্যপতিতে দেহে সুখমাসাদ্যতে কথম্॥ ৫২

বরং একান্ত দাহকর রৌরবাগ্নিতে লুণ্ঠিত হওয়া ভাল কিন্তু এই সুখ পরক্ষণেই দুঃখ এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল সংসারে অবস্থান করা কিছুতেই উচিত নহে।

যতপ্রকার দুঃখ আছে তাহার চরম সীমা হইতেছে সংসার। তাহার মধ্যে পতিত এই দেহ, ইহা দ্বারা সুখের আস্বাদন কিরূপে হইবে? মহা দুঃখই হইতেছে সংসারে স্বাভাবিক। যাহারা এখানে অবস্থানে সুখ পায়—তাহারা খড়গাঘাতের অনুভবের কাছে কষাঘাতের অনুভব যেমন তাহাকেই সুখ মনে করে। শ্রুতি স্মৃত্যাদি প্রমাণ কুশল মেধাবী বিচার পটু হইয়াও আমি আজ কাষ্ঠ লোষ্ট্রের ন্যায় জড়ভাবে স্থিত মূর্খের সমান হইয়া রহিলাম। এই সংসার বৃক্ষের মূল হইতেছে মন—ইহাও সঙ্কল্পময়। এই বৃক্ষের সহস্র সহস্র অঙ্কুর— এইগুলি সঙ্কল্প ইহাদের সহস্র সহস্র শাখা—ইহারা অসংখ্য দেহ, অসংখ্য জগৎ, আত্মা হইতেছেন সমষ্টি অবয়বী বৃক্ষ সুখ দুঃখাদি ইহার ফল, রাগ লোভাদি পল্লব। এই সমস্ত লইয়া সংসার বৃক্ষ শোভা পাইতেছে।

সঙ্কল্পমেব তন্মন্যে সঙ্কল্পোপশমেন তৎ।
শোষয়ামি যথা শোষ-মেতি সংসার পাদপঃ॥ ৫৩

সংসার বৃক্ষটা সঙ্কল্প মাত্র। আমি সমস্ত সঙ্কল্পের উপশম করিয়া এমন ভাবে ইহার মূল বিনষ্ট করিব যাহাতে এই সংসার সঙ্কল্প পাদপ একেবারে শুষ্ক হইয়া যায়। শুধু আকারটাই সুন্দর, মর্কটের মত চপল এই মনের বৃত্তি আমি জানিয়াছি আজ হইতে আমি এই আত্মনাশ কর মনোবৃত্তির প্রতি কিছুতেই আসক্ত হইব না। শত শত আশা রজ্জুতে বদ্ধ হইয়া সংসারে অধোগতি কখন বা উর্দ্ধগতির দুঃখ প্রাপ্ত

হইলাম—আমি পরিশ্রান্ত হইয়াছি এখন আমি বিশ্রাম লাভ করিব ইদানীং বিশ্রামাম্যহম্। হায়! আমি হত হইলাম, বিনষ্ট হইলাম, মরিলাম বলিয়া কতই কাঁদিয়াছি—এই সমস্ত ছাড়িলাম ইদানীং নানুরোদিমি এখন আর কাঁদিব না। আমি জাগিয়াছি, আজ আমার আনন্দের দিন। আমি আত্মরত্নাপহারী এই চোর মনকে দেখিয়াছি ইহাকে বধ করিব...এই চোরই চিরদিন আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আমার মনোরূপ মণি এতদিন অবিদ্ধ ছিল, এখন বিদ্ধ হইয়াছে এতকাল পরে ইহাতে শম দমাদি গুণ বা সূত্র চালাইব। আমার মনোরূপ তুষার কণিকা বিবেক সূর্য্যের আতপে অচিরেই শুষ্ক হইয়া যাইবে। বহু সিদ্ধ সাধু আমাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছেন এখন আমি পরমানন্দ সাধন পরমাত্মার অনুগমন করিব।

আত্মানং মণিমেকান্তে লব্ধে বা লোকয়ন্ সুখম্।
তিষ্ঠাম্যস্তমিতান্যেহঃ শরদীবাচলেম্বুদঃ ॥ ৬৪

আমার এই হারাধন আত্মরত্নকে লাভ করিয়া আমি নির্জ্জনে ইহাকে দেখিব আর সুখে অবস্থান করিব। শরৎ কালে হিমালয়ে মেঘ সকল যেমন সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অবস্থান করে আমিও সেইরূপ অন্য সমস্ত চেষ্টা ত্যাগ করিয়া ঐ হারাধন লইয়াই থাকিব।

আহা! বিবেক গুরু তোমাকে আমি নমস্কার করি। তোমার প্রসাদে এই দেহ আমি এই ধনরত্ন আমার—এই সমস্ত অসত্যের স্ফুরণকে বিচার বলে দূর করিয়া মনোরূপ অতিবলবান্ রিপুকে নিঃশেষে নিপাত করিয়া উপশম প্রাপ্ত হইব।

উপশম ১০ সর্গ।

জনক রাজার কর্ত্তব্য নিশ্চয়।

বশিষ্ঠ দেব বলিলেন জনক রাজ এই সমস্ত চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে প্রতীহারী সূর্য্যের রথাগ্রে অরুণের প্রবেশের ন্যায় তাঁহার নিকটে আসিলেন। প্রতীহার বলিতে লাগিলেন দেব! আপনার ভুজস্তম্ভে সমস্ত ভূমণ্ডল বিশ্রাম লাভ করিতেছে। রাজোচিত দিন ব্যাপার সম্পাদন জন্য গাত্রোত্থান করুন। স্ত্রীগণ কুসুম-কর্পূর-কুঙ্কুম বাসিত জলপূর্ণ ঘট লইয়া স্নান ভূমিতে মুর্ত্তিমতি নদী দেবতার মত অপেক্ষা করিতেছে। আপনার স্নান মণ্ডপ পদ্মের সহিত মৃণাল রজ্জুরচিত—কমল কহ্লার কাননবৎ ঐ স্নানমণ্ডপে ভ্রমর নিকর শব্দ করিতেছে। কমলিনী সমূহ দ্বারা স্নানভূমি, সরসী তীর ভূমির মত মনে হইতেছে; স্নানের পরে আপনার সেবার জন্য চামর রথ হস্তী অশ্ব ছত্র অপেক্ষা করিতেছে। পুষ্পপূর্ণ পক্ব যবাঙ্কুরাদি পরিস্কৃত মনোহর পাত্রে আপনার দেবার্চ্চনা গৃহ সজ্জিত! কৃতস্নান পবিত্রপাণি, অঘমর্ষণজপ পরায়ণ দক্ষিণা দান যোগ্য ব্রাহ্মণগণ আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আপনার ভোজনভূমি আপনার কান্তা সকল চন্দন জল সেকে শীতল করিয়া চঞ্চল চামর হস্তে আপনার সেবার জন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

শীঘ্রমুত্তিষ্ঠ ভদ্রংতে নিয়তং কার্য্যমাচর
ন কালমতিবর্ত্তন্তে মহান্তঃ স্বেষু কর্ম্মসু॥ ৯

শীঘ্র গাত্রোত্থান করুন, আপনার মঙ্গল হউক, নিত্য কর্ম্ম আচরণ করুন। মহাপুরুষেরা আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মে কখন বৃথা কাল হরণ করেন না।

প্রতীহার পতি এইরূপ বলিলেও রাজা “চিত্রাং সংসারস্থিতিং” বিচিত্রা সংসার স্থিতির কথা সেইরূপই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

রাম—যখন প্রবল বৈরাগ্য আইসে তখন কি নিত্যকর্ম্ম বাদ দেওয়া চলে ?

বশিষ্ঠদেব—না তাহা চলেনা। সকল কার্য্যেরই সীমা আছে। নিত্যকর্ম্ম বাদ দেওয়া সীমা অতিক্রম করা। রাজা জনকের ব্যবহারে দেখিবে এ ক্ষেত্রে কিরূপ বিচার আবশ্যক।

রাম—বলুন।

বশিষ্ঠদেব—রাজা প্রতীহারীর কথা শুনিলেন—শুনিয়াও বিচার করিতে লাগিলেন রাজ্য কি ? রাজা হাওয়ায় সুখই বা কি ? এই ক্ষণভঙ্গুর রাজত্বে ত কোন প্রয়োজনই দেখিতে পাই না। এই মিথ্যা শম্বর ডম্বর—মিথ্যা শাম্বরী মায়া বিলাস—সমস্তই পরিত্যাগ করা উচিত। এই মৃগতৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া আমি একান্তে প্রশান্ত বারিধির মত অবস্থান করিব। এই অসৎপ্রায়, বৃথা ভোগ বিজৃম্ভণে আমার কি লাভ ? আমি সমস্ত কর্ম্মত্যাগ করিয়া, কেবল সুখ—দুঃখ লেশ শূন্য নিরতিশয় সুখে স্থিতি লাভ করিব। জন্ম জরা জড়তা এই সমস্ত জম্বাল-শৈবাল শান্তির জন্য, রে চিত্ত ! তুমি ভোগের অভ্যাসরূপ ভ্রম চতুরাই ত্যাগ কর। ভোগের ভ্রম কি জান ? বিষয়ে অভিলাষ, তৎপ্রবৃত্ত তাহার উপভোগ তৎস্মরণ যে যে অবস্থায়, চিত্ত ! এই সমস্ত ভ্রম দেখিবে তাহাতেই জানিও মহাদুঃখে পড়িবে "পরমং দুঃখমেষ্যসি"। ভোগ করিব এই আশায় প্রবৃত্ত হইয়া দেখিবে ভোগের শক্তি নাই তজ্জন্য অথবা লোকভয়ে শাস্ত্রভয়ে ভোগে নিবৃত্তি—এই ভাবে বার বার বহুবার কখন প্রবৃত্ত কখন নিবৃত্ত হইতেছ কিন্তু চিত্ত! তুমি সকল ভোগভূমিতে বিচরণ কর কখনও তৃপ্তিং ন গচ্ছতি—ভোগে কখন তৃপ্তি পাইবে না। অতএব রে পাপ চিত্ত ! এই তুচ্ছ ভোগচিন্তা ত্যাগ কর। ভোগটা কৃত্রিম সুখ—ইহা অনর্থ বীজ। ইহা ত্যাগ করিয়া যাহা অকৃত্রিম তৃপ্তি তাহাই লাভ কর।

রাজা জনক এই চিন্তা করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। চিত্ত শান্ত হইয়া গিয়াছে, ইহার কোন চপলতা নাই—রাজা চিত্রলিখিতের ন্যায় স্থির। রাজচিত্ত অনুসরণে সুশিক্ষিত প্রতীহারী গৌরবে ও ভয়ে

আর কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। জন জীবিত—প্রাণি জীবন নিদান রাজা ক্ষণকাল তুষ্ণীম্ভাবে থাকিয়া শমগুণ বিশিষ্ট মনে পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন—এখানে এমন উপাদেয় কি আছে যাহার সাধনা জন্য যত্ন করিতে পারা যায়? অবিনাশী এমন কি আছে যাহাতে আমি "ধৃতিং বধ্নামি"—যাহাতে আমি আস্থা বা অনুরাগ বন্ধন করিতে পারি? কার্য্য পরতাতেই বা আমার প্রয়োজন কি—ক্রিয়া শূন্য হওয়াতেই বা কোন্ প্রয়োজন? এখানে যাহা উদিত বা জন্ম প্রাপ্ত হইতেছে তাহা বিনাশ বর্জ্জিত কখনও নয়—জন্মিলে অবশ্যই বিনাশ থাকিবেই। এই শরীর—ইহা অসদুত্থিত—ইহা মরুমরীচিকার মত মিথ্যাই উঠিয়াছে। এই শরীর ক্রিয়াবান হউক বা অক্রিয়াবান হউক দেহ চলন বা অচলন দশাতে তুল্যরূপে স্থিত চিন্মাত্র স্বভাব যে আমি, তাহাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি কি? আমি আর অপ্রাপ্ত কর্ম্মের বাঞ্ছা করিব না এবং প্রাপ্ত কর্ম্মও ত্যাগ করিব না। আপনি আপনি নিরতিশয় আনন্দ আত্মাতেই থাকিব।—প্রারব্ধবশে যাহা উপনীত হইবে তাহাতেই স্পন্দিত হইব; না আসিলে যেমন আছি তেমনিই থাকিব। আমা কর্ত্তৃক কিছু কৃতও হয় না, অকৃতও হয় না; ক্রিয়াবান্ থাকি বা অক্রিয় থাকি আমি স্বরূপে যাহা তাহা ভিন্ন যাহা কিছু প্রাপ্ত হইতেছি তাহাই অসৎ—তাহাই মিথ্যা—তাহাই মরু মরীচিকার মত ভ্রান্তি মাত্র। আমি কিছু করি বা না করি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মই হউক বা লোকপ্রাপ্ত কর্ম্মই হউক—এই সংসারে উপাদেয় বলিয়া বাঞ্ছা করিতে পারি এমন কিছুই নাই। যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মে উত্থিত হইয়া এই দেহ কোন কিছু কর্ম্মে স্পন্দিত হয় হউক। অস্পন্দিত এই দেহ ক্রিয়াহীন এই দেহ শুষ্ক হইয়া যাইবে ইহারই বা আবশ্যক কি?

স্থিতে মনসি নিষ্কামে সমে বিগতরঞ্জনে।
কায়াবয়বজৌ কার্য্যৌ স্পন্দাস্পন্দৌ ফলে সমৌ॥ ২৮

মন যদি নিষ্কাম হইয়া এবং বিষয়ানুরাগ রঞ্জিত না হইয়া সমভাবে অবস্থান করে, দেহ ও হস্তপদাদি অবয়বজনিত কার্য্যের স্পন্দন বা অস্পন্দন পাপ পুণ্যোদয় লক্ষণ ফল সমানই।

কর্ম্মাজাস্তু ফলশ্রীষু মনসা কর্ত্তৃভোক্তৃতে।
তস্মিন্ প্রশান্তিমায়াতে কৃতমপ্যকৃতং নৃণাম্॥ ২৯

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে।

২৫শ বর্ষ। | আষাঢ়, ১৩৩৭ সাল। | ৩য় সংখ্যা

"প্রেম-স্বামী"।

শুধু তুমি ভালবেস
আমারে হে হৃদয়-স্বামী।
তোমার প্রেমে নাই বিরহ
তাই আমি সে প্রেমকামী॥
মিলেছিল অনেক বন্ধু,
কিন্তু ওহে প্রেম-সিন্ধু
তাদের প্রাণে নাই প্রেমবিন্দু,
(শুধু) স্বার্থভরা হৃদয়খানি॥
ভালাবাসা তাদের, প্রাণে
বিরহ, বেদনা দানে;
ভেঙ্গে দেয় মোর কোমল পরাণ
কাঁদি আমি দিনযামী॥
তোমার প্রেম যে অসীম অপার
ডুবেছে তায় পরাণ যাহার—
সে যে মুগ্ধ হয়ে, মত্ত হয়ে
গেছে ওহে প্রেমস্বামী॥

(ওগো) সেই প্রেমেতে আমায় ডুবাও
আমার আমিত্ব ঘুচাও;
শেষে ডুবে যাব অতল প্রেমে
মুগ্ধ হয়ে আমি॥

নৌকা ডুবি।

যাহা সম্মুখে পড়ে তাহাই যদি চক্ষু দেখে আর মনে মনে তাহার সমালোচনা করে, কর্ণ যদি সকল কথাই শুনে আর ভাল মন্দ ভাবনা করে, বাক্ যদি লোকসঙ্গে সকলের কথায় যোগ দান করে এবং নিজের মতামত প্রকাশ করে, তবে জানিও তোমার ইন্দ্রিয় বিষয় লইয়া আছে এবং বিষয়ে বিচরণ করিতেছে। ইন্দ্রিয় যখন বিষয়ে চরিতে থাকে মনও তখন ইন্দ্রিয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিবেই। এইরূপ মনের—এইরূপ পুরুষের জ্ঞান রত্ন যখন চুরি হইয়া যায় তখন প্রমত্ত কর্ণধারের নৌকাকে বায়ু যেমন সমুদ্র মধ্যে ঘূর্ণিত করিয়া ডুবাইয়া দেয় সেইরূপ অসংযমীর দেহ নৌকাও সংসার সমুদ্রে ডুবি হইয়া যায়। এই যে যা তা দেখ, যা তা শুন, যা তা কথা কও এই সমস্তই বিষয়ে আসক্তি। বিষয় মিথ্যা, বিষয়াসক্তি মৃত্যু সর্ব্বদা ইহার দৃঢ় অভ্যাস যদি না কর তবে বুঝিও তুমি শঠ, ভোগ লম্পট। রক্ষা পাইতে চাও তবে সমস্ত অনাত্মার বস্তুতে বৈরাগ্য অভ্যাস কর।

ভরা ডুবি হইতে যদি না চাও তবে পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হও। নাবিক মনে করিল এখন হইতে পাল খাটাইবার আয়োজন করিবার দরকার নাই—আকাশ ত বেশ পরিষ্কার—বায়ুর বেগও আদৌ নাই—কোথাও মেঘের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই বেশ পাড়ী দিয়া চলিয়া যাইব—এই ভাবিয়া নাবিক নৌকা ছাড়িয়া দিল—পূর্ব্ব হইতে কোন কিছুরই আয়োজন করিল না। নৌকা আসিল মাঝ "গাঙ্গে"। অকস্মাৎ বিদ্যুৎ চম্‌কাইল, মেঘের শব্দ হইল, বায়ু প্রবল বেগে বহিতে লাগিল—এক মুহূর্ত্তে এই সব হইতে লাগিল—নাবিক পাল খাটাইবার

চেষ্টা করিতে না করিতে নৌকা ডুবি হইয়া গেল। নাবিকের মত তুমিও যদি প্রমত্ত হও—পূর্ব্ব হইতে সাবধান না হও তবে একক্ষণেই তোমার নৌকা ডুবিবেই। পূর্ব্ব হইতে ইন্দ্রিয়জয়ে যদি চেষ্টা না কর, ইন্দ্রিয় সমূহকে বিষয়েই যদি ছাড়িয়া রাখ তবে তোমার অকালেই নৌকাডুবি হইবে।

ইন্দ্রিয় সংযম সহজে হয় না, হট করিয়া ইন্দ্রিয় নিগ্রহ হয় না। ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ণ মাত্রায় হয় তখন যখন তুমি এক দিকে দৃঢ়ভাবে বিষয় বিরক্তি অভ্যাস কর এবং অন্য দিকে সর্ব্বদা ভগবানের নাম, ভগবানের রূপ, ভগবানের লীলা, ভগবানের স্বরূপ লইয়া থাকিতে প্রাণপণ কর। এক কথায় বৈরাগ্য অভ্যাস ও জপ ধ্যান আত্মবিচার লইয়া সর্ব্বদা থাকিতে চেষ্টা করা—ইহাই সাধনা।

শুনিবে এই সাধনার কথা? যদি প্রয়োজন না বুঝিয়া থাক, তবে শুনিতে রুচি হইবে না। পিপাসা না পাইলে জল পানে কে প্রবৃত্ত হয়? যদি ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী মন তোমায় কি জ্বালা দেয়, শেষে কেমন করিয়া বহু রোগ উৎপন্ন করিয়া অকালে তোমার প্রাণ সংহার করে, অন্ততঃ অন্য লোকের এই দশা দেখিয়াও যদি আপনার অবস্থা না দেখ—তবে ঐ প্রমত্ত নাবিকের মত নিশ্চয়ই তোমার নৌকাডুবি অসময়েই হইয়া যাইবে।

ইন্দ্রিয় সংযমের প্রয়োজন কিন্তু সকলেরই সর্ব্বদা আছে তথাপি যদি না শুন তবে অকালে মরিবেই অথবা যদি দুষ্ট লোকের পরামর্শ শুন অর্থাৎ যদি পাপ একটু আধটু হয় হউক,তথাপি সমস্ত ভোগ ত্যাগ করিতে যাইওনা—একটু আধটু পাপ হইলেও শেষে ইন্দ্রিয় সংযম আপনিই হইয়া যাইবে, মূঢ়, দুরন্ত অদূরদর্শী লোকের এই মূল ঘাতক উপদেশ শুনিয়া মজিওনা—শাস্ত্রের কথা শ্রবণ কর, করিয়া প্রথম হইতেই সতর্ক হও।

তোমার মধ্যে যেমন একজন রাজাও আছেন সেইরূপ আর এক প্রবল প্রতাপশালী মন্ত্রীও আছে।

দৃষ্টে তস্মিন্ মহীপালে স মন্ত্রী বশমেতি চ।
তস্মিংশ্চ মন্ত্রিণ্যাক্রান্তে স রাজা দৃশ্যতে পুনঃ॥
যাবন্ন দৃষ্টো রাজাহসৌ তাবন্ন মন্ত্রী জীয়তে।
মন্ত্রী চ যাবন্ন জিতস্তাবদ্রাজা ন দৃশ্যতে॥

রাজাকে দেখিলে তবে মন্ত্রী বশ হইবে আবার মন্ত্রীকে পরাজয় করিতে পারিলে তবে রাজ দর্শন হইবে। যতদিন রাজদর্শন না হইতেছে ততদিন মন্ত্রীকে

জয় করিতে পারিবে না, আবার মন্ত্রীকে জয় যতদিন না করিতে পারিতেছ ততদিন রাজদর্শনও হইবে না।

সংশয়ে পড়িলে কি? মন্ত্রী জয় না হইলেও রাজা দর্শন হইবে না আবার রাজ দর্শন না হইলেও মন্ত্রী জয় হইবে না—ইহা কিরূপে হইবে?

হাঁ—সমকালে এই দুইয়েরই অভ্যাস করিতে হইবে। ইহাই ত একমাত্র করণীয়—তবেই মানুষ হওয়া যায় নতুবা কাম ক্রোধাদি পশুর দাস হইয়া অকালে "স্বাধিকারচ্যুত" ও নৌকাডুবি। বুঝিতেছত এই রাজা কে? আর এই মন্ত্রীই বা কে? ভগবান্ বশিষ্ঠ উপদেশ দিতেছেন—

বালবল্লালয়িত্বৈনং যুক্ত্যা নিয়ময়ন্তি যে।
রাজানং তং সমালোক্য পদমাসাদয়ন্তিতে॥

"লালয়েৎ চিত্ত বালকং" চিত্ত বালককে বশ করিলে ইহাকে বালকের মত কিছু দিতে হইবে এবং মুহুর্মুহু বিষয় দোষ খ্যাপন করিয়া বঞ্চনা করিতে হইবে। "লালয়িত্বা অল্পবিষয় প্রদানেন মুহুর্বিষয় দোষখ্যাপনেন বঞ্চয়িত্বা।" একেবারে বিষয় সমূহ বর্জ্জন করা নয় কিন্তু সামান্য ভোগ দিয়া এবং পুনঃ পুনঃ ভোগের দোষ সকল উল্লেখ করিয়া ইহাকে বঞ্চনা করিতে হইবে। যুক্তি দ্বারা মনকে নিয়মিত করিতে হইবে। যুক্তি হইতেছে—

বিষয়ান্ প্রতি ভোঃ পুত্র সর্ব্বানেবহি সর্ব্বথা।
অনাস্থা পরমা হেষা সা যুক্তির্ম্মনসো জয়ে॥

মনোজয়ের যুক্তি হইতেছে সমস্ত বিষয়ের প্রতি সর্ব্বপ্রকারে অনাস্থা জন্মান। একদিকে ভোগের প্রতি অনাস্থা অন্যদিকে সর্ব্বদা ভগবানকে লইয়া থাকিবার কার্য্য অভ্যাস। বিষয়ে অরতি কিছুতেই স্থায়ী হইবেনা যতদিন পর্য্যন্ত শ্রীভগবানে রতি না লাগিবে।

মন্ত্রী জয় ও রাজদর্শন চেষ্টা দ্বারা যখন সম্পূর্ণরূপে রাজদর্শন হইবে তখনই ইন্দ্রিয় জয় হইবে।

সর্ব্বদা ভগবানকে লইয়া থাকিবার অভ্যাস যিনি না করেন এবং বিষয়ের দোষ নিরন্তর দেখিয়া দেখিয়া প্রথমে অল্প বিষয় দিয়া মনকে যিনি বঞ্চনা না করেন পরে পূর্ণ মাত্রায় ভগবানে ডুব দিতে যিনি অভ্যাস না করেন তাঁহার নৌকাডুবি হইবেই। কিন্তু সৎসঙ্গ এবং সৎশাস্ত্র সাহায্যে অনুষ্ঠান পরায়ণ হইয়া ভগবানের

অনুগ্রহের অনুভব করিতে করিতে যিনি জীবনপথে চলিতে পারেন তিনিই নৌকাডুবি হইতে বাঁচিয়া যান।

বুঝিলে পূর্ব্ব হইতে সাবধান কিরূপে হইবে?

(১) নিত্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা ভগবানের করুণা প্রার্থনা। সঙ্গে সঙ্গে সদাচার ও পবিত্র আহার করা।

(২) সৎসঙ্গে ভগবানের স্বভাব ও কার্য্য সর্ব্বদা আলোচনা করা।

(৩) সৎশাস্ত্রে জপ ধ্যান ও আত্মবিচারের কথা সর্ব্বদা পাঠ করা ও অন্যকে প্রবুদ্ধ করা।

(৪) যাহা শুন, যাহা দেখ, যাহা স্পর্শ কর তাহাকে অনাত্মা জানিয়া বিষয় বৈরাগ্য দৃঢ় কর। এতদ্ভিন্ন—শোকসংবিগ্ন অর্জ্জুনকে ভগবান যেমন হস্ত তুলিয়া আশ্বাস দিতে দিতে উপদেশ করিয়াছিলেন—সেই মূর্ত্তিতে তিনি যেন তোমাকেও উপদেশ করিতেছেন এই চিত্রটি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া সর্ব্বদা নাম কর এবং ভুল হইলে ঐ মূর্ত্তি যেন তোমাকে সজাগ করিতেছেন ইহা ভাবনা করিয়া জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হও। আর নৌকাডুবির ভয় থাকিবে না।

এক কথায় যাহাই হয় হউক স্বধর্ম্ম ছাড়িও না এবং সর্ব্বদা নাম জপকে প্রধান অবলম্বন কর, করিয়া যথা প্রাপ্ত কর্ম্মে স্পন্দিত হও এবং সর্ব্বদা বিষয় দোষ দর্শন অভ্যাস কর—হইবেই।

ভাল হইবার আয়োজন।

চিরদিনই কি আয়োজন চলিবে?

বয়স হইলেই কি দোষ যায়? যতদিন দোষ থাকে ততদিনই ভাল হইবার আয়োজন করিতে হয়।

তবে ত আর আশা নাই, আর কবে হইবে?

ভাল হইবার আশা ছাড়িতে নাই। যদি জীবনের আর একদিনও অবশিষ্ট থাকে তথাপি শুভ আশা রাখিতে হয়, শুভ চেষ্টা যতটুকু পার করিতে হয়—ইহাতেও সেই সর্ব্ব ক্ষমাসারের অনুগ্রহ পাওয়া যায়। তিনি যে পরম

কারুণিক। তাঁর কেহ দ্বেষ্যও নাই, প্রিয়ও নাই। যে ভাল হইবার চেষ্টা করে তাহাকে তিনি সাহায্য করেন। যে চেষ্টা করে না তাহার প্রতি তিনি উদাসীন। সর্ব্বদা সঙ্গে থাকেন সত্য কিন্তু যে তাঁহাকে "আমার তুমি আছ" বলিয়া যথাসাধ্য উত্থম করে তাঁহারই তিনি বন্ধু হইয়া থাকেন। তিনি যে দীনবন্ধু, ইহাই যে তাঁহার স্বভাব।

ভাল হইবার আয়োজন কি করিব?

অগ্রে দেখ এখনও কি দোষ রহিল—তারপরে ভাল হইবার চেষ্টার কথা বলিব।

দোষ সকল ধরিতেও পারি না। তুমি ধরিয়া দাও।

আচ্ছা। শ্রবণ কর।

বল।

দেখ মন, বাক্য ও শরীর দিয়াই মানুষ দোষ করে। সেই অনুসারে মানুষের উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ কর্ম্মজগতি হয়।

শরীর দ্বারা কি দোষ মানুষ করে জান? উৎপীড়ন করিয়া, বা কৌশল করিয়া, বা প্রতারণা করিয়া কাহারও কোন দ্রব্য গ্রহণ করা; কোন প্রাণীকে কষ্ট দেওয়া বা হিংসা করা এবং পর দার গমন করা, শরীর দ্বারা এই সমস্ত দোষ যখন মানুষ করে তখন তাহার অধোগতি হয়।

বাক্য দ্বারা কোন্ দোষ মানুষের হয় জান?

কোন মানুষকে—ভৃত্যই হউক বা ইতর জাতিই হউক, বা সমান অবস্থার লোকই হউক, বা উচ্চ অবস্থার লোকই হউক যদি কাহাকেও অপ্রিয় বাক্য বল তবে বাক্যজ দোষ হয়। বাক্যজ দোষ বহু প্রকারে হয়। মিথ্যা কথা কওয়া, অসাক্ষাতে অন্যের দোষ উদ্ঘাটন, সত্য হইলেও রাজ্‌রাজ্‌ড়ার কথা, দেশ বিদেশের কথা, গ্রামের লোকদিগের কথা—এই সমস্ত নিস্প্রয়োজনীয় কথা—অনাবশ্যক সমালোচনা, পরনিন্দা, পরচর্চ্চার কথা এই সমস্ত অসম্বন্ধ প্রলাপ—বুঝিতেছ অপ্রিয় বাক্য, মিথ্যা কথন, খলতা, ধূর্ত্ততা, চতুরালি ইত্যাদি পৈশুন, এবং অসম্বন্ধ প্রলাপ এই চারি প্রকার বাক্য দোষ অধোগতির কারণ।

মনে মনে ভাবনার দোষ কি জান? পরের দ্রব্য পাইবার জন্য মনে মনে স্পৃহা রাখা, অর্থাৎ পরের ধন, পরের স্ত্রী অন্যায় পূর্ব্বক, ছল চাতুরী করিয়া কিরূপে গ্রহণ করিব মনে মনে এই চিন্তা করা, এই সব লোক জব্দ হইবে

কিরূপে, ইহারা দণ্ডিত হইবে কিরূপে তাহার চিন্তা, পরলোক নাই, দেবতা ব্রাহ্মণ নাই, বেদেও মিথ্যা কথা আছে, মনে মনে শাস্ত্রের দোষ চিন্তা করা—বুঝিতেছ পরদ্রব্যে স্পৃহা, মনে মনে কাহারও অনিষ্টচিন্তা, পরলোক নাই, দেবতা নাই, শাস্ত্র মিথ্যা, ব্রাহ্মণ নাই ইত্যাদি মিথ্যা বিষয়ে অভিনিবেশ এই তিন প্রকার মানসিক কর্ম্ম অধোগতির কারণ।

মানসিক দোষ চারি প্রকার, বাক্যজ দোষ তিন প্রকার এবং শরীর দিয়া দোষ তিন প্রকার এই দশবিধ দোষ থাকিতে তুমি কখন শুভপথে উঠিতে পারিবে না।

এই সব দোষ দ্বারা কি অনিষ্ট হয়?

মনে মনে ভাবনায় দোষ কর মন দ্বারাই তাহার ফল ভুগিতে হইবে, বাক্য দ্বারা দোষ কর বাক্য দ্বারা তাহার ফলভোগ করিতে হইবে, শরীর দ্বারা দোষ কর শরীর দ্বারাই তাহার বিষময় ফল ভোগ করিতে হইবে।

শরীরজ কর্ম্ম-দোষ দ্বারা স্থাবর হইয়া যাইবে অর্থাৎ বৃক্ষলতা ইত্যাদি হইয়া যাইবে; বাচিক দোষ দ্বারা পক্ষী পশু ইত্যাদি হইয়া যাইবে; মানসিক দোষ দ্বারা অন্ত্যজ হাড়ী ডোম ইত্যাদি হইয়া যাইবে।

শাস্ত্র কি এইরূপ দেখাইতেছেন?

হাঁ—যাঁহারা ত্রিকালদর্শী, যাঁহারা সমাজ গঠন করিবার শক্তি রাখেন সেই ভগবান্ ভৃগু ভগবান্ মনু প্রভৃতি ঋষিগণ ইহা জীবের কল্যাণের জন্য বলিয়াছেন।

মনু কে?

সমস্ত বেদের অর্থ মনন করেন যিনি তিনিই মনু। পরমাত্মাই জগতের নর নারীর কল্যাণের জন্য সর্ব্বজ্ঞতা এবং ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া মনুরূপে প্রাদুর্ভূত হয়েন। মনুসংহিতা ভৃগু দেবই বলিয়াছেন।

ভৃগুদেব কি ভূত ভবিষ্যৎ সমস্তই জানিতেন?

৺কাশীধামে ত্রিপুরা ভৈরবী গলীতে ভগবান্ সহায় নামক ব্রাহ্মণের নিকটে ভৃগু সংহিতার কিয়দংশ আছে। কোন মানুষের জন্ম কুণ্ডলী তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলে তিনি ভৃগু সংহিতার মধ্য হইতে ঐরূপ গ্রহ সন্নিবিষ্ট ভৃগুদেবের গণনা বাহির করিয়া ভৃগুদেবের লিখিত ফলাফল লিখিয়া দিয়া থাকেন। আমরা শত শত লোকের ভৃগুদেব লিখিত ফলাফল যাহা দেখিয়াছি তাহাতে দেখিয়াছি এই কলিযুগের মানুষের জীবনে সেই সমস্তই ঘটিতেছে—ঠিক ঠিক

জীবনের ঘটনা ঘটিতেছে—ভবিষ্যতেও সেইরূপ হইবেই। আশ্চর্য্য বিদ্যা—ভারতে এখনও আছে।

এই যে মানস দোষ, বাক্যজ দোষ, শরীর দিয়া দোষ ইহার প্রতীকার করিবার জন্য শাস্ত্র কি কোন উপদেশ দিয়াছেন?

শাস্ত্র যেখানে দোষের বা অপরাধের উল্লেখ করিয়াছেন সেইখানেই প্রতীকারও দিয়াছেন।

মনুসংহিতা কোন্ পাপে মানুষের কোন গতি লাভ হয়, কোন্ কোন্ রোগ মানুষকে আক্রমণ করে সমস্তই দেখাইয়া দিয়াছেন এবং প্রতীকারও দেখাইয়া দিয়াছেন।

কোন্ কোন্ পাপ পচ্যমান হইয়া কোন কোন রোগরূপে দেখা দেয়—ইহা জানিতে ত বড়ই কৌতূহল হইতেছে। বলিবেন কি?

মনুসংহিতা পাঠ কর—শুধু নভেল নাটক পড়িয়া ক্ষণিক আনন্দরূপ কলুষতা অর্জ্জনে জীবনকে বিফল করিয়া কি লাভ হইবে?

মনুসংহিতা নিত্য পাঠের পুস্তক। আমি ইহা বিশেষ ভাবে পড়িব এখন আপনি বলুন মানুষের মধ্যে যে নানাপ্রকার রূপ বিপর্য্যয় দেখা যায় তাহা কি কারণে হয়।

ইহজন্মকৃত বা পূর্ব্বজন্মকৃত দুশ্চরিত্রতার চিহ্ন সকল উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ কর।

ব্রাহ্মণের স্বর্ণচুরীর চিহ্ন কুনখ—কুৎসিৎনখত্ব।

সুরাপানের চিহ্ন শ্যাবদন্ত—কৃষ্ণদন্ত।

ব্রহ্মহত্যায়—ক্ষয়রোগ।

গুরুপত্নীগামী—দুশ্চর্ম্মা।

নিন্দাকারী—দুর্গন্ধ নাসিকা (পিনাসাদি রোগগ্রস্থ)

অপবাদকারী—মুখে দুর্গন্ধ।

ধান্য চোর—অঙ্গ হীন।

একদ্রব্যে অপর দ্রব্যমিশ্রিতকারী অতিরিক্তাঙ্গ।

অন্নচোর—মন্দাগ্নিগ্রস্ত।

আজ্ঞা না লইয়া প্রকাশক—বোবা।

বস্ত্রচোর—শ্বেতকুষ্ঠত্ব।

অশ্বচোর—খোঁড়া।

দীপ চোর—অন্ধ।

দীপ নির্ব্বাণকারী—কাণা।

হিংসুক—বহুব্যাধিগ্রস্ত।

পরস্ত্রীগামী—বাতব্যাধিতে স্ফীত ও স্থূল দেহ।

ইত্যাদি ইত্যাদি।

এতদ্ভিন্ন বাহাদুরী লইবার জন্য মিথ্যা কথা, রাজ রাজড়ার কাছে পরনিন্দা, গুরুর প্রতি বৃথা জেদ, বেদনিন্দা, কূটসাক্ষ্য, সুহৃদ বধ, গর্হিত ও অখাদ্য ভোজন, গচ্ছিত বস্তু বা দ্রব্য অপহরণ, অযাজ্য-যাজন, আত্মবিক্রয়, গুরুত্যাগ, পিতা মাতা ত্যাগ, স্বাধ্যায় ত্যাগ, বেতন লইয়া অধ্যাপন, ভৃত্যের নিকট অধ্যাপন ও দান গ্রহণ, অবিক্রেয় বিক্রয়, ওষধি হিংসা, স্ত্রীদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ, অভিচার করা, কাঁচা বৃক্ষ কাষ্ঠ জ্বালান, নিন্দিত অন্নভোজন, ঋণ শোধ না করা, অসৎ শাস্ত্র পাঠ, নৃত্যগীতাদিতে জীবিকা, পশুচুরি—ইত্যাদি কর্ম্মদ্বারা বহুবিধ রোগ ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হয়।

বুঝিলাম—কিন্তু কিরূপে পূর্ব্বকৃত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়?

পাপ নিষ্কৃতির জন্য বহু বিধ প্রায়শ্চিত্তের বিধান করা হইয়াছে। মিত ভোজন, ইন্দ্রিয় সংযম, দান, স্বাধ্যায়, মন্ত্র জপ, গায়ত্রী জপ, প্রাণায়াম, গো ব্রাহ্মণের হিতে রত হওয়া, ইত্যাদি বহু উপায় বলা হইয়াছে। অনুতাপ, তপস্যা, অধ্যয়ন ও দান সাধারণতঃ পাপ মুক্তির উপায়।

দুষ্কর্ম্মকে ঘৃণা করিলে শরীর দ্বারা কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, পাপ করিয়া সন্তাপ করা চাই এবং আর করিব না বলিয়া নিবৃত্ত হওয়া চাই এবং শরীর, মন ও বাক্য দ্বারা শুভ কর্ম্ম করিতে হয়।

কিছুদিন ধরিয়া ঐ সমস্ত কর, মন আর পাপ দ্বারা ভারী থাকিবে না—ইহা আপনিই বুঝিতে পারা যায়। পিতা মাতার সেবা না করা, গুরুর নিকটে অপরাধী হওয়া ইহা যখন জীবনে ঘটে অথচ পিতা মাতা গুরু যখন গত হয়েন তখন প্রত্যহ তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনায় কিছুদিন পরেই বুঝিতে পারা যায়—পাপের ক্ষমা আসিতেছে। তপস্যা প্রভাবে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

বুঝিলাম কি করিতে হইবে। তথাপি কিরূপ অনুষ্ঠান করিলে আর পাপ না হইতে পারে তাহার সহজ উপায় কি শাস্ত্র উল্লেখ করিয়াছেন?

এই মনু সংহিতাতে সমস্তই বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে কল্যাণ প্রার্থীর নিত্যকরণীয় বিষয়টী বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতেছে।

ইন্দ্রিয় দমন, ইন্দ্রিয় সংযম, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ—ইহাই হইতেছে হৃদয় শুদ্ধ করিবার একমাত্র উপায়। হৃদয় শুদ্ধ কর, বুদ্ধি শুদ্ধ কর এই জন্মেই ভগবান্ লইয়া সর্ব্বদা থাকিতে পারিবে।

ইন্দ্রিয় সংযম না করিলে দোষ যায়না—আবার সর্ব্বদা ভগবান্ লইয়া না থাকিতে পারিলেও সর্ব্বদা ইন্দ্রিয় সংযম হয় না। যাহাদের ইন্দ্রিয়, বিষয়ে বিচরণ করে, তাহাদের শরীর, বাক্য ও মন দোষযুক্ত কার্য্য করিবেই।

ইন্দ্রিয় যে বিষয়ে চরিয়া বেড়াইতেছে তাহা কি দিয়া বুঝিতে পারা যায়?

মনে মনে মননের বস্তু ধরা যাহাদের না থাকে, মন যাঁহাদের খালি থাকে তাহারা যখন যা পায় তাই ধরে তাই ভাবে আবার তৎক্ষণাৎ অন্যটা লইয়াও ঐরূপ করে। এইরূপ ব্যক্তির ইন্দ্রিয় বিষয় লইয়া হাবুডুবু খায়। মনে কর তুমি রাস্তায় বাহির হইয়াছ, তোমার মন যদি ভগবান লইয়া না থাকে তবে বায়স্কোপ থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে তোমার চক্ষু পড়িবেই—দেখা মাত্রই পড়া—এইরূপ, পুরুষ দেখ বা স্ত্রী দেখ সঙ্গে সঙ্গেই ভাল লাগা মন্দ লাগা—ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু যাহাদের মন নাম লইয়া থাকে বা রূপ লইয়া থাকে বা এক কথায় ধ্যান লইয়া থাকে তাহারা যাহা দেখে যাহা শুনে তাহা ভাল করিয়া দেখেও না—ভাল করিয়া শুনেও না লোক সঙ্গেও ইহারা একবারে মুখ খুলে না—ভিতরে আপনার কাজ লইয়াই থাকে—কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে—দরকারী উত্তর দিয়া নিরস্ত হয়—মনে মনে আপন কাজ করিতে থাকে। বুঝিতেছ সর্ব্বদা কোন না কোন প্রকারে ঈশ্বর লইয়া না থাকিতে পারিলে পাপের হাত হইতে উত্তীর্ণ হওয়াই যায় না। ইন্দ্রিয় বিষয়ে বিচরণ করিলে—খালি মন তাহাদের পশ্চাতে ছুটিবেই—ইন্দ্রিয়ের অধীন মন হইলে বুদ্ধিও মনের অধীনে আসিয়া যায় তখন বুদ্ধির নাশ হয়—বুদ্ধি নাশ হইলেই মানুষের জ্ঞানরত্ন চুরী হইয়া যায়—ইহাই ত ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে চলা।

হায়! ঈশ্বর পরায়ণ না হইতে পারিলে মানুষ এই মৃত্যু সংসার সাগর পার হইতেই পারে না দেখিতেছি। কোন উপায় এখানে আছে কি?

শাস্ত্র বহু উপায় দেখাইতেছেন—তোমার উপযোগী যাহা তাহা মুখ্য ভাবে ধরিয়া তুমি মিশ্রপথে চলিতে থাক ক্রমে আপনিই বুঝিবে সুপথে চলিতেছ, আপনিই বুঝিবে ভগবানের অনুগ্রহ পাইতেছ।

কত রকম উপায় বলুন।

গুণ শ্রবণে রাজা পরীক্ষিতের হইয়াছিল, কীর্ত্তনে শুকদেবের, স্মরণে প্রহ্লাদের, চরণ সেবনে লক্ষ্মীর, পূজনে পৃথুর, প্রণামে অক্রূরের, দাস্যে

হনুমানের, সখাভাবে অর্জ্জুনের, আত্মনিবেদনে বলির, উল্টানামজপে বাল্মীকির ইত্যাদি।

আমার সর্ব্বদা করিবার যাহা তাহা পাইলাম—তথাপি কর্ম্ম ত করিতে হইবে?

নিত্য কর্ম্ম কখন ত্যাগ হয় না। বিধি পূর্ব্বক সন্ন্যাস যতদিন না হইতেছে ততদিন নিত্য কর্ম্ম করিতেই হইবে। আর বয়স হইলেই যে সন্ন্যাস লইতে হইবে ইহারও কোন বিধি নাই। সন্ন্যাসের উপযুক্ত না হইয়া সন্ন্যাস লইলে বহু পাপ আশ্রয় করিবে। সেইজন্য যতদিন সে অবস্থা ভগবান্ না দিতেছেন ততদিন ধরিয়া ভক্তি সাধনা নিত্য করা উচিত। রাজা অম্বরীষ ইহা করিতেন।

সর্ব্বদা ভগবানকে লইয়া থাকিতে পারা যায়—ইহার জন্য জপ ধ্যান আত্মবিচার লইয়া থাকিতে হয়। তাহার পর মনকে ভগবচ্চরণ চিন্তনে, বাক্যকে গুণকীর্ত্তনে, হস্তদ্বয়কে মন্দির মার্জ্জনে ও সাধু সেবায়, কর্ণদ্বয়কে কথা শ্রবণে, চক্ষুদ্বয়কে মূর্ত্তি দর্শনে ও মূর্ত্তি আমার দিকে সর্ব্বদা চাহিয়া আছেন সর্ব্বদা মননে, শরীরকে ভক্তপাদস্পর্শনে, রসনাকে প্রসাদ গ্রহণে, চরণদ্বয়কে তীর্থভ্রমণে ও সাধুদর্শনে, মস্তককে প্রণামে, কামনা সকলকে ভক্ত ও ভগবানের সেবক হইবার জন্য—পূর্ব্ব হইতেই নিযুক্ত করিবে। নতুবা যদি বল সময়ে করিব তবে নাবিকের মন্দ বুদ্ধিতে পূর্ব্ব হইতেই পাল খাটানর আয়োজন না থাকিলে যেমন পরিষ্কৃত আকাশ থাকিয়াও মধ্য গঙ্গায় নৌকা আসিলে একক্ষণে মেঘ উঠে ঝড় আসে আর পাল খাটাইবার চেষ্টা করিবার অবসর না দিয়াই অবোধ নাবিকের নৌকাডুবি হইয়া যায় তোমারও সেইরূপ হইয়া যাইবে—কত লোকের তাহাই হইতেছে—তারপরে হায় হায় করাই সার হইবে। তাই পূর্ব্ব হইতে সাবধান হও। শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই এক উপদেশ—অসত্য বিষয়ে বিরক্তি এবং সত্য আত্মায় রতি—ইহাই মুক্তির উপায়।

শ্রী স

নৈমিষারণ্যে সূত-সংবাদ।

(উপক্রমণিকা)

দ্বাপর যুগ অবসান প্রায়। কলি আগমনোন্মুখ। তদ্দর্শনে ষষ্টী সহস্র মুনিবৃন্দ সাতিশয় ভীত হইলেন।

কলিকাল বিভীতা স্মো নৈমিষারণ্যবাসিনঃ।
ব্রহ্মণাত্র সমাদিষ্ট শ্চক্রং দত্ত্বা মনোময়ম॥
কথিতংতেন নঃ সর্ব্বান্ গচ্ছস্তে তস্য পৃষ্ঠতঃ।
নেমিঃ সংশীর্য্যতে যত্র স দেশঃ পাবনঃ স্মৃতঃ।
কলেস্তত্র প্রবেশো ন কদাচিৎ সম্ভবিষ্যতি।
তাবত্তিষ্ঠস্তু তত্রৈব যাবৎ সত্য যুগং পুনঃ॥

ব্রহ্মা কলিভয় ভীত মুনি দিগকে মনোময় চক্র প্রদান করিয়া বলিলেন আপনারা এই চক্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করুন এবং যে স্থানে এই নেমি বিশীর্ণ হইয়া যাইবে, সেই দেশই পাবন দেশ বলিয়া নিশ্চিত জানিবেন। সেই দেশে কলির প্রবেশ অধিকার নাই। সত্য যুগের আবির্ভাব না হওয়া পর্য্যন্ত সেই স্থানে আপনারা অবস্থান করুন।

নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইবা মাত্র মনোময় চক্র বিশীর্ণ হইয়া গেল। শৌনক প্রমুখ মুনি বৃন্দ সেই স্থানে অবস্থান করতঃ তপস্যা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার নিকট হইতে মুনিবৃন্দ মনোময় নেমি প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। পুণ্যভূমি নৈমিষারণ্যে মনোময় নেমি স্থান মাহাত্ম্যে বিশীর্ণ হইয়া গেল অর্থাৎ ইতি পূর্ব্বে কাল মাহাত্ম্যে মুনিবৃন্দের তপঃনির্ম্মলচিত্তের উপর সুখ দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব জনিত যে লয় ও বিক্ষেপ উঠিয়াছিল তাহা পাবন দেশ স্পর্শ মাত্রে বিনাশ প্রাপ্ত হইল, ফলে চিত্ত স্পন্দন লয় হইয়া গেল। লয় ও বিক্ষেপ অর্থাৎ চিত্তের অসম্বন্ধ প্রলাপ কলির প্রথম ও প্রধান অনুচর। নিত্য সাধনার সময় সাধক স্বীয় ইষ্টদেবতার লীলা প্রবাহে সুস্নাত হইলে তিনি সত্য ত্রেতা কিম্বা দ্বাপর যুগের লীলার সহচর হইয়া থাকেন। কিন্তু দুষ্কৃতি বশে যখন চিত্ত অসম্বন্ধ প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করে তখনই বুঝিতে হইবে তিনি কলি কর্ত্তৃক বিশেষ রূপে আক্রান্ত হইয়াছেন। এই কলির আক্রমণ যে কি ভীষণ তাহা যিনি

প্রতিরোধ করিতে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন। বাস্তব নৈমিষারণ্যে যাইবার সামর্থ্য না থাকিলেও দেহের ভিতর এক নৈমিষারণ্য আছে, কলির হাত হইতে মুক্তিলাভের জন্য গুরুদত্ত সাধন ভজন লইয়া সেই স্থানে আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে। উৎকণ্ঠা ও ঐকান্তিকতা যত অধিক হইবে তত সত্বরে দেবদূত আসিয়া আমাদিগকে ইষ্ট দেবতার লীলা ও গুণ কীর্ত্তন শ্রবণ করাইবেন। লীলা ও গুণ শ্রবণ মনন করিতে করিতে যখন চিত্ত ইষ্ট দেবতার সুমধুর লীলাগুণ বিজড়িত নয়ন মঙ্গল রূপ দর্শনে বিভোর হইয়া যাইবে তখন কর্ম্ম ও উপাসনার অন্তে

"দদামি বুদ্ধি যোগং তং যেন মামুপযান্তিতে।"

সেই আশ্রিত বৎসল আশ্রিতকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া থাকেন। তৎপরে সাধক বুদ্ধিদর্পণে আত্মদর্শন করিয়া অর্থাৎ রজস্তম বিগলিত বুদ্ধির সাহায্যে আত্মবিচার করিয়া স্ব স্বরূপে স্থিতি লাভ করেন।

বলা হইতেছিল তাপসবৃন্দ উৎকণ্ঠাস্ফুটিতচিত্তে যেন কাহার অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইত্যবসরে ভগবান্ শ্রীবেদব্যাসের প্রিয় শিষ্য নিখিল পুরাণজ্ঞ শ্রী সূত সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুনি সমাজে এক অপূর্ব্ব আনন্দের কোলাহল পড়িয়া গেল। তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণে পরমাপ্যায়িত করিয়া শৌনক প্রমুখ মুনিবৃন্দ বলিলেন—

ত্বং তু জানাসি ধর্ম্মজ্ঞ পৌরাণীং সংহিতাংকিল।
কৃষ্ণোক্তাং গুরুভক্তত্বাৎ সম্যক্ সত্ত্ব গুণাশ্রয়ঃ॥

হে ধর্ম্মজ্ঞ! গুরুভক্তি বলে সত্ত্বগুণাবলম্বী হওয়াতে বেদব্যাসোক্ত পুরাণ সংহিতা তুমি সম্যকরূপে অবগত আছ।

ভাগ্য যোগেন সংপ্রাপ্ত সূত ত্বং চাত্র সর্ব্বথা।
কথাস্ব পুরাণং হি পাবনং ব্রহ্ম সম্মতম্॥

হে সূত! আমাদিগের মহা সৌভাগ্য যে তুমি এইস্থানে আগমন করিয়াছ। অদ্য ব্রহ্মা সম্মত পুরাণ কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে পবিত্র কর। আমরা আশীর্ব্বাদ করিতেছি ত্বং সূত ভব দীর্ঘায়ুস্তাপত্রয় বিবর্জ্জিতঃ। তুমি দীর্ঘজীবি হও। আন্তর বাহ্য ও দৈব উপদ্রব জনিত দুঃখ যেন তোমাকে পরিতপ্ত না করিতে পারে।

কথয়াস্ত পুরাণং হি পুণ্যং ভাগবতং শিবং।
যত্র ধর্ম্মার্থ কামানাং বর্ণনং বিধি পূর্ব্বকম্।
বিদ্যাং প্রাপ্য তথা মোক্ষঃ কথিতো মুনিনা কিল॥

আমরা অবগত আছি মহর্ষি বেদব্যাস কথিত পরম পাবণ পুরাণ শাস্ত্রে ধর্ম্ম অর্থ ও কামের যথাবিধি বর্ণনা আছে এবং তত্ত্ব জ্ঞান লাভের পর মুক্তি প্রাপ্তির উপদেশ ও তাহাতে আছে। আমাদের সমক্ষে সেই মঙ্গলময় ভাগবত পুরাণ অদ্য কীর্ত্তন কর।

হে সূত! ত্বরায় সেই মনোরমা কথা কীর্ত্তন কর, আমরা সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। বল বল— সেই পুণ্য কাহিনী বল—

সকল গুণ গণানামেক পাত্রং পবিত্রং
অখিল ভুবন মাতুর্নাট্যবং যদ্বিবিচিত্রম্॥
নিখিল মল গণানাং নাশকৃৎ কামকন্দং
প্রকটয় ভগবত্যা নাম যুক্তং পুরাণং॥

অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জননী শ্রী জগদম্বার বিচিত্র লীলা প্রকাশক মায়ের নাম যুক্ত দেবী পুরাণ কীর্ত্তন কর। এই পবিত্র লীলা শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করিলে সর্ব্ব প্রকার চিত্তমল নষ্ট হয় এবং ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্তি ঘটে।

সৃষ্ট্বাখিলং জগদিদং সদসৎস্বরূপং।
শক্ত্যা স্বয়া ত্রিগুণয়া পরিপাতি বিশ্বম্॥
সংহৃত্য কল্প সময়ে রমতে তথৈকা।
তাং সর্ব্ব বিশ্ব জননীং মনসা স্মরামি॥

যিনি সদসৎ স্বরূপ এই অখিল জগৎ সৃষ্টি করতঃ স্বীয় ত্রিগুণময়ী (ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও মাহেশ্বরী) শক্তি দ্বারা নিখিল বিশ্বজগৎ পালন করেন এবং মহাপ্রলয়ে যিনি ব্রহ্মা হইতে তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ সংহার করিয়া একাকী রমণ করেন সেই সর্ব্ব বিশ্ব জননী চৈতন্য ময়ীর পাদপদ্ম মনে মনে স্মরণ করি; এই বলিয়া সূত তখন দেবী পুরাণ কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।

শ্রী কৌ—

সাধনা সোপান।

এজগতে এমন কোন মানবই নাই যাহার শ্রীভগবান দর্শন প্রাপ্তির আশায় পথ ধরিবার বাসনা না হয়। প্রকৃতি ভেদে কেহ কেহ বা বাক্যের ছটায় ঐ মার্গ ধরিবার বাসনা প্রকাশ করেন, কেহ কেহ বা অন্তরে অন্তরে সেই বাসনা পোষণ করেন। কাহার কাহার ক্ষণেকের জন্য ঐ পন্থা ধরিবার বাসনা হৃদয়ে জাগ্রত হয় ও মুহূর্ত্তের মধ্যে উহা কিয়ৎ পরিমাণে কমিয়া যায়। কাহার কাহার উহা হৃদয়ে প্রতিনিয়ত সমভাবে জাগ্রত থাকে। এই যে প্রবৃত্তির পার্থক্য ইহা আমাদের ইহজন্মের ও পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল জনিত। জগদ্বিখ্যাত শ্রীগীতা গ্রন্থে অতি সংক্ষেপে সাধনার চতুর্ব্বিধ প্রকার ভেদের কথা লিখিত আছে, যথা প্রথম, ধ্যান বা পরিসংস্কৃত চিত্তের দ্বারা পরমাত্মাকে স্বীয় অন্তঃকরণ মধ্যে দর্শন, দ্বিতীয় প্রকৃতি পুরুষের বিবেক অনুশীলন দ্বারা চিত্তে আত্মদর্শন, তৃতীয় মন হইতে রজ ও তমঃ গুণ নিঃসারিত করিয়া সমস্ত কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ পূর্ব্বক সংসারে কর্ম্মানুষ্ঠান, চতুর্থ কোন প্রকার তত্ত্ব অনুসন্ধান না করিয়া একান্ত শ্রদ্ধাবান হইয়া আচার্য্যের উপদেশানুযায়ী উপাসনা বা চিত্তশুদ্ধির চেষ্টা। এই শেষোক্ত প্রকার উপায় অতি মন্দতর অধিকারীর জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে যুগ ধর্ম্মে সাধনার এই চতুর্ব্বিধ উপায়ের মধ্যে কোন উপায়ই অবলম্বন করিবার আমাদের শক্তি বা চেষ্টা নাই। বহুকাল পূর্ব্বে অতি মন্দতর অধিকারীর যে চেষ্টা ছিল আজ সে চেষ্টা করিবার কাহারও শক্তি নাই, সে আচার্য্যও নাই, সে উপদেশ ও নাই। সত্য কথা বলিতে কি ভারতের দুর্দ্দশার চরম অবস্থা আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এমনই অবস্থা আসিয়াছে যে আমাদের ঐ সাধন সোপান তমসাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হয়। গীতোক্ত চতুর্ব্বিধ পন্থাই কল্পনা মূলক বলিয়া মনে হয়। এই দুর্দ্দিনে আমরা নিতান্ত পক্ষে, রাগ, লোভ হিংসা ও মাৎসর্য্য এই চারিটী জিনিষ যাহাতে ত্যাগ করিতে পারি তাহায় চেষ্টা করা উচিত। এই চারিটি জিনিষ ত্যাগ করিতে পারিলে মনটা কিয়ৎ পরিমাণে বিশুদ্ধ হয়, সাধন সোপান ধরিবার সুবিধা হয় আর তমসাচ্ছন্ন সোপানগুলিতে কিঞ্চিৎ আলোক দেখা দেয়।

সামান্য কারণে রাগের ফলে কত যে নরহত্যা পর্য্যন্ত ঘটিতেছে ও তাহার পরিণাম ফলে কত যে ধনবান ব্যক্তি বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বয়ং

বিপক্ষ সহ সর্ব্বশাস্ত্র হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই ঘৃণিত রোষ সম্বরণ করিতে পারিলে সংসার সুখময় স্থান হয় ও সমাজের নানাপ্রকার কল্যাণ হয়। আমরা এই রোষ সম্বরণ করিবার দুইটি উপায় সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি। একটী উপায় এই যে যখনই মনে বা দেহে রাগের সঞ্চার হইবে তখনই সেই রাগের ভরে দৈহিক অঙ্গ চালনা না করিয়া ১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত অঙ্ক মুখে উচ্চারণ করিবে। দশমাঙ্ক উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই রাগ পীড়িত ব্যক্তি রাগের সাম্য হওয়ার লক্ষণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। দ্বিতীয় উপায় এই যে দেহে রাগের সঞ্চার হইলেই তৎক্ষণাৎ হাস্য করিবার দারুণ চেষ্টা করিতে হইবে, উহা আচার্য্যের বা গুরুদেবের আদেশ এই ধারণা করিয়া হাসিয়া ফেলিলেই রোশ প্রশমিত হইবে। অপরের অর্থ প্রাপ্তির লোভই হউক পরস্ত্রী সম্ভোগ লোভই হউক, লোভ সম্বরণ করিতে পারিলে তাহার অপবিত্র মন পবিত্র হইবে তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সংসারে বাস করিতে হইলে অর্থের আবশ্যক সন্দেহ নাই কিন্তু সেই অর্থ কষ্ট করিয়া উপার্জ্জন করাই বিধেয়। আর অপরের কষ্টে উপার্জ্জিত অর্থ গোপনে অপহরণ করা মহাপাপ। যখনই মনে অপরের অর্থ অপহরণের বাসনার উদয় হইবে, তখনই সেই গোপন স্থানে "আমি ঘৃণিত চোর, আমি ঘৃণিত চোর" এই বাক্য দুইবার উচ্চারণ করিলেইপরের অর্থ অপহরণের ইচ্ছা মন হইতে একেবারে অপসারিত হইয়া পড়িবে। কোন লাবণ্যময়ী পরস্ত্রী সম্মুখে উপস্থিত হইলে বা দেখিতে পাইলেই অন্তরে অন্তরে বা প্রকাশ্যে "তুমি আমার মা" এই কথা কয়েকটী বলিলেই আপন মনত পবিত্র হইবেই—নিকটস্থ পরস্ত্রীর মনও পবিত্র হইবে। অপরের উন্নত অবস্থা দেখিলে মনে মনে যে ক্লেশ হয় তাহারই নাম হিংসা। এই হিংসা যখনই মনে উদয় হইবে তখনই আত্মায় স্বমযকে বলিবে শ্রীভগবান শীঘ্রই আমার ঐ প্রকার উন্নতি বিধান করিবেন। ইহা বলিতে বলিতে সে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে যথার্থই শ্রীভগবান তাহাকে প্রকৃতপক্ষে ততোধিক উন্নত করিয়াছেন। আর মাৎসর্য্যের ভাব জাগ্রত হইলেই মনে করিবে আমার মরণকাল নিকটে, এই যে অর্থ, এই যে বিষয়, এই যে পদ, এই যে আত্মীয় স্বজন সকলকেই শীঘ্র ত্যাগ করিয়া আমার যাইতে হইবে, আমার সুন্দর সুস্থ দেহটা পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকিবে। ইহার জন্য আমি মাৎসর্য্য করিব কেন? ইহাত ভ্রম। ইহা মনে করিলেই মাৎসর্য্যভাব মন হইতে তিরোহিত হইবে। আমাদের মনে হয় এই সকল

কথাই সাধক রামকৃষ্ণ সংক্ষেপে আপন শিষ্যগণকে বলিতেন। কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ তাঁহার মুখের বুলি ছিল। আমাদের মনে হয়, পূর্ব্বোক্ত উপায় অবলম্বনে বা অপর কোন উপায়ে, রাগ, লোভ, হিংসা, মাৎসর্য্য সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন, উচ্চ গিরিশৃঙ্গে যে হর পার্ব্বতী নিত্য বিরাজ করিতেছেন তাঁহার দর্শন প্রার্থি ব্যক্তিগণের জন্য সেই গিরিশৃঙ্গে উঠিবার প্রথম সোপান। এই প্রকার সহস্র সহস্র সোপানে বহুকষ্টে বহুদুঃখে ক্রমে ক্রমে উঠিতে পারিলে হর পার্ব্বতীর দর্শন লাভ হয়, আর সেই সাধকের মন আনন্দে বিভোর হইয়া পড়ে। শ্রীগীতোক্ত সাধনা সোপান গুলি গিরিশৃঙ্গের অতি উচ্চদেশে স্থাপিত। নিত্য নিত্য দুঃখকে, সোপান উত্থান জনিত কষ্টকে বরণ কর সুখ পাইবেই পাইবে। আপন পত্নীকে পুত্রকন্যাগণকে এই দুঃখ, এই কষ্ট, করিতে উপদেশ দাও সংসার সুখময় হইবে। নমো নারায়ণায় নমঃ।

শ্রী জ্ঞা

থিওসফি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে এই থিওসফির আবির্ভাব আমেরিকায় হইয়াছিল। আমেরিকাবাসী কর্ণেল অলকট্ এবং রুশিয়া বাসিনী মাদাম ব্লাভাট্‌স্কী ইহার উদ্ভাবক। ইঁহারা বলেন যে কুট্‌হুমী ও মোরীয় নামধেয় তিব্বতবাসী দুই মহাত্মাই ইহাঁদের প্ররোচক ও পৃষ্ঠপোষক।

এই দুই মহাত্মা সম্বন্ধে কেহ কেহ * বলেন যে ইহাঁরা পুরাণ কথিত দেবাপি ও মরু; কিন্তু পুরাণে দেবাপি ও মরু যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছেন এবং যে উদ্দেশ্যে ইহাঁরা কলাপ গ্রামে অবস্থিত হইয়া রহিয়াছেন তাহাতে প্রতীত হয় যে কুট্‌হুমী ও মোরীয় দেবাপি ও মরু নহেন। কুট্‌হুমী ও মোরীয় বৌদ্ধ; দেবাপি

---

* সাধারণতঃ "কুথুমী" লেখা হয় কিন্তু ইংরাজীতে KootHoomi লিখিত হয় এবং স্বয়ং এই মহাত্মা K. H. স্বাক্ষর করেন—এইরূপ "Mahatma letters" পুস্তকে দৃষ্ট হইয়াছে।

যথা "ব্রহ্মবিদ্যা" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাস বি এল্।

ও মরু বর্ণাশ্রমী ক্ষত্রিয়। কলির শেষে ইহাঁরা ভাবী ক্ষত্রিয় জাতির বীজী পুরুষ হইবেন। * কুটহুমী ও মোরীয় সুতরাং ভিন্ন ব্যক্তি।

থিওসফিকেল সোসাইটি স্থাপনের দুই বৎসর পরে (১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে) মাদাম্ ব্লাভাট্স্কী "আইসিস্ অন্‌ভেইল্‌ড্" (Isis Unveiled) নামে সুবৃহৎ গ্রন্থ দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন। তাহাতে মাদামের অদ্ভুত পাণ্ডিত্য প্রতিভা সূচিত হইয়াছে। কিন্তু মাদাম বলেন যে মহাত্মাদের অনুকম্পালব্ধ আধ্যাত্মিক শক্তিবলে এমন কি তাঁহাদের সহায়তায় এই মহাগ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। যে ভাবেই ইহা প্রণীত হউক না কেন, ইহার দ্বারা প্রাচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সমর্থিত হইয়াছে এবং যদিও যীশুখৃষ্টের মাহাত্ম্য ক্ষুন্ন হয় নাই তথাপি খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণের উপর তীব্র আক্রমণ করা হইয়াছে।§

মাদামের জীবন বৃত্তান্তে দেখা যায় তিনি বহুকাল প্রাচ্যদেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। উক্ত "আইসিস্" গ্রন্থেও নানাদেশের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঐ সময়েই তিনি প্রাচ্য-জ্ঞান-বিজ্ঞানে যথেষ্ট উপদিষ্ট হইয়াছিলেন এবং তিব্বতীয় ঐ বৌদ্ধ মহাত্মাগণের কৃপালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার

---

* দেবাপিঃ পৌরবো রাজা মরুশ্চেক্ষ্বাকুবংশজঃ
মহাযোগ বলোপেতৌ কলাপ গ্রামসংশ্রয়ৌ।
কৃতেযুগ ইহাগত্য ক্ষত্র প্রবর্ত্তকৌ হি তৌ
ভবিষ্যতো মনোর্বংশে বীজভূতৌ ব্যবস্থিতৌ॥

বিষ্ণুপুরাণ (বঙ্গবাসীসংস্করণ ১৯২ পৃঃ) ৪।২৪।৪৫-৪৬

দেবাপিঃ শান্তনোর্ভ্রাতা মরুশ্চেক্ষ্বাকুবংশজঃ।
কলাপগ্রাম আসাতে মহাযোগবলাধিতৌ॥
তাবিহেত্য কলেরন্তে বাসুদেবানুশিক্ষিতৌ।
বর্ণাশ্রমযুতং ধর্ম্মং পূর্ব্ববৎ প্রথয়িষ্যতঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (বঙ্গবাসীসংস্করণ ৮৯৯ পৃঃ) ১২।৩।৩৭-৩৮

পুরাণে ইহাঁদের কোনও জন্মান্তর বিবরণ নাই। উভয়ত্র (উদ্ধৃতাংশে) একই কথা আছে ইঁহারা এখনও স্বদেহেই বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

§ "It contains not one word against the pure teachings of Jesus, but unsparingly anounces their debasement with pernicious ecclesiastical Systems that are ruinous to man's faith in his immortality and his God and subversive of his moral restraint." Preface to Part II p. x of Isis unveiled.

গ্রন্থে বেদের পূর্ব্বেও আদিবুদ্ধের অস্তিত্ব ছিল, এ কথা আছে, যদিও আমাদের মতে বেদ অনাদি। এইরূপ সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাবলম্বীদের আপত্তিকর কথা দু'একটা থাকিলেও এই গ্রন্থে হিন্দু ও বৌদ্ধ এই উভয়ের মধ্যে যে সব ব্যাপার সাধারণ (যথা, জন্মান্তর বাদ যোগবিভূতি ইত্যাদি) সেই সকল বিষয়ের অনুকূল সুন্দর ব্যাখ্যান রহিয়াছে। ইহাতে সুতরাং ভারতীয় ব্যক্তিগণের নিকট 'থিয়সফি' সমাদর যোগ্যই হইয়াছিল।

অতএব যখন ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল ও মাদাম আমেরিক হইতে ভারত বর্ষাভিমুখে যাত্রা করিয়া ইংলণ্ড হইয়া ১৮৮০ অব্দের প্রথম ভাগে এতদ্দেশে উপস্থিত হইলেন তখন সর্ব্বত্রই তাঁহারা সমাদরে পরিগৃহীত হইলেন। ইঁহারাও বৌদ্ধ তথা হিন্দু ধর্ম্মের আকরভূমি ভারতবর্ষকে শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করতঃ এইখানেই তাঁহাদের সোসাইটির হেড কোয়ার্টার (প্রথমতঃ বোম্বাই সহরে পরে মাদ্রাজে আডিয়ার নামক স্থানে) সংস্থাপিত করিলেন।

এই থিওসফি দ্বারা তৎসময়ে সনাতন ধর্ম্মের কিছুটা উপকার সাধন হইয়াছিল ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। ইংরাজী শিক্ষার মাদকতায় যখন এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় ভারতীয় অধ্যাত্মবিজ্ঞান অসার ও অলীক মনে করিয়া খৃষ্টান, ব্রাহ্ম ও নাস্তিক হইতেছিল তখন কর্ণেল অলকটের বক্তৃতা মাদামের গ্রন্থ ও তৎকর্তৃক নানাস্থানে অলৌকিক প্রক্রিয়া প্রদর্শন ইত্যাদি দ্বারা অনেকে প্রতিকূল ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সনাতন শাস্ত্রের উপদেশাবলীর সারবত্তা স্বীকার করিতে আরম্ভ করিল। বিজিত জাতি বিজেতাদিগকে সর্ব্বতোভাবে "শ্রেষ্ঠ" বলিয়াই ধরিয়া লন্ এবং—

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

তাই এদেশের লোক বিজেতার জাতি শ্বেতাঙ্গ সাহেব বিবকে আর্য্যজ্ঞান বিজ্ঞানের পরিপোষক দেখিয়া স্বধর্ম্মে আস্থা পরায়ণ হইতে লাগিল।

মাদ্রাজেই খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেইখানেই থিওসফির ও চরম আড্ডা হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মাদামের গ্রন্থে মিশনারিদের বিরুদ্ধে অতীব তীব্র আলোচনা রহিয়াছে। প্রধানতঃ এই কারণে মিশনারীরা (এবং অপর সাহেবেরাও) এই থিওসফি ও তৎ প্রবর্ত্তক কর্ণেলের বিশেষতঃ মাদাম ব্লাভাটস্কীর নানা প্রকার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইল। হিন্দু সমাজসংস্কারের

দল, দয়ানন্দী * এবং ব্রাহ্মসম্প্রদায়ও ইহাঁদের প্রতি বিরাগভাব পরিপোষণ করিতেন। কিন্তু ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ইহাঁরা হিন্দু সাধারণ দ্বারা অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। কর্ণেল অলকট তো ৺পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি কর্ত্তৃক উপবীত দ্বারা "ব্রাহ্মণ" রূপে সংস্কৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু মাদাম ও কর্ণেল প্রথমেই সিংহলে গিয়া বৌদ্ধ "পঞ্চশীল" গ্রহণ পূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

পৃথিবীর বহুস্থানে এই সোসাইটির শাখা স্থাপিত হইয়াছে। তবে ভারতবর্ষেই শাখার সংখ্যা বেশী। ভারতের ইংরেজ অধিবাসীরা ইহার প্রতি তেমন অনুকূলতা প্রদর্শন না করিলেও হিউম, সিনেট, প্রভৃতি কতিপয় সাহেব ইহার মেম্বর হইয়াছিলেন। এবং সিনেট সাহেব † (তদানীং "পাইওনিয়ারের" এডিটার) থিওসফি বিষয়ে গ্রন্থ লিখিয়া এবং শিমলাতে একটি সমিতি গঠন করিয়া থিওসফির প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

এই সোসাইটী কি উদ্দেশ্যে স্থাপিত বলিয়া খ্যাপিত হইয়াছিল তাহা কোনও থিওসফিষ্ট লিখিত প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিলাম :—

(১) জগতের সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা

(২) জগতের সর্ব্বধর্ম্মতত্ত্ব এবং তৎসহ প্রাচীন গ্রন্থাবলীর আলোচনা এবং (৩) মানবের আত্মনিহিত কিন্তু সুপ্ত (latent) অবস্থায় স্থিত শক্তির উদ্বোধন ও বিকাশার্থ যথোপযুক্ত যত্নানুসন্ধান। ¶ পরন্তু, আমার বোধহয় ঐ সকল 'বাহিরের' কথা 'ভিতরের' কথা যেন অন্যবিধ ছিল। বারান্তরে ইহার আলোচনা করিব।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা

---

* প্রথমতঃ স্বামী দয়ানন্দ ইহাঁদের অনুকূলই ছিলেন পরে প্রতিকূলাচরণ করিয়াছিলেন।

† যথা Occult world, Esoteric Buddhism ইত্যাদি

¶ নব্যভারত ৩৩শ খণ্ড তৃতীয় সংখ্যা (আষাঢ় ১৩২২) ১৩৬ পৃষ্ঠা (শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ ঘোষ লিখিত মাদাম ব্লাভাটাস্কির জীবন কথা)

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

আনন্দ খনি

তোমার আনন্দ কণা মাত্র পেয়ে জগৎ আনন্দময়।
তোমার সরস পরশে মলয় আপনা পাশরিবয়॥
তোমার আনন্দে মুখরা তটিনী ধাইছে সাগর পানে।
বিটপী শিরেতে আকুল বিহগ তোমার মহিমা গানে॥
মল্লিকা মালতী আর জাতি যুঁথী ওইযে রজনী গন্ধ।
তোমার আনন্দে ফুটিয়া উঠিয়া বিশ্বে বিলায় গন্ধ॥
নীল নভে ওই সুচারু চন্দ্রমা তোমার আনন্দে হাঁসে।
তোমার আনন্দে সবার পরাণ আনন্দ সাগরে ভাসে॥
কত যে আনন্দ আছে গো তোমাতে তাহাত কেহ না জানে।
এমন আনন্দ রেখেছ লুকায়ে কণিকা দাও না কেনে॥
পরমানন্দের পেয়েছি সন্ধান তুমি সে আনন্দ খনি।
সদানন্দে রবে সেবিবে যেজন (ও) রাঙ্গা চরণ দুখানি॥

পুরাণ প্রসঙ্গ।

পূর্ব্ব নিবৃত্তি

তাই আজ লীলারস আস্বাদন লোলুপ "শ্রীহনুমান্" "প্রাঞ্জলি" হইয়া ঐ সীতা রাম যুগল মূর্ত্তির "পুরঃ স্থিত" হইয়াছেন, ভক্তকে "জ্ঞানাপেক্ষ" দেখিয়া সুতরাং তত্বান্বেষী বুঝিতে পারিয়া সুপ্রসন্ন প্রভু

রামঃ সীতা মুবাচেদম্
ব্রূহি তত্বং হনূমতে।"

দয়মান দীর্ঘ নয়ন পিতা করুণাময়ী মাতাকে বলিতেছেন "আমাদের এই হনুমান্ নিষ্পাপ ও নিত্য ভক্তিমান্ সুতরাং জ্ঞানদানের সুপাত্র, অতএব তুমি ইহাকে আমাদের তত্ত্ব বল। জ্ঞানক্ষুধার্ত্ত সন্তানের ভোজন পাত্রে পিতা স্বয়ং পরিবেশন না করিয়া ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী মাতা সীতাকে জ্ঞানামৃত পরিবেশনের ভার দিলেন কেন ইহা ভাবনার বস্তু বটে, তাই আচার্য্য শঙ্কর জগন্মাতাকে বলিতেছেন—

"জ্ঞান বৈরাগ্য সিদ্ধ্যর্থম্
ভিক্ষাং দেহি চ পার্ব্বতি!"

পিতা ছাড়া মাতা হয় না; মাতা ছাড়াও পিতা হয় না, দার্শনিক বলেন আবার পিতা মাতা পরস্পর অন্বয়ব্যতিরেকী, উহা সত্য হইলেও "মার সোহাগে বাপের আদর" এ কথা এখানে বুঝিলে ভাল হয়। বাবা মাকে দিয়া সোহাগের সন্তান কে বুঝাইতেছেন

রামং বিদ্ধি পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমব্যয়ম্।
মাং বিদ্ধি মূল প্রকৃতিং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণীম্।

মাতা সন্তানকে নিজেদের গূঢ়তত্ত্ব বুঝাইয়া বলিতেছেন যে বৎস হনুমান্! শ্রীরামকে অব্যয় সচ্চদানন্দ পরব্রহ্ম বলিয়া জানিবে. "ইনি স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্বপ্রকার উপাধি হইতে বিনির্মুক্ত সৎ স্বরূপ বস্তু এবং বাক্য মনের অতীত। ইনি আনন্দ নির্ম্মল শান্ত নির্ব্বিকার নিরঞ্জন সর্ব্বব্যাপী স্বপ্রকাশ অকল্মষপরমাত্মা।"

মাতা সীতা পূর্ব্বোক্তভাবে শ্রীরামতত্ত্ব বলিয়া নিজতত্ত্ব বলিতেছেন যে— "আমাকে সৃষ্টি স্থিতি লয় কারিণী মূল প্রকৃতি বলিয়া জানিবে। এই পুরুষ প্রধান পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হইয়া আমি নিরলসভাবে এই নিখিল জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকি। জ্ঞানহীন ব্যক্তিরা তৎসান্নিধ্যে আমা কর্ত্তৃক সৃষ্ট এই ব্রহ্মাণ্ডতে তাঁহার আরোপ করে।"

অধ্যাত্ম রামায়ণ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অন্তর্গত, শ্রীরামসীতা তত্ত্ব স্বয়ং মাতা সীতাই ঐ ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ বেদসার গায়ত্রী মহামন্ত্রদ্বারা ঐ পরব্রহ্মকে বিশ্বরূপে ভাবনা করেন, সেখানে মাতা গায়ত্রীও সৃষ্টিস্থিতিলয়-কারিণী ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী রুদ্রাণীরূপেই ধ্যাত হয়েন, সুতরাং বৈদিকগায়ত্রী-মন্ত্রার্থের সঙ্গে শ্রীরাম সীতাতত্ত্ব অভিন্ন ইহা স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে, অতএব

শ্রীরাম সীতা রহস্য প্রতিপাদক শ্রীরামায়ণ বেদ সমান ইহাতে সন্দেহ নাই। এখানে শ্রীসীতা সৃষ্টিস্থিতি অন্তকারিণী বলিয়া নিজের তত্ত্ব বলিতেছেন মাতা গায়ত্রীও উক্ত ত্রিরূপা। গায়ত্রী মহামন্ত্রের অর্থ সবই পরব্রহ্মের জ্যোতিরূপ। সাম বেদীয় ছান্দোগ্য শ্রুতিতে আছে যে

"গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং যদিদংকিঞ্চ ॥ ৩। ১২। ১।

যাহা কিছু সকলই গায়ত্রী"। আবার ঐ ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ইহাও আছে যে যাহা কিছু সবই ব্রহ্ম—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (৩। ১৪। ১) কেন সর্ব্ব জগৎ ব্রহ্ম ইহার ব্যাখ্যায় সেখানেই বলা হইয়াছে যে-যে হেতু এই জগৎ ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন এবং ব্রহ্মেই লীন হয় বলিয়া ইহাও ব্রহ্ম, কার্য্য, কারণাতিরিক্ত বস্তু নহে উহা কারণেরই অবস্থা বিশেষ, এই জগৎ কার্য্য তাহার কারণ ব্রহ্ম, সুতরাং জগৎ ও ব্রহ্ম একই বস্তু। যাহা কিছু সকলই গায়ত্রী, ইহা দ্বারা গায়ত্রীর ব্রহ্মরূপতা ব্যাখ্যাত হইয়াছে ঋষিগণও বলিয়াছেন "ন ভিন্নাং প্রতিপদ্যেত গায়ত্রীং ব্রহ্মণা সহ...সোঽহ মিত্যুপাসীত" গায়ত্রীকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্না মনে করিয়া "সোঽহং" জ্ঞানে উপাসনা করিবে, সে জ্ঞান এইরূপ—

অর্কজ্যোতি রহং ব্রহ্মা ব্রহ্ম জ্যোতি রহং শিবঃ।
শিবজ্যোতি রহং বিষ্ণু র্বিষ্ণুজ্যোতি রহং শিবঃ॥

ইহাই বেদসার গায়ত্রী মাতার তত্ত্বকথা। শ্রীসীতা শ্রীহনুমান্‌কে নিজেদের তত্ত্ব বলিতে যাইয়া এই গায়ত্রী তত্ত্বই বলিয়াছেন "রাম পরব্রহ্ম, আমিও ব্রহ্মরূপা গায়ত্রী কারণ আমি সৃষ্টিস্থিতি অন্তকারিণী ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, রুদ্রাণী। আবার আমার রাম স্বরূপতঃ সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্ত সদ্ বস্তু, অবাঙ্‌মনসগোচর আনন্দ শান্ত নির্ম্মল নির্ব্বিকার নিরঞ্জন স্বপ্রকাশ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা, তিনি নিজে কিছুই করেন না, আমি তাঁহার সান্নিধ্যে এই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়লীলা করি, লোকে বলে তিনিই করেন। আবার এই ব্রহ্ম বিদ্যা স্বরূপিণী সীতা মায়ের কথা ব্রহ্মবিদ্যা গায়ত্রীতেও আছে, সাধক তাহা ভাবনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। সুতরাং শ্রীরামায়ণ বেদেরই ব্যাখ্যা বলিয়া ইহা বেদ সমান। রামনামের ব্যাখ্যায় বেদ বলিতেছেন যে—

"রমন্তে যোগিনোহনন্তে নিত্যানন্দে চিদাত্মনি
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে।
রামপূর্ব্বতাপিন্যুপনিষৎ। ৬।

ঋষিগণ ইহারই ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে

"রমন্তে সর্ব্বভূতানি তস্মাদ্ রাম ইতি স্মৃতম্।

যেখানে সর্ব্বভূত এবং যোগিগণের আনন্দ তিনি পরব্রহ্ম রাম। সুতরাং মাতা সীতা বেদরহস্য পূর্ণ এই নিজেদের তত্ত্ব নিজের ভক্ত হনুমানের নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীরামরহস্য উপনিষৎ আরও স্পষ্ঠ করিয়া বলিয়াছেন যে

"রাম এব পরং ব্রহ্ম
রাম এব পরং তপঃ।
রাম এব পরং তত্ত্বম্
শ্রীরামো ব্রহ্ম তারকম্॥"

অতএব ব্রহ্ম তত্ত্ব প্রকাশক উপনিষদের সঙ্গে শ্রীরাম সীতা লীলা প্রকাশক শ্রীরামায়ণের সর্ব্বথা তুল্যতা রহিয়াছে বলিয়া **রামায়ণং বেদসমম্"**।

বেদ আরও বলিতেছেন তিনি একাকী রমণ করেণ না তাঁহার ক্রীড়ায় দ্বিতীয়ার সাহায্য প্রয়োজন সেই জন্য তিনি স্বীয় আত্মাকে দুইভাগে প্রকাশ করিলেন পতি এবং পত্নী হইলেন তাই নিখিল জগৎ যুগলে যুগলে সজ্জিত হইল

"স একাকী নারমত
দ্বিতীয়া মৈচ্ছৎ
স ইমমেব আত্মানং
দ্বেধা অপাতয়ৎ
পতিশ্চ পত্নীশ্চ অভবতাম্।"

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ।১।৪।৩।

মাতা সীতা এই তত্ত্বই ভক্ত হনুমান্‌কে বলিলেন—"রাম সর্ব্বোপাধি বিনির্মুক্ত সত্তামাত্র বটে কিন্তু তাঁহার সান্নিধ্যে আমি এই সৃষ্টাদি লীলা করি—

"তৎ সান্নিধ্যাৎ ময়াসৃষ্টম্।"

সুতরাং আমিই তাঁহার এই বিচিত্র রমণ ক্রীড়ার সহচরী। দেবর্ষি নারদ এই

তত্ত্ব আরও ভাল বলিয়া ধলিয়াছেন—

লোকে স্ত্রীবাচকং যাবৎ তৎসর্ব্বং জানকীশুভা,
পুন্নামবাচকং যাবৎ তৎসর্ব্বং ত্বং হি রাঘব”

ঋষি বলিতেছেন লোকে যাহা কিছু স্ত্রীবাচক তাহা মাতা সীতা, এবং যাহা কিছু পুংবাচক তাহা প্রভুরাম তুমি স্বয়ম্।” সাধক বৈদিক দেবীসূক্ত ও পুরুষ সূক্ত মন্ত্রার্থের সঙ্গে এই দেবর্ষি নারদ ভাষিত শ্রীরাম সীতা তত্ত্ব ভাবনা করিবেন। নারদ নিজেই ইহা বলিতেছেন—

ত্বত্তএবং জগৎ সর্ব্বং ত্বয়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ত্বয্যেব লীয়তে কৃৎস্নং তস্মাত্ত্বং সর্ব্ব কারণম্॥
রজ্জাবহি মিবাত্মানং জীবং জ্ঞাত্বাভয়ং ভবেৎ।
পরামাত্মাহ মিতি জ্ঞাত্মা ভবদুঃখৈ র্বিমুচ্যতে॥”

অধ্যাত্ম রামায়ণঃ অযোধ্যাণ্ড ২৫।২৬

পরমাত্মা শ্রীরাম হইতেই রজ্জুতে সর্পের ন্যায় এই সৃষ্টাদির লীলা চলিতেছে আমি জীবও তাঁহাতেই রজ্জুসর্পের ন্যায় অধ্যস্ত হইয়াছি, যে দিন ইহা বুঝিব সেই দিন মুক্তি হইবে।

দেবর্ষি নারদ পূর্ব্ব কথিত বাক্য দ্বারা শ্রীরাম সীতা তত্ত্বে নিখিল বেদান্ত রহস্য প্রকাশ করিয়াই বলিয়াছেন। এই জন্যই শ্রীরাম রহস্য বিং শ্রীরামায়ণ ব্যাখ্যাতে বলিয়াছেন—

“বেদং প্রাচেতাদাসীৎ”
সাক্ষাদ্ রামায়ণাত্মনা॥

“রামায়ণং বেদ সমম্” ইহা একভাবে বুঝা হইল। এই কথা বারান্তরে অন্যভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা যাইবে। পুরাণ শাস্ত্র পরমেশ্বর লীলা মুলক হইলেও উহাতে নানা শিক্ষনীয় বিষয়ও রহিয়াছে, তাহাও প্রসঙ্গতঃ দেখিতে চেষ্টা করা যাইবে।

শ্রী শরৎকমলন্যায়তীর্থ।

শ্রীহংস মহারাজের কাহিনী

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

তৎপর যথা সময়ে কনিষ্ঠা রাণীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। অন্যান্য রাণী তৎকালে ঐ সূতিকাগারে আসিয়া কনিষ্ঠা রাণীর প্রসব সময় তাহার মুখ একটী হাঁড়ির মধ্যে ধরিলেন। রাণী সর্ব্ব সুলক্ষণ যুক্ত একটী কুমার প্রসব করিলে অন্যান্য রাণী কৌশলে সে সন্তানটী সরাইয়া লইয়া তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাদের সেই প্রস্তর পুত্তলিটী রাখিয়া দিলেন। রাজা নবজাত সন্তানের মুখ দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় পরমানন্দে সুতিকাগারের দ্বারে উপস্থিত হইলে রাজার দুষ্ট মহিষীগণের ষড়যন্ত্রের ফলে তাঁহাকে ঐ প্রস্তর পুত্তলটী তৎকালে দেখান হইল। রাজা উহাতে মহা দুঃখিত হইলেন এবং দেখিতে দেখিতে রাজ্যময় প্রচার হইয়া পড়িল যে রাজার কনিষ্ঠারাণী একটী প্রস্তর পুত্তলী প্রসব করিয়াছেন।

এদিকে রাজার নবজাত সুলক্ষণ যুক্ত সুন্দর সন্তানটী দুষ্টা মহিষীগণ লোক দ্বারা এক বনের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া ছিলেন। একজন ভীল সেই গভীর অরণ্যে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে আসিয়া নবজাত সন্তানের রোদন ধ্বনি শুনিতে পাইল। ধ্বনির অনুসরণে আসিয়া সে ঐ রাজ পুত্রটীকে দেখিতে পাইল। তাহার নিজের কোন সন্তানাদি না থাকায় ঐ সুন্দর শিশুটীকে সে সযত্নে বক্ষে তুলিয়া লইল ও তাহার পরিবারের নিকট আনিয়া দিল। ভীল পত্নী এমন সুন্দর বালকটী প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় হরষিত হইল। উভয়ের আদর যত্নে সন্তানটী ক্রমে ক্রমে বড় হইয়া উঠিতে লাগিল। এইরূপে দশ বার বৎসর গত হইল।

একদা সেই সাধু ভ্রমণ করিতে করিতে যথায় ঐ ভীল দম্পতি রাজপুত্রকে লালন পালন করিতেছিল তথায় উপস্থিত হইলেন ও ঘটনা চক্রে সেই ভীলেরই অতিথি হইলেন। ভীল সাধু দর্শনে সন্তুষ্ট হইল এবং তাঁহাকে সমাদর করিয়া বসাইয়া সাধুর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ঐ বালককে দিয়া আনাইয়া দিতে লাগিল। একবার বালকটী সাধুর ধূনির নিমিত্ত কিছু কাষ্ঠ আনিয়া যখন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন বালকের মুখাবয়ব দর্শনে

সাধু অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কারণ ঐ বালকের পোষাক পরিচ্ছদ ভীলদের মত সামান্য হইলেও উহার চেহারা অতি সুশ্রী। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া ঐ মুখ মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন বালকের ললাটে রাজদণ্ড অঙ্কিত রহিয়াছে। বালকের মুখখানি দেখিতে দেখিতে সাধুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বের একটী ঘটনা স্মরণ হইল এবং চিত্তে একটী সন্দেহ জন্মিল। তিনি প্রথমে বালককে দুই চারিটী প্রশ্ন করিয়া কোন সদুত্তর না পাওয়ায় ভীলকে প্রশ্ন করিলেন। "এ বালক তুমি কোথায় পাইলে?" ভীল প্রথমে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে সত্য ঘটনা প্রকাশ করিল। যে প্রকারে সে বন মধ্যে সন্তানটী প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা সাধুর নিকট অবশেষে অকপটে স্বীকার করিল। ভীলের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাধুর সংশয় দৃঢ় হইল। তখন সাধু পুনরায় ভ্রমণ করিতে করিতে পূর্ব্ব পরিচিত সেই রাজার রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন এবং সে স্থানের অসম্ভব জনরব শ্রবণে তাঁহার সন্দেহ সুনিশ্চিত হইল। সাধু রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলেন, "মহারাজ! মনুষ্যের গর্ভে কি কখনও প্রস্তর-পুত্তলী জন্মান সম্ভব? রাণীর সূতিকাগারে যে সকল ধাত্রী ছিল তাহাদিগকে এই স্থানে উপস্থিত করুন এবং ভালরূপ অনুসন্ধান করুন তাহা হইলেই নিশ্চয় সত্য কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে।" সাধুর অনুসন্ধানের ফলে যখন প্রকৃত কথা প্রকাশ পাইল, তখন রাজা স্বীয় পুত্রের মুখাবলোকন নিমিত্ত অতিশয় ব্যাকুলিত ও মহা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

রাজাকে ব্যাকুলিত দর্শনে ঐ সাধু তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, "আপনি ব্যস্ত হইবেন না, আমি আপনার পুত্রকে আনিয়া আপনার নিকট উপস্থিত করিব। আপনি ঠিক একই প্রকার দুইটী পরিচ্ছদ, একটী আপনার জন্য ও অপরটী আপনার পুত্রের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখুন এবং বৃহৎ একখানি সুনির্ম্মল দর্পণ আনাইয়া সম্মুখে ঠিক করিয়া রাখুন।" সাধুর বাক্যানুযায়ী রাজা সমস্ত আয়োজন করিলেন।

এদিকে রাজার নিকট হইতে গমন করিয়া সাধু পুনর্ব্বার ঐ অরণ্যে ভীলের আবাসে উপস্থিত হইলেন এবং বালককে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি ভীলের সন্তান নহ; তুমি অমুক দেশের রাজার পুত্র।" ঐ বালকের চিরদিনের বিশ্বাস যে সে ভীলের সন্তান সুতরাং সাধুর ঐরূপ বাক্য শ্রবণে তাহার মনে প্রতীতি হইল না যে সে বাস্তবিক রাজ পুত্র। সে তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ সাধুকে

বলিতে লাগিল যে, এই ভীলই তাহার পিতা। সাধু বহু প্রকারে তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন সত্য কিন্তু ঐ বালক কোন মতেই ঐ কথা বিশ্বাস করিতে পারিল না। তখন সাধু উহাদের সকলকে সঙ্গে করিয়া লইয়া সেই রাজবাড়ীতে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলেন। প্রথমে তিনি বালককে উত্তমরূপে স্নান করাইয়া অঙ্গমল পরিষ্কার করিয়া লইয়া রাজদত্ত উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করাইলেন। রাজাও সাধুর ইচ্ছানুসারে ঐরূপ দ্বিতীয় পরিচ্ছদে ভূষিত হইলেন। তৎপর সাধু রাজাকে এবং ঐ বালককে সেই বৃহৎ দর্পণের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিলেন। যখন বালক দর্পণ মধ্যে স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিলেন, তখন বালকের প্রতীতি হইল যে, সত্যই সে রাজপুত্র। কারণ উভয়ের প্রতিকৃতি একই প্রকার। এ যাবত কাল সে স্বীয় মুখ মণ্ডল কখনও দর্পণ মধ্যে দর্শন করে নাই। জীবনে সে এই প্রথম বার নিজকে নিজে দর্শন করিল। রাজাও স্বীয় পুত্র লাভে পরম আনন্দিত হইলেন। ভীল ও তৎপত্নীকে তিনি উপযুক্তরূপে পুরস্কৃত করিয়া বিদায় দিলেন।

এই গল্পটী বলিয়া সাধু বাবা আমাদের বলিতে ছিলেন, ভীল দ্বারা প্রতি পালিত হওয়ায় রাজপুত্র যেরূপ নিজের প্রকৃত পরিচয় অনবগত ছিল, তদ্রূপ জীবও প্রকৃত পরিচয় বিস্মৃত হইয়াছে। ভীল দ্বারা কয়েকবৎসর মাত্র পালিত হওয়ায় ও ভীলের মত পরিচ্ছদাদি ধারণে ঐ বালকের মনে দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছিল যে সে নিশ্চয়ই ভীল সন্তান। সাধুর কৃপায় সে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া রাজদত্ত পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক দর্পণ সাহায্যে স্বীয় প্রতিকৃতি অবলোকনে বুঝিতে সমর্থ হইল যে, রাজাই তাহার প্রকৃত পিতা। এ যাবতকাল যাহাদের নিকট সে বাস করিতেছিল তাহারা পালক পিতা মাতা মাত্র। আমরাও ঐ বালকের ন্যায় এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া মায়া দ্বারা আবৃত হওয়ায় মায়াধীন হইয়া পড়িয়াছি এবং নিজেদের প্রকৃত স্বরূপ হারাইয়া ফেলিয়াছি। যখন প্রকৃত সাধু সঙ্গ লাভ করিয়া কিম্বা সদ্‌গুরুর কৃপায় ক্রমে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করত পরাজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইব, তখন বুঝিতে সমর্থ হইব যে আমাদের আত্মার প্রকৃত স্বরূপ কি। আমাদের আত্মা যে পরমাত্মারই অংশ, অথবা আমাদের আত্মার স্বরূপ ও পরম আত্মার প্রকৃত স্বরূপ যে একই ; তাহা পরাজ্ঞান লাভ না হইলে কিছুতেই আমাদের উপলব্ধি হইবে না। ক্রমে ২ দিনে দিনে আমাদের যতই জ্ঞানের উন্মেষ হইতে থাকিবে, ততই আমরা বুঝিতে পারগ হইব যে, আমাদের মধ্যে

সেই অনন্ত ব্রহ্ম শক্তি প্রছন্ন ভাবে নিহিত রহিয়াছে। কেবল মায়াচ্ছন্ন থাকায় এখন তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছি না। সদ্গুরু কৃপায় যখন এই মায়া মোহের হস্ত হইতে আমরা নিস্তার লাভ করিতে পারিব, তখন আমরাও আমাদের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিব। আমরা তখন শুদ্ধ মনের দর্পণে আত্মা দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিব। মায়া ত্যাগ না হওয়া পর্য্যন্ত মন শুদ্ধ পবিত্র নির্ম্মল হইবে না এবং চিত্ত শুদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাতে আত্মদর্শনও সম্ভবপর হইবে না।

সাধু বাবার মুখ হইতে এই গল্পটী ও উপদেশ শ্রবণে আমরা পরম আনন্দিত হইতেছিলাম। বাবার মুখের অতি ক্ষুদ্র কথাটীও বড় মধুর। এক দিবস আমাদের সম্মুখে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক সাধু রাজকে প্রণামান্তে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "রাজা! আমি যে ভগবানকে ডাকিতে পারি না, আমার কি উপায় হইবে?" সাধু বাবা তদুত্তরে অতি স্নিগ্ধ হাস্যের সহিত মধুর কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "মায়ি তুমি তাঁহাকে না ডাকিলেও তিনিত তোমাকে ভুলিয়া যান নাই।" সাধু বাবার ক্ষুদ্র বাক্যটীও এইরূপ আশ্বাস-পূর্ণ। উহা শ্রবণ করিলে প্রাণে অতুল আনন্দ হয় ও চিত্তে আশার সঞ্চার হইয়া থাকে। ক্রমশঃ

রাজসাহী।

হাবড়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনী।

উৎসব উপলক্ষে—

সম্পাদকের অভিভাষণ

হিসাব-নিকাশ।

"হিসাব আমার মিল্‌বেনা তা জানি,
যা আছে তাই সামনে দিলাম আনি।"

সকল দেশেই বৎসরাবসানে সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানের হিসাব-নিকাশ ও কার্য্য-বিবরণীর আলোচনা হয়। সম্রাট হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য ব্যবসায়ী পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই প্রতি বৎসরের শেষে হিসাব-নিকাশ করিয়া

বুঝিয়া থাকেন তাঁহার পরিচালিত সাম্রাজ্য বা প্রতিষ্ঠানের কি পরিমাণে উন্নতি বা অবনতি হইয়াছে এবং বিগত বৎসরের কার্য্য-বিবরণীর আলোচনা করিয়া পরিচালনের দোষগুণ অবধারণ মতে পরবর্ত্তী বৎসরের কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারিত বা সংশোধিত হয়।

প্রতি মানব-জীবনও ভগবানের এক একটী প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী প্রতি মানব; মূলধন—ভগবৎপ্রদত্ত কার্য্যকারিণীশক্তি। এই শক্তির সদসৎ ব্যবহারের উপরই মানবজীবন প্রতিষ্ঠানের উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করে। রাজ্যের যেমন Governor বা শাসনকর্ত্তা, বৃহৎ কারবার বা প্রতিষ্ঠানের যেমন Director বা পরিচালক, তেমনি মানব-জীবন প্রতিষ্ঠানের বিবেকরূপী Director বা পরিচালক আছে; কিন্তু কর্ম্মচারী অসৎ প্রবৃত্তিপ্রণোদিত হইলে যেরূপ পরিচালকের চক্ষেও ধূলা দিয়া থাকে, তেমনি প্রতি মানব অসৎ প্রবৃত্তিপ্রণোদিত হইয়া বিবেকরূপী Directorকে বঞ্চনা করিয়া থাকে। এই অসংবৃত্তির প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিবার একমাত্র উপায় সৎসঙ্গ ও সৎ আলোচনা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীর উদ্দেশ্য সৎসঙ্গ ও সৎ আলোচনা দ্বারা অসৎবৃত্তির স্বাভাবিক প্রলোভন হইতে যথাসাধ্য জীবকে রক্ষা করা। বস্তুতঃ জগতের প্রত্যেক ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। জীব আপনার কর্ম্মজীবনের সাধনা দ্বারা ভগবানের দিকে অগ্রসর হইয়া থাকে; কেবল কর্ম্মজীবনের গতি যাহাতে বিপথগামী না হয় তাহা হইতে জীবকে সদুপদেশ দ্বারা রক্ষা করা ও সৎসঙ্গের প্রভাবে ভগবানের দিকে জীবনের গতিকে ফিরাইয়া দেওয়াই জগতের সকল ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য সম্যকরূপে সাধিত হইতেছে কিনা তাহা পর্য্যালোচনা করিবার জন্য বাৎসরিক সম্মিলন ও আলোচনা। আজ বৎসরান্তে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর সেই আলোচনার দিন উপস্থিত। সম্মিলনীর Director বা কর্ণধার আমাদের সর্ব্বজন-বরেণ্য প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়। আজ বৎসরের শেষে সম্মিলনীর কেবল মাত্র **আর্থিক** আয় ব্যয়ের নীরস হিসাব ও কার্য্য-বিবরণী সাধারণের সমক্ষে পাঠ করিয়া যেন আমাদের Directorকে আমরা প্রতারণা করিয়া আত্মবঞ্চনা না করি। **পারমার্থিক** হিসাবে আমরা স্ব স্ব ব্যক্তিগত জীবনে কর্ম্মদ্বারা কতদূর অগ্রসর হইয়াছি, একবৎসরে আমরা আপন আপন কর্ম্ম জীবন দ্বারা কি লাভ বা লোকসান করিয়াছি তাহাই যেন প্রত্যেকে হৃদয়ের অন্তর্নিহিত

মর্ম্মস্থলে একবার উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করি। একটী প্রবাদ বাক্য আছে—"ইস্পাত চুরি করিলে কামারের কোন ক্ষতি হয় না"। আজ এই পবিত্র সম্মিলনে আমরা সকলে হৃদয়স্থিত বিবেকরূপী Director বা দেবতার মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করি আমরা 'ইস্পাত চুরি' করিয়াছি কি না—আমরা প্রভুপাদ ও উপদেষ্টা মণ্ডলীর সারগর্ভ হিতোপদেশাবলীর একটীও কর্ম্ম-জীবনে পর্য্যবসিত করিতে পারিয়াছি কিনা। যদি না পারিয়া থাকি তবে এস ভাই! আত্মবঞ্চনা পরিহার করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে, যুক্ত করে, যিনি চির কৃপা ক্ষমাশীল যিনি অপরাধের লঘুত্ব বা গুরুত্বের বিচার না করিয়া অনুতপ্ত ও শরণাগত আশ্রিতকে অভয় দিয়া বলেন—

"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষায়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

তাঁহার সম্মুখে কর্ম্মজীবনের হিসাব করিয়া যুক্তকরে অশ্রুসিক্ত নয়নে বলি :—

(প্রভো!) হিসাব আমার
মিলবেনা তা জানি—
যা আছে তাই
সামনে দিলাম আনি॥
করযোড়ে রইব চেয়ে মুখে
বুঝাপড়া হিসাব যাবে চুকে—
তোমার ইচ্ছা মাথায় লব মানি,
(যদি) না বসাও গো কোলের কাছে
পায়ের তলে ঠাঁই ত আছে
(গোপনে) হৃদয়মাঝে পাতব আসন খানি।"

অকৃতীঅধম—
সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ ঘোষ।

আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ তত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যে শক্তি প্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন মূল পদার্থের পরমাণু সকল পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া সর্ব্বতোভাবে ভিন্নধর্ম্মক্রান্ত নূতনপদার্থ উৎপন্ন করে, তাহার নাম রাসায়নিক আকর্ষণ বা রাসায়নিক সম্বন্ধ (Chemical attraction or chemical affinity)। অণুসকল যখন রাসায়নিক সম্বন্ধে সম্বন্ধ হয়, তখন তাহাদের গুণের অন্যথা হয়। যবক্ষারজনক (Nitrogen) ও জলজনক (Hydrogen) ইহারা উভয়েই গন্ধবিহীন, কিন্তু উভয়ের রাসায়নিক সম্বন্ধে সমুৎপন্ন এমোনিয়া (Ammonia)অতি তীব্র গন্ধবিশিষ্ট পদার্থ। প্রায় যাবতায় সুরভিদ্রব্যই অঙ্গারের (Carbon) সহিত অম্লজনক (Oxygen) ও জলজনক (Hydrogen) বায়ুর সংযোগে উৎপন্ন হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, রাসায়নিক সংযোগস্থলে জড় বস্তুর সম্পূর্ণ গুণান্তর হইয়া থাকে। কোনস্থলে বর্ণহীন দ্রব্য সকলের ইতরেতরসংযোগে সুন্দর বর্ণবিশিষ্ট দ্রব্যের উৎপত্ত হয়, কোন স্থলে একরূপ বর্ণ বর্ণান্তরে পরিণত হয়, কোথাও বা গন্ধবিহীন বস্তু হইতে সুগন্ধি দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। যে শক্তিপ্রভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুই নিয়ত পরস্পরকে আকর্ষণ করে, তাহাকে মহাকর্ষণ (Universal Gravitation)* বলে। পৃথিবীর আকৃষ্টি শক্তিকে মাধ্যাকর্ষণ (Gravity) বলে। মহাকর্ষণ ও মাধ্যাকর্ষণের স্বরূপ ভাল করিয়া জানিতে ইচ্ছা হয়, বেদ-শাস্ত্রে মহাকর্ষণ ও মধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে কিরূপ উপদেশ আছে, আপনার মুখ হইতে তাহা শুনিতে ইচ্ছা হয়।

---

* পণ্ডিত নিউটন বলিয়াছেন—

"Every particle of matter in the universe attracts every other particle, with a force directly proportioned to the mass of the attracting particle and inversely to the square of the distance between them"—

বক্তা—অণুর সমষ্টি মহৎ এবং মহতের ব্যষ্টিই অণু; অতএব অণুর যাহা ধর্ম্ম, বলা বাহুল্য, মহতও তদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট। * একটী অণু যে কারণবশতঃ অপর একটী অণুকে আকর্ষণ করে, ক্ষুদ্র বৃহৎ, স্থূল সূক্ষ্ম সকল বস্তুই তৎকারণবশতঃ পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। বেদে এই তত্ত্বের পূর্ণ উপদেশ আছে। তোমাকে এখন সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি, শ্রবণ কর। ঋগ্বেদ বলিতেছেন—

বেদ শাস্ত্রোক্ত মহাকর্ষণ ও মাধ্যাকর্ষণের স্বরূপ।

"যদা সূর্য্যমমুং দিবি শুক্রং জ্যোতিরধারয়ঃ।
আদিত্তে বিশ্বা ভুবনানি যেমিরে॥"—

ঋগ্বেদ সংহিতা, ৬।১।৬।

অর্থাৎ, 'হে ইন্দ্র! হে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর! স্তোতমান, সর্বপ্রেরক, শোভনবীর্য্য আদিত্যকে তুমিই সৃষ্টি করিয়াছ। বিশ্বকারণ! তুমিই বিশ্বের সঙ্কর্ষণশক্তি, তোমার শক্তিতেই জগৎ ধৃত হইয়া রহিয়াছে। সূর্য্যের আকর্ষণে যেমন পৃথিব্যাদি লোক সকল সমাকৃষ্ট হইয়া আছে, বিশ্বসবিতা পরমেশ্বরের আকর্ষণে সেইরূপ সূর্য্যাদি যাবতীয় লোকই নিয়মিত হইয়া আছে।' আণবিক আকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি ইহারা এক সর্ব্বব্যাপক মহাকর্ষণশক্তিরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ—তাহারই অবান্তরভেদ। ঋগ্বেদ অপিচ বলিয়াছেন—

"সবিতা যন্ত্রৈঃ পৃথিবী মরম্নাদস্কম্ভনে সবিতা দ্যামদৃংহৎ।

ঋগ্বেদ সংহিতা, ৮।৮।৭।১১।

অর্থাৎ, সবিতা—সর্ব্ববলেশান—সর্ব্বশক্তিমান্ সূর্য্য বা পরমেশ্বর—যন্ত্র (যদ্দ্বারা কোন কিছু নিয়মিত হয়, তাহাকে যন্ত্র বলে)—আকর্ষণ শক্তিদ্বারা পৃথিবীকে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন। কেবল ইহাই নহে, যে অস্কম্ভন—অনারম্ভন—পতন প্রতিবন্ধক অবলম্বনরহিত অন্তরিক্ষে একটী লঘুপর্ণ পর্য্যন্ত অবস্থান করিতে পারে না, সর্ব্বশক্তিমান্ সবিতা সেই অন্তরিক্ষে অতিগুরু দ্যুলোককেও দৃঢ়ীকৃত করিয়া রাখিয়াছেন, অধঃপতিত না হয়, স্বীয় আকর্ষণশক্তি দ্বারা এইভাবে অবস্থাপিত করিয়াছেন।

---

* পাশ্চাত্য কবি ইমার্শন বলিয়াছেন—

"He finds that the universe as Newton said was made at one cast, the mass has like the atom, the same chemistry gravity and conditions."—

Quotations and Originality.

সিদ্ধান্ত শিরোমণি নামক গ্রন্থের গোলাধ্যায়ে মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে—

আকৃষ্টিশক্তিশ্চ মহীতয়া যৎ স্বস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা।
আকৃষ্যতে তৎপততীব ভাতি সমে সমন্তাৎ ক পতত্বিয়ং খে॥"

পৃথিবীর আকৃষ্টিশক্তি উহার কেন্দ্র-বা-মধ্যস্থল হইতে কার্য্য করে, এই নিমিত্ত পৃথিবীর আকর্ষণকে মাধ্যাকর্ষণ (Gravity) বলে।

জিজ্ঞাসু—সংক্ষিপ্ত হইলেও বেদের এই উপদেশগুলি শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দিত ও লাভবান্ হইলাম, আকর্ষণতত্ত্বের একটু ব্যাপকরূপ যেন নয়নে পতিত হইল, বুঝিলাম ; কি আণবিক আকর্ষণ, কি মাধ্যাকর্ষণ, সকলেই বেদোক্ত এই এক মহাকর্ষণ বা সঙ্কর্ষণ শক্তির পরিচ্ছিন্ন অবস্থা—অবান্তর ভেদ। আশা হইতেছে, আপনার কৃপায় ক্রমে এই তত্ত্বের পূর্ণরূপ দেখিতে পাইব। পাশ্চাত্যবিজ্ঞান পরমাণু ও ইহার আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণ-ধর্ম্মকেই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চুম্বক যেরূপ লৌহকে আকর্ষণ করে, বিশ্বের সকল বস্তুই সেইরূপ পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, নিউটন্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এইরূপ কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্থ প্রত্যেক দ্রব্যই প্রত্যেক দ্রব্যকে আকর্ষণ করে কেন, বিশ্বের সকল বস্তুই যদি পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে, তবে বিপ্রকর্ষণ নামধেয় পদার্থের অস্তিত্ব আছে কেন, রাগ দ্বেষ তাহা হইলে এক-মিথুন হইল কেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এ প্রশ্নের কোন উত্তর প্রদান করেন নাই। আমার এক্ষণে এই প্রশ্নের মীমাংসা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত প্রাণ ব্যগ্র হইয়াছে, অতএব কৃপাপূর্ব্বক আমার এই প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিন। সকল বস্তুই যে পরস্পরকে আকর্ষণ করে, রাগ-দ্বেষ সম্ভূত বৈষম্যময় সংসারে তৎসমর্থক দৃষ্টান্তস্থল কোথা? তবে কি কথাটী মিথ্যা?

বক্তা—না, মিথ্যা নহে। এসম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে, বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ সে সকল কথার উল্লেখ করেন নাই, তাঁহাদের উক্ত সিদ্ধান্ত এই জন্য ব্যাপকতর দৃষ্টি, সূক্ষ্মতর দর্শী দার্শনিকের হৃদয়গ্রাহী হইবেনা। দার্শনিক বলিবেন, বৈজ্ঞানিকগণ এতদ্দ্বারা একটী বিশ্বব্যাপক সত্যের খণ্ডিত বা পরিচ্ছিন্ন রূপ দেখাইয়াছেন। ক্ষুদ্র-বৃহৎ, স্থূল-সূক্ষ্ম, সকল বস্তুই পরস্পরকে আকর্ষণ করে, এ কথা সত্য কি না তাহা জানিতে হইলে আকর্ষণের কারণ কি, অগ্রে তাহা জানা আবশ্যক। আকর্ষণের কারণ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ কি বলেন?

পূজ্যপাদ ৺ভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ স্বামী পদকমলের জীবনী বর্ণনে প্রয়াস।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সন্তুতাভাস যোগদ্বারা লব্ধব্য দূরশ্রুতি, দূরদৃষ্ট, বাক্‌সিদ্ধি প্রভৃতি কতিপয় সিদ্ধির উল্লেখ করিয়া যোগতত্ত্বোপনিষৎ বলিয়াছেন—ইহারা মহাসিদ্ধির পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ, অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ইহাদিগে রত হইবেন না, যোগিরাট যাহাকে তাহাকে স্বসামর্থ্য প্রদর্শন করিবেন না, নিজ সামর্থ্যগুপ্তির নিমিত্ত লোক সমীপে মূঢ়বৎ, মূর্খবৎ বা বধিরবৎ অবস্থান করিবেন। ("এতে বিঘ্না মহাসিদ্ধের্ণ রমেৎ তেষু বুদ্ধিমান্। ন দর্শয়েৎ স্ব সামর্থ্যং যস্য কস্যাপি যোগিরাট্॥ যথা মূঢ়ো যথা মূর্খো যথা বধির এব বা। তথা বর্ত্তেত লোকস্য স্বসামর্থ্যস্য গুপ্তয়ে॥"—যোঃতঃউপঃ)। নারদ পরিব্রাজক উপনিষৎ বলিয়াছেন—যোগী সাধুচিত ধর্ম্মকে বস্তুতঃ অদূষিত রাখিয়া বাহ্যতঃ এইরূপ আচরণ করিবেন যাহাতে লোকে তাঁহাকে হেয় জ্ঞান করে, তাঁহার অবমাননাই করে, যাহাতে তাঁহার নিকটে আসিতে না চায় ("তথা চরেত বৈ যোগী সতাং ধর্ম্মমদূষয়ন। জনা যথাবমন্যেরন গচ্ছেয়ূর্নৈব সঙ্গতিম্॥"—নাঃপঃউপ)। অতএব প্রকৃত যোগীর যোগ-'ফল' দেখিতে পাওয়া সাধারণ পুরুষের পক্ষে একটু কঠিন। তথাপি অনেক সময়ে তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তখন তাহা অনেকের দৃষ্টি বা শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। এই প্রস্তাবনাতে ইতঃ পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, পাঠকগণ যদি তাহা স্মরণ করেন, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে এখন আর অধিক না বলিলেও চলিতে পারে, তথাপি স্বামীজীর পূর্ব্বোক্ত ভক্তগণের তৃপ্তির নিমিত্ত, তাঁহাদের প্রাগুক্ত খেদ দূরীকরণার্থ সংক্ষেপে তাঁহার দুই একটী বিভূতির উল্লেখ করিব, তাঁহার জীবনের ঈদৃশ বহু ঘটনার মধ্যে এস্থলে দুই একটী ঘটনার বর্ণন করিব।

আমরা স্বামীজীর বাল্য জীবনী হইতে নিম্নলিখিত অংশ পাঠকবর্গের নিমিত্ত উদ্ধৃত করিলাম—

"সত্যসংকল্পতা, ইচ্ছার অনভিঘাত প্রকৃত যোগীর একটী প্রধান লক্ষণ। পাঠক স্বামীজীর জীবনে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবেন; পাঠক

দেখিবেন, স্বামীজী যে কোন বিষয়ে কখন কোন ইচ্ছা করিয়াছেন তাহা কোন না কোন দিন সিদ্ধ হইয়াছেই। এখানে স্বামীজীর বাল্যকালের একটী ইচ্ছা কিরূপ অদ্ভুতভাবে পূর্ণ হইয়াছিল, তাহাই নিবেদন করিতেছি:—

"স্বামীজীদের অবস্থা তখন বিশেষ মন্দ হইয়াছে, কষ্টে, কোন প্রকারে সংসারযাত্রার নির্ব্বাহ হইতেছে; তাঁহার মধ্যম পিতৃব্যদেবের কন্যাটী বিবাহ-যোগ্যা হইয়াছে, কিন্তু অর্থাভাবে কন্যাটীকে পাত্রস্থ করা হইতেছে না। কালের কি কুটিল গতি! যাঁহারা এক সময়ে অম্লানবদনে অর্থদানপূর্ব্বক কত লোককে কন্যাদায় হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, আজ তাঁহাদিগকেই কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া চিন্তাকুল হইতে হইয়াছে! এই সময়ে কাশ্মীররাজ কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, কাশ্মীররাজ দানশীল পুরুষ, তাঁহার নিকটে যাইয়া প্রার্থনা জানাইলে ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারিবে! স্বামীজী সংস্কৃতে একখানি আবেদন পত্র লিখিলেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় তখন কাশ্মীররাজের এ প্রদেশের সভাপণ্ডিতবৎ হইয়াছিলেন। উঁহার সহিত যাইলে কিছু সুবিধা হইতে পারিবে মনে করিয়া স্বামীজীর মধ্যম পিতৃব্যদেব তাঁহার নিকট গমন করিয়া নিজ অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। তর্ক বাচস্পতি মহাশয় (ঠিক বলিতে পারিনা, হয়ত একটু রহস্য করিবার নিমিত্ত) বলিলেন 'তা, তুমিই যাও না'। স্বামীজীর পিতৃব্যদেব। 'আপনি সঙ্গে গেলে ভাল হয়'। তঃ বাঃ মহাশয়। 'আমি গেলেও যা, তুমি গেলেও তা'। স্বাঃ-পিতৃব্যদেব। 'আপনি গেলে যা, আমি গেলেও যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে আর আপনার কাছে আসিব কেন?'

তঃ বাঃ মহাশয়। 'হাঁ, আমি গেলেও যা, তুমি গেলেও তাই বটে, তবে আমি গেলে রাজা উঠিয়া দাঁড়াইবেন, আর তুমি গেলে গলাধাক্কা খাবে, এই প্রভেদ।

স্বামীজী সঙ্গে ছিলেন; কথাগুলি তাঁহার প্রাণে লাগিল। স্বামীজী চির-দিনই বড় তেজীয়ান্ পুরুষ ছিলেন। তখনই তাঁহার মনে এইরূপ সংকল্প হইল, "যদি কাশ্মীররাজ কোন দিন আমাদের নিকট যাচকরূপে আসিয়া উপস্থিত হন, তবেই এ দুঃখ যাইবে।" দরিদ্র ব্রাহ্মণকুমারকে এরূপ সংকল্প করিতে শুনিলে লোকে হাঁসিবেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু দরিদ্র পুরুষটী যদি যথার্থই ব্রাহ্মণ হন, তাহা হইলে, হাঁসিবার কিছু কারণ নাই। স্বামীজীর জীবন তাহা প্রত্যক্ষরূপে প্রমাণ করিয়াছে। যখন এই ঘটনা ঘটে তখন স্বামীজীর

কৌমারাবস্থা। বৃদ্ধ কাশ্মীররাজ শ্রীরণবীর সিংহ অবশ্য কিছুদিন পরেই পরলোকগত হইলেন, কিন্তু যাঁহারা ৺কাশীধামে ('ভদৈনি'স্থ বাসায়) ইহাঁর পুত্র শ্রীপ্রতাপসিংহের স্বামীজীর চরণে আত্মসমর্পণ দৃশ্য দর্শন করিয়াছেন, এবং (রাজ ঘাটের বাটীতে) তাঁহাকে স্বামীজীর নিকট আয়ুঃ ভিক্ষা করিতে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা বলিবেন, 'ভগবান তাঁহার ভক্তের কোন ইচ্ছা অপূর্ণ রাখেন না, এই কথা যে সম্পূর্ণ সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।' ৺কাশীতে ভদৈনির বাসাতে যখন স্বামীজীর চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া তাঁহার চরণযুগল বক্ষে ধারণপূর্ব্বক কাশ্মীররাজ প্রতাপ সিংহ বার বার বলিতে লাগিলেন "আমি আপনার দাসানুদাস, আপনি আমাকে মনে রাখিবেন," তখন স্বামীজীর নয়নে অশ্রুবারি দৃষ্ট হইয়াছিল। স্বামীজীর মুখ হইতে তাঁহার তাৎকালিক হৃদয়ের ভাব সম্বন্ধে আমরা এইরূপ শুনিয়াছি—'তাঁহার এই অধম সন্তানের প্রতি ভগবানের কত দয়া, কত স্নেহ! আমার তখন সেই বাল্যকালের কথা মনে পড়িল, মনে হইল, আমার তখন মনে যে দুঃখ হইয়াছিল, আর ঐরূপ মনে হইয়াছিল, ভগবান্ তাহা ভুলেন নাই, আমি কিন্তু তাহা বহুদিন হইল ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমি দেখিয়াছি, ভগবান্ আমার কোন অভিলাষ, ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, অপূর্ণ রাখেন না।'—

ইতঃপর আর একটী ঘটনার উল্লেখ করিব।

স্বামীজীর ৺কাশীতে 'ভদৈনি'স্থ বাসায় থাকাকালে এক দিবস বুঁদিরাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর তিনি স্বামীজীর চরণে মহারাজের তিনটী প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, এই তিনটী প্রার্থনা পূর্ণ করিলে বুঁদিরাজ তাঁহাকে বিশেষতঃ পুরস্কৃত করিবেন। পরে তিনি বলেন আপনি যদি কিছু বিভূতি দেখান তাহা হইলে মহারাজ স্বয়ংই আপনার নিকটে আগমন করিবেন। পুরস্কারের লোভ প্রদর্শন করাতে এবং বিভূতি দেখাইবার কথা বলাতে স্বামীজী একটু বিরক্ত হইয়াছিলেন। উত্তরে স্বামীজী যে যে কারণে, তাহার মধ্যে পুরস্কারের লোভ দেখান একটী, মহারাজের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার তাঁহার শক্তি বা প্রবৃত্তি নাই তাহা জানাইয়া পরিশেষে বলেন—আপনি বিভূতি দেখাইবার কথা বলিয়াছেন, আমি কোন বিভূতিই দেখাইব না, অথচ বুঁদিরাজকে অদ্য হইতে এক বৎসরের মধ্যে এখানে আসিতে হইবে। ইহাই বিভূতি জানিবেন'। প্রাইভেট্ সেক্রেটারী মহাশয় স্বামীজীর কথাটা তখন বোধ হয় পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

আর ঘুমাওনা মন।

আ

মরণ দুন্দুভি ওই বাজায় নিয়তি।
আর ঘুমাওনা জাগ সুখ-লুব্ধমন।
কতদিন রবি মূঢ় সংসারেতে মাতি॥
শিয়রে দাঁড়ায়ে তোর করাল শমন॥

র

দেহকে ভাবিয়া আত্মা করি দেহসার।
চিরদিন ঘুরিতেছ পাগলের মত।
এখন (ও) গেলনা তোর শত হাহাকার॥
মোহ ঘুমে অচেতন রবি আর কত॥

ঘু

কত কোটি জনমের সাধনার ফলে।
লভেছিলি নরকায় দেবতা বাঞ্ছিত।
গেলরে বৃথায় তোর দিন গেল চলে॥
শেষ দিন হবি তুই অতীব লাঞ্ছিত॥

মা

যেদিন চলিয়া গেছে ফিরিবেনা আর।
শতবার কর যদি প্রাণ বিসর্জ্জন।
এখন (ও) জপরে সদা নাম সুধাধার॥
লভিবি হেলায় সেই হরির চরণ॥

ও

স্বপ্ন তোর দেহ গেহ আত্মীয় স্বজন।
স্বপ্ন তোর দারা সুত বিষয় বিলাস।
যা দেখিছ সব ওরে নিশার স্বপন॥
সত্য শুধু যেন মন সেই স্বপ্রকাশ॥

না

সকল সাজেতে সাজি সেই একজন।
খেলিছে সংসার মাঝে বহুবিধ খেলা।
যেজন সঁপিবে তাঁর পদে প্রাণ মন॥
হবে ধন্য ভবে সেই ঘুচে যাবে জ্বালা॥

ম

যতদিন ইষ্ট তোর নাদেবে দর্শন।
ডাকতুই ততদিন কাঁদিয়া তাঁহারে।
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন॥
ভুলনাক এই মন্ত্র বারেকের তরে॥

ন

অবশ্যই একদিন আসিবে সেজন।
মুছাইতে ওরে তোর নয়ন আসার।
সার্থক হইবে ক্ষেপা এদেহ ধারণ॥
চিরতরে যাবে ঘুচে আসা বার-বার॥

সাধনধর্ম্ম-রক্ষার উপায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আজ কাল্‌কার গৃহস্থ শেষের বচনটি সকলে স্বীকার করুণ আর না করুণ, প্রথম বচনটি শাস্ত্র না বলিতেও তাঁহারা নিজেই বলিয়া থাকেন। সংসার-গৃহস্থ! যাহাই কেন মনে না কর, ভাই সাধক গৃহস্থ! তুমি কিন্তু এই দুইটি বচনই অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে বাধ্য। স্ত্রী বলিলে তোমাকে বুঝিতে হইবে সহধর্ম্মিনী। সংসারে অবস্থান করিতে হইলে তোমাকে আজীবন যাঁহার সঙ্গে অর্দ্ধাঙ্গভাগ অতিবাহিত করিতে হইবে, এ জীবনের পরেও আবার লোকান্তরে পাপ পুণ্যের সমভাগ বহন করিতে হইবে, সংসারে থাকিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া সংসার ধর্ম্মে—বিশেষতঃ সাধন ধর্ম্মে তুমি অগ্রসর হইবে, ইহা বড়ই অসম্ভব। আজ কাল দেখিতে পাই—অনেকেই কোন না কোন সাধনধর্ম্মের অনুষ্ঠানে দীক্ষিত, কেহ কেহ বা কৃতসংকল্প; কিন্তু দুঃখের কথা বলিব কি? তাঁহাদিগের অনেকেই সংসারে স্ত্রীকে একটা বিশেষ ভোগ্য পদার্থ বলিয়া মনে করেন, অর্থাৎ ভোগ ভিন্ন অন্য প্রয়োজন স্ত্রীর দ্বারা কিছু সাধিত হইতে পারে, ইহা তাঁহাদিগের একরূপ বিশ্বাস বহির্ভূত। এই বিশ্বাসের ফলে তাঁহারা যে ভোগ করেন, আর যাহা ভোগ করেন, তাহা ক্রমে দেখাইব; কিন্তু সাধক! তোমাকে বলিয়া রাখি—তোমার পত্নী ভোগের জন্য নহেন অধিকন্তু ভোগ খণ্ডাইবার জন্য। ভাই তুমি সে তরঙ্গে ডুব দিওনা! আমরা পূর্ব্বোক্ত বিশ্বাসবদ্ধ অনেক প্রধান পুরুষকেও অগঠিত সংসারে সাধন ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়া অচিরাৎ পশ্চাৎপদ হইতে দেখিয়াছি। ভাই গৃহস্থ! হয়ত সাধন-ধর্ম্মের জন্য তোমার মনে আবেগ জাগিয়াছে? কিন্তু প্রাণে যে সে বল আসে নাই—তাহা তুমি একবার ও ভাবিয়াছ কি? একাই যদি ধর্ম্মপথে উত্তীর্ণ হইতে সাধ হইয়াছে, তবে ভাই! শিক্ষিত গৃহস্থ! রাগ করিও না, সত্য কথা বল দেখি—কার জন্য তুমি এ ভূতের বোঝা বহন কর? ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া ম্লেচ্ছ যবনের দাসত্ব কর? স্বাধীন মানবজাতির শীর্ষ স্থানীয় হইয়া কুকুরের বৃত্তি অবলম্বনে আত্মজীবিকা নির্ব্বাহ কর? সংসারে যদি সেই টুকু বল— ভাই! তোমার থাকিত তাহা হইলে কি আর তুমি আটট্যার

মধ্যে যোগ শেষ করিয়া দশটার মধ্যে ছুটিতে ছুটিতে আফিসে আসিতে? শাস্ত্রের আদেশ, গুরুর আদেশ, নিজের আন্তরিক অভিলাষ এ সকল উপেক্ষা করিয়া স্ত্রী পুত্রের মায়া মমতা পাশে জড়াইয়া ভাই! তুমি এই ঘোর সংসার-কারাগারে এম্‌নি করিয়া আত্মহারা হইয়াও কি কখন পড়িয়া থাকিতে? তাই বলি ভাই! সে বল যখন আসে নাই, নিজের মনোগত প্রাণগত কোন একটী কার্য্য সাধন করিতে হইলে যখন তুমি ঐ অবলার বল না পাইলে একপদও অগ্রসর হইতে পার না, তখন ভাই! এ সংসারের পিছিল পথে একা একা এমন করিয়া লাফ দিয়া কেন আছাড় খাইয়া পড়? সংসারের এ সংকীর্ণ পথ বিষয়াসক্তির অশ্রান্তজলে নিয়ত সমান কর্দ্দমাক্ত, কাহার সাধ্য এ পথে ভাই! একা চলিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারে? তাই বিধাতার আদেশ—শাস্ত্রের আদেশ—দুজনে মিলিয়া হাত ধরাধরি করিয়া তবে সংসারে চলিতে হইবে। দুজনেই দুজনের হাত ধরিয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যে একজন শিথিল হইলেই আর একজনের পড়িয়া যাইবার কথা; ঘটিয়া থাকেও নিয়ত তাহাই। তাই বলি—ভাই গৃহস্থ! তোমাদের দুজনের মধ্যে কেহ কাহাকেও ঢিল দিওনা; অন্যকে ঢিল দিতে গেলে নিজেই ভাই! পড়িয়া মরিবে! ভাই তুমি মনে করিও—তাহার চলিবার জন্যও তুমি যেমন হাত দিয়াছ, তুমি নিজে চলিবার জন্যও তেমনি তাহার হাত ধরিরাছ, ইহারই নাম ধরাধরি। তুমি ধরিবে, অথচ ধরা দিবে না, ধরা কেন সে পাপের ভার বহন করিবেন? তাই বলি ভাই! তোমার দুদিকেই ধরা; চলিতে হইলে ধরা দিতে হইবে, আর না দাও ত ধরায় পড়িতে হইবে! এইজন্যই স্ত্রীর নামর সহচারিনী। গৃহস্থের পক্ষে স্ত্রী ইহলোকেও সহচারিনী, পরলোকেও সহচারিণী। হায়! হায়! ভাইরে! আজ তুমি সেই সহচারিনীর অর্থ বুঝিয়াছ—প্রমদবন বিচারিনী!

(ক্রমশঃ)

কামনা থাকিবেনা শেষে কর্ম্মও থাকিবেনা—থাকিবেন শুধু ভগবান। সর্ব্ব কর্ম্মে তাঁহার অনুগ্রহ অনুভব করিতে করিতে পূর্ব্বশ্রুত জ্ঞান বিচারে সামর্থ্য জন্মিবে তখন জ্ঞানের অনুভব হইবে ইহাই স্বরূপ স্থিতি।

প্রথমেই ভগবানের প্রসন্নতার অনুভব—তাহাতেই মোহ নাশ—মোহনাশে স্বরূপের স্মৃতি—ইহা হইতেই হৃদয়ের সকল সংশয় বিনাশ। তখন বাক্যে কর্ম্মে ভাবনায় ভগবান লইয়াই থাকা—ইহাই জ্ঞান লাভের ক্রম। গীতা এখন কাতর হৃদয়কে জ্ঞান যোগ ও কর্ম্ম যোগের উপদেশ করিতেছেন।

আবার বলি জগতের লোক শোকে দুঃখে সর্ব্বদা হাহাকার করে। নানাবিধ রোগের দুঃখ, কাম, ক্রোধ, লোভ জনিত দুঃখ ; বজ্রপাত, অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টির দুঃখ, হিংস্র জন্তু ও হিংস্র মানুষ হইতে দুঃখ—কোন না কোন দুঃখে মানুষ সর্ব্বদা ছট্‌ফট্ করে ; আবার কত ক্লেশ করিয়া যাহা উপার্জ্জন করে, রক্ষা জন্য শত চেষ্টা করিয়াও তাহা রক্ষা করিতে পারে না—সকল প্রকারের দুঃখের প্রতীকার এই গীতাতে পাওয়া যায়। জগতকে সুখী করিবার জন্য—শান্তি দিবার জন্য এই গীতা। মানুষের কর্ত্তব্য দেখাইয়া দিতেছেন এই গীতা আবার কর্ত্তব্য পরায়ণ করিবার জন্যও এই গীতা। যে কেহ গীতা আশ্রয় করিতে পারিবেন, যে কোন জাতি গীতার উপদেশ মত নর নারীর কর্ত্তব্য পথে চলিবার সুবিধা করিতে পারিবেন সেই জাতি যে দুঃখময় সংসারকে সুখময় স্বর্গে পরিণত করিতে পারিবেন তাহার কোন সংশয়ই নাই।

গীতা প্রচারের পর কোন জাতির যে এইপ্রকার সুখ হইয়াছে তাহা দেখা যায় না। তবে নর নারী ব্যক্তিগত ভাবে গীতা প্রদর্শিত শান্তি ও সুখ যে নিশ্চয়ই লাভ করিতে পারেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ব্যক্তিগত আলস্য ত্যাগ, অনিচ্ছা ত্যাগ, কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ, কর্ত্তব্য পরাঙ্মুখতা বর্জ্জন, কর্ত্তব্য পরায়ণতা অর্জ্জন, সুখ দুঃখ সহ্য করিয়া

ঈশ্বরের নাম লইয়া অবিচলিত থাকা—এক কথায় কোন কিছুতেই বিচলিত না হওয়া—হৃদয় জয় করা এবং বুদ্ধি নির্ম্মল করা, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীভগবানের অনুগ্রহ লাভ—এই সমস্তে লক্ষ্য রাখিয়া গীতার প্রবাহ হৃদয়ে বহাইতে প্রয়াস করাই এই পুস্তকের একমাত্র লক্ষ্য। ইহাতেই যে মৃত্যু সংসার সাগর হইতে মুক্তিলাভ করা যায়, সম্পূর্ণ না পারিলেও —ইহার চেষ্টা যে মানুষকে মোক্ষমার্গে—আত্যন্তিক সুখপথে পরিচালিত করে ইহাই আলোচকের দৃঢ় বিশ্বাস। যাঁহারা বলেন গীতার উপদেশ মত চলা কঠিন তাঁহাদিগকেও আমরা বলি—সকল প্রকার অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়া গীতা উপদেশ দিয়াছেন—আপনার অধিকারের কার্য্য বাছিয়া লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলে ক্রমশঃ উচ্চ অধিকার লাভ হইবেই। ইহাই মুক্তির পথ।

এখন আমরা গীতার উপদেশ আরম্ভ করিতেছি।

অর্জ্জুন! তুমি ভীষ্ম দ্রোণ ইত্যাদির মৃত্যুর কারণ হইবে এবং ভারতের রাজগণেরও মৃত্যুর কারণ হইয়া নিজের ইন্দ্রিয় উচ্ছোষণ জনিত শোক ও জাতির অধঃপতন জনিত শোক সহ্য করিতে পারিবে না বলিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে চাহিতেছ, আমি বলিতেছি তোমার এই শোক মোহ অজ্ঞান জনিত। ইহা দূর করিবার জন্য আমি তোমাকে প্রথমেই জ্ঞানের বিচার ও কর্ম্মের বিচার শুনাইতেছি। কর্ম্মের বিচার শুনিয়া সেই মত কর্ম্ম করিয়া জ্ঞান অনুষ্ঠান করিলেই তুমি তোমার কার্য্য করিলে এবং জগৎ জনেরও পরম উপকার করিলে। এখন শ্রবণ কর।

যাহার জন্য শোক করা উচিত নয় তাহার জন্য তুমি শোক করিতেছ এবং পণ্ডিতের কথাও কহিতেছ। পণ্ডিতেরা দেহ হইতে প্রাণ বাহির হউক বা দেহে প্রাণ থাকুক অর্থাৎ মৃতদেহ বা জীবিত দেহের জন্য শোক করেন না। [১১]

অর্জ্জুন—মানুষ মরিবে বলিয়াই ত শোক?

ভগবান্—দেহ ও দেহী লইয়াই ত মানুষ। বিচার করিয়া দেখ

দেহ মরিবে বলিয়াই কি শোক না দেহী মরিবে বলিয়া শোক ?

অর্জ্জুন—দেহ ও দেহী যে এক বস্তু নহে ইহা না দেখাই কি শোকের কারণ ?

ভগবান্—নিশ্চয়ই।

অর্জ্জুন—আত্মীয় বন্ধু বান্ধব জ্ঞাতি বধে নিজের ক্লেশ ও সমাজের ক্ষতি ইহা বলিতেছিলাম বলিয়াই কি বলিতেছ মূর্খের মত শোক করিতেছি আবার পণ্ডিতের মত কথাও বলিতেছি ?

ভগবান্—তুমি বলিতেছ সকলে মরিবে—শ্রাদ্ধ তর্পণ লোপ হইবে পিতৃপুরুষের পতন হইবে মৃত ব্যক্তি নিয়ত নরকে পড়িয়া থাকিবে—এখানে তুমি পণ্ডিত ও মূর্খের কথা এক সঙ্গেই বলিতেছ। যদি যদি মরিয়াই গেল তবে শ্রাদ্ধ তর্পণ কাহার জন্য করিবে ? নরকে নিয়ত বাসই বা কে করিবে ? দেহটা প্রাণশূন্য হইয়া এখানে পড়িয়া রহিল কিন্তু দেহ গেলেও আত্মা ত স্বর্গে বা নরকে—কোথাও রহিল।

অর্জ্জুন—আমি দেখিতেছি আমি পণ্ডিতের বা আত্মজ্ঞের মত কথা বলি নাই বটে।

ভগবান্—তা নয় কি ? যদি পণ্ডিত হইতে তবে মৃতদেহ ও জীবিত দেহের জন্য শোক করিতে না।

অর্জ্জুন—দেহ ত চিরদিন থাকে না জানি কিন্তু দেহী বা আত্মা কি চিরদিন থাকেন ?

ভগবান্—এই কৃষ্ণ দেহ ধারণের পূর্ব্বে যে আমি কখন ছিলাম না তাহা নহে, তুমি ও এই রাজগণও পূর্ব্বে যে ছিলেন না তাহা নয়—আবার এই দেহ যাইবার পরেও যে আমরা আবার অন্য দেহে আসিব না তাহাও নয়।১২

অর্জ্জুন—আমি ত ইহা অনুভব করি না কিন্তু তুমি ইহা জান কিরূপে ?

ভগবান্—আমার আত্মার সম্বন্ধে জ্ঞান আছে বলিয়া আমি সব জানি তোমার তাহা নাই বলিয়া জান না। আমি সর্ব্বদা আত্মাতে লক্ষ্য রাখি বলিয়া সকল কর্ম্ম করিলেও দুঃখ আমাকে স্পর্শ করিতে

পারে না—তোমার সেই লক্ষ্য নাই বলিয়া তোমার শোক মোহ আইসে।

অর্জ্জুন—দেহী বা আত্মার সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ বিচার করিতে হইবে। দেহী যে দেহ নহে ইহার অনুভব নাই বলিয়াই আমার এই দুঃখ। আচ্ছা দেহের মৃত্যু হইলে যখন দেহীর মৃত্যু হয় না তখন মরণটাকে তুমি কি বল ?

ভগবান্—মরণটা দেহান্তর প্রাপ্তি। দেহের যেমন কৌমার, যৌবন জরা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা হয় সেইরূপ মৃত্যুটাও দেহের একটা অবস্থা বিশেষ ধীর ব্যক্তি দেহান্তর প্রাপ্তিরূপ দেহের এই অবস্থাতে দুঃখ করেন না। ১৩

অর্জ্জুন—কিন্তু দেহান্তর প্রাপ্তি বা মরণের ক্লেশত অসহ্য—ইহা কি সহ্য করা যায় ?

ভগবান্—কিরূপ ?

অর্জ্জুন—যমযন্ত্রণায় রোগী যখন ছট্‌ফট্‌ করে—অসহ্য যাতনায় অধীর হইয়া রোগী যখন উঠিয়া বসিতে চায়, উঠিতে পারে না, বসাইয়া দিলেও বসিতে পারে না, শুইয়া থাকিতেও পারে না—কি করিলে সুস্থ হইবে তাহার কিছুই পায় না ; যাতনায় চক্ষু বড় বড় করিয়া কি এক কর্কশ দৃষ্টিতে—নিতান্ত অসহায় হইয়া কি জানি কার দিকে যেন তাকায়—অন্তিমের এই অবস্থা দেখিয়া কোন মানুষ কি স্থির থাকিতে পারে ?

ভগবান্—ধীর হইতে যে পূর্ব্ব হইতে চেষ্টা না করিয়াছে তার যাতনা ত বিষম হইবেই। লোকে যে কষ্ট বোধ করে তাহা ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের যোগেই হয়। শীত উষ্ণ বোধ হইলে তজ্জনিত যে সুখ দুঃখ বোধ তাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় স্পর্শ করিলেই হয়। যে, বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় ফিরাইয়া আমাকে ভাবনাতে স্পর্শ করার অভ্যাস করে, বিষয় না দেখিয়া যে ভিতরে আমার ধ্যানে আমাকে স্পর্শ করা আয়ত্ব করিয়া ফেলে তাহার শীত-উষ্ণ সুখ দুঃখ থাকেই না। ইহা আমাতে সমাধি করিলেই হয়। ইহা যে পারে না তাহাকে বিচার করিতে হয়

শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ ত একটানা থাকে না—ইহারা আগমাপায়ী—উৎপত্তি নাশ শীল একবার আসে আবার যায়। ইহারা অনিত্য। যাহা বরাবর থাকে না তাহা সহ্য করাই উচিত। সহ্য কর, সহিষ্ণু হও—ইহা খুব বড় সাধনা। ১৪

অর্জ্জুন—সহ্য করিবার অভ্যাস যে দৃঢ় করে তার কি হয়?

ভগবান্—যাহাকে শীত উষ্ণ সুখ দুঃখাদি ব্যথা বা আনন্দ দিতে পারে না, যে সুখ দুঃখে সমান থাকে, কিছুতেই বিচলিত হয় না সে ব্যক্তি আমার মত অমর হইয়া যায়।

অর্জ্জুন—সহ্য করিতে অভ্যাস করিলে এতদূর হওয়া যায়?

ভগবান—যায় কিন্তু গুরুমুখে ও শাস্ত্র মুখে তত্ত্ব-কথাও শুনা চাই। তত্ত্বদর্শী হইবার সাধনাও করা চাই। তত্ত্বদর্শী যাঁহারা তাঁহারা না পারেন এমন কিছুই নাই। ১৫

অর্জ্জুন—কিরূপ?

ভগবান—সত্য কি অসত্য কি ইহার বিচার যাঁহারা করেন তাঁহারা অনুভব করেন অসৎ যাহা তাহা আদৌ নাই, আর সত্য যাহা তাহা তিনকালেই একরূপ। সত্য বস্তুর অভাব কখন হয় না। তত্ত্বদর্শীরা সৎ ও অসতের অন্ত পর্য্যন্ত দর্শন করেন।১৬

অর্জ্জুন—কি দেখেন?

ভগবান্—অসৎ যাহা তাহা মরুমরীচিকার মত, রজ্জু সর্পের মত, গন্ধর্ব্ব নগরের মত। ভ্রমেই অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব। ইহা নিশ্চয় জানিয়া—যে পর্য্যন্ত ভ্রম নাও ছুটিতেছে ততদিন পর্য্যন্ত কিন্তু অসৎকে অগ্রাহ্য করিতে হয়। আর সৎ যাহা, অসৎ সেই সৎকে ঢাকিয়া রাখিলেও সৎ সকল কালেই আছেন; এইজন্য ইহাই একমাত্র গ্রাহ্য করার বস্তু।

এই ভাবে একদিকে অসতের দর্শন স্পর্শন চিন্তা মন হইতে বাহির করিয়া দিতে হইবে, অন্য দিকে সৎ যাহা তাহার শ্রবণ মনন ধ্যান করিয়া করিয়া সৎ বস্তুকে নিরন্তর দৃঢ় ভাবে লইয়া থাকিতে হইবে—এই ব্যাপারে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলে সৎ যে একমাত্র সর্ব্বব্যাপী নিত্য

বস্তু—ইহা প্রত্যক্ষ করা যাইবে, এবং অসৎ যে মিথ্যা মায়া তাহাও জানা যাইবে। তত্ত্বদর্শীরা এই ভাবে উভয়ের অন্ত জানেন।

অর্জ্জুন—দেহকে আত্মা বলিয়া বোধ যতদিন থাকে ততদিন কি সুখ দুঃখকে সমান বোধ করা যায়?

ভগবান—না তা যায় না। আত্মাকে দেখিয়া দেখিয়া দেহকে যিনি ভুলিতে পারেন—আত্মাতে ডুবিয়া গিয়া যিনি বাহ্য সমস্তই ভুলিয়া যান তিনিই সুখ দুঃখে হর্ষ বিষাদ শূন্য হইয়া সকল অবস্থাতে একভাবে থাকিতে পারেন। তত্ত্বদর্শী না হইলে ইহা হয় না। তাই বলিতেছি অগ্রে তত্ত্ববিচারের কথা শ্রবণ কর তবে একদিন তত্ত্বদর্শী হইতে পারিবে।

অর্জ্জুন—তুমি বলিতেছ তত্ত্ববিচার না করিলে সব সহ্য করিবার সামর্থ্য জন্মিবে না। আমার বড় ভাল লাগিতেছে তুমি তত্ত্ববিচার আরও বল।

ভগবান—অর্জ্জুন! ইহাও জানিও তোমার প্রবল যত্ন ও আমার অনুগ্রহ ভিন্ন তত্ত্ববিচার একদিন আধ দিন শুনিলে বা করিলে ইহা স্থায়ী হইবে না। আমার অনুগ্রহ ও তোমার প্রবল চেষ্টা এই দুই লইয়া সত্য ও অসত্যের বিচার করিতে করিতে তবে হইবে।

অর্জ্জুন—তোমার অনুগ্রহ ভিক্ষা ভিন্ন আমার চেষ্টা কি সর্ব্বদা একভাবে রাখা যাইবে না?

ভগবান—তুমি অসত্যের মধ্যে ডুবিয়া আছ। যাহার মাথার উপর দশ হাত জল সে কি কখন তীরে কি আছে বলিতে পার? যাহা যাহা অসত্য যাহা এই আছে এই নাই তাহাকে সত্য মনে করিয়া তুমি কত জন্মজন্মান্তর ধরিয়া কর্ম্ম করিতেছ, "আমি আমার" যাহা বলিতেছ তাহাই ত মায়া, তাহাই ত মিথ্যা। মায়া অতিক্রম করা কি মানুষের চেষ্টায় হয়?

অর্জ্জুন—তাই কি বলিতেছ তোমার অনুগ্রহ ভিন্ন অসত্যের হাত হইতে রক্ষা পাইতে কাহারও সামর্থ্য নাই?

ভগবান—হাঁ তাহাই বলিতেছি। বলিতেছি তোমার সর্ব্ববিধ

প্রযত্ন কেবল আমার অনুগ্রহ লাভের জন্য হউক। আমার অনুগ্রহ লাভের জন্যই যুদ্ধাদি লৌকিক কর্ম্ম, সমস্ত নিত্য কর্ম্ম,স্বাধ্যায়, সব তুমি সব তুমি অভ্যাসরূপ ঈশ্বর প্রণিধান এবং আমি কে, জগৎ কি, এইরূপ আত্মবিচার নিত্য চলিতে থাকুক।

আমার অনুগ্রহ ভিক্ষা না করিয়া কর্ম্ম করিতে গেলে ভিতরে বাহিরে এত বিঘ্ন উঠিবে যে তাহাতে তোমাকে হতাশ করিয়া ফেলিবে।

অর্জ্জুন—তোমার অনুগ্রহলাভের জন্য জপ ধ্যান আত্মবিচারাদি বৈদিক কর্ম্ম এবং যুদ্ধাদি সমস্ত লৌকিক কর্ম্ম করিতে হইবে নতুবা কর্ম্ম যখন কিছু ফল দিবে তখন অহঙ্কার আসিবে, তখন কর্ম্ম নিষ্ফল হইবে তখন হতাশ. আসিবে আর আলস্য অনিচ্ছা ইত্যাদি উঠিয়া আমাকে কর্ত্তব্য পরাঙ্মুখ করিয়া ফেলিবে, ইহার উপর যদি বলপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে যাই তবে আমার চেষ্টা বহু অসম্বন্ধ প্রলাপে বহু ফলাফল ভাবনায় উন্মত্ত হইয়া যাইবে; কর্ম্ম যে ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া কেবল তোমার সন্তোষের জন্য করিলেই পূর্ণত্ব দেয় এবং কর্ম্মের উৎসাহ থাকে তাহা আর থাকিবে না। দেখিতেছি তোমার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে করিতে এই যে সত্য মিথ্যার বিচার ইহাই তোমাকে সর্ব্বদা লইয়া থাকিবার ভিত্তি। ইহা ভিন্ন সুখদুঃখে অবিচলিত ত থাকাই যাইবেনা।

ভগবান—অর্জ্জুন! অনুগ্রহ ভিক্ষা কর্ম্ম সম্পাদনের বড়ই আবশ্যকীয় বিষয়। অনুগ্রহের অর্থ হইতেছে "পশ্চাৎ গ্রহণ" ইহার অনুভব। আমি সর্ব্বদাই মানুষের দিকে চাহিয়া আছি। ইষ্ট-মূর্ত্তির দিকে ফিরিলেই যেমন দেখা যায় মূর্ত্তি তোমার দিকেই সর্ব্বদা চাহিয়া আছেন, সেইরূপ তুমি আত্মার দিকে ফিরিলেই বুঝিবে আমি তোমার দিকে সর্ব্বদা চাহিয়া আছি। আমি নিরবয়ব হইলেও কেবল আমার জীবকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই নিরাকার হইয়াই সাকার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করি,এবং সর্ব্বদা তোমার দিকে চাহিয়া থাকি—সে কেবল অনুগ্রহ করিবার জন্য। আমাকে গ্রহণ কর—আমার দিকে ফিরিয়া আমার দিকে চাও—প্রতি কর্ম্মে প্রতি

বাক্যে, প্রতি ভাবনায় ইহা করার অভ্যাস কর, আপনিই বুঝিবে আমি সর্ব্বদা তোমাকে গ্রহণ করিয়া আছি বলিয়া—তোমার গ্রহণের পশ্চাতেই আমার গ্রহণ বা আমার অনুগ্রহ অনুভবে আইসে।

অর্জ্জুন—অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়া কর্ম্ম করাই তোমার উপদেশ মত কর্ম্ম করার ভিত্তিভূমি। তোমার অনুগ্রহ সর্ব্বদা ভিক্ষা করিতে করিতে লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম করিলেই তোমাকে বড় উজ্জ্বলভাবে—বড় জীবন্তভাবে পাওয়া যায় বুঝিতেছি।

ভগবান্—শেষে যে বলিব "মামেকং শরণং ব্রজ" ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে করিতে আজ্ঞা পালন করার অভ্যাস করিতে হয়।

অর্জ্জুন—তুমি আরও এই অনুগ্রহের কথা বল।

ভগবান্—লৌকিক বা বৈদিক যাহা কিছু কর অথবা স্থির হইয়াও যখন বসিয়া থাক—সমাধি না লাগা পর্য্যন্ত অর্থাৎ আমাতে ডুবিয়া গিয়া "বাহ্যং বিস্মৃতবানহং" না হওয়া পর্য্যন্ত অনুগ্রহ ভিক্ষার কথা একবারও বিস্মৃত হইওনা। আমি জগৎব্যাপী, তোমার মনব্যাপী, তোমার দেহ ব্যাপী, সকল মানুষের দেহ, মন, প্রাণ, ইচ্ছা, অনিচ্ছা সকলের মূলই আমি; জগতে যাহা কিছু গতিশীল—তাহা আমার উপরেই চলিতেছে ফিরিতেছে মনে রাখিয়া তুমি লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম, যোগ, ভক্তি, ও জ্ঞান নিষ্পত্তির জন্য নিরন্তর বলিতে থাক "অনুগ্রহ কর" "অনুগ্রহ কর" "উদ্ধর গো উদ্ধর—এতদ্ভিন্ন মিথ্যার হাত হইতে, মায়ার "আমি আমার" রূপ মোহ হইতে উদ্ধার পাইবার অন্য উপায় নাই।

অর্জ্জুন—এই অনুগ্রহ প্রাপ্তির কথা কি গীতাতে অনেকবার বলিবে?

ভগবান্—কতবারই বলিব। "মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ১৮।৫৬ "মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি" ১৮।৫৮ তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত। তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্" তুমিও আমার অনুগ্রহ অনুভব করিয়া শেষে বলিবে 'নষ্টো মোহং স্মৃতির্লব্ধা তৎ প্রসাদান্ময়াচ্যুত। স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব" ১৮।৭৩ "ময়া প্রসন্নেন" ১১।৪৭, "মদনুগ্রহায় পরমং" ১১।১ "তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ নাশয়ামি" ১০।১১—এইরূপ কতই বলিব।

কর্ম্ম-জনিত সুখ দুঃখ রূপ ফলেই মনের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব। সেই মন প্রশান্ত হইলে মানুষের কোন কিছু করাও অকৃত বলিয়া গণ্য হয়।

যো নিশ্চয়োন্তঃ পুরুষস্য রূঢ়ঃ ক্রিয়াস্বসৌ তন্ময়তামুপৈতি।
অনাময়ং মে পদমাহতা ধীরধীরতামন্তরলং ত্যজামি ॥৩০

(আহতা = দৃঢ় নিশ্চয় সম্পন্না ॥ অলং = অত্যন্ত মেব)

পুরুষের অন্তরে—আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা এই যে দৃঢ় নিশ্চয় ইহাই ঐ পুরুষকে দেহাদি ক্রিয়াতে তন্ময়তা প্রাপ্ত করায়। এখন কিন্তু আমার বুদ্ধি অবিনশ্বর পদ অবলম্বন করিয়াছে। এই রোগ শূন্য অনাময় পদ—অনায়াস আত্মপদটি আমি দৃঢ়রূপে নিশ্চয় করিয়াছি। এখন অন্তশ্চিত্তে সর্ব্বপ্রকার অধীরতা একেবারে ত্যাগ করিব।

উপশম ১১ সর্গঃ

চিত্তকে জাগ্রতকরা বা চিত্তানুশাসন।

বশিষ্ট—যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মে স্পন্দিত হওয়া উচিত—জনকরাজা এই স্থির করিয়া অনাসক্ত ভাবে উপস্থিত কর্ম্ম করিবার জন্য উত্থিত হইলেন—সূর্য্য যেমন অনাসক্ত ভাবে দিনের কার্য্য করেন সেইরূপ। সন্ধ্যা বন্দনাদি কর্ম্ম কেবল আত্মরূপী তোমার প্রসন্নতা জন্য। তুমি মঙ্গল আশীর্ব্বাদ না করিলে চিত্তকে প্রবুদ্ধ করা যাইবে না ইহার পরে ইহা ইষ্ট ইহা অনিষ্ট এই বাসনা ত্যাগ করিয়া জাগ্রত অবস্থাতে সুষুপ্তের ন্যায় নির্ব্বাসন চিত্তে যথাপ্রাপ্ত কর্ম্ম করিতে লাগিলেন।

সম্পাদ্য তদহঃ কার্য্যমার্য্যাবর্জ্জনপূর্ব্বকম্।
অনয়চ্ছর্ব্বরীমেকস্তয়ৈব ধ্যান লীলয়া ॥৩

অহঃ কার্য্য অর্থাৎ আহ্নিকাদি সম্পাদন করিলেন—আর্য্য কার্য্য—

পূজনীয় দেব ব্রাহ্মণাদির পূজা দানাদি কার্য্য বর্জ্জন করিলেন না। পরে শর্ব্বরী আগতে পুনরায় সেইরূপ ধ্যান যোগে নিযুক্ত রহিলেন। মনকে সমরস করিয়া—সমাহিত করিয়া—একাগ্র করিয়া—বিষয় ভ্রম শান্ত করিয়া—রাত্রিশেষে চিত্তকে বক্ষ্যমান প্রকারে প্রবুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

চিত্ত চঞ্চল সংসার আত্মনো ন সুখায়তে।
শমমেহি শমাচ্ছান্তং সুখং সারমবাপ্যতে ॥৫

রে চিত্ত! চঞ্চল—সদা পরিবর্ত্তনশীল—এই সংসার আত্মাকে কিছুতেই সুখ দিতে পারে না। তুমি শান্ত হও। শান্ত সার সুখ পাইবে। তুমি স্বভাববশে অবহেলে যে যে বিকলের সঙ্কল্প করিবে, তোমার চিন্তাতে সেই সেইরূপে সংসার স্ফীত হইয়া উঠিবে। ভগবান্ বশিষ্ট বলিতে লাগিলেন দেখ রাম! মানুষের মনে আপনা হইতে যে অসম্বন্ধ প্রলাপ উঠে তাহা কি জন্য হয় জান? মানুষ চিত্তের সঙ্গে কথা কহিয়া চিত্তকে প্রবুদ্ধ করে না বলিয়া। চিত্তকে অন্য একটা মানুষ মনে করিয়া এটাকে সর্ব্বদা বুঝাইতে হইবে—তবে এটা ইহার প্রলাপ বকা ছাড়িবে। "লালয়েৎ চিত্ত বালকম্"—একটি বালককে মানুষ করিতে হইলে যেমন সেই বালককে শুধু শিক্ষা দিলেই হয় না কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সে সর্ব্বদা কি করে তাহাতেও সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হয় সেইরূপ চিত্ত বালকের প্রতিও সর্ব্বদা সাবধানে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শাস্ত্র ও সাধু সজ্জনের উপদেশ মত যাহাতে ইহার অনুষ্ঠান হয় তাহাত করাইতেই হইবে কিন্তু প্রধান কার্য্য হইতেছে সর্ব্বদা ইহার সহিত কথা কওয়া ও ইহাকে প্রবুদ্ধ করা। শ্রবণ কর জনকরাজা আরও কি করিলেন।

চিত্তে সঙ্কল্প তুল তখন দেখিবে "তথা তথৈতি স্ফারত্বং সংসারস্তন চিন্তয়া" তোমার চিন্তার দ্বারা সংসার স্ফারতা প্রাপ্ত হইবে। বৃক্ষে জল দিলে যেমন উহা শত শাখা বিস্তার করে সেইরূপ তোমার ভোগেচ্ছা বাড়াও দেখিবে অসংখ্য ব্যথা আসিয়া উপস্থিত হইবে। চিন্তার বিলাসেই পুনঃ পুনঃ জনন মরণ দ্বারা অনন্ত সংসার সৃষ্টি হয়। অতএব

চিন্তা ত্যাগ কর তবেই উপশম প্রাপ্ত হইবে। উপশমের সুখ ও সংসার সুখ তুলনা কর, যদি সংসারে কিছু সার প্রাপ্ত হও তবে হে সুন্দর! হে বিবেকিন্ ইহাই গ্রহণ কর। সংসার সুখ যখন অসার তখন ইহাতে আস্থা ত্যাগ কর, অসার দৃশ্যদর্শন লালসা ত্যাগ কর, করিয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ কর; আস্থাও করিও না, অনাস্থাও করিও না—উদাসীন থাক। এই দৃশ্য সৎ হউক বা অসৎ হউক, ইহা উদিত হউক বা অস্তমিত হউক ইহার গুণাগুণে সমভাব চ্যুতি প্রাপ্ত হইও না।

দৃশ্য বস্তুর সঙ্গে তোমার মনের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই, অবিদ্যমান যাহা তাহার সহিত সম্বন্ধ কিরূপ তাই বল? হে মন তুমিও অসৎ এই দৃশ্যও অসৎ; অতএব এই উভয়ের সম্বন্ধ বন্ধ্যাপুত্র, খপুষ্পের মত অপূর্ব্বই বটে। আর যদি ভাব তুমি সৎ আর দৃশ্য অসৎ তথাপি জীবিত আর মৃতের মত সৎ ও অসতের সম্বন্ধ হয় কিরূপে তাই বল? হে চিত্ত! যদি তুমি এবং দৃশ্য উভয়েই সৎ হও তাহা হইলেও সদাস্থিত যাহা তাহাতে হর্ষ বিষাদের অবসর কোথায়? অতএব তুমি এই মহৎ আধি ত্যাগকর, মুক্ত হও, তুষ্টিস্তুত হও, সদা আত্মস্বরূপে যাহাতে স্থিতি লাভ করিতে পার তাহাই সম্পাদন কর; সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের অগাধ গর্ভবিশিষ্ট অশুভ ত্যাগ করিয়া আত্মস্বরূপে স্থিত হও। মানুষের কৌতুক উৎপাদনের জন্য আগ্নেয় দ্রব্য রচিত কন্দুকাকার অলাত যন্ত্র দেখিয়া আত্মাকে বৃথা চঞ্চল করিওনা, বৃথা প্রজ্বলিত করিওনা। মোহের বশ হইয়া অধোগমন করিওনা।

ন তদিহাস্তি সমুন্নতমুত্তমং
ব্রজসি যেন পরাং পরিপূর্ণতাম্।
তদবলম্ব্য বলাদতিধীরতাং
জহিহি চঞ্চলতাং শঠ রে মনঃ ॥ ১৮

রে শঠমন! এই দৃশ্যবর্গের মধ্যে এমন উত্তম কিছুই নাই যাহা লাভ করিয়া তুমি পূর্ণ হইয়া যাইতে পার; এই জন্য অভ্যাস

ও বৈরাগ্য বলে ধীরতা অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ আত্মস্বরূপ দেখিয়া দেখিয়া চঞ্চলতা ত্যাগ কর।

---

১২ সর্গঃ

বিচার প্রজ্ঞা বা বিচার বুদ্ধির ফল।

রাম! সর্ব্বদা চিত্তকে প্রবুদ্ধ কর। আত্মাই সৎ আর সমস্ত অসৎ এই সদসৎ বিচার দ্বারাই চিত্তকে প্রবুদ্ধ করা যায়। চিত্ত! স্থির জানিও এই সংসার আত্মাকে কিছুতেই সুখ দিতে পারে না অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য অভ্যাস কর আর অবিরত বিবেকানু-সন্ধানে আত্মাই যে একমাত্র সৎ তাহা সর্ব্বদা স্মরণ কর। সর্ব্বক্ষণ অন্তশ্চৈতন্যে অবস্থান কর। আর সর্ব্বক্ষণ চিত্ত হইতে সমুদায় বিষয় ভাবনা বিগলিত কর। সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিয়া যথাপ্রাপ্ত কর্ম্ম করিয়া যাও। নিত্যানিত্য বিচার দ্বারাই বস্তুটি পাওয়া যায়। বিচারবতী প্রজ্ঞা দ্বারা যে ফল পাওয়া যায় ক্রিয়ায় সে ফল পাওয়া যায় না। সংশাস্ত্র ও সৎসঙ্গ দ্বারা প্রজ্ঞা বা বিচার করাইয়া সর্ব্বদা চিত্তকে প্রবুদ্ধ কর অর্থাৎ অসৎ ছাড়াও সৎ ধরাও। ইহাতে সহজেই সমস্ত লাভ করা যায়। বিচারবতী প্রজ্ঞাই—চিন্তামণি প্রজ্ঞাই জ্ঞপ্তীদেবী। চিত্ত! সর্ব্বদা বিচার কর। খাইতে শুইতে বসিতে চলিতে সর্ব্বদা মনের সহিত এইরূপ বিচার কথা কও। কিছুদিন অভ্যাস করিয়া দেখ কত উন্নতি লাভ করিতে পার। রাম! আবার বলি সর্ব্বদা মনের সহিত কথা কও। ইহাতে বেশ রস আছে। করিয়া দেখ। মনকে বিচার দ্বারা সর্ব্বদা প্রবুদ্ধ করিতে থাক। ঘুমটাও অসৎ—চিত্তকে ইহা দেখাইলে ঘুম না হওয়ার ক্লেশ হইবেনা। আকাঙ্ক্ষার বস্তু এখানে নহে, আস্থা করিবার

কিছুই এখানে নাই। নিরন্তর মনকে এই উপদেশ করিতে করিতে বিচারবতী প্রজ্ঞা প্রজ্বলিত হইবে। কঠিন কোন কিছুই করিতে হয় না শুধু তোমার অনুগ্রহ প্রাপ্তিজন্য সন্ধ্যা আহ্নিক জপাদি নিত্য কর্ম্ম কর আর সর্ব্বদা বিচার কর—করিয়া চিত্তকে প্রবুদ্ধ কর। সংসার উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। ব্যবহারিক কার্য্য যাহা আসিবে তাহাই করিয়া যাও, ভবিষ্যৎ চিন্তা কিছুই করিও না। কোন বিষয়ে ইচ্ছাও করিওনা, অনিচ্ছাও করিওনা। ইহা পাইলামনা, ইহা পাইলাম ইহা বলিবার কিছুই নাই জানিও। মনকে সর্ব্বদা এই বিচারদ্বারা প্রবুদ্ধ কর জনক রাজার মত এই জীবনেই মুক্ত হইয়া যাইবে।

এই সর্গে বিশেষ বিশেষ কথা যাহা উপদেশ করা হইল তাহা এই :—

"পদমতুলমুপৈতুমিচ্ছতোচ্চৈঃ প্রথমমিয়ং মতিরেব লালনীয়া" যিনি অতুলনীয় পরম পদ প্রাপ্তির ইচ্ছা করেন তাঁহাকে প্রথমেই মতিকে বা চিত্তকে লালন করিতে হইবে। লালনীয়া—বালইব ক্রমাৎ বিবেক শিক্ষণেন শোধনীয়া। ক্রম অনুসারে যেমন বিচার শিক্ষা দিয়া বালকের চিত্তকে শুদ্ধ করিতে হয় সেইরূপে চিত্তকে সর্ব্বদাই সত্য মিথ্যার বিচার শিক্ষা দিতে হইবে। মানুষের মনই যদি পাগলের মত যাহা তাহা লইয়া অসম্বন্ধ প্রলাপ বকিতে থাকে তবে এই পাগল মন কস্মিন্‌কালে স্থিরতা প্রাপ্ত হইবেনা। এইজন্য সর্ব্বদাই ইহাকে সত্য মিথ্যা জনিত অনিত্যের বিচার শুনাইতে হইবে এবং ব্যবহারিক জগতে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র এই সত্য মিথ্যার প্রয়োগ শুনাইতে হইবে। পরে যখন মিথ্যাকে একেবারে ছাড়িতে না পারিলেও ইহাকে অগ্রাহ্য করিতে অভ্যাস হইয়া যাইবে আর সত্য স্বরূপ জগদাবরণে আচ্ছাদিত চৈতন্যকেই সর্ব্বদা স্মরণে রাখা যাইবে—যখন সর্ব্বদা মনে হইবে আত্ম চৈতন্যদেবই সর্ব্বদা জগৎরূপেই দাঁড়াইয়া আছেন—মায়িক জগৎ তাঁহার গায়েই ভাসিয়াছে আর মিথ্যা মরীচিকার জল যেমন মরুভূমিকে আর্দ্র করিতে পারে না সেইরূপ জগতের কোন ব্যাপার চিত্তকে বিচলিত করিতে পারেনা

তখন চিত্ত শান্ত হইয়া আপন স্বরূপ যে নির্ম্মল চিৎ তাহাতেই স্থিতি লাভ করিবে। প্রধান কার্য্য হইতেছে মন শিব চৈতন্য ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা তুলিলেই তাহাকে রাম রাম করিয়া রামের অনুগ্রহে মন হইতে তাড়াইয়া দিতে হইবে।

স দদর্শাখিলান্ ভাবাং শ্চিচ্ছক্তৌ সমবস্থিতান্।
আত্মভূতাননন্তাত্মা সর্ব্বভূতাত্ম কোবিদঃ ॥৭

চিৎশক্তিতে অর্থাৎ চিদাত্মাতে সমবস্থিত বা অধ্যস্ত অতএব পরমার্থ দৃষ্টিতে আত্মভূত সমস্ত ভাবকেই তখন স্থির চিৎ সমুদ্রে তরঙ্গের মত ভাঙ্গিতে ভাসিতে দেখা যাইবে—কাজেই তিনি যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মে স্পন্দিত হইয়াও স্বয়ং অনন্ত আত্মা ও সর্ব্বভূতাত্ম-কোবিদ্ রূপেই সর্ব্বদা অবস্থিত হইবেন।

ভবিষ্যং নানুসন্ধত্তে নাতীতং চিন্তয়ত্যসৌ।
বর্ত্তমান নিমেষন্তু হসন্নেবানুবর্ত্ততে ॥১৪

চিত্তকে সর্ব্বদা প্রবুদ্ধ করিতে করিতে রাজা জনক ভবিষ্যতে কি হইবে তাহার অনুসন্ধান করিতেন না—যাহা গত হইয়াছে তাহারও ভাবনা করিতেননা অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ম্ম অনিষ্ট করিতেছে বলিয়া ইহাতে দ্বেষ, আগামি মঙ্গল কর্ম্ম আসিতেছে বলিয়া তাহাতে অনুরাগ এই উভয় প্রবৃত্তিই অনর্থের হেতু বলিয়া তিনি উভয়কেই উপেক্ষা করিতেন। তিনি বর্ত্তমান মাত্র দর্শন করিয়া—ইহা অপ্রিয় এই অনুসন্ধান না করিয়া স্বাভাবিক আনন্দ বৃত্তিতে এই বর্ত্তমানকে দেখিয়া যেন হাস্য করিতেন। রাম! স্ববিচার বশেই এই অবস্থা লাভ করা যায়।

তাবত্তাবৎ স্বকেনৈব চেতসা প্রবিচার্য্যতে।
যাবত্তাবৎ বিচারাণাং সীমান্তঃ সমবাপ্যতে ॥১৬

ততকাল পর্য্যন্ত নিজ চিত্তকে সৎ ও অসতের বিচার করাইবে যতদিন পর্য্যন্ত বিচারের শেষফল যে শান্ত ভাবে স্বরূপস্থিতি তাহা দেখিতে না পাও।

ন তদ্‌গুরোর্ন শাস্ত্রার্থান্ন পুণ্যাৎ প্রাপ্যতে পদম্।
যৎ সাধুসঙ্গাভ্যুদিতাৎ বিচার বিশদাদ্ধৃদঃ ॥১৭
সুন্দর্য্যা নিজয়াবুদ্ধ্যা প্রজ্ঞয়েব বয়স্যয়া।
পদমাসাদ্যতে রাম ন নাম ক্রিয়য়ান্যয়া ॥১৮

হে রাম! স্বরূপস্থিতি গুরুদিয়া দেননা, শাস্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যাতেও হয় না —ইহা লাভ হয় সাধু সঙ্গ দ্বারা উদিত, বিচার, যখন হৃদয় নির্ম্মল হয় অর্থাৎ সৎ ও অসতের নিরন্তর বিচার করিতে করিতে নিজ হৃদয়েই সেই পরম পদ লাভ করা যায়।

সৎ শাস্ত্র বিচার দ্বারা পরিষ্কৃত বুদ্ধিদ্বারা—প্রজ্ঞারূপিণী অতি সুন্দরী নিজসখী দ্বারা যে পদ পাওয়া যায় কোনরূপ করা ধরা দ্বারা সে ফল পাওয়া যায় না।

প্রাজ্ঞবান সহায়োপি বিশাস্ত্রোঽপ্যরিমর্দ্দন।
উত্তরত্যেব সংসার সাগরাৎ রাম পেলবাৎ ॥২২

যদি প্রজ্ঞা বাড়াইতে পার তখন গুরু প্রভৃতির সহায় শূন্য হইলেও অথবা শাস্ত্র শ্রবণ শূন্য হইলেও হে অরিমর্দ্দন রাম! মিথ্যা অজ্ঞান মাত্র বাধা হেতু অতি কোমল সংসার পার হইবার আর কোন বিঘ্ন থাকেনা। অতএব প্রথমেই শাস্ত্র সজ্জন সংসর্গে প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি বা বিচার বাড়াও। পরে আর কিছুই আবশ্যক নাই; শুধু বিচার কর আর বিচারের প্রয়োগ কর।

প্রজ্ঞয়োত্তীর্য্যতে ভীমাৎ তস্মাৎ সংসার সাগরাৎ।
ন দানৈর্নবা তীর্থৈ স্তপসা ন চ রাঘব ॥২৯

প্রজ্ঞা দ্বারাই ভয়ঙ্কর সংশয় সাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়—দানে বা তীর্থে বা তপস্যায় হে রাঘব! ইহা হয় না। প্রজ্ঞা বা প্রকৃষ্ট জ্ঞানই হইতেছে চৈতন্য বা আত্মাই আছেন আর কিছুই নাই। তথাপি যাহা দেখা যায় তাহা রজ্জুকে সর্প বোধ করা মাত্র।

রাম! জ্ঞানবৃদ্ধগণ যাহা বলেন তাহাও বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে—তাঁহারা বলেন—

গচ্ছতিস্তিষ্ঠতো বাপি জাগ্রতঃ স্বপতো পিবা।
ন বিচার পরং চেতো যস্যাসৌ মৃত উচ্যতে ॥

গমন কর বা বসিয়া থাক, জাগ্রত থাক বা স্বপ্ন দেখ যাহার চিত্ত বিচার পরায়ণ নয় সেই ব্যক্তিই মৃত। বিচারের শেষ কথা কি জান ? তুমি এখন মিথ্যা মন সাজিয়া আছ। কিন্তু মন ও নাই আর মনোবিলাস এই দৃশ্য প্রপঞ্চও নাই। মিথ্যা মনটা যাহা অবলম্বন করিয়া সত্য মত দেখাইতেছিল সেই শিবরূপী আত্মাই আছেন। তুমি মন নও তুমি আত্মাই—ইহাই শেষ বিচার। সর্ব্বদা ইহা লইয়াই থাক।

উপশম ১৩ সর্গঃ

চিত্ত প্রশমন বা মনোনিবৃত্তি।

বশিষ্ট—রাম ! জনকের মত তুমিও চিত্তদ্বারা আত্ম বিচার কর তবেই বিদিত বেদ্যদিগের পদ অবিঘ্নে প্রাপ্ত হইবে। যাঁহারা শেষ জন্মে এমন প্রজ্ঞা লাভ করেন যাহাতে সত্ত্বগুণকে উত্তেজিত করিবার জন্য তাঁহাদের প্রবল চেষ্টা হয়, তাঁহারা জনকের ন্যায় স্বয়ং সেই পদ প্রাপ্ত হয়েন। কিরূপে পান যদি জিজ্ঞাসা কর উত্তরে বলি সত্ত্বগুণের উপচয়ে—সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি প্রাপ্তিতে যখন যখন আত্মা আত্মাতে প্রসন্নতা লাভ করেন তখন তখন রজোগুণের অবষ্টম্ভ শক্তি দ্বারা ইন্দ্রিয়াদি শত্রুবর্গ পুনঃ পুনঃ বিজিত হয়। আর সর্ব্বদা আত্মাকে দেখিতে পাইলে দোষদৃষ্টি আর থাকে না—মোহের বীজ যে দুর্ব্বাসনা, আপদ সমূহের বৃষ্টি স্বরূপ যে কুদৃষ্টি তাহাও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। রাম তুমি প্রজ্ঞা দ্বারা—বিবেক বুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্ম ও আত্মা যে অভিন্ন—তাহা অনুভব করিয়া লক্ষ্মী যুক্ত হইয়া প্রতি নিয়ত অন্তর্বিচার দ্বারা আত্মাকে দেখার অভ্যাস ও জগতের চঞ্চলতা বা অসারতার বৈরাগ্য লইয়া থাক—কালে জনকের মত তোমারও আত্মা প্রসন্ন হইবেন। তবেই হইল আত্ম-প্রসাদের উপায় হইতেছে জগৎ চাঞ্চল্য দর্শনে অজস্র অনাস্থা এবং অচঞ্চল আত্মাকে স্থির দর্শন (আত্মদর্শন ভিন্ন ইন্দ্রিয় বাহিরে ছুটিবেই।

> ন দৈবং ন চ কর্ম্মাণি ন ধনানি ন বান্ধবাঃ।
> শরণং ভবভীতানাং স্বপ্রযত্নাদৃতে নৃণাম্ ॥৮

// উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে।

২৫শ বর্ষ। } শ্রাবণ, ১৩৩৭ সাল। { ৪র্থ সংখ্যা।

তোমারি' উদ্দেশ্যে।

তোমারি' উদ্দেশ্যে স্বামি! রচিয়াছি এই মালা।
তোমারি' উদ্দেশ্যে দেব! সাজা'য়ে এনেছি ডালা॥
তোমারি' উদ্দেশ্যে আমি আনিয়াছি সব লুটে।
যা'কিছু সম্বল মোর ভরিয়া এ পর্ণপুটে॥

(২)

তোমারি' উদ্দেশ্যে প্রভু! একফোটা আঁখি-জল।
তোমারই উদ্দেশ্যে এই ব্যথিতের এ বক্ষতল॥
তোমারই উদ্দেশ্যে এই তাপিতের দীর্ঘশ্বাস।
তোমারই উদ্দেশ্যে এই বিষণ্ণের ম্লান-হাস॥

(৩)

তোমারি' উদ্দেশ্যে নাথ! আসিয়াছি এতদূর।
তোমারি' উদ্দেশ্যে শুধু ছাড়িয়া সে মায়াপুর॥
তোমারি' উদ্দেশ্যে গুরো! বসে' আছি 'সিন্ধু'-কূলে।
করুণায় তরণীতে তনয়েরে লও তুলে॥

শ্রীপূর্ণেন্দু নাথ রায়,
নূরনগর, (খুলনা)।

ভালবাসা কল্যাণপথ।

(রেডিও হইতে)

(১)

প্রথমেই বিঘ্নের কথা।

দুইবন্ধু একসঙ্গে শয়ন করিয়া আছে। একজন অগ্রে জাগিয়া যাহা দেখিল তাহাতে শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু বন্ধুর বিপদ দেখিয়া একটু সরিয়া গেল এবং নিঃশব্দে রহিল। পরক্ষণেই অপর বন্ধুর নিদ্রা ভাঙ্গিল; তখন প্রথম বন্ধু যাহা দেখাইলেন তাহাতে দ্বিতীয় বন্ধু চীৎকার করিয়া উঠিল।

সাপটা তখন অনেকদূর সরিয়া গিয়াছে। বন্ধু দেখাইলেন ঐটা তোমার বুকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি ভয়ানক কাঁদিতে লাগিল। প্রথম ব্যক্তি বলিলেন আরে! এত কাঁদিস কেন? সাপত আর তোকে কামড়ায় নাই। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল "রাস্তা করিয়া গেল যে?"

ঠিক কথা। একবার যদি রাস্তা করিয়া যায় তবে যে কবে আবার আসিয়া দংশন করিবে তাহার নিশ্চয়তা কি?

আকাশে মেঘ নাই, বায়ু আদৌ প্রবল বেগে বহিতেছেনা, মাঝী ভাবিল স্বচ্ছন্দে পাড়া দিয়া যাইব, এখন হইতে পাল খাটাইবার প্রয়োজন কি? মাঝী পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হইল না। নৌকা আসিল 'মাঝ' গাঙ্গে। দেখিতে দেখিতে একক্ষণেই মেঘ উঠিল, বায়ু প্রবল বেগে ছুটিল। নাবিক পাল খাটাইবার অবসর পাইল না, চেষ্টা করিতে না করিতে নৌকাডুবী হইয়া গেল। হায়! কত মানুষের জীবনতরী এমনি করিয়া অসময়েই ডুবিয়া যাইতেছে, তথাপি যে মানুষ পূর্ব্ব ইতে সতর্ক হয়না"কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্"।

যখন সমাজ ঠিক ভাবে চলে তখন পরিবার সকল, পুত্র কন্যা প্রভৃতিকে প্রথম হইতেই জীবনতরী সতর্ক ভাবে চালাইতে হয় কেমন করিয়া, তাহার শিক্ষাদেয়। শিক্ষা পাইয়াও যদি কাহারও কুসঙ্গে কখনও পদস্খলন হয়, তবে ঐ মানুষ আশে পাশে সকলকে ভাল দেখিয়া বড় কাতর হয়, বড় অনুতাপ করে।

লোকে যখন প্রবোধ দেয় বলে "এখন আর কি হইয়াছে, এত অনুতাপ কিসের জন্য" ? তখন ঐ অপরাধী ব্যক্তি বলে রাস্তা করিয়া গেল যে কখন আসিয়া আবার দংশন করিবে কে বলিতে পারে?

পূর্ব্ব হইতে মানুষকে সতর্ক হইতে হইলে কোন্ দৃঢ়ভিত্তির উপরে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, জাতির চরিত্র সৌধ গড়িয়া তুলিতে হইবে—হইার আলোচনার কি আবশ্যকতা আছে ?

(২)

ভালবাসা কি মানুষ তাহা বোঝে—সকল মানুষই ভালবাসা চায়, ভাল-বাসিতেও চায়। ভালবাসিয়া মানুষকে সব করান যায়—ভালবাসার মত এত বড় ভালকরিবার বস্তু জগতে আর নাই। কিন্তু ভালবাসার একনিষ্ঠা না রাখিলে—এককে মানুষ ভালবাসিতে না শিখিলে—ইচ্ছামত ভালবাসাকে যেখানে সেখানে ছড়াইয়া দিলে মানুষ অপরাধী হইয়া সেই এক হারাইয়া একের নিকট হইতে বিতাড়িত হয়—হইয়া সব খোয়াইয়া বড় হাহাকার করে।

বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত এমন কি পশু পক্ষী পর্য্যন্ত এত ভালবাসার কাঙ্গাল কেন—লোকের এত আদর চায় কেন—এত আদর করিতেই বা যায় কেন? সকলে বিশ্বাস করিতে পারুক বা না পারুক—যাঁহারা সংসারে ভাল লোক তাঁহারা বলেন—সকল ভালবাসার যিনি আধার একদিন মানুষ তাঁহার কাছেই ছিল—তাঁহার ভালবাসায় প্রাণ পাইয়াছিল—তাঁহাতেই ডুবিয়া তাঁহার সেবায় নিরন্তর ভরিত হইয়া থাকিত। রাজভৃত্য যেমন সহজেই নিজের অবস্থা ভুল করে, সেইরূপে মানুষ তাঁহার কাছে থাকিয়াও তাঁহাকে ভুলিয়া আপনা লইয়া আর এক রকম হইয়া যায়। অহংকারই মানুষের প্রবল শত্রু। অহং অহং করিয়া মানুষ আপনার অহংকে ভালবাসে, আপনার দেহকে ভালবাসে। অহং অহং করিয়া মানুষ আর তার কাছে থাকেনা—তার না হইয়া স্বেচ্ছাচারে বহুর হইতে ছোটে। তখন আর সেই একে থাকা হয়না—আসে বহুর মধ্যে। বহুর মধ্যে যাহা সুন্দর দেখে তাহার কাছেই ছুটিয়া যায়। বড় কথা বলিতে হইলে বলিতে হয় এক লইয়া না থাকিয়া মানুষ স্বর্গরাজ্য হারাইয়া, পড়ে এই মর্ত্ত্যলোকে—এই মরণশীল জগতে।

ছিল একাধারে সকল সৌন্দর্য্য, দেখিত এক পূর্ণে সকল সুন্দর—এখন সেই পূর্ণকে পূর্ণ দেখিতে পারিলনা—খণ্ড খণ্ড সৌন্দর্য্য দেখিয়া সকলের পানে ছুটিল, সকল অপূর্ণকে ভোগ করিতে লালাইত হইল—সেই এককে ভুলিয়া পড়িল সংসারে বহুর মধ্যে। সুখের রাজ্য হইতে পতন হইল—পড়িল দুঃখের রাজ্যে।

দুঃখের রাজ্যে পড়িয়া পূর্ব্বসুকৃতি বসে যিনি সেই এককেই ধরিবার শিক্ষা পাইলেন, পাইয়া সর্ব্বত্র সেই এককেই নিরন্তর স্মরণ করিতে পারিলেন, তিনি আবার আপন নষ্ট রাজ্য উদ্ধার করিতে পারিলেন—সেই একেরই রাজ্যে যাইতে পারিলেন, সেই একের কাছেই রহিলেন, সেই একের সেবাতেই ভরিত হইয়া চিরশান্তি, চিরসুখ, চিরস্বচ্ছন্দতায় বিভোর হইয়া রহিলেন, আর সেই একেকে খণ্ডভাবে দেখিলেননা—দেখিবার আবশ্যক হইলনা।

সকল স্থান জলে প্লাবিত হইলে, কূপ তড়াগাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ের প্রয়োজন থাকে না—সব প্রয়োজনই সিদ্ধ হয়, সেই এক পরিপূর্ণ ক্ষীর সমুদ্র প্রাপ্তিতে। সংসারে পড়িয়া শিশু প্রথমে চিনে তাহার মাতাকে। প্রথম প্রথম যাহাকে দেখিত তাহাকেই মা বলিত। ক্রমে আর তাহা বলিতে পারিল না। এক ছাড়িয়া, অপর অপর বহুকে আপনার ভাবিল, আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার দুঃখ বাড়িতে লাগিল। পতিতকে উদ্ধার করিতে যাঁহারা জানেন,—যাঁহারা ভিতরে সেই একের—সেই সত্যের সন্ধান পাইয়া যথার্থ উন্নত হইয়াছেন, তাহারা সংসারে আপতিত নরনারীর কল্যানের জন্য, সমাজ গড়িয়া ছিলেন। সমাজে পরিবার গড়িতে বলিলেন, এবং তৎসঙ্গে বেদমন্ত্রে শিখাইলেন "পিতৃদেবো ভব-মাতৃদেবো ভব- আচার্য্য দেবো ভব অতিথি দেবো ভব"।

পিতার মধ্যে, মাতার মধ্যে, আচার্য্যের মধ্যে, অতিথির মধ্যে, সেই "শান্তং শিবং সুন্দর" কে নিত্য স্মরিতে শিক্ষা কর। প্রথম বয়সে বিচার জাগিবে না, সেই জন্য বিশ্বাস কর। পিতা মাতাকে ভালবাস বলিয়া, তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস আনিবার রুচি হইবে। পিতা মাতার ভালবাসায় বিশ্বাস আইসে বলিয়া আজ্ঞা পালন কর। ক্রমে বয়োবৃদ্ধিতে বিচার-বুদ্ধি যখন জাগিল, তখন শাস্ত্র ও গুরু মুখে সেই কথাই শুনিলে, শাস্ত্র ও গুরু বুঝাইলেন—সেই একই ভগবান পিতা সাজিয়া আসেন, মাতা সাজিয়া আসেন, আচার্য্য, অতিথি সব সাজিয়া তিনিই আসেন। সেই একের কাছে উপবেশন করার

জন্যই ঋষিরা সংসারে তোমার কর্ম্ম ধরাইয়া দেন। সমীপে উপবেশন জন্য যে কর্ম্ম, তাহাই উপাসনা।

তুমি শিক্ষা ও উপাসনার প্রভাবে, ক্রমে জগৎ ভরিয়া সেই একক দেখিতে প্রাণ পণ কর—ক্রমে তোমার ভাবনা তোমার বাক্য এবং তোমার কর্ম্ম সেই একেরই তৃপ্তি জন্য হইতে থাকিবে। আর যখন সেই একের ভিতরে তুমি ডুবিতে পারিলে তখন সেই একের রাজ্যেই স্থান পাইলে—তুমি স্বরাজ্য পাইলে তোমার নষ্ট রাজ্যের উদ্ধার হইল।

(৩)

তৃতীয় কথা ভালবাসার সোপান।

ভগবানকে ভাল না বাসিতে পারিলে মানুষের হৃদয় কিছুতেই জুড়ায় না, মানুষ কিছুতেই শান্ত হয় না। "অশান্তস্য কুত সুখম্" অশান্তের সুখ পায় ততটুকুই ভোগ করিতে ছোটে। কারণ অসোয়াস্তিত লাগিয়াই আছে, ক্ষণিক সুখে ও ক্ষণিকের জন্য মানুষ অশান্তিতে একটু শান্তি পায় বলিয়াই ক্ষণিকের আদর করে। কিন্তু পানা পুকুরে টিল ফেলিলে ক্ষণকালের জন্য জল দেখা গেলেও পরক্ষণেই যেই পানাকে সেই পানা। ক্ষণিকের সুখ ক্ষণিকের জন্য, কিন্তু স্থায়ী সুখ ও আছে, স্থায়ী সুখের সন্ধান যদি মানুষ পায়, তবে কি ক্ষণিকের জন্য এত লালায়িত হয়, স্থায়ী সুখই সেই এক, সেই ভগবান— ভগবানকে একনিষ্ঠ হইয়া ভালবাসাই, সেই জন্য, যথার্থ কল্যাণ পথ। ভারতে সংসার ধর্ম্ম ছিল ভগবানকে ভালবাসিবার জন্য। ভগবানই পিতা সাজিয়া আসেন, মাতা সাজিয়া আসেন, স্ত্রী পুত্র কন্যা সাজেন। শৈশবে যতদিন ভগবানকে ভাবনা করিতে না পারিতেছ, ততদিন পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন-সকলকে ভগবানের স্বরূপ ভাবিয়া—ভালবাসিয়া ইহাঁদের সেবা কর। ইহাঁদের আজ্ঞা পালন করিয়া, ইহাঁদিগকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা কর। পরে বয়স হইলে যখন বিচার শক্তি জাগিবে, তখন শাস্ত্র মুখে ও গুরু মুখে এই ভগবানকে ভাল বাসিবার শিক্ষাই পাইবে। শেষে নিজের বুদ্ধি যখন বিচার করিয়া—ইহাই যে এক মাত্র সত্য, ইহা নিশ্চয় করিতে পারিবে, তখন তুমি শান্তি পাইবে, সুখ পাইবে, নিরন্তর প্রসন্ন থাকিয়া সকলকে প্রসন্ন করিতে পারিবে। তাই বলি, সংসারে শিশুর হাঁসি, বালকের আধ আধ বুলি, সতীর প্রেম, কুলের পবিত্রা এই সব যদি তাহাদিগের নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করে, তাহাদের স্রষ্টা রূপের সাগর

সেই ভগবানকে স্মরণ করাইয়া না দেয়, তবে তোমার সংসার কেবল ঠকিয়া যাওয়া মাত্র। ভারতের সংসারে, ধর্ম্মের প্রতি ব্যাপারে, এই জন্য ভগবান এত জড়িত। গাত্রোত্থানে ভগবান, সন্ধ্যা পূজায় ভগবান, স্নানে ভগবান, আহারে ভগবান, যাত্রায় ভগবান, ভগবানকে না স্মরিয়া কোন কার্য্যই ভারতবাসীর ছিল না। এখন যে ঘরে ঘরে অশান্তি, তাহার কারণ হইতেছে, সংসার হইতে ভগবানকে তাড়াইয়া দিয়া তাঁহার স্থানে বসান হইতেছে ভোগ বা ক্ষণিক ইন্দ্রিয় তৃপ্তি। যদি ইহাতেই মানুষ সুখী হইতে পারিত, তবে ত ভগবানের কোন দরকার হইত না। কোনও বুদ্ধিমান ভোগ সুখকেই শান্তির জিনিষ বলেন নাই। বড় বড় জাতির ধর্ম্ম গ্রন্থ দেখ, সর্ব্বত্রই দেখিবে, কল্যাণ চাও ভগবানকে ভালবাস—ক্ষণিক যাহা তাহাতে মজিওনা। কি বিষম ভ্রমকে আঁকড়াইয়া মানুষ, জাতি ,রাজ্য, পরিবার এবং ব্যক্তি গড়িতে চায়। ভগবানকে বাদ দিয়া ভগবানের রাজ্য—অহো। ইচ্ছার ফলেই, আজ জগতে এত অশান্তি! আজ কালকার মানুষ যেন ভগবানের আবশ্যকতাই বোঝে না। প্রয়োজনীয়তা দেখেনা বলিয়া, মানুষ ভগবানের পথে যাইতে ও চায় না। পিপাসা নাই, জল পানে প্রবৃত্তি হইবে কার? অল্প বিচারেই বুঝা যায়, গায়ে একটা মশা বসিলে, মানুষ তাহা তাড়াইবার চেষ্টা করে; কিন্তু মনে যে এত মশক দংশন করিতেছে, মানুষ তাহা জানিয়াও দুর করিবার চেষ্টা করে না। মনের মশক দংশন হইতেছে মনের অসুখ—এই যে মানুষ সর্ব্বদাই বলে—কিছুই ভাল লাগে না—ধন, জন, স্ত্রী, পুত্র, বাড়ী, গাড়ী সব পাইয়াও মানুষ শান্তি পায় না, ইহা কেন? এক মাত্র উত্তর ভগবানকে ভালবাসে না বলিয়া। তাই বলা হইতেছে ভগবানকে ভালবাসাই সকল প্রয়োজনের সার প্রয়োজন।

চতুর্থ কথা (৪)

সেই ভগবানকে ভালবাসা যায় কেমন করিয়া? বলেন, সেবার দ্বারাই ভালবাসা জন্মে। শিশু পিতা মাতাকে, আত্মীয় স্বজনকে, যে কখনো সেবা করিল না—প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ যাঁহাদিগকে পাইয়াছে,তাঁহাদিগকে যদি কখন প্রসন্ন করিতে না পারিল, তবে যাঁহাকে কখন দেখে নাই তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা আসিবে কিরূপে? যে সংসারে ভালবাসা নাই, সেটা সংসারই নয়, আর কিছু। যেখানে মানুষ আপনার সুখই খোঁজে—অন্য কাহার মুখের দিকে তাকাইতে বিরক্তি বোধ করে, সেখানে থাকে অসন্তোষ, অশান্তি

কেবল দুঃখ। সেখানে থাকে অল্পেই ক্রোধ—অল্পেই প্রলয় কাণ্ড। যে মানুষ সর্ব্বদা অসহিষ্ণু, সর্ব্বদা বিরক্ত—অল্পেই ক্রুদ্ধ সেখানে আনন্দ, শান্তি, সন্তোষ থাকিবে কিরূপে? যে বৃক্ষে অগ্নি লাগিয়াছে, সে বৃক্ষে কোন্ পক্ষী বসিবে? ভাবিয়া দেখ প্রথম হইতে কতখানি সাবধান হইলে, কত খানি কর্ত্তব্য পরায়ন হইলে, আর কতখানি ভালবাসিয়া অপর সকলকে কর্ত্তব্য পরায়ন করিতে পারিলে, তবে এই আনন্দ বিহঙ্গ এই সংসার বৃক্ষে আবার বসিতে পারে। নিজের কর্ত্তব্য পালন যদি ঠিক মত না হইয়াও থাকে, তথাপি পুত্র কন্যার প্রকৃত মানুষ হইবার শিক্ষায় যদি মানুষ অযত্ন করে তাহা হইলে ভয়ানক পাপ হইবেই, এবং এই জীবনেই ইহার শাস্তি আসিবেই। ভগবানকে ভালবাসা যথা সময়ে আসিবে। কিন্তু প্রথমেই, পিতা মাতার ভালবাসা পুত্র কন্যা নিত্য অনুভব করুক। আর সেই যদি ভালবাসায় পিতামাতার সেবা করিতে শিক্ষা প্রাপ্ত হউক। ক্রমে আত্মীয় স্বজন, সমাজের উপর সেবার কার্য্য ছড়াইয়া পড়িবে। ভগবানকে ভালবাসার প্রথম স্তর এই শিক্ষা মত কার্য্য। এরূপ মানুষকে ভালবাসিয়া মানুষের সেবা করিয়া ভগবানকে ক্রম অনুসারে ভালবাসিয়া মনের মশক দংশন স্থায়ী ভাবে নিবৃত্তি করিতে পারিবে। তখন ভগবানের আজ্ঞা পালনই জীবনকে ধন্য করিবে, যে মানুষ সর্ব্বদা সর্ব্ব কর্ম্মে সমস্ত বাক্যে এবং সমস্ত ভাবনায় ভগবানকে আন্তরিক ভালবাসিয়া স্মরণ করিতে পারে, সেই মানুষই পৃথিবীর অলঙ্কার স্বরূপ।

শিশুকাল হইতে বালককে দেব-দ্বিজগুরু, পিতামাতা এবং শাস্ত্রকে বিশ্বাস করিতে শিক্ষা না দিলে, সে বালক মানুষ হইয়া কখনও ভগবানকে ভাল বাসিতে পারিবেনা। এই বিষয়ের আলস্যই আমাদের উপস্থিত দুঃখ ও অশান্তির মূল—পিতাকে ভগবান ভাবিয়া—মাতাকে জগদম্বা ভাবিয়া তাঁহাদের প্রীতি জন্য আপন ইচ্ছার সংযম শিক্ষা করিয়া কর্ম্ম করিতে না পারিলে, সেই জ্ঞানময়, আনন্দময় ভগবানের আস্বাদ মানুষ পাইবে কিরূপে? প্রথম হইতে শিক্ষিত না হইলেও মানুষ সংসারের অস্ত্রাঘাতে যখন জর্জ্জরিত হয়, তখন একবার ভগবানের সংবাদ লয়। কারণ সে সকল প্রকার করিয়া দেখিয়াছে, সুখ শান্তি কোথাও পাইনাই, জুড়াইতে কিছুতেই পারে নাই, তখন শেষকালে যে ভগবানের দিকটা দেখা হয় নাই, তাই দেখিতে একবার চেষ্টা করে—তখন শাস্ত্রের কথা, গুরুর কথা শুনিতে আগ্রহ জন্মে। সৎসঙ্গে ভগবানের কথা শুনিয়া শুনিয়া বিশ্বাস করিতেও চায়। যখন বিশ্বাসের বীজ অঙ্কুরিত হয়

তখন অন্ততঃ মানিয়া ও লয় যে, ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, তিনি দয়াময়, তিনি ক্ষমাসার, তিনিই সকল মানুষের জন্য সর্ব্বদাই তাঁহার মঙ্গলময় হস্ত প্রসারণ করিয়া অভয় দিতেছেন। এবং যেন জড়াইয়া রহিয়াছেন। আশাকরি আপনারা এতক্ষণে বুঝিলেন যে ভগবানকে ভালবাসা যায় কিরূপে, ইহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে, ভগবান মানুষকে সর্ব্বদাই দেখিতেছেন, তিনি মানুষের সব কার্য্য দেখেন। সব ভাবনাই জানেন, এইটি বিশ্বাস করিয়া সর্ব্বদাই ইহা স্মরণ করা। এই বিশ্বাস জন্মাইলে, কাতর হইয়া বল—হে করুণা-বরুণালয়, তুমিত সর্ব্বদাই আমাকে দেখিতেছ, তুমি মঙ্গলময়—আমাকে রক্ষাকর এই বলিয়া দ্রৌপদী যেমন ষোল আনা ভাবে শ্রীকৃষ্ণে নির্ভরকরিয়া লজ্জা হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, সেই রকম, ষোল আনা রকম তাঁহার শরণাপন্ন হও। তিনিই যে আমার প্রাণদাতা—তিনিই যে আমার প্রেরয়িতা সেটিই অনুভবে আনিয়া দিবার জন্য শ্রীভগবানকে কাতরে জানাও। শ্রীভগবানের সমীপবর্ত্তী হইয়া এইভাবে তাঁহাকে ভজনা করাই উপাসনা। কিন্তু শুধু উপাসনাটা ফাঁকা, যদি ইহার সঙ্গে কর্ম্ম না থাকে। জগতের লোক ত কত কর্ম্ম করে, কিন্তু ঈশ্বরের উপদেশ মত কর্ম্ম করিতে শিক্ষা করে কি? মানুষ কর্ম্ম করে ফল প্রাপ্তির জন্য। ইহা অল্প এই জন্য ইহাতেই মানুষ দুঃখ পায়। আর ভগবান বলিতেছেন ফলের আকাঙ্খা করিয়া কর্ম্ম করিওনা, কর্ম্ম কর, আমি বলিতেছি বলিয়া। জগতের লোক কর্ম্মের আরম্ভে ভাবনা করে—এই কর্ম্মে আমার সুখ হইবে, কি দুঃখ হইবে, লাভ হইবে, কি অলাভ হইবে, জয় হইবে কি পরাজয় হইবে। ভগবান বলিতেছেন, কর্ম্মারম্ভে এই ক্ষণস্থায়ী ফল—ফলের ভাবনা করিও না—চিরস্থায়ী আমার ভাবনা ভাবিয়া কর্ম্ম কর, আমার কাজ কর্ম্ম নিষ্পত্তি জন্য প্রার্থনা করিয়া, আমার হইয়া, আমার উপর তোমার কর্ম্মের ভার দিয়া কর্ম্ম কর। বৈদিক বা লৌকিক সকল কর্ম্ম আমাকে ডাকিয়া—আমাকে স্মরিয়া কর। এই নিষ্কাম ধর্ম্ম কথনো বিফল হইবে না—এ কর্ম্মের নাশ ও নাই, এই কর্ম্মের অঙ্গ হানি হইলেও ভয় নাই। এই ধর্ম্মের স্বপ্নে আচরণেও তুমি আমার কাছে আসিতে পারিবে। ইহাই শান্তি—ইহাই স্থায়ী সুখের পথ। কারণ নিষ্কাম কর্ম্ম করাই ভগবানকে ভালবাসা।

অপার্থিব বন্ধু।

(পরলোক গত ৺শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য এম, এ)

কি জানি কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে "উৎসবে"র 'ছাঁচে' অনুবাদ বিগলিত হৃদয় ঢালিয়া দিয়াছিলাম। জানিনা—কাহার প্রেরণায় "উৎসবে"র আদর্শে আত্ম-দর্শনের সহযাত্রী হইয়াছিলাম! সেই অপরিণত উচ্ছলিত ভাব দ্বারা যখন মনের মানুষ খুঁজিতেছিল, নিদাঘ-তপ্ত দগ্ধ কুসুম-কোরক যেমন আত্ম-বিকাশের জন্য সান্ধ্য সমীরণের অপেক্ষা করে, তুষার বজ্রাহত কমল যেমন স্ফূর্ত্তি পুষ্টিও তুষ্টির জন্য মলয়ানিলের প্রতীক্ষা করিতে থাকে, এমনই করিয়া বিকাশোন্মুখ আমার হৃদয় যখন আত্ম বিকাশের জন্য 'মনের মানুষ' খুঁজিতেছিল, তখন বড় শুভ মুহূর্ত্তে বড় সৌভাগ্যের উপহারে আমি যাঁহাদিগকে 'মনের মানুষ' বলিয়া লাভ করি, আজ তাঁহাদেরই কথা বলিতেছি।

উদীয়মান যৌবনে ভালবাসার অন্ধ মনোনয়নে ইহাঁদিগকে বন্ধু বলিয়া অনুরাগের তৃপ্তিপ্রদ আলম্বন বলিয়াই প্রথমতঃ মনে করিয়াছিলাম; দেখিতে দেখিতে "উৎসবে"র জ্ঞানাঞ্জন শলাকার উন্মীলনে জন্মান্ধ দৃষ্টি বিকসিত হইবার পর দেখিলাম যাঁহাদিগকে বন্ধু করিয়াছিলাম তাঁহারা জাগতিক সাধারণ বন্ধু নহেন—ইহারা আমার অপার্থিব বন্ধু। ব্রহ্মলোকাগত অমানব পুরুষ যেমন ব্রহ্মলোকের অতিথিকে সাদর অভ্যর্থনায় সংবর্দ্ধিত করিয়া অপ্রাকৃত রাজ্যে লইয়া যায়, ইহাঁরাও তেমনই জন্মান্তর পরিচিত ভাষায় ও ভাবে আমার ভাবাস্বাদ-মন্থর-হৃদয়কে ভাগবত রাজ্যে লইয়া চলিলেন। ইহাঁদেরই উদবোধনে আমার চিত্ত নদীতে 'জোয়ার' বহিল। সেই নদী, সেই জল, সেই তরঙ্গ, সেই ফেন বুদ্বুদ্—জোয়ারের উত্তাল আকর্ষণে সব যেমন রূপান্তরিত হইয়া যায়, উৎপত্তি কেন্দ্রের দিকে চলিতে থাকে, আমার হৃদয়ও ভাষার তরঙ্গে-ভাবের প্রবাহে—হাস্যে পরিহাস্যে আকারে ইঙ্গিতে কল্যাণবাহিনী গতিতে অগ্রসর হইতে হইতে রূপান্তরিত হইতে লাগিল। যৌবনের চপলতা গাম্ভীর্য্যে পরিণত হইল, নয়নের তরল ভঙ্গী সৌম্য দৃষ্টিতে পরিবর্ত্তিত হইল, অন্তরের আস্বাদ পাইয়া লুব্ধ ইন্দ্রিয় ধারা অন্তর্মুখী হইতে লাগিল। আর সৌভাগ্যের জোয়ারে পড়িয়া অসার তৃণ গুচ্ছ সম আমার ক্ষীণ পুরুষকার ইহাঁদেরই গতিতে বেগশালী হইল।

তাই বলিতেছি—ইহাঁরা শুধু বন্ধু নহেন, ইঁহারা আমার দীনতারূণ অপার্থিব বন্ধু।

মানব অনন্ত শক্তির পরিমিত আধার—আকাশ প্রতিবিম্ব—মণ্ডিত ক্ষুদ্র শিশির বিন্দু। অনন্ত জন্মের শুভাশুভ কত সংস্কার ইহাতে নিহিত আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সংস্কার রাশি বাহিরের উদ্বোধনে জাগরিত হয়, বাহিরের অঙ্গুলিসঙ্কেতে ইহা খেলা করে, পুষ্টি লাভ করে, চরিতার্থ হয়। যাঁহারা সাধনা দ্বারা অশুভ সংস্কার অপসারিত করিয়া বাহিরের জগৎ হইতে অন্তরের বস্তুকে গ্রহণ করেন, যাঁহারা মননের মন্থনে ষড়ূর্ম্মি—বিক্ষুব্ধ এই জগৎ মথিত করিয়া জগতের অন্তর বিহারী শ্রীভগবান্‌কে লাভ করেন, তাঁহারা মহাজন—সফল সাধক! আমি সাধক নহি ভাগ্যবান্। আমার বন্ধুগণ আমার মূর্ত্ত সৌভাগ্যস্বরূপ। ইঁহারাই আমার অন্তর্নিহিত শুভ বাসনাকে উদ্বোধিত করিতেন, পুষ্ট করিতেন, সাধনার প্রবৃত্তি জাগাইয়া আমার অন্তর্নিহিত শুভবাসনাকে -মূর্ত্তিমতী করিয়া তুলিতেন। অসাধকের জন্মান্ধ দৃষ্টি যে আজ জগতের অন্তরালে শ্রীজগদম্বার স্বপ্ন-মূর্ত্তি দর্শন করে, ইহা তাহার অপার্থিব বন্ধুর অপার্থিব ঋণ।

এস আমার অপার্থিব বন্ধু, এস আমার অন্ধের যষ্ঠি, এস আমার জন্ম জন্মান্তরের উত্তমর্ণ, তুমি আজ পরলোকে, কিন্তু তোমাদের শিক্ষায় বুঝিয়াছি সে পরলোক দূরে নহে—অন্তরের অন্তস্তলে, এস আমার অন্তরে সখা তোমার কথা তুমিই বল, তোমার পূত চরিতালেখ্য তুমিই অঙ্কিত কর; আমাকে নিমিত্ত করিয়া তোমার অপরিশোধ্য ঋণের প্রচার করিয়া লও।

জানি যাঁহারা আমার দৃষ্টি লইয়া তোমাকে দেখেন নাই, তাঁহারা আমার ভাষা বুঝিবেন না, না বুঝিয়া আমার প্রতি অবিচার করিবেন।

কবি বলিয়াছেন—

অকিঞ্চিদপি কুর্ব্বাণঃ সৌখ্যৈর্দুঃখ্যান্যপোহতি।
তৎতস্য কিমপি দ্রব্যং যোহিযস্য প্রিয়োজনঃ॥

প্রিয়জন কিছু করেনা সত্য, কিন্তু কিছু না করিলেও সে অনির্ব্বচনীয় সুখ-ধারা দুঃখের মরুভূমি প্লাবিত করিয়া দেয়। আরও যাহা করে, তাহা বাক্যের পরিমিত অধিকারের অতীত, যে যাহার প্রিয়জন—সে তাহার অনির্ব্বচনীয় সম্পদ্।

মানুষের সম্পদ্ বাহিরে থাকেনা—ভিতরে। যে প্রিয়জনের সংস্পর্শে বহিরিন্দ্রিয় ভিতরের সন্ধান পাইয়া কৃতার্থ হয়, ঘুমাইয়া পড়ে, আর অন্তরিন্দ্রিয় জাগরিত হইয়া অন্তঃ সম্পদে মুগ্ধ হয়, সে প্রিয়জনের বর্ণনা বচনাতীত। তাই বশ্য-বাক্ কবিও সে প্রিয়জনের বর্ণনা 'কিমপি' বলিয়া শেষ করিয়াছেন। আমার বন্ধুগণ আমার সৌভাগ্যের দান, আমার শ্রীগুরুর বিভূতি—আমার 'কিমপি দ্রব্যম্'।

যাঁহাদের পরিচয়ে আমি অপার্থিব বন্ধু শব্দ ব্যবহার করিয়া এত কথা বলিতেছি—স্বর্গগত অধ্যাপক ৺শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য এম, এ, তাঁহাদেরই অন্যতম। বরিশালের উজিরপুর—থার পাইকা নিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্বর্গীয় তারিণীচরণ শিরোমণি মহাশয় ইহাঁর পিতা। শশীবাবু যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান, যোগ্য পিতৃব্যের যোগ্য ভ্রাতৃজ, যোগ্য অনুজের যোগ্য অগ্রজ, যোগ্য বহু ছাত্রমণ্ডলীর যোগ্য অধ্যাপক। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, উপাধিতে মণ্ডিত হইয়াও অবিকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ন্যায় অনাড়ম্বর জীবনযাপন করিয়া পৈতৃক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তিনি রাত্রির শেষ প্রহরে নিদ্রাত্যাগ করিতেন, ধারণা ধ্যানাদি অবলম্বনে আত্মস্থ হইতে প্রয়াস করিতেন, তৎপর অধ্যাত্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। অনন্তর প্রাতঃস্নান করিয়া বড় অনুরাগের সহিত ভাবস্থ হইয়া সন্ধ্যা পূজাদি নিত্যকর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। তৎপর শাস্ত্র চর্চ্চা ও বিদ্যার্থিগণকে বিদ্যা দান করিয়া স্নান ও মধ্যাহ্ন ক্রিয়া সম্পাদন করিতেন। বিশ্রামান্তে কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। বৈকালে ছাত্র ও বন্ধুগণের সহিত ভগবৎ প্রসঙ্গ ও দেশ হিতকর নানাবিধ আলোচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন। অবসর পাইলেই আবশ্যকমত অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার ন্যায় সদাচার সম্পন্ন স্বধর্ম্ম নিষ্ঠ দেবদ্বিজে ভক্তিমান্ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি অল্পই দেখা যায়। তিনি বহুবৎসর কাল বহুস্থানে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন, যখন যেখানেই থাকিতেন, তখন সেখানেই কি ছাত্রগণ কি সহযোগী অধ্যাপক-গণ, কি কর্ত্তৃপক্ষ, কি জনসাধারণ সকলেই তাঁহার অমায়িক মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে শুধু শ্রদ্ধা করিতেন, তাহানহে; সকলেই তাঁহাকে স্বজন-জ্ঞানে ভালবাসিতেন। ছাত্রগণের নিকট তিনি পিতার ন্যায় স্নেহপরায়ণ ও বন্ধুর ন্যায় পরম প্রিয় ছিলেন। পরের দুঃখে তাঁহার কোমল হৃদয় সততই কাতর হইত; জননী জন্মভূমিকে তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। ভারত-

বর্ষের মূল যেখানে—সেই সনাতন ধর্ম্মকে—বর্ণাশ্রমকে বেদাদি শাস্ত্রকে তিনি প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে শ্রদ্ধা করিতেন। মাতেব হিতকারিণী শ্রুতির কথা বলিতে বলিতে তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। তাঁহার পবিত্র সংসর্গে আসিয়া বহু ছাত্র, তাঁহার বন্ধুবর্গ স্বধর্ম্মপরায়ণ ও শাস্ত্র বিশ্বাসী হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন।

আমার তাঁহার সহিত ভিতরে বাহিরে সম্পর্ক ছিল। তাঁহার চরিত্রের ক্ষুদ্র বৃহৎ অধিকাংশ ঘটনাই আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে। তাহাতে তাঁহার প্রেমপূত জীবনের যতটুকু বিশেষগুণ আমি বুঝিয়াছি, নিম্নে তাহাই উল্লেখ করিতেছি।

শশীবাবুর জীবনটি ভাব বিকাশের ক্রম অনুসারে তিন ভাগে বিভক্ত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। শিক্ষা-সময় হইতে অধ্যাপনার প্রথম অবস্থা পর্যন্ত ইহার প্রথমভাগ। অধ্যাপনার মধ্যাবস্থা লইয়া দ্বিতীয়ভাগ, অধ্যাপনার চরম অবস্থায় তৃতীয়ভাগ। বরিশাল ফরিদপুর ও টাঙ্গাইলের কিয়দংশ লইয়া তাঁহার জীবনের প্রথমাংশ অতিবাহিত হয়; টাঙ্গাইলের দ্বিতীয় অংশ, বহরমপুর বরিশাল ও গৌরীপুরের অধ্যাপনা লইয়া তাঁহার জীবনের মধ্যভাগ অতিবাহিত হয়। তাঁহার জীবনের চরমাংশ রংপুর কারমাইকেল কলেজের অধ্যাপনা লইয়া পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

শশীবাবুর জীবন প্রধানতঃ দুইটি আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল—প্রথম লৌকিক কর্ম্মমূলক দেশজননীর সেবা। কৈশোরে ও যৌবনে বরিশালে প্রথিত নামা স্বর্গীয় অশ্বিনী বাবুর সাহচর্য্যে তাঁহার হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ অঙ্কুরিত হয়, নানাবিধ দেশহিতকর আলোচনা ও সাধনার সাহায্যে উহা বদ্ধমূল পল্লবিত ও পরিপুষ্ট হয়। এইসময় হইতেই স্বজনের জন্য, স্বদেশের জন্য, দেশের গৌরবিত সজীব বিগ্রহ নরনারীর জন্য তাঁহার হৃদয় আত্ম-ত্যাগ-ব্রতে দীক্ষিত হয়।

স্বদেশের গৌরবময় অবদান পরম্পরা যখনই তাঁহার দৃষ্টিপথে বা স্মৃতি পথে পতিত হইত, তখনই তিনি 'সেই আর এই' তুলনায় অজস্র অশ্রুপাত করিতেন। কতবার দেখিয়াছি—"সেথা আমি কি গাহিব গান। যেথা প্রণব ওঙ্কারে সামঝঙ্কারে কাঁপিত দূর বিমান"। ইত্যাদি গান শুনিতে শুনিতে শশীবাবু অধীর হইয়া কাঁদিয়াছেন, কতবার দেখিয়াছি—"যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী যার বিমল তটে রূপের হাটে বিকাত নীলকান্তমণি"।

শুনিতে শুনিতে শশীবাবু বালকের মত ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়াছেন। যখনই তাঁহার এই অবস্থাগুলি আমার চ'খে পড়ত, তাঁহার অবস্থার সহিত নিজ জীবনের তুলনা লইয়া আমাকে আমি ধিক্কার দিতাম। হৃদয় সকলেরই আছে, চক্ষুভরা অশ্রু ও অনেকেই বহন করে, কিন্তু সে বেদনা স্বার্থের আঘাতে স্ফুরিত হয়, সে অশ্রু প্রবাহ মোহের বরফ গলিয়া আত্ম লাভ করে। দেহাত্ম বোধ অপেক্ষা বিরাট দেশাত্মবোধ অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠতার জন্য শশীবাবুকে আমার ভাল লাগিত,চর্ম্মকূপ-নিমগ্নকূপ-মণ্ডুক আমি এই মহানুভবতার জন্য শশীবাবুকে আদর করিতাম।

এই দেশাত্ম-বোধের সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটি আনুসঙ্গিক গুণ শশী-বাবুকে আমার নিকট লোভনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। প্রথমতঃ তাঁহার জীবের প্রতি বিশেষতঃ নরনারীর প্রতি শ্রদ্ধা—পূত অনুরাগ। যখন আমি টাঙ্গাইলে শশীবাবুর সহিত মিলিত হইলাম, অনুরাগের গাঢ়ত্য আসিলে, শশীবাবু একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন—"পণ্ডিত, তোমাকে আমি অনেকদিন হইতেই ভিতরে ভিতরে ভালবাসি, আমি কত ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে তোমাকে সে ভালবাসা জানাইয়াছি, তুমি তাহা বুঝিয়াও বুঝিতেনা। আমি বহুবার তোমার নিকট আমার আত্মদানের প্রাপ্তি স্বীকার চাহিয়াছি, দেখিয়াছি, তুমি কঠোর নিরবতায় আমার দান উপেক্ষা করিয়াছ।" এখন আমি ভাবিয়া দেখি—বস্তুতঃই আমি উপেক্ষা করিয়াছি। কারণ -তখন আমি ভালবাসার প্লাবন বুঝিতামনা। যে রূপে, গুণে, সম্পর্কে, কথার সৌন্দর্য্যে আমার নিকট হইতে ভালবাসা কাড়িয়া লইত—আমি তাহাকেই ভালবাসিতাম। আমি বুঝিতাম না—সে মানুষ—আমারই দেশের মানুষ, আমারই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ—ভালবাসার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট কারণ। আমি বুঝিতাম না—কেমন করিয়া শশীবাবু একজন সাধারণ লোককে ও লক্ষ্য করিয়া বলে—"আছে যে সে তাই ঢের, তা'তেই কৃতার্থ ধরা"। যাহা বুঝি নাই শশীবাবুর সঙ্গে তাহা বুঝিয়াছিলাম, শশীবাবুর দৃষ্টান্তে তাহা লিখিয়াছিলাম – তাই অপার্থিব বন্ধু আমার শিক্ষক।

বিচিত্র জগৎ বিচিত্র সৌন্দর্য্য লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দর্শক স্বীয় দৃষ্টির তারতম্য অনুসারে ইহা হইতে পুরস্কার তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই দৃষ্টি ভেদের উপরেই দুর্জ্জনতা, সুজনতা, মহাজনতা ও মহাপুরুষত্ব নির্ভর করে। বৃক্ষ কাণ্ড প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখা পুষ্প ফল লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দুর্জ্জন বৃক্ষটিকে দেখিয়া যখন উহা স্বীয় অধিকারে আনিবার জন্য মোকদ্দমার ফন্দি

আঁটিতে থাকে, তখনই সুজন একদেশে দাঁড়াইয়া ফলভারাবনত বৃক্ষের নিকট নম্রতা অধ্যয়ন করে, মহাজন স্বোপার্জ্জিত দৃটির মাধুরী বৃক্ষদেহে প্রক্ষিপ্ত করিয়া বৃক্ষটিকে কবিতার নিত্যনূতন আলম্বনরূপে গ্রহণ করেন। আর মহাপুরুষ—যিনি সাধনার মন্থন দণ্ডে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড-সাগর মন্থন করিয়া তাহাকে বিচিত্র নামরূপমণ্ডিত আরাধ্য দেবতারূপে গ্রহণ করিয়াছেন—তিনি বৃক্ষকে আরাধ্য দেবতার বিভূতিরূপে অথবা স্বীয় বিরাট আত্ম তত্ত্বেরই অভিব্যক্তিরূপে গ্রহণ করেন। এইরূপে বিচিত্র দৃষ্টিভেদ অনুসারে যে বিবিধ প্রকার দৃশ্য বস্তুর গ্রহণ, ইহাতেই অধিকার তারতম্য নির্ণিত হইয়া থাকে। এই শ্রেণী বিভাগে শশীবাবু জন্মাবধি সুজন ছিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় জীবনভাগে তিনি মহাজনতা ও মহাপুরুষত্বের সাধক ছিলেন। তিনি জগৎরূপ—মহাকাব্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, অধ্যাপনা করিয়াছিলেন, ব্যাখ্যায় বক্তৃতা-কথোপকথনে তাহা ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার সরস-মধু-বচন ধারায় সতত কবিতা ফুটিত, সে কবিতা প্রসন্ন গম্ভীর নবোদিত শব্দ সম্পদে শ্রবণ মন আপ্যায়িত করিত। শশীবাবু সুরসিক ছিলেন।

সর্ব্বাপেক্ষা মধুর ছিল তাঁহার ভাবোচ্ছ্বসিত হৃদয়টি, উহা জীব-প্রেমেও যেমন উচ্ছ্বসিত হইল, ভগবৎ প্রেমেও তেমনই উচ্ছ্বাসিত হইত, নিত্য কর্ম্ম করিতেন এই ভাবোচ্ছ্বসিত হৃদয় লইয়া। এই হৃদয় লইয়া শশীবাবু যখন পূজনীয় "উৎসব"সম্পাদক মহাশয়ের সহিত টাঙ্গাইলে মিলিত হন, তখন তাঁহার সুজনতা সজীবতা লাভ করে; মহাজনতার লৌকিক সাধনা অলৌকিক আলম্বন প্রাপ্ত হয় টাঙ্গাইলের ভাগবত জীবন গঠনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণে শশীবাবু একজন সরস সাধক ছিলেন। তাঁহার সেই সরসতা গলিয়া "অমিয়কূপ" "ছাত্রজীবন" "সাবিত্রীর" ভূমিকা প্রভৃতি মহার্হ প্রবন্ধ রচিত হইয়াছিল, তাঁহার সজীব সাধনার উদাহরণ তাঁহার পুষ্পশুদ্ধি নামক প্রবন্ধটি, "উৎসবের" পাঠকবৃন্দ মধ্যে অনেকেই তাঁহার ব্যাখ্যা ও বক্তৃতা তাঁহার প্রবন্ধ ও বক্তৃতার সহিত পরিচিত, সুতরাং এবিষয়ে অধিক বলা অনাবশ্যক।

শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

দোল।

১। যেই রজোগুণ করম করায়,
তাই দিয়া নিজমন রাঙ্গাইয়া,
মম হৃদয়ের প্রিয় দেবতায়
ফাগ সাজে আজ দিনু সাজাইয়া!

২। তমোরূপী জড় শীত অবসানে,
রজোগুণ যবে মুকুলিত ভবে —
ফলেতে, ফুলেতে, রূপে, রসে ঘ্রাণে,
নব-কলেবর ঝলমলে,—তবে

৩। দখিণের বায়ু, কোকিলের গান,
চূতমুকুলের সুমিষ্ট আঘ্রাণ,
আনন্দ-হিন্দোলে হৃদি ধরে গান—
সেই শুভ যামে, ওগো ভগবান,

৪। তোমার অরূপ ধরে মূর্ত্ত-রূপ,
মোর ফাগরজে সিনান করিয়া!
মনেরে দোলায় তব-ছন্দ-রূপ,
আনন্দ-হিল্লোল চৌদিকে বিলিয়া!

৫। হে আনন্দ ময়! হে ত্রিতাপহারি!
তোমা পানে চেয়ে, তোমারই ছন্দে,
তোমার ইঙ্গিতে যেন কর্ম্ম করি!
মন যেন থাকে সদা শ্রীগোবিন্দে!

৬। নিতি প্রভাতের অরুণিমা সনে,
নিত্য জীবনের কর্ম্মরূপ রজ
তব প্রীতিফাগে রাঙিয়া, চরণে
যেন, বাসুদেব, ক'রে যাই কায!

৭। নিতি যেন থাকে হৃদয়ে বসন্ত!
নিতি যেন মন তব ছন্দে দোলে!
এই হোলি-খেলা নাহি হয় অন্ত!
নিতি মন যেন থাকে পদতলে!

৮। ভুবন-ভোলান ওই কালো রূপ
আরাধি,' আরাধি', হয়ে যাই রাধা!
তবে নামে যেন ওগো বিশ্ব-রূপ,
তব বিশ্বসেবা ক'রে যাই সাধা।

৯। তোমাতে আমাতে ভুবন ভরিয়া,
নিত্য হোলি-খেলা চলু'ক ভুবনে!
তব মুখ চাহি, তব প্রীতি ভরে,
ভুবন রাঙিয়া দিহ ফাগ ধনে!

শ্রীরমেশ চন্দ্র রায়, এল্, এম্, এস্।

সমাজ-রহস্য।

জাতির মেরুদণ্ড সমাজ। উত্থান—পতন সমাজেরই নিয়ন্ত্রণ। সমাজ মানুষ তৈয়ার করে;—সভ্যতা শিখায়—মনুষ্যত্বের দিগে ঠেলিয়া নেয়। সমাজ ছাড়া মানুষ এক অপূর্ব্ব জীব। সে না পায় একুল, না পায় সেকুল, কেবলই হা হতোস্মি রব। জীবন, যৌবন, ধন, গর্ব্ব, শিক্ষা, দীক্ষা প্রভৃতি সমাজ তন্ত্রের ধারাবাহিক শিক্ষা প্রণালী। জাতীয়তার আত্ম-নিয়ন্ত্রণই সমাজ-তন্ত্রের ঘটক। ঘটকের কার্য্য খণ্ড সমাজ অখণ্ড করা। ভেদ নীতিই সমাজ ভাঙ্গে;—পক্ষান্তরে মিলন নীতিই সমাজ গড়ে।

সমাজে চাই নেতা। নেতৃত্ব ও মনুষ্যত্ব সাধনই নেতার কাজ। নাম মাত্র নেতা হইলে চলিবেনা, যাহারা আত্মোৎসর্গে সমাজ ধুরন্দর আখ্যা পাইয়াছে সমাজ তার কাছেই দায়ী। সমাজ তারই করতল গত। সমাজ তারই হাতের পুতুল। ভাঙ্গন, গড়ন সুন্দর চিত্রকরণ কিংবা কদর্য্য-রঙ্গে প্রতিফলন সমস্ত তার হাতের এক চেটিয়া।

সমাজ কাহারও পৈতৃক সম্পত্তি নহে। ইহা স্বভাবতঃই ভাঙ্গে ও গড়ে—নূতন হয়, পুরাতন খোসা বদলায়। ভাবগ্রাহী গুণগ্রাহী হয়, আদর্শালঙ্কারে দেহ সাজায়। উন্নত শীর্ষে ও সদম্ভে জগৎ স্তম্ভিত করে। বাস্তবিকই এমন—সমাজই রত্ন, রত্নের আদর সর্ব্বত্র।

রত্ন মেলা কি সহজ কথা; জহুরীই রত্নের সন্ধান পায়। সমাজেও জহুরী নেতা চাই—যাহার রত্নের সন্ধান অনায়াস লভ্য। সমাজে উদারতার গণ্ডী সসীমও হইতে পারে, অসীমও হইতে পারে। উদারতাই সমাজ প্রাণ। অনুদারতাই সমাজের অকল্যাণ।

দেশ জাগে—সমাজে ও ত্যাগে। সমাজে নৈতিক সূত্র ছিন্ন হইলে আগের মাত্রা বেশী হইলেও দেশের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। ত্যাগী এক চোটে ত্যাগ করিতে পারে—বিবেকের কষাঘাতে। কিন্তু সমাজ-তন্ত্রের অভিজ্ঞতা সে পাইবে কোথায়? অনভিজ্ঞতাই অভিজ্ঞতার সীমা লঙ্ঘন করে। অভিজ্ঞ পুরুষ ধীর, স্থির, কর্ম্মী। প্রকৃত সামাজিক যে, সে অসামাজিকের আত্ম নিয়ন্ত্রণে সাড়া দেয়না—আপনাকেও তৈয়ার করেনা, তৈয়ার করিতে অভিলাষীও হয় না।

অভিজ্ঞ ত্যাগ-বীরই সমাজ-রঙ্গ মঞ্চের প্রসিদ্ধতম নেতা। তিনিই জানেন সমাজ গড়ার ফন্দি। সমাজ ও তখন তাঁহাকে চায়, এবং তিনিইও সমাজকে আঁকড়াইয়া ধরেন—কিছুতেই হয় না ছাড়া ছাড়ি।

আমিত্ব ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সমাজ মেরুদণ্ডহীন হয়। যারা আমিত্বের দাস ও ব্যক্তিত্বের গোলাম তা'রা নাকি সমাজ কর্ণধার? সমাজ চুরমার হয় ব্যক্তিত্বের ধাক্কায়, আর ধ্বংস হয় অহমিকার ঠেলায়। ব্যক্তিত্ববাদী কূট তার্কিক, আমিত্ব বাদী অহমিকার পরিচালক।

সর্ব্ব জনীন প্রেম, দয়া, সত্য নিষ্টা ঐক্যবন্ধন, ভেদ রাহিত্যে সর্ব্বত্র আলিঙ্গন সর্ব্বোচ্চ মনের সিংহাসনে আরোহণ, নৈতিক জীবনাদর্শে সমাজের চক্ষু ফুটান, ভগবানে আত্মসমর্পণ, সমদর্শিতার মানদণ্ডে লোক সমাজ পরিমিত করণ, তন্ময়ত্বে সাধন-রাজ্যে বিচরণ, সমাজ নেতার কতিপয় আঙ্গিক লক্ষণ। সমাজ গড়ার প্রাক্কালে, সমাজ শিল্পিনেতৃবর্গের এই সকল যন্ত্র পরিচালিত কল্ কব্জার একান্ত দরকার।

বর্ত্তমান ভারতীয় সমাজ-কল্-কবজা বিহীন যন্ত্র। যান্ত্রিক নেতা জোরে বলে ধাক্কা ধাক্কি করে সত্য—কিন্তু যন্ত্র অচল। ভারতীয় সমাজ—যন্ত্রের এমনি দুর্ভাগ্য;—শক্তি সাহচর্য্যে ষ্টীম্ জন্মাইতে চাহিলেও ষ্টীম জন্মে না; যন্ত্র চল্‌বে কার বলে? শক্তিতেই শক্তি বাড়ে—শক্তিই মুক্তির পথ। ভারতীয় সমাজ তান্ত্রিকগণ শক্তির উপাসক হইলেও অশক্তি ও অনশক্তি হেতু শক্তিবাদের মোক্ষ-পথ চিনিয়া লইতে যেন অক্ষম। তাই ভারত সমাজ-যন্ত্র চলচ্ছক্তি সত্ত্বেও অচল।

বীজগুলি কঠোর আবরণে সুদৃঢ় হইলেও ভাবী বৃক্ষের পরিণতি কোমলত্বে—কমণীয়ভাবে—মধুর ঝল্‌সায়। ইহা ধ্রুব সত্য। মিথ্যা কঠোরাবরণ ছিন্ন হইলেই সত্য খোসা সমুদ্ভাসিত হয়। তখনই ক্রমে নামান্তর ও পরিণতি বৃক্ষপদ বাচ্য বলিয়া অভিহিত হয়। সমাজতান্ত্রিক নেতারও তদ্রূপ কঠোর মূর্ত্তির কোমলত্বে তৈয়ারী হওয়া চাই। কোমলত্ব-বাদের অভাবে সমাজ বৃক্ষ জন্মিতেই পারে না; জন্মিলেও বেশী দিন থাকিবে না। সমাজ ও সমাজ হবে না। অসমাজই সমাজের মানচিত্র সুরাগে সুরঞ্জিত করিবে।

সমাজ-যন্ত্র; দয়া, পরোপকার, সত্যনিষ্ঠা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা বিবেক, অহিংসা প্রভৃতি কল্‌কবজা। আত্মোৎসর্গী বিবেক ষ্টীম্ চালাও চলিবে, না চালাও পড়ে থাক্‌বে, মরিচা ধর্‌বে, ধ্বংসের পথ খুলে দিবে,—ধ্বংস হবে—।

ঐশী শক্তির জোর কত—পার্থিব ঘূর্ণন প্রক্রিয়াই তাহা ওতপ্রোতভাবে প্রমাণিত। সংসার যাঁতায় ঘূর্ণিত, পেষিত, চূর্ণিত জীবজন্তুর সজীব চিত্রই স্পষ্টরূপে তাহাতে প্রতিভাত। এই অদম্য শক্তির নেতাইত প্রকৃত নেতা—যিনি একদমে সংসার-যাঁতা ঘুরাইয়া দিয়াছেন, যাহার একটুকও বিশ্রামের ফাঁক নাই। কত কত বিপদ, আপদ, শোক, সন্তাপ—স্কন্ধে লইয়া এমন কি স্বকীয় আত্মরক্ষায় একটুকও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শক্তিদাতার হুকুম তামিলে প্রাণপণে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। কত কত ঝড়, তুফান, ঝঞ্ঝাবাত শিলাবৃষ্টি, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদগম্ পৃথিবীর পৃষ্ঠ ক্ষত বিক্ষত করিতেছে, তথাপি সে নীরব, নিস্পন্দ—তুষ্ণীম্ভাবের মহাযাত্রিক। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য—কর্ম্মকর্ত্তার কর্ম্মপ্রাণতা সজীব রাখা, প্রাণাত্যয়ের ও আদেশ পালন করা, জগচ্চিত্রের মহাচিত্রে শিক্ষা প্রণালীর অবতারণা করা, দিন রাত্র ভেদে কর্ত্তব্য করা। সমাজ নেতারও এইরূপ অনুকূল হাওয়ায় গা ঢালা উচিত কিনা?

সমাজ-স্তরও এইরূপ এক একটা খণ্ড পৃথিবী। ইহার কর্ম্মকর্ত্তাই ইহার নেতা বা নায়ক। তিনি ঐশী প্রভাব সম্পন্ন না হইলে সচল সমাজ ও অচলের মাত্রায় আত্ম-প্রেক্ষণ করে। চাই—নেতার মত নেতা—যথা দ্বিতীয় ভগবান্। নচেৎ সমাজ-চক্র তার শক্তিতে ঘুরিবে কেন? ঘুরিতেই পারে না। ঘূর্ণন উপযোগী শক্তি-সামর্থ্য ও মনুষ্যত্ব চাইত। ঐশী-শক্তি সম্পন্ন না হইলে ঘুরাইলেও ঘুরিবে না; ঘুরিলেও কাজ হবে না।

কাগজে প্রতিবিম্বিত হয় মানবমূর্ত্তি—যন্ত্র দ্বারা। তদ্রূপ সমাজে ভগবৎ স্বরূপও প্রতিবিম্বিত হয় নেতা দ্বারা। উজ্জ্বল মূর্ত্তির প্রতিফলনও রংএর গুণের বাহার। চিত্রকরটী তৈয়ারি চাই, ভাবুক চাই, মনুষ্যত্বের ফাঁকা আওয়াজ বাদে প্রকৃত মানুষ চাই—তাহা হইলে ভাবগ্রাহীর ভাবরসের বর্ণের সৌন্দর্য্যে তড়িৎ বেগে সমগ্র সমাজ চিত্র পাকা চিত্রকরের তুলিতে রঙ্গে রঙ্গে ভাবতরঙ্গ খেলিবে। মনোমোহন সাজে সজ্জিত হইবে। প্রাণের আনন্দ ফুটিয়া উঠিবে—সমাজচিত্রও পাকা রংএ গড়া হইবে। সমাজস্থ ও প্রকৃত সামাজিকের গুণ-গৌরবে বিমণ্ডিত হইবে। প্রেমে প্রেম ফুটিয়া উঠিবে। কোলা কুলির ধুম লাগিবে। মধুর একতার ও এক প্রাণতার স্বর লহরী উচ্চৈঃস্বরে বেজে উঠবে। জগৎ ধন্য হইবে।

সমাজে চাই প্রাণ। প্রাণপ্রতিষ্ঠাই সমাজ গড়া; অন্যথায় ভাঙ্গা। ভাঙ্গাটা খুবই সহজ, গড়নই আত্যন্তিক কষ্টের উপরও কষ্ট। গড়ে—সুদক্ষ

কারিকরে। ভাঙ্গে—অকারিকরে। ভাঙ্গা, গড়া প্রকৃতিরই নিয়ম—প্রকৃতিরই ধাত। পুরুষত্ব যে কিছু না আছে এমন নয়। সুতরাং প্রকৃতিরও পুরুষত্বের সমঞ্জসীভূত মিলনের অবশ্যম্ভাবী করাই সমাজ গড়ার মুখ্য উপায়।

বিলাস ব্যসন ও নীতি হীনতা যে সমাজের মুখ্য ও গৌন রোগ, সে সমাজে উপযুক্ত চিকিৎসক-নেতার দরকার। রোগ না চিনে ঔষধ দিলে লাভ এই পর্য্যন্ত—ব্যর্থতাই ষোল আনা। রোগ চিনে ঔষধ দেওয়াই খাঁটী চিকিৎসক —সমাজ নেতার কাজ; রোগ বুঝে ঔষধ দিলে নিশ্চয়ই আরোগ্য—ব্যধিমুক্ত হবেই হবে। অক্ষত সমাজ দেহে ও সুস্থতার লক্ষণ দেখা দিবে।

ভারতীয় সমাজিকতা নারী পরিচ্ছদে সমলঙ্কৃতা। কেবল কতকগুলি বাহ্যিক কুটিলতার আড়ম্বর পূর্ণ পরিচ্ছদ। না আছে সততা, না আছে মমতা, না আছে প্রাণের তিলক। দেখতে অবশ্য সুন্দর চিকিমিকি রংএর সাড়ী পরা, কত দেল্‌বাহার সৌগন্ধের অধিষ্ঠাতা যেন অপ্সরা না কিন্নরী। সমাজ নেতাও এই সাজে মুগ্ধ যদি কোন কল কৌশলে বা প্রাণের জ্বালায় বা প্রাণের ঘাত প্রতিঘাতে অঙ্গাবরণটী একটু উন্মোচন করেন, তাহা হইলে—ভিতরকার রহস্য কত ব্রণ, কত স্ফোটক, কত চর্ম্মরোগের ঝল্‌সা, কত কদর্য্যের অভিব্যক্তি দেখিতে পাইবে। যাহা দেখিলে চক্ষু স্থির হইবে; কর্ণকুহর বন্ধ হইবে; মাথায় পাক্‌দিবে। এমন কি দুর্গন্ধের চোটে নাড়ীভূড়ি বের হ'য়ে যাবে। ইহাই ভারতীয় সমাজ চিত্রের এক সুবৃহৎ অধ্যায়। যাহা দেখ্‌লে, শুন্‌লে, বুঝ্‌লে, গাত্রদাহ ষোলকলা প্রবর্দ্ধিত হইবে। দুঃখ হয়—দুঃখের কথা বলি বা কা'কে— শুনে বা কে? শুন্‌লেও শুনেনা, বুঝ্‌লেও বুঝেনা, বুঝাইলেও বুঝিতে চায়না, বুঝিলেও সাড়া দেয়না—এমনি ভারত-সমাজ যন্ত্রের গড়া পুতুল চাকরী সোণার বেড়ী পায়, হুকুমের বোঝাটি মাথায়, এমনি সোণার চাঁদ নাকি সমাজ নেতা?

বলিহারি ভারতমাতা! লৌহের শিকল কি তোমার সাধে পরা; তুমিই ত সন্তান প্রসব করিয়াছ, সেই সন্তানই—যারা তোমার যোগ্য সন্তান—তারাইত তোমাকে হাতে পায়ে শক্ত করে বেঁধেছে—দোষ কার—?

সংস্কারের ছাপ ভারতের মজ্জাগত। সংস্কারটী "সু" কি "কু" কোন্ বিশেষণে পর্য্যবসিত তাহা বোধ হয় ভারতবাসীর বিচার্য্য বিষয় নয়। বিচার্য্য বিষয় হইলেও বিচারের অনধিগম্য—ভয় সমাজ যন্ত্রের। কি জানি যন্ত্রে পিষ্ট হই নাকি। দুর্ব্বলতাই যে শক্তির সারাংশ সেই শক্তিতে নাকি সমাজ যন্ত্র চলিবে? চলতে

পারে নাকি? কোন দেশে চলেছে কি? বুঝলেম্ ভারতসমাজ চক্ষু থাকিতেও অন্ধ; কর্ণ থাকিতেও বধির, পা থাকিতেও চলচ্ছক্তি হীন, হাত থাকিলেও হাতের ব্যবহার অবিদিত। মাথা আছে অথচ নির্মস্তক; পিঠ আছে অথচ বোঝা বহিতে অক্ষম। বুক্ আছে, বুকের ক্রিয়া অচল—যেন জীবন্তে মরা। মেদ আছে চর্ব্বি শূন্য, রক্ত আছে প্রবাহ শূন্য;—নিস্তেজ হতভম্ব! কেন—এই সব কেন সবই সংস্কারের দুর্ভেদ্য ছাপ। মুছিলেও মুছা যায় না—যেন রক্তবীজের বংশ—।

রক্তবীজের বংশ নির্ব্বংশ—চামুণ্ডার একনিষ্ঠ সাধনের অবশ্যম্ভাবী ফল। সহজ কথা নয় সংস্কারের ছাপ মুছিয়া ফেলা—সহজ ভাষায় বুঝানও অসাধ্য। ইহা প্রাণের উপলব্ধি মাত্র। প্রাণ তৈয়ারই সাধনের মূলমন্ত্র! মন্ত্র জপ করিতে থাক—রক্তবীজ রূপী সংস্কারের দাগ এক দিন না একদিন অবশ্যই মুছিবে। প্রাণও তৈয়ার হইবে, সমাজ ও গড়িয়া উঠিবে।

অলসতাই সকল দোষের আকর! অলসতাই লোককে পঙ্গু করে, সমাজকেও পঙ্গু করে। অলস প্রাণ পরানিষ্ট চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত, পরগুণে দোষারোপ তাহার জীবন্ত সমাধি; তন্মন্ত্র সাধন—। ছাড় অলসতা—কর কাজ, কর সাজ; কর সাধন,—মনে প্রাণে। মিলিবে ধন, পাবে রতন, পূর্ণ হবে মনস্কাম্। মুছিবে সংস্কারের দাগ, লভিবে পূর্ণজ্ঞান—হইবে সমাজ রতন। আলোক পাইবে নবদীক্ষায়। নবোদ্যমে, নবসাজে চল্‌বে তীব্র বেগে—কার সাধ্য রোধে সে বেগ? ধরাতল ভেসে যাবে প্রেমের বন্যায়—শুদ্ধ হবে সমাজ জীবন। মরা গাঙ্গে বান ডাক্‌বে—দেখবে জগজ্জন-ধন্য হবে ভারত সমাজ—জীবন—ধন্য হবে ভারত সমাজ-জীবন—।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযশোদা কুমার ভৌমিক।

পিতামাতার কথা।

প্রত্যক্ষ দেবতাজ্ঞানে পিতামাতার সেবা করা উচিত, এ সম্বন্ধে সকল মহাজনই একমত। দেবতাবোধে নির্ব্বিচারে পিতামাতার সেবা করিতে পারিলে অতি সহজে অভীষ্ট লাভ হয়, কারণ পিতামাতা যত সহজে সন্তুষ্ট হন, দেবতারা তত সহজে হন্ না। জগতের ইতিহাসেও দেখিতে পাওয়া যায়, পৃথিবীতে যত বড় বড় লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পিতামাতার একান্ত আজ্ঞাবহ ছিলেন, এবং পিতামাতার সন্তোষ বিধান করিয়াই তাঁহারা উন্নতির চরমে উঠিয়াছিলেন।

পিতামাতার সন্তানপ্রীতি নৈসর্গিক। ইহা মানবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, মনুষ্যেতর জীবের মধ্যেও ইহা পূর্ণভাবে বিদ্যমান্। Addison সাহেবের essayর মধ্যে এক স্থানে পাওয়া যায়, জনৈক ডাক্তার এই শ্রেণীর পরীক্ষায় কৌতুহলী হইয়া একটী পূর্ণগর্ভা কুক্কুরীর উদর ব্যবচ্ছেদ করেন। সঙ্গে সঙ্গে শাবকগুলি বাহির হইয়া পড়ে। কিন্তু সকলে দেখিয়া স্তম্ভিত হয় যে ঐ মৃত্যু যন্ত্রণার ভিতরেও কুক্কুরী যতক্ষণ জীবিত ছিল, ততক্ষণ আপনার ব্যথার কথা ভুলিয়া গিয়া সাগ্রহে শাবকগুলিকেই লেহন করিয়াছিল।

পিতামাতা এই যে প্রাণপাত যত্নে সন্তানকে পোষণ এবং সামর্থ্যবান্ করিয়া তোলেন, সন্তান যদি কৃতজ্ঞচিত্তে তাহা স্মরণ করিয়া এই অনাবিল স্নেহধারাকে ভক্তিতে রূপান্তরিত করিয়া আবার তাহা পিতামাতায় অর্পণ করে তবেই তাহার রক্ষার পথ হয়; নচেৎ তাহার নিষ্কৃতির কোনই উপায় নাই।

যে হতভাগ্য সন্তান প্রত্যক্ষ দেবতারূপী এই মাতাপিতার মর্য্যদা না বুঝিল তাহার সার্থকতা কোথায়? বিশ্ববিজয়ী সেকেন্দর সাহেবের (Abnander the Great) মাতা বড়ই উদ্ধতা ও ক্রোধপরায়ণা ছিলেন। কিন্তু সেকেন্দর সাহ কখনও তাঁহার অসন্তোষ বিধান করেন নাই। একদা তাঁহার প্রধান সচিব রাজমাতার ব্যবহারে দারুণ দুঃখিত হইয়া সাহের নিকট প্রতিকারপ্রার্থী হইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। উত্তরে সাহ এই মাত্র লিখিয়াছিলেন,—'One drop of my mother's tears may sweep away thousands of your epistles. অর্থাৎ জননীর একবিন্দু অশ্রুপাতে তোমার এরূপ হাজার হাজার পত্র ভাসিয়া যাইতে পারে।

বঙ্গের বরণীয় সন্তান স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মাতৃভক্তির যে অলৌকিক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, জগতে বুঝি তাহার তুলনা নাই। গত ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে লর্ড সিংহ মহোদয় বলিয়াছিলেন,—"I cannot think of that frail little body without also recollicting the fact that the lightest wish of his mother was to him law divine." অর্থাৎ সেই খর্ব্বাকৃতি দেহখানির কথা ভাবিতেই স্বতঃই আমার এই মনে হয় যে জননীর অতি সামান্য ইচ্ছাকেও তিনি ভগবানের বিধান বলিয়া মানিয়া লইতেন।

সম্রাট নন্দিনী জাহানারার কথা কে না জানে। এই মহিলা পিতৃভক্তির যে দৃষ্টান্ত নরজগতে রাখিয়া গিয়াছেন, সমস্ত সভ্যজগৎ আজও ভক্তিভরে তাহার নিকট মস্তক অবনত করিতেছে, মোগল ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ স্যর যদুনাথ সরকার জাহানারা সম্বন্ধে এইরূপ বিবৃতি দিয়াছেন, "এই রাজকুমারী বাল্যকাল হইতেই আপনার অসামান্য ত্যাগবলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সম্রাটের পরই ইহাঁর সম্মান ছিল। সম্রাট যে সমস্ত উপঢৌকন পাইতেন, তাহার ঠিক পরেই সম্মান হিসাবে তাঁহার উপঢৌকনাদি আসিত। কিন্তু তিনি অতি সাধারণভাবে জীবন যাপন করিয়া উপহারের সমস্ত দ্রব্যই দীন দুঃখীদিগকে দান করিয়া সুখী হইতেন। কখনও বিলাস বাসনা তাঁহার মনে স্থান পাইত না।" খলপ্রকৃতি আওরঙ্গজেব যখন পিতা সাজাহানকে বন্দী করিয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন করে, তখন সে, ভগ্নী জাহানারাকেও স্বকীয় পক্ষে যোগ দিতে বিশেষ ভাবে প্রলুব্ধ করে। এ বিষয়ে ভ্রাতার সমস্ত ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিয়া এই মহিয়সী মহিলা যে উত্তর দান করেন, তাহা জগতের ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে। একজন ফরাসী কবি তাহা এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,—

Auraung, Load my arm with a part of his (i, e Shah Jehan's) chain,

That is my dearest prayer, my fairest dream
In order that the aged [Shah] Jehan
May pardon his executioner
In order that I may equally abjure bitterness and hatred.
Bury us alive in one and the same tomb.

অর্থাৎ "হে আওরঙ্গজেব, তুমি যে শৃঙ্খলে পিতাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছ তাহা দ্বারা আমার হাত ও শৃঙ্খলিত কর, এই আমার সব চেয়ে প্রিয় প্রার্থনা এবং সব চেয়ে সুখময় স্বপ্ন। আমার উদ্দেশ্য যাহাতে বৃদ্ধ সাজাহান তাঁহার হত্যাকারীকে ক্ষমা করিতে পারেন, যাহাতে আমি ঘৃণা এবং দ্বেষের অতীত হইতে পারি। আমাদের উভয়কে একই কবরে জীবন্ত সমাধিস্থ কর"।

সম্রাটের আদরিণী দুহিতা এইরূপে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করিয়া লইয়া সুদীর্ঘ সাড়ে সাত বৎসরকাল বন্দী পিতার সেবা করেন। তৎপর পিতার মৃত্যু হইলে তিনি এই স্বেচ্ছাবৃত কারাগার হইতে বাহির হইয়া আরও ১৫ বৎসরকাল এই মরজগতে অবস্থিতি করেন। এই সময়ে তিনি নিহত ভ্রাতা দারার পুত্র কন্যা দিগকে লালনপালন করেন। তিনি আজীবন কুমারী থাকিয়া এই মহাব্রত সাধন করিয়া গিয়াছেন। জীবদ্দশায় তিনি যেরূপ নিরাড়ম্বর জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, মৃত্যুর পরও যাহাতে তাঁহার সমাধির উপর কোনও প্রস্তর ফলক নির্ম্মিত না হয় তাহার জন্য এই ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছিলেন,—

Let no man cover my grave save with green grass, for the grass the fittest mantle for the tomb of the lowly. "আমার কবর যেন সবুজ ঘাস ছাড়া অন্য কোনও বস্তু দ্বারা কেহ আচ্ছাদিত না করে, কেননা নমিতদিগের পক্ষে তৃণই তাহাদের সমাধি আচ্ছাদনের যোগ্যতম বস্তু"।

শ্রীভবেশচন্দ্র শর্ম্মা মুন্সী।

রেঙ্গুন।

গীতা বুঝিবার প্রয়াস।

(প্রাপ্ত)

আজকালকার দিনে গীতার প্রচার বহুল হইতেছে। আমরা গীতার প্রথম অধ্যায় হইতে কতক অংশ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬৪ শ্লোকটির আলোচনা ও পাইয়াছি। "উৎসব" অফিসের শ্রীগীতা এবং অন্য দুই একখানি দেখিয়া এই বুঝিবার প্রয়াস করা হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা আমাকেও দেখান হইতেছে এবং স্থানে স্থানে আমাকেও কিছু কিছু বলিয়া দিতে হইতেছে। যিনি এই প্রয়াস করিতেছেন তিনি নাম প্রকাশে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় তাঁহার নাম প্রকাশ করা হইলনা।

আমি যতটুকু বুঝিয়াছি তাহাতে এই উত্তমের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। যিনি লিখিয়াছেন তিনি আপনাকে কৃতার্থ করিবার জন্য ইহা লিখিতেছেন। আমি ইহাঁর লেখা হইতে একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা "উৎসবে"র লেখক লেখিকাগণের জন্য এবারে প্রকাশ করিলাম। আগামী সংখ্যায় প্রথম অধ্যায়ের কতক যে ভাবে লেখা হইয়াছে তাহাও প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। যদি পাঠক পাঠিকাগণের আগ্রহ দেখা যায় তবে ক্রমে ক্রমে এই গীতাও প্রকাশ করা যাইতে পারে। যে শ্লোকের ব্যখ্যা এখানে দেওয়া হইল, তাহা কল্যাণ প্রার্থি ব্যক্তি মাত্রেরই নিতান্ত প্রয়োজন এবং ব্যাখ্যান ও নূতন ধরণের।

[২-৬৪]

রাগদ্বেষ বিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪।

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু = রাগদ্বেষবিযুক্তৈঃ + তু ॥ বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্ = বিষয়ান্ + ইন্দ্রিয়ৈঃ + চরন্ ॥ আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা = আত্মবশ্যৈঃ + বিধেয় + আত্মা। প্রসাদমধিগচ্ছতি = প্রসাদম্ + অধিগচ্ছতি ॥

তু = কিন্তু
কিন্তু
রাগদ্বেষবিযুক্তৈঃ = রাগদ্বেষরহিতৈঃ
রাগদ্বেষ রহিত
ইন্দ্রিয়ৈঃ = শ্রোত্রাদ্যৈঃ
চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা
বিষয়ান্ = রূপ রসাদীন্
রূপরসাদি বিষয় সকলকে
চরন্ = পশ্যন্, উপভুঞ্জন্নপি
ভোগ করিলেও
বিধেয়াত্মা = বিধেয়ো বশবর্ত্তী আত্মা
মনো যস্য সঃ
মন যাহার বশীভূত এমন পুরুষ
প্রসাদং = প্রসন্নতাং, চিত্তস্য স্বচ্ছতাং
আত্ম সাক্ষাৎকার যোগ্যতাং
আত্ম সাক্ষাৎকারোপযোগী চিত্তশুদ্ধি
অধিগচ্ছতি = প্রাপ্নোতি
প্রাপ্ত হয়েন।

কিন্তু রাগদ্বেষরহিত, স্ববশেস্থিত ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা বিষয় সকলে বিচরণ করিলেও, মন যাহার বশীভূত এমন পুরুষ আত্ম সাক্ষাৎকারোপযোগী প্রসন্নতা বা চিত্তশুদ্ধি লাভ করেন ॥ ৬৪।

অর্জ্জুন—বিষয়ের চিন্তাতেই মানুষ ক্লেশ পায় ও মরে, ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে বলিয়াছ কিন্তু সর্ব্বদা রূপরসাদি বিষয় বেষ্টিত থাকিয়াও মানুষের মনে বিষয়

চিন্তা উঠিবে না—সংসারের কোন ভাবনাই মনে জাগিবেনা, ইহা কিরূপে হইবে? মরণের মধ্যে থাকিয়াও মানুষ মরিবে না ইহা কি সম্ভব?

ভগবান্—যে অসমাহিত চিত্ত সে বাহিরে ইন্দ্রিয় রুখিয়া রাখিলেও ভিতরে ভাললাগা মন্দলাগা রূপ রাগদ্বেষ দুষ্ট মনের দ্বারা বিষয় ভাবনা মনে মনে করিয়াই পুরুষার্থ ভ্রষ্ট হইবে, কিন্তু যিনি ভাললাগা মন্দলাগা দূর করিতে পারিয়াছেন, তিনি যদি বিষয়েও বিচরণ করেন তাহা হইলে তাঁহার ভয় কি?

অর্জ্জুন—ভিতরে বিষয় ভাল লাগিতেছে সেইজন্য বিষয়ে চলিয়া পড়িতেছি, কিন্তু বাহিরে ইন্দ্রিয় রুখিয়া রাখার ভাব দেখাইতেছি ইহাকেও চিত্তশুদ্ধি বলে না। রাগ-দ্বেষ বিযুক্ত না হইলে কিছুতেই চিত্তের প্রসন্নতা জন্মিবেনা। চিত্তের প্রসন্নতাই চিত্তশুদ্ধির চিহ্ন। রাগদ্বেষ হইতে বিযুক্ত হওয়া হইতেছে অন্য কোন কিছু ভাললাগা বা মন্দ লাগা না থাকা। ইহা কি তবে অসম্ভব?

ভগবান্—অসম্ভব কেন হইবে? আমাকে যার ভাল লাগে তার কি বিষয়ে রাগদ্বেষ থাকিতে পাবে?

অর্জ্জুন—রাগদ্বেষ বা ভাললাগা মন্দলাগা ইহার ভিতরত অনেক কথা আছে।

ভগবান্—কি আছে?

অর্জ্জুন—সংসারে কত ভালবস্তু আছে—ফুল ভাল, আকাশ ভাল, চন্দ্র তারকা ভাল, পর্ব্বত সমুদ্র ভাল, কোকিলের কুহুরব ভাল, ভ্রমরের গুঞ্জন ভাল, বালকের সরল হাসি ভাল, বালিকার সরল খেলা ভাল, সতীর পবিত্র প্রেম ভাল, পিতা-মাতা, সুহৃত, বন্ধু ভাল, সুন্দর পুরুষ ভাল, সুন্দরী স্ত্রীলোক ভাল—এই সমস্তইত বিষয়; ইহাদিগকে কি ভালবাসিতে নাই? ইহাদিগকে কি ভালবাসিলে তোমায় পাওয়া যায় না? ভাল যাহা তাহাতে ত ভাল লাগা থাকিবেই—আর মন্দ যাহা—কুৎসিত যাহা—ঘৃণিত যাহা তাহাত মন্দ লাগিবেই। তবে কিছুই ভাল লাগিবে না মন্দলাগিবেনা—ইহা কিরূপে হইবে?

ভগবান্—সাংসারিক লোকের ভাললাগা মন্দলাগা একরূপ কিন্তু ধর্ম্ম-জগতের লোকের দৃষ্টি অন্যরূপ। সাংসারিক লোক ভালবাসে তাহাকে যাহাতে চক্ষুকর্ণাদির প্রীতি জন্মায় কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্ম জগতে উঠিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে এই স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়াসক্তির মোড় ফিরাইতে হইবে, নতুবা ধর্ম্মজগতে প্রবেশ লাভ করা যাইবে না—এবং ঈশ্বরকে লইয়া থাকাও যাইবেনা। সকল ঐশ্বর্য্যের এবং সকল মাধুর্য্যের সমষ্টি হইতেছেন ঈশ্বর। ইন্দ্রিয়ের

প্রীতি জন্মায় বলিয়া ফুল ভাল, আকাশ ভাল, পর্ব্বত ভাল, সমুদ্র ভাল, চন্দ্র তারকা ভাল, সুন্দর পুরুষ ভাল, সুন্দরী স্ত্রী ভাল, বালক বালিকার সরল ব্যবহার ভাল, সতীর পবিত্র প্রেম ভাল—ইহা সাংসারিক লোকের ভালবাসা—ইহার নাম বিষয়কে ভালবাসা। ইহাতে কি অনর্থ হয়, তাহা পূর্ব্ব শ্লোকে বলিয়াছি। ইহাদের ভোগ যে করে তাহার ঈশ্বর পাওয়া হয় না; কিন্তু ইহাদের সৌন্দর্য্য সেই সর্ব্ব সুন্দরের কণিকা মাত্র, মনে করিয়া যে সেই পরম সুন্দরের দিকে ফিরিতে পারে, সেই ধর্ম্ম জগতের লোক। ফুল দেখিয়া যে সর্ব্বহৃদিস্থিত ঈশ্বরের আদর মনে করিতে না পারে, সতীর পবিত্র প্রেমকেও যে মলিন দেখে, যদি উহাতে ঈশ্বরের ভাব জড়িত না থাকে, বালকের সরল হাসিতে যে ঈশ্বরের সরলতা দেখিতে না পায়—এক কথায় যে সুন্দর দেখিয়া আপন অন্তরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরের চরণ চিন্তা করিতে না পারে, তাহার ভালবাসা বিষয় ভোগেরই জন্য—ইহাই ত ক্রমে মৃত্যুমুখে লইয়া যায়।

আবার কেহ কেহ সকল সুন্দর বস্তুর সহিত ঈশ্বরকে মিলাইয়া লইতে চায়। এই সূক্ষ্ম বিষয়েও যে আত্ম প্রতারণা আছে তাহা যাহারা ধরিতে পারেনা—তাহারা ঈশ্বরের ব্যবসা করে, তাহারা ধর্ম্ম জগতে বণিক—তাহাদের পাটোয়ারি বুদ্ধি দ্বারা তাহারা আত্মপ্রতারণাই করে এবং পরকেও প্রতারণা করে—এবং অনেক স্থলে নিজেও এই প্রতারণা ধরিতে পারে না।

"সব তুমি" "সব তুমি" ইহার অভ্যাস করিতে গিয়া "তুমিকে" ঠেলিয়া ফেলিয়া "সবকে" ভোগ করিতে ইহারা ছুটে এবং ভ্রমে পড়িয়া অজ্ঞাতসারে আত্মহনন করে। সুন্দর যাহা কিছু চক্ষু দেখিল তাহাই ভাল লাগিল আর যাহা সুন্দর নয় তাহাতে দ্বেষ রহিল—ইহাতে চিত্ত কখন স্বচ্ছ হইতে পারিলনা। রাগদ্বেষ না যাওয়া পর্য্যন্ত ভগবৎ মন্দিরের দ্বার তাহার নিকট খোলাই হইল না। এই সমস্ত লোক ধর্ম্মের আবরণ দিয়া নানা প্রকার ভোগ-ব্যভিচার করিবেই। সব তুমি, সব তুমি এই সাধনায় সব ত্যাগ করিয়া তুমিতে বা আত্মাতে বা আত্মার মূর্ত্তি ইষ্টদেবতাতে আসিতে হইবে। "সব"টা ত্যাগ করিলে তবে ঈশ্বরকে পাওয়া যাইবে, কোন প্রকার শরীর ভোগে পাওয়া যাইবে না। দেখা, শুনা, কথা কওয়া—সবই শরীর ভোগ। পাটোয়ারী বুদ্ধিতে সবকে ভোগ করিবার জন্য—সবই ঈশ্বর 'বচনে' বলা হইল কিন্তু গুরুও শাস্ত্রমত ঈশ্বরকে সকল সৌন্দর্য্যের, সকল মাধুর্য্যের আধার ধরা হইল না—কাজেই

ধর্ম্ম করিতে গিয়া অধর্ম্মই হইয়া গেল। বুঝিলে প্রথমে রাগ ও দ্বেষকে তাড়াইবার সাধনা না করিলে কি হয়?

অর্জ্জুন—আহা! লোকে গুরু ও শাস্ত্র বাক্য অমান্য করিয়াই চিত্তের স্বাভাবিক বৃত্তির মোড় ফিরাইতে পারেনা—সেই জন্য ভ্রমে পতিত হয়। এরূপ মানুষ কৃপার পাত্র। তুমি ইহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর যেন ইহারা ব্যভিচারের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রথমেই রাগদ্বেষ ত্যাগের সাধনা করিয়া নির্ম্মল হইয়া চিত্তজয়ের চেষ্টা করে। কিন্তু সব তুমি'র সাধনায় "তুমিকে" প্রথমে গুরু ও শাস্ত্র সাহায্যে বিশেষ ভাবে জানিয়া লইতে হয়। "তুমির" স্বভাব, "তুমির" স্বরূপ, শাস্ত্রবাক্যে ও গুরু বাক্যে যিনি না জানিয়াছেন—তাঁহার "সব তুমির" সাধনা হইবে কিরূপে, "সব তুমির" সাধনা না করিলে রাগদ্বেষ যাইবার অন্য উপায়ত নাই। প্রথমেই বিশ্বাস চাই—ক্রমে ভালবাসা জন্মিবেই। ইহা বুঝিলাম—কিন্তু পিতা মাতা ভাই ভগ্নী আত্মীয় স্বজন ইহাদিগকে ঈশ্বর বলিয়া ভালবাসিতে কি সকলে পারিবে?

ভগবান্—সাংসারিক লোকে ইহা পারিবেনা। জন্মগত গুরুভাব যাঁহাদের সঙ্গে আছে, তাঁহাদের উপর কর্ত্তব্য পালন ইহাদিগকে প্রথমেই করিতে হইবে। সাংসারিক লোকের এই কর্ত্তব্য যদি না থাকে, তবে সংসারে ঘোর ব্যভিচার হইবেই। কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্ম জগতের মানুষ তাঁহাকে পিতাকে বিশ্বপিতা, মাতাকে জগদম্বা দেখিতে অভ্যাস করিতে হয়। ঈশ্বরই পিতা সাজিয়া আসিয়াছেন, ঈশ্বরই মাতা সাজিয়াছেন, ঈশ্বরই স্ত্রী পুত্র কন্যা সাজিয়াছেন—এই দৃষ্টি ধার্ম্মিকের থাকাই চাই।

অর্জ্জুন—বুঝিলাম ধর্ম্মজগতের লোকের দৃষ্টি বিশাল হওয়া চাই—কিন্তু রাগ ও দ্বেষ দূর করিবার সাধনা ইহাঁরা কিরূপে করেন?

ভগবান্—নিত্য ক্রিয়া—নিষ্কাম ভাবে করা—ইহাত প্রথম কার্য্য। পরে গুরুমুখে ও শাস্ত্রমুখে ঈশ্বরের স্বভাবটি কি, ঐশ্বর্য্যে ও মাধুর্য্যে ইনি জ্ঞানময় কিরূপে, ইনি প্রেমময় কিরূপে—এই সমস্ত পুনঃ পুনঃ "শ্রবণ" করা চাই—আর ব্যবহারিক জগতে ইহার প্রয়োগ অভ্যাস করিতে করিতে "মনন" টি দৃঢ় করা চাই। সঙ্গীতে, কীর্ত্তনে ভাবের কথা লোকসঙ্গে "শুনিয়া" একান্তে ভাবের "মনন" করিতে হইবে, পরে "ধ্যান" দ্বারা আত্মার রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। মনন ও নিদিধ্যাসন শূন্য "শ্রবণে" কোটি কল্পেও কিছু হইবে না। এক কর্ণে শুনিয়া অপর কর্ণে তাহা বাহির করিয়া দিলে মনের

বিষয় রোমন্থন ক্ষণকালের জন্য দূর হইলেও—মন যেমন চঞ্চল সেইরূপই থাকিবে। ইহাতে চরিত্রের কোন পরিবর্ত্তন স্থায়ীভাবে হইবে না, রাগ দ্বেষ ও স্থায়ীভাবে যাইবে না। এই প্রকৃতির লোকের ভুল ভাঙ্গাইতে গেলে ইহারা অতিশয় বিরক্ত হয়—আর যাহারা কিছু শান্ত স্বভাবের তাহারা স্ব স্ব মতের বিপরীত কিছু শুনিলে উপদেষ্টাকে ত্যাগ করিয়া পলায়নে চেষ্টা করে। এই সমস্ত লোকের রাগ দ্বেষ যাইবে কিরূপে তাহাই বল ?

অর্জ্জুন— কর্ম্ম, বাক্য ও ভাবনা দ্বারা ভগবানকে ভাল বাসিতে যাঁহারা ইচ্ছা করিয়াছেন তাঁহাদের প্রথমেই "ধৈর্য্য" আবশ্যক। অসহিষ্ণু হইলে ঈশ্বরের রাজ্যে যাওয়া যায় না। এখন বল দুঃখে, বিপদে, বিঘ্নে, উৎপীড়নে ধৈর্য্য রাখিবার সাধনা কি ? এবং রাগ দ্বেষ স্থায়ীভাবে দূর করিবার উপায় কি ?

ভগবান—গুরু ও শাস্ত্রমুখে বিশেষ করিয়া জানিয়া লইতে হইবে, সেই সমস্ত বিঘ্ন কি, কেন আসে, কে আনে। পরে একান্তে এবং লোক সঙ্গে ইহার প্রয়োগ অভ্যাস করিতে হয়।

অর্জ্জুন—কিরূপে ?

ভগবান—বিঘ্নরূপে তুমিই আসিয়াছ, ব্যাধিরূপে, শোকরূপে তুমিই, শত্রু মিত্ররূপে তুমিই, লয় বিক্ষেপরূপে তুমি, আদর অনাদর রূপে তুমিই, আবার মৃত্যুরূপ ধরিয়া তুমিই—এই ভাবনা করিয়া বিঘ্ন, দুঃখ, শোকাদি অগ্রাহ্য করিয়া "তুমির" আশ্রয় লওয়া—ইহাই চিত্তশুদ্ধির জন্য সর্ব্বতোভাবে করণীয়। বুঝিতেছ একদিকে অগ্রাহ্য অন্যদিকে গ্রাহ্য—ইহার নিত্য অভ্যাস চাই। এই ভাবে ভোগ ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরে বা আত্মাতে পুনঃ পুনঃ থাকিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল ইহাকেই রাগ দ্বেষ ত্যাগের প্রধান সাধনা বলিতেছি। ইহাতে সব তুমি সাধিয়া সাধিয়া—সব ছাড়িয়া—সবকে মন হইতে বাহির করিয়া দিয়া "তুমি কে" আপনার বলিয়া আশ্রয় করা হইল।

ঈশ্বরকে বিশ্বাসে স্মরিয়া, মানসে দেখিয়া দেখিয়া শোক দুঃখ আধি ব্যাধি প্রভৃতি বিঘ্নকেও দ্বেষ করা হইল না, আর সব ভোগ করিবার জন্য আত্ম প্রতারণা জনিত রাগ বা অনুরাগও রহিল না।

এই সাধনায় রাগ দ্বেষ ত্যাগ করিয়া মনকে বশীভূত কর তবে ইন্দ্রিয় জয় হইবে; নতুবা রাগদ্বেষ রুখিয়া রাখিয়া যে ইন্দ্রিয়জয়ের অভিনয় মানুষ করে

তাহা স্থূল সূক্ষ্ম কারণ শরীর ভোগেরই জন্য মিথ্যাচার। ইহাই ক্রমে মৃত্যুকে আনয়ন করে।

অর্জ্জুন—ইন্দ্রিয় জয় করা যে এত কঠিন তাহা পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই—এখন দেখিতেছি তুমি পুনঃ পুনঃ ইন্দ্রিয় জয় করিতে কেন বলিতেছ।

ভগবান্—প্রথমে "রাগদ্বেষ বিমুক্ত" হইবার সাধনা কর পরে ইন্দ্রিয় জয়ের জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর। যিনি রাগদ্বেষ হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন এবং এই ভাবে ইন্দ্রিয় জয় করিতেছেন, তাঁহাকে যদি বিষয়েও বিচরণ করিতে হয়, তথাপি তাঁহার কোন ভয় নাই ইহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলরূপ।

পিরীতি সাগরে, একটি কমল্,
সহস্রেক তার দল;
তাহার উপরে চাঁদের মেলানি,
দুয়ে বিন্দু নিরমল।
চাঁদের উপরে করয়ে বসতি,
অপরূপ এক গজ;
গজের উপরে সুখে বিরাজয়ে,
যুগল কেশরি রাজ।
কেশরি উপরে, দুইটি সাগর,
সাগর উপরে গিরি;
গিরির উপরে, দুইটি তমাল,
চারি শাখা তার হেরি।
একটি তমাল, মেঘ বরণের,
সোনার বরণ অঙ্গ;

তাহে ফলিয়াছে, অরুণ রঙ্গের,
চারি মহাফল ধন্য।
ফলের ভিতর, ফুটিয়াছে ফুল,
অপরূপ তার জ্যোতি ;
তদুপরি কীর — যুগ শোভা পায়,
অতি সুন্দর মূরতী।
চারি চকোরের, বাস তদুপরি,
দুই চাঁদ তারপরে ;
তাহার উপরে, বিধু ও অরুণ,
দোঁহাতে বিরাজ করে।
তাহার উপরে, শিখিতে অহিতে,
সুখে মিলায়েছে কায় ;
হেরি সে মাধুরী, যত গোপনারী
অনিমিখে চাহি রয়।
শ্রীরাধামাধব, যুগল মূরতি,
পিরীতি রসের সার ;
নরসিংহ দাস, সদা করে আশ,
করিতে কণ্ঠের হার ॥

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

---

* কবিতাটি হেঁয়ালীর মত লাগিলেও ইহার অর্থ বাহির করিতে পারিলে ইহা সুন্দর লাগিবে। সম্পাদক।

শ্রীশ্রীহংস মহারাজের কাহিনী।

একদিন অপরাহ্ণে আমরা সাধুবাবার দর্শনাভিলাষে রওনা হইলাম। যখন আমরা উত্তর দিক দিয়া কৈলাস পাহাড়ে উঠিতেছিলাম তখন সাধুবাবা অদূরে প্রবাহিতা কুতনিয়া নদী হইতে স্নানান্তে পাহাড়ের পশ্চিম দিক দিয়া পাহাড়ে উঠিতেছিলেন। সাধুবাবা দিবসে প্রত্যহ দুইবার স্নান করেন। বাবার গাত্রের আল্‌ফি বা আলখোল্লাটী ফিকা গৈরিক বর্ণের। সাত দিন অন্তর তিনি মস্তক মুণ্ডন করিয়া থাকেন। কোন স্থানে বাহির হইতে হইলে হস্তে বৃহৎ একখানি দণ্ড বা সোটা গ্রহণ করেন। সেই দিনও তাঁহার হস্তে ঐ বৃহৎ দণ্ডখানি শোভা পাইতেছিল। সাধুবাবা পাহাড়োপরি উঠিতেই আমাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি সে দিন বারান্দার দক্ষিণ পূর্ব্ব কোনটীতে উপবেশন করিয়া আমাদিগকে নিকটে বসিতে বলিলেন। পূর্ব্ব বৎসর অর্থাৎ ১৩৩২ সালে বাবা যে সকল কাহিনী আমাদের নিকট বলিয়া-ছিলেন, উহা আমার নিকট খুবই ভাল লাগায়—উহা একখানি খাতায় আমি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। সেই খাতাখানি ঐ দিবস পাহাড়ে লইয়া গিয়াছিলাম; উদ্দেশ্য বাবাকে দুই একটী গল্প ও তাঁহার শিক্ষাপূর্ণ সুমধুর উপদেশ ২।১টী পড়িয়া শুনাইয়া সাধুবাবার কাহিনীগুলির অর্থ ঠিক বুঝিতে পারিয়াছি কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া লইব; কারণ বুঝিবার দোষে ভিন্ন অর্থ হওয়া আশ্চর্য্য নয়। আমরা বাবার নিকট বসিয়া, তাঁহার অনুমতি লইয়া খাতাখানি খুলিয়া দুই তিনটী গল্প বাবাকে পড়িয়া শুনাইলাম। তিনি স্থির হইয়া বসিয়া শুনিলেন এবং কোন কোন গল্পের দুই এক স্থান সামান্য পরিবর্ত্তন করিতে বলিলেন। পূর্ব্ব বৎসরের শ্রুত বাবার কাহিনীগুলি ও উপদেশ সকল এত দিবসাবধি এরূপ সুস্পষ্ট স্মরণ আছে দেখিয়া সাধুবাবা বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

আমরা যখন সাধুবাবার নিকট উপবেশন পূর্ব্বক তাঁহাকে তাঁহারই কথিত গল্পগুলি পাঠ করাইয়া শুনাইতে ছিলাম সেই সময় আর একটী সাধু তথায় দেখা দিলেন। তিনি কয়েক মাসাবধি কাল এই পাহাড়েই চতুর্দ্দিকে উন্মুক্ত বারান্দায় দারুণ শীতে স্বচ্ছন্দে রাত্রি বাস করিয়া গিয়াছেন। যদিও তিনি তিনি এক্ষণে মাড়োয়ারী ভদ্রলোক শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ সরাবের বাগানের একধারে

একটী ইষ্টক নির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহে বাস করিতেছেন, তথাপি তিনি এই হংস মহারাজের নিকট প্রায় প্রত্যহ অপরাহ্নে আসিয়া কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিতেন। আমরা সকলে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলাম, তাঁহার গাত্রে গাঢ় গৈরিক বর্ণের একটী ঢিলা মত অদ্ভুত আলখেল্লা ছিল, আমরা আশ্চর্য্য হইয়া সেটী দেখিতেছিলাম। ঐটী কিরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে জিজ্ঞাসা করায় সাধুবাবা তাঁহাকে সেইটী খুলিয়া আমাদিগকে দেখাইতে বলিলেন, যখন তিনি সেইটী গাত্র হইতে উন্মোচন করিলেন তখন দেখিলাম বাস্তবিকই সেটী অদ্ভুত, কারণ গাত্র হইতে উন্মোচন মাত্র উহা একখানি দুইভাঁজ চাদরের মত হইয়া গেল, সাধুবাবা বলিলেন ইহার নাম আল্‌ফি। আমাদের দেখার পর যখন সাধুটী পুনর্ব্বার মাঝখানের বড় ফাঁকটীর মধ্যে মস্তক প্রবেশ করাইয়া দুই পার্শ্বের অপেক্ষাকৃত ছোট ছিদ্রের মধ্যে হস্তদ্বয় প্রবেশ করাইয়া দিলেন তখন পুনরায় উহা আলখেল্লার মতন হইয়া গেল। দ্বিতীয় সাধুটী উহা ঐরূপভাবে তৈয়ারীর সম্বন্ধে বলিলেন যে তাঁহাদের সর্ব্বদাই নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতে হয়। এই কারণে নিকটে বস্ত্রাদি অধিক রাখা অসুবিধা। সঙ্গে যত অধিক সামগ্রী হইবে, সেগুলি তাঁহাদের স্বয়ংই বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে, সেই নিমিত্ত তাঁহাদের গায়ের আল্‌ফি এরূপ ভাবে প্রস্তুত। ইচ্ছা হইলে এক সময়ে ইহা গায় থাকিয়া খুলিয়া চাদরের মত ব্যবহার হইতে পারে, আবার প্রয়োজন হইলে ইহা আসনের কার্য্য করে, আবার কোন সময়ে উহাকে এইরূপভাবে গাত্রে পরিধান করাও চলে।

(ক্রমশঃ)

পূজ্যপাদ ৺ভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ স্বামী পদকমলের জীবনী বর্ণনে প্রয়াস।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রাইভেট্ সেক্রেটারী মহাশয়ের আগমন কাল হইতে এক বৎসর পূর্ণ হইতে আর দুই এক দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে এমন সময়ে এক দিবস স্বামীজীর বাসভবনে অশ্বখুরোদ্ভুত শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল, মনে হইল, কতিপয় অশ্বারোহী-ব্যক্তি ঐ স্থানের অভিমুখে আগমন করিতেছে। ক্রমে উক্ত শব্দ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল এবং তৎসহ বহুজনসমাগমজনিত একটা কোলাহলও শ্রুত হইল। একটু পরেই দেখা গেল, কতক গুলি অশ্বারোহী-সৈনিক পুরুষ অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক স্বামীজীর বাসভবনে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে নিষেধ করিলেও তাঁহারা নিষেধ মানিলেন না এবং একটু অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেও সে অনুরোধ রক্ষা করিলেন না, একাএক দ্বিতলস্থ স্বামীজীর বাস কক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। জানা গেল, বুঁদিরাজ স্বামীজীর দর্শনার্থ আগমন করিয়াছেন; তাঁহার স্বামীজীর সহিত মিলিত হইবার ব্যগ্রতা এত অধিক যে সাধারণ সৌজন্যপালনার্থ একটু অপেক্ষা করিবারও তাঁহার সামর্থ্য নাই, যেন কোন এক অজ্ঞাত, অনতিক্রমনীয়, মহীয়সী, শক্তি দ্বারা অবশভাবে আকৃষ্ট হইয়া, কোন বাধা না মানিয়া, অভীষ্ট পদার্থের দিকে ধাবিত হইয়াছেন! উক্তদিনে প্রাইভেট্ সেক্রেটারী মহাশয়ের স্বামীজীর উক্তির সত্যতাবিষয়ে বোধ হয় প্রত্যয় জন্মিয়া থাকিবে, বুঁদরাজের স্বামীজীর বিভূতিদর্শনলালসা বোধ হয় চরিতার্থ হইয়া থাকিবে।

স্বামীজীর অন্যান্য বিভূতির কথা, যাহা তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, পাঠকগণ গ্রন্থমধ্যে জানিতে পারিবেন।

এখানে এ সকল কথা বলিলাম কেন?

উত্তর প্রথমেই দিয়াছি। আরও দুই একটী কথা বলিব। পূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছি, ভ্রান্তির নিরাস যথাসম্ভব শীঘ্রই বিধেয়, কোন বিষয়ে ভ্রান্তজ্ঞান

দ্বারা জগতে যত ক্ষতি হয়, এত ক্ষতি বোধ হয় অন্য কোন প্রকারে হয় না। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কিরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা, তাহাই পাঠকগণকে একটু বিজ্ঞাপিত করিব।

যাঁহারা স্বামীজীকে একটু চিনিয়াছেন, তাঁহার স্বরূপ একটু অবগত হইয়াছেন, স্বামীজী সম্বন্ধে কোন অযথা উক্তি শ্রবণ করিলে তাৎকালিক একটু অশান্তিভোগ ব্যতীত তাঁহাদের অন্য কোন ক্ষতি হইবে না, কিন্তু যাঁহারা স্বামীজীর স্বরূপ ভালরূপে অবগত হয়েন নাই, যাঁহারা স্বামীজীর কল্যাণ গুণগ্রাম শ্রবণ বা পাঠ করিয়া তাঁহার চরণে শ্রদ্ধা লাভ করিলেও যাঁহাদের সে শ্রদ্ধা এখনও দৃঢ়ভূমিক হয় নাই, যাঁহারা স্বামীজীর উপদেশাদি পাঠপূর্ব্বক এবং তাঁহার পবিত্র চরিত্র স্মরণ এবং ধ্যানপূর্ব্বক আপনাদিগকে পবিত্রীকৃত এবং উন্নত করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আছেন, সেই ক্ষীণশ্রদ্ধ, মানবজীবনের উদ্দেশ্যসিদ্ধিপূর্ব্বক কৃতকৃত্যতালাভবিষয়ে আশাধৃত প্রাণ পুরুষগণের শ্রদ্ধা পাছে প্রাগুদ্ধৃত বচনসমূহদ্বারা বিচলিত হইয়া তাঁহাদিগকে বিশেষতঃ ক্ষতিগ্রস্থ করে, তাঁহাদিগের ভাবী উন্নতির মার্গ বিশেষতঃ কণ্টকিত করে, এই নিমিত্তই এখানে এই সকল কথা বলা আবশ্যক বোধ করিয়াছি। কোন পুরুষের কাঁহারও চরণে শ্রদ্ধা বিচলিত হইলে তাঁহার উপদেশ দ্বারা তাঁহার বিশেষ উপকার সংসাধিত হওয়ার সম্ভাবনা অল্প; অতএব যাঁহারা বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কোন কথা বলেন, অথবা কোন শ্রুত বার্ত্তার সত্যত্ব পরীক্ষা না করিয়া তাহাকে তদ্রূপে প্রচারিত করেন বা অন্যে সংক্রামিত হইবার অবসর প্রদান করেন, তাঁহারা, ইচ্ছাপূর্ব্বক না হইলেও, জিজ্ঞাসুজনের, উন্নিনীষু সমাজের কতটা ক্ষতি করিয়া ফেলেন, তাহা একটু ভাবিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন।

স্বামীজীর দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কালের সংবাদ এখানে অতি সংক্ষেপেই প্রদত্ত হইল, এ বিষয়ে এখনও অনেক কথা বলিবার আছে, তাহা গ্রন্থমধ্যে পাঠকগণকে নিবেদন করিবার ইচ্ছা রহিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং।

নমো গণেশায়।

শ্রী১০৮ গুরুদেবপাদপদ্মেভ্যো নমঃ।

শ্রী১০৮ ভৃগুশিবরামচরণ কমলেভ্যো নমঃ।

[পরমারাধ্যপদ ৺ ভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ স্বামীপদকমলের উপদেশ।]

[শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায় বিদ্যানন্দ, বি, এল, দ্বারা সম্পাদিত]

ভার্গব-শিবরামকিঙ্কর-যোগত্রয়ানন্দ-নামরহস্য।

বক্তা—শ্রীশ্রীভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ।

জিজ্ঞাসু—রমা, ও শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায় বিদ্যানন্দ, বি, এল্।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"ভার্গব-শিবরামকিঙ্কর-যোগত্রয়ানন্দ" বক্তাকে এই নাম কে দিয়াছেন, জিজ্ঞাসুদ্বয়ের তাহা জানিবার ইচ্ছা।

জিজ্ঞাসু রমা—দাদা! আপনার পিতৃদেব কি আপনাকে 'ভার্গব শিবরাম-কিঙ্কর' এই নামে ডাকিতেন? এ নাম কি তৎ প্রদত্ত?

বক্তা—তুমি কেন ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, রমা?

জিজ্ঞাসু রমা—আমি শুনিয়াছি, ইহা আপনার পিতৃদত্ত নাম নহে, আমার তাই জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, আপনার পিতা আপনাকে যে নাম দিয়াছিলেন, তিনি আপনাকে যে নামে ডাকিতেন, আপনি সে নাম ছাড়িয়া 'ভার্গব শিবরামকিঙ্কর' এই নাম গ্রহণ করিয়াছেন কেন? সন্ন্যাসীরা পূর্ব্বনাম ত্যাগ করেন, আপনি ত সন্ন্যাসী নহেন, তবে পিতৃদত্ত নাম ছাড়িলেন কেন?

বক্তা— 'ভার্গব শিবরামকিঙ্কর' আমার পিতৃদত্ত নাম। তুমি যখন 'ভার্গব শিবরামকিঙ্কর' এই নাম গ্রহণের কারণ কি, তাহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, তখন আমি 'ভার্গব শিবরামকিঙ্কর' এই নাম গ্রহণের কারণ কি, সংক্ষেপে তোমাকে তাহা জানাইতেছি। বেদ-শাস্ত্রের আজ্ঞাব্যতিরেকে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কোন কর্ম্ম করিতে আমি স্বভাবতঃ অনিচ্ছুক। তোমার মনে যে আজ এইরূপ জিজ্ঞাসার উদয় হইল, তাহার উদ্দীপককারণ কি?

জিঃরমা—বহুদিন হইতে ইহা জানিবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আপনাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হয় নাই।

বক্তা—আজ তাহা হইল কেন ?

জিঃরমা—'শিবরাত্রি' বিষয়ক অমৃতময় উপদেশ শ্রবণ করিলাম, শিবশিবার স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহা শুনিয়া ইতঃপূর্ব্বে যাহা অনুভব করি নাই, এমন আনন্দ পাইয়াছি, শৈশবাবস্থা হইতে 'গৌরীশঙ্কর,' 'সীতারাম' আপনার মুখ হইতে অবিরাম এই মধুর নাম শুনিতেছি, এই নাম শুনিতে শুনিতে এত বড় হইয়াছি, তাই 'গৌরীশঙ্কর' 'সীতারাম' নাম বড় ভাল লাগে, তাই এই নামে প্রীতি হইয়াছে। আপনাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, দাদা! 'শিব' ও 'রাম' কি ভিন্ন ? 'গৌরী' ও 'সীতা' কি পৃথক পদার্থ ? আমার এই প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলিয়াছেন. নারে রমা! 'শিব' ও 'রাম' অভিন্ন সামগ্রী, 'শিব' ও 'রামের' ভেদদৃষ্টি নরক প্রাপ্তির হেতু, শিবের হৃদয় রাম, রামের হৃদয় শিব, শিব-রামের ভেদ কল্পনীয় নহে। 'শিব' ও 'রাম' এবং 'গৌরী' ও 'সীতা' যে অভিন্ন, আনন্দরামায়ণ হইতে একটী মনোরম আখ্যায়িকা শুনাইয়া আপনি আমাকে তাহা বুঝাইয়াছিলেন। 'শিব' ও 'রাম' অভিন্ন পদার্থ, তাহা অবগত হইবার পর হইতে আপনার শিবরামকিঙ্কর এই নাম অত্যন্ত মধুর বলিয়া বোধ হয়, তদবধি জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, আপনার ইহা পিতৃদত্ত নাম কিনা। 'ভার্গব' শব্দের অর্থ কি, তাহাও অদ্যাপি জানিতে পারি নাই। যিনি জ্ঞান দেন, অজ্ঞানান্ধকার দূর করেন, তিনি 'গুরু'। শুনিয়াছি, জ্ঞানদাতা গুরুতে ঈশ্বরবুদ্ধি না হইলে, জ্ঞানদাতা ও ঈশ্বর অভিন্ন এইরূপ বিশ্বাস অচল না হইলে, প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয় না। ভার্গব শিবরামকিঙ্কর হইতেই স্বল্পবুদ্ধি অকিঞ্চন রমা জ্ঞান পাইতেছে, ভার্গব শিবরামকিঙ্করই কৃপাপূর্ব্বক রমার সূচীভেদ্য গাঢ় অজ্ঞানান্ধকারকে প্রোৎসারিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, অতএব ভার্গব শিবরামকিঙ্করই আমার প্রত্যক্ষ দেবতা, আমার শ্রীগুরুদেব, ভার্গব শিবরাম-কিঙ্কর 'এই নামের অর্থভাবনা, এই নামের জপ, আমার যে প্রধান কর্ত্তব্য, তাহা বলা বাহুল্য। আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি, ভগবান্ ও তাঁহার যথার্থ ভক্ত এই উভয়ের মধ্যে যে কোন ভেদ নাই। *যাহাতে এই ধারনা দৃঢ় হয়, সর্ব্বাগ্রে আমার কি তাহাই কর্ত্তব্য নহে ? মন্ত্রের অর্থ না জানিয়া জপ করিলে জপের

---

* "তস্মিন্ তজ্জনে ভেদাভাবাৎ।"

ফল প্রাপ্তি হয় না, আমি এই নিমিত্ত ভার্গব শিবরামকিঙ্কর এই নামের অর্থ জিজ্ঞাসু হইয়াছি, এই নামের ইতিহাস জানিতে অভিলাষিনী হইয়াছি। শুনিয়াছি, গুরুর নামগ্রহণ অনুচিত। গুরু ও ইষ্টদেব যখন অভিন্ন, তখন গুরুর নামগ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে কেন? গুরুর নামের অর্থ জিজ্ঞাসা কি, শাস্ত্রনিষিদ্ধ? নামের অর্থ না জানিলে কি, নামীকে জানা যায়? নামীকে যথার্থভাবে পাওয়া যায়?

বক্তা—তুমি শুনিয়াছ, 'ভার্গব শিবরামকিঙ্কর' আমার পিতৃদত্ত নাম নহে, তুমি জান, সন্ন্যাসীরাই পূর্ব্বনাম ত্যাগ পূর্ব্বক নূতন নাম গ্রহণ করেন। আমি গৃহস্থ, তথাপি আমি যে, আমার পিতৃদত্ত নামের ব্যবহার না করিয়া 'ভার্গব শিবরামকিঙ্কর' এই নামের ব্যবহার করি, তাহার কারণ কি, তোমার তাহা জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, গৃহস্থ হইয়াও আমি কেন পিতৃদত্ত নাম ত্যাগপূর্ব্বক 'ভার্গব শিবরামকিঙ্কর' এই নাম গ্রহণ করিয়াছি, তোমার মনে এইরূপ জিজ্ঞাসা উদিত হইবার উদ্দীপক কারণ কি তুমিত এখনও আমার এই প্রশ্নের উত্তর দেও নাই।

জিঃরমা—আমার মনে আপনা হইতে এই প্রশ্ন উদিত হয় নাই। আপিংজেঠার মুখ হইতে শুনিয়াছি, অনেকে আপনার নাম পরিবর্ত্তনের কারণ জানিতে চাহেন, কেহ কেহ নাকি আপনি নাম পরিবর্ত্তন করেছেন ব'লে আপনাকে উপহাস করেন, গৃহস্থ হইয়া সন্ন্যাসীর ন্যায় নাম পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য সাধু নহে, কেহ কেহ এই কথাও বলিয়া থাকেন। আমার এই নিমিত্ত বড় কষ্ট হয়, আমি তাই আপনাকে আজ এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি। নিকৃষ্ট স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে আপনি যে শাস্ত্রনিষিদ্ধ, শিষ্টাচারবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিবেন, আমার তাহা কখনও বিশ্বাস হয় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রশংসা ও অহংকৃতিতত্ত্ব।

জিঃ নন্দকিশোর—বাবা! আপনি নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়া যাঁহারা উপহাস করেন, আপনার নাম পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য সাধু নহে, যাঁহারা এইরূপ কথা বলিয়া থাকেন, আমার বিশ্বাস, তাঁহারা আপনাকে চেনেননা, আপনার প্রকৃতি ও জীবনী সম্বন্ধে তাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্র অভিজ্ঞতা নাই, অপিচ আমার

ধারণা, তাঁহারা সত্যানুসন্ধিৎসুস্ত নহেন, আপনাকে উপহাস করেন, আপনার নিন্দা করেন, এই নিমিত্ত আপনি যে দুঃখিত নহেন, আপনার যে কখনও নিজ নির্দ্দোষত্ব প্রতিপাদনের প্রবৃত্তি হয় না, তাহা আমি জানি, তথাপি আমাদের এই নিমিত্ত কষ্ট হয়, আমাদের মনে হয়, এ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক, লোকের ভ্রান্তি নিরসনের চেষ্টা কর্ত্তব্য, বিপথগামী অন্ধ প্রার্থনা না করিলেও তাহাকে পথ দেখান সহৃদয়ের কার্য্য সন্দেহ নাই। কোনরূপ জাগতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধি যে, আপনার নাম পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য নহে, আমাদের ইচ্ছা হয়, নাম পরিবর্ত্তন করার জন্য আপনাকে যাঁহারা উপহাস করেন, যাঁহারা আপনার নিন্দা করেন, তাঁহাদিগকে তাহা বুঝাইয়া দিই।

বক্তা—যাঁহারা সত্যানুসন্ধিৎসু নহেন, পরনিন্দা করিয়া যাঁহারা সুখী হ'ন, যাঁহাদের চিত্ত মাৎসর্য্যাদি দোষ যুক্ত, তুমি কি তাঁহাদিগকে বুঝাইতে পারিবে, আমার নাম পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য অসাধু নহে, কোনরূপ জাগতিক উদ্দেশ্য সাধনার্থ আমি নাম পরিবর্ত্তন করি নাই! লোকে আমার প্রশংসা করুন আমার এইরূপ ইচ্ছা অধিক বলবতী নহে। নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছি ব'লে কেহ কেহ আমাকে উপহাস করেন, আমার নিন্দা করেন, এই নিমিত্ত তোমাদের যে কষ্ট হয়, তাহা অপ্রাকৃতিক বা বিস্ময়জনক নহে। 'প্রশংসা' এই শব্দের সাধারণতঃ যদর্থে ব্যবহার হয়, তাহা ইহার মূল অর্থ নহে। 'প্রশংসা' শব্দের মূল অর্থ অবগত হইলে, তোমরা বুঝিতে পারিবে, কোন অপূর্ণ পদার্থের প্রশংসা করিতে যাইলে, তাহার গুণ ও দোষ উভয়ই দেখাইতে হয়। 'প্রশংসা' শব্দের মূল অর্থ প্রকৃষ্টরূপে শংসন—যথার্থভাবে কথন। যাহা বস্তুতঃ যাহা, তাহার ঠিক তদ্রূপের বর্ণনের নাম প্রকৃষ্ট কথন বা 'প্রশংসা'। রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী না হইয়া যদি কোন অপূর্ণ পদার্থের স্বরূপ বর্ণন করা হয়, তাহা হইলে, তাহার গুণ ও দোষ উভয়ই বলিতে হইয়া থাকে, কারণ তাহা ত পূর্ণ নহে, সর্ব্বথা দোষরহিত নহে। সংসারে এমন কোন পদার্থ নাই, থাকিতে পারেনা, যাহা একেবারে 'সৎ' বা সর্ব্বোতভাবে 'অসৎ', যাহা একেবারে সর্ব্বসদ্‌গুণবিশিষ্ট অথবা যাহা সম্পূর্ণভাবে দোষযুক্ত। সংসার সদসদাত্মক, অতএব সংসারের কোন পদার্থই ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে পূর্ণভাবে সদ্রূপে বা পূর্ণভাবে অসদ্রূপে অবধারিত হইতে পারেনা। অতএব কোন অপূর্ণ পদার্থের প্রশংসা করিতে যাইলে, কোন সাংসারিক পদার্থের যথার্থভাবে স্বরূপ বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার গুণ ও দোষ উভয়ই দেখাইতে হয়। অহিতকর-

রূপে অবধারিত বস্তুসমূহেও সচরাচর হিতকরগুণ ও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, মিথ্যারূপে বিনিশ্চিত পদার্থেও সত্যের রূপ রাগ-দ্বেষবিহীন সত্যানুসন্ধিৎসুনয়নে পতিত হয়।

জিঃনন্দ—'প্রশংসা' শব্দের যে অর্থ বলিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া, আমি বিশেষতঃ উপকৃত হইলাম, আমার অভিনব জ্ঞান অর্জ্জিত হইল। এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে, 'প্রশংসা' শব্দের সাধারণতঃ যদর্থে প্রয়োগ হয়, তাহা প্রশংসিতব্যের দোষ ও গুণ এই উভয়েরই বর্ণনাত্মক, এবম্প্রকার অনুভব না হইবার কারণ কি? কোন পদার্থের প্রশংসা করিবার সময়ে তাহার বিদ্যমান দোষেরও বর্ণন করা হয় না কেন?

বক্তা—যে কোন পদার্থ হোক্, তাহা পরমার্থতঃ পূর্ণ, পরমার্থতঃ দোষরহিত, বস্তুতঃ শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, স্বরূপতঃ অমৃত। পরিছিন্ন দৃষ্টিতে, ব্যাবহারিক জ্ঞানে বস্তু সকল অপেক্ষাকৃত হিতকর ও অপেক্ষাকৃত অহিতকররূপে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। অভ্যাসবশতঃ বিষ অমৃত এবং অমৃত ও বিষ হয়। আমার পরিচ্ছিন্ন প্রকৃতিতে আপাততঃ যে বস্তু অহিতকররূপে নিশ্চিত হয়, বিষরূপে বিবেচিত হয়, অভ্যাসদ্বারা তাহাই হিতকর হইয়া থাকে। বিজ্ঞানকুশল চিকিৎসকদিগের নয়নে এই সত্যের রূপ সর্ব্বদা পতিত হয়।

জিঃনন্দ—অভ্যাসদ্বারা বিষ বা হিতকর বস্তু যে, হিতকর এবং অবস্থা বিশেষে অহিতকর হইয়া থাকে, তাহা বুঝিতে পারিনা। যে কোন পদার্থ হোক্, তাহা পরমার্থতঃ পূর্ণ, পরমার্থতঃ দোষরহিত, বস্তুতঃ অপাপবিদ্ধ, স্বরূপতঃ অমৃত এতদ্বাক্যের অভিপ্রায় কি, আপনি কি উদ্দেশ্যে এখন এই সকল কথা বলিতেছেন, তাহা পূর্ণভাবে উপলব্ধি হইতেছেনা।

ক্রমশঃ

———

অর্জ্জুন—অসৎ বস্তুর লক্ষণ কি কি তাহা আর একবার বলিবে ?

ভগবান—মায়া দ্বারা যাহা কল্পিত তাহাই অসৎ। অসৎ যাহা তাহা চির দিন থাকেনা।

অর্জ্জুন—মায়া কাহাকে বলিতেছ ?

ভগবান—যাহা আত্মা নয় তাহা অনাত্মা। শরীরটা অনাত্মা। জগৎটাও অনাত্মা। দেহ, জগৎ ইত্যাদি অনাত্মাতে যে আত্মা বলিয়া বোধ তাহাই মায়া। মায়া দ্বারা সংসার কল্পিত। মায়ার শক্তিতে স্থূল সূক্ষ্ম জগৎ কল্পিত এবং জ্ঞানটিও আবৃত হয়। অন্যত্র আমি বলিতেছি।

"মায়য়া কল্পিতং বিশ্বং পরমাত্মনি কেবলে।
রজ্জৌ ভুজঙ্গবৎ ভ্রান্ত্যা বিচারে নাস্তি কিঞ্চন॥

যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি সেইরূপ পরমাত্মাতে মায়াদ্বারা বিশ্ব ভ্রম কল্পিত বিচার কর দেখিবে কিছুই নাই একমাত্র পরমাত্মাই সত্য বস্তু। যেমন সূর্য্যরশ্মি মরুভূমিতে পড়িয়া মরীচিকার জলাশয় সৃজন করে সেইরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মার মহিমা মহাশূন্যে বিচ্ছুরিত হইয়া অনন্ত বারি ব্রহ্মাণ্ড মরীচিকা সৃষ্টি করিতেছে।

অর্জ্জুন—অহো ! মিথ্যাইত তবে সমস্ত।

ভগবান্—শ্রূয়তে দৃশ্যতে যৎ যৎ স্মর্য্যতে বা নরৈঃসদা।
অসদেব হি তৎ সর্ব্বং যথা স্বপ্ন মনোরথৌ॥

যাহা মানুষ সর্ব্বদা শুনে; যাহা সর্ব্বদা দেখে, যাহা সর্ব্বদা স্মরণ করে সমস্তই অসৎ—যেমন স্বপ্নে মন কতকি কল্পনা করে, কতমূর্ত্তি ধরে সমস্তই অসৎ সেইরূপ।

অর্জ্জুন—অসতের বিদ্যমানতা নাই, সতেরও অবিদ্যমানতা নাই বলিতেছ। দেহ নাই, জগত নাই, সংসার নাই—অতি আশ্চর্য্য ! আচ্ছা কোন্ বিচারে নিশ্চয় হয় অসৎ নাই ?

ভগবান—অগ্রে অসৎ নাই কেন তাহার বিচার কর। যাহা আদিতে ছিলনা এবং অন্তেও থাকেনা তাহা যে মধ্য সময়ে আছে তাহাত হয়না। দেহটা আদিতে ছিলনা, অন্তেও থাকেনা তজ্জন্য

মধ্যেও নাই। তথাপি যে চক্ষে দেখা যায়। তাহা ভ্রমেই দেখা হয়। রজ্জুতে সর্প নাই তথাপি যে দেখা যায় তাহা ভ্রমে। সেইরূপ আত্মার উপরে দেহভ্রম ভাসিয়াছে। ভ্রম ভাঙ্গিলেই দেখা যাইবে দেহটা নাই আত্মাই আছেন।

অর্জ্জুন—এই ভ্রম যাইবে কিরূপে?

ভগবান—রজ্জুতে যে সর্পভ্রম তাহা যায় যেমন রজ্জুর জ্ঞানে, সেইরূপ আত্মাকেই যে দেহরূপে দেখা যায় সেই ভ্রম ভাঙ্গে আত্মার জ্ঞান হইলে। সেইজন্যইত তোমাকে আত্মার কথা এত বলিতেছি।

অর্জ্জুন—ভ্রম হইয়াছে বলিয়াই তত্ত্বদর্শন হইতেছেনা। আবার তত্ত্বদর্শন না হইলেও ভ্রম যাইবে না। অন্যরূপে বলি ডাক না শুনিলেও মানুষ জাগিবেনা, আবার না জাগিলেও মানুষ ডাক শুনিবেনা—এক্ষেত্রে মানুষ করিবে কি?

ভগবান্—মানুষকে এক সঙ্গে উভয়ের কার্য্য করিতে হইবে ভ্রমত প্রথমে থাকিবেই, কিন্তু ভ্রমকে ভ্রম বলিয়া জানিতে হইবে—আর তাহা মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে শিখিতে হইবে কিন্তু বিশেষ কার্য্য হইতেছে সত্য যিনি—সদা একরূপ যিনি তাঁহাকে দেখিবার জন্য তাঁহার কথা শুনিতে হইবে, সর্ব্বদা তাঁহার কথা মনে মনে ভাবিতে হইবে, শ্রবণ ও মনন করিতে পারিলে তবে তাঁহার ধ্যান আসিবে। তাঁহাকে ধ্যান করিয়া মনকে তাঁহাতে ডুবাইতে পারিলে ভ্রম ভাঙ্গিবে।

অর্জ্জুন—বুঝিতেছি দেহাত্ম বোধ দূর করিবার কৌশল কি। এখন এই আত্মার কথা আবার বল।

ভগবান—যাহাকে দেখিলে মানুষের সব দুঃখ যায়, অর্জ্জুন! জানিও তিনি জগতের গতিশীল যাহা কিছু সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন, তিনি অবিনাশী, তিনিই দেহী, তিনিই আত্মা। ইনি অব্যয়। অব্যয় আত্মার বিনাশ কেহই করিতে পারেনা। তুমি কাহাকে বিনাশ করিবে?

যিনি সর্ব্বদা একরূপ বলিয়া নিত্য, যিনি অবিনশ্বর, যাঁহার বিচ্ছিন্নতা নাই এমন যে শরীরী তিনিই আত্মা। সুখদুঃখাদি ধর্ম্ম

বিশিষ্ট সমস্ত দেহ এই আত্মাকে আবরণ করিয়া ভাসে। প্রত্যক্ষ হইলেও দ্বিচন্দ্র ভ্রম যেমন মিথ্যা, নৌকারোহীর তীর তরুর চলন যেমন মিথ্যা সেইরূপ দেহ ও মিথ্যা। মিথ্যা দেহেরই অন্ত হয়—দেহ সকল নশ্বর। অর্জ্জুন! তবে তুমি দেহ নাশের ভয়ে কর্ত্তব্য করিবেনা কেন? যুদ্ধ কর। ১৮

অর্জ্জুন—তুমি যাহা দেখাইতেছ তাহাতে বুঝিতেছি সত্যবস্তুর বিনাশ কিছুতেই হয়না।

ভগবান—সত্যই। যিনি মনে করেন আত্মা হন্তা—হনন কার্য্যের কর্ত্তা, যিনি মনে করেন আত্মাকে হত করা যায়—ইহাঁরা উভয়েই আত্মা সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। প্রকৃত কথা হইতেছে আত্মা হননও করেন না এবং হতও হননা। গুরুমুখে আত্মার সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত জানিয়া যদি তুমি স্বধর্ম্ম কর, তবে একদিন আশা করিতে পার, ভগবানের আজ্ঞা পালনে চেষ্টা করিতেছ বলিয়া তোমার প্রতি ঈশ্বরের দৃষ্টি পড়িবেই। ভীষ্ম দ্রোণ বধে অথবা জ্ঞাতি বধে তোমার কোন পাপ হইবে না।

অর্জ্জুন—আরও বল—আমার কর্ত্তব্য বিষয়ে পুঞ্জীকৃত অজ্ঞান যেন সরিয়া যাইতেছে।

ভগবান—আত্মা—জীবাত্মাও কখনও জন্মান না, কখন মরেনও না অর্থাৎ কখন জন্মপরিগ্রহ অনুভব করেন না, আবার মৃত্যু হওয়াও অনুভব করেন না। ইনি অজ = জন্মরহিত, ইনি নিত্য = হ্রাস বৃদ্ধি রহিত, ইনি শাশ্বত = অপক্ষয় শূন্য এবং পুরাণ = পুরাতন হইয়াও নিত্যনব—পরিণাম শূন্য। শরীরের নাশে ইহাঁর নাশ হয় না। বুঝিতেছ আত্মা জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণতি, অপক্ষয় ও বিনাস এই ষড়্‌বিধ ভাব বিকার শূন্য। ২০ যিনি জানেন ইনি অবিনাশী, ইনি নিত্য, ইনি অজ, ইনি অব্যয়, বল দেখি পার্থ কিরূপে সেই পুরুষ কাহাকে বধ করাইবেন কাহাকেই বা বধ করিবেন। ২১

অর্জ্জুন—আত্মার শরীর নাশে দেখিতেছি শোক হইতেই পারেনা।

ভগবান—কিরূপে হইবে? মানুষের জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া

নূতন বস্ত্র পরার মত জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া নুতন বস্ত্র পরিধানের ক্লেশ কেন হইবে ? জীর্ণ দেহ ছাড়িতেই হইবে ইহার অভ্যাস পূর্ব্ব হইতে করিলে দেহ ছাড়ার ক্লেশ হইবে কেন ? ২২

অর্জ্জুন—পূর্ব্ব হইতে কিরূপে অভ্যাস করিতে হইবে ?

ভগবান—নিত্য অভ্যাস করিতে হইবে আত্মাকে অস্ত্রশস্ত্রে ছেদন করা যায় না।

কিরূপে যাইবে ? আত্মা আকাশের মত অবয়ব শূন্য—আকাশকে অস্ত্র দ্বারা ছেদন করা যায় ? আকাশের মত নিরবয়ব আত্মাকে অগ্নিতেও দগ্ধ করা যায় না, জলেও পচান যায় না, বায়ুতেও শুষ্ক করা যায় না।২৩

অবসর নাই বলিয়া ইনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং অশোষ্য একরূপ বলিয়া ইনি নিত্য, এই সর্ব্বব্যাপী আত্মারই উপরে মায়া, এই পরিদৃশ্যমান বিচিত্র জগৎ, বিচিত্র দেহ সমূহ ভাসাইয়াছেন—যেমন পানা জল হইতে জন্মিয়া জলকে ঢাকিয়া জলকে অন্যরূপে দেখায় সেইরূপ মায়াই আত্মাকে জগদাকারে দেখাইতেছেন ইনি কিন্তু সর্ব্বগত; ইনি স্থাণুর মত একরূপেই দাঁড়াইয়াছেন, ইনি রূপান্তর প্রাপ্ত হননা বলিয়া অচল এবং ইনি সর্ব্বদা আছেন, ছিলেন, থাকিবেন বলিয়া সনাতন। ২৪

চক্ষুরাদি কোন ইন্দ্রিয় ইহাকে দেখাইতে, শুনাইতে, স্পর্শাদি করিতে পারেনা বলিয়া ইনি অব্যক্ত, যে সমস্ত বস্তু ইন্দ্রিয়ের গোচর তাহারই চিন্তা হয় কিন্তু ইনি ইন্দ্রিয়ের গোচর নহেন বলিয়া অচিন্ত্য, ক্ষীর দধি ইত্যাদি যেমন দুগ্ধের বিকার—আত্মার কিন্তু সেইরূপ কোন বিকার হয় না, নিরবয়ব তিনি অবিক্রিয়। আত্মাকে এইরূপ জানিয়া তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করা তোমার উচিত নহে। ২৫

অর্জ্জুন—আত্মার জন্ম মরণ নাই, অগ্নি, বায়ু, জল ইত্যাদি দ্বারা ইহাঁকে নষ্ট করা যায় না। ইনিই দেহী। আবার দেহটাও তত্ত্বতঃ নাই; ভ্রমে আছে, ভ্রম ভাঙ্গিলে নাই। দেহের জন্য ক্লেশ—যতদিন ভ্রম না ভাঙ্গিতেছে ততদিন সহ্য করাই উচিত। ১১ হইতে ২৫ শ্লোক

পর্য্যন্ত তুমি ইহাই উপদেশ করিলে। কিন্তু কেহ কেহ বলেন আত্মা দেহের সঙ্গেই জন্মে আবার দেহের মৃত্যুতেই মরে। এক্ষেত্রে তুমি কি বলিবে ?

ভগবান্—যদি আত্মাকে নিত্যজাত ও নিত্যমৃত মনে কর তথাপি তুমি শোক করিতে পারনা। ২৬

অর্জ্জুন—কেন ?

ভগবান্—যাহা জন্মে তাহা মরিবেই, আবার মরিলেই জন্ম নিশ্চিত। যাহা অবশ্যই হইবে তাহার জন্য তুমি শোক করিবে কেন ? আত্মা দেহের সহিত জন্মে, দেহের সহিত মরে একথা বলে চার্ব্বাকেরা। ইহাদের মতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ একত্র মিলিয়া যখন দেহ প্রস্তুত করে তখন দেহ হইতেই আত্মা বা চৈতন্য জন্মে। দেহটাই আত্মা। দেহের মৃত্যুতে আত্মাও মরে। এই ভ্রম সিদ্ধান্তকে যদি সত্য বলিয়া ধরিয়াও লও তথাপি যাহা অবশ্যই হয় সেই অপরিহার্য্য বিষয়ের জন্য শোক হওয়া কি উচিত ? ২৭

অর্জ্জুন—শরীরটাই আত্মা—ইহা স্বীকার করিলেও শরীরের জন্যও শোক হইতে পারেনা—ইহাইত বলিতেছ ?

ভগবান্—পঞ্চভূতময় দেহের স্বভাব আলোচনা কর—দেখিবে শরীরটা নষ্ট হইলেও শোক হইতেই পারেনা।

অর্জ্জুন— কিরূপ ?

ভগবান্—জন্মের পূর্ব্বে শরীরের উপলব্ধি ছিলনা—পঞ্চভূতময় শরীর অব্যক্ত ছিল। ইহার নাম ও রূপ ছিল না। মধ্যে অর্থাৎ জন্মের পর হইতে মরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহার উপলব্ধি—নামরূপ ইহার হয়। আবার মরণে এটা অব্যক্ত হইয়া যায়। আদিতেও নাই, অন্তেও নাই—মধ্যে মাত্র ভাসমান—রজ্জু সর্প মত অথবা মরু-মরীচিকা হ্রদের মত ইহার জন্য শোক হইবে কার ? যাহাদের বুদ্ধি মোহে আচ্ছন্ন তাহাদের।

অর্জ্জুন—পূর্ব্বেও একথা বলিয়াছ। অতি আশ্চর্য্য কথা। আদিতে

নাই অন্তে নাই এমন অসৎবস্তু মধ্য অবস্থায় দেখা যাইতেছে। মধ্য অবস্থায় দেখাটা ভ্রম।

ভগবান্—স্বপ্ন যখন দেখ তখন সত্যমত মনে হয়। ইহা কিন্তু নিদ্রার পূর্ব্বেও ছিলনা নিদ্রার পরেও থাকেনা। নিদ্রাভঙ্গে সকলেই বুঝিতে পারে মিথ্যা স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। আত্মার দীর্ঘ স্বপ্ন এই সংসার, এই জগৎ, এই দেহ। স্বপ্ন তুলেন মায়া। মায়া নিজেও মিথ্যা যাহা দেখান তাহাও মিথ্যা। অজ্ঞান জ্ঞানকে আবরণ করিয়া মিথ্যার সৃজন করে। কিন্তু সত্য বস্তু কি ঢাকা যায়? সত্য বস্তু ছাড়িয়া দিয়া মিথ্যা কল্পনা লইয়া ডুবিয়া থাকিলে সত্য বস্তু যেন ঢাকা পড়িল মনে হয়। সত্য বস্তুর চিন্তাতে মিথ্যা থাকে না। রজ্জুর জ্ঞান হইলে যেমন সর্পভ্রম থাকে না সেইরূপ। রজ্জুকে দেখ তবেই ইহাকে আর সর্প বলিয়া দেখিবে না। আত্মাই ত দেহরূপে দেখা হইতেছে, আত্মাই ত জগৎ রূপে দেখা হইতেছে। আত্মাকে দেখ—দেহ সর্প বা জগৎ সর্প দেখার ভ্রম ভাঙ্গিবে। আত্মার উপরে মায়া যে চিত্র বিচিত্র কত কি দেখাইতেছে তাহা পয়সা পাইবার জন্য ছায়া চিত্রে পটের গায়ে ছবি দেখানার মত—সব মিথ্যা আত্মাই একমাত্র সত্য বস্তু।

অর্জ্জুন—প্রায় মানুষ এই মিথ্যাকে সত্য বলিয়া দেখিতেছে আবার মিথ্যা লইয়া সংসার করিয়া—সংসার ভঙ্গে হাহাকার করিতেছে। অহো! মিথ্যার প্রভাব! সত্য আত্মাকে লইয়া কি কেহই থাকে না?

ভগবান্—আত্মা নিতান্ত দুর্ব্বিজ্ঞেয়—প্রাণপণ না করিলে ইঁহাকে কিছুতেই জানা যায় না। সাধারণে ভ্রমেই যা কিছু দেখে—অবিদ্যা জনিত দ্বৈত ভ্রম দূর না হইলে কেহই আত্মাকে জানিতে পারে না।

অর্জ্জুন—ভাল করিয়া বল দুর্ব্বিজ্ঞেয় কিরূপে?

ভগবান্—ক্বচিৎ কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ দেখেন।

অর্জ্জুন—কিরূপে?

ভগবান্—যাহা পূর্ব্বে দেখা যায় নাই, যাহা অদ্ভুত, যাহা অকস্মাৎ উদয় হয় তাহাকেই না লোকে আশ্চর্য্যের মত দেখে। আত্মাকে দেখাও সেইপ্রকার।

অর্জ্জুন—যিনি নিরবয়ব তাঁহাকে ত চক্ষু ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখা যায় না—আত্মাত সকল ইন্দ্রিয়ের অগোচর—তবে ইহাঁকে দেখা যাইবে কিরূপে ?

ভগবান্—শাস্ত্র উপদেশে এবং আচার্য্যের উপদেশে দেখা যায় বটে কিন্তু যিনি দেখেন তিনি আশ্চর্য্য মত হইয়া দেখেন ?

অর্জ্জুন—শাস্ত্র ও আচার্য্য উপদেশে কিরূপ দেখেন ?

ভগবান—এই ত তোমার আত্মা তোমার দেহ ব্যাপিয়া আছেন কিন্তু অবিদ্যা প্রদর্শিত বহুবিধ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম দ্বারা ইনি থাকিয়াও না থাকার মত, স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ হইয়াও জড়ের মত, আনন্দ ঘন হইয়াও দুঃখী মত, নির্ব্বিকার হইয়াও সবিকার মত, নিত্য বা সদা একরূপ হইয়াও অনিত্য মত, প্রকাশমান হইয়াও অপ্রকাশমান মত, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইয়াও তাঁহা হইতে ভিন্ন মত, নিত্য মুক্ত হইয়াও বদ্ধ মত, অদ্বিতীয় হইয়াও সদ্বিতীয় মত, অসম্ভাবিত বিচিত্র অনেক আকার বিশিষ্ট যেন দেখা যায়।

অর্জ্জুন—যিনি সকল ইন্দ্রিয়ের অগোচর, যিনি নিরাকার, নিরবয়ব তাঁহার সম্বন্ধে "পশ্যতি" যখন ব্যবহার করিতেছ তখন ইহা কোন্ অর্থে প্রয়োগ করিতেছ ?

ভগবান্—শাস্ত্রও আচার্য্যের উপদেশে অবিদ্যা প্রদর্শিত সমস্ত দ্বৈত নিষেধ হইলে স্বরূপ মাত্রে অবস্থিত পরমাত্মারূপে দেখা যায়। এই যে দেখা ইহা হইতেছে তত্ত্বমস্যাদি বেদান্ত বাক্য বিচারে সমস্ত সুকৃতের যখন উদয় হয় তখন অন্তঃকরণ বৃত্তিতে যিনি প্রতিফলিত হয়েন—সমাধি পরিপাকে তাঁহাকেই সাক্ষাৎ করা যায়। আরও দেখ যে আত্মাই একমাত্র সত্য বস্তু, যে আত্মা সর্ব্বগত, যে আত্মা অপেক্ষা বৃহৎ আর কিছুই নাই, তিনি যাহা আদৌ নাই সেই মিথ্যার ভিতরে লুক্কায়িত—প্রকাণ্ড হস্তী অতি ক্ষুদ্র তৃণের ভিতরে লুক্কায়িত যদি ইহা কেহ দেখেন তবে আশ্চর্য্যের মত দেখিবেন না কি ? তারপরে আত্মাই দ্রষ্টা—দর্শন শক্তিও আর কাহারও নাই বল এই দ্রষ্টাকে দেখিবে কে ? বিশেষতঃ দ্বৈত যখন নাই, যখন একই থাকেন তখন কে কাহাকে দেখিবে।

অর্জ্জুন—আশ্চর্য্যবৎ দেখেন—ইহা বুঝিলাম—কিন্তু আত্মার কথা বলাও আশ্চর্য্যবৎ কিরূপে ?

ভগবান্—কোন বস্তুর কথা বলিতে হইলে শব্দ দিয়া বলিতে হয়। আত্মা কিন্তু কোন শব্দের বিষয়ীভূত নহেন। সুষুপ্তের যেমন কথা থাকে না সেইরূপ আত্মাতে ডুবিয়া থাকিলে শব্দ কোথায় থাকিবে—আত্মার কথা বলিবে কে ? তারপরে দেখ আত্মার মত কোন দ্বিতীয় বস্তুও নাই যে আত্মা ঐ বস্তুর মত বলিয়া উপমা দ্বারা বলা যাইবে। আত্মা অনির্ব্বচনীয়—কেহই ইহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারেন না—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" শ্রুতি বলিতেছেন মন এবং বাক্য কেহই আত্মার নিকটে পৌঁছিতে পারে না—সেই জন্য অবাচ্য আত্মার উপদেষ্টাও দুর্ল্লভ। চক্ষু আত্মাকে দেখিতে পায়না, বাক্য দ্বারাও আত্মাকে প্রকাশ করা যায় না—বাক্য, মনঃ, চক্ষুরাদি নিরুদ্ধ হইলে আত্মাকে পাওয়া যায় অর্থাৎ আত্মা হইয়াই স্থিত হওয়া যায়। এই অবস্থায় দ্বিতীয় কিছুই থাকেনা, কে কাহাকে প্রকাশ করিবে ? যেখানে বাক্যই নাই সেখানে বাক্য দ্বারা আত্মাকে প্রকাশ করা যাইবে কিরূপে ? কোন কথা বলিলে আত্মস্থ থাকাত যায় না—ব্যুত্থিত হইয়া যাহা বলা যায় তাহা আত্মা হইয়া থাকার কথা নয়—তাহা পূর্ব্বে যে আত্মায় ডুবিয়া আত্মারূপে থাকা হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া বলা মাত্র। বুঝিতেছ আত্মতত্ত্ব কত দুর্ল্লভ। শত শত বিরোধী কথা আত্মার সম্বন্ধে প্রয়োগ হয়। আত্মা সৎ হইয়াও অসৎ জগৎ ব্যাপিয়া আছেন—দূরস্থ হইয়াও অতি নিকটে, সব করেন কিছুই করেন না, যিনি বলেন আত্মাকে জানি তিনি জানেন না। আত্মতত্ত্ব বাক্যে বলা যায় না, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, মনও ধারণা করিতে পারে না। কাজেই অনির্ব্বচনীয়—অবাচ্য আত্মা সম্বন্ধে যাহা বলা হয় তাহাও আশ্চর্য্যবৎ।

অর্জ্জুন—আত্মা সম্বন্ধে যাহা শ্রবণ করা যায় তাহাও আশ্চর্য্যবৎ ইহাত বলিলে—এখন বল শুনিয়া কেহ জানেনা কিরূপে ?

বিচারের মূল হইতেছে পুরুষ প্রযত্ন। গীতা এই জন্য বলিতেছেন মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততিসিদ্ধয়ে" ইত্যাদি অর্থাৎ যত্নসিদ্ধি হাজার হাজার মানুষের মধ্যে দুই এক জনের হয়। দৈব বল, কর্ম্ম বল, ধন বা বান্ধব এই সমস্ত ভবভীত মানুষের শরণ্য নয়—আত্মবিচার প্রযত্নই শরণ্য। "নমু দৈববশাৎ স্বয়মেব কালেন জ্ঞানং ভবিষ্যতি কিমস্মৎ প্রযত্নে নেতি যে মন্যন্তে তান্নিন্দতি।" অদৃষ্টে যদি থাকে তবে কালে জ্ঞান আপনিই আসিবে—আমাদের প্রযত্নে আর কি হইবে—সময় হইলেই হইবে এই যাহারা বলে আর নিজে কোন যত্ন করে না, বলে দৈব প্রতিকুল হইলে আর নিজ প্রযত্নে কি হইবে, এইরূপ লোক কু-বিকল্প পরায়ন—ইহারা মূঢ়বুদ্ধি। ইহাদের আত্মবিনাশিনী মন্দবুদ্ধির অনুসরণ কখন করিবে না।

সংসার জলধি পার হইতে যদি চাও বিচার আশ্রয় কর—বিচার দ্বারা সত্য আত্মা যে অসত্য জগৎ হইতে পৃথক্ তাহা দেখ, অসৎকে বৈরাগ্য বুদ্ধি দ্বারা অনাস্থা করিতে অবিশ্রান্ত অভ্যাস কর। রাম! এই আমি তোমাকে আকাশ ফল পাতবৎ অজ্ঞান তরুশাতনী সুখদায়িনী জ্ঞানপ্রাপ্তির কথা বলিলাম। জনকের মত যাঁহারা যত্ন করেন তাঁহাদের দেহস্থ আত্মা। প্রাতঃকালীন পদ্মের ন্যায় স্বয়ং বিকসিত হয়েন।

"সংসার মননং চিত্রং বিচারেণ বিলীয়তে" ১৩—সংসারের মনন অর্থাৎ বিকল্পনা বা চিন্তন—এই চিত্র বিচারের দ্বারাই লয় প্রাপ্ত হয়। সূর্য্যকিরণে যেমন হিমের শৈত্য অপহৃত হয় সেইরূপ। দেহই আমি এই অহম্ভাব রূপ নিশা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে সর্ব্বগত আত্মার আলোকের স্ফারতা আপনা হইতে ফুটিয়া উঠে। অহম্ভাবই আত্মাকে সঙ্কুচিতভাবে দেখায়। এই অহম্ভাব লয়প্রাপ্ত হইলে আত্মার অনন্তভুবনব্যাপী প্রকাশ প্রকাশিত হইবেই। জনকের দ্বারা যেমন অহঙ্কার বাসনা পরিত্যক্ত হইয়াছিল হে সদ্বুদ্ধে! তুমিও বিচার করিয়া অন্তর হইতে অহম্ভাব পরিত্যাগ কর। অহঙ্কাররূপ মেঘমালা ক্ষীণ হইলে চিৎস্বরূপ আকাশ বিমল হইয়া বিস্তারিত হয়, তখন অবশ্যই আপনার মধ্যে আলোকস্বরূপ আত্মসূর্য্য শরৎকালের মত স্ফুট প্রকাশতা প্রাপ্ত হয়েন। এই

অহন্তাবনাই হইতেছে প্রধান অন্ধকার; উহা দূরীভূত হইলে প্রকাশ অবশ্যই স্ফুরিত হইবে।

নাহমস্তি ন চান্যোঽস্তি ন চ নাস্তীতি ভাবিতম্।
মনঃ প্রশান্তিমায়াতং নোপাদেয়েষু মজ্জতি॥ ১৯

অহন্তা নাই, অন্যেরও ইহা নাই, শূন্যতা বলিয়াও কিছু নাই—এই ভাবে ভাবিতমন উপশম প্রাপ্ত হইলে মন আর উপাদেয় বিষয়ে নিমজ্জিত কিরূপে হইবে? উপাদেয় বিষয়ে অনুরাগ আর হেয় বস্তুতে একান্ত বিরাগ রাম! মনের এই অবস্থাই বন্ধন—বন্ধন আর কিছুতেই হয় না। হেয় বিষয়েও খেদ করিও না, উপাদেয়েও আসক্ত হইও না—হেয় উপাদেয় দৃষ্টি ত্যাগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে—সেই শেষ বস্তুতে থাকিয়া স্বচ্ছত্ব প্রাপ্ত হও। যাঁহাদের ইহা হেয় ইহা উপাদেয় এইরূপ বুদ্ধি দূর হইয়াছে, তাঁহারা কিছু ইচ্ছাও করেন না, কিছু ত্যাগও করেন না। চিত্ত হইতে যতদিন পর্য্যন্ত হেয় উপাদেয় কলঙ্ক ক্ষীণ না হয়, তাবৎ মেঘাচ্ছন্ন আকাশে চন্দ্রিকার স্ফুরণের মত চিত্তে সমতা প্রকাশ হয় না। ইহা অবস্তু, ইহা বস্তু এই লইয়া যাহার মন লালসা-যুক্ত তাহার মন শাখোট বৃক্ষের মঞ্জুরীর মত কখন সমতা প্রাপ্ত হইবে না—শাখোট বৃক্ষের মত সর্ব্বদা তাহার মনে পুষ্প ফল পল্লব ছায়া সর্ব্বদাই থাকিবে। ইহা যুক্ত-অনুকূল মত—ইহা আমার লাভ হউক এই লাভের ইচ্ছা যাহার আছে, ইহা অযুক্ত বা প্রতিকূল মত ইহা আমার না আসুক এই অলাভের বা দ্বেষের ইচ্ছা যাহার আছে—সেরূপ ব্যক্তির বৈরাগ্যভাসিনী সমতার স্বচ্ছতা কোথা হইতে আসিবে?

একস্মিন্ ব্রহ্মতত্ত্বেঽস্মিন্ বিদ্যমানে নিরাময়ে।
নানাঽনানাতয়া নিত্যং কিমযুক্তং কযুক্ততা॥ ২৬

আময় বা দুঃখশূন্য একমাত্র বিদ্যমান এই ব্রহ্মতত্ত্বে নানাভাব, অনানাভাব, যুক্তত্ব, অযুক্তত্ব কোথায় তাই বল?

যে চিত্তপাদপে ইপ্সিতা ও অনীপ্সিতা নামিকা দুই মর্কটী চঞ্চল হইয়া নিরন্তর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সে চিত্তপাদপের সৌম্যত্তা অর্থাৎ

নিষ্কম্পতা কিরূপে হইবে? একমাত্র হেয় ও উপাদেয় হইতে যিনি নির্ম্মুক্ত—তিনি জ্ঞানবান এবং তাঁহার বাসনা-বীজরূপ অজ্ঞান নাশ হওয়ায় বহু গুণ তাঁহার মধ্যে স্থান পায়। এই সমস্ত গুণ হইতেছে আশাশূন্য অবস্থা, ভয়শূন্য অবস্থা, নিত্য থাকার অবস্থা, সমভাব, জ্ঞান, নিরীহতা—মনশ্চঞ্চলতার অভাব, নিষ্ক্রিয়তা অর্থাৎ শরীর-কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশের অভাব, সৌম্যত্তা অর্থাৎ সদা প্রসন্নতা, কল্পনাশূন্য অবস্থা, ধৈর্য্য, মৈত্রী অর্থাৎ সর্ব্বভূতে সুহৃদ্ভাব মতি অর্থাৎ মননশীলত্ব, সন্তোষ, মৃদুভাব ও মৃদুভাষণ।

রাম—ঐ সমস্ত গুণ অর্জ্জনের উপায় কি?

বশিষ্ট—শোন ঃ—

ধাবমানমধোভাগে চিত্তং প্রত্যাহরেৎ বলাৎ।
প্রত্যাহারেণ পতিতমধোবারীব সেতুনা ॥ ৩০

অধোভাগে নিকৃস্টেষু বিষয়েষু—অর্থাৎ নিকৃষ্ট বিষয়ে আকৃষ্ট মনকে বলপূর্ব্বক প্রথমেই প্রত্যাহার কর—অর্থাৎ বিষয় হইতে সমস্ত বাহ্য ইন্দ্রিয়কে বলপূর্ব্বক ফিরাইয়া আন; লোকে যেমন নিম্নে ধাবমান সলিলরাশিকে সেতু দ্বারা ফিরাইয়া দেয় সেইরূপ তুমিও বিষয়ে ধাবমান চিত্তকে বলপূর্ব্বক ফিরাইবে। বাহিরের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় ফিরাইবার উপায় যেমন বিষয়দোষ দেখাইয়া দেখাইয়া বিষয় ত্যাগ, সেইরূপ অভ্যন্তর চিন্তা মন হইতে বাহির করিবার উপায় হইতেছে সৎ ও অসৎ বস্তুর নিত্য-বিচার অর্থাৎ আত্মাই সৎ আর আত্মা ভিন্ন যাহা তাহাই অসৎ। অসৎ ত্যাগ করিয়া সত্য গ্রহণ করাই একমাত্র কার্য্য। এজন্য বলিতেছি বাহ্য ও অন্তর সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়া উপবেশনে, গমনে, স্বপনে, প্রতি শ্বাসে তুমি সর্ব্বদা একরূপ জ্যোতির্ম্ময় আত্মার বিচার কর বা চিন্তা কর।

আমার এই যে উপদেশ—এই যে বিচাররূপ কর্ত্তরি—ইহা দ্বারা চিন্তাতন্তু নির্ম্মিত বাসনা-জাল কর্ত্তন করিয়া ফেল; যে তৃষ্ণাশফরী—মোহশৈবালে পঙ্কিল, বিস্তৃত সংসারজলে বিচরণ করিতেছে, তাহাকে

গ্রহণ কর—সমস্তাৎ প্রসারিত ব্রহ্মবস্তুতে যে অম্বুদজাল দেখা যায়, তাহাকে দূর করিতে পারে যে বায়ু প্রবাহ, তাহার মত আমার উপদিষ্ট এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি কর্ত্তরিই এই বাসনাজাল ছিন্ন করিতে পারে। হে ভব্য! তুমি চিরাভ্যাস দৃঢ়ীকৃত চিত্তস্থৈর্য্য দ্বারা সংসার বৃক্ষের মূল এই বাসনা-মলিন-অজ্ঞতাকে ছেদন করিয়া অনাদিকাল নিমগ্ন এই আত্মাকে উদ্ধার কর। কুঠার দ্বারা যেমন বৃক্ষকে ছেদন করা যায় সেইরূপে তুমি মনের দ্বারা মনকে ছেদন করিয়া পরমপদে স্থির হও। যদি একবারও সংসার ভুলিতে পার তবে মোহ আর সংসার প্রসব করিতে পারিবে না।

তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ স্বপঞ্জাগ্রন্নিবসন্নৎ পতন্ পতন্।
অসদেবেদ মিত্যন্ত নিশ্চিত্যাস্থাং পরিত্যজ ॥ ৩৮

উপবেশনে, গমনে, স্বপ্নে, জাগ্রতে, নিবসনে, উৎপতনে, পতনে—সকল অবস্থায় যাহা কিছু দেখিতেছ—শুনিতেছ স্মরণ করিতেছ সমস্তই অসৎ, অন্তরে এই নিশ্চয় করিয়া সমস্ত বস্তুতেই আস্থা ত্যাগ কর। আত্মাতে আস্থা সর্ব্বদা রাখিবার কৌশল হইতেছে অন্য সমস্ত বস্তুতে আস্থা ত্যাগ করিয়া কেবল আত্মার শ্রবন কর, মনন কর এবং ধ্যান কর। সকল বস্তুতে আস্থা পরিত্যাগ করিতে পারিলে সমতাতে সিদ্ধিলাভ করিবে। নির্ম্মল সমতাতে আশ্রয় করিয়া হে রাঘব! তুমি যথাপ্রাপ্ত কর্ম্ম কর এবং অপ্রাপ্ত কর্ম্মের চিন্তা ত্যাগ করিয়া বিহার কর। যেমন সর্ব্বমহেশ্বর ক্ষিত্যাদি অষ্টমূর্ত্তি শুদ্ধচিন্মাত্র দৃষ্টিতে ধারণ করেন না, আবার জগদাকারে বিবর্ত্ত মায়াধিষ্ঠান হেতু সন্নিধিমাত্রে ধারণও করেন এবং তাহাতেই তিনি সর্ব্বকর্ত্তা হয়েন, তুমিও সেইরূপ রাজ-কার্য্যাদিতে অনাস্থা জন্য সন্নিধি মাত্রে করিতে থাক, কিন্তু ভিতরে আত্মনিশ্চয় হেতু অকর্ত্তা বলিয়া করিয়াও করা হইল না জানিও। শুদ্ধ চৈতন্যদৃষ্টি যদি লাভ করিতে পার তবে দেখিবে এবং বুঝিবে

ত্বমেব বেত্তা ত্বমজস্ত্বমাত্মা ত্বং মহেশ্বর।
আত্মনোব্যতিরিক্তঃ সংস্তয়েথমিদ মাততম্ ॥৪১

"নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা"—শ্রুতি মত তুমি ভিন্ন সর্ব্বশরীরে দ্রষ্টা কেহ নাই, তুমি অজ-জন্মাদি বিক্রিয়া শূন্য, তুমি সকলের আত্মা প্রত্যক্ চিদ্রস তুমি, পূর্ব্বে যে মহেশ্বরের কথা বলিলাম তাহাও তুমি। আবার আত্মার স্বস্বভাব হইতে কখন প্রচ্যুত্ত নও বলিয়া তুমি আপন আশ্রিত মোহাদি হইতে সমস্ত হইয়া বিস্তৃত হইয়া আছ।

রাম—যদি আমিই এই দৃশ্য প্রপঞ্চাদিরূপে বিস্তৃত তবে আমার সুখ দুখ কেন হইবে ?

বশিষ্ঠ—বিচারলব্ধ পরমাত্ম চিন্তাদ্বারা যাঁহার অন্য ভাবনা পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাঁহাকে হর্ষ, অমর্ষ, বিষাদজনিত দোষ আক্রমণ করিতে পারে না।

রাগদ্বেষ বিনির্ম্মুক্তঃ সমলোষ্ট্রাশ্ম কাঞ্চনঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী ত্যক্ত সংসার বাসনঃ॥ ৪৩
স যৎ করোতি যদ্‌ভুঙ্‌ক্তে যদ্দদাতি নিহন্তি যৎ।
তত্র মুক্তধিয়স্তস্য সমতা সুখদুঃখয়োঃ॥ ৪৪

হেয় উপাদেয় বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া আত্মা ব্যতীত সমস্ত বস্তুকে অনাস্থা করিতে করিতে যখন তোমার মধ্যে রাগদ্বেষ থাকিবে না, লোষ্ট্রে, প্রস্তরে, স্বর্ণে যখন সমান জ্ঞান হইয়া যাইবে, তখন সমস্ত সংসার বাসনা ত্যাগ জন্য তুমি মুক্ত যোগী বলিয়া কথিত হইবে—এইরূপ মুক্ত বুদ্ধি যোগী যাহা করেন, যাহা খান, যাহা দান করেন, বা হনন করেন তাহাতে তাঁহার সুখ দুঃখ উভয়ই সমান। ইষ্ট অনিষ্ট ভাবনা ত্যাগ কর, উপস্থিত কর্ম্ম যাহা পড়িবে তাহাকেই কর্ত্তব্য জ্ঞানে করিয়া যাও, তাহাতে আর কিছুতেই আসক্ত হইবে না। মনে ভোগের অভিলাষ রাখিও না—সকল বস্তুতে চৈতন্য সত্তা ব্যতীত অন্য সত্তা নাই—ইহা একবার বিস্মৃত হইও না, তবেই চিত্ত সমতা প্রাপ্ত হইবে। এই জগৎ চৈতন্য সত্তা—চিৎসত্তা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে এই যে বলিলাম ইহার কারণ জান। মন স্বভাবতঃ জড়—স্বভাবতঃ অক্ষম—ইহা

আপনার কার্য্য আপনি সাধন করিতে পারে না—আপনার ইষ্ট সাধন জন্য মন আপনার সাক্ষীভূত।

স্বপ্রকাশ চিৎরূপ পারমার্থিক বস্তুর অনুসরণ করে—যেমন নিজের জীবন ও পুত্রাদির ভরণপোষণ জন্য মার্জ্জার সিংহকে অনুসরণ করে সেইরূপ। সিংহ বীর্য্যে মাংসলাভ জন্য শৃগালাদি ক্ষুদ্র পশু যেমন সিংহের অনুসরণ করে, মনও চিৎবীর্য্যবশে প্রাপ্ত দৃশ্য লাভ করিয়া তাহার অনুসরণ করে। মনটা অসৎকল্প অর্থাৎ শূন্যপ্রায়। তবে মনটা জীবিত থাকে কিরূপে? এক অদ্বিতীয় আত্মাকে বিস্মৃত হইয়া জগদাকার বিশ্বকে ভাবিয়াই ইহা জীবিত থাকে অর্থাৎ আপনাকে জগদাকার কল্পনা করিয়া জীবিত থাকে; অতএব চিন্তা আত্মস্মৃতি পাইয়া পুনরায় চিৎ হয় এবং জড় মনের ভাব ত্যাগ করে। এই ভাবের মধ্যে মন পুনঃ পুনঃ যাওয়া আসা করে। মনটা জড় হইয়াও চিৎ আত্মার প্রভায় স্পন্দিত হয়, চেতনাশক্তি ভিন্ন শবতুল্য মনের স্পন্দন কিরূপে হইবে? শাস্ত্রদৃষ্টিতে জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন চিৎস্বভাবাপন্না অসময়ী স্পন্দ-শক্তির সম কল্পনাও চিত্ত উভয়ই। স্পন্দশক্তির বিলাসই চিত্ত চিত্তবৃত্তি। চিৎ ফণির ফুৎকারেই হইতেছে চিত্ত। ইহাকেই কল্পনা বলা হয়। "আমি চিৎ' ইহা জানিয়া সেই চিত্তই চিত্তা অর্থাৎ শুদ্ধচিন্মাত্রতা প্রাপ্ত হয়। চিৎ যখন চেত্যতা রহিত হয় অর্থাৎ বহির্মুখতা প্রাপ্ত না হয় তখন ইহা সনাতন ব্রহ্ম—আর চেত্যতাপ্রাপ্ত চিৎই কলন বা কল্পনা বলিয়া কথিত হয়। সেই ব্রহ্মই কিঞ্চিৎ আমৃষ্টরূপ কলনা হইয়া হৃদয়ে সৎরূপে উদয় হইয়া এবং সঙ্কল্প বিকল্প কল্পনাযুক্ত হইয়া স্থির হইলেই ইহা মন হইয়া যায়। কলনাই বা শক্তিই সঙ্কল্প করে,, কলনাই হেয়োপাদেয় ধর্ম্মিণী—ইহাই চিৎ—ইহাই স্বশক্তি প্রভাবে ইহা স্বীয় মায়াশক্তিবশে জগৎরূপতা প্রাপ্ত হয়। ইহা যাবৎ গুরু শাস্ত্র এবং বিচার দ্বারা প্রবোধিতা না হয়, তাবৎ ইহা আপন পূর্ণানন্দস্বরূপ অনুভব করে না।

রাম—কলনা কাহাকে বলিতেছেন?

বশিষ্ঠ—আপনাকে আপনি অনুভব করা—সর্ব্বদা অনুভব করা যাঁহার স্বভাব তাঁহার স্বরূপ বিস্মরণ যে কারণে এবং যখন হয় তখন

সেই নিত্যানুভব স্বভাববিশিষ্ট যিনি তাঁহার স্বরূপ বিস্মরণের নাম কলনা। এই কলনা অতীত বিষয়াকার কল্পনা দ্বারা চিত্ততা এবং অনাগত বিষয় কল্পনা দ্বারা সঙ্কল্প বিকল্পানুবিধানে মনতা প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য বলিতেছি শাস্ত্রবিচার, পর বৈরাগ্য অভ্যাস (আত্মাই সত্য আর সমস্তই অনাত্মা বলিয়া মিথ্যা) এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহ দ্বারা উক্ত কলনাকে প্রবুদ্ধ করিতে হইবে। কলনা বা শক্তি শাস্ত্রজ্ঞানজনিত ধ্যান দ্বারা এবং শমদমাদি সাধন সহিত মনন নিসিধ্যানন দ্বারা প্রবুদ্ধ হইলে ব্রহ্মতা প্রাপ্ত লয়—প্রবুদ্ধ না হইলে জগৎভাবে ভ্রমণ করেন। ব্যামোরমদিরামত্তা, বিষয়গর্ত্তে লুণ্ঠিতা, আত্মাকে না জানার দরুণ সংসুপ্তা কলনাকে বা শক্তিকে প্রবুদ্ধ করিতে হইবে। শক্তিকে শিবোন্মুখী করাই শক্তিকে প্রবুদ্ধ করা; ইহাই কলনাকে আত্মা দেখাইয়া প্রবুদ্ধ করা। না করিলে অসম্ময়ী হইয়াও ইচ্ছা অন্তরে দেখা যাইবে। কলনা পরব্রহ্মের সাহায্যে জ্ঞানধর্ম্মিণী হয়। ইহা জড়—পরমাত্মার আলোকেই ইহার চৈতন্যবৎ প্রকাশ।

কলনা-কলুষিত চিত্ত ও স্পন্দাত্মক প্রাণ এই দুয়ের মিলই জীবভাব। আত্মাই একমাত্র কলনা, ধী. চিত্ত, জীব ইহারা অসৎ—ইহাদের অস্তিত্বই নাই।

রাম—যদি আত্মাই থাকেন তবে তাঁহার প্রকাশ নাই কেন? জগৎরূপেই বা কে প্রকাশ পায়?

বশিষ্ঠ—"আত্মৈ বেদং জগৎ সর্ব্বং" আত্মাই এই জগৎ। আত্মা আকাশ অপেক্ষাও স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম। অতি স্বচ্ছ বলিয়া আত্মাতে অসতের যে প্রতিভাস বা কল্পনার প্রতিফলন তাহাও সম্বিদরূপী। চৈতন্য ব্যপ্ত হয় বলিয়া অসৎও সৎরূপে প্রকাশ পায়। আত্মা চিৎশক্তির প্রভাবে আপনি আপনি প্রকাশিত হয়েন। অন্য কোন উপায়ে তাঁহাকে জানা যায় না। আত্মা স্বীয় অনুভূতি স্বভাবে পরিদৃষ্ট হয়—মনের দ্বারা তাঁহাকে দেখা যায় না, মন আত্মাকে দেখিতে গিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া যায়।

সঙ্কল্পের উদয় হইলেই চিৎ আত্মবিস্মৃত হন, হইলেই চিত্তে পরিণত

হন। চিত্ত আবির্ভূত হইলে ইহাই স্বকল্পিত বিষয়সকল দর্শন করে। অতএব আত্মার সঙ্কল্পময়তাই চিত্ত ও বন্ধন এবং ইঁহার সঙ্কল্প শূন্যতাই অচিত্ত ও মোক্ষ। সংসার উৎপত্তির কারণই চিত্ত। আত্মা সঙ্কল্পো-ন্মুখ হইলেই ইহা আপনার চিৎস্বভাব বিস্মৃত হন, তখনই ইহা চিত্ত নামে কথিত হন। আত্মা নিজ নির্ব্বিকল্প স্বভাব ছাড়িয়াই কলঙ্কী হন, সেইজন্যই তাঁহার কলনা বা কাল্পনিকী উন্নতি। চিত্তের বীজ হইতেছে প্রাণস্পন্দন ও বাসনা। প্রাণের স্পন্দন হইতেই সঙ্কল্প বিকল্প হয়। এই সঙ্কল্পাত্মক মনের সৃষ্টি স্পন্দনাত্মক প্রাণ হইতে। যেমন দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব দর্পণেরই কল্পিতরূপ, সেইরূপ মনও প্রাণের রূপ। প্রাণশক্তি (প্রাণায়াম দ্বারা) নিরুদ্ধ হইলে মনও বিলীন হয়। যেরূপ দ্রব্য গেলে ছায়া যায়, বিম্ব গেলে প্রতিবিম্ব যায়, সেইরূপ প্রাণ-নিরোধে মনের লয় হয়।

রাম—আপনি বলিতেছেন মানস যাহা তাহা প্রাণরূপ—ইহা কিরূপে অনুভূত হয় ?

বশিষ্ঠ—বাগানের এক বেদীতে বসিয়া মনে মনে কোন পুরুষ সেতুবন্ধের ধনুষ্কোটিতে ভ্রমণ করিতেছে। এই দূরদেশের অনুভব ত প্রাণের স্পন্দন ও যাহার উপরে এই স্পন্দন হইতেছে সেই অনুভবরূপী চিৎযোগেই হৃদয়েই হইতেছে। এখানে দেশান্তর সম্বন্ধে যে স্পন্দন—ইহার বেদন বা অনুভব চিৎযুক্ত অন্তঃকরণ যোগেই হইতেছে। তবেই দেখা যায় স্পন্দন ও বেদন উভয় শক্তিযোগেই প্রাণই মন ইহা বলা হয়। তবেই ত হইল প্রাণনিরোধে মনের নিরোধ—ইহার সিদ্ধিজন্য প্রাণ ও মনের ঐক্য বলিতে হইবে।

রাম—নিরোধের উপায় কি ?

বশিষ্ঠ ঃ—

বৈরাগ্যাৎ কারণাভ্যাসাৎ যুক্তিতো ব্যসনক্ষয়াৎ।
পরমার্থাব বোধাচ্চ রোধ্যতে প্রাণবায়বঃ ॥ ৮৫

কারণ হইতেছে প্রাণায়ামের অভ্যাস—ইহা হইতে যে বৈরাগ্য জন্মে—তাহা হইতে এবং যোগজ স্থিরত্ব দ্বারা চিত্তের দূর ভ্রমণরূপ ব্যসনের ক্ষয় হইলে এবং এই সঙ্গে পরম পদার্থ সেই তেজোময়, জ্যোতিস্বরূপের স্মরণে প্রাণবায়ু সকলের রোধ হয়।

দৃষদো বিন্ততে শক্তিঃ কদাচিচ্চলনৈধসাম্।
ন পুনর্ম্মনসামস্তি শক্তিঃ স্পন্দাববোধনে ॥ ৮৬

যদি প্রাণ, মন ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে গঠিত বলিয়া ইহাদের পৃথকত্ব ও অনুমান কর

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে।

২৫শ বর্ষ। ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩৩৭ সাল। ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা

তাই কি? ভালবাসেনা?

সুবল। রাজার ঝিয়ারী, কুলের বহু সে, না হল বচন আধা।
নীরবে এল সে, নীরবে গেল সে, কেমনে বুঝিলি সাধা?
বদন আবরি, ভরিয়া গাগরি, গেল সে আপন ঘরে।
না গেল পেখন, নয়নে নয়ন, মিলিল না ক্ষণ তরে।
অবোধ রাখালি, কেমনে বুঝিলি, তুহারে সে ভালবাসে।
দিবস দুপরে, স্বপন দেখিলি, পড়িলি পীরিতি ফাঁসে?

শ্রীকৃষ্ণ। সুবল সাঙ্গাতি, কি বলিব আর, তুঁহু না বুঝিলি কথা?
নীরব গমনে, কত কথা হল, কত না পরাণ ব্যথা।
কেন সে নাগরী পরে নীল সাড়ী, যদি সে না বাসে ভালো।
কালো সে চিকুর, কালো সে যতুক, নয়নে কাজর কালো।
কালো মিশি দাঁতে, কালো চুড়ী হাতে, কালো সে ভোমর দুরু।
কালো পাখী পোষে, যে বোল শুনিলে, মন করে উড়ু উড়ু।
কত দীঘি আছে, গোকুল-নগরে, সরিৎ সরসী কূপ।
সকল ছাড়িয়া, কালো জলে কেন, সে ধনী আইসে অত?

কত ঘাট আছে, যমুনার তটে, তমালের তলে থানা।
তবু আসে কেন, ফিরে চাহে হেন, কেহ কি করেনি মানা?
জগৎ দেখাল, যে বরনারীরে, কালো সে মণির আলো।
কালোরে তবু সে, বলরে সুবল, বাসিবে না কেন ভালো?
যে কালো নহিলে, গোকুল নগরে, তিল আধ নাহি চলে।
কে আছে এমন, সে হেন কালোরে, "বাসি না ভালো" যে বলে?

শ্রীসাহাজি।

তোমায় ভালবাসা।

তোমায় ভালবাসা! এত বড় বস্তু আর জগতে নাই। এত বড় মহামূল্য রত্ন আর কোথাও মিলিবে না। জীবন সার্থক করিতে এই ভালবাসা ভিন্ন আর কিছুই নাই। যার জীবনে তোমার ভালবাসা জন্মিল না সে মানুষের সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল—সে আর মানুষ থাকিতে পারিল না। যে তোমায় ভালবাসিতে পারিল না তার সকল কর্ম্মই বৃথা হইল। তোমায় ভালবাসিতে না পারিলে মানুষের হিংসা দ্বেষ গেল না, জগতের রক্তারক্তি থামিল না, সংসারে সুখ শান্তি রহিলনা, জাতিতে জাতিতে কখনও সখ্যতা থাকিল না; মুখে যতই কর, লোকসঙ্গে যতই বাঁধাবাঁধি কর—কার্য্যকালে সবই ভাসিয়া যাইবে, প্রবল হইবে অহং অভিমান, প্রবল হইবে বিদ্বেষ ভাব। যে যতই বুদ্ধিমান্ হউক না কেন—ভিতরে থাকিবে এক ভাব আর বাহিরে থাকিবে কপটতা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, প্রভৃতি যত নীচ প্রবৃত্তি। জগতের ইতিহাস কি সাক্ষ্য দিতেছে? তোমার ভালবাসার দিকে না চাহিয়া যে কেহ জগৎকে উন্নত করিতে চায়, যে কেহ জীবনকে সার্থক করিতে চায়, চরিত্রকে মহৎ করিতে চায় তার সমস্ত চেষ্টাই যে বৃথা একথা অতি স্পষ্ট। দুদিনের জন্য সুবিধা দেখাইলেও শেষে ইহার ফল বিষময়। যত সভ্যতা উঠিয়াছে—তোমার ভালবাসার উপরে যে সভ্যতা স্থাপিত না হইয়াছে—সেখানে

সভ্যতার ধ্বংস অবশ্যই হইয়াছে, অবশ্যই হইবে। জগতে যত মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন তাঁহারা সকলেই তোমার ভালবাসার উপর পরিবার সমাজ, জাতি, গঠন করিবার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। যে জাতির দিকেই দেখ—দেখিবে সকল জাতির মহাপুরুষগণের একমাত্র জগৎ রক্ষার উপায় ভগবানকে ভালবাসা। যখন ভগবানের ভালবাসা উঠিয়া যায় তখনই জাতিটা অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে—অধঃপতন নিশ্চয়ই হইবে তবে দুদিন আগে বা দুদিন পরে। জগতের ইতিহাস দেখ, মানুষের ইতিহাস দেখ—মানুষের পরিবারের, সমাজের, জাতির একমাত্র অধঃপতনের কারণ দেখিবে এই ঈশ্বরকে না মানা, এই ঈশ্বরকে ভাল না বাসা।

তোমাকে ভালবাসাই যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক। কোন জাতির ধর্ম্মগ্রন্থ, যদি তোমাকে ভালবাসা যায় কিরূপে, ইহার শিক্ষা না দেয় তবে সে ধর্ম্মগ্রন্থ অগ্নিতে নিক্ষেপ কর—কোন জাতির গ্রন্থ যদি এই শিক্ষা প্রচার না করে তবে সে সমস্ত গ্রন্থ বিষের মত পরিত্যাগ করা উচিত ; নতুবা জগতের কল্যাণ, জাতির কল্যাণ, সমাজের কল্যাণ, পরিবারের কল্যাণ, মানুষের কল্যাণ আর কিছুতেই হইতে পারে না।

কিরূপে তোমার উপর ভালবাসা জন্মিবে ইহা নিশ্চয় করাই ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ। হিন্দুর বেদ বেদান্ত, খৃষ্টানের বাইবেল, মুসলমানের কোরাণ—সর্ব্বত্রই ত ভালবাসার সার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যে জাতি যত যত পরিমাণে এই উপদেশ অগ্রাহ্য করিতেছেন সেই জাতি তত্তই জীব হিংসা করিতেছেন, জগতের অশান্তি বাড়াইতেছেন, মানুষকে পশুতে পরিণত করিতেছেন।

আবার বলি সকল জাতির ধর্ম্মগ্রন্থ তোমার ভালবাসাকেই মুখ্য করিয়া সকল প্রকার উন্নতির জন্য ইহাই উপদেশ করিতেছেন। এই ভালবাসা জন্মিবে ভগবানের আজ্ঞাপালনে, ঈশ্বরের সৃষ্টজীব, সৃষ্টবস্তু, সকলকে তুমি বোধে দেখাতে, ভগবানের নাম সদা স্মরণে, ভগবানের কথা, ভগবানের স্বভাব, ভগবানের রূপ, লীলা, স্বরূপ, সৎসশাস্ত্র সহায়ে শ্রবণ মননে ও ধ্যানে, এক কথায় এই সমস্ত উপায়ের মধ্যে সকল গুলিতে বা যাহার যাহাতে রুচি, একটিকে প্রধান করিয়া অন্য উপায় গুলি পুনঃ পুনঃ আলোচনাতে—তীব্র চেষ্টাতে। ভগবানের ভালবাসার মূলে থাকিবে ভগবান আছেন, সকলের মানুষের হৃদয়ে আছেন আবার তাঁহার দেশে সর্ব্বদা আছেন এই দৃঢ় বিশ্বাসে।

বিশ্বাস কর তিনি তোমার আছেন, তিনি সকলের আছেন। হে সর্ব্ব শরণ্য, হে দীন দয়াময়, হে অনাথের নাথ, হে পতিত পাবন—তোমার ভালবাসা পাইবার একটু অধিকার দাও—আর কিছুই যেন আমরা না চাই প্রভো!

দিব্য-দর্শন

এই যে মাটির ধরণী,
  এরে, কতই ঠেলেছি চরণে।
একি দেখি আজি বন্ধু,
  এই, আলাকে পুলকে স্বপনে।
মাটিতে যা আছে স্বজনি,
  দেখি, তার বেশী নাই তপনে।
দেবালয়ে দারু মূর্ত্তি,
  কভু, করিনি ব্রহ্ম ভাবনা।
পূজিনি পুতলী, বন্ধু,
  তবু, জাগে আজি একি চেতনা!
ব্রহ্মে দারুতে প্রভেদ,
  ওরে, প্রভেদ কোথায়, কহ না?
মৃন্ময়ী বলি ভ্রমেও
  কভু, নোয়াই নি মাথা যেখানে।
চিন্ময়ী দেখি চাহিয়া
  সেথা, আলো করে আজি নয়ানে।
নরের মাঝে নারায়ণ,
  সখি, তাই দেখি আজি ধেয়ানে।

শ্রীসাহাজি।

শ্রীশ্রীদুর্গাদর্শনে

মা দুর্গে! তোমার ঐ দশভূজা মূর্ত্তির মধ্যে আমরা সাধারণতঃ অনন্ত কর্ম্মের পরিচয় পাই। তোমার দশ হাত দশদিকে প্রসারিত। তুমি নিজে দশহাতে কাজ ক'রে তোমার সন্তানদিগকে কর্ম্মের শিক্ষা দিতেছ ও কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতেছ। কিন্তু ক্ষুদ্র জীব আমরা তোমার এই কর্তৃত্ব মানি না; আমরা মনে করি, আমরাই আমাদের কর্ম্মের কর্ত্তা এবং অহংকারে তোমার অঙ্গচ্যুত হইয়া স্ফীতবক্ষে ও উন্নত মস্তকে সংসারে বিচরণ করি;—ফলে তুমি যে কর্ম্ম শিক্ষা দিতেছ তাহা অকর্ম্ম বা কুকর্ম্মে পরিণত হয়। এই যে কর্ত্তা সাজা, ইহাকেই বিকৃত পুরুষকার বলে। মার বাহককে দেখিলে বাস্তবিকই তাহাই মনে হয়, সে অমিতবিক্রমে অসুরনাশরূপ কর্ম্মে নিরত। এই সিংহই হইতেছে পুরুষসিংহ আমরা—এই 'আমি' জীব। আমাদের দৃষ্টি শুধু সিংহের উপরই ন্যস্ত, তার পরাক্রম দেখিতে ব্যস্ত; কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে সিংহ একা নহে, সে একা অসুরনাশ করিতেছে না, তার উপর আর এক জন দণ্ডায়মান। সে যে মার চরণতলে অবস্থিত এবং মাই যে অস্ত্রাঘাতে তাকে অসুর বিনাশে সাহায্য করিতেছেন ও সেই সঙ্গে আমাদের পবিত্র করিতেছেন, তা লক্ষ্যই করি না। মার চরণ স্পর্শ না হলে, মার দয়া না হলে, আমরা কি কোন কাজ করিতে পারি? মা যে আমার সর্ব্বনিয়ন্ত্রী। মার মূর্ত্তির এই দিকটা লক্ষ্য করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে মাই প্রকৃত অসুর বিনাশ করিতেছেন, সিংহ তাঁর উপলক্ষ মাত্র। এই যে সিংহের উপর মাতৃচরণ স্পর্শ এবং মার অস্ত্র অসুরের বুকের উপর সংন্যস্ত বা নিক্ষিপ্ত ইহাই দৈব। এই দৈব বলেই, মার এই দয়াতেই, মার এই প্রেরণাতেই সিংহ এই অসুরকে আক্রমণ করিতে সমর্থ। মার এই মূর্ত্তি কয়জন লক্ষ্য করে? এই যে আমরা পুরুষ—কার পুরুষকার বা উন্মত্ত চেষ্টা করে চিৎকার করি, ওটা কি আমরা মোহ-বশতঃই করি না? পুরুষকার মানে পুরুষ কার বা কে? পুরুষ ত সেই আমার মা, পরমপুরুষ। মা আমাকে কার্য্যে প্রেরণা দেন, তাই আমি কার্য্য করি। মার এই মূর্ত্তিতে দৈব ও পুরুষকার দুই দৃষ্ঠ হয়, এই দুইএরই অপূর্ব্ব সমন্বয় বা মিলন দেখা যায়। দৈবও যাহা, পুরুষকারও তাহাই। কিন্তু মূর্খ

আমরা আমাদের কেহ দৈবকে প্রাধান্য দিই এবং কেহ বা পুরুষকারকে প্রাধান্য দিই এবং এই লইয়াই তর্কবিতর্ক করি, একবারও ভাবিনা যে এ দুইই এক। হায়! আমরা কি ভ্রান্ত! করুণাময়ি মা! তুমি আমাদের চক্ষু ফুটাইয়া দাও, আমাদের ভ্রান্তি দূর কর, আমাদের অহংএর উচ্চশির নত করে দাও। ওঁ হরি!

মার কোন অধম সন্তান
২৪শে ভাদ্র, ১৩৩৬ সাল।

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজায়।

(১)

মানব সমুদ্র ক্ষিপ্ত উৎক্ষিপ্ত হইয়া আজ কোথায় ছুটিয়াছে? কোন্ প্রশান্ত জলধি বক্ষে আজ এই জগৎব্যাপী অশান্ত তরঙ্গ রাশি নিরন্তর ভাঙ্গিতেছে ভাসিতেছে? কোন্ উদ্দেশ্য সাধন করিতে কে আজ এই উদ্দাম তাণ্ডব নৃত্য করিতেছেন? মানবের এই নিদারুণ হাহাকার আজ কে তুলিয়াছে? যিনি দেখিতে শিখিয়াছেন তিনি ভীত চকিত ত্রস্ত বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে ব্যক্তি জাতি সমাজ পরিবার দেখিয়া দেখিয়া কাহার চরণে মস্তক লুণ্ঠিত করিতে করিতে বলিতেছেন "তাইতে বলি শ্রবণ ঢাকা পড়েছে তোর এলোচুলে"?

ওঁ রাত্রী ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ। বিশ্বা অধি শ্রিয়োহধিত॥ যা দেবী সর্ব্ববস্তুদ্যোতনশীলা পুরুত্রা বহুদেশেষু সর্ব্বদেশেষু অক্ষভিঃ প্রকাশমানৈরিন্দ্রিয়ৈরূপলক্ষণবিষয়া মহদাদিভিস্তত্ত্বৈর্দেবী সর্ব্ববস্তুদ্যোতনশীলা আয়তী আগচ্ছন্তি বিদ্যমানা রাত্রা ব্রহ্মমায়াত্মিকা ব্যখ্যৎ স্বোৎপাদিত জগজ্জাল সদসৎকর্ম্মাদিকং প্রথমতো বিশেষেণ পশ্যতি। অনন্তরং তত্তৎকর্ম্মানুরূপফলরূপাঃ বিশ্বাঃ সর্ব্বাঃ শ্রিয়ঃ সা অধ্যধিত অদিধারয়তি দদাতীর্থঃ। শ্রীমৎ ভাষ্যকার এই বেদমন্ত্রের ভাব ধরাইতেছেন।

জগতে যাহা কিছু কার্য্য চলিতেছে, তাহার কারণ হইতেছেন চিৎশক্তি জগদম্বা। ইহা পূর্ব্বকল্পীয় অনন্ত জীব সকলের সদসৎ কর্ম্ম সকলকে অপরিপক্ক অবলোকন

করিয়া—সেই সমস্ত কর্ম্মের ফলদান সময় তখনও আইসে নাই দেখিয়া প্রপঞ্চের সহিত ঈশ্বরকেও আপনার মধ্যে বিলীন করিয়া রাখিয়াছেন। কতদিন? না যতদিন না ফল প্রদান সময় উপস্থিত হয় ততদিন। রাত্রি যেমন সকল জীবের প্রতিদিনের বিশ্রাম স্থান সেইরূপ সর্ব্বজীবের অন্তিম বিশ্রাম স্থান—সেই রাত্রিরূপা চিৎশক্তি ফলপ্রদান সময় প্রাপ্ত হইলে মহদাদিদ্বারা প্রপঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া তত্তৎস্থান স্থিত প্রাণিগণের নানাবিধ কর্ম্ম অবলোকন করেন—পশ্চাৎ সেই সেই কর্ম্মফল দান করেন। শ্রীমৎ ভাষ্যকার শেষে বলিতেছেন অহো সর্ব্বজ্ঞতা ভগবত্যা রাত্রে ভুবনেশ্বর্য্যাঃ কিয়দ্বর্ণনীয়েতি।

কতই বিস্ময়ের কথা! সৃষ্টির প্রারম্ভে এই জগজ্জননী আপন ক্রোড়ে শায়িত অনন্তকোটি জীবপুঞ্জকে আপন আপন কর্ম্মের সহিত দর্শন করিতেছেন। অনন্ত অনন্ত জীবের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনার্থ—ইহাদের কর্ম্মক্ষয় জন্য তিনিই অনন্ত অনন্ত বিচিত্র জগৎ রচনা করেন। অতি ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ, অতি ক্ষুদ্র মশক শশক হইতে অতিবৃহৎ জীবজন্তুর কর্ম্ম অবলোকন করেন এই জগদম্বা। যে দৃষ্টিতে জগদম্বা সমস্ত জীবের কর্ম্ম দর্শন করেন সে দৃষ্টি কত বড়—আবার যে শক্তিতে তিনি প্রতি প্রাণীকে আপন আপন কর্ম্মে প্রেরণ করেন সেই শক্তিই বা কিরূপ? "যা দেবী ভুক্ত বিশ্বা পিবতি জগদিদং সাদ্রিভূপীঠমাত্তং" যে দেবী অনন্ত অনন্ত বিশ্বের অনন্ত অনন্ত প্রাণিজাত ভক্ষণ করিয়া পর্ব্বত ও ভূপৃষ্ঠের সহিত, এই জগৎ পান করেন "সা দেবী নিষ্কলঙ্কা কলিততনুলতা পাতু নং পালনীয়ান্"—এইরূপে সর্ব্বসংহারকারিণী হইয়াও যিনি নিষ্কলঙ্কা—দোষলেশশূন্যা—শুদ্ধ চিন্মাত্রস্বভাবা—আবার নিরাকারা নিরবয়বা হইয়াও যে দেবী আমাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য কলিততনুলতা—মনোহর শরীর ধারণ করেন সেই দেবী পাতু নঃ পালনীয়ান্" আহা! হরিহরব্রহ্মাদি বন্দিতা সেই দেবী অবশ্য পালনীয় আমাদিগকে রক্ষা করুন।

আমাদের এই মর্ম্মন্তুদ যাতনার দিনে—এই মর্ম্মচ্ছেদের দিনে—এই ঘোরতর হাহাকার অশান্তির দিনে আমাদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিবার কেহ আছেন—সাক্ষাৎশ্রুতি যাঁহাকে কৃপাপারাবারা বলিতেছেন, ভগবান্ বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষি যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন আমরা তাঁহার অবশ্য পালনীয়—আমাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া যিনি বলিতেছেন—তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন—ঘোর বিপদে পড়িয়া তাঁহার শরণাপন্ন হওয়াও কি নিতান্ত কর্ত্তব্য

নহে? সত্য কথা "কান্ত্যাকটাক্ষৈর্জগতাং ত্রয়াণাং বিমোহন্তীং" কান্তি ও কটাক্ষ দ্বারা ত্রিজগদ্বাসী জনগণকে এই ভুবনেশ্বরী বিমোহিত করেন—কিন্তু তিনি ভিন্ন আবার রক্ষা করিতেও কেহ নাই।

এই পরীক্ষা করিয়া দেখা মন্দ কি? যদি সত্যসত্যই সর্ব্বত্র অশান্তি দেখিয়া প্রাণ ব্যাকুল হইয়া থাকে—যদি সত্যসত্যই ভয়ার্ত্ত ভীত আমরা হইয়া থাকি তবে এই কাতর প্রাণে যদি প্রার্থনা করি—

অনাথস্ত দীনস্ত তৃষ্ণাতুরস্ত ভয়ার্ত্তস্ত ভীতস্ত বদ্ধস্ত জন্তোঃ।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারদাত্রি নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

অনাথ দীন, তৃষ্ণার্ত্ত, ক্ষুধার্ত্ত, ভীত, বদ্ধ জীবের হে দেবি! তুমিই একমাত্র গতি, তুমিই এমন জীবের নিস্তারকর্ত্রী। মা জগত্তারিণি! তোমাকে আমি প্রণাম করিতেছি। দুর্গে আমাদিগকে ত্রাণ কর।

কাতর প্রাণের উপরে এই আপদুদ্ধার স্তবরাজের কার্য্য কিরূপ হয় তাহা একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি? এক দিন পাঠ নয় কিছু দিন ধরিয়া নিয়ম করিয়া শুচি হইয়া পাঠ করিয়া দেখিতে হয়।

কিন্তু যে রোষকষায়িত মূর্ত্তিতে মায়ের এই তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে তাহাতে মায়ের এই সংহার মূর্ত্তির দিকে তাকাইবে কে?

পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রীর সম্মুখে যখন মানুষ যায়—আর ব্যাঘ্রীর চক্ষে চক্ষু স্থাপন করে তখন সেই রোষকষায়িত অতি কর্কশ, অতি ভীষণ দৃষ্টি কাহার না ভয়োৎপাদন করে? আর বনভূমিতে আহারান্বেষণে বিচরণশালিনী ব্যাঘ্রীর সংহার দৃষ্টি দর্শনে মানুষের কি হয় তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে? কিন্তু ঐ সময়েও ব্যাঘ্র শিশু যখন মায়ের কোলে ছুটিয়া যায় তখন শিশুর প্রতি মায়ের সেই প্রখর দৃষ্টি দেখিতে দেখিতে প্রেমরসাপ্লুত হইয়া যায়, ব্যাঘ্র শিশু কি মা কে ভয় করে?

প্রহ্লাদের আহ্বানে যখন সর্ব্বজীবের ভয়োৎপাদক নরসিংহ মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছিল তখন হিরণ্যকশিপু ভয়ে কম্পিত হইতেছিলেন কিন্তু প্রহ্লাদের মস্তকে হস্ত দিয়া যখন নৃসিংহমূর্ত্তি হিরণ্যকশিপুর সম্মুখে দাঁড়াইলেন তখন প্রহ্লাদের কি ভয় আসিয়াছিল? যদি আসিত তবে শ্রীভগবানের করুণদৃষ্টি দেখিয়া ভক্ত প্রহ্লাদের প্রেমাশ্রু কেন দেখা দিয়াছিল?

মায়ের সংহার মূর্ত্তি অপর সকলের পক্ষে অতি ভীষণ কিন্তু মায়ের পুত্র কন্যার নিকট সর্ব্বাবস্থাতেই প্রেমরসাপ্লুত। মাকে মা বলিয়া যাঁহারা ভাবিতে

যাঁহারা ভাবিতে শিখিয়াছেন—শাস্ত্র ও গুরুবাক্য সাহায্যে যাঁহারা মায়ের স্বভাব অতি অল্প পরিমাণেও ধারণা করিয়াছেন তাঁহারা মায়ের কার্য্য দেখিয়া ভীত চকিত ত্রস্ত কি করিয়া হইবেন? এই মা কোথায় নাই? এই মায়ের কার্য্য কোথায় হইতেছে না?

যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্ বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে ময়া॥

মা জগদম্ব! তুমি অখিলাত্মিকে—সর্ব্বস্বরূপে। জগতে নিত্য অনিত্য যে কোন বস্তু যে কোন স্থানে আছে, তৎসমুদায়ের যে শক্তি, তাহা যখন তুমিই তখন তোমার স্তব আর কি করিয়া করিব?

যখন পাপাসুরের ঘোর নাদে সমুদয় নভোমণ্ডল আপূরিত হইয়া উঠে এবং তাহার প্রতিধ্বনি সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে; যখন সেই শব্দে—সেই শব্দের প্রতি শব্দে—

চক্ষুভুঃ সকলা লোকাঃ সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে।
চচাল বসুধা চেলুঃ সকলাশ্চ মহীধরাঃ॥

যখন সেই পাপধ্বনিতে সমুদয় লোক ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, সমুদ্র সকল কম্পিত হইতে থাকে, পৃথিবী ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত হইতে থাকে এবং ভূধর সকল টলমল করিতে থাকে, তখন মায়ের সন্তান মায়ের কাছে ছুটিয়া যায়, দেখে মা তখন ব্যাপ্ত লোকত্রয়াংত্বিষা—আপন কান্তিতে ত্রিভুবন উজ্জ্বলীকৃত করিয়া দাঁড়াইয়াছেন—পাদাক্রান্তনতভুবং দেখে তাঁহার পদভরে ধরা যেন অবনত হইয়া পড়িয়াছে—আর দিশোভুজসহস্রেণ সমন্তাদ্ ব্যাপ্য সংস্থিতাম্—মা সহস্র বাহু ধারণ করিয়া সকল দিকেই দাঁড়াইয়াছেন। মায়ের ভীষণ সংহার মূর্ত্তি সন্তানের ভয়োৎপাদন করে না। মায়ের যাঁরা আদরের ছেলে তাঁরা সেই ভীষণ সংহার মূর্ত্তির ভিতরে আরও কত কি দেখেন—বলিয়া উঠেন—

কেনোপমা ভবতু তেঽস্য পরাক্রমস্য
রূপঞ্চ শত্রুভয় কার্য্যতিহারী কুত্র।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি॥

মা! তোমার পরাক্রমের তুলনা আর কোথায় মিলিবে? ঐশ্বর্য্যে মাধুর্য্যে তুমি সে জয়ন্তী—সর্ব্বোৎকৃষ্টা। আর এমন শত্রু-ভীতিপ্রদ আর ভক্তমনোহর রূপই যা আর কোথায় সম্ভব? মা বরদে! সমকালে কৃপাময়ী ও নিষ্ঠুরা তুমি ভিন্ন আর কোথায় আছে? চিত্তে কৃপা আর সমর নিষ্ঠুরতা—এই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ সমকালে ত্রিভুবনে কেবল তোমাতেই দেখা যায়।

তাইত বলি এইত সময়—মা আসিয়াছেন—আরও অতি মনোহর মূর্ত্তি ধরিয়া আসিতেছেন—এইত মায়ের ক্রোড়ে ছুটিয়া গিয়া মা মা করিবার সময়, জবা-বিল্বদলে মায়ের অভয় চরণে অর্ঘ্য দিবার সময়।

এখন একটু প্রয়োগের কথা। যদি সমাজের হাহাকার শুনিয়া হৃদয় নড়াইতে না চাও—যদি এখানে চিত্তে দয়া আর সমর নিষ্ঠুরতা ধারণা করিতে না চাও তবে চিত্তে দয়া ও ব্যাধির নিষ্ঠুরতা একবার ভাবনা কর। এই যে নানা ব্যাধিতে চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে ইহাতেও বুঝিতে হইবে ব্যাধিরূপেও মায়ের কার্য্য আছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পাপ সমূহই পচ্যমান হইয়া ব্যাধিরূপে দেখা দেয়। মা, তোমার প্রারব্ধ ক্ষয়ের জন্য—প্রারব্ধ ক্ষয় করিয়া তোমাকে নির্ম্মল করিয়া কোলে তুলিয়া লইবার জন্য ব্যাধিরূপে নিষ্ঠুরতা করেন কিন্তু ইহাও তিনি করেন চিত্তে কৃপা রাখিয়া। একটি বৃক্ষ পত্রও যখন সেই মহাশক্তির ইচ্ছা ভিন্ন নড়িতে পারে না তখন এই কার্য্যও যে তিনি করিতেছেন ইহা বুঝিতে ক্লেশ কেন হইবে? দয়াময়ী যিনি তিনি ব্যাধি নিষ্ঠুরতাও দয়া দেখাইয়া করিয়া থাকেন।

আর এক কথা—সৃষ্টির আরম্ভে সমস্ত জীবের কর্ম্মভার দয়মান দীর্ঘনয়নে সন্দর্শন করিয়া যিনি করুণা করিয়া সমস্ত জীবের প্রারব্ধ ক্ষয় জন্য তোমাকে আমাকে সংসারে আনিয়াছেন—তখন যিনি দয়মান দীর্ঘ নয়নে আমাদিগকে দেখিয়া আমাদের মঙ্গলের জন্য তাঁহার আজ্ঞা পালন ও অন্য সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া সংসার মধ্যে লইয়া আসিয়াছেন এখন কি সেই মাতা তোমায় আমায় দেখিতেছেন না? তিনি যে সর্ব্বদা আমাদের সকলের দিকে চাহিয়া আছেন এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে রাখ—রাখিয়া দয়াময়ী জগজ্জননীর চরণতলে মনে মনে লুটাইয়া লুটাইয়া তাঁহার নাম নিত্য জপ—তবেই আর কিছুতেই আর অস্থির হইবে না। মা যার আছেন তারও কি আর ভয় থাকিবে?

এখন আমরা বর্ষে বর্ষে মায়ের আগমনের আয়োজনের কথা আলোচনা করিতে যাইতেছি।

(২)

আগমনী কি ?

কেন বুঝিতে চাও ?

যদি বুঝিতে পারি তবে সবাই মিলিয়া পূজা করি। আমরা যে সবাই মিলিতে পারি না। কেহ মানে, মানিয়া পূজা করে। কেহ মানে বটে কিন্তু তেমন করিয়া মানে না যে মানায় পূজা না করিয়া থাকা যায় না। আবার কেহ বলে তাঁহার আবার আগমনী অনাগমনী কি ?

সবাই মিলুক, মিলিয়া পূজা করুক এই তোমার ইচ্ছা। সবাই কি মিলিতে পারে ? কোন্ যুগে মিলিয়াছিল ?

'দেবাসুরাঃ হবৈ যত্র সংযতিরে উভয়ে প্রাজাপত্যাঃ' ইত্যাদি—দেবতা ও অসুর উভয়েই একজনের সন্তান। 'উভয়ে দেবাসুরাঃ যত্র সংযতিরে পরস্পরাভিভবায় যুদ্ধং কৃতবন্তঃ।' দেবতা ও অসুর এই উভয় সম্প্রদায়ে যে অভিপ্রায়ে পরস্পর পরস্পরকে পরাস্ত করিবার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল। ইত্যাদি—

সবাই না মিলে না মিলুক কিন্তু দেবতারা ত মিলিবেন ? যাহারা এক দেবতার বংশজাত তাহারাও যে মিলে না ? ইহাদের মধ্যেও কেহ বলে আগমনী আবার কি, কেহ বলে আগমনী ঠিক। এই বিবাদ কি মিটিবে ?

যাঁহার আগমন তাঁহাকে বুঝেনা বলিয়া লোকে নিজের মনগড়া একটা কিছু করিয়া লইয়া বলে এইটিই তিনি এবং এইটী যিনি না ভজিবেন তাঁহার হইবে না।

এই ত বিবাদ। এই বিবাদ মিটিতে এখনও বহু বিলম্ব। দেবভাব জাগিলে তবে ত সবাই মিলিবে। নিজের নিজের কর্ত্তব্য ঠিক মত করিলেই দেবভাব জাগিবে। তখন আগমনীতে বহু মত থাকিবে না—

এখন বল আগমনী কি ?

আকাশ গ্রামে আগমন করিল ইহাতে কি বুঝ ?

আকাশ ত গ্রামকে ভিতরে বাহিরে পাইয়াই আছে। আকাশের গ্রামে আগমন ইহার ত কোন অর্থ নাই।

সেইরূপ যিনি আকাশের মত সব ব্যাপিয়া আছেন—শুধু তাই কেন যিনি সূক্ষ্ম আকাশকেও ওতপ্রোতভাবে ব্যাপিয়া আছেন তাঁহার আগমনীর কথা কেহ বলে না ; কিন্তু বিশ্ব সৃজন করিয়া সৃষ্টি ব্যাপিয়া যিনি আছেন,আবার যিনি ব্যষ্টি সমস্তের ভিতরে বাহিরেও আছেন, যিনি বলেন "ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগতব্যক্তমূর্ত্তিনা" অব্যক্ত মূর্ত্তিতে আমার দ্বারাই জগত্ ব্যাপ্ত—সেই অব্যক্ত মূর্ত্তি, অন্তর্যামী সর্ব্বশক্তিমান্ সগুণ ঈশ্বর যিনি, তিনি মায়া সাহায্যেই অব্যক্ত-মূর্ত্তি ধারণ করেন। এই বিরাট পুরুষই আবার জগতের বিপর্য্যয়কালে যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় তখন জন্মরহিত অব্যয়াত্মা সর্ব্বজীবের ঈশ্বর হইয়াও আপন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করেন ; এবং ইনিই আত্মমায়া দ্বারা মায়ামানুষ বা মায়ামানুষী হইয়া দেবাসুরের যুদ্ধে দেবতার সাহায্য করেন। অব্যক্তমূর্ত্তি হইতে ব্যক্তমূর্ত্তিতে যে আগমন তাহারই নাম আগমনী।

(৩)

সে ডাকিলে আর থাকা যায় না। সে ডাকে কখন ? যখন তুমি ডাকিতে ডাকিতে সারা হও তখন। দেবভাব যার জাগে সেই ডাকিতে ডাকিতে সারা হয়। দেবভাব জাগে কখন ? যখন জীব বিশ্বাসী হয় তখন প্রবল বিশ্বাসে সেবাটিকেই প্রথম প্রথম জীবনের ব্রত করিয়া ফেলে।

ডাকা আর সেবা এই দুইটী জগতের সার বস্তু। এমন উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই আর হইতেও পারে না। জগতের যত ভাল লোক তাঁহারা এই দুইটী লইয়াই থাকিতে ইচ্ছুক। কেহ ডাকাকে কেহ বা সেবাকে গ্রহণ করেন। কিন্তু পৃথকভাবে এই দুইটী লইলে দুইটীই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় ডাক আর সেবা কর, এ সেবা ঠিক, এ ডাকাও ঠিক। এই সেবায় 'যাঁরে ডাকি তাঁরই সেবা করি।' যে নামে ডাকি সেই নাম মূর্ত্তি ধরিয়া মায়ার আবরণে স্বরূপ ঢাকিয়া অন্যরূপ হইয়া আছেন বলিয়া মনে হয়। মায়িক রূপের কোলে কোলে স্বরূপের প্রকাশ আছে। এইটী বুঝিয়া, এইটী বিশ্বাস করিয়া, সেবা-কালে নিজের ক্লেশকে অগ্রাহ্য করিয়া আনন্দে সেবা কর। বুঝ,—বিশ্বাস করিয়া সেবা কর। আপনা হইতে নিজের ক্লেশ অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে। ক্লেশ বলিয়া কোন কিছুর ভাবনাও হইবে না। তাই বলিতেছি নাম ডাকায় সঙ্গে যে সেবা সেই সেবাই ঠিক। ইহাতে মনে হইবে না কত কষ্ট করিতেছি।

ইহাতে লোকের কাছে বলিতে ইচ্ছা হইবে না আমি সমস্ত দিন না খাইয়া জলে ভিজিয়া এই সেবাকার্য্য করিতেছি ; সেবা করিয়া যখন নিজের পরিশ্রমের কথা, নিজের ক্লেশের কথা অন্যকে বল তখন তোমার সেবা ঠিক হয় নাই, —সেবা করিয়া নিজানন্দে তোমার প্রাণ ভরিয়া যায় নাই। ইহাতেই বুঝা যায় তোমার সেবাতে, যাঁরে ডাক তাঁর সেবা হয় নাই। তোমার কোন ক্ষুদ্র স্বার্থ, কোন ক্ষুদ্র অভিলাষ পূরণের জন্য তুমি সেবা ব্রত লইয়াছ। এটা দোষের এটা বর্জ্জন কর। ডাকার সঙ্গে সেবা কর। সেইজন্য ডাকার অভ্যাসটী ভালরূপে করিয়া ফেল। তিন বেলা নিত্যক্রিয়ায় ডাকা অভ্যাস কর আর ব্যবহারিক জগতের কার্য্যে ডাকিতে ডাকিতে সেবার আনন্দ পাইতে থাক। আপন চিত্তের প্রসন্নতা দ্বারাই এ আনন্দ অনুভূত হইবে।

একদিকে যেমন ডাকিতে ডাকিতে সেবা না করিলে তোমার মানুষ হওয়া হয় না, সেইরূপ সেবাশূন্য যে ডাকা তাহাতেও ঠিক ডাকা হয় না। যাঁরে ডাক তিনি যেমন তোমার হৃদয়ে, সেইরূপ সকলের হৃদয়ে আছেন। মানুষকে —শুধু মানুষকে কেন তাঁর সৃষ্ট কোন জীবজন্তুকে, এমন কি বৃক্ষ লতাকেও যখন অবমাননা কর তখন তোমার ডাকা ক্ষুদ্র কোন মনগড়া বস্তুকেই ডাকা হয়। তুমি ডাকিতেছ আর তোমার সম্মুখে তোমারই আপনার জন সকল হাহাকার করিতেছে। তোমার একটু সাহায্য পাইলে ইহাদের পরম উপকার হয়। তুমি মনে ভাবিতেছ ধর্ম্ম করিব, না ইহাদের জন্য খাটিব? তুমি পিতা মাতা, ভাই ভগ্নী, গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া অন্য দেশে গিয়া ধর্ম্ম কথা ছড়াইয়া সাধনা করিতে লাগিলে, ইহাতে তোমার আশ্রমধর্ম্মের বিপর্য্যয় হইয়া গেল। তুমি মিথ্যাচারী হইলে। তুমি কপট হইলে। হইলে কিনা নিজেই দেখ। নিজের হৃদয় দেখিলেই বুঝিবে। শান্তি কিছুতেই পাইবে না। তাই বলা বলা হয়, যে অবস্থায় আছ, "খাম খেয়ালে" পড়িয়া ওরূপ ভাবে অবস্থা বদলাইতে চেষ্টা করিয়া প্রতারক হইও না। যে অবস্থায় আছ তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া —তাহাই তোমার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলে ঈশ্বর কর্ত্তৃক তোমার জন্য আনীত এইরূপ মনে ভাবিয়া সেই অবস্থাকে ঈশ্বরের স্নেহের দান মনে করিয়া—উহারই উন্নতি করিতে চেষ্টা কর। বিষয়ের চিন্তা করিও না। ভবিষ্যতে কি হইবে ভাবিও না। বর্ত্তমান সময় যে টুকু পাইয়াছ তাহা শাস্ত্রমত ব্যবহার করিতে চেষ্টা কর, দুঃখ সহ্য করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর, সময় নষ্ট করিও না, তোমার ভাল হইবেই। ভগবান্ তোমার কর্ত্তব্য পরায়ণতা দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে

তোমার অনভিলষিত বহু কর্ম্ম হইতে ধীরে ধীরে দূরে লইয়া যাইবেন এবং তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্মের সুবিধা করিয়া দিবেন। তাঁর আজ্ঞামত চলিতে যে প্রাণপণ করে তার দিকে কি তিনি কৃপাদৃষ্টি করেন না? তাই বলি স্বধর্ম্মে থাকিয়া সময়ের যথার্থ ব্যবহার শিক্ষা কর। দুঃখ সহ্য কর। তিন বেলা ডাক। অন্য সময়ে ডাকিতে ডাকিতে গৃহস্থালী কর। গৃহস্থালী করিবার অবসর কালেও ডাক। ডাকিতে ডাকিতে দুঃখীর সেবায় তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতেছি ভাবনা করিয়া ধীরে ধীরে সংসার পথে চলিতে থাক। তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্মেও অবহেলা হইবে না, ধর্ম্ম কর্ম্মও নষ্ট হইবে না। ধীরে ধীরে তোমার ভক্তি বাড়িয়া যাইবে। তখন তোমার চিত্তশুদ্ধি হইবে। রাগ দ্বেষ থাকিবে না। শত্রু মিত্রে সমান ভাব দাঁড়াইবে। তখন তুমি নিষ্কাম কর্ম্মে সিদ্ধি লাভ করিবে। কর্ম্মজা সিদ্ধির পরে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তুমি জ্ঞানী হইবে। অনাসক্ত ভাবে সব করিয়াও কর্ম্মে বদ্ধ হইবে না। তাই বলিতেছিলাম সেবা কর্ম্মেও ডাকা হয়। তাই বলি ডাকিতে ডাকিতে সারা হও। হইলেই তাঁর ডাক শুনিতে পাইবে।

শ্রীমতী ডাকিতেন। ডাকিতে ডাকিতে সারা হইতেন আর শুনিতেন সে ডাকিতেছে। তাই সাধক বলেন "রাধিকার হৃদয় মাঝে বাঁশী বাজে জয়রাধে শ্রীরাধে বলি।" তুমিও যখন শুনিবে তোমার নির্ম্মল "হৃদয় মাঝে বাঁশী বাজে" তখন তুমি কি হইয়া যাইবে তাহা আর বলিয়া কি হইবে? শুন গান কি বলে।

শুন ঐ গোচারণে গহন বনে বাজিল মোহন মুরলী।
শুনে সেই মোহন বেণু, চলে ধেনু, মীন চলে মুখ তুলি;
রাখাল মণ্ডলিমাঝে—রাখাল মণ্ডলি মাঝে,
মোহন সাজে নাচে কানু বনমালী॥
যশোদা—ভাবে মনে বেণু শুনে বাঁশী ডাকে মা মা বলি;
রাধিকার হৃদয় মাঝে—রাধিকার হৃদয় মাঝে
বাঁশী বাজে জয় রাধে শ্রীরাধে বলি।
জটিলার মন ও যেমন বাঁশীও তেমন রগে করে রস কেলি;
ডেকে কয় কুটিলারে—ডেকে কয় কুটিলারে
বাঁশীর স্বরে কালা দিল কুলে কালি।

কাঁঙ্গাল কয় বাঁশীর স্বরে ধেনু ফিরে মন কেন তুই না ফিরিলি
ফিকির কয় বাঁশীর স্বরে—ফিকির কয় বাঁশীর স্বরে
উদাস করে বাঁশী কেন নিদয় হলি—
নিকটে না ডেকে নিয়ে, বাঁশী কেন নিদয় হলি ॥

(৪)

চণ্ডীর পাহাড়ে প্রভাত হইতেছে। গ্রীষ্মকালে পর্ব্বত যেমন এখন আর তেমনটি নাই। বর্ষাস্নাত লইয়া পর্ব্বত ও বন নূতন শোভা ধারণ করিয়াছে, তুমিও এখানে আসিয়া সূর্যোদয় দেখিতে পার। সুখ পাইবে। সূর্য্যদেব গৌরিশঙ্করে কিরণ বর্ষণ করিলেন। হিমমণ্ডিত গৌরিশঙ্কর প্রাতঃ সূর্য্য কিরণে কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। চণ্ডীর পাহাড় হইতে এক এক কালে ইহা দেখা যায়। একটু বেলা হইলে যখন বরফ গলিতে থাকে তখন গৌরি শঙ্করের শত শত চূড়া বাহির হয়। এসব চূড়া কিসের? গৌরি শঙ্করে কি কোন রাজভবন আছে? আছে কি নাই কে বলিবে? আমরা শুনি ওখানে হিমালয় রাজপুরী।

এই সেই রাজপুরীর সর্ব্বোচ্চ স্থান। চারিদিকে পর্ব্বত মালা। এখানে বৃক্ষ লতা কি অপূর্ব্ব। এখানে ফল ফুল শুষ্ক হয় না। পাখীর শব্দ এখানে কত মিষ্ট। এখানে কি জানি কি জড়ান আছে। চল স্থানটীতে যাই চল। উপরে নীল আকাশ বড় প্রশান্ত। আর আকাশের তলে এই উচ্চ স্থান। নীচে গঙ্গা পন্নগ বধূর ন্যায় কত রঙ্গে ভঙ্গে হিমালয়ের শাখা প্রশাখার ভিতর দিয়া ছুটিয়াছেন এবং গোমুখী দিয়া বাহির হইয়া আরও নীচে চলিয়াছেন।

হিমগিরির অত্যুচ্চ শিখরে যে স্থান হইতে ভূভৃত্ কন্দর বিদারিণী গঙ্গা প্রচণ্ড বেগে স্খলিত হইতেছেন, যাঁহার পুলিনাঙ্গনে মত্ত ময়ূর ময়ূরী আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহা দেখিতে, আর গঙ্গার কল্লোল কোলাহল শ্রবণ করিতে রাজপুরীর প্রমদারা কতদিন এখানে আসিতেন। আজ এখানে কেহই নাই। নিকটে সেই স্ফটিকশিলা। শিলাতলে এক রমণী। রমণী কি মূর্চ্ছিতা? কেশপাশ আলুথালু। সুন্দর অবদাত তনু, রুচির মুখমণ্ডল, অঙ্গের আভরণ দেখিয়া মনে হয় ইনি এই রাজকুলের প্রধানা অন্তঃপুরচারিণী, ইনি একাকিনী

এখানে কেন? সঙ্গে ত কেহ নাই? এই একান্ত মণ্ডপ শিলাতলে ইনি মূর্চ্ছিতা কিরূপে? একথা পরে বলা হইতেছে।

(৫)

কৈলাস পর্ব্বতের শিখর দেশে যে রবি শত বিমল মন্দির সেই মন্দিরের আরও ঊর্দ্ধে সর্ব্বোচ্চ শিখর। সে স্থানের চারিধারে বিল্ব বৃক্ষ রাজি। তাহার মধ্যে যে নিকুঞ্জ, আজ এক মহাপুরুষ সেখানে দণ্ডায়মান। মৌলিতলে চন্দ্র কলা কি অপূর্ব্ব জ্যোতি ছড়াইতেছে "মৌলৌ চন্দ্রদলং গলে চ গরলং" এই পুরুষ যেন চিন্তামগ্ন। ইনি কি চিন্তা করিতেছেন?

কৈলাসে শরত্ কাল দেখা দিয়াছে। বিমল ব্যোমে আর বিদ্যুৎ বলাহক নাই। এখন রাত্রিকালে রম্য জ্যোৎস্না অম্বরতল, পর্ব্বতগাত্র ও অবনীতল অনুলেপন করিয়া রাখে। বনভূমি হইতে সারসকুল শব্দ করিতে করিতে আকাশ গাত্রকে যেন জীবন্ত পুষ্পমালায় সজ্জিত করে। বর্ষাকালের যে সকল মেঘ দীর্ঘ গম্ভীর শব্দ করিতে করিতে বৃক্ষে ও পর্ব্বতে বারিধারা বর্ষণ করিয়াছিল, আর পৃথিবীকে শস্য শালিনী করিয়াছিল তাহারা এখন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। নীলোৎপল-দলের ন্যায় শ্যামবর্ণ মেঘমালা দশদিক শ্যামীকৃত করিয়া মদশূন্য মাতঙ্গের ন্যায় শান্তবেগ হইয়া অবস্থান করিতেছে। বায়ু, মেঘ, হস্তী, ময়ূর ও প্রস্রবণ সকলেই প্রশান্ত। মেঘ-নির্ম্মুক্ত আকাশ মণ্ডল এখন কত সুন্দর। আর সান্ধ্যগগনে শতরঙ্গের মেঘের খেলা কত মনোহর। অনুরাগিণী নায়িকা নায়কের কোমল করস্পর্শে প্রীতি বশতঃ নয়নতারা ঈষৎ নিমীলিত করিয়া যেমন শিথিল ভাব ধারণ করে সেইরূপ এখন কার লোহিত বর্ণা সন্ধ্যা সুন্দর চন্দ্র কর স্পর্শে প্রেমোৎফুল্লা হইয়া নয়ন তারা রূপ তারকা সকল ঈষৎ প্রকাশিত করিয়া স্বয়ং বস্ত্র রূপ অম্বরতল যেন পরিত্যাগ করিতেছে। নদী তড়াগের জল নির্ম্মল হইয়াছে। পদ্ম, কুমুদ, কহ্লার প্রস্ফুটিত হইয়া সরোবরের শোভা বিস্তার করিতেছে। চারিদিকে যেন কাহার অঙ্গকান্তি মাখিয়া শেফালিকা গন্ধ বিস্তার করিতে করিতে কাহারও জন্য যেন অপেক্ষা করিতেছে।

মহাপুরুষ অন্তরীক্ষ মণ্ডল দেখিতে দেখিতে ইহা যেন কাহারও নাভিদেশে মনে ভাবিয়া ঊর্দ্ধে যেন তাঁহার মুখমণ্ডল দেখিতে একাগ্র হইতেছেন। এমন

সময়ে রূপপ্রভায় দশদিক বিভাসিত করিয়া কে আসিয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াইল। রজতগিরি এই মদজলকল্লোললোচনা কনক প্রতিমার দিকে চাহিতে চাহিতে কি যেন কি ভিতরে মিলাইয়া লইলেন। নীলোম্ভোজ-দলাভিরাম-নয়না, নীলাম্বরালঙ্কৃতা, গৌরাঙ্গী, শরদিন্দুসুন্দরীমুখী, অরুণাধরজিতবিম্বা পার্ব্বতী তখন জ্ঞানময়, মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার এই সৌভাগ্য? কে আজ স্মৃতিপটে ভাসিয়াছে?

কে ভাসিতে পারে তুমিই বল?

আর কে? এই যে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

সত্যই!

কি দেখিতেছিলে?

দেখিতেছিলাম—যাহা দেখিলাম সেই এই।

শুনিতে কি পাই না?

শুন। এমন সুন্দর আর কে আছে—যাহাকে দেখিতেছি সে তুমিই।

দ্যৌর্মূর্দ্ধি সঙ্গতাস্তে, ললাটে রুদ্রঃ, ভ্রূবোর্মেঘঃ চক্ষুষোশ্চন্দ্রাদিত্যৌ, কর্ণয়োঃ শুক্র বৃহস্পতী, নাসিকে বায়ুদেবত্যে, দন্তৌষ্ঠাবুভয়সন্ধ্যে, মুখমগ্নির্জিহ্বা সরস্বতী, গ্রীবা সাধ্যানুগৃহীতিঃ, স্তনয়োর্ব্বসবঃ, বাহ্বোর্ম্মরুতঃ, হৃদয়ং পার্জ্জন্যমাকাশমুদরং, নাভিরন্তরিক্ষং, কটিরিন্দ্রাগ্নী, জঘনং প্রাজপত্যং, কৈলাসমলয়াবুরূ, বিশ্বদেবা জানুনী, জহ্নুকুশিকৌ জঙ্ঘাদ্বয়ং, খুরাঃ পিতরঃ, পাদৌ বনস্পতয়ঃ। অঙ্গুলয়ো রোমাণি, নখাশ্চ মুহূর্ত্তাস্তেঽপি গ্রহাঃ কেতুর্ম্মাসা ঋতবঃ সন্ধ্যা কালস্তথাচ্ছাদনং সংবৎসরো, নিমেষমহোরাত্র আদিত্যশ্চন্দ্রমাঃ।

এই যে—এই যাহাকে ছাড়িয়া এক দণ্ডও থাকিতে পারি না এই যে মানময়ী, রঙ্গময়ী, প্রেমময়ী ইহাকেই দেখিতেছিলাম। যাঁহার সুন্দর তেজ-মণ্ডিত মস্তক স্বর্গলোক, ললাট রুদ্র, হৃদয় মেঘমণ্ডল, চক্ষুদ্বয় চন্দ্র সূর্য্য, কর্ণদ্বয় শুক্র ও বৃহস্ফতি, নাসিকারন্ধ্র, বায়ু, দন্ত ও ওষ্ঠ উভয় সন্ধ্যা, মুখরূপ হোমকুণ্ড অগ্নি, জিহ্বা সরস্বতী, গ্রীবাদেশ সাধ্যগণ, স্তনদ্বয় বসুগণ, বাহুদ্বয় মরুৎগণ, হৃদয় পার্জ্জন্য, উদর আকাশ, নাভি অন্তরীক্ষ, কটিদেশ ইন্দ্র ও অগ্নি, জঘন দেশ প্রজাপতি, কৈলাস ও মলয় পর্ব্বত, উরু, বিশ্ব দেবগণ জানু জহ্নু ও কুশিক জঙ্ঘা, পিতৃগণ খুর, বনস্পতিগণ চরণ, মুহূর্ত্ত, গ্রহ ধূমকেতু, মাস, ঋতু, সন্ধ্যাকাল প্রভৃতি অঙ্গুলি, রোম ও নখ; সংবৎসর যাঁহার আচ্ছাদন; দিন রাত্রি সূর্য্য চন্দ্র যাহার নিমেষ সেই আজ এই হইয়া আমার সম্মুখে।

কি তুমি! কে তোমার কথা বলিতে পারে? ত্বমসি মম ভূষণং, ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্। এমন আর কোথায় আছে? সত্যই "যথাগ্নির্দেবানাং ব্রাহ্মণোমনুষ্যাণাং, মেরু শিখরিণাং, গঙ্গা নদীনাং, বসন্ত ঋতুনাং, ব্রহ্মা প্রজাপতীনাং এবমসৌ মুখ্যা।

অগ্নি যেমন দেবতাগণের মধ্যে প্রধান, ব্রাহ্মণ যেমন মনুষ্যগণের মধ্যে প্রধান, সুমেরু যেমন পর্ব্বতগণের মধ্যে প্রধান, গঙ্গা যেমন নদীগণের মধ্যে প্রধান, বসন্ত যেমন ঋতুগণের প্রধান, ব্রহ্মা যেমন প্রজাপতিগণের মধ্যে প্রধান সেইরূপ এই সকলের মধ্যে প্রধান।

তুমি আজ হিমালয় রাজ্যে যাইবে। আজ কৈলাসপুরী তমসাচ্ছন্ন হইবে—আর আমি? বল দেখি আমি কি করিব?

আমার ধ্যানে এই চারিদিন যাইবে। চতুর্থ দিন অপরাহ্নে আমাকে আনিতে হইবে।

তাহা আর বলিতে হইবে না। তুমি মেনকা রাণীকে স্মরণ করিয়াছ—দেখিতেছ মেনকা কেমন অবস্থায় আছেন? আর বিলম্ব করিও না।

মায়ের কথা স্মরণ করিয়া মা ব্যাকুল হইলেন। মা তখন মাকে দেখিতে—মায়ের পূজা লইতে হিমালয়ে আসিতেছেন। মা আজ পিত্রালয় স্মরণ করিয়াছেন। হিমালয় রাজ্যের সকলের প্রাণ যেন উদ্বেলিত। কি জানি কার মঙ্গলচ্ছায়া যেন হিমালয়ে পড়িল। কি জানি কেমন করিয়া যেন সকলেই একটা অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তির ভাবে উদ্ভাসিত হইল; কি জানি কেমন করিয়া যেন পাখীর স্বর বড় মিষ্ট হইল; কি জানি কেমন করিয়া যেন সংসারী সংসার ভুলিল; কি জানি কেমন করিয়া যেন মুনি ঋষি আত্মভাবে বিভোর হইলেন, কি জানি কেমন করিয়া যেন সাধকের প্রাণ মন মাতিয়া উঠিল। ঐ শুন কে গায়—

ওকার মূরতি রে মন জান না কি উহারে,
ওইত করেছে এই বিশ্ব রচনা, নৈলে হেন দৃশ্য আঁকিতে বল কে পারে।
দশ ভুজা দেখে মায়ের ভেবেছ রূপের শেষ,
অন্তরে দেখিলে আবার দেখিবে অনন্ত বেশ,
অনন্ত প্রেম লোলুপা কদাচিৎ চিৎস্বরূপা;

ক্বচিদাকাশ ক্বচিৎ প্রকাশ অনন্ত জগদাকারে॥
ধরেরে সহস্র বাহু সহস্র প্রহরণ,
সহস্র চরণে করে অজস্র বিচরণ,
সহস্র বদনে খায়, সহস্র নয়নে চায়,
সহস্র শ্রবণে শোনে কথারে;
সহস্র শিরা না হলে, কেবা ওরে অবোধ প্রাণ;
এতই গরবে করে সহস্র ধারায় স্নান,
সহস্র ভাবে বিভোরা সহজ জ্ঞানের অগোচরা,
ওইত অহরহঃ বাস করে তোমার সহস্রারে॥
অজ্ঞানে ভুলাতে রে মন পাতে এমন ইন্দ্রজাল,
কভু কালী রূপে তারা করে ধ'রে করবাল,
কখন বা সীতা হয় মূলে কিন্তু কিছু নয়,
ব্রহ্মাদি দেবতা কিছুই বুঝিতে নারে।
আজ যেমন গোবিন্দের কাছে দুর্গা রূপে এসেছে,
কাল দেখবে রাধা রূপে শ্যামের বামে বসেছে,
তাই বলি এই কায়া কিছু নয় শুধু মায়া,
ধরলে পরে জ্ঞানের আলো লুকায় আবার ওঁকারে॥

গানটীতে সাধক ধ্যানের অবস্থাগুলি অল্প কথায় বেশ বলিয়াছেন। রূপটিই অবলম্বন। "গোবিন্দের কাছে দুর্গারূপে এসেছ'—তার পরেই অন্যরূপও তোমারই রূপ। সীতা, কালী, রাধা তুমিই। শুধু সকল আকারগুলিই যে তুমি এ বলিলেও ত সব বলা হইল না। তুমি সহসারে থাকিয়াও বিশ্বরূপে আছ। বিশ্বরূপে থাকিয়াও অজ্ঞানে ভুলাতে রে মন পাতে এমন ইন্দ্রজাল! "জগতের সব কর্ম্ম তুমিই কর। তুমি 'চকোরে উড়াও শূন্যপথে দেখায়ে পূর্ণিমার বিধু, আবার ভৃঙ্গলে ভুলাও ভ্রমরদলে বনফুলে যোগায়ে মধু।' আবার কখন "সূতিকা মন্দিরে শ্যামা আনন্দের বাতি জ্বালো আবার দেখাও মা পাষাণীর কন্যা শ্মশান বহ্নির ভীষণ আলো।" ৺গোবিন্দ চৌধুরী মহাজন।

বড় সুন্দর ভাবে মায়ের খেলা বলিয়াছেন। আমরা লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, আবার তাঁর গান তুলিলাম।

কি খেলা খেলাও মা তুমি জীবন্ত পুতুলি সনে।
সেই জানে তোর খেলার মর্ম্ম যে থাকে সদা তোর ধ্যানে॥
রেখেছ নিখিল বিশ্ব আনন্দের বাজার সাজায়ে,
আবার আমনি খেল সে বাজারে পুরুষ প্রকৃতি হ'য়ে,
মিছে পৃথক ভাবে তোমায় ভাবে জ্ঞান-হীনে॥
ওমা সর্ব্বজীবে তুমি শিবে মাতৃরূপা হ'য়ে পাল,
আবার ভার্য্যারূপে ব্রহ্মময়ি! তুমি প্রণয়ের খেলা খেল।
তুমি শিশু মূরতি হ'য়ে আলো কর সূতিকা গৃহ,
আবার খেলিয়ে নানা খেলা অন্তে শ্মশানে লুকাও সেই দেহ
মিছে মায়াভ্রমে জীবে ঘুরাও মা ভুবনে॥
ওমা কারে করেছ রাজ্যেশ্বর মা অতুল ধনের অধিকারী,
কারে করেছ পথের কাঁঙ্গাল মুষ্টিমেয় অন্নের ভিখারী।
কেউ বা সুখে কাটায় নিশি পুষ্প শয্যায় শয়ন করি,
কেউ বা গাছের তলায় তৃণ শয্যায় দুঃখে কাটায় মা বিভাবরী
সকলি তোমার খেলা বুঝেও বুঝিনে॥
ওমা কেমন মহামায়া তোমার পায় না বিধি বিষ্ণু ভেবে
শ্মশানে ভ্রমে ভব সদা সে তোমার মায়া প্রভাবে।
আপনার মায়ায় আপনি তুমি যাতায়াত কর বারম্বার।
আবার নিজে বুঝনা নিজের মায়া এমনি তোমার মায়ার বিকার
সে মহামায়া দ্বিজ গোবিন্দ বুঝিবে কেমনে॥

রূপ, গুণ, কর্ম্ম বা লীলা এই সকলে তোমার ধ্যান হয়। আবার স্বরূপের স্থিতি ধ্যানে বুঝা যায় "তাই বলি এই কায়া কিছু নয় শুধু মায়া, ধর্‌লে পরে জ্ঞানের আলো লুকায় আবার ওঁকারে॥" এইটী শেষ ধ্যান। তাই বলি কর্ম্ম কর—নিত্য কর্ম্ম তিন বেলায় তাঁর প্রসন্নতার জন্য কর। আবার ব্যবহারিক সেবায় ডাকাটী পাকা কর, ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হইলে ভক্তি পাকা হইবে। এইরূপে কর্ম্মজা সিদ্ধি আসিবে। তারপরে নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিতে জ্ঞান এবং জ্ঞানেই স্থিতি। ইহাতেই সর্ব্ব দুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি হইবে।

(৭)

স্থূলে আসিবার বহু পূর্ব্বে সূক্ষ্মে আসা হয়। প্রবল আসক্তির সহিত যে যাহাকে চিন্তা করে সে তাহার কাছে সূক্ষ্ম দেহে আসে। যে চিন্তা করে সে ভাবনা চক্ষে দেখিতে পায় যে তাহার প্রিয় ব্যক্তি কি করিতেছে, কি ভাবে আছে। কিন্তু প্রিয় ব্যক্তি যদি আসক্ত ব্যক্তির চিন্তা না করে তখনও তাহার মনোরাজ্যে আসক্ত ব্যক্তি, সূক্ষ্ম দেহে—ভাবনার দেহে থাকে। কিন্তু নানা কার্য্যে নানা ভাবনায় ঐ ব্যক্তি ব্যাপৃত বলিয়া উহার মন, দণ্ডে দণ্ডে বহু সঙ্কল্প স্পন্দনে স্পন্দিত হয়। বহু স্পন্দনে মত্ত থাকে বলিয়া মন সেই আসক্ত ব্যক্তির ভাবনা ধরিতে পারেনা। কিন্তু যখন নিদ্রাকালে স্থূল জগতের চিন্তা থাকেনা তখন স্বপ্নে আসক্ত ব্যক্তির ঐ চিন্তা তাহার মনের মধ্যে প্রস্ফুট হইয়া স্বপ্নাকারে দেখা দেয়। তাই স্বপ্নে আমরা আসক্ত ব্যক্তির মূর্ত্তি দেখি।

আবার প্রিয় ব্যক্তি যদি ঈশ্বর চিন্তা লইয়া থাকেন তবে জাগ্রত অবস্থাতেও ঈশ্বর চিন্তার বিরাম কালে তিনি আসক্ত ব্যক্তির মূর্ত্তি দেখেন, আসক্ত ব্যক্তির কথা শুনেন। তিনি বলিয়াও থাকেন অমুক আমাকে এই সময়ে উগ্রচিন্তা করিতেছে।

তারপর আসক্ত ব্যক্তির যিনি প্রিয় তিনিও যদি আসক্ত ব্যক্তির উপরে আসক্ত থাকেন অর্থাৎ যদি উভয়ে উভয়ের উপর সমান ভাবে আসক্ত থাকেন আর উভয়ের আসক্তিতে কোন কপটতা না থাকে তবে স্থূল দেহ বহু দূর দূরান্তরে থাকিলে ও ইহারা ভাবনাময় দেহে সর্ব্বদা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে কথা কহেন। এই মিলন অকপটভাবে হইলে স্থূল দেহেও ইহার কার্য্য হয়। কখন অশ্রু, কখন পুলক, কখন হাসি, কখন মান অভিমান, কত রকম হইতে থাকে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি আসক্তি অতি দুর্লভ বস্তু। কিন্তু সাধারণ ভাবের আসক্তি যখন সময়ে সময়ে উগ্র চিন্তায় প্রবলতা লাভ করে তখন ক্ষণ-কালের নিমিত্ত পরস্পর পরস্পরের জন্য একটা ব্যকুলতা তুলে। তাহার পর অন্যচিন্তা উঠিলেই ব্যকুলতা কমিয়া যায়। তবেই দেখা যায় অন্য অভিলাষ ছাড়িতে পারিলেই প্রিয় ব্যক্তির সহিত সূক্ষ্মভাবে মিলন হয়। প্রথমে আসক্তি থাকিলেও "এক তরফা" এই আসক্তিতে যদি কপটতা না থাকে, যদি এই আসক্তি সেই একটী লইয়াই স্ফুরিত হয়, যদি তাহার প্রিয় ব্যক্তিতেই ইহা নিরন্তর মগ্ন থাকে তবে তাহার প্রিয় আসক্ত ব্যক্তির নিকটে ঈশ্বর মূর্ত্তি ধারণ করে। সর্ব্ব অভিলাষ ত্যাগ করিয়া যাহার ভজনা করিবে তাহাই শ্রীভগবান

হইয়া যাইবে। কারণ তিনি ত সর্ব্বত্রই আছেন। আমরা একাগ্র হইতে পারি না বলিয়া, আমরা অন্য অভিলাষ ছাড়িতে পারিনা বলিয়া তাঁহাকে পাই না। মানুষে মানুষে অনুরাগ জন্মিলে সে অনুরাগ যে স্থায়ী হয় না, তাঁহার কারণ অনেক থাকে। অনুরাগ প্রথমে প্রবল ভাবেই আসে ; প্রথম অনুরাগে সবই সুন্দর। তাহাতে কোন দোষ থাকে না ক্রমে অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা আসিয়া সংশয় তুলে। মানুষ কি কখন ভগবান হয় ? ইনিও ত অন্য সাধারণের মত সুখে দুঃখে, রাগ দ্বেষে ব্যাকুল হন। না—না—ইনি শ্রীভগবান্ হইবেন কিরূপে ? ইহা অসম্ভব। ইহারও আধি ব্যাধি দেখা যায়, ইহারও আহার নিদ্রা ভয় ইত্যাদি দেখা যায়—এই সব যখন মনে উঠিতে থাকে তখন মনে হয় মানুষের ঈশ্বর হওয়া অসম্ভব। ইনি ঈশ্বর নহেন ইনি মানুষ, তখন এইরূপ বিপরীত ভাবনা হইয়া যায়। এই যখন হয় তখন অনুরাগ আর রাখা যায় না। তাই বলিতে ছিলাম যে মুহূর্ত্তে অনুরাগের বস্তুতে অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনায় দোষ দর্শন হইতে লাগিল, সেই মুহূর্ত্তেই অনুরাগ দূরে সরিয়া গেল। কিন্তু আবার যখন তাহার গুণ দেখিয়া অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা ক্ষণকালের জন্যও অন্তর্হিত হইল তখন আবার অনুরাগ জন্মিল। পূর্ব্বকৃত অবিশ্বাসের জন্য মন তখন বড়ই অনুতাপ করিল। আবার উগ্রভাবে ভজন চলিল। আবার যখন দোষ-দৃষ্টি জাগিল আবার তখন অবিশ্বাস আসিল। এই ভাবে অনুরাগের খেলা সাধারণ জীবেও হয়—।

উমার মহেশ্বর আছেন। মহেশ্বরের কাছে থাকিলে উমার কিছুই মনে থাকে না। গিরিরাণীর কিন্তু উমা ভিন্ন কেহ নাই। গিরিরাণী সর্ব্বদাই গিরিজার চিন্তা লইয়া থাকেন। এই শরৎকালে উমার সহিত মিলন হইয়াছিল বলিয়া—এই কালের সকল বস্তুই উমার কথা স্মরণ করিয়া দিতেছে। উমার রূপ, উমার গুণ, উমার কার্য্য, উমার স্বরূপ—এক কথায় উমার ধ্যান, উমার সম্বন্ধে উগ্রচিন্তা রাণীকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। এই সময়ে আর কিছুই ত ভাল লাগে না। রাজপ্রাসাদ ভাল লাগে না, লোকজন ভাল লাগে না। শুধুই যে ভাল লাগে না তাহা নহে। "অব সব বিষসম লাগই" এখন সব বিষের মত লাগিতেছে। তাই রাণী হিমালয় রাজ্যের এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ভরা একান্ত স্থানে আসিয়াছেন। আসিয়া যাহা দেখেন তাহাতেই উমার স্মৃতি প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিতেছে। মনে মনে উমার কথা ভাবিতে ভাবিতে অভিভূত হইয়া রাণী মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। মেনকারাণী সুমেরুর কন্যা।

মহাদেবের নিকট হইতে বিদায় লইয়া উমা মাতার কাছে আসিতেছেন। দেহ আসিবার বহু পূর্ব্বে ভাবনাময় আতিবাহিক দেহ আসিয়াছে। রাণী স্বপ্ন দেখিতেছেন। স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে স্বপ্ন ভাঙ্গিল। রাণী উঠিয়া বসিলেন। আর দেখিলেন সম্মুখে রাজা হিমালয়। রাণীর প্রাণ ব্যাকুল। রাণী চারিদিকে প্রকৃতির মধ্যে উমার স্ফুরণ দেখিতেছেন। পুষ্পগন্ধে উমার দেহের গন্ধ পাইতেছেন; শেফালিকা ফুলে উমার রূপ দেখিতেছেন; প্রস্ফুটিত কমলে কমল—বাসিনীর জলভরা চক্ষু দেখিতেছেন। আকাশে নানাবর্ণের মেঘের খেলায় উমার চঞ্চল বসন দেখিতেছেন। রাণী থাকিতে পারেন না—কাঁদিতেছেন। আর গিরিকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছেন। বলিতেছেন—

গিরি! গৌরী আমার এল কৈ?

ঐ যে সবাই এসে দাঁড়িয়েছে হেসে

(শুধু) সুধামুখী আমার প্রাণের উমা নেই।

সুনীল আকাশে ঐ শশী দেখি—

কৈ গিরি আমার কৈ শশি-মুখী—

শেফালিকা এল উমার বর্ণ মাখি—

বল বল আমার কোথা বর্ণময়ী।

নির্ঝরিণীর জল, হ'ল নিরমল

ঐ এল হেসে শান্ত শতদল

শতদলবাসিনী কোথায় আমার বল

(ওরা) তেমনি চেয়ে আছে কেবল তারা নাই।

শরতের বায়ু যখন লাগে গায়

উমার স্পর্শ পাই প্রাণ রাখা দায়

যাও যাও গিরি আনগে উমায়

উমা ছেড়ে আমি কেমন করে রই।

গিরিরাজ ব্যাকুল হইয়াছেন; সান্ত্বনা দিতেছেন, বলিতেছেন রাণি এত উতলা হইও না। একবার মহাদেবের কথা মনে ভাব। সমুদ্র মন্থনে সংসার ধ্বংসকারী অনলরাশির কথা মনে কর। নীলকণ্ঠ কণ্ঠে বিষধারণ করিয়া আছেন। বিষের জ্বালা বড় জ্বালা; শৈলাধিরাজ তনয়া! আহা কত শীতল!

মায়ের আমার শীতলতা স্পর্শে দেবাদিদেব বিষের জ্বালা ভুলিয়া যান। তাই একদণ্ড ছাড়িতে পারেন না, সদাই বুকে বুকে রাখেন। তুমি উতলা হইলে চলিবে কেন? মেনকা কাঁদিতেছেন, বলিতেছেন, গিরি! সুবর্ণ প্রতিমা আমার গৌরী—আর তোমার ভাঙ্গড় ভিখারী জামাতা। আমি ত কতবার কাঁদিয়া বলিয়াছিলাম—এই যোগীকে এই ভাঙ্গড় ভিখারীকে আমার রাজ-দুলারী দিব না। কতইত বলিয়াছিলাম—

যোগিয়াকে সঙ্গ না করুঁগি ব্যাহ্যায় গৌরী মেরী রাজদুলারী।
ইয়ৎ যোগিয়া কি ম্যায় জাত না জানু কৌন পিতা কৌন মাহতারী॥
য়হ যোগিয়া হ্যায় ষাট্ বরষকো গৌরী মেরী বালী হ্যায়—,
পৈর পদ্ম মাথে চন্দ্রমা কর্ণে কুণ্ডল ভারী॥

পায়ে পদ্ম মাথায় চন্দ্রমা, কর্ণে কুণ্ডল, আহা কি রূপ দেখিলাম! দেখিয়া ভুলিয়া গেলাম। গৌরীকে দিলাম। এখন আর প্রাণ ধরিতে পারি না।

রাজা আর শুনিতে পারেন না। রাজা উঠিয়া গিয়াছেন। রাণী আবার মূর্চ্ছা গিয়াছেন।

এমন সময়ে চারিদিকে বড় কোলাহল উঠিল। উমার সখীরা গিরিরাণীকে সংবাদ দিতে দৌড়িতে দৌড়িতে আসিয়াছে। রাণি! আর কেন শয়ন করিয়া আছ—মা উঠ।

গা তোল গা তোল বাঁধ মা কুন্তল
ঐ এল পাষাণী তোর ঈশানী।
যুগল শিশু লয়ে কোলে মা কৈ মা কৈ ব'লে
ঐ এল তোর শশধর-বদনী॥
ত্রিভুবন ধন্যে ত্রিভুবন মান্যে
তোর মেয়ের তুলনা নাই রাণি
এমন রূপ দেখি নাই কা'র হরে মনের অন্ধকার
নাশ করে তোমার হরমনমোহিনী।
ধর্লি যে রত্ন উদরে তোর মত সংসারে
রত্নগর্ভা এমন নাই গো রাণী
আমরা ভাবতাম্ ভবের প্রিয়ে, আজ শুনি তোমার মেয়ে
উমা নাকি ভবের ভয়হারিণী॥

"উমা নাকি ভবের ভয়হারিণী" বলিতে বলিতে পাঁচ সাত সখী রাণীর নিকটে আসিল। রাণী স্বপ্নে আবার উমাকে পাইয়াছিলেন পাইয়া স্বপ্নেই কতকি বলিয়াছিলেন—বলিতেছিলেন—

ওমা মনে পড়ে এতদিনে।
এলি মা ভবনে
ওমা পিতা মাতা আকুল তব দরশন বিনে।
কুশল বল মা শুনি জুড়াক তাপিত প্রাণী,
কোলে আয় মা ভবরাণী,
মা ব'লে বদনে।

অকস্মাৎ সখীদিগের কোলাহল রাণীর কর্ণে গেল। রাণীর স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে। এমন সময় জয় জয় শব্দে চারিদিক আপূরিত হইল। গুহ গজাননকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া উমা দ্রুতপদে মায়ের দিকে আসিতেছেন। মনে জানেন মায়ের অভিমান হইয়াছে। তখন বিশ্ব বিমোহিনী মায়ের অভিমানের উপরে নিজের অভিমান জাগাইয়া ছুটিয়া আসিতেছেন। আর চারিদিকে সকলে উমার জয়ধ্বনি করিতেছে।

উমা এল এল জয়ধ্বনি গিরিরাণী শুনিয়ে।
অমনি এলোকেশে ধায় পাগলিনীর প্রায়
"উমার জয় বলিয়ে।
উমা দুবাহু পশারি মায়ের গলে ধরি
অভিমানে ভাসে নয়ন জলে।
কৈ মেয়ে বলে তত্ত্ব ক'রেছিলে
নিতান্ত মা আমায় পাসুরে ছিলে॥
ওমা কৈলাসেতে সবে আমার কয়
আই আই তোর কি মা নাই
শুনে মরমে মরে যাই
বলি আমার পিতে এসেছিলেন নিতে
শিবের দোষ দিয়ে কাঁদি বিরলে॥

ওমা শ্বশুর শাশুড়ী নাহিক যার
বল কেবা আদর করে তার,
আমি থাকি ধরাসনে মনের অভিমানে
আমার বলে আমায় ধ'রে কে তোলে।

কি অপূর্ব্ব হইল। মা মায়ের গলা জড়াইয়া কাঁদিতেছেন, মেনকার চক্ষে অবিরল জল ধারা। মেনকা উমার চক্ষের জল মুছাইতেছেন। এমন সময়ে গুহ গজানন আসিলেন। মেনকা গুহ গজাননকে কোলে লইয়া উপবেশন করিলেন উমা মায়ের নিকট বসিয়াছেন। আর চারিদিকে উমার সখিগণ জয়ধ্বনি করিতেছে—গিরিরাজ সম্মুখে দণ্ডায়মান! এই দৃশ্য জয়যুক্ত হউক!

গুহ গজানন রাজার নিকটে দৌড়িয়া গিয়াছেন। রাণী উমাকে কোলে লইয়া বসিয়াছেন আর কতই দুঃখের কথা বলিতেছেন। উমা মনে মনে আশঙ্কা করিতেছেন বুঝিবা শিব নিন্দা আবার হয়। রাণী বলিতেছেন—

কেমন ক'রে হরের ঘরে ছিলি উমা বল্‌মা তাই।
কত লোকে কতই বলে শুনে লাজে মরে যাই।
শুন্‌তে পাই মা পরে পরে, জামাই নাকি ভিক্ষা করে,
তুই নাকি মা হরের সঙ্গে
সোণার অঙ্গে মাখিস্ ছাই।

উমা বিপত্তি গণিতেছেন। আর তুমি জননি! তোমার উমা যদি স্বামী-গত প্রাণা হয় তবে তুমি কেন মেয়ের কাছে মেয়ের স্বামীর নিন্দা কর? উমা বিপত্তি গণিয়া স্বামীর আদরের কথা তুলিতেন। ভোলা যে তাঁর জন্যই পাগল তাহাই বলিতে লাগিলেন। সে যে আসিবার সময় নয়নজলে ভাসিয়া গিয়াছিল তাহাই বলিতে লাগিলেন। একটু চাপ দিয়া বলিতে লাগিলেন।—

তুমি ত মা ছিলে ভুলে আমি পাগল নিয়ে সারা হই—
হাসে কাঁদে সদাই ভোলা জানেনা মা আমা বই।
দিতে হয় মা মুখে তুলে, না হয় খেতে যায় মা ভুলে
ভোলার কথা ভাব্‌তে গেলে আমাতে আর আমি নই।
ভুলিয়ে যখন এলাম চলে, ভেসে গেল নয়ন জলে
একা পাছে যায় মা চ'লে আপন হারা এমন কৈ।

উমার গদ্‌গদ্‌ ভাবে রাণী বুঝিতেছেন উমা বড় সুখে আছে। তবু বলিতেছেন মা তোর এত সুখ—তবে বল্‌ দেখি তোর সোণার অঙ্গ এমন কেন হইল? তোর অঙ্গের আভরণ কোথায় গেল?

উমা তখন নিজের অঙ্গের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিয়া হাসিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন মা! আমিই কেবল অলঙ্কারের অহঙ্কার করিতে পারি। যে স্বামীর আদর পায়, স্বামীর আদরই যার আভরণ, তার আবার অন্য আভরণের কি প্রয়োজন মা? মা আমার কত সুখ কত সুখের আভরণ আমি পরি মা তাহা কি না বলিলে তুমি বুঝিবে? শুন মা আমার কত আভরণ।

নাই আভরণ এমন কথা মুখে এন না মা আর।
আমি কেবল কর্‌তে পারি মা অলঙ্কারের অহঙ্কার॥
এজগৎ বটে মা আমার অলঙ্কার সাজান থাল,
প্রাতর্মধ্যা-সায়ংকালে পরায়ে দেয় স্বয়ংকাল;
আবার নিশাকালে ব'দলে পরায়
তাতে আলো আঁধার দুই দেখা যায়,
বল মা তবে কার মা ভবে আছে এমন অলঙ্কার॥
কে বলে মা তোমার উমার অলঙ্কারের অপ্রতুল,
পরি আমি স্থির-তড়িতের সুতায় গাঁথা তারার ফুল,
প'রে থাকি তাই মা বলি ইন্দ্রধনুর একাবলী
তা বৈ বৈজয়ন্তী কি মা পর্‌বে বৈজয়ন্তীর হার॥
জীবের জীবন নাসার নোলক তা ত জানে সর্ব্বজন,
পদ্ম-পত্র জলের মতন দোলে যে তা সর্ব্বক্ষণ।
জ্ঞান সমুদ্রের মহারতন, উপনিষৎ (আমার) কর্ণভূষণ
মুকুট আমার সদানন্দ নাশেন ভবের অন্ধকার।
বরাভয় মোর হাতের বলয়, তা ত সবায় জানা কথা,
(আমি) করুণার কঙ্কণ পরি মুক্তিফলে মালা গাঁথা;
মায়া বস্ত্রে কায়া ঢাকি, সদা সঙ্গোপনে থাকি
নিতম্বে সতত পরি সপ্ত সিন্ধুর চন্দ্রহার॥
অষ্টসিদ্ধির নূপুর পরি তাইতে বেশী অনুরাগ
পুণ্যগন্ধ স্বরূপিণী স্বয়ং শ্রী মোর অঙ্গরাগ।

ব্রহ্মা আমার অলক্তের জল, কেশব আমার চক্ষের কাজল ;
কালানল তাম্বুল আমি চর্ব্বণ করি বারম্বার ॥
গোবিন্দ দেখেছে মাগো সুধাইলে বল্‌বে সেই,
বাছা বাছা কাঁচা মেঘের আমলা বেটে মাথায় দেই ;
পোহাইলে বিভাবরী শিশু-সূর্য্যের সিন্দুর পরি .
চাঁদ বেটে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে থাকি অনিবার ॥

মা ও মেয়ের কত কথাই হইল। এ কথার অন্ত নাই। তাই বলিতেছিলাম কত বৎসরইত পূজা আসিল, পূজা গেল। কিন্তু মাকে ঠিক করিয়া একটু কি বুঝা হইল ? বিদ্মহে কি হইল ? যদি "বিদ্মহে"তেই গোল থাকিয়া যায় তবে কি "ধীমহি" হয় ? আর "ধীমহি" যদি না হয় তবে কি তিনিই সব করিতেছেন, তিনিই সবার প্রেরণা করিতেছেন, তিনিই আত্মারূপে ঘটে ঘটে বিরাজ করিতেছেন, আবার বিশ্বরূপে সারা জগৎ ছাইয়া ভিতরে বাহিরে তিনিই আছেন, আর বিশ্ব লয় করিয়া তিনিই "আপনি আপনি" থাকেন ইহা কি ধরা যায় ? শ্রুতি যে বলেন—

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো
যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং
যং পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥

এই শ্রুতি বাক্যে যাঁহাকে লক্ষ্য করা হইতেছে তিনিই যে এই পৃথিবীর দুঃখের সময়ে, পৃথিবীর বিপর্য্যয় কালে, ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান সময়ে যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন ইহা বুঝিতে কি তখন কষ্ট হয় ? তাই বলিতেছিলাম যখন সৃষ্টি থাকে না তখন যিনি "আপনি, আপনি,"—যখন সৃষ্টি ভাসে তখন তিনিই সর্ব্ব বস্তুর অন্তরে বাহিরে অন্তর্যামিনীরূপে এবং ব্যষ্টি জগতে প্রতি জীবের মধ্যে আত্মারূপে বিরাজমানা—তিনিই আবার দেবাসুরের বিবাদ মিটাইবার জন্য কখন দুর্গা কখন কালী কখন রাম কখন কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণা— এইরূপে "বিদ্মহে" করিলে আর ত আমাদের কোন গোল থাকেনা। তখন ত আমাদের দেশ জুড়িয়া এক মায়েরই পূজা হয়। তাই পূজার দিনে আমাদের সাম্প্রদায়িকতা দূর করিয়া—এস সকলে একবার এই মায়ের পূজা করি।

ঐ শুন বিল্ববরণের বাজনা বাজিয়া উঠিল। ঐ দেখ মা বিল্বমূলে দাঁড়াইয়া আছেন। এস এস মাকে বরণ করিয়া লই এস। আর "জটাজূটসমাযুক্তাং" এর সঙ্গে মাকে আত্মারূপে, বিশ্বরূপিণী রূপে এবং"আপনি আপনি" রূপে বিগ্রহে করিয়া ঠিক ঠিক ধীমহি করি এস। তবেই "প্রচোদয়াৎ" বুঝিতে পারিয়া ধন্য হইয়া যাইব।

স্থির।

তুমি যদি কেহ মোর না হইবে গোরি।
প্রাতে উঠে কেন আমি তব নাম স্মরি?
তোমায় আমায় যদি নাহি পরিচয়;
দেখিতে তোমায় কেন ব্যাকুল হৃদয়?
রজনী যবে আমি সুখে নিদ্রা যাই,
বিনিদ্র থাকিয়া 'রক্ষ' শুনিবারে পাই।
তুমি যদি নও মোর নিতান্ত আপন
তব ধ্যানে কেন প্রাণে শান্তি অনুক্ষণ?
তুমি মোর পর নও ওহে ভগবন্।
সকল আপন হ'তে তুমিই আপন॥
মায়িক এ লীলা খেলা সকলি অস্থির।
"তুমি আমি এক" ইহা স্থির, স্থির, স্থির॥

স্বামী শিবানন্দ।

জগদম্বা তপোবন বারদী ঢাকা।

"রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড" গ্রন্থের আলোচনা।*

ভবসাগর সন্তরণের তরী পরাবিদ্যার সারভূতা শ্রীশ্রীগীতা যাঁহার নামাঙ্কিত হইয়া বঙ্গীয় সভ্যসমাজে পরমাদরের সহিত নিরন্তর গীত হইতেছে, গীতার শ্রোতা শ্রীভগবৎসমক্ষে "বুদ্ধিং মোহয়সীব মে" বলিয়া যে মহাগ্রন্থের দুর্ব্বোধতা স্পষ্টতঃ প্রকাশ করিয়াছেন সেই শ্রীশ্রীগীতা গ্রন্থের ব্যাখ্যা ইহা অপেক্ষা উত্তম হইতে পারেনা এবম্বিধ পাঠক বাক্যে যিনি প্রতিনিয়ত অভিনন্দিত হইতেছেন, উপাধি বিগমে ব্যগ্র হইলেও জ্ঞানী ভক্ত সাধক প্রভৃতি উপাধি দ্বারা অগণিত পণ্ডিত মুখে সতত যিনি কীর্ত্তিত হইতেছেন, বলোত্তম জ্ঞান ও তপস্যা যাঁহার সম্বল, ভক্তির যিনি মূর্ত্ত বিগ্রহ, বৈধকর্ম্ম বশে চিত্ত যাঁহার একান্ত নির্ম্মল, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য" ইত্যাদি মহাশ্রুতি বোধিত জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া যিনি চির পরিতৃপ্ত, সেই পরম ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহোদয়ের নিরুপম দ্বিতীয় কৃতি "রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড" পাঠ করিয়া একান্ত প্রীত হইলাম। ইনি কৃপাপূর্ব্বক স্নেহের প্রেরণায় আমাকে একখণ্ড পুস্তক প্রদান করায় আমি নিজকে ভাগ্যবান্ মনে করিতেছি। আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণ প্রধানভাবে অবলম্বন করিয়া পবিত্র শ্রীরামচরিত্র বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য লিখিত এই রামায়ণ এক অভূতপূর্ব্ব গ্রন্থ।

বিবিধ রামায়ণ ও গ্রন্থান্তরীয় শ্রীরাম চরিত্র বর্ণন সম্যক্ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দুগ্ধ হইতে নবনীতের মত সমস্ত উপনিষদ্ হইতে "শ্রীশ্রীগীতা"র মত শ্রুতি হইতে অপরধর্ম্মশাস্ত্র সমূহের মত শ্রীরামচরিতরূপ বিশাল গ্রন্থ সমুদ্র হইতে অভিনব রামায়ণরূপ এই মহারত্ন অতি সমাদরে পরম যত্নে সংগৃহীত হইতেছে। কত দীর্ঘ ভাবনায়—কিরূপ কঠোর সাধনায়—শ্রীরাম বিরহে কত অমিতনেত্র জলে বক্ষঃস্থল সিক্ত হইলে, পরকীয় বক্ষঃ অশ্রুসিক্ত করিতে দক্ষ, পরকে শ্রীরাম ভাবনায় নিযুক্ত করিতে সক্ষম, এবম্বিধ পরম হৃদ্য বাক্য লিখিত হইতে পারে—তাহা নিরূপণ করিতে অনধিকারী আমি একান্ত অক্ষম।

---

* যদিও এইরূপ প্রশংসা এই পত্রে বাহির করা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ তথাপি পণ্ডিত মহাশয়কে আমরা শ্রদ্ধা করি, উঁহার শাস্ত্র ব্যাখ্যা শ্রবণে বহু লোকেই মুগ্ধ; তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে ইহা প্রকাশ করা হইল। উৎসব সম্পাদক]

তথাপি শ্রীরাম চরিত্র জিজ্ঞাসু সজ্জনগণের নিকট বিনীত নিবেদন এই আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি বেদব্যাস প্রভৃতি হইতে কালিদাস ভবভূতি ভট্টি বা ভর্তৃহরি পর্য্যন্ত তৎপরে তুলসীদাস কৃত্তিবাস রঘুনন্দনাদি পর্য্যন্ত পর—পরিত্রাণ—কামী মহনীয় রামভক্ত মহাত্মাবৃন্দ শ্রীরাম চরিত্র বর্ণনা করিয়া ভক্তের প্রাণে যে অনুপম রসমাধুর্য্য আনয়ন করিয়াছেন, সেই সমস্ত রস মাধুর্য্য একত্র উপভোগ করিতে হইলে, শ্রীরাম চরিত্রের অখিল বৈশিষ্ট্য নিগূঢ় তত্ত্ব সম্যক বুঝিতে হইলে, শ্রীশ্রীসীতারামের অপূর্ব্ব লীলার প্রকৃত রূপ হেতু ফল প্রভৃতি যথার্থতঃ উপলব্ধি করিতে হইলে শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ রসভাব পটু কবিচিত্তহারী ভক্তপ্রবর ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহোদয়ের নিরুপম "রামায়ণ" অধ্যায়ন করুন। গ্রন্থের আরম্ভ হইতে প্রায় পত্রে পত্রে প্রতি ছত্রে প্রকাশমান করুণামূর্ত্তি শ্রীরাম জানকীর উপাসনাক্রম পরহিত ব্রত লেখকের কি মহোদ্দেশ্যই সূচনা করিতেছে ? সুযোগ্য লেখক বেদাদি সমগ্র শাস্ত্র মথিত কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তির নিগূঢ় রহস্য বিভিন্নস্থানে অতি সংক্ষেপে নিরূপণ করিয়া পাঠককে তাহাতে অনুরক্ত করিবার জন্য কত বিনীত বচনবিন্যাস নৈপুণ্যে ঐকান্তিক জনকল্যাণ-কামনা ব্যক্ত করিয়াছেন। সুযোগ্য পাঠক, শ্রীশ্রীসীতারামের অনন্ত করুণার কথা বারম্বার পাঠ করিয়া অবশ্যই ভাবিবেন;—মহনীয় লেখক ইহাঁদের করুণা লাভে সম্পুর্ণ সমর্থ হইয়াছেন। শ্রীরাম যে তাহার প্রতি দয়াল, তিনি যে শ্রীরামের দয়া লাভে ধন্য হইয়াছেন;—এই গ্রন্থই তাহার সাক্ষী। দ্বিচত্বারিংশ-দধ্যায়ে পরিসমাপ্ত এই গ্রন্থ "অযোধ্যাকাণ্ড" এই সংজ্ঞার অন্বর্থক সম্পূর্ণরূপে. অনুসরণ করিয়াছে। করুণাময় শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গলের জন্য যোগেশ্বরী জগল্লক্ষ্মীকে লইয়া অনন্তরূপ লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যার সমস্ত কর্ম্মকাণ্ড সমাপ্ত করিয়া বিদায় হইলেন,—বিপুল অযোধ্যা বিশাল হাহাকাবে অরণ্য শ্রীধারণ করিল, সকল সংসার শোককালিমায় আবৃত হইয়া অরণ্যকাণ্ডের সূচনা করিল। কি এই অভূতপূর্ব্ব চিত্র ??

মহনীয় লেখকের গভীর অন্তস্তল হইতে উত্থিত শ্রীরাম বিরহের তপ্ত নিঃশ্বাস তাৎকালিক বিরহদশাকে মূর্ত্ত করিয়াই যেন অক্ষরচ্ছলে প্রকাশ পাইতেছে। মনের মোহান্ধকার চিরবিদূরিত করিবার চরম উপায় এই শ্রীশ্রীরামবিরহতিমির ভক্তের চিত্তাকাশে জ্ঞান মিহির উদ্ভাসিত করিয়া কি অদ্ভুত কাণ্ডই করিতেছে ?

মহনীয় এই গ্রন্থ সম্পাদক শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক সূচনা হইতে বনগমন বৃত্তান্ত—পুত্রবিরহিনী কৌশল্যার প্রতি সুমিত্রার সান্ত্বনান্ত

ঘটনা মধ্যে রাণী কৈকেয়ীর প্রাধান্য লক্ষ্য করিয়া ঐ সম্বাদ সমূহকে "উৎসবপর্ব্বে রাণী কৈকেয়ী" "বিঘ্নপর্ব্বে রাণী কৈকেয়ী" ও বিষাদপর্ব্বে রাণী কৈকেয়ী" এই সংজ্ঞাত্রয়ে বিভক্ত করিয়া ঐ অংশ সমষ্টিকে "আদ্যলীলা" রূপে নির্দ্দেশ করতঃ দ্বিচত্বারিংশৎ অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন। ঐ সম্বাদ সমূহ মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণে চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। অভিনব পথে নিরুপম উপায়ে শ্রীরামচরিত্র চিত্রিত করিবার ধন্যাহ এই প্রযত্ন রাণী কৈকেয়ীর স্বভাবকে ভিত্তি করিয়া কৃতকৃত্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

রাণী কৈকেয়ী শ্রীরামলীলার মূল, বিশ্বমঙ্গলের হেতু। শ্রীরামবিরহ সম্পাদন করিয়া ভক্তের প্রাণে শ্রীরাম বিরহের তীব্র বেদনা জাগাইয়া দূরবর্ত্তি ক্লেশ লভ্য মহামিলনের সূচনা যিনি করিয়াছিলেন, জগন্নিয়ন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার সৌভাগ্যচ্ছলে অসীম কলঙ্ক যিনি বিঘ্নপরম্পরামধ্যেও উন্নতশিরে বহিয়াছিলেন, যিনি বিশ্বপ্রসূতিকে পতির জন্য অরণ্যে পাঠাইয়া দীর্ঘ দুঃখে নিঃক্ষেপ করতঃ সতীর কর্ত্তব্য প্রসূতিকুলকে সুচারুরূপেই বুঝাইয়াছিলেন, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃ প্রীতি ভরতের পরীক্ষা সুমিত্রার পরার্থতা প্রভৃতি মহনীয় ঘটনা যাহার প্রভাবে প্রকটিত হইল—এক কথায় মায়ামানুষকে যিনি বিশ্বের সকাশে প্রকাশ করিলেন, আদ্যলীলার গুরুকেন্দ্র সেই কৈকেয়ীর কর্ম্মধারা পর্ব্বত্রয়ে বিভক্ত হইয়া কৃতকৃত্যলেখকের অমর-তুলিকায় একান্ত মনোরমভাবে চিত্রিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে সৎসঙ্গ বিষয়ে গোস্বামী তুলসী দাসের ছয়টী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, সঙ্গের ফল ও হেতু পর পর বাক্যে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। প্রথমাধ্যায়ে রাণী কৈকেয়ীর গূঢ়ার্থ অন্তঃপুরে মহারাজ দশরথের শ্রীরাম চিন্তা—সে চিন্তায় মহর্ষি বাল্মীকি প্রযুক্ত শ্রীরাম বিশেষণ বাক্য সমূহের বিশদ অর্থ ও তাহার তাৎপর্য্য নির্দ্দেশ; পরে শ্রীজানকীর ভাবনা; ক্রমে সাধনোক্ত পথে শ্রীশ্রীসীতা-রামের ধ্যান পরিপাকে মহারাজ দশরথের সঙ্কল্প বিলয় যথাশাস্ত্র নিরূপিত হইয়াছে। সংক্ষেপে তেমন দুরূহ বিষয়ের এবম্বিধ বর্ণনা ভাষায় সম্ভবতঃ এই প্রথম। দ্বিতীয়াধ্যায়ে কাল ও অদৃষ্টের প্রভাব এবং তদ্দ্বারা শ্রীরাম নির্ব্বাসনের প্রয়োজন সন্ধান অতি জ্ঞাতব্য বস্তু। সুযোগ্য পাঠক উক্ত অধ্যায়দ্বয়ের প্রতিপাদ্য অর্থ প্রণিধান দ্বারা বুঝিতে সক্ষম হইবেন। পঞ্চমে—শ্রীরাম জানকীর বাসস্থান কনক ভবনের বর্ণনায় আন্তর পদ্ম ত্রয়ের উপাসনোপযোগী স্বরূপ নির্দ্দেশ একান্ত শিক্ষনীয়রূপে যোগ্য পাঠকের চিত্ত অবশ্যই আকর্ষণ করিবে। উহা যে কেমন তাহা লেখকের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়—"যে জানে সেই

জানে"! ষষ্ঠে—শ্রীরাম নারদ সম্বাদ ও মহর্ষি নারদকৃত স্তুতি একান্ত শিক্ষা স্থান, "ভগবান্ বেদ ব্রহ্ম সম্ভব মহর্ষি বাল্মীকি হইতে রামায়ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, শ্রীরামচন্দ্র সেই বেদ বেদ্য পরম পুরুষ" এই পরম তত্ত্ব মনোরম ভাবে প্রতিপাদনের জন্য কঠোর দর্শন সিদ্ধান্ত সমূহ অতি সংক্ষেপে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করিয়া মহনীয় লেখক যে অসীম লেখ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকতঃ নির্দ্দেশ অসম্ভব। পাঠক, ষষ্ঠাধ্যায়ে শ্রীশ্রীসীতা রামের পূর্ণ পরিচয়ের সহিত স্বীয় জীবভাব দেহত্রয় ও তাহা হইতে মুক্তি; এবং ভূভার হরণার্থ অসুর সংহার, চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস, তদন্তে রাবণের প্রারব্ধ ক্ষয়ে সবংশ ধ্বংস এই কর্ম্ম ধারা জিজ্ঞাসু ব্রহ্মাকে জানা ইহার জন্য মহর্ষি নারদের প্রতি শ্রীরামের উক্তি প্রভৃতি পাঠ করিয়া ক্রমে ভক্তির পথে আন্তর গতি অবশ্যই লক্ষ্য করিবেন। সপ্তমে—ভগবান্ রামচন্দ্রের প্রতি মহারাজ দশরথের উপদেশ অত্যন্ত উপাদেয়, রামভক্ত কৃত্তিবাস ও রঘুনন্দনের সরস বাক্যাবলী দ্বারা উহা সমধিক মনোজ্ঞ হইয়াছে।

অষ্টমে—শ্রীরামচন্দ্রের কল্যাণার্থ দেবারাধনায় নিযুক্তা রাণী কৌশল্যার স্বরূপ নির্ব্বাচনচ্ছলে এদিনে তেমন রমণীর অত্যল্পতা ও সত্যদর্শী মহর্ষি বাল্মীকির যোগ প্রভাবে রামচরিত্র জ্ঞান—এতদুভয় বিষয়ে পবিত্র পর্য্যালোচনা অত্যন্ত হৃদয় গ্রাহিণী হইয়াছে।

নবমে—শ্রীশ্রীসীতারাম ইক্ষ্বাকুকুল গুরু মহর্ষি বশিষ্ঠ দেবের অভ্যর্থনা করিলে মহর্ষির গভীরার্থ স্তুতি—"পৌরোহিত্যমহং জানে" ইত্যাদি সুবিদিত উক্তি পাঠকের প্রাণে অভূত পূর্ব্ব আনন্দ আনয়ন করিবে।

বিঘ্নপর্ব্ব—দ্বিতীয়াধ্যায়ে মন্থরা কৈকেয়ী সম্বাদ লেখ নৈপুণ্যের চরম নিদর্শন। মন্থরা—দেব কার্য্যার্থ প্রেষিত অপ্সরা যেমন করিয়া দেবকার্য্য উদ্ধার করিল, যে ভাবে তাহার সঙ্গ ফলে কৈকেয়ীর বুদ্ধি ভ্রংশ ঘটিল, বাণী দেবপ্রেরণায় প্রথমে মন্থরার পরে কৈকেয়ীতে প্রবেশ করিয়া যে সকল দারুণ কথার অবতারণা করিলেন, মহনীয় লেখক, আদি কবির বাক্যাবলী উদ্ধৃত করিয়া তাহার বিশদ ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। মনে হয়—মন্থরা ও কৈকেয়ীকে সম্যক্ বুঝিতে হইলে তাহাদের বচন ভঙ্গীর মর্ম্ম জানিতে হইলে এই ভাবগ্রাহী লেখকের বিশদ বচন পরম্পরাই এক মাত্র উপায়। অত্রত্য লেখ নৈপুণ্য দর্শনে পাঠক অবশ্যই বিস্মিত হইবেন। বিষয় বিষ কত ভীষণ! অসৎ সঙ্গ কেমনভয়ঙ্কর! দুরন্ত কামনা জীবকে কি গভীর অন্ধকারে লইয়া যায়! কামের গন্ধ কতদূর অন্ধ করিতে পারে! পরশ্রীহিংস্রের মন কতনা বিশ্রী

করিতে সমর্থ? এবম্বিধ প্রশ্ন নিচয়ের সমাধান পর্য্যালোচন ফলে পাঠকের মনে বিশ্ব রহস্যের আবৃত এক অংশ উদ্‌ঘাটিত হইবে। এদিনে সংসার মঞ্চে কৈকেয়ী মন্থরার অভিনয় অত্যধিক ঘটিতেছে দেখিয়া মহনীয় লেখক জন সমাজকে সাবধান হইতে উপদেশ করিয়াছেন। বিভিন্ন চরিত্রের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শাস্ত্র ও সদাচারাদিতে শ্রদ্ধাশীল অতীত জন সমাজের উন্নত অবস্থার পর্য্যালোচনা এবং বর্ত্তমান কালে শাস্ত্র ও সদাচারাদিতে শ্রদ্ধাহীন জনগণের বিবিধ দুরবস্থা ও তাহার প্রতীকারোপায় প্রভৃতি বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ের যথাশাস্ত্র বিবেচনা লেখকের অশেষ শাস্ত্রাভিজ্ঞতার বিস্পষ্ট নিদর্শন। এই ক্ষীণ পুণ্যকালে ঐসকল উপদেশ পাঠকের মহোপকার বিধান করিবে। বাহুল্য ভয়ে অপর অধ্যায় সমূহের আলোচনা পরিত্যক্ত হইল। তারক ব্রহ্ম রাম নাম ভব সমুদ্র পার হইবার চরম উপায়, সর্ব্বপাপ নিবৃত্তির শেষ সম্বল ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। একদা রামনাম বলে লবণ সমুদ্র পার হইবার পূর্ব্বকালে রামপ্রিয় কপীশ্বর বলিয়াছিলেন—

"যন্নাম স্মৃতি মাত্রতোঽপরিমিতাং সংসারবারাংনিধিম্।
তীর্ত্ত্বা গচ্ছতি দুর্জ্জনোঽপি পরমং বিষ্ণোঃ পদং শাশ্বতম্।"

অন্ততঃ অন্তিমে সমুচিত ভাবে সেই রামনাম লইয়া চিরকৃতার্থ হইবার জন্য শ্রীরামচরিত শ্রবণ একান্ত আবশ্যক, ইহা যাঁহারা মনে করেন, রামচরিত শ্রবণে কিছুমাত্র কামনা যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন এই রামায়ণখানা পাঠ করুন। পাঠকালে মনে হইবে বঙ্গ ভাষার সাহায্যে শ্রীরাম চরিত্র বুঝিবার ইহাই চরম উপায়। শব্দ ইহার অধিক আর নির্ব্বাচন করিতে পারে না, ভাষা যতটুকু বুঝাইতে পারে তাহা এই লেখকের অমর লেখনীতে সম্পূর্ণ ব্যক্ত হইয়াছে। লেখককৃতার্থ হইয়াছেন।

পাঠকবৃন্দ বহু স্থানে মহর্ষি বাল্মীকির শ্লোক ও তাহার প্রকৃত বঙ্গানুবাদ দেখিতে পাইবেন এবং স্থল বিশেষে মহানাটক দেবী ভাগবত ও বিভিন্ন রামায়ণের শ্লোক ও তাহার বিশদ বঙ্গানুবাদ এবং গোস্বামী তুলসী দাস কৃত্তিবাস রঘুনন্দনাদি রাম ভক্ত কবি বৃন্দের সুললিত শ্লোক সমূহ পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইবেন।

এবম্বিধ অভিনব প্রকারে অচিরে এই রামায়ণ গ্রন্থ সম্পূর্ণ হউক, পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহোদয়ের সাধনার ফলে জন সমাজে পরমকারুণিক শ্রীশ্রীসীতারামের প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তি সমধিক বর্দ্ধিত হউক, ইহাই করুণাকর বিধাতার পদে বিনীত প্রার্থনা ইতি।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র তর্কাচার্য্য
কবীন্দ্র কলেজ গৈলা, বরিশাল।

দুয়ারে।

(ওগো) তোমারি দুয়ারে বসতি আমার
যাতায়াত দিবা রাতি
উজলি উঠিছে দশদিশ ভরি।
তোমার শ্রীঅঙ্গ ভাতি
তৃষার ছলনে মুগ্ধ মম মন
ঘন ঘন পথ চাই
এত কাছে তুমি তোমায় আমায়
তবু কেন দেখা নাই
তোমার চরণ পরশ শবদে
ভরিত আমার প্রাণ
(আমি) শুনিব কি আর মন্ত্র পূত আহা,
সে পদ নূপুর তান।
(ওগো) হৃদয় পরতে অঙ্কিত আমার
সে রাঙ্গা চরণ তল
চাপি করতলে লুবধ মানস,
মাথায় আঁখির জল।
দেব প্রীতি হেতু দয়া শীলতায়,
উদিলা যেমন ইন্দু
উদয়ে তেমতি মথি হৃদাম্বুধি
বিতরি করুণা সিন্ধু।
এ নব বরষে নূতন উল্লাসে
শ্রীপদে লইনু ঠাঁই
কল্পতরু তুমি আমায় বাসনা
অবিদিত তব নাই।

শ্রীরাজবালা দাসী।

শ্রীশ্রীনামামৃত লহরী।

আমায় ডাক্‌ছিস্ আমি এসেছি।

এস তুমি আমার হৃদয় কমলে ব'স।

আচ্ছা তুই নাম কর আমার নাম শুন্‌তে আমি বড় ভাল বাসি।

তবে নাম করি সীতারাম সীতারাম হরেকৃষ্ণ হরে রাম।

দেখ ভক্ত আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, ভক্তকে যত ভালবাসি সেরূপ লক্ষ্মীকে অথবা আমাকেও ভাল বাসি না।

আমার বড় ভক্ত হ'তে ইচ্ছা করে।

তা তুই ভক্ত হ।

তার উপায় বলে দাও।

কেবল সদা সর্ব্বদা নাম কর্‌লে ভক্ত হতে পার্‌বি অবিরাম নাম কর। এই কলিযুগের জন্য নাম কীর্ত্তন রূপ মহাযজ্ঞের কথা বলেছি, যে নাম কীর্ত্তন কর্‌বে সে আমাকে লাভ করবেই; আমার নিকট আস্‌বার নাম কীর্ত্তনই সুন্দর নিরাপদ পথ; এ পথে কোনও ভয় নাই, পথ ভুল হবার নয় এ পথে আমার কিঙ্কর,পুলক অশ্রু রোমহর্ষ কম্প স্বেদ অঙ্গ বিক্রিয়া তোকে আনন্দদান কর্‌তে কর্‌তে আমার কাছে লয়ে আস্‌বে এ প্রেমের পথ আনন্দ দিয়ে গড়া; যেদিন হতে মানুষ এপথে চল্‌তে আরম্ভ করে সেই দিন হতেই আনন্দ পায়।

দেখ তুমি যা বল্‌ছ সব সত্য কিন্তু মাঝে মাঝে সব কেমন করে দাও কেন?

দেখ একটী দ্রব্যের আস্বাদ যদি কেহ নিত্য গ্রহণ করে তাহলে তার মাধুর্য্য থাকে না তাই কখন কখন আমি তোকে সাড়া না দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে রঙ্গ দেখি তুই যখন আমার সাড়া না পেয়ে আকুলি ব্যাকুলি করিস্ কাতর হয়ে পড়িস্ সেই সময় ধীরে ধীরে এসে তোকে স্পর্শ করি।

তাহলে রস না পাওয়া তোমারই রঙ্গ?

হাঁরে সবই আমার খেলা। শোন্ আমার আশ্রয় গ্রহণ কর্‌লে ভক্ত চির দিনের জন্য নির্ভয় হয়ে যায়; আমার সুদর্শন চক্র ভক্তকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করে, আমার দূত গণ ভক্তকে রক্ষা কর্‌বার জন্য সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিচরণ করে ও অলক্ষিতে ভক্ত গণের আধি ব্যাধি দূর করে দেয়।

আচ্ছা আমার সকল ডাক তুমি শুন্‌তে পাও?

তুই হাঁসালি। হাঁরে আমি তোর অন্তরে বাস করি এ কথা কি ভুলে যাচ্ছিস্?

তাওত বটে তবে আমি তোমায় মাঝে মাঝে হারিয়ে ফেলি কি না তাই মনে করি তুমি বুঝি দূরে থাক।

শোন্ কেবল আমি কেন তুই যখন যেখান হ'তে ডাকিস্ না কেন সে ডাক তৎক্ষণাৎ নারদ ব্যাস শুক সনাতন বাল্মীকি বশিষ্ঠ উদ্ধব অক্রূর গোপ গোপী ও হনুমান প্রভৃতি ভক্তগণ শুনিতে পায়; সে ডাকে আমি স্থির থাক্‌তে পারিনা তোর কাছে ছুটে আসি।

কৈ আমিত তা বুঝ্‌তে পারি না।

যে সময় তুই অন্য চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে নাম করিস্ আমি এলেও আমায় দেখতে পাস্‌না আমার আসনে বিষয় চিন্তাকে দেখে আমি ফিরে যাই আবার ডাকিস্ আবার আসি আবার ফিরে যাই তোর হৃদয় কমলে বস্‌তে গিয়ে বসতে পাই না;

আহা আহা তুমি আমার জন্য এত কষ্ট কর! তুমি আমায় এত ভালবাস! দাও আমার বিষয় চিন্তা সরিয়ে দাও আমার বিষয় বৃক্ষ করুণা বজ্রাঘাতে দগ্ধ কর আমি কেবল তোমার নাম লয়ে থাকি! বল বল বল কবে আমার সেদিন হবে যেদিন সদাসর্ব্বদা তোমায় নিয়ে থাক্‌তে পার্‌ব?

একথা অনেকবার বলেছি আবার বলি যে দিন তোমার রসনা অনিবার আমার নাম ঘোষণা কর্‌বে।

আচ্ছা ভক্তি হীনের শুষ্ক কণ্ঠের ডাকও কি তোমার কাণে যায়?

দেখ একটা ক্ষুদ্র পিপীলিকা তার ক্ষুদ্র চরণ যেমন ভাবে হ'ক যদি সমুদ্র স্পর্শ করে যেমন সে স্পর্শে অতি সূক্ষ্মভাবে সমস্ত সমুদ্রে একটা তরঙ্গ উঠে সেই রূপ যে যেস্থান হ'তে হ'ক যেরূপ ভাবে হক আমায় ডাক্‌লে আমি সে ডাক শুন্‌তে পাই আবার বলি সে ডাকে শুধু আমায় কেন অখিল ব্রহ্মাণ্ড স্থিত সমস্ত ভক্তগণের হৃদয়ে একটা স্পন্দন উঠে; নামকারীর শুষ্ক কণ্ঠের ডাক হলেও ভক্তগণের সরসহৃদয়ে সে ডাক স্পন্দন তুল্‌তে সমর্থ হয় তখন ভক্তগণের পুণ্য আশীষ ধারা তাদের শিরে বর্ষিত হয়, তাদের পাপ ক্ষয় হয়ে যায়, ভক্তি লাভ ক'রে কণ্ঠ আর তখন শুষ্ক থাকেনা। হাঁরে প্রমাদ বশে আগুন দাহ্য পদার্থে পড়লে কি আগুন ক্ষমা করে না বিকার গ্রস্ত রোগী অজ্ঞান থাকে বলে

ঔষধ তার কোন কাজ করে না? ও সব কিছুনয় নামের অসীম শক্তি একথা ভুলিস না। যারা বলে সর্ব্বদা নামকারীকেও অন্যায় কার্য্য করতে দেখেছি তারা বুঝে না যে মানুষ ন্যায় অন্যায় যে কাজ করে তার কারণ পূর্ব্ব কর্ম্ম, পূর্ব্ব জন্মের দুষ্কৃতি বশে হয়ত নামকারী কোন অন্যায় কার্য্য করেছে, তাহলে তার জন্মান্তরীয় মহাসুকৃতের ফল স্বরূপ আমার নাম নিয়ে সর্ব্বক্ষণ থাক্‌বার চেষ্টা করা কি ব্যর্থ হয়ে যাবে? না তা হতে পারে না নামকারীর সমস্ত পাপ আমি দূর করে দিব। যে এরূপ ভাবে নামকে অবিশ্বাস করে সে আমাকে বা আমার শাস্ত্রকে মানে না। শাস্ত্রে পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে খুঁজে দেখ্‌লে দেখ্‌তে পাবি যত বড় দুরাচার হক্ না কেন,যত বড় কঠিন হৃদয় হক্ না কেন সে যদি নাম আশ্রয় করে, আমার শরণাপন্ন হয় আমি তার ময়লা মাটী সব ধুয়ে দিয়ে কোলে করে নিই। তবে তার সে ডাক মৃদু মধ্য অতিমাত্র যেরূপ হ'বে আমিও সেইরূপ ভাবে তাকে কৃপা করি।

আচ্ছা শাস্ত্রে একথা স্পষ্ট করে বলেছ যে হেলায় শ্রদ্ধায় নাম করলে সে তোমার লাভ করতে পারে?

শুন্‌বি—

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠ নাম গ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥
অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তম শ্লোক নাম যৎ।
সঙ্কীর্ত্তিত মঘং পুংসাং দহেদেধো যথানলঃ॥
যথাগদং বীর্য্যতম মুপযুক্ত যদৃচ্ছয়া।
অজানতোঽপ্যাত্মগুণং কুর্য্যান্মন্ত্রো হপ্যুদাহৃতঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ৬।২—

প্রমাদাদপি সংস্পৃষ্টো যথানলোকণো দহেৎ।
তথৌষ্ঠ সংস্পৃষ্টং হরিনাম দহেদঘং॥

দেখ পূর্ব্ব জন্ম কৃত সুকৃত দুষ্কৃত নিয়ে মানুষের দেহ গঠিত হয় সেই কর্ম্ম পরিপাক কালে সুখ দুঃখ রোগ শোক শান্তি অশান্তি হর্ষ বিষাদ প্রভৃতি আসবেই; এসবকে অগ্রাহ্য করে সর্ব্বদা নাম নিয়ে থাক্‌বার চেষ্টা কর্ এর নামই প্রকৃত পুরুষার্থ। আরও বলি শাস্ত্রই এ অজ্ঞান অন্ধকারাবৃত সংসার পথে

মহোজ্জ্বল আলোক স্বরূপ; এ আলোকে লক্ষ্য স্থির রাখিস্ পথ ভুল হবে না—তারপর যা প্রয়োজন হবে আমিই দিব। আমায় যারা আশ্রয় করে "দদামি বুদ্ধি যোগং তং যেন মামুপযান্তিতে" আমি সেইরূপ বুদ্ধি যোগ দিই তারা যে বুদ্ধি যোগের দ্বারা আমাকে লাভ করে। যে নাম করে আমি তার অন্তরে প্রবেশ করে আমার সহিত মিলনের কণ্টক স্বরূপ পাপ সকল দূর করে দিই। ওরে পাগল আবার বল্‌ছি হেলায় শ্রদ্ধায় আমার নাম কর্‌লে আমি তাকে বুকে করে রাখি।

লুকালে ?—
না পাঠ কর।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র পুরাণতীর্থ
রামাশ্রম—ডুমুরদহ।

মৃত্যুত্রাস নিবারণের প্রার্থনা।

১

মৃত্যু যবে আসিবে নিকটে
প্রিয়জন বসে রবে ঘিরে
তব নাম শুনিতে শুনিতে
প্রাণ যেন চলে যায় ধীরে।

২

শান্তভাবে যেন মৃত্যু আসে
দুঃখ যেন দেয় নাক কিছু
দুঃখ কষ্ট এ ধরার যত
কিছু যেন নাহি আসে পিছু।

৩

যাহা কিছু দেখিব শুনিব
দেখি যেন সব তোমাময়

বাহিরের পদার্থ নিচয়ে
মুগ্ধ নাহি হয় এ হৃদয়।

৪

তখন হৃদয় যেন মোর
তব প্রেমে পূর্ণ হয়ে রয়
তোমারি পবিত্র নাম যেন
ওষ্ঠপুটে স্ফুরে সে সময়।

৫

এ ধরার দুঃখ কষ্ট কিছু
যদি প'শে থাকে এ হৃদয়ে
তোমারি কৃপায় যেন সব
বিস্মরণ হই সে সময়ে।

৬

বসন্তের মলয় অনিলে
পাপিয়ার সুমধুর তানে
প্রকৃতির প্রফুল্ল হৃদয়
পূর্ণ যবে রবে তব ধ্যানে।

বিশ্বের সে মহা-ধ্যান মাঝে
মুদে যেন আসে দু'নয়ন
আমার এ অনন্ত বাসনা
দয়া করে করিও পূরণ॥

শ্রীহেমলতা রায়

রাজসাহী।

স্থূলদেহের দার্শনিক চিকিৎসা।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্তই প্রকৃতিসম্ভূত। এই প্রকৃতিই মায়া, এই প্রকৃতিই শ্রীরাধা, এই প্রকৃতিই দেবী পার্ব্বতী। এই প্রকৃতিতে, এই মায়ায়, এই শ্রীরাধায়, এই দেবী পার্ব্বতীতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমগুণ আদৌ সমভাবে মিশ্রিত। সৃষ্টিতে যত প্রকার জীব, বৃক্ষলতাদি, ধাতু আছে তাহাদের সকলেরই মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃগুণের স্থিতি আছে। তবে কর্ম্মফলে অনাদিকাল হইতে সৃষ্টিস্থিতি প্রত্যেক জীবদেহে, প্রত্যেক লতাপাতাদিতে, প্রত্যেক ধাতুতে, এই গুণত্রয়ের পার্থক্য প্রকাশ পায়। ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে এই গুণত্রয়ের স্থিতি হেতু ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের মানব, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতাদি, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ধাতুসকল লক্ষিত হয়। সুতরাং প্রত্যেক মানবের স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। তাহাদের মধ্যে এই গুণ-ত্রয়ের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে স্থিতি আছে বলিয়াই তাহাদের প্রত্যেকের আকার তাহাদের প্রত্যেকের গুণ, তাহাদের প্রত্যেকের বিশেষত্ব ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। এদিকে প্রত্যেক মানবদেহ, স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর ও কারণ শরীর এই তিনের সমষ্টি। এই ত্রিবিধ শরীরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। মরণকালে শরীরীর স্থূল শরীর এই পৃথিবীতে পড়িয়া থাকে ও তাহার সূক্ষ্ম শরীর ও কারণ শরীর লোকান্তরে গমন করে। এই দুই শরীর তাহার চিরদিনের সঙ্গের সাথী। কারণ শরীর একটি উপাধি মাত্র, একটি সর্ব্বব্যাপক অনির্ব্বচনীয় পদার্থ। জগতের অতুলনীয় ষড়দর্শন নামক গ্রন্থসমূহে উপদিষ্টসাধন প্রণালী অনুসরণ করিলে অনুসরণকারীর দেহস্থিত সত্ত্বগুণ; বিশেষরূপে জাগ্রত হয়, সূক্ষ্মশরীর নীরোগ হয়, তাঁহার শ্রীভগবানের রূপদর্শন হয়, তিনি অনন্ত সুখের অধিকারী হন। সূক্ষ্ম শরীর—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চভূত ও মন ইহাদের সমষ্টি। এই সূক্ষ্ম শরীরের কল্যাণ সাধন যে উপায়ের দ্বারা সম্পাদিত হয়, সেই সমস্ত উপায় যেসকল গ্রন্থে ব্যাখ্যাত আছে তাহাদেরই নাম যোগ বা দর্শনশাস্ত্র। আর ক্ষিতি (অস্থি, মাংস, লোম, ত্বক, নখ), অপ (শোণিত, শুক্র মজ্জা, মল, মূত্র), তেজ বা অগ্নি (ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আলস্য, নিদ্রা কান্তি), মরুৎ, (ধারণ, চালন, ক্ষেপণ, প্রসারণ, সঙ্কোচ), এবং ব্যোম বা আকাশ (কাম,

ক্রোধ, লোভ, লজ্জা, ভয়), এই পঞ্চগুণের স্বরূপ যে স্থূল শরীর, যাহাকে অবলম্বন করিয়া সূক্ষ্মশরীর কার্য্য করে, তাহার কল্যাণসাধন যে উপায়ের দ্বারা সম্পাদিত হয় তাহারই নাম চিকিৎসা শাস্ত্র। অর্থাৎ সংস্কৃত চিত্তে পরমাত্মাকে স্বীয় অন্তঃকরণ মধ্যে আত্মদর্শন, প্রকৃতিপুরুষের বিবেক অনুশীলন, যাবতীয় কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণপূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান, একান্ত শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আচার্য্যের উপদেশানুযায়ী উপাসনা, বা দার্শনিকগণের উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিলে সূক্ষ্মশরীরের স্থিত রজঃ ও তমঃগুণের নাশের দ্বারা তাহার চিকিৎসা সম্পাদিত হয়; স্বতন্ত্র প্রকারে অতি সংক্ষেপে বলিতে হইলে আমরা বলিব, কপিল প্রভৃতি মহর্ষিগণের মতানুসারে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃগুণকে সাম্যাবস্থায় আনিতে পারিলে বা জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধৈর্য্য, স্মৃতি ও সমাধির সাহায্যে সূক্ষ্মশরীর নীরোগ হয়, আর ভগবান্ পুনর্ব্বসু প্রভৃতি মুনিগণের মতানুসারে ধাতুকে বা পিত্ত, বায়ু এবং কফকে সাম্যাবস্থায় আনিতে পারিলে স্থূল দেহের চিকিৎসা করা হয়।

সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে এই ভারতক্ষেত্রে যখন ভয়ঙ্কর রোগসকল প্রাদুর্ভূত হইয়া শরীরীগণের দীর্ঘজীবন প্রাপ্তির ব্যাঘাত ঘটিতেছিল তখন মৈত্রীপর পুনর্ব্বসু তাহাদের প্রতি অনুকম্পা পরবশ হইয়া অগ্নিবেশ, জতূকর্ণ, পরাশর, ভেল, হারিত এবং ক্ষারপাণি এই ছয়জন শিষ্যকে জীবের স্থূলশরীর নীরোগ করিবার মানসে ঋষিগণ যে ত্রিসূত্রময় আয়ুর্ব্বেদ, মহামতি ভরদ্বাজের নিকট হইতে যত্নসহকারে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। এই শিষ্যগণ পুনর্ব্বসুর নিকট শিক্ষালাভ করিয়া অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। এই সকল গ্রন্থানুসারে রুক্ষ, শীত, লঘু, সূক্ষ্ম, চল, বিশদ ও খর এইগুলিন বায়ুর স্বাভাবিক গুণ বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, সস্নেহতা, উষ্ণতা, তীক্ষ্ণতা, দ্রবতা, অম্লত্ব সরত্ব, এবং কটুত্ব পিত্তের স্বাভাবিকগুণ, গুরু, শীত, মৃদু, স্নিগ্ধ, মধুর, স্থির ও পিচ্ছিল কফের স্বাভাবিক গুণ বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। ইহাও সিদ্ধান্ত হয় যে যে দ্রব্যে বায়ুর গুণের বিপরীত গুণ আছে তাহাদের প্রয়োগে বায়ু উপশম করে, যে যে দ্রব্যে পিত্তের স্বাভাবিক গুণের বিপরীত গুণ আছে, তাহাদের প্রয়োগে পিত্ত উপশম হয়, যে যে দ্রব্যে কফের স্বাভাবিক গুণের বিপরীত গুণ আছে তাহাদের প্রয়োগে কফ উপশম করে। সংক্ষেপে বলিতে হইলে আমরা বলিব এই প্রণালীতে, অর্থাৎ রোগের বিপরীর গুণশালী ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা সাধ্য রোগের চিকিৎসা যে শাস্ত্রানুযায়ী সম্পাদিত হয় তাহাই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র।

বিপরীত গুণৈর্দ্দেশ মাত্রা কালোপপাদিতৈঃ।
ভেষজৈর্ব্বিনিবর্ত্তন্তে বিকারা সাধ্যসম্মতাঃ॥

ফলে সূক্ষ্মশরীরের ও স্থূলশরীরের চিকিৎসা প্রণালী একই সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত। ইহা বিশ্বব্যাপী নিয়ম। এই নিয়ম হিমালয় পর্ব্বতের সান্নিধ্যে সহস্র সহস্র ঋষিগণও মুনিগণ সমবেত হইয়া সূক্ষ্মদৃষ্টিতেও যোগবলে পরীক্ষার দ্বারা আবিষ্কার করেন এবং ভারতভূমিকে পুণ্যক্ষেত্র এই আখ্যা দিবার সার্থকতা প্রতিপন্ন করেন।

আমরা উপরে বলিয়াছি, আয়ূর্ব্বেদ শাস্ত্রোক্ত ধাতু (নাড়ী) পিত্ত, বায়ু, ও কফ এই তিনের সমষ্টি। এই তিনটি সকল দেহেই বর্ত্তমান আছে, তবে দেহীর দেহে ইহাদের অল্পাধিক পরিমাণে স্থিতি হেতু সহস্র সহস্র প্রকারের দেহী লক্ষিত হয়। যেমন কোন দেহে পিত্তভাগ একাংশ, বায়ুভাগ দুই অংশ, কফভাগ তিন অংশ, কাহার দেহে কফভাগ একাংশ, বায়ুভাগ চারি অংশ, পিত্তভাগ দশাংশ। দেহে ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে স্থিতি হেতু অসংখ্য অসংখ্য প্রকারের মানব, অসংখ্য অসংখ্য প্রকারের ধাতু (নাড়ী) ও তজ্জনিত লক্ষণ। এদিকে যেমন আদৌ ধাতুর তিনটি অংশ সেই প্রকার বিশ্বনিয়ন্তা জীবের মঙ্গলার্থে পরম কারুণিক হইয়া ত্রিবিধ প্রকারের দ্রব্যের ও সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাদের জাঙ্গম, ঔদ্ভিদ ও পার্থিব এই তিন নামে অভিধেয় করা হয়।

জাঙ্গম = মধু, গব্যরস, পিত্ত, বসা, মজ্জা, রক্ত, মাংস, বিষ্ঠা, মূত্র, চর্ম্ম, রেতঃ অস্থি, স্নায়ুং, শৃঙ্গ, নখ, খুর, কেশ, লোম ও গোরচনা। পার্থিব = সুবর্ণ, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পঞ্চলৌহ, বালুকা, চূর্ণ, মনঃশিলা, হীরক, বৈক্রান্ত, প্রবাল মুক্তা, লবণ, গৈরিক এবং অঞ্জন। ঔদ্ভিদ = বনস্পতি (যাহার পুষ্প হয় না) বানস্পত্য (যাহার পুষ্প ও ফল উভয় হয়) ওষধি (ফল পাকিলেই যাহার বিনাশ হয়) বীরুধ (লতাসকল)।

আবার প্রত্যেক জাঙ্গম দ্রব্য, প্রত্যেক পার্থিব ও প্রত্যেক ঔদ্ভিদ দ্রব্য নানা প্রকারের আছে। যেমন পার্থিব দ্রব্যান্তঃর্গত লবণ পাঁচ প্রকারের, সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, বিট, সামুদ্রিক, ও ঔদ্ভিদ। রোগীর প্রকৃত ব্যাধি নিরূপণ করিয়া এবং প্রত্যেক দ্রব্যের গুণাগুণ, তাহাদের একের সহিত অপরের যোগাযোগের গুণাগুণ সম্যক জ্ঞাত হইয়া ও বিবেচনা করিয়া যে ব্যক্তি কৌশলে উহা রোগীকে সেবন বা লেপন করাইতে পারেন তিনিই মতিমান

ভিষক নতুবা তিনি চিকিৎসকের রূপধারী যমস্বরূপ। দ্রব্য সকলের গুণ বিচার করিয়া ও রোগীর রোগ নিরূপণ করিয়া ঔষধ সেবন ও লেপন যেমন চিকিৎসকের প্রধান কর্ম্ম, তাঁহার রোগীর পথ্যের বা খাদ্যের ব্যবস্থা করাও একটি প্রধান কর্ম্ম,অর্থাৎ কোন্ কোন্ খাদ্য বায়ুপ্রধান রোগীর উপযোগী, কোন কোন খাদ্য পিত্তপ্রধান রোগীর মঙ্গলদায়ক, কোন কোন খাদ্য কর্ম্ম-প্রধান রোগীর হিতকারী তাহা সম্যক বিবেচনা করিয়া খাদ্যের ব্যবস্থা করাও চিকিৎসকের একটি প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী

আগমনী।

এস মা এসমা উমা এস গো মা শিবরাণি।
অশুভ নাশিতে শিবে এস গো এস কল্যাণি॥
বামে লয়ে বীণাপাণি দক্ষিণেতে ধনরাণী!
ভবের অভাব নাশিতে এস গোমা কাত্যায়নি॥
বামে লয়ে সেনাপতি সমরে অজেয় অতি।
দক্ষে লয়ে গণপতি মনোরথে আয় শিবানি॥
সারাটি বরষ ধরে আছি বহু আশা করে।
মা তুমি আসিলে পরে শান্ত হবে সর্ব্ব প্রাণী॥
অসুর ভাব সরিয়ে শিবে সৌম্য ভাবে ভরিয়ে দিবে
মিলন হবে সদাশিবে এস মঙ্গল দায়িনি॥
অজ্ঞানেতে অন্ধ হ'য়ে সদা থাকে দ্বন্দ্ব লয়ে
মা তুমি এস অভয়ে দুর্গে দুর্গতি নাশিনি॥

ভুলাইয়ে ত্রিপুরারি দশভুজা মূর্ত্তি ধরি
দশদিক্ আকর্ষিতে এস মা সিংহবাহিনি ॥
বহির্ম্মুখ রিপুদলে ফিরায়ে দেমা কৌশলে
স্বদেশী যেন সংবলে একতা লভে জননি ॥
দমন করে রিপুগণে বারেক দাঁড়া হৃৎ আসনে
প্রাণাঞ্জলি দিই চরণে বারেক বলি ত্বং নমামি ॥
আমি নিয়ে যত ভয় মিটিয়ে দিয়ে মৃত্যুঞ্জয়
যেমন ক'রে পড়ে আছে লভিয়ে চরণ দুখানি ॥
বিয়োগ বেদনা যত দহিতেছে অবিরত .
জয় জয় জগন্মাত . যোগানন্দ দে জননি ॥
শুম্ভ ও নিশুম্ভ যবে স্বসৈন্যে নাশিলি শিবে
তেম্‌নি কবে মাভৈ রবে এস গো অভয় দায়িনি ॥
ফুরিয়ে দিয়ে রিপুগণে লয়ে চল্ মা সিন্ধুপানে
কৃপা বিন্দু পরশনে শান্তি দে বিন্দুবাসিনি ॥
এ হৃদি নির্ম্মল করি স্থাপিব কৈলাস পুরী
মা মা ব'লে কাঁদব না আর, হেরব তোরে দিন যামিনী ॥
স্বয়ম্ভু লইয়ে শিবে আর কতমা নিদ্রা যাবে
জাগাও জীবে আপনি জেগে সদা চৈতন্যরূপিণি ॥
অচৈতন্যা তব কন্যা দীনহীনা অন্নপূর্ণা
নিবেদি চরণে মাতঃ রিপুভয় নিবারিণি।

শ্রীঅন্নপূর্ণা দাসী।

কয়েকটী সার কথা। *

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (এম এস সি) দশের বাঁধ—বাঁকুড়া।

(১) পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা, পরহত্যা অপেক্ষাও পাপ।

(২) মনে হিংসা ও অভিমান থাকিতে পরমতত্ত্ব বহুদূর।

(৩) ঘটনা বিশেষে কোন লোকের নিন্দা করিয়া তাহাকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখাইবে না, যদিও ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত যে সে লোক নীচ ও সকল প্রকার কুকার্য্য রত। যদি পার তবে যাও এবং আড়ালে সে লোককে সদুপদেশ দ্বারা তাহার ভাল করিতে চেষ্টা কর।

(৪) প্রত্যেক কথা কহিবার আগে এবং প্রত্যেক মত দিবার আগে একবার বিচার করিবে। মনে রাখিবে আপাততঃ তুমি একটী কথা ফস করিয়া বলিলে এবং মনে করিলে ও কথায় কিছু যায় আসে না কিন্তু দেখিবে পরক্ষণেই সেই কথা সমাজে এক ভীষণ দাবানলের সৃষ্টি করিয়াছে এবং সেই অগ্নিতে তোমার সব দগ্ধ হইতেছে। দেখ সামান্য বিচারের অভাবে কতখানি অনুশোচনা। অতএব সাবধান।

(৫) রাস্তায় যাইবার সময় নত দৃষ্টি হইয়া চলা ভাল, ইহাতে স্ত্রীলোক ও অন্যান্য প্রলোভন হইতে রক্ষা পাওয়া যায় এবং ছোট কীট পতঙ্গেরও প্রাণ বাঁচাইতে পারা যায়।

(৬) শরীর পীড়িত না হইলে দিবা নিদ্রা পরিত্যাগ করিবে। দিবা নিদ্রায় আয়ুক্ষয়, বুদ্ধিনাশ, দৌর্ব্বল্য ও অযথা সময় নষ্ট হইয়া থাকে।

(৭) প্রাতঃকালে উঠিয়াই মনে মনে সঙ্কল্প করিবে আজ আমি সমস্ত আচার ব্যবহার শাস্ত্রানুযায়ী করিতে চেষ্টা করিব। কখন মনোমুখী হইয়া চলিবে না; শাস্ত্র এবং মহাপুরুষ বাক্যের সহিত যাহা মিলিবে না তাহা বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে।

(৮) গৃহে সাধক এবং কর্ম্মবীরদিগের ফটো রাখিবে সাবধান মডার্ণ বিউটীর দোহাই দিয়া কখনও অশ্লীল ছবি রাখিবে না।

(৯) নিজে কোন সৎকার্য্যে রত হইলে তাহা কখনও যার তার কাছে প্রকাশ করিবে না। অনেক লোক আছেন যাঁহারা তোমার কার্য্যের প্রতি

---

* "এম এস সি"র লেখা বলিয়া (যদিও লেখা সব স্থানে গ্রাম্য দোষ বর্জ্জিত নহে ইহা পত্রস্থ করা হইয়াছে। (উ, স)

শ্রদ্ধা ত দেখাইবেই না উল্টে তোমাকে লইয়া সব রহস্য করিবে। আজকাল একজনকে লইয়া বেশ একটু হাসি, গল্প ও আলোচনা চলে এইরূপ জিনিষ সমাজে বড় মুখরোচক আসল কাজে অষ্টরম্ভা বাজে কাজেই সুপক।

(১০) পিতা মাতা বা অন্য কেহ তিরস্কার করিলে ক্রোধান্ধ হইয়া চক্ষু আরক্ত করিবে না। তৎক্ষণাৎ নিজকে শান্ত করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া চিন্তা করিবে নিজের দোষ আছে কিনা যদি থাকে নিজকে ধিক্কার দাও এবং তৎক্ষণাৎ শোধরাইবার চেষ্টা কর। যদি দেখ নিজে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ অকারণ তোমার উপর দোষ ও গালি বর্ষণ হইতেছে তবে তাহাদের সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইবে কারণ তুমি যদি তোমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা কর তাহা হইলে অনেক ক্ষেত্রে দেখিবে কথায় কথায় জিনিষটী আরও জটীল হইয়া দাড়াইতেছে শেষে এক করিতে আর এক হইবে।

(১১) অপরের পরিধিত বস্ত্র কখনও পরিবে না ; নিজের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া বস্ত্র, গামছা, পাদুকা ইত্যাদি রাখিবে !

(১২) অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের দোহাই দিয়া কখনও অপরের সঙ্গে একপাত্রে ভোজন করিবে না বা উচ্ছিষ্ট খাইবে না ; কিন্তু ঘৃণা কাহাকেও করিবে না ; মনে মনে মেথরকেও দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিবে তবেই প্রকৃত অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের ফল পাইবে।

(১৩) বাহিরে কোনরূপ ধর্ম্মের আড়ম্বর করিবে না। তুলসীর মালা শরীর ঠাণ্ডা রাখে, রুদ্রাক্ষ দেহ মন সাত্ত্বিক রাখে, স্ফটিক পিত্তনাশ করে। এইগুলি এমন ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে যেন পরে জানিতে না পারে। তবে যিনি পরের বলাবলিকে থোড়াই কেয়ার করেন তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। নচেৎ অনেক ক্ষেত্রে পরের তর্কজালে আবদ্ধ হইয়া সদুত্তর দিতে গিয়া নিজেকে ফাঁপরে পড়িতে হয়, তখন মাথা গরম হয় এবং কথা কাটাকাটি চলে।

(১৪) কাজের পর যখন অবসর পাইবে ভগবচ্চিন্তা করিবে, নিজের ডায়রী রাখিবে ও মহাপুরুষ জীবনী পাঠ করিবে। সময় পাইলেই যে ছুটিয়া গিয়া বন্ধুসঙ্গ করিতে হইবে তাহার কোন মানে নাই। পিতা মাতা এবং গুরুজনেরা হয়ত বলিবেন "আমাদের অদৃষ্টে ছেলেটা কারুর সঙ্গে মিস্‌লে না, বোকা মুখচোরা হয়ে রইলো লোকে কেবল মজা দেখবে আর মাথায় হাত বুলিয়ে

ঠকাবে"। এই সব কথায় ভীত হইও না, হতাশ হইত না, তুমি একমাত্র তীক্ষ্ণদৃষ্টি দ্বারা কেবল আত্মচিন্তা করিয়া যাও। অন্যে অহঃরহ বন্ধু সঙ্গ করিয়া সমাজকে চিনিবে, লোকের মন বুঝিবে, এবং প্রতারণা হইতে নিজকে বাঁচাইবে; তুমিও ঘটনা চক্রে পড়িলে সেই পরম বন্ধুকে একবার স্মরণ করিবে দেখিবে তিনি অনন্ত বিবেকরূপে দেখা দিয়া তোমাকে যাবতীয় জিনিষ তাহাদের অপেক্ষা সহস্রগুণ চিনাইয়া দিতেছেন। চাই কেবল ভক্তি, বিশ্বাস ও ধৈর্য্য।

(১৫) শয়ন করিলে যাহাতে সহজে দৃষ্টি রাখা যায় এইরূপ জায়গায় শ্রীগুরুর ফটো রাখিবে। নিদ্রাবেশ না হওয়া পর্য্যন্ত নাম জপ করিবে রাত্রে শয়নকালে এবং ঘুম হতে উঠবার সময় নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবে। ভগবৎ বুদ্ধিতে যেখানে যখন নমস্কার করিবে এই মন্ত্র পাঠ করিবে। মন্ত্র যথা :—

"ওঁ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণত ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

ভগবানের অন্তর্দ্ধানকালে –বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঋষি মুনি, দেবদেবী প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণী এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ভগবানকে নমস্কার করিয়াছিলেন। এই মন্ত্র পড়ে ভগবানকে নমস্কার করিলে—সেই নমস্কার ভগবানের চরণে পৌঁছাবে এইরূপ বর আছে।

(১৬) সময় সময় জগতের কোলাহল হইতে মনকে গুটাইয়া প্রকৃতির মধ্যে ভগবানের লীলা সন্দর্শন করিবে। দেখিবে চিত্ত এক অব্যক্ত আনন্দে ভরিয়া উঠিতেছে, মন প্রাণ স্বতঃই শ্রীগুরুর চরণে ঢলিয়া পড়িতেছে।

(১৭) সাধন বিষয়ে স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা সমস্ত সাধন ভজন নষ্ট হইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

ভগবান্—অজ্ঞানে যে আচ্ছন্ন—আমি আমি আমার আমার রূপ মায়াতে যে ঢাকা পড়িয়াছে—যে অজ্ঞান নিদ্রায় আচ্ছন্ন—সে ত আত্মার কথা শুনিতেই পায় না—শুনিলে তবে ত জাগিবে। ঘুমে অচেতন ত শুনিবে কে? না শুনিলেও ত জ্ঞান হইবে না, জানা যাইবে না।

নিপুণ আচার্য্য জানিবার ও জানাইবার কৌশল জানেন।

অর্জ্জুন—আত্মজ্ঞান ভিন্ন মুক্তিত হইতেই পারে না কিন্তু আত্মজ্ঞান ত ঐরূপ দুর্লভ। তবে উপায় কি হইবে?

ভগবান্—আত্মাই আছেন—তুমি সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা। দেহ তুমি নও, মনও তুমি নও। মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া পূর্ণ আত্মাকে দেহ ভাবিও না, মনও ভাবিও না। ইহারই জন্য "মামেকং শরণং ব্রজ। আমার আশ্রয় গ্রহণ কর। বাক্য কর্ম্ম মন দ্বারা আমার আশ্রয়ে আইস। আমার অনুমতি লইয়া কথা কও—আমাকে জানাইয়া কর্ম্ম কর, আমাকে জানাইয়া ভাবনা কর—এইভাবে আমার সহিত সর্ব্বদা থাকার অভ্যাস কর, আমি ভিন্ন আর যাহা কিছু তাহাই অনাত্মা—অন্য সমস্ত অগ্রাহ্য কর—ইহাই বৈরাগ্য। আমার অনুগ্রহে অভ্যাসও বৈরাগ্য দ্বারা আত্ম সংস্থ হইয়া যাও। আমিই করিয়া দিব। আত্মা হইয়া থাকিবার জন্য পরে কর্ম্মযোগের বিচার কি বলিব। কর্ম্ম দ্বারা আত্মার আরাধনা যদি করিতে পার তবে হইবে কি জান—তোমার দেহ ধরিয়া আমিই তোমার কর্ম্ম করিতেছি তোমার পৃথক অস্তিত্ব আর থাকিবেই না। তোমার কর্ম্ম তুমি কর লোকে বলে করি আমি—হইবে।

অর্জ্জুন—আমার অজ্ঞান ও অজ্ঞানজনিত শোক মোহ দূর করিবার জন্য তুমি (১) যুক্তি দিলে আত্মার মৃত্যু নাই। দেহী চিরদিন এক ভাবে আছেন, থাকিবেন, ছিলেন—আত্মার জন্য শোক হইতে পারে না।

(২) দ্বিতীয় যুক্তি হইতেছে দেহটাই বিনশ্বর—দেহটাই মরে—যাহা অবশ্যই হইবে তাহার জন্য আবার শোক কি? আরও দেহটা

সকলেই দেখে কিন্তু রজ্জুতে সর্প দেখার মত—এ দেখাটা ভ্রমে দেখা। যাহা বাস্তবিক নাই তাহার জন্য আবার শোক কি ?

(৩) যদি মিথ্যা কথা লইয়াও বল দেহের সঙ্গে আত্মাও মরেন আত্মা নিত্যজাত এবং নিত্য মৃত তাহাতেও শোক হইতে পারে না। যে জন্মে সে মরে ইহা অপরিহার্য্য তবে শোক করিব কেন ? বিশেষতঃ অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হওয়াই কোন বস্তুকে আছে বলিয়া বলা। প্রথমে দেহটা অব্যক্ত, মধ্যে ব্যক্ত—শেষে অব্যক্ত। তবে অব্যক্তে লয় হওয়ার জন্য শোক কেন হইবে ?

এই সমস্ত যুক্তি দিয়া বলিতেছ আত্মদর্শন কত দুজ্ঞেয়।

ভগবান্—অর্জ্জুন তবেই দেখ এই দেহীই সকলে দেহে আছেন। দেহী কিন্তু নিত্য—সকল লোক মরিবে বলিয়া তুমি কিন্তু শোক করিতে পাবে না। (৩০) পরমার্থতত্ত্ব বা আত্মজ্ঞান হইলে শোক মোহ হইতেই পারে না—আবার স্বধর্ম্ম করিলেও শোক মোহ থাকিতে পারে না সেইজন্য--

(৪) চতুর্থ যুক্তি দিতেছি—অর্থাৎ বলিতেছি স্বধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি কর দেখিবে যুদ্ধে ক্ষত্রিয় মরিবে ইহার জন্যও শোক হইতে পারে না। তুমি ক্ষত্রিয়—স্বধর্ম্মই তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। স্বধর্ম্মে থাকাই সকলের প্রকৃত কল্যাণ—ব্রাহ্মণের যেমন তপস্যাই স্বধর্ম্ম—সেইরূপ ধর্ম্ম যুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের কল্যাণ আর কিছুতেই হয় না (৩১) কেন এ কথা বলিতেছি জান ? যুদ্ধ যখন স্বয়ং উপস্থিত হয় তখন জানিও ক্ষত্রিয়ের জন্য স্বর্গদ্বার আপনিই খুলিয়াছে। বড় ভাগ্যে পার্থ! ক্ষত্রিয়ের এইরূপ যুদ্ধ লাভ হয় (৩২) যদি এই ধর্ম্মযুদ্ধ তুমি না কর—তবে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিলে বলিয়া তোমার পাপ হইবে এবং কর্ত্তব্য না করার জন্য অকীর্ত্তি হইল বলিয়াও পাপ হইবে। (৩৩) হইবে না কি ? লোকে চিরকাল তোমার অযশ ঘোষণা করিবে। লোক সমাজে সম্মানিত ব্যক্তির যদি অকীর্ত্তি ঘোষিত হয় তবে তাহা মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক জানিও। মৃত্যুতে মানুষ একবার মাত্র মরে কিন্তু

অপযশ যখন হয় তখন মানুষ চিরদিনের জন্য মরিয়াই রহিল। (৩৪) যাহারা তোমাকে মহৎ বলিয়া মান্য করিত তাহাদের নিকটে তুমি নিতান্ত ক্ষুদ্র হইয়া পড়িবে। বড় বড় যোদ্ধারা মনে করিবেন তুমি ভয় পাইয়া যুদ্ধ না করিয়া পলায়ন করিলে। তুমি মহাপুরুষ হইয়াও সকলের কাছে কাপুরুষ হইয়া পড়িলে। (৩৫) তুমি যে দয়াপরবশ হইয়া যুদ্ধ করিতেছ না ইহা কেহই বুঝিবে না। তোমার শত্রুগণ তোমার সামর্থকে নিন্দা করিয়া অনেক কুকথা তোমায় বলিবে—বল দেখি ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি আছে ? (৩৬)

অর্জ্জুন—না গো আমি যুদ্ধ করিবই—আর তোমায় বলিতে হইবে না।

ভগবান্—হাঁ—যদি যুদ্ধে মর তবে স্বর্গ পাইবে, আর যদি জয়লাভ কর তবে পৃথিবী ভোগ করিবে। কৌন্তেয়—যুদ্ধের উদ্যোগ করিয়া উত্থিত হও। (৩৭) সুখ হউক বা দুঃখ হউক, লাভ হউক বা অলাভ হউক, জয় হউক বা পরাজয় হউক—যুদ্ধ তোমার স্বধর্ম্ম বলিয়া যুদ্ধের জন্যই যুদ্ধ কর তোমার কোন পাপ হইবে না। (৩৮) কর্ম্ম করিবার কৌশল ইহাই। স্বধর্ম্ম করিতে আমি বলিতেছি। আমি তোমার সর্ব্বস্ব তুমি আমায় ভালবাস। ভালবাস বলিয়া আমার কথা শুনিতেছ—ইহাতে আবার বিচার কেন ? ইহাতেই তোমার উৎসাহ সর্ব্বদা থাকিবে। লাভ অলাভ, জয় পরাজয়, সুখ দুঃখ—এ সমস্ত ভাবিলে কর্ত্তব্য কর্ম্মে সর্ব্বদা উৎসাহ কি থাকে ? থাকে না।

এই তোমাকে জ্ঞান যোগের বিচার বলিলাম। শুধু জ্ঞানযোগ শুনিলেই জ্ঞান হয় না। জ্ঞান লাভ করিতে হইলে কর্ম্মযোগের বিচারও শুনিতে হয়। কর্ম্মযোগের বিচার শুনিয়া কর্ম্ম কর—তবেই কর্ম্মের বন্ধন থাকিবে না। সকল মানুষকেই ইহা বলিতেছি। আমাকে ভালবাসিয়া কর্ম্ম কর—তা লৌকিক কর্ম্মই হউক বা বৈদিক কর্ম্মই হউক। ইহাতে সকল দিক রক্ষা হইল—সংসারের কর্ম্ম করিয়াও মানুষ মৃত্যু সংসার সাগর পার হইতে পারিল। ইহাই

কর্ত্তব্য (৩৯) সংক্ষেপে এখানে আর একবার এই পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম তাহাই বলি শ্রবণ কর।

অর্জ্জুন—বল।

ভগবান্—কর্ম্মযোগ হইতেছে জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায়। কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বর আরাধনা ইহাই কর্ম্মযোগ। ধ্যেয় বাসনা ত্যাগ—অর্থাৎ ধ্যান দ্বারা বাসনা ত্যাগ—কর্ম্মযোগে হইয়া থাকে বলিয়া ইহাতে চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলেই জ্ঞানে অধিকার জন্মিল। জ্ঞানের অনুষ্ঠানে যখন চিত্ত আত্মাতে ডুবিয়া গেল তখন স্বরূপ স্থিতি ঘটিল। ইহাই মোক্ষ।

তবেই দেখ শোক মোহ হইতে একেবারে মুক্ত হইতে হইলে স্বরূপে স্থিতি বা আত্মা হইয়া থাকাই প্রধান উপায়। স্বধর্ম্ম করিতে যে বলি সেটা লৌকিক যুক্তি।

প্রথমে সাংখ্য অর্থাৎ পরমার্থ বস্তু যে আত্মা তাঁহার বিবেক বিষয়ে কোন্ বুদ্ধি বা জ্ঞান অবলম্বন করিতে হইবে তাহাই বলিলাম। কেন বলিলাম? জ্ঞান ভিন্ন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শোক মোহাদি সংসারহেতু রূপ দোষের নিবৃত্তি হইবে না। কিন্তু জ্ঞানযোগ বা জ্ঞানের বিচার শুনিলেই যদি জ্ঞান হইয়া যাইত তবে আর কিছুরই আবশ্যক হইত না। জ্ঞানের বিচার শুনিয়াও চিত্ত অশুদ্ধ থাকিতে দেখা যায় এই জন্য কর্ম্মযোগে যে বিচার তাহা শুনিয়া কর্ম্ম করা আবশ্যক। এই কর্ম্মযোগ জ্ঞান প্রাপ্তির উপায় বলিয়া ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া নিঃসঙ্গ হইয়া শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া ঈশ্বরের আরাধনা কর। কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করিতে করিতে যখন ঈশ্বরে একাগ্র হইতে পারিবে—আমি তোমার হৃদয়ে দাঁড়াইয়া সর্ব্বদা তোমায় উপদেশ দিতেছি—আমার এই মূর্ত্তির ধ্যান যখন সর্ব্বদা তোমার হৃদয়ে জগরুক থাকিবে তখন ধর্ম্ম অধর্ম্ম রূপ কর্ম্মের বন্ধন আর থাকিবে না —অর্থাৎ ইহাতে ধর্ম্ম হইল ইহাতে অধর্ম্ম হইল ইহার বিচার আর তোমার থাকিবে না—তুমি আমার আজ্ঞামত কর্ম্ম করিতেছ—কর্ম্ম তোমার গৌণ হইয়া গেল, মুখ্য হইল আমার প্রসন্নতা। ঈশ্বরের

প্রসন্নতায় হৃদয় যখন ভরিত হইবে তখন তোমার জ্ঞান সহজেই হইয়া যাইবে।

অর্জ্জুন—কর্ম্মযোগে কোন বিচার রাখিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে এখন তাহাই বল।

ভগবান্—মোক্ষলাভের জন্য যে কর্ম্মযোগ তোমায় বলিতেছি সেই কর্ম্মযোগে (১) অভিক্রমের নাশ অর্থাৎ প্রারম্ভের নাশ নাই (২) কোন প্রত্যবায় নাই (৩) এই ধর্ম্মের অল্প আচরণেও সংসার মহাভয় হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। (৪০)

অর্জ্জুন—এই কর্ম্মযোগ ত জগতের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক—তুমি ভাল করিয়া ইহা ধরাইয়া দাও॥

ভগবান্—কর্ম্ম না করিয়া মানুষ একক্ষণও থাকিতে পারে না। কর্ম্মক্ষয় বা প্রারব্ধ ভোগ করিবার জন্যই মানুষ পৃথিবীতে প্রেরিত হয়। কিন্তু কি করিয়া কর্ম্ম করিলে মানুষের কর্ম্ম আর বাড়িয়া না যায়—একটি কর্ম্ম ক্ষয় করিতে গিয়া মানুষ আরও দশটি কর্ম্ম বাড়াইয়া না ফেলে কর্ম্ম করিবারএই কৌশলটি আমি গীতা শাস্ত্রে তোমার জন্য, শুধু তোমার জন্য নহে—সমস্ত কল্যাণ প্রার্থী জগতের নরনারীর জন্য বলিয়া দিতেছি। আমি যে কৌশলে কর্ম্ম করিতে বলিতেছি, সেই কৌশল অবলম্বনে মানুষ কর্ম্ম করুক তাহা হইলে মানুষকে আর কর্ম্মের বন্ধনে পড়িতে হইবে না—মানুষ প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় করিয়া মুক্ত হইয়া আমার সঙ্গেই মিশিয়া যাইবে অথবা আমাকে লইয়া আমার হইয়া সর্ব্বদা আমার সঙ্গেই থাকিতে পারিবে।

অর্জ্জুন—বল বল—কর্ম্মের কৌশল বল।

ভগবান্—প্রথম কথা আমি যে কর্ম্ম যে ভাবে করিতে বলিতেছি সেই কর্ম্ম যোগে বা নিষ্কাম কর্ম্ম যোগে আরম্ভের নাশ নাই।

অর্জ্জুন—কিরূপে ?

ভগবান্—সকাম কর্ম্মে আরম্ভের নাশ হয়। সকাম কর্ম্মের আরম্ভ হয় লাভালাভের হিসাব লইয়া। এই যে কর্ম্ম করিতে যাই-

তেছি ইহাতে আমার কি লাভ হইবে, ইহাতে আমার কোন্ দুঃখ যাইবে, ইহাতে আমার কি সুখ প্রাপ্তি হইবে—সকাম কর্ম্মের আরম্ভ হয় এই ফলাকাঙ্ক্ষার হিসাব লইয়া। কিন্তু কোন জাগতিক লাভ বা বৈষয়িক সুখ চিরতরে থাকে না, মানুষের কোন বিষয় বৈভবই স্থায়ী হয় না—এই জন্য সকাম কর্ম্মের আরম্ভের নাশ হয়—আরম্ভের বিফলতা হয়। এখন দেখ নিষ্কাম কর্ম্মের আরম্ভ কিরূপে হয়, তাহা হইলেই বুঝিবে এখানে আরম্ভের নাশ বা বিফলতা হয় না কেন।

অর্জ্জুন—বল বল।

ভগবান্—নিষ্কাম কর্ম্মযোগে কোন ফলাকাঙ্ক্ষা নাই। এই কর্ম্মের আরম্ভ হয় আমাকে লইয়া॥ কর্ম্মের আরম্ভেই আমার শরণাপন্ন হইতে হয়। তুমি যেমন করিয়াই সকাম কর্ম্ম করনা কেন কর্ম্ম নিষ্পত্তি ঠিক মনের মতন করিয়া করা মানুষের সাধ্যে কুলায় না। এই জন্য আমি বলিতেছি কর্ম্মারম্ভে কর্ম্ম নিষ্পত্তি জন্য আমাতেই তোমার চিত্ত অর্পণ কর, আমার কাছে প্রার্থনা কর, কাতর প্রাণে আমার কাছে প্রার্থনা কর প্রভো কর্ম্ম করিতে আমার ইচ্ছা আছে, কিন্তু শত বিঘ্নে পারি না—আমাকে তুমি চালাইয়া লও। আমি যেন কাম ক্রোধাদি দ্বারা আর চালিত না হই; বল ভগবান্ আমি তোমার, তুমি করিতে বলিতেছ বলিয়াই কর্ম্ম করিতেছি, ইহাতে কি হইবে কি না হইবে তাহা আমি জানিতেও চাই না, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, তুমি মঙ্গলময়, তুমি সর্ব্বদা জীবের কল্যাণ করিয়া থাক তোমা ভিন্ন আমার কোন মঙ্গলকারী আর নাই, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব—তুমিই আমার দয়িত আমার ঈপ্সিততম, আমার সবার সব, আমাকে উদ্ধার করিতে আর কেহ নাই, তুমি আবার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, পরম রমনীয় দর্শন তুমি, তুমিই আমার প্রভু, তুমিই আমার সকল কর্ম্ম, সকল ভাবনা, সকল বাক্যের সাক্ষী, তুমিই আমার সুহৃদ্—তোমা ভিন্ন আমার আর কেহই নাই নিষ্কাম কর্ম্মের আরম্ভ হয় এই ভাবনায়। বল এই কর্ম্মারম্ভের আরম্ভের নাশ কোথায়—সকাম কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষায় আরম্ভ হয় বলিয়া ইহার নাশ হয় কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মারম্ভ আমাকে লইয়া হয়

বলিয়া—আমার নাশ নাই কাজেই এই কর্ম্ম যোগে আরম্ভেরও নাশ নাই। বুঝিতেছ ?

অর্জ্জুন—বুঝিতেছি কিন্তু তোমার হইব, তোমায় লইয়া থাকিব সর্ব্বদা তোমার কাছে থাকিব অথবা তোমার মত হইয়া—তুমি হইয়া থাকিব ইহাওত ফলাকাঙ্ক্ষা।

ভগবান্—এই কামনাকে কামনা বলে না। বিষয় ভোগের কামনাই কামনা, আমাকে ভোগ করিবার কামনা, জ্ঞানময় আনন্দ-ময়কে পাইবার কামনা জ্ঞানময় আনন্দময় হইয়া আত্মরতি, আত্মক্রীড়, হইয়া থাকা কামনা নহে। স্বরূপ স্থিতিই জ্ঞানময় আনন্দময় হইয়া থাকা। এই জন্যই শাস্ত্র বলিতেছেন "অকামো বিষ্ণুকামো বা"—বিষ্ণু কামনা কামনা নহে—অকাম বা নিষ্কাম। এই জন্য বলা হইয়াছে "শিবোংভূত্বা শিবাং যজেৎ," বিষ্ণু হইয়া বিষ্ণু পূজা করিবে, ব্রহ্ম হইয়া গায়ত্রী উপাসনা করিবে।

অর্জ্জুন—নিষ্কাম কর্ম্ম যোগ কতই সুন্দর! আমি কর্ত্তা নই—আমার কর্ত্তা অভিমান ছাড়িয়া তোমার হইয়া তোমার দিকে চাহিয়া থাকা আর আমার কর্ম্ম তুমিই করিয়া দিতেছ দেখিয়া, তোমার যন্ত্র হইয়া তোমার দ্বারা পরিচালিত হওয়াই জীবন সার্থক করা। এখন বুঝিতেছি এই কর্ম্মে যেমন আরম্ভের নাশ নাই, সেইরূপ ইহার কোন অঙ্গহানী হইলেও প্রত্যবায় নাই—পাপ নাই। চিকিৎসা ব্যাপারে অস্ত্রোপচারের অঙ্গহানী হইলে প্রাণ বিয়োগ ঘটে, কৃষি বাণিজ্যাদির বিঘ্ন ঘটিলে সব নিষ্ফল হয় কিন্তু তোমার লইয়া থাকিবার জন্য উগ্র ভাবনা করিয়া যে কর্ম্মই করিব সে কর্ম্মত আপনিই চলিবে অথবা তুমিই চালাইয়া দিবে ইহাতে নিষ্ফলতা থাকিবে কিরূপে আর পাপই বা হইবে কিরূপে ?

ভগবান্—হাঁ—ইহাইত কর্ম্মের কৌশল। আরও দেখ এই নিষ্কাম কর্ম্মের আরম্ভ যখন আমাকে লইয়াই হয়, তোমার চিত্তদ্বারা আমাকে স্পর্শ করিতে করিতে হয়, যখন আমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া তুমি

কর্ম্ম কর—তখন ইহার অল্প সাধনা করিলেও—এই ধর্ম্মের স্বল্পও তোমাকে এই দারুণ মৃত্যু সংসার সাগর পার করিয়া দেয়। গো শৃঙ্গে সর্ষপবৎও যখন চিত্ত আমাকে স্পর্শ করে—তখনইত সেইক্ষণের জন্য সংসার সাগর পার হওয়া হয়। তখন সংসার থাকেনা থাকি আমি—"তুমি" থাকেনা—আমিই থাকি—আমার কর্ম্ম আমি করি তুমি সকল কর্ম্ম করিয়াও কিছুই কর না—বল আর নূতন কর্ম্মের বন্ধন পড়িবে কিরূপে ?

অর্জ্জুন—তোমার উপদেশ শুনিয়া আমি ধন্য হইয়া যাইতেছি। কি আর বলিব—কেবল নমোনমঃ—সব তোমার—ন মম—আমার কিছুই নাই হইয়া যাইতেছে। হায়! তোমার এই উপদেশ মত মানুষ চলে না কেন ? তোমার আজ্ঞা পালন করিয়া মানুষ ধন্য হইয়া যায় না কেন ?

ভগবান্—চলে না কেন জান ? মানুষ কর্ম্মের প্রথমে আমার হইয়া যাইবার জন্য প্রার্থনা করে না, আমাকে পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাস করে না, মানুষ নিজের অহংকারে আমা হইতে পৃথক হইয়া পাপ করে। কর্ম্ম পাইলেই কিছু না ভাবিয়া একেবারে কর্ম্মে ঝাপাইয়া পড়ে তাই দুঃখ পায়। তুমি কর্ম্মের ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করিও না—আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম কর—ভাল লাগা মন্দ লাগার ব্যবসা তুলিয়া দাও—দিয়া আমার হইয়া আমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া চল। যাহারা আমার দিকে ফিরিয়াছে যাহাদের বুদ্ধি আমাকে লইয়া নিশ্চয়াত্মিকা—বা ব্যবসাত্মিকা হইয়াছে তাহাদের বুদ্ধি এক প্রকার—অর্থাৎ তাহারা নিশ্চয় করিয়াছে ঈশ্বরভক্তির দ্বারাই আমরা উদ্ধার পাইব কিন্তু ঈশ্বরের দিকে না চাহিয়া শুধু বিষয়ের দিকে যাহারা ধাবিত হইতেছে—বিষয় অনন্ত বলিয়া তাহাদের বুদ্ধিও নিরন্তর বহুভাবে খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতেছে। নিষ্কাম কর্ম্মযোগে বুদ্ধি একবে পাইয়া শান্ত হয় কিন্তু সকাম কর্ম্মযোগে আমাকে ছাড়িয়া বিষয় লইয়া থাকে বলিয়া নিরন্তর ক্লেশ পায় (৪১)

অর্জ্জুন—ভোগ লালসা মানুষত ছাড়িতেই চায় না। চক্ষু নূতন নূতন রূপ, কর্ণ নূতন নূতন কথা, সমস্ত ইন্দ্রিয় নূতন নূতন বস্তুর আস্বাদন জন্য সর্ব্বদা লালায়িত। জানে ইন্দ্রিয় সুখ ক্ষণিক তথাপি স্থায়ী সুখ কি তাহা জানেনা বলিয়া বিষয় সুখের জন্যই মরে। ইন্দ্রিয় সুখের লালসা ছাড়িয়া তোমাকে ভাল বাসিয়া আর কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া সমস্ত লাভ অলাভ সুখ দুঃখ, জয় পরাজয় ছাড়িয়া তোমার প্রীতির জন্য মানুষত কর্ম্ম করিতে পারে না। কেন ইহারা পারেনা?

ভগবান্—আমাকে ভাল বাসিতে হয় কিরূপে তাহা গুরু মুখে ও শাস্ত্র মুখে শুনেনা বলিয়া অতি রমনীয় দর্শন আমাতে মানুষ আকৃষ্ট না হইয়া অতি তুচ্ছ ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য কর্ম্ম করিয়া করিয়া আয়ুক্ষয় করে আর পুনঃ পুনঃ জন্মে ও মরে।

অর্জ্জুন—আর যাঁহারা শাস্ত্র দেখেন তাঁহারাওত স্বর্গ ভোগ উর্ব্বশী ভোগ লোভে কর্ম্ম করেন? আর বলেন বেদের আজ্ঞাই উহা।

ভগবান্—বেদের কর্ম্মকাণ্ডে নানাবিধ যজ্ঞ করার ব্যবস্থা আছে, এবং তদ্দারা স্বর্গাদি লাভের কথাও আছে। কিন্তু বেদোক্ত কর্ম্ম নিষ্কামভাবে করিতে হইবে। যে সমস্ত মূর্খ বেদের আপাত রমণীয় কুসুমিত বাক্যে লুব্ধ হইয়া উর্ব্বশী পারিজাতাদি ভোগের জন্য কর্ম্ম করে এবং বলে বেদে এই সমস্ত ভিন্ন আর কিছুই নাই এইরূপ বেদবাদরত নান্যদস্তীতি বাদী মূর্খের কখন শুভ হয় না। এই সমস্ত মুর্খ বিষয় সুখ লালসায় কলুষিতচিত্ত—ঈশ্বরের রাজ্যে গিয়া খ ভোগ করিব ইহাকেই ইহারা চরম শ্রেয়ঃ মনে করে—সেই জন্য ইহারা কর্ম্ম করে—ইহাদের চিত্ত ঈশ্বরমুখী হয় না বলিয়া ইহারা পুনঃ পুনঃ বহু ক্লেশে পতিত হয় (৪২-৪৩)

অর্জ্জুন—বেদে ঐরূপ ভোগের কথা আছে কেন?

ভগবান্—বেদ কি ইহা যাহারা জানে না, যথার্থ বেদবিদের মুখে বেদে কি আছে তাহা যাহারা শ্রবণ করে নাই তাহারাই ঐরূপ প্রশ্ন

করে। তুমি বেদ কোন্ বস্তু তাহা শ্রবণ কর আপনিই বুঝিবে বেদের কর্ম্মকাণ্ডে ভোগের কথা কেন আছে।

অর্জ্জুন—আমি ত জানিব তোমারই নিকটে; তুমি বলিয়া দাও।

ভগবান্—প্রকৃতি ও পুরুষের কার্য্য লইয়াই এই জগৎ চলিতেছে। বেদও যাহা, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি বিশিষ্ট এই জগৎ এবং তুরীয় ও তুর্য্যাতীত ব্রহ্ম—এই সমস্তও তাই। বেদে বিধির আজ্ঞা আছে এবং নিষেধের আজ্ঞাও আছে। বেদ অর্থে জানা। বিদ ধাতুর অর্থ জানা। সত্যকে সত্য বলিয়া অনুভব করাও যেমন জানা, মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া অনুভব করাও সেইরূপ জানা। প্রকৃতির স্বভাব যেমন বেদে প্রকাশিত পুরুষের স্বভাবও সেইরূপ বেদ প্রকাশ করিতেছেন। অর্থাৎ বেদ যেমন ঈশ্বরকে দেখাইয়া দিতেছেন, সেইরূপ ইনি সত্ত্বরজস্তম গুণের কার্য্য যে সংসার তাহাকেও প্রকাশ করিতেছেন। একরূপ মানুষের স্বভাবে—ধন দাও, পশু দাও, স্বর্গ দাও, উর্ব্বশী দাও—এ সমস্ত যেমন আছে, আবার মানুষের আর এক স্বভাবে ক্ষণিক ধন জন স্বর্গ অপ্সরা কিছুই চাই না, চাই স্বরূপে যাহা আছে তাহাতেই চির আনন্দপ্রাপ্তি—এই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ই সংসারে আছে বলিয়া বেদেও ইহা আছে। বেদের কর্ম্মকাণ্ড ত্রৈগুণ্য বিষয়ক কিন্তু উপাসনা কাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড প্রবৃত্তিমার্গ হইতে চিত্তকে নিবৃত্তিমার্গে লইয়া গিয়া চিত্তকে নির্ম্মল দর্পণের মত শুদ্ধ করিয়া স্বরূপের দর্শন কেমন করিয়া লাভ করিতে হয় তাহারই জন্য। মহাভারত শান্তিপর্ব্বে আছে "কর্ম্মকাণ্ড বেদকে জ্ঞানীরা অবজ্ঞা করেন না। ব্রহ্ম দুই প্রকার শব্দ ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম। শব্দব্রহ্ম জানিলেই পরব্রহ্ম অবগত হওয়া যায়। লোকসমূহ সর্ব্বাগ্রে কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিয়া পরে পরব্রহ্ম বা সৎচিৎ আনন্দস্বরূপে স্থিতিলাভ করিতে পারেন।" বেদই বলিতেছেন যে সকল লোক বেদের ত্রিগুণাত্মক কর্ম্মকাণ্ডে স্বর্গাদি প্রাপ্তিরূপ ফল-শ্রুতি দেখিয়া—ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া—ঐ সমস্ত কর্ম্মে আসক্ত হয় তাহারা পুনঃপুনঃ জনম মরণরূপ দুঃখপঙ্কে লুণ্ঠিত হইতে থাকে। অর্জ্জুন তোমাকে আমি বলিতেছি তুমি ভোগেচ্ছা শূন্য হও, হইয়া

কামনা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বর প্রীতির জন্য নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম কর। বেদে কি আছে এখন কি দেখিতেছ?

অর্জ্জুন—কতক কতক বুঝিতেছি। তুমি দুই এক কথায় তাহা আবার বল।

ভগবান্—বেদের ব্রাহ্মণভাগ ও মন্ত্রভাগ দ্বারা সংসার মায়াকল্পিত মিথ্যা জানিয়া ব্রহ্মই যে একমাত্র সত্যবস্তু—বেদে ইহাই প্রকাশিত।

অর্জ্জুন—বেদকে ত আমরা গ্রন্থরূপেই দেখি। সকল গ্রন্থই ত মানুষে লিখিয়াছে কিন্তু বেদ কোন মানুষের রচনা নহে—বেদ অপৌরুষেয় ইহা বলা হয় কেন?

ভগবান্—মানুষে যাহা দেখে নাই বেদ তাহাও প্রকাশ করিতেছেন।

অর্জ্জুন—দুই একটি দৃষ্টান্ত দিয়া বলিলে ভাল হয়।

ভগবান্—আচ্ছা মৃত্যুর পরে মানুষ কোথায় যায়—পরলোকে কি হয় তাহা ত কোন মানুষে দেখে নাই কিন্তু বেদ তাহা প্রকাশ করিতেছেন। আরও দেখ "ওঁ অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং। হোতারং রত্নধা-তমং" এই যে বেদমন্ত্র ইহাতে বলা হইতেছে—অগ্নিকে স্তব করি। ইনি দেবতাগণের ঋত্বিক্—দেবতাগণের হোতা—ইত্যাদি। বল দেখি কোন্ মানুষ এই দেবতাগণের হোতাকে দেখিয়াছেন—যে ইহা প্রকাশ করিবেন? বুঝিতেছ বেদ কোন মানুষে গ্রন্থাকারে লিখে নাই কেন? কোন ভারি দ্রব্য শূন্যে ছুড়িয়া দিলে তাহা মাটীতে পড়িয়া যায় এই যে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম মানুষ আতা ফল পড়িতে দেখিয়া এই নিয়ম ধরিতে পারে এবং তাহা প্রকাশ করিতেও পারে কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ মানুষের করা নহে।

অর্জ্জুন—মানুষ না জানিয়া, না শুনিয়া বেদে দোষারোপ করিয়া কতই পাপ করে আর স্বাধিকারচ্যুত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়। আমি এখন বুঝিতেছি বেদ ও ব্রহ্ম একই। তথাপি ভাল করিয়া বুঝিতে চাই—বেদকে শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম বলা হয় কেন?

ভগবান্—পরব্রহ্মই শব্দব্রহ্মরূপে প্রথমে আত্মপ্রকাশ করেন। পরব্রহ্ম দুর্ব্বিজ্ঞেয়। ইহাঁকে মানুষ জানিতে পারে না। ইনি বাক্যের অগোচর,মনেরও অগোচর। ইনিই একমাত্র বিজ্ঞাতা। এই বিজ্ঞাতাকে কে কি দিয়া জানিবে? তাই বেদ বলেন "বিজ্ঞাতরমরে কেন বিজানীয়াৎ।"

অর্জ্জুন—যিনি বাক্য ও মনের অগোচর তাঁহাকে মানুষ পাইবে কিরূপে? অথচ মানুষ ইহাঁকে না পাইলে ভীষণ সংসারোৎপাৎ হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবে না। শাস্ত্রও বলেন—

রজ্জাবহিমিবাত্মানং জীবং জ্ঞাত্বা ভয়ং ভবেৎ।
পরাত্মাঽহমিতি জ্ঞাত্বা ভয়দুঃখৈর্বিমুচ্যতে॥

রজ্জুতে সর্প ভ্রম করার মত আত্মাকে জীবরূপে জানিলেই ভয় হইবে কিন্তু আমি পরমাত্মা ইহা জানিলেই মানুষ সর্ব্বপ্রকার ভয়—মৃত্যুভয়ও এবং সকল প্রকার শারীরিক মানসিক বা আধ্যাত্মিক, আদিদৈবিক এবং আধিভৌতিক—সকল প্রকার দুঃখ হইতে মুক্ত হইবে। যদি আত্মাকে জানাই না গেল তবে মানুষ পরিত্রাণ পাইবে কিরূপে?

ভগবান্—দেখ অর্জ্জুন! বিদ্বান হউক বা মূর্খ হউক, শুদ্ধ হউক বা অশুদ্ধ হউক সকল মানুষই সুষুপ্তিকালে একবার করিয়া ব্রহ্মপুরে গমন করে। জীব অহরহই ব্রহ্মপুরে যাইতেছে। অজ্ঞানী যখন তাঁহার কাছে যায় তখন অজ্ঞান ফেলিয়া তবে যায় কিন্তু চিরতরে অজ্ঞান নাশের কার্য্য করেনা বলিয়া সুষুপ্তি ভঙ্গে আবার প্রারব্ধ বশে সেই ব্রহ্মপুর হইতে বিতাড়িত হয়। জ্ঞানী কিন্তু চিত্ত শুদ্ধির কার্য্য করিয়া তাহাতে ডুবিয়া থাকিতে পারেন বলিয়া সমাধি কালে ও ব্যুত্থান সময়েও তাঁহাকে আর ছাড়িয়া থাকেন না।

অর্জ্জুন—পরব্রহ্মকে পাওয়া তবে কি?

ভগবান্—সুষুপ্তিতে যখন মানুষ তাঁহাকে পায় তখন তাঁহার সহিত এক হইয়া যায়—সেখানে দ্বৈত কিছুই থাকে না—তিনিই জীবাত্মাকে ক্রোড়ীভূত করিয়া আপনার সহিত এক করিয়া রাখেন। পরব্রহ্ম

হওয়াই পরব্রহ্মকে পাওয়া। ভগবানে ডুবিয়া থাকিলে আর কে বলিবে আমি পরব্রহ্মে ডুবিয়া আছি—অত্যন্ত সুখ পাইতেছি—আপনি আপনি ভাবে স্থিতিলাভ করিলে আনন্দস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপইত হইয়া যায় —তখন কি অবস্থা কে বলিবে ?

অর্জ্জুন—পরব্রহ্ম যদি সর্ব্বদাই এইরূপ তবে সৃষ্টিই বা কিরূপে হইবে জীবাত্মাই বা কিরূপে ভাসিবেন ?

ভগবান্—পরব্রহ্ম শব্দব্রহ্মরূপে কিরূপে আত্মপ্রকাশ করেন —তোমার এই প্রশ্নের উত্তর এখন আসিবে।

অর্জ্জুন—বল কিরূপে হয়েন ? দেখিতেছি সৃষ্টিতত্ত্ব না বুঝিলে এই দুর্জ্ঞেয় পরব্রহ্মের শব্দব্রহ্মরূপে প্রকাশ হওয়া বুঝা যাইবে না।

ভগবান্—সত্যই ! সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিলে কোন কিছুরই তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হইবেনা। শ্রবণ কর—আমি যত সহজে হয় বলিতেছি।

অর্জ্জুন—বল।

ভগবান্—"সুষুপ্তং স্বপ্নবৎ ভাতি ভাতি ব্রহ্মৈব সর্গবৎ" যোগ-বাশিষ্টে। সুষুপ্তি অবস্থা যেমন স্বপ্নবৎ ভাসে সেইরূপ ব্রহ্মই সৃষ্টিরূপে ভাসেন।

অর্জ্জুন—কেমন করিয়া ভাসেন ইহাইত বুঝিবার কথা।

ভগবান—পরব্রহ্ম শব্দ ব্রহ্মরূপে যে ভাসেন ইহা কোন কারণ বশে হয়না আপনা হইতেই হয়। মনিতে যেমন ঝলক ভাসে সেইরূপ। তথাপি শাস্ত্র ইহার ক্রম দেখাইয়া থাকেন।

অর্জ্জুন—ইহাইত শুনিতে চাই।

ভগবান্—মনোযোগ কর।

পরব্রহ্ম যে সর্ব্বশক্তিমান্ ইহাত কেহই অস্বীকার করেনা।

যথা হরি র্জগদ্ব্যাপী তস্য শক্তিস্তথানঘ।
দাহশক্তি র্যথাঙ্গারে স্বাশ্রয়ং ব্যাপ্যতিষ্ঠতি ॥ নারদীয়ে।

পর ব্রহ্ম বা শ্রীহরি বা শিব বা রাম জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। হরি যেমন জগৎ ব্যাপী, তাঁহার শক্তিও সেইরূপ জগদ্ব্যাপিকা। দাহশক্তি যেমন জ্বলন্ত অঙ্গার ব্যাপিয়া থাকে সেইরূপ শক্তিও আপন আশ্রয় যে সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্ম শ্রীহরি তাঁহাকে ব্যাপিয়া থাকেন। এই শক্তি কখন স্পন্দ স্বভাবা কখন অস্পন্দ স্বভাবা। এই অস্পন্দ স্বভাবা শক্তি ও পরব্রহ্ম একই। এইখানে শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। কিন্তু স্পন্দ শক্তি যিনি তিনিই জগৎরূপে প্রকাশ হয়েন।

নাদাত্মনা প্রবুদ্ধা সা নিরাময়পদোন্মুখী।
শিবোন্মুখী যদা শক্তিঃ পুংরূপা সা তদা স্মৃতাঃ ॥ প্রয়োগসাগরে।

শক্তি যখন অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আসিতে থাকেন তখন তিনি নাদ বা শব্দরূপা। ইনি যখন ব্রহ্মমুখী তখন ইনি চলনরহিতা। অস্পন্দরূপিণী মহামায়াও যিনি আর "অনেজদেকং" পরব্রহ্মও তিনি। মহামায়াই তখন নির্গুণাশক্তি বা ব্রহ্মময়ী। স্বরূপ চিন্তা করিয়া বলা হয়—"শিবোন্মুখী যদাশক্তিঃ পুংরূপা সা তদা স্মৃতাঃ" শক্তি শিবোন্মুখী হইয়াই ব্রহ্মরূপা বা শিবরূপা। পরব্রহ্মের বক্ষে এই শক্তি বা শিবের বক্ষে এই কালী কখন অস্পন্দ স্বভাবে শিবের সঙ্গে অভেদ হইয়া ত্রিলোক উদ্ধারকারিণী কখন বা স্পন্দ স্বভাবে জগৎ সৃষ্টি করিয়া ত্রিলোক মোহকারিণী। পুরুষোন্মুখী প্রকৃতিই পুরুষ হন যখন তখন প্রকৃতি ও পুরুষ একই। সেই জন্য বলা হয় "আনন্দ চিদঘন স্বামী প্রভুঃ প্রকৃতিরূপ ধৃক্" শৈবাগমে। আনন্দ ঘন জগৎ প্রভু ঈশ্বরই প্রকৃতিরূপ ধারণ করেন। বুঝিতেছ পরব্রহ্ম শব্দব্রহ্মরূপে ভাসেন কিরূপে?

অর্জ্জুন—আরও সহজ করিয়া বলিলে সুবিধা হয়।

ভগবান—আচ্ছা। পরব্রহ্ম ভাবরূপী আর শব্দব্রহ্ম তাঁহার প্রকাশক ভাষা। ভাষা ভিন্ন যেমন ভাবের প্রকাশ নাই সেইরূপ শব্দ ব্রহ্ম ভিন্ন স্বপ্রকাশ পরব্রহ্মের আত্মপ্রকাশ নাই। স্বপ্নরূপে যেমন সুষুপ্তির প্রকাশ সেইরূপ দৃষ্টিরূপে ব্রহ্মের প্রকাশ। শব্দ হইতেই এই সৃষ্টি।

যেখানে যে শব্দ বা ভাষা প্রচলিত তাহা অকার হইতে ক্ষকারান্ত বর্ণ সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। শব্দ দুই প্রকার—ধ্বনি ও বর্ণ। বর্ণ হইতেছে যথা কখ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত। শব্দেরও শক্তি আছে। কোন শব্দে প্রাণ চমকিয়া উঠে কোন শব্দে মন মোহিত হয়। মৃদঙ্গাদির অব্যক্ত শব্দকে ধ্বনি বলে মনুষ্যাদির ব্যক্ত শব্দকে বর্ণ বলে।

শব্দই সকলের মূল। আদি শব্দই প্রণব। প্রণবই বেদ। এই জন্য বেদকে শব্দব্রহ্ম বলে। এই শব্দ যেখানে প্রথম স্ফুটিত হয় তাহাই পরব্রহ্ম। পরব্রহ্ম ভাবরূপী। ভাব ভিতরে অনুভূত হয় কিন্তু ভাষা ভিন্ন ভাবের প্রকাশ হয় না। ভাব বাহিরে না আসিলে সৃষ্টি নাই।

পরমশান্ত সৎচিদানন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মে স্বভাবতঃ—আপনা হইতে যে চলন হয় তাহাই তাঁহার স্পন্দন। ইহাই ভাবনা। আদি ভাবনাই আদি স্পন্দন। চিদাকাশে প্রথম স্পন্দন বা শব্দই প্রণব। ঐ শব্দ ছন্দ মত তালে তালে চিদাকাশে প্রস্ফুরিত হয়। প্রথমে প্রণব সপ্ত ছন্দে প্রসারিত হয়েন পরে তাঁহা হইতে বহু বিকৃতি ছন্দও উঠে। প্রকৃতি ছন্দ ও বিকৃতি ছন্দ লইয়াই এই জগৎ। তাই বলা হয় "প্রণবেন ব্যাহৃতিভিঃ প্রবর্ত্ততে তমসস্তু পরং জ্যোতিঃ"। পরম জ্যোতিস্বরূপ চিদাকাশ বা পরব্রহ্ম তমঃ দূর করিয়া প্রকাশিত হইলেন। প্রণবের বা ওঁকারের মূর্ত্তিই এই জগৎ। শব্দ হইতেই এই জগৎ আবার মহাপ্রলয়ে জগতের লয় শব্দেই হয়। শব্দও স্পন্দিত হইতে হইতে আবার চিদাকাশে বা পরব্রহ্মে লয় হয়। সমস্ত শব্দ সমস্ত ভাষা যখন এক অখণ্ডভাবে মিলিত হয়—তখন যিনি চিরদিন আছেন, ছিলেন, থাকিবেন তিনিই পরম শান্ত বিষ্ণুর পরম পদ। এই পরম পদকেই জ্ঞানিগণ অবাধিত দৃষ্টিতে দর্শন করেন। এখানে দেখা এবং হওয়া এক। আবার যখন সৃষ্টির আরম্ভ হয় তখন সমস্ত শব্দ রাশির সংস্কার বীজাবস্থায় থাকিয়া ভাবরূপী চিদাকাশে স্ফুটনোন্মুখ হইয়া দাঁড়ায়। অবৃষ্টি সংরম্ভ অম্বুবাহের মত, অনুত্তরঙ্গ জলনিধির মত,

নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপ শিখার মত এই নব নীল নীরদের—এই চিদাকাশের সৃষ্টি প্রারম্ভের দর্শন কত সুন্দর কে বলিবে? অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড জড়িত, প্রণব ব্যাহৃতি যুক্ত শব্দরাশির মূলে যে অখণ্ড ভাব চিদাকাশে প্রকটিত হয় তাহাই বেদ। ছন্দমত স্পন্দন যুক্ত শব্দরাশিই বা শব্দ ব্রহ্মই পরব্রহ্ম।

সৃটিতত্ত্বের কথা পরে অনেকবার আসিবে এখন এই পর্য্যন্তই থাক। দেখ অর্জ্জুন—বেদের কর্ম্মকাণ্ড সকল সত্ত্ব রজ স্তম এই ত্রিগুণাত্মক। ইহারা সংসারের প্রকাশক। তুমি ত্রিগুণের ভাব ত্যাগ করিয়া নিস্ত্রৈগুণ্য হও। ত্রিগুণের লক্ষণ—শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ মান অপমানাদি সহিষ্ণুতা, সর্ব্বদা সত্ত্বগুণে ধৈর্য্যশীল হওয়া, যাহা পাও নাই তাহার প্রাপ্তি এবং যাহা পাইয়াছ তাহার রক্ষা—ইহাতে আগ্রহ না রাখিয়া একমাত্র ভগবান্ আত্মা আমার আছেন এই নির্ভরে তাঁহার আজ্ঞা মত নিষ্কাম কর্ম্মে রত থাকিয়া স্বরূপস্থিতি লাভ কর। আত্মা হইতে যে সুখ উঠে তাহা সাত্ত্বিক সুখ, বিষয় হইতে যাহা উঠে তাহা রাজস, এবং মোহও ও দৈন্যই তামস। তুমি দ্বন্দরহিত হও, নিত্য সত্ত্বস্থ হও এবং আত্মরতি আত্মক্রীড় হও। (৪৫)

অর্জ্জুন—নিষ্কাম কর্ম্ম—যাহা তুমি উপদেশ করিতেছ তাহাতে ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখের জন্য চেষ্টা থাকিবেনা—সেই জন্য বেদোক্ত কর্ম্মের ফলে আর লোভ পড়িবে না?

ভগবান্—কিরূপে পড়িবে? নিষ্কাম কর্ম্মের আরম্ভত আমাকে লইয়াই। আমিত সকল সুখের সমষ্টি। আমাকে পাইলেত সুখের কন্দ যাহা তাহাই পাইলে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় তাহা কি মহাজলাশয় পাইলে সিদ্ধ হয় না? বল দেখি বেদোক্ত কর্ম্মের ফল ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরাধনারূপ একনিষ্ঠা যাহার জন্মিল তাহার বুদ্ধিতে দোষ দিবে কে? সমস্ত বেদের প্রয়োজনইত সিদ্ধ হইল যখন মানুষ ব্রহ্মকে পাইল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দত ব্রহ্মানন্দেরই অন্তর্ভূত। (৪৬)

অর্জ্জুন—তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেইত প্রয়োজন সিদ্ধ হইল তবে আবার কর্ম্ম কেন?

ভগবান্—তত্ত্বকথা শুনিলেই ত তত্ত্বজ্ঞান হয় না। তত্ত্বজ্ঞানার্থী যিনি তাঁহাকেও ত কর্ম্ম করিতে হয়। তত্ত্বজ্ঞানীরও কর্ম্মেই অধিকার—আমি বলিতেছি কর্ম্মফলে আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া কর্ম্ম কর। অর্জ্জুন! তুমি ফলের আকাঙ্ক্ষায় কর্ম্ম করিওনা—আর ইহাও ভাবিওনা যে কর্ম্ম করিলেই যখন কর্ম্ম ফলের বন্ধন ঘটে তখন কর্ম্ম না করাই ভাল। ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া আমি বলিতেছি বলিয়া কর্ম্ম করাই ভাল। (৪৭) আমি কর্ম্ম করিতেছি এই কর্ত্তৃত্বাভিমান না রাখিয়া সিদ্ধি অসিদ্ধি হর্ষ বিষাদ শূন্য হইয়া—ঈশ্বরের আজ্ঞা বলিয়া ঈশ্বরকে ভাল বাসিয়া কর্ম্ম কর। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমত্বই যোগ। (৪৮)

অর্জ্জুন—তোমাকে ভাল বাসাইত নিষ্কাম কর্ম্মের ভিত্তিভূমি। কিন্তু তোমাকে ভালবাসা যায় কিরূপে ?

ভগবান্—কেন যাইবে না ? আত্মার প্রকট মূর্ত্তিইত ইষ্ট দেবতা। আমি তোমার আত্মারই প্রকট মূর্ত্তি। আত্মাকে কে না ভালবাসে বল ? তোমার আত্মাই তোমার ইষ্ট দেবতার মূর্ত্তি ধরিয়া তোমাকে শাস্ত্র নির্দ্ধারিত পথে চলিতে বলিতেছেন। আত্মার আজ্ঞা পালন করিয়া তুমি কর্ম্ম করিতেছ—ইহাতে সুখ পাও বা দুঃখ পাও এ বিচারের স্থান কোথায় বল ? শাস্ত্রবাক্য আত্মারই আজ্ঞা।

অর্জ্জুন—এখন বুঝিতেছি—সকাম কর্ম্ম মানুষকে সংসারে বদ্ধ করে কিন্তু মানুষ ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া—কর্ম্ম নিষ্পত্তি জন্য তোমাকে ডাকিতে ডাকিতে, তোমার কাছে শক্তি প্রার্থনা করিতে করিতে যখন কর্ম্ম করে তখন তাহার সিদ্ধি অসিদ্ধি সমান হইয়া যায়—এই সমত্ব বোধকেইত যোগ বলিতেছ ? ইহাইত যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করা ?

ভগবান্—তাহাই। এই সমত্ব বুদ্ধি যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করা অতি উৎকৃষ্ট—ফলাফল ভাবিয়া কর্ম্ম করা অতি অপকৃষ্ট। তুমি সমত্ব বুদ্ধির শরণ লও—ফলের জন্য কর্ম্ম করিয়া কৃপণ হইওনা। (৪৯)

অর্জ্জুন—ফলের জন্য যাহারা কর্ম্ম করে তাহারা কৃপণ ?

ভগবান্—ফলের জন্য যাহারা কর্ম্ম করে তাহারা ফল ক্ষণস্থায়ী,

ফল অল্প বলিয়া অল্প সুখই পায় কিন্তু আমার জন্য যাহারা কর্ম্ম করে তাহারা আমাকেই পায়—আমি ভূমা আমি অনন্ত বলিয়া ইহাদের সুখও অনন্ত। যাহারা অনন্ত সুখ স্বরূপ আমাকে ত্যাগ করিয়া আপাত রমণীয় অল্প সুখের জন্য কর্ম্ম করে তাহারাইত কৃপণ। কারণ অল্প সুখের জন্য ইহারা অধিকটা বিসর্জ্জন দেয়। তাই বলিতেছি সমত্ব বুদ্ধি যুক্ত হও—এই জন্মেই সুকৃতি দুষ্কৃতি ত্যাগ হইয়া যাইবে। নিষ্কাম কর্ম্ম যোগে উদ্যোগী হও। নিষ্কাম কর্ম্ম যোগের কুশলতাই যোগ বা কর্ম্মযোগ। (৫০)

অর্জ্জুন—এইরূপ করিয়া কেহ কি কর্ম্ম করেন?

ভগবান্—যাঁহারা মনীষী—যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা ফলত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করেন বলিয়া জন্মমরণরূপ সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বোপদ্রব শূন্য মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হয়েন। (৫১)

অর্জ্জুন—আমার এইরূপ কবে হইবে?

ভগবান্—যখন তোমার বুদ্ধি মোহ কলিল বিশেষরূপে অতিক্রম করিবে তখন শ্রোতব্য এবং শ্রুত সমস্ত অনাত্ম বিষয়ে তোমার বৈরাগ্য আসিবে। (৫২)

অর্জ্জুন—মোহ কলিল কি?

ভগবান্—মোহাত্মক অবিবেকরূপ কলুষতা—এই কালুষ্য যতদিন থাকে ততদিন আত্মাই যে একমাত্র রমণীয় বস্তু এই বোধকে কলুষীকৃত করিয়া এই অবিবেক, সকল ইন্দ্রিয়কে বিষয় ভোগের প্রতি প্রধাবিত করে।

অর্জ্জুন—মোহই বা কি এবং কলিল ইহার অর্থ কি?

ভগবান্—আত্মাকে যাহারা জানেনা তাহারা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদিকে রমণীয় বোধ করিয়া ইহাদিগকেই যে পরম রমণীয় আত্মা বলিয়া বোধ করে—ইহাই হইতেছে মোহ। তবেই হইতেছে দেহাদিতে আত্ম বুদ্ধিই মোহ। কলিল অর্থ কলুষতা বা কালুষ্য। এই কলুষতা নিতান্ত নিবিড় বলিয়া কলিল অর্থে নিবিড়ও হয়।

অৰ্জ্জুন—বুদ্ধির মোহ কলিল অতিক্রম করা কি ?

ভগবান্—সুখ দুঃখ লাভ অলাভ, জয় পরাজয় গ্রাহ্য না করিয়া ঈশ্বর বলিয়াছেন বলিয়া যখন তুমি কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম কর তখন সেই সমত্ব বুদ্ধিতে কর্ম্ম দ্বারা তোমার ঈশ্বর আরাধনা হয়। তখন ঈশ্বরের প্রসন্নতার অনুভবে তোমার বুদ্ধি আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা এই দেহাভিমানরূপ মোহময় গহন দুর্গ—এই মোহময় কলুষতা অতিক্রম করে।

অৰ্জ্জুন—শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয়ে নির্ব্বেদ বা বৈরাগ্য লাভ করা কি ?

ভগবান্—সংসারের বিষয়ে, দেহ বিষয়ে, জগৎ বিষয়ে, মনের বিষয়ে অর্থাৎ এক কথায় আত্মা ভিন্ন অন্য যা কিছু সেই বিষয়ে তোমার বৈরাগ্য লাভ হইবে।

অর্জ্জুন—দেহাত্ম বুদ্ধি অর্থাৎ আমি করি, আমি চলি, আমি খাই, আমার সংসার, আমার ঘর বাড়ী ইত্যাদি বুদ্ধি যখন থাকেনা তখনই কি ভোগে বৈরাগ্য জন্মে ?

ভগবান্—আমি করি আমি খাই আমি চলি—এই বুদ্ধি অর্থাৎ আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা এই বুদ্ধি যখন মানুষ ছাড়িতে পারে তখন মানুষের কি হয় দেখ। প্রকৃতির দ্বারা কর্ম্ম চলে -এ কর্ম্ম ত আত্মা করেন না। তবেই হইল আমি বা আত্মা যিনি তিনি প্রকৃতি নহেন। প্রকৃতির দ্রষ্টা এই আত্মা। আত্মাই একমাত্র সত্য বস্তু—আত্মা ভিন্ন অন্য যা কিছু তাহাই মায়া, তাহাই মিথ্যা। যখন আত্মাই সত্য বস্তু হইয়া যান—তখন আত্মাই একমাত্র দর্শন, শ্রবণ, গ্রহণের বস্তু। অনাত্মা যাহা তাহাই ত্যাগের বস্তু। ইহাই ত বৈরাগ্য। এইজন্য বলিতেছি শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয় সকল নিষ্ফল বলিয়া অগ্রাহ্য করার বস্তু—ইহাই বৈরাগ্য। বুঝিলে কি নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা দেহাত্ম বুদ্ধি নষ্ট হয় কিরূপে ?

অর্জ্জুন—বুঝিতেছি। যখন আমার বুদ্ধিতে মোহ থাকে না, যখন

এই ফল লাভের জন্য এই কর্ম্ম করা উচিত, আমি না করিলে আর করিবে কে এই ভ্রম যখন না থাকিবে তখন নূতন কিছু করিতে বা দেখিতে ইচ্ছা হইবে না, পুরাতন কিছুই আর দেখিতে শুনিতে ইচ্ছা হইবে না—অনাত্মাতে এবং অনাত্মার কার্য্যে যখন বৈরাগ্য আসিল তখন আত্মাই যে একমাত্র রমণীয় দর্শন—আত্মরতি, আত্মক্রীড় হওয়াই যে একমাত্র কার্য্য—ইহার জন্যই মানুষ আত্মস্থ হইবে! আচ্ছা তারপর কি?

ভগবান্—অনেক প্রকার সাধ্য সাধনার কথা শুনিয়া তোমার দোলায়মান বুদ্ধি সব ছাড়িয়া যখন এক পরমেশ্বরে—এক আত্মায় চলন রহিত হইয়া স্থির হইবে—যখন তোমার বুদ্ধি সমাধিতে অচল ভাবে স্থিতি লাভ করিবে তখন তুমি যোগ বা যোগফল যে তত্ত্বজ্ঞান তাহা লাভ করিবে। (৫৩)

অর্জ্জুন—শ্রুতিবিপ্রতিপন্না বুদ্ধি কি?

ভগবান্—ঈশ্বরের কথা, ঈশ্বর পাইবার উপায়ের কথা—বহু প্রকারে শ্রবণ করিয়া অর্থাৎ বহু শাস্ত্রে বহু রূপে শুনিতে শুনিতে মানুষের বুদ্ধি সংশয় দোলায় দোলায়মান হয়—এই বিক্ষিপ্তা বুদ্ধিকে বলিতেছি শ্রুতিবিপ্রতিপন্না বুদ্ধি। অনেক শ্রবণের দ্বারা বিপ্রতিপন্না অর্থাৎ এক বিষয়ে স্থির না হওয়া—বহু শ্রবণে বিক্ষিপ্তা।

অর্জ্জুন—ঈশ্বরকেও মানুষ কি অনেক রকম বলে?

ভগবান্—বলে বৈ কি? ঈশ্বর সম্বন্ধে ও সৃষ্টি সম্বন্ধে বহু লোকে বহু কথা কয়। অদ্বৈত, দ্বৈত, বিশিষ্টা দ্বৈতবাদ অচিন্ত্য ভেদাভেদ কত বাদই আছে আবার বিবর্ত্তবাদ আরম্ভবাদ পরিণামবাদ প্রভৃতি কত বাদের কথা মানুষ কয়। কেহ বলেন ঈশ্বর নিরাকার কেহ বলেন ঈশ্বর সাকার, কেহ বলেন সাকার নিরাকার উভয়ই, কেহ বলেন ইনি দুর্গা, কালী, শিব, কৃষ্ণ, রাম ইত্যাদি, কেহ বলেন কৃষ্ণই একমাত্র ঈশ্বর অন্যগুলি তাঁহার অংশ মাত্র—স্বয়ং নহেন; এই ভাবে নানাপ্রকার উক্তি আছে। কেহ বলেন ঈশ্বর আত্মা—আবার এই সম্বন্ধে নানাপ্রকার কথা তুলেন

আত্মা নিত্য বা অনিত্য? নিত্য যদি হন ইনিই কর্ত্তা বা অকর্ত্তা? অকর্ত্তা হইলেও এক বা অনেক শ্রুতিবিপ্রতিপন্না বুদ্ধিতে ঈশ্বরের কথা বহুরূপে শুনিয়া বহু প্রকার সন্দেহ জন্মায়।

অর্জ্জুন—ঈশ্বরকে পাইবার উপায়েও কি সংশয় থাকে?

ভগবান্—থাকে বৈ কি? কেহ বলে কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়, কেহ বলে কর্ম্ম ত্যাগ না করিলে পাওয়া যায় না, কেহ বলে বিনা অস্টাঙ্গযোগ সাধনায় তাঁহাকে পাওয়া যায় না, কেহ বলে উপাসনা ভিন্ন তাঁহাকে পাইবার অন্য উপায় নাই, কেহ বলেন জ্ঞান ভিন্ন কিছুতেই পাওয়া যায় না, কেহ বলেন নাম করিলেই পাওয়া যায়, কেহ বলেন বিশ্বাসেই পাওয়া যায়, কেহ বলেন শুধু প্রার্থনাতেই পাওয়া যায়—এইরূপ বহু বহু উপায়ের কথা শ্রবণ করিয়া বুদ্ধিতে সংশয় আইসে।

অর্জ্জুন—নানা প্রকারে দোলায়মান বুদ্ধি নিশ্চল হইবে কিরূপে?

ভগবান্—পরমাত্মা ও আত্মা ঘটে ঘটে বিরাজ করেন; এই পরমাত্মাই কিন্তু আত্মা। অথচ আকাশের ছায়া ঘটের মধ্যে আসিয়া যেমন ঘটাকাশ নাম ধরে সেইরূপ এক নিত্য অখণ্ড আত্মা দেহাদি উপাধিতে প্রতিভাত হইয়া জীবভাব প্রাপ্ত হয়েন। জীবভাব হইতে যতদিন অজ্ঞান না কাটিয়া যায় অর্থাৎ জীবাত্মা যতদিন না "আমি কর্ত্তা" "আমি ভোক্তা" এই অভিমান ত্যাগ করিতে পারেন ততদিন জীবাত্মা পরমাত্মভাবে স্থিতি লাভ করিতে পারেন না। সুষুপ্তি যেমন আপনা হইতে স্বপ্নভাবে আইসে সেইরূপ পরমাত্মা বা ব্রহ্ম স্বভাবতঃ সৃষ্টিরূপে ভাসেন। ইহাই কিন্তু ব্রহ্মের আকার ধারণের বীজ। পরমাত্মা দুজ্ঞেয়, তিনি যদি আপন অবিজ্ঞাত স্বরূপেই থাকেন তাহা হইলে মন তাঁহাকে চিন্তা করিতে পারে না, বাক্যও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। তাঁহাকে ধ্যান না করিলে যখন অজ্ঞান আবরণ সরাণ যায় না তখন তিনি কৃপা করিয়া মূর্ত্তি ধারণ করেন। ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য জন্য তিনি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করেন। শিব, রাম, সীতা, দুর্গা, কালী প্রভৃতি মূর্ত্তি এক পরমাত্মারই মূর্ত্তি। এই এক পরমাত্মাই

সব সাজিয়াছেন—এই পরমাত্মাই আত্মরূপে সকলের মধ্যে আছেন। আত্মাই একমাত্র উপাস্য। এইভাবে একনিষ্ঠা হইলে বুদ্ধির সংশয় আর থাকেন না। তারপরে কি উপায়ে জীবের অজ্ঞান দূর হয় তাহারও সম্বন্ধে বহু কথা যখন এক সাধনায় পর্য্যবসিত হয় তখন সাধনাতেও একনিষ্ঠা আইসে। সাধনার একনিষ্ঠা হইতেছে, জ্ঞান ভিন্ন পরমাত্ম ভাবে স্থিতি লাভ করা যায় না। কিন্তু যখন চিত্ত রাগ-দ্বেষ ছাড়িতে না পারে, যতদিন বিষয় ভাললাগা মন্দলাগা থাকে তত দিন চিত্তশুদ্ধি হয় নাই জানিবে। চিত্তশুদ্ধির জন্য নিষ্কাম কর্ম্মযোগ, অষ্টাঙ্গযোগ, উপাসনা, নাম করা এই সমস্ত। কর্ম্ম ও উপাসনার দ্বারা ভগবানকে ভালবাসিতে পারিলে যখন ভগবানের সর্ব্বদা স্মরণে চিত্তমল যে রাগ দ্বেষ বা ভাললাগা মন্দলাগা—ইহা দূর হইবে তখন জ্ঞানের অনুষ্ঠানে অধিকার জন্মিবে। চিত্ত যখন ভগবানের দিকে ফিরিবে এবং বিষয় ভোগে যখন রুচি থাকিবে না তখন চিত্ত নিশ্চল হইয়া পরমাত্মাতে ডুবিয়া পরমাত্মারূপে স্থিতিলাভ করিবে। ইহাই স্থিত প্রজ্ঞ হওয়া বা আত্মস্থ হওয়া।

অর্জ্জুন—(১) সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি ? (২) আবার তিনি যখন সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হয়েন তখন তিনি ব্যবহারিক জগতে স্বগত বা স্পষ্ট কি বলেন (৩) ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ কিরূপে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করেন (৪) ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কালে কিরূপে তিনি বিষয়ে বিচরণ করেন ? আমার মনে এই সমস্ত প্রশ্ন জাগিতেছে।

ভগবান্—আচ্ছা—আমি তোমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতেছি শ্রবণ কর।

(১) সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ। যখন সাধক মনে প্রবিষ্ট সমস্ত কামনা ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব রূপে অর্থাৎ আপনি-আপনি তুষ্ট থাকেন—বাহিরের কোন কিছুই আর তাঁহার কাছে থাকে না—সর্ব্বদাই আত্মাতে ডুবিয়া আত্মাই হইয়া থাকেন তখন তিনি সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ (৫৫)

অর্জ্জুন—মনোগত সমস্ত কামনা ত্যাগ করিতে পারিলেই কি ভগবানে ডুবিয়া থাকা যায় ?

ভগবান্—ভোগের ইচ্ছা হইতেছে কামনা। আপনি আপনি পূর্ণ যিনি তাঁহার কোন ভোগেচ্ছা নাই। আত্মবিস্মৃতি না হইলে ভোগেচ্ছা জন্মে না। আর কিছু দেখিয়া আপনা না ভুলিলে ভোগেচ্ছা বা কামনা হয় না।

অর্জ্জুন—আত্মবিস্মৃতি হয় কিরূপে?

ভগবান্—পরমাত্মা আপনি আপনি হইলেও তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। যখন তিনি আপনি আপনি থাকেন তখন শক্তি তাঁহার সহিত এক হইয়াই থাকেন। এখানে শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। এই জন্য ব্রহ্মকে কেহ বলেন পরমাত্মা কেহ বলেন ইনি শক্তি। শক্তি ব্রহ্মময়ী এ কথা সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। পরে ব্রহ্ম যখন পুরুষ আকার ধারণ করেন এবং শক্তি প্রকৃতিরূপা হয়েন তখন শৈবাগমে বলা হইয়াছে আনন্দচিদঘন স্বামী প্রভু প্রকৃতি রূপধৃক্। সচ্চিদানন্দ স্বামী—যিনি নির্গুণ অবস্থায় নিত্যস্থিত হইয়াও সগুণ হয়েন—ইনি প্রভু অর্থাৎ কোন কিছু করিতে বা না করিতে বা অন্যথা করিতে ইনি সমর্থ—ইনিই ঈশ্বর। এই পুরুষই প্রকৃতিরূপ ধারণ করেন—ঈশ্বরই ঈশ্বরী হয়েন। যদি বলা যায় কিরূপে হয়েন—প্রয়োগ সাগরতন্ত্র উত্তর করেন—

নাদাত্মনা প্রবুদ্ধা সা নিরাময় পদোন্মুখী।
শিবোন্মুখী যদা শক্তিঃ পুংরূপা সা তদাস্মৃতাঃ॥

শক্তি যখন অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আসিতে থাকেন তখন প্রথমেই তিনি হন নাদ বা শব্দরূপ। এই জন্য বলা হয় শব্দ হইতেই জগতের সৃষ্টি। যখন ইনি ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া থাকেন তখন ইনি ব্রহ্মেরই মত অনেজৎ এবং সর্ব্বপ্রকার কম্পনশূন্য—চলন রহিত। এই জন্য মহামায়াকে ব্রহ্মই বলা হয়। মহামায়াই নির্গুণাশক্তি—ইনিই ব্রহ্মরূপিণী। এই স্বরূপ চিন্তা করিয়া বলা হয় শিবোন্মুখী যদা শক্তিং পুংরূপা সাস্তদাস্মৃতাঃ। শক্তি শিবোন্মুখী হইলেই পুরুষরূপা। যুক্তিদ্বারাও ইহা দেখান যায় যিনি উগ্রভাবে যাঁহার স্মরণ করেন

যাঁহার ভাবনা করেন তিনি তাঁহার রূপই প্রাপ্ত হয়েন। কাঁচপোকার তৈলপায়িকায় পরিণত হওয়ার দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্রই প্রচলিত।

মায়ার বা শক্তির দুই স্বভাব। মনের যেমন নিবৃত্তিমার্গ ও প্রবৃত্তিমার্গে গতি হয় শক্তিরও সেইরূপ অস্পন্দ স্বভাব ও স্পন্দ স্বভাব। মন প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ করিলেও ইচ্ছা করিলেই ইনি যেমন নিবৃত্তিমার্গে যাইতে পারেন সেইরূপ স্পন্দশক্তি জগৎ হইয়া নৃত্য করিলেও ইনি ব্রহ্মমুখী হইলেই অস্পন্দরূপে ব্রহ্মই। ব্রহ্মে এই স্পন্দশক্তির স্ফুরণ আপনা হইতেই হয়। ব্রহ্ম অনাদি, শক্তির স্ফুরণও অনাদি বলিয়া বলা হইতেছে শক্তি স্বভাবতঃ স্ফুরিত হয়। শক্তির মধ্যে যাহা থাকে তাহার ভাবনা করিলে বুঝা যায় শক্তির স্ফুরণ স্বভাবতঃ কেন বলা হয়। শ্রীশ্রীচণ্ডীর কবচ অর্গলা কীলক পাঠের পরে এবং সপ্তসতী পাঠের পূর্ব্বে যে রাত্রিসূক্ত পাঠের ব্যবস্থা আছে তাহা বেদেরই মন্ত্র। রাত্রিসূক্তের প্রথম মন্ত্রে পাওয়া যায় ওঁ রাত্রী ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ। বিশ্বা অধি শ্রিয়োঽধিত। জীব-রাত্রিকালে সকল জীব চিৎশক্তির ক্রোড়ে নিদ্রা যায় এবং মহাপ্রলয়ে ঈশ্বরও এই চিৎশক্তির ক্রোড়ে নিদ্রিত হয়েন বলিয়া চিৎশক্তিরূপা ভুবনেশ্বরীকে রাত্রি বলা হইয়াছে। রাত্রি, জীবরাত্রি ও ঈশ্বর রাত্রি-রূপে দ্বিবিধা। যাঁহাতে সমস্ত জীবের ব্যবহার কার্য্য লয় হয় তাহা জীব রাত্রি আর যাঁহাতে ঈশ্বর ব্যবহার লীন হয় তাহা ঈশ্বর রাত্রি। মহাপ্রলয়ে অন্য কোন বস্তু থাকে না—থাকেন কেবল ব্রহ্মমায়াত্মিকা শক্তি। ইনি সকলের কারণ, ইনি অব্যক্ত পদ বাচ্যা। যখন আবার সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয় তখন সর্ব্ববস্তু প্রকাশশালিনী চিৎশক্তিরূপা ভুবনেশ্বরী মহামায়া সর্ব্ব দেশে (পুরুত্র) যাহা কিছু সৃষ্ট হয় তাহা দেখিতে থাকেন (অক্ষভিঃ আয়তী) অর্থাৎ ব্রহ্মমায়া স্বরূপিণী আদ্যা-শক্তি আপনাতে উৎপন্ন এই জগজ্জাল—এই সদসৎ কর্ম্মাদি সমস্ত বিশেষরূপে দেখিতে থাকেন (ব্যখ্যৎ)। অনন্তর সেই সেই কর্ম্মানু-রূপ ফলরূপা বিশ্বত্রী (বিশ্বাঃ সর্ব্বাঃ শ্রিয়ঃ) তিনি (অধি-অধিত-অধ্যধিত) প্রদান করেন। এই শ্রুতির ব্যাখ্যা কর্ত্তা স্পষ্টরূপে

বলিতেছেন—সকলের কারণ স্বরূপিণী চিৎশক্তি পূর্ব্বকল্পীয় অনন্ত জীবের অপরিপক্ক সদসৎ কর্ম্ম-সকল আপনার মধ্যে অবলোকন করিয়া—তাহাদের ফলপ্রদান সময় তখনও আইসে নাই দেখিয়া ঈশ্বরের সহিত এই প্রপঞ্চ আপনার মধ্যে লয় করিয়া অবস্থান করেন। কতদিন তিনি অপেক্ষা করেন? না—যতদিন না ফলপ্রদান সময় উপস্থিত হয় ততদিন। সেই রাত্রিরূপা—চিৎশক্তি ভুবনেশ্বরী ফলপ্রদান সময় আসিলে তখন প্রপঞ্চ নির্ম্মাণ করেন এবং সমস্ত প্রাণীর নানাপ্রকার অসংখ্য কর্ম্মসকলকেও অবলোকন করেন—এবং অসংখ্য জীবের অসংখ্য কর্ম্মেরও ফল দান করেন। ব্যাখ্যাকার বলিতেছেন "অহো সর্ব্বজ্ঞতা ভগবত্যা রাত্রেভুর্বনেশ্বর্য্যাঃ কিয়ৎ বর্ণনীয়েতি।" বাস্তবিকই ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি আছে—যখন শক্তি দেখেন যে অসংখ্য অসংখ্য জীব আপন আপন অনন্ত কর্ম্ম পরম্পরাসহ আপনার মধ্যে লীন রহিয়াছে এবং তিনি জগৎসৃষ্টি মাত্র এই অনন্ত জীবরাশিকে আপন আপন কর্ম্মে ছুটাইতেন—যে যেমন সুখ দুঃখ পাইবার অধিকারী তাহাকে তাহাই দিতেছেন।

বলিতেছিলাম অখণ্ড স্ফটিকশিলা সদৃশ ব্রহ্মবস্তুর সান্নিধ্যে যখন এই শক্তির স্ফুরণ হয় তখন শক্তি, ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব ধারণ করিয়া প্রসবোন্মুখী হয়েন এবং শক্তি প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মজ্যোতি আপনার স্বরূপ যেন বিস্মৃত হইয়া আপনাকে অন্যরূপ দেখেন "স্বয়ং অন্যই বোল্লসন্।' এই আত্মবিস্মৃতি হইতে কামনার জন্ম হয়। যিনি সমস্ত জীবের এবং ঈশ্বরেরও (হিরণ্য গর্ভ) কর্ম্মের প্রবর্ত্তক তিনি এই কাম বা কামনা। "যো নঃ প্রচোদয়াদিতি কামঃ—কাম ইমান্ লোকান্ প্রাচ্যাবয়তে। যো নৃশংসো যোঽনৃশংসোঽস্যাঃ স পরো ধর্ম্ম ইত্যেষা বৈ গায়ত্রী" তিনি (গায়ত্রী) কামরূপে আমাদিগকে চালিত করেন, কামই এই সমস্ত লোককে কার্য্যে প্রবৃত্ত করে। এই কাম অসৎ কর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়া নৃশংস এবং সৎকর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়া অনৃশংস। এই দুইরূপে পরিচালনা করাই চিচ্ছক্তিরূপা ভুবনেশ্বরী গায়ত্রীর অসাধারণ ধর্ম্ম। কামনা কোথা হইতে আসিল তাহা বুঝিলেত?

অর্জ্জুন—বুঝিলাম। কিন্তু কামনা ত্যাগ কি মনুষ্যের সাধ্য ?

ভগবান্—আমিও যা আর সেই চিৎশক্তিরূপা ভুবনেশ্বরী গায়ত্রীও তাই। আমার অনুগ্রহ ভিন্নও তোমার কোন কর্ম্মের নিষ্পত্তি হইতেই পারেনা—ইহার জন্যইত নিষ্কাম কর্ম্ম অভ্যাস করিতে বলিতেছি। তথাপি যে স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থা বুঝিতে যাইতেছ— ইহাই কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মের শেষ ফল। শ্রবণ কর বাসনা ত্যাগ কিরূপে হইবে।

অর্জ্জুন—বল আমি বিশেষ মনোযোগ করিতেছি।

ভগবান্—জ্ঞান দ্বারা যে বাসনা ত্যাগ হয় তাহাকে বলে জ্ঞেয় বাসনা ত্যাগ এবং ধ্যান দ্বারা যে বাসনা ত্যাগ তাহাকে বলে ধ্যেয় বাসনা ত্যাগ। জ্ঞান বলে আমাতে ডুবিয়া থাকা—আমাতে ডুবিয়া আমি হইয়া থাকা। কিন্তু আমাতে সমাধি যখন না থাকে তখন পূর্ব্বানুভূত জ্ঞানের অবস্থা স্মরণ করার জন্য সর্ব্বত্র আমার ধ্যান দ্বারা চক্ষু কর্ণাদিকে ভিতরে রাখা—এই ধ্যান অভ্যাস কর। আমার রূপ ধ্যান আমার গুণ ধ্যান বা স্মরণ আমার লীলা ধ্যান বা স্মরণ ইত্যাদি দ্বারা বাহিরে যখন কোন কিছুর উপরে রাগ বা দ্বেষ থাকিবেনা—যখন সকল নর নারীর সকল কর্ম্মে বা সকল ভাবনাতে বা সকল বাক্যে আমাকে স্মরণ আমার ধ্যান অভ্যস্ত হইয়া যাইবে তখন আমার স্বরূপ স্মরণ চিন্তা সহজ হইবে। কেবল স্বরূপের চিন্তাতে যখন স্বরূপে ডুবিতে পারিবে তখন ধ্যেয় বাসনা ত্যাগ দ্বারা জ্ঞেয় বাসনা ত্যাগে—আমাতে সমাধিস্থ হইতে পারিবে। বুঝিলেত মনোগত সর্ব্ব কামনা ত্যাগ করিয়া আপনি আপনি স্থিতপ্রজ্ঞ কিরূপে হওয়া যায় ?

অর্জ্জুন—বুঝিলাম। এখন বল ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ কিরূপ ?

ভগবান্—ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ যিনি তাঁহার দুঃখ আসিলেও মনে কোন উদ্বেগ আসেনা সুখ আসিলে ভোগে কোন স্পৃহা থাকেনা, কোন বিষয়ে অনুরাগ থাকেনা শোক হউক, রোগ হউক, যাতনা হউক কোন কিছুতেই ক্রোধ তাঁহার হয় না। ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ এইরূপ। (৫৬)

অর্জ্জুন—ব্যুত্থিত স্থিত প্রজ্ঞের কাছেও কি দুঃখ, সুখ, রাগ, ভয়, ক্রোধ আসিবে ?

ভগবান্—যাঁহারা ভগবানে ডুবিয়া থাকিতে পারেন তাহাদের নিকটে ভগবানে ডুবিয়া না থাকাইত সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হওয়ার অবস্থা। সংসার ও ভগবান্ এই দুই স্থানই এখানে আছে। ইহার উপর তৃতীয় স্থান আর নাই। ভগবানে ডুবিয়া না থাকিতে পারিলে সংসারে সব বিঘ্নইত আসিবে। কিন্তু ব্যুত্থিত স্থিত প্রজ্ঞ ধ্যেয় বাসনা ত্যাগে সুখ দুঃখ ভয় ক্রোধ রাগ ইত্যাদি প্রাপ্ত হইলেও তাহাতে বিচলিত হননা বা আনন্দিত হননা। সংসারের ধর্ম্মই হইতেছে সুখ দুঃখ ভয় রাগ ক্রোধ ইত্যাদি উৎপন্ন করা। ইহাদের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইলে সংসার হইতে ভিন্ন যিনি তাঁহাতে ডুবিয়া থাকিতে হইবে। নিরন্তর ভগবানকে লইয়া থাকিবার জন্যই সৎসঙ্গ সৎশাস্ত্র সাধন ভজন যা কিছু। যিনি সর্ব্বদা ভগবানকে লইয়া থাকিতে পারেন —যিনি সকল প্রকারে তাঁহারই উপর নির্ভর করিতে পারেন তাঁহার সর্ব্বতোভাবে রক্ষার ভার তিনিই গ্রহণ করেন। সুখ দুঃখ রাগভয় ক্রোধে—এই সমস্তও তিনি—ইহা যখন ব্যুত্থিত স্থিত প্রজ্ঞের নিকটে প্রতিভাত হয় তখন আর ঐ সমস্ত তাঁহাকে বিচলিত করিবে কি প্রকারে? মৃত্যুকে আসিতে দেখিয়া যিনি মনে করেন তুমিই আসিতেছ অন্য মূর্ত্তিতে তাঁহার আর ভয় কি থাকিতে পারে? সবইত তিনি —সবের আবরণ পরিয়া তুমিই—আবরণ মিথ্যা, যাহা দেখা যায়, যাহা শুনা যায়, যাহা স্মরণ করা যায় তাহা মায়িক মিথ্যা—আর যাঁহার উপরে এই মায়া ফুটিয়া উঠিয়া নানারঙ্গ করিতেছে তিনিই মাত্র সত্য এই বোধ যাঁহার হইয়াছে তিনি সুখে দুঃখে বিচলিত হইবেন কিরূপে?

অর্জ্জুন—সংসারের প্রবল দুঃখ আসিলে বিচলিত হননা এরূপ লোকত প্রায়ই দেখা যায় না।

ভগবান্—হাঁ তাহা দেখা যায়না বটে কিন্তু নিপুণ সাধক ক্ষণকালের জন্য আত্মাকে বা ইষ্টকে ভুলিয়া গেলেও স্থিতপ্রজ্ঞ যিনি তিনি জ্ঞানাঙ্কুশ প্রহারে মত্ত মাতঙ্গকে আবার পথে আনয়ন করেন। অজ্ঞানী ইহা করার অভ্যাস রাখেনা বলিয়াই ক্লেশ পায়।

অর্জ্জুন—সংসারের গুরুতর দুঃখে অজ্ঞানী কি করে আর ব্যুত্থিত স্থিত প্রজ্ঞই বা কোন্ বিচারে প্রকৃতিস্থ হয়েন ?

ভগবান্—অজ্ঞানী দুঃখ আসিলে এই বলিয়া শোক করে—হায় আমার এই দুঃখ কেন আসিল ? এমন পাপ আমি কি করিলাম যে আমার এইরূপ দুঃখ আসিবে ? যদি কিছু অন্যায় করে তবে বলে আমায় ধিক্ আমি ভাল হইতে পারিলাম না, আমার কি প্রারব্ধ, আমি সংযমী হইতে পারিলাম না—আমার আর কি হইবে ? আমার এত বিঘ্ন, আমি বড় পাপী, আমি কিছুই করিতে পারিলাম না, আমার গতি কি হইবে ? এইরূপ দুঃখে দুঃখে অজ্ঞানী মোহে আচ্ছন্ন হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে উৎসাহ রাখিতে পারে না। এইরূপ প্রলাপ বকিয়া একুল-ওকুল দুকুল হারাইয়া হাবুডুবু খায়। কিন্তু ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ বিচার করেন শুধু দুঃখ করিয়া ফল কি যদি দুঃখের প্রতীকার চেষ্টা না করা যায়। পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্মই ব্যাধি ও দুঃখরূপে পচ্যমান হইয়া আসিয়াছে। ভগবানের দিকে চাহিয়া প্রারব্ধ ক্ষয় হইয়া যাইতেছে যাক্—ইহা বলিয়া তিনি সহ্যই করিয়া যান। তিনি যেমন দুঃখ আসিলে ভগবানের দিকে চাহিয়া সহ্য করেন সেইরূপ সুখ আসিলেও ইহাও দুঃখের মত ক্ষণিক জানিয়া ইহাতেও কোন স্পৃহা রাখেন না। জীবনে যাহাই ঘটিতেছে তাহাই আমার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল; সুখ বা দুঃখ কেহই দেয়না—এ ভাবিয়া ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ ধ্যেয় বাসনা ত্যাগে প্রাণপণ করেন।

ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ কোন স্থানে স্নেহ রাখেন না, শুভ পাইয়াও প্রশংসা করেন না অশুভ পাইয়াও নিন্দা করেন না! এই ভাবে যিনি সর্ব্বত্র স্নেহশূন্য ও হর্ষবিষাদ শূন্য তাঁহার প্রজ্ঞাই প্রতিষ্ঠিত। (৫৭)

অর্জ্জুন— সর্ব্বত্র স্নেহশূন্য হওয়া যায় কিরূপে ?

ভগবান্—আমাকে ভালবাস—আমি ভিন্ন আর সবই ক্ষণিক ইহা নিরন্তর অভ্যাস কর আমি ভিন্ন অন্য কিছুই আর আকর্ষণ করিতে পারিবে না। আরও দেখিবে আমি হৃদয়ের বস্তু—অপর বস্তু বাহিরের—হৃদয়ের বস্তু ছাড়িয়া বাহিরের বস্তুর জন্য যে ছুটে সে নদীতীরে কূপ খনন করে মাত্র।

অর্জ্জুন—পূর্ব্বোক্ত বৈরাগ্য অভ্যাসে কি হয় ?

ভগবান্—ইন্দ্রিয় বিষয়ের দিকে ধাবিত হইলেই তিনি বৈরাগ্যবলে কচ্ছপের কর চরণ সঙ্কোচের মত উহাকে ভিতরে গুটাইয়া লইয়া অবিচলিত থাকিতে পারেন (৫৮) দ্বৈত দর্শন মাত্রই কচ্ছপের কর চরণ গুটাইয়া লওয়ার মত চক্ষু কর্ণাদিকে ভিতরে ফিরাইতে যিনি পারেন তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। স্থিতপ্রজ্ঞ অবশ্যই ধারণাভ্যাসী। প্রত্যা-হার বিশেষরূপে অভ্যাস ইনি বহুদিন ধরিয়া করিয়া তবে ভিতরে ধ্যান পরিপক্ক করেন।

অর্জ্জুন—নিরাহারীর ইন্দ্রিয়ও ত বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হয় ?

ভগবান্—হয় বটে কিন্তু ভিতরে তৃষ্ণা থাকিয়া যায়। কাজেই পরে স্থান কাল পাত্র পাইলেই ইহারা ইন্দ্রিয়ারাম হইয়া কুপথে পড়িয়া যায়। সেই জন্য ভিতরে রমণীর দর্শনকে দেখিবার জন্য যিনি গুরু ও শাস্ত্র অবলম্বন করেন তিনিই ইন্দ্রিয় জয়ে সমর্থ হন কষ্ট তপস্বীর এ অবস্থা লাভ হয় না। আত্মার মূর্ত্তি যে ইষ্ট দেবতা তাঁহার নামরূপ লীলা স্বরূপ ভিন্ন ইন্দ্রিয় জয়ের অন্য উপায় নাই। (৫৯)

অর্জ্জুন—ইন্দ্রিয় জয় কি এতই কঠিন ?

ভগবান্—অত্যন্ত। বিচার করিতে বেশ সমর্থ—মোক্ষলাভে বিশেষ চেষ্টাও আছে এমন পুরুষের মনকেও বিবেকমর্দ্দনক্ষম ইন্দ্রিয় সমূহ বল পূর্ব্বক হরণ করে। (৬০)

অর্জ্জুন—শতবার ধরিয়া বিষয়ের দোষ দর্শন করা হইয়াছে তথাপি কার্য্যকালে অজ্ঞানীর মত কার্য্যও লোকে করিয়া ফেলে—এক্ষেত্রে মানুষ করিবে কি ?

ভগবান্—ভগবানকে ভালবাসিতে না পারিলে ইন্দ্রিয় সংযম হইতেই পারে না ! এই জন্য আমাকে ভালবাসা যায় যাহাতে তাহার চেষ্টা কর—আমার সাহায্যে ইন্দ্রিয় সকলকে যখন বশে আনিতে পারিবে তখন তোমার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে জানিও। (৬১)

অর্জ্জুন—ইন্দ্রিয় জয় করিতে হইলে বৈরাগ্য বিশেষরূপে অভ্যাস করা চাই আর প্রতি দুঃখে তোমার চরণ তলে পড়িয়া তোমার কাছে নালীশ করা চাই। কিন্তু এ সব অভ্যাস যাহারা না করে তাহাদের কি হয়?

ভগবান্—পূর্ব্বে ত বলিয়াছি হয় ভগবান লইয়া থাক, না হয় সংসার লইয়া থাক—এই দুই ভিন্ন আর তৃতীয় পথ নাই। সংসার লইয়া থাকিলে ভোগ লাম্পট্য বাড়িয়াই যাইবে। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ—এই সব ভোগের জন্য সংসার করাই বিষয় লইয়া থাকা। ইহাতে দুঃখ হ্রদের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইবে এবং নিরন্তর যাতনা হইতে যাতনান্তরে পড়িয়া ছট্ফট করিবে। ইহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য ঈশ্বর লইয়া থাকিতে বলিতেছি। যাহারা ঈশ্বর লইয়া থাকেন তাঁহারা সংসারকেও ভাল করিয়া লইতে পারেন। সংসারে থাকিয়াও তাঁহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনে সর্ব্বদা ঈশ্বরের অনুগ্রহ অনুভব করেন বলিয়া—পরম কারুণিক সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভু কর্ত্তৃক সর্ব্বদা রক্ষিত হয়েন। যেমন পক্ষী আপন পক্ষপুটে শাবককে রক্ষা করে সেইরূপ তিনিও শরণাগতকে রক্ষা করেন এবং শরণাগতের জন্য যোগ ও ক্ষেম বহন করেন। এই নির্ভয় পদ না ধরিয়া যে মূঢ় বিষয় ভোগে লালায়িত হয় সে উষ্ট্রের কণ্টক ভক্ষণে আপনার রক্ত আপনি পান করিয়া অশেষ দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।

অর্জ্জুন—বিষয় লইয়া থাকিলে কোন্ ক্রমে দুঃখ আইসে?

ভগবান্—বিষয়ের ধ্যান করিলে একটা প্রবল আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে কাম অর্থাৎ ভোগেচ্ছা জন্মে, কাম প্রতিহত হইলে ইহাই ক্রোধ উৎপাদন করে, ক্রোধ হইলে একটা অজ্ঞান অন্ধকারে সব ঢাকিয়া করণীয় অকরণীয়ে মোহ জন্মায়; মোহ হইলে আমি যে কত ভাল বস্তু-শাস্ত্র ও আচার্য্য উপদিষ্ট সেই স্মৃতির ভুল হয়; স্মৃতি ভ্রংশ হইলেই বুদ্ধি বা বিচার শক্তির নাশ হয়—বুদ্ধি নাশ হওয়াই সর্ব্বনাশ হওয়া জানিবে। ৬২—৬৩

তবেই দেখ মানুষ যদি আমার আশ্রয়ে আসিতে চায় তবে সে যেন কখন ইন্দ্রিয় সকলকে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ—এই নিবিড় বিষয়ারণ্যে ছাড়িয়া না দেয়। যাহারা আমার উপদেশ শুনিবার অবসর না পাইয়াই বিষয় লইয়া কত কি করিয়াছে তাহারাও বিষয় ভোগে কত সুখ তাহা ত ভোগ করিয়াছে—তাহারা ধীরে ধীরে বিষয় দোষ স্মরণ করিতে করিতে বিষয়ে বৈরাগ্য অভ্যাস করুক—নিরন্তর অভ্যাস করুক বাহিরে কি আর দেখিব, কি আর শুনিব—এই মধুগন্ধি হলাহল পান আর করিব না—ক্ষণিক সুখে মত্ত হইয়া—আর ভিতরে ভগবানের রূপ গুণ স্বরূপ মাধুরী হারাইব না—বিপত্তি আসিলে আর বাহিরের কোন মানুষের কাছে দুঃখ জানাইবনা—ভিতরে আমার হৃদিস্থ শ্রীভগবানকে বলিয়া বলিয়া তাঁহার কাছে নিজ কৃত কর্ম্মের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব, আহা! তিনি আশ্রিতকে ক্ষমা করেন, তিনি পতিত পাবন—তিনি আমাকে আবার আদর করিয়া শান্ত করিয়া দিবেন—আহা! সর্ব্বদা আমি তাঁহারই সহিত কথা কহিতে অভ্যাস করিব—তাঁহার নামই করিব—এই বৈরাগ্য ও অভ্যাস লইয়াই তাঁহার কাছে থাকিব—সব ভার তাঁহাকে দিয়া তাঁহার হইবার জন্য সর্ব্বদা যাচ্ঞা করিব—কর্ম্মের পূর্ব্বে এইরূপ ভাবনা করিয়া কর্ম্মে বসা—ইহাই নিষ্কাম কর্ম্মের অভ্যাস।

অর্জ্জুন—তুমি যে নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ করিতেছ তাহাইত তোমাকে সর্ব্বদা লইয়া থাকিবার সুগম পন্থা; তোমাকে ভালবাসাই ইহার ভিত্তি।

ভগবান্—বুঝিয়াছত নিষ্কাম কর্ম্মে আমাকে লইয়া থাকা হয় কিরূপে? নিষ্কাম ধর্ম্মের অল্প আচরণ করিলেও—যতক্ষণ পার ততক্ষণের জন্য মহাভয় সংসার থাকে না। সর্ব্বদা করিলে—"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ" সর্ব্বদা হয় ইহা মনে আছেত?

অর্জ্জুন—আছে। তবু তুমি আবার বল। তোমার মুখ হইতে পুনঃ পুনঃ শুনিলে বড় অনুরাগের সহিত তোমার আজ্ঞা পালনে প্রাণপণ করিতে পারা যায়।

ভগবান—নিষ্কাম কর্ম্ম ও নিষ্কাম ধর্ম্ম বেশ করিয়া বুঝা চাই—এবং এই ধর্ম্মের স্বল্প আচরণেও "ত্রায়তে মহতোভয়াৎ"—ইহা অনুভব করা চাই।

অর্জ্জুন—বল। আমি যেন কর্ম্ম নিষ্কামভাবে করিতে আর না ভুলি এবং প্রতি কর্ম্মারম্ভেই বুঝিতে পারি—এইত সংসার ভুলিলাম ও তোমাকে ছুঁইলাম।

ভগবান্—সকাম কর্ম্ম মানুষ যেমন করিয়া করে নিষ্কাম কর্ম্ম তুমি সেইরূপ করিয়া করিতে অভ্যাস কর—তুমি বড় সুখ পাইবে। কিরূপ ভাবে নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে হইবে জান?

অর্জ্জুন—বল।

ভগবান্—সকাম কর্ম্মের আরম্ভে মানুষ কি করে দেখ। কর্ম্মারম্ভে মানুষ কর্ম্মের উদ্দেশ্য ও উপায় লইয়া ভাবনা করে। একটা দৃষ্টান্ত শ্রবণ কর। মনে কর কাহারও সংসারে অর্থের বড় অনাটন। এই ব্যক্তির উদ্দেশ্য হইতেছে—অর্থ। অর্থ চাই ইহাই প্রথম ভাবনা এবং কি উপায়ে অর্থ পাওয়া যায় ইহাই ইহার দ্বিতীয় ভাবনা। উপায় ঠিক হইল—ব্যবসা করা বা চাকুরী করা। ব্যবসা করিতে গেলে মূলধন থাকা চাই তা যখন নাই তখন চাকুরীই করিতে হইবে। সেই জন্য মানুষ কত স্থানে কত আরজি করে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

নিষ্কাম কর্ম্মারম্ভের এইরূপ উদ্দেশ্য ও উপায় ভাবনা করিতে হয়। মুক্ত হওয়াই উদ্দেশ্য। সেই জন্য উপায় হইতেছে ভগবান্। আমি যদি ভগবানের হইতে পারি তবে ভগবান্ আমাকে রক্ষা করিবেন। ভগবানের আজ্ঞা পালনই ভগবানের প্রাপ্তির উপায়। যাহা তিনি শাস্ত্রে বলিয়াছেন—অধিকার মত তাহাই করিতে হইবে। কিরূপে কর্ম্ম করিব? তাঁহাকে ভাবিতে ভাবিতে কর্ম্ম করা চাই—"মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে"—কর্ম্ম করিতেছি কিন্তু ধ্যান করিয়া। যে মন্ত্র দ্বারা কর্ম্ম করিতেছি তাহাও তাঁহার মূর্ত্তি। স্থূল মূর্ত্তিও যেমন তাঁহার আছে আবার মন্ত্র মূর্ত্তিও তাঁহার। ধ্যান করিয়া করিয়া কর্ম্ম করাতে যেমন নিষ্কাম কর্ম্ম হয় সেইরূপ কথা কহিয়া কহিয়া—কর্ম্মের জন্য শক্তি চাহিয়া চাহিয়া—কর্ম্ম নিষ্পত্তি জন্য প্রার্থনা করিয়া করিয়া কর্ম্ম করাও নিষ্কাম কর্ম্ম করা। কোথাও বা নিষ্কাম কর্ম্মারম্ভে দান প্রতিগ্রহে তাঁহার ভাবনা করিতে হয়।

বরং তির্য্যক্ কীট কৃমি-প্রভৃতিনাং সুখস্তু যৎ।
স্বল্প-বাঞ্ছাসম্মিলিতং নৃণাং কিংস্যাৎ সুখংবদ॥ ২৪
বাঞ্ছা-শত সমাবিষ্টো যদি কিঞ্চিদুপেত্যতু।
সুখী ভবেদিহ তদা কোহি ন স্যাৎ সুখীবদ॥ ২৫
অখিলাঙ্গে বহ্নি দগ্ধে সূক্ষ্ম পাটির-বিন্দুনা।
যদি শীতল দেহঃ স্যাত্তদা সোহপি সুখী ভবেৎ॥ ২৬
প্রিয়ায়াঃ সম্পরিষঙ্গাৎ সুখং প্রাপ্নোতি বৈ নরঃ।
তথৈবাঙ্গস্য বিষম বন্ধাদ্ দুঃখং ভবেন্নতু॥ ২৭

[টীকা] নমু সুখা ভাস মপি ইতর জন্তুভ্যো মর্ত্ত্যস্যোত্তম মেবেতি চেন্নেত্যাহ —বরমিতি, তির্য্যক্ পশুঃ। কীটাঃ সপক্ষাঃ কৃময়োঽপক্ষাঃ; তৎপ্রভৃতীনাং বয়াংসি (?) তির্য্যগাদীনাং স্বল্প বাঞ্ছা সম্মিলিতত্বাৎ প্রভাতান্ধকার মিলিত প্রকাশাভাসবৎ সুখাভাসম্। নৃণাস্তু অনন্ত বাঞ্ছামিলিতত্বাদ্ গাঢান্ধকারস্থ স্বখ (বি?) দ্যোত প্রকাশবৎ কার্য্যাক্ষমত্বাৎ তন্ন সুখাভাসমপীতি ভাবঃ॥ ২৪॥ যদ্যেবংবিধ সুখেনাপি সুখিত্বেন কোঽপি দুঃখী ভবেদিত্যাহ বাঞ্ছেতি। কিঞ্চিৎ স্রকচন্দনাদি॥ ২৫॥ এবন্তর্হি মহদ্ দুঃখেঽপি সুখীস্যাদিত্যাহ অখিলেতি। পাটির-বিন্দুশ্চন্দন বিন্দুঃ॥ ২৬॥ নমু প্রিয়া-পরিষঙ্গেহি বাহ্য-সর্ব্ব-বিস্মৃতেঃ কেবলং সুখমস্তীতিচেদাহ প্রিয়ায়া ইতি তত্রৈব পরিষঙ্গ-কাল এব। বিষমঃ পীড়াকরো বন্ধঃ পর-স্পরাঙ্গ সংশ্লেষঃ। তদ্ দুঃখ যুতত্বান্ন তদপি কেবলং সুখমিতি ভাবঃ॥ ২৭॥

[বঙ্গানুবাদ] বরং পশু পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যগ্ জাতির কীট ও কৃমি-গণের যে অত্যল্প বাঞ্ছামূলক সুখ, তাহাকেও সুখ বলা যাইতে পারে, কিন্তু অগণিত বাঞ্ছা সমাকুল মনুষ্যের পক্ষে কোন বাঞ্ছা সফল হইলেও বহু বাঞ্ছা নিষ্ফল বলিয়া তাহা কি সুখ বলা যাইতে পারে?—বল। ২৪। শত শত বাঞ্ছা ভরিত

ব্যক্তি যদি কোন একটী বাঞ্ছার ফল পাইলেই সুখী হইতে পারিত, তাহা হইলে এ জগতে সকলকেই সুখী বলা যাইত, কারণ কোন একটি বাঞ্ছা সকলেরই সফল হইয়াছে ॥ ২৫

সমগ্র শরীর যাহার অগ্নি দগ্ধ সে সূক্ষ্ম একবিন্দু চন্দন প্রক্ষেপে যদি দেহ শীতল মনে করিতে পারিত, তাহা হইলে অনন্ত বাঞ্ছার মধ্যে একটী বাঞ্ছা সফল হইলেও লোককে সুখী বলা যাইতে পারিত ॥ ২৬

প্রিয়তমার আলিঙ্গনে মানব যেমন সুখ লাভ করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রিয়তমার অঙ্গ সমূহের বিষম সন্নিবেশের জন্য দুঃখও অনুভব করা উচিত ॥ ২৭

রত্যাবেশাৎ পরিশ্রান্তি সর্ব্বেষাং জায়তে কিল।
অনন্তরং ভারবাহি পশোরিব পরিশ্রমঃ ॥ ২৮
কথং পশ্যসি তৎসৌখ্যং নাথৈতন্মে সমুচ্যতাম্ ।
যাবৎ সুখং প্রিয়া-সঙ্গে নাড়ী সংঘট্ট সম্ভবম্ ॥ ২৯

[টীকা] পরিষঙ্গাদৌ দুঃখ মস্তীত্যত্র সর্ব্বেষামনুভবং নিদর্শয়তি রতীতি। রত্যাবেশাদনন্তরম্। ইয়ং পরিশ্রান্তি দুঃখ মূলেত্যত্র দৃষ্টান্তঃ ভাবেতি। ইয়ং পরিশ্রান্তি দুঃখ জন্যা, পরিশ্রান্তিত্বাৎ ভারবাহি পশু পরিশ্রমবৎ ॥ ২৮ ॥ এবমস্ত দুঃখ যুক্তত্বাৎ তৎসৌখ্যং কথং পশ্যসি ॥ ২৯ ॥

[বঙ্গানুবাদ] রতি আবেশ চলিয়া যাইবার পরে সকলেরই পরিশ্রান্তি অনুভব হইয়া থাকে। এই পরিশ্রান্তি ভারবাহী পশুর পরিশ্রমের ন্যায় দুঃখানুভবমূলক ॥ ২৮ ॥ নাথ, এই দুঃখ জনক রতিকে সুখকর কিরূপে মনে করিতেছ তাহা আমাকে ভাল করিয়া বল। প্রিয়তমার সঙ্গে নাড়ী সমূহের সংঘট্টন জনিত যে পরিমাণ সুখ উৎপন্ন ॥ ২৯ ॥

তদাস্তি তাবন্নকিমু শূনামস্তীহ তদ্বদ।
যৎ ততো হ্যতিরিক্তংতে দৃষ্টসৌন্দর্য্য সম্ভবম্ ॥ ৩০
তৎকেবলাভিমানোত্থং স্বপ্ন স্ত্রীসঙ্গমে যথা।
পুরা কশ্চিদ্ রাজ-সুতো মন্মথাধিক সুন্দরঃ ॥ ৩১

টীকা] নাড়ী সংঘট্টঃ আনন্দেন্দ্রিয় সংঘর্ষঃ তজ্জনিতং সুখং শূনামপ্যস্তীতি ন তৎসুখং বুধৈরভিলষণীয়মিতি ভাবঃ। ততঃ নাড়ী সংঘট্টজাৎ। অতিরিক্তম্ অধিকম্। দৃষ্ট সৌন্দর্য্য সম্ভবম্ সৌন্দর্য্যদর্শনজম্ ॥ ৩০ ॥ সৌন্দর্য্য দর্শনাদিজ সুখস্যাভিমানোত্থত্বে আখ্যায়িকামাহ পুরেতি ॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ] প্রেয়া সংসর্গে নাড়ী সংঘট্টন জনিত যে সুখ বর্ত্তমান তাহা কি কুকুরের হয় না ? তাহা বল। তাহা হইতে অধিকতর যে সুখ সৌন্দর্য্য দর্শন হইতে উৎপন্ন হয় তাহা কেবল অভিমান হইতেই সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। স্বপ্নে স্ত্রী সঙ্গমের সুখ যেমন কেবল অভিমান হইতে উৎপন্ন হয় সেইরূপ। পুরাকালে কন্দর্প অপেক্ষাও সুন্দর কোনও রাজপুত্র ॥ ৩১ ॥

কাঞ্চিৎ সুরূপিণীং প্রাপ্তঃ স্ত্রিয়ং সর্ব্বমনোহরাম্।
অত্যন্ত মনুরক্তঃ স তস্যাং রাজকুমারকঃ ॥ ৩২
সাত্বন্যস্মিন্ রাজ-সুত-ভৃত্যে সংসক্ত মানসা।
সভৃত্যো রাজপুত্রং তং বঞ্চয়ামাস যুক্তিতঃ ॥ ৩৩
মদিরাং মোহনার্থায় তস্মৈ দত্বা হৃতি মাত্রকম্।
ততো মদান্ধায় চেটীং কাঞ্চিৎ প্রেষ্য কুরূপিণীম্ ॥ ৩৪
বুভুজে তাং তস্য পত্নীং সর্ব্বলোকৈক সুন্দরীম।
এব মেব চিরং তত্র মদান্ধো নৃপতেঃ সুতঃ ॥ ৩৫
প্রত্যহং চেটিকাং গচ্ছন্ স্বাত্মানং সমমংসত।
ধন্যোহহমীদৃশীং লোকসুন্দরীং প্রাণ প্রেয়সীম্ ॥
উপগচ্ছাম্যহং নিত্যং ন মেঽস্তি সদৃশঃ ক্বচিৎ ॥ ৩৫

টীকা] যুক্তি মেবাহ মদিরামিতি। অতিমাত্রং পুষ্কলম্ ।৩৪। তস্মৈ মদান্ধায় প্রেষিতাং চেটীং দাসীং রাজকুমারো বুভুজে। তস্য রাজকুমারস্য পত্নীং স ভৃত্যো বুভুজ ইতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ৩৫ ॥ রাজকুমারো ধন্যোঽহ হমিত্যাত্মাত্মান মভিমনুতে ॥ ৩৬-৩৭ ।

বঙ্গানুবাদ] কোনও সর্ব্বমনোহারিণী সুরূপিণী পত্নী প্রাপ্ত হইয়া সেই রাজকুমার সেই স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥ কিন্তু সেই কামিনীর মন রাজকুমারের একটি ভৃত্যের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িল। সেই ভৃত্য উপায় কৌশলে সেই রাজকুমারকে বঞ্চনা করিয়াছিল ॥ ৩৩ ॥ সেই ভৃত্য মোহ

উৎপাদন করিবার নিমিত্ত রাজপুত্রকে মাত্রাধিক মদ্য পান করাইয়া রাজপুত্র মদান্ধ হইয়া পড়িলে তাহার নিকট কুরূপিণী কোন একটি দাসীকে প্রেরণ করিত এবং স্বয়ং তাহার সর্ব্বলোকৈক সুন্দরী পত্নীকে সম্ভোগ করিত। এইরূপ মদান্ধ রাজকুমার সেই কুরূপিণীর সম্ভোগে বহুকাল যাপন করিলেন। প্রত্যহ দাসীর অভিগমন কালে নিজকে ধন্য মনে করিতেন। তিনি ভাবিতেন আমি ধন্য কেননা আমি ঈদৃশী লোকসুন্দরী প্রাণ প্রিয়তমা ভার্য্যাকে নিত্য অভিগমন করিতেছি। কোথাও আমার তুল্য ভাগ্যবান্ জন নাই॥ ৩৩-৩৬

এবং বৃত্তে চিরে কালে কদাচি দ্দৈব-যোগতঃ।
ভৃত্যো নিধায় পানং স কার্য্যে চাত্যন্তিকে যযৌ॥ ৩৭
অথ রাজকুমার স্তৎ পানং নাত্যন্তিকং পপৌ।
নিমিত্ততো যযৌ শীঘ্রং রত্যুৎসুকিত- মানসঃ॥ ৩৮
শয়নীয়ং মনঃ কান্তং সর্ব্বভোগর্দ্ধি সংযুতম্।
শচী গৃহং দেব-পতিরিব নন্দন-সংস্থিতম্॥ ৩৯
পরার্দ্ধ্য পর্য্যঙ্ক গতাং তাং চেটীমুপসঙ্গতঃ।
কাম বেগেন বিবশো বুভুজেঽত্যন্ত হর্ষতঃ॥ ৪০

টীকা] সভৃত্যোঃ। আত্যন্তিকে আবশ্যকে কার্য্যে সতি আত্যন্তিকং পুষ্কলম্॥ ৩৭॥ নিমিত্ততঃ কেনচিৎ নিমিত্তেন ন পপৌ॥ ৩৮॥ নন্দন সংস্থিতং শচী গৃহং। পরার্দ্ধ্য মুত্তমম্। তাং ভৃত্য প্রেষিতাম্। কামবেগেন তামপরীক্ষ্যৈব॥ ৩৯-৪০॥

বঙ্গানুবাদ] এইরূপে অনেক দিন অতিবাহিত হইলে একদা দৈব যোগে সেই ভৃত্য মদ্য রাখিয়া প্রয়োজনীয় কার্য্যে চলিয়া যায়॥ ৩৭॥ তৎপর রাজকুমার সে দিন কোনও কারণে মাত্রাধিক মদ্য পান করেন নাই। এবং রমণোৎসুক হইয়া দেবপতি ইন্দ্র যেমন নন্দন কানন গত শচী গৃহে গমন করেন সেইরূপ শীঘ্র সর্ব্ব প্রকার ভোগ্য সমৃদ্ধিযুক্ত মনঃ প্রিয় শয্যায় গমন করিলেন॥ ৩৭-৩৯॥ এবং উত্তম পর্য্যঙ্ক শায়িনী সেই দাসীতে উপগত হয়েন, এবং কাম-বেগে বিবশ হইয়া অত্যন্ত আনন্দ সহকারে তাহাকে সম্ভোগ করেন॥ ৪০॥

উপলভ্যাথ রত্যন্তে চেটীন্তাং বিকৃতাকৃতিম্।
শঙ্কিতো মর্ষিতশ্চাপি কিমেতদিতি চিন্তয়ন্॥ ৪১

কসা মম প্রিয়তমেত্যেবং তামন্বপৃচ্ছত।
পৃষ্টৈবং তেন সা চেটী বিমদং তং নিশম্য তু॥ ৪২
ভীতা ন কিঞ্চিৎ তং প্রাহ বেপমানা তদা ততঃ।
আলক্ষ্য রাজ পুত্রোঽপি বৈষম্যঞ্চাত্মবঞ্চনম্॥ ৪৩
বামেন জগ্রাহ কচে চেটীং ক্রোধারুণেক্ষণঃ।
কৃপাণী মাদদে দক্ষ হস্তেন নৃপ সম্ভবঃ। ৪৪
তর্জ্জয়ং স্তাং প্রত্যুবাচ বদ বৃত্তং যথাতথম্॥ ৪৫

টীকা] কামঃ বেগেন তামপরীক্ষ্যৈব॥ ৪১॥ কেয়মিতি শঙ্কিতঃ। অনয়া প্রতারিতোঽহমিতি মর্ষিতঃ। নেয়ং মাং প্রতারয়িতুং সমর্থা। অতঃ কিমেতদিতি চিন্তয়ন্ ক সা ইত্যাদ্যন্বপৃচ্ছৎ॥ ৪২॥ তং কুমারম্। তত শ্চেটী বৃত্তাং আলক্ষ্যেতি সম্বন্ধঃ। বৈষম্যমনর্হং বচনম্॥ ৪৩—৪৪॥ কৃপাণীং খড়্গাম্॥ ৪৫

বঙ্গানুবাদ] অনন্তর রতিক্রিয়ার অবসানে তাহাকে বিকৃত আকৃতি সম্পন্ন দাসী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, এবং শঙ্কিত ও মর্ষিত হইয়া ইহা কিরূপ হইল চিন্তা করিয়া আমার সেই প্রিয়তমা ভার্য্যা কোথায়? এইরূপ সেই দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। দাসী তৎকর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহাকে মত্ততা শূন্য লক্ষ্য করিয়া ভীত ও কম্পিত হইয়া তখন তাহাকে কিছুই বলিতে পারিল না। অনন্তর রাজপুত্র দাসীর সেই বৈষম্য ও আত্ম বঞ্চনা চিন্তা করিয়া ক্রোধ রক্তনয়নে বাম হস্তে দাসীর কেশ ধারণ করিলেন। এবং রাজকুমার দক্ষিণ হস্তে খড়্গ গ্রহণ করিলেন॥ ৪৪ এবং তর্জ্জন পূর্ব্বক বলিলেন—যথাযথ ঘটনা বল্॥ ৪৫

নোচেদস্মাজ্জীবিতং তে ক্ষণমাত্রমপি ধ্রুবম্।
সৈবং নিশম্যতদ্ বাক্যং ভীতা প্রাণ পরীপ্সয়া॥ ৪৬
জগৌ যথাবৎ তৎ সর্ব্বং চিরাদ্‌বৃত্তং সমাস্থিতম্।
প্রাদর্শয়চ্চাপি তস্মৈ তাং ভৃত্যেন সুসঙ্গতাম্॥ ৪৭
কচিদ্‌ভূমৌ কটে ভৃত্যং কৃষ্ণং পিঙ্গল-লোচনম্।
প্রাংশুং মলিন-সর্ব্বাঙ্গং রূক্ষ-বক্ত্রং জুগুপ্সিতম্॥ ৪৮
সমাশ্লিষ্য রতি-শ্রান্তাং সর্ব্বাঙ্গৈঃ প্রেম-ভাবতঃ।
মৃদুবাহুলতা-বৃত্ত-গ্রীবস্য বদনে স্বকম্॥ ৪৯

নিবেশ্য বক্ত্র-কমলং পদ্ভ্যামাশ্লিষ্য গাঢ়তঃ।
তস্যোরু-যুগ্মং তদ্ধস্ত সংসক্ত গুরুসুস্তনীম্॥ ৫০॥

টীকা] অতো দ্রুতং বদেতি যোজনা॥ ৪৬॥ তৎপ্রিয়া-বৃত্তম্। বৃত্তম্—অতীতম্। সমাস্থিতং তয়া সমাচরিতম্॥ ৪৭॥ প্রাংশুম্—উচ্চম্॥ ৪৮॥ সর্ব্বাঙ্গৈঃ সমাশ্লিষ্য। লতয়া বৃত্তা বেষ্টিতা গ্রীবা যস্য॥ ৪৯—৫০॥

বঙ্গানুবাদ] নচেৎ ক্ষণকালের জন্যও তোমার জীবন রক্ষা হইবে না। অতএব সত্বর বল্ সেই দাসী রাজকুমারের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রাণ রক্ষায় ভীত হইয়া অতীত সকল ঘটনা যথাযথভাবে বর্ণনা করিল॥ ৪৭॥ এবং ভৃত্যের সহিত সঙ্গতা রাজকুমার পত্নীকে প্রদর্শন করিল। ভূতলে কট-শয্যায় কুমার-পত্নী রতিশ্রান্তা হইয়া কৃষ্ণ-বর্ণ পিঙ্গল-লোচন মলিন-সর্ব্বাঙ্গ রূক্ষবদন ও জুগুপ্সিত-দেহ ভৃত্যকে প্রেমভাবে সর্ব্বাঙ্গে আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিয়া আছেন। ভৃত্যের গলদেশে কুমারপত্নীর মৃদু বাহুলতা বলয়িত রহিয়াছে, ভৃত্যের মুখে তাহার বদন-কমল সন্নিবেশিত, ভৃত্যের উরুযুগল কুমারপত্নীর পদদ্বয়ে গাঢ় আলিঙ্গিত রহিয়াছে, কুমারপত্নীর পীবর স্তনযুগল ভৃত্যের হস্তদ্বয়ে সংলগ্ন রহিয়াছে॥ ৫০

বাসন্তিকামিবলতাং বৃতাং কুসুম-কোরকৈঃ।
রোহিণীং রাহুণোপেতাং মিবাপশ্যন্নৃপাত্মজঃ॥ ৫১॥
এবং বিধাং সমালোক্য নিদ্রয়াপগত স্মৃতিম্।
মোমুহ্যমানশ্চাত্যন্তং ক্ষণং পশ্চাদ্ধৃতিং ভজন্॥ ৫২
যৎপ্রাহ রাজ-তনয়স্তন্মত্তঃ শ্রূয়তাং ননু।
ধিঙ্মামনার্য্যমত্যন্তং মূঢ়ং মদ-বিমোহিতম্॥ ৫৩
ধিগ্যেস্ত্রীষ্বভি সংপ্রীতা ধিক্ তাংশ্চ পুরুষাধমান্।
ন কামিন্যঃ কস্যচিৎ স্যু র্ব্বৃক্ষস্যেব চ শারিকাঃ॥ ৫৪
কিমহং মাং প্রবক্ষ্যামি মুগ্ধং মহিষপোতবৎ।
জানন্তমেনাং প্রাণেভ্যঃ প্রেষ্ঠাং সুচির-কালতঃ॥ ৫৫॥

টীকা] এবং বিধাং ভৃত্য-সঙ্গতাম্। ক্ষণমত্যন্তং মোহং প্রাপ্তঃ॥ ৫২—৫৩ পুরুষাধমান্ ধিক্। শারিকা ইতি যত্রেপ্সিতং ফলং তত্র গচ্ছন্তীতি ভাবঃ॥ ৫৪॥ মহিষপোতঃ সদ্যোজাতো মহিষঃ, তদ্বন্মুগ্ধমতি জড়মিতি তাৎপর্য্যম্॥ ৫৫

বঙ্গানুবাদ] নৃপনন্দন কম্বুককোরকে আবৃত বাসন্তীলতার ন্যায় রাহু-গ্রস্তা রোহিণীর ন্যায় স্বীয় ভার্য্যাকে দর্শন করিলেন ॥ ৫১ ॥ এইরূপ নিজ পত্নীকে নিদ্রা দ্বারা স্মৃতিহীন দর্শন করিয়া রাজকুমার ক্ষণকালের জন্য অত্যন্ত মোহপ্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর ধৈর্য্য ধারণ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। (রাজকুমার বলিয়াছিলেন—আমি মদাবেশেবিমোহিত অত্যন্ত মূঢ়, অনার্য্য, আমাকে ধিক্। আর যাহারা স্ত্রীজনের প্রতি সর্ব্বতোভাবে অনুরক্ত হয়, সেই পুরুষাধমদিগকেও ধিক্। শারিকা যেমন কোন বৃক্ষেরই নহে (ফলভোগ সমাপ্ত হইলে তাহারা বৃক্ষকে পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষান্তরে চলিয়া যায়) সেইরূপ কামিণীগণও কোন পুরুষ বিশেষকে আশ্রয় করিয়া থাকে না ॥ ৫৪ ॥ আমি সুদীর্ঘকাল হইতে এই দুশ্চারিণীকেই প্রাণাধিক প্রিয়তমা জানিয়া ইহার প্রতি মহিষ-শাবকের ন্যায় মূঢ় হইয়া আছি ; আমি আমাকে কি বলিব ?

> ন স্ত্রিয়ঃ কস্যচিদ্ বাস্যু বেশ্যাইব বিটস্যহি।
> যঃ স্ত্রীষু বিশ্রব্ধমনাঃ স এব বনগর্দ্দভঃ ॥ ৫৬
> যাস্থিতিঃ শারদাভ্রস্য ক্ষণিকাহ্নবস্থিতা।
> ততোঽপি পেলবা স্ত্রীণাং স্থিতিরত্যন্তচঞ্চলা ॥ ৫৭
> নাহমন্যাবধিম্বেবং স্ত্রী-স্বভাব মহোঽবিদম্।
> যস্মাং সর্ব্বাত্মনাসক্তং ত্যক্ত্বা ভৃত্যমনুব্রতা ॥ ৫৮
> অন্যাসক্তা গূঢ়ভাবা ময়ি ছদ্মানুরাগিণী।
> প্রদর্শয়ন্তী ভক্তিং স্বাং নটীব বিট-মণ্ডলে ॥ ৫৯
> না বিদং লেশতোঽপ্যেনাং মদিরা-মত্ত-মানসঃ।
> ছায়েব মাং সঙ্গতেতি মত্বা বিশ্রব্ধ-মানসঃ ॥ ৬০

টীকা] এব মেব সর্ব্বাঃ স্ত্রিয়ইত্যাহ নেতি। বনগর্দ্দভ ইতি—পুরগর্দ্দভোহি জন-সঙ্গাৎ কিঞ্চিদন্য ভাবজ্ঞঃ কদাচিৎস্যাদিতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ৫৬ পেলবা লঘুতরা ॥ ৫৭—৫৮ ॥ ছদ্মানুরাগে দৃষ্টান্তঃ নটীবেতি ॥ ৫৯—৬০

বঙ্গানুবাদ] বেশ্যা যেমন নির্দ্দিষ্ট কোন পুরুষের নহে—লম্পটের ; সেইরূপ স্ত্রীগণও নির্দ্দিষ্ট কোন স্বামীর নহে। ঈদৃশ স্ত্রীর প্রতি যে বিশ্বস্তমনাঃ, সেই ব্যক্তি বন্য-গর্দ্দভ ॥ ৫৬ ॥

শারদমেঘের স্থিতি যেমন ক্ষণিক ও অব্যবস্থিত, স্ত্রীজনের স্থিতি তাহা অপেক্ষাও লঘুতর এবং অত্যন্ত চঞ্চল। ৫৭॥ অহো আমি আজ পর্য্যন্তও স্ত্রী-জনের স্বভাব যে এই প্রকার তাহা বুঝিতে পারি নাই। আমি ইহার প্রতি সর্ব্বতোভাবে আসক্ত; আমার স্ত্রী যে এবংবিধ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ভৃত্যের প্রতি অনুরাগিণী, অন্যাসক্তা গূঢ়ভাবা; এবং আমার প্রতি কপট অনুরাগবতী, লম্পট মণ্ডলের প্রতি বেশ্যার ন্যায় আমার প্রতি স্বীয় ভক্তি প্রদর্শন করে, আমি মদিরা-মত্ত হইয়া অণুমাত্রও ইহাকে জানিতাম না। বরং আমার ভার্য্যা ছায়ার ন্যায় আমার অনুগামিনী মনে করিয়া বিশ্বস্তমনে কাল-যাপন করিতেছিলাম॥ ৫৮—৬০॥

অপ্রেক্ষণীয়াং চেটীং তাং বঞ্চিতশ্চিরসঙ্গতঃ।
নূনং মর্ত্ত্যো মূঢ়তমঃ কো ভবেজ্জগতী-তলে॥৬১
য এবং বিশ্রব্ধ পূর্ব্বমনয়া চির-বঞ্চিতঃ।
অহোঽয়ং ভৃত্য-হতকঃ সর্ব্বাঙ্গে বিকৃতাকৃতিঃ॥ ৬২
কিমস্মিন্নয়া দৃষ্টং সৌন্দর্য্যং সর্ব্বতোঽধিকম্।
যতোমাং নিজ সৌন্দর্য্যাহৃত লোকাবলোকনম্॥ ৬৩
অনুরক্তং সর্ব্বথৈব ত্যক্ত্বেনমুপসঙ্গতা।
এবং প্রলপ্য বহুধা নির্ব্বিন্নোঽতিভরাং তদা॥ ৬৪
রাজপুত্রো বনং প্রাগাৎ সর্ব্ব-সঙ্গ বিবর্জ্জিতঃ।
তস্মাদ্ রাজকুমারৈতৎ সৌন্দর্য্যং মনসোত্থিতম্॥ ৬৫॥

টীকা] অনয়া বঞ্চিতোঽয়ং চেটীং সঙ্গতঃ॥ ৬১॥ তত্র হেতুঃ—য এবমিতি। হতকঃ অতিনিন্দিতঃ॥ ৬২॥ সৌন্দর্য্যেণ আহৃতং লোকনামবলোকনং নিরীক্ষণং যেন॥ ৬৩॥ সর্ব্বথানুরক্তম্। নির্ব্বিণ্ণো বিরক্তঃ॥ ৬৪॥ যস্মাৎ তেন রাজকুমারেণ মোহিতেনাতি বীভৎসরূপাং চেটীং চিরং গচ্ছতা ইয়ং সৈব লোক সুন্দরীত্যভিমান-মাত্রেণ তৎ সুখং চিরং প্রাপ্তং তস্মাদিত্যর্থঃ। মনসোত্থিতং মনসা পরিকল্পিতম্॥৬৫

—

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

সৈন্য দর্শন—বিষাদ যোগঃ।

১—১] ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥ ১

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ = ধৃতরাষ্ট্রঃ + উবাচ ॥ পাণ্ডবাশ্চৈব = পাণ্ডবাঃ + চ + এব ॥ কিমকুর্ব্বত = কিম্ + অকুর্ব্বত ॥

সঞ্জয় !—ভো সঞ্জয়
হে সঞ্জয়

যুযুৎসব :—পূর্ব্বেযোদ্ধুমিচ্ছবোঽপি [সন্তঃ]
পূর্ব্বে যুদ্ধ ইচ্ছা করিয়া

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা : = পুণ্যভূমৌ
কুরোধর্ম্মস্থানে মিলিতাঃ একত্রিতাঃ
পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে মিলিত

মামকা : = মদীয়াঃ মৎপুত্রাঃ
দুর্যোধনাদয়ঃ
আমার দুর্য্যোধনাদি পুত্রগণ

চ এব
এবং

পাণ্ডবা :—পাণ্ডুপুত্রাঃ যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ
এবং পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরাদি

কিম্ অকুর্ব্বত—কিং কৃতবন্তঃ ?
কি করিয়াছিলেন ?

হে সঞ্জয় ! পূর্ব্বে যুদ্ধ ইচ্ছা করিয়া পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে মিলিত আমার দুর্য্যোধনাদি পুত্রগণ এবং পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরাদি কি করিলেন ? ॥ ১ ॥

প্রশ্ন—যুদ্ধ ত অতি নিষ্ঠুর কর্ম্ম ; যুদ্ধ করিতে ধর্ম্মক্ষেত্রে যাওয়া কেন ?

উত্তর—সাধারণের চক্ষে রক্তারক্তি নিষ্ঠুর কর্ম্ম সত্য কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্টিতে ধর্ম্ম-

যুদ্ধ নিষ্ঠুর কর্ম্ম নহে। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধে প্রাণত্যাগই ধর্ম্ম। ইহাতে ক্ষত্রিয়ের স্বর্গবাস হয়। ইহার সহয়তা করে পুণ্যক্ষেত্র। এই জন্য ধর্ম্মক্ষেত্রেই যুদ্ধ হওয়া উচিত। ইহাতে সকলেরই গতি লাগে।

প্রশ্ন—কিমকুর্ব্বত অর্থে=কি করিলেন? যুদ্ধে যায় মানুষ যুদ্ধ করিতে। যুদ্ধে গিয়া ইহাঁরা কি করিলেন ধৃতরাষ্ট্রের এরূপ প্রশ্নের কি কোন গূঢ় অভি-প্রায় আছে?

উত্তর—কোন কোন টীকাতে ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাবে এবং কৃষ্ণ সান্নিধ্যে ধার্ম্মিক পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির যুদ্ধ থামাইলেন কিনা ধৃতরাষ্ট্রের এই গূঢ় অভিপ্রায়ের কথা বলা হইয়াছে। মূল মহাভারত দৃষ্টে এরূপ কোন অভিপ্রায়ের ভাব পাওয়া যায় না; কারণ সঞ্জয় ব্যাসদেবের প্রসাদে দিব্য দৃষ্টি পাইয়াও স্বচক্ষে যুদ্ধ দেখিতে কুরুক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। দশদিন যুদ্ধ দেখিয়া এবং ভীষ্ম দেবের শরশয্যা দেখিয়া তিনি হস্তিনাপুরে ফিরিয়া আইসেন। ইহার পরে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করেন কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়—সঞ্জয় যুদ্ধ কিরূপে আরম্ভ হইয়াছিল? এখানে ধৃতরাষ্ট্রের মনে অন্য কোন অভিপ্রায় থাকিতেই পারে না—কারণ দশদিন যুদ্ধ তখন হইয়া গিয়াছিল এবং সেনাপতি ভীষ্ম তখন শরশয্যায়।

প্রশ্ন—এই অধ্যায়ের নাম বিষাদযোগ কেন হইয়াছে?

উত্তর—বিষাদকে যোগ বলা হয় তখন, যখন বিষাদের কথা ভগবানে যুক্ত হয়। বিষাদ প্রাপ্ত হইয়া—সেই বিষাদের কথা ভগবানকে জ্ঞাপন করার নাম বিষাদ যোগ। ইহা ভক্তিযোগের ভিত্তি।

বিষাদ ত সকল মানুষেরই হয়। কিন্তু দুঃখ আসিলেই যাঁহারা প্রথমে ভগবানকে সেই দুঃখ জানান—এবং উদ্ধার কর বলিয়া তৎপ্রতীকার জন্য তাঁহারা বিষাদ যোগে ভক্তির প্রথম সাধনাই করেন। এই অধ্যায়ে অন্য কথা থাকিলেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট অর্জ্জুনের বিষাদ জ্ঞাপনই গীতা উপদেশের ভিত্তি এইজন্য এই অধ্যায়কে বিষাদ যোগ বলা হইয়াছে। তৎসঙ্গে সৈন্যদর্শন বলায় এই অধ্যায়ের নাম সৈন্যদর্শন বিষাদযোগ।

প্রশ্ন—গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা কি ভুল?

উত্তর—ভুল কেন হইবে? যাহা "ভাণ্ডে" ঘটে তাহা "ব্রহ্মাণ্ডে" রটে। শুধু গীতা কেন রামায়ণ, চণ্ডী, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থও আধ্যাত্মিক।

কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আদৌ ঘটে নাই—গীতা শুধুই আধ্যাত্মিক—কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, কুরুক্ষেত্র এ সমস্ত শুধু রূপক—এইরূপ ব্যাখ্যা করা ভুল। স্থূলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও ঘটিয়াছিল আবার দেহরূপ কুরুক্ষেত্রেও এইরূপ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের যুদ্ধ চলে। জগতে প্রধান প্রধান ঘটনা বাহিরে যাহা ঘটে তাহাকে ভিতরে মিলাইয়া লইলেই আধ্যাত্মিকতায় পোঁছান যায়। ভিতরে ও বাহিরে সাদৃশ্য আছে বলিয়াই গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ভুল নহে। তবে সবই আধ্যাত্মিক ভাবে টানিয়া লওয়া ভুল।

প্রশ্ন—গীতায় ঘটনাকে নিজের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে পারিলে গীতা যেন প্রতি মানুষের অন্তরের বস্তু হইয়া যান। তখন ইহাঁর মত সরস আর কিছুই নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিছু বলিলে ভাল হয়।

উত্তর—আচ্ছা। মানুষের দেহ হইতেছে ধর্ম্মক্ষেত্র। "আবাদ কর্‌লে ফলত সোনা" ইহাও বলা হয়। এখানে যুদ্ধ চলে বলে ইহা কুরুক্ষেত্র। এ যুদ্ধ অধর্ম্মের সহিত ধর্ম্মের যুদ্ধ। অধর্ম্ম, ধর্ম্মের রাজ্য অধিকার করিয়া বসিয়াছে—ধর্ম্মকে এখান হইতে তাড়াইয়া দিবে ইহাই অধর্ম্মের উদ্দেশ্য। ধর্ম্ম আপনার স্থান চাহিতেছেন কিন্তু অধর্ম্ম তাহা দিবে না এই লইয়া যুদ্ধ।

"দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্দঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা
দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী।
যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা
মাদ্রীসুতৌ পুষ্প ফলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ ॥"

অধর্ম্ম বৃক্ষের মূলে যেমন স্থির বুদ্ধিহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্র, সেইরূপ ধর্ম্ম বৃক্ষের মূল হইতেছেন পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্ম বা বেদ এবং বেদের অনুষ্ঠান পরায়ণ ব্রাহ্মণ। সকল মানুষের মধ্যেই এই অহং অভিমানময় মহাবৃক্ষ ও ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে। মানুষের মধ্যে সু ও কু বৃত্তিগুলি আপন আপন দল বাছিয়া লইয়া এই যুদ্ধে যোগ দিতেছে। গীতার উপদেশ এই যুদ্ধে অর্জ্জুনকে সমর বিজয়ী করিবার জন্য। ভিতরে জিনিষটি বুঝিয়া লইলে সহজেই বলা যায়—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা তৎ প্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গত সন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ।।১৮।।৭৩

এই মোহ নষ্ট করিয়া তোমার প্রসাদে তোমার স্মৃতি লাভ করিয়া আমার সকল সন্দেহ নষ্ট করিয়া আমি দাঁড়াইয়াছি। এখন যাহা তুমি বলিবে তাহাই আমি করিব। . গীতা পাঠ করিয়া যে মানুষ ভগবানকে বলিতে পারে 'করিষ্যে বচনং তব" তুমি যাহা করিতে আজ্ঞা করিতেছ তাহাই করিব—তাঁহারই গীতা পাঠ হয়; নতুবা সঙ্কল্পও জাগিবে কর্ম্মও হইবে না—এইরূপ সঙ্কল্প বন্ধ্যা—ইহাতে কোন ফল নাই।

১-২] সঞ্জয় উবাচ—

দৃষ্টা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচর্য্যামুপমঙ্গম্য রাজাবচনমব্রবীৎ ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ = সঞ্জয়ঃ + উবাচ ॥ পাণ্ডবানীকং = পাণ্ডব + অনীকং ॥ দুর্য্যোধনস্তদা = দুর্যোধনঃ + তদা ॥ আচার্য্যামুপসঙ্গম্য = আচার্য্যম্ + উপসঙ্গম্য ॥ বচনমব্রবীৎ = বচনম্ + অব্রবীৎ ॥

তদা—তস্মিন সংগ্রামোদ্যমকালে
সেই যুদ্ধোদ্যম কালে
রাজা—রাজনীতি কুশলঃ
রাজনীতি কুশলঃ
দর্য্যোধনঃ—
দুর্য্যোধন
পাণ্ডবানীকং—পাণ্ডবানাং
পাণ্ডুপুত্রাণাং অনীকং সৈন্যং
পাণ্ডব সৈন্য
ব্যূঢ়ং—ব্যূহরচনয়া স্থাপিতং
ব্যূহবদ্ধ
দৃষ্টা তু—চাক্ষুষজ্ঞানবিষয়ীকৃত্য তু

আচার্য্যং—দ্রোণগুরুং
আচার্য্য
উপসঙ্গম্য—স্বয়মেব—
তৎসমীপং গত্বা—
নতু স্বসমীপে—তমাহুয়
স্বয়ং তাঁহার নিকটে
গিয়া আপনার নিকটে
তাঁহাকে না ডাকাইয়া
বচনং—অর্থসহিতং—বক্ষ্যমানং—
বাক্যং—
অর্থ সহিত এই বাক্য
অব্রবীৎ—উক্তবান্
বলিলেন।

সঞ্জয় বলিলেন—সেই যুদ্ধোদ্যম কালে রাজা দুর্য্যোধন, পাণ্ডব সৈন্যকে ব্যূহবদ্ধ দেখিয়াই আচার্য্যের সমীপে গমন করিয়া বক্ষ্যমান বাক্য বলিলেন ॥ ২

প্রঃ—রাজা সেনাপতিকে নিকটে ডাকাইয়া না আনিয়া স্বয়ং তাঁহার সমীপে গমন করিলেন ইহাতে কি বুঝাইতেছে?

উঃ—রাজার উদ্বেগ ও ভয় সূচিত হইতেছে।

প্রঃ—ইহা ত দোষের হইল?

উঃ—তাহা হইলনা, কারণ রাজা শিষ্য, সেনাপতি গুরু। শিষ্য গুরুর নিকটে সকল অবস্থাতেই যাইতে পারেন।

প্রঃ—অব্রবীৎ বলিলেইত হইত—বচনমব্রবীৎ কেন?

উঃ—বচনং এখানে অল্পাক্ষর গম্ভীরার্থ—বাক্য।

১-৩] পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদ পুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩

পশ্যৈতাং = পশ্য + এতাং ॥ পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য = পাণ্ডুপুত্রাণাম + আচার্য্য ॥

আচার্য্য—হে আচার্য্য

তবশিষ্যেণ—ধীমতা—বুদ্ধিমতা
আপনার বুদ্ধিমান শিষ্য
দ্রুপদপুত্রেণ—ধৃষ্টদ্যুম্নেন
দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্বারা
ব্যূঢ়াং—ব্যূহরচনয়াস্থাপিতাম্
ব্যূহাকারে স্থাপিত

পাণ্ডুপুত্রাণাং—পাণ্ডুপুত্রৈরানীতাম্।
পাণ্ডুপুত্রগণের
এতাং—অতি সন্নিহিতাং
এই
মহতীং—অনেকাক্ষৌহিনী সহিতাং
অতি-বৃহৎ
চমূং—সেনাং
সেনাকে
পশ্য—অপরোক্ষী কুরু
দেখুন

হে আচার্য্য! বুদ্ধিমান্ তোমার শিষ্য দ্রুপদপুত্র দ্বারা ব্যূহবদ্ধ পাণ্ডবগণের এই মহতী সেনা দর্শন করুন ॥ ৩ ॥

প্রঃ—কোন্ উদ্দেশে শত্রুর এই প্রশংসার প্রয়োগ?

উঃ—আচার্য্যের ক্রোধ উদ্দীপনাই দুর্য্যোধনের অভিপ্রায়। পাণ্ডবেরা গুরু সেনাপতিকে অবজ্ঞা করিয়া ব্যূহ রচনা করিয়াছে এবং দ্রুপদ পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন

শিষ্য হইয়াও গুরুর বধোপায় জানিয়া লইয়া এখন সেনাপতি হইয়া গুরু বিনাশে আসিয়াছে।

১-৪-৫-৬]

অত্রশূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥৫
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥৬

শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুন সমাযুধি = শূরাঃ + মহা + ইষ্বাসাঃ + ভীম + অর্জ্জুনসমাঃ + যুধি ॥ যুযুধানোবিরাটশ্চ = যুযুধানঃ + বিরাটঃ + চ ॥ দ্রুপদশ্চ = দ্রুপদঃ + চ ॥ ধৃষ্টকেতু শ্চেকিতানঃ = ধৃষ্টকেতুঃ + চেকিতানঃ ॥ কাশীরাজশ্চ = কাশীরাজঃ + চ ॥ কুন্তিভোজশ্চ = কুন্তিভোজঃ + চ ॥ শৈব্যশ্চ = শৈবঃ + চ ॥ যুধামন্যুশ্চ = যুধামন্যুঃ + চ ॥ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ = বিক্রান্তঃ + উত্তমৌজাঃ + চ ॥ সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ = সৌভদ্রঃ + দ্রৌপদেয়াঃ + চ ॥ সর্ব্বএব = সর্ব্বে + এব ॥

অত্র—অস্যাং সেনায়াং
এই [সেনাতে]
শূরাঃ—শস্ত্রাস্ত্র কুশলাঃ বীরাঃ
বহু বীরগণ [সন্তি—আছে]
মহেষ্বাসাঃ—ইষবো বাণা অস্যন্তে
ক্ষিপ্যন্তে এভিরিতি ইষ্বাসা
ধনূংষি ; মহান্তোঽহষ্বৈরপ্রধৃষ্যা ইষ্বাসা
যেষাংতে মহাধনুর্দ্ধরাঃ
বৃহৎ বৃহৎধনু বিশিষ্ট,
যধি—যুদ্ধে
ভীমার্জ্জুনসমাঃ—ভীমার্জ্জুন তুল্যাঃ
ভীম ও অর্জ্জুনের সমান
মহারথঃ—মহারথ
যুযুধানঃ—সাত্যকিঃ
সাত্যকি

বিরাটশ্চ—
বিরাট আর
দ্রুপদশ্চ—
দ্রুপদ আর
বীর্য্যবান্—
বলবান্।
ধৃষ্টকেতুঃ চেকিতানঃ—
ধৃষ্টকেতুচেকিতান্
চ—এবং
কাশীরাজঃ—কাশীরাজ
নরপুঙ্গবঃ—নরশ্রেষ্ঠঃ
নরশ্রেষ্ঠ।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈবশ্চ
বিক্রান্তঃ যুধামন্যুশ্চ
বীর্য্যবান্ উত্তমৌজাশ্চ
সৌভদ্রঃ—অভিমন্যুঃ
দ্রৌপদেয়াশ্চ—প্রতিবিন্ধ্য—শ্রুতসেন
শ্রুত কীর্ত্তি—শতানীক—শ্রুতকর্ম্মাখ্যাঃ
দ্রৌপদী পঞ্চ পুত্রাশ্চ [এতে]
সর্ব্বেএব মহারথাঃ।

এই সৈন্য মধ্যে মহাবল, মহাধনুর্দ্ধারী, যুদ্ধে ভীমার্জ্জুন তুল্য মহারথ—সাত্যকি বিরাট এবং দ্রুপদ, বীর্য্যবান ধৃষ্টকেতু, চেকিতান এবং কাশীরাজ; নরশ্রেষ্ঠ পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ এবং শৈব্য; বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজা সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ইহাঁরা মহারথ।

১—৭] অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥৭

অকস্মাকস্তু=অস্মাকম্+তু॥ বিশিষ্টা যে=বিশিষ্টাঃ+যে॥ তান্নিবোধ =তান্+নিবোধ॥ দ্বিজোত্তম=দ্বিজ+উত্তম॥ নায়কা মম=নায়কাঃ+ মম॥

দ্বিজোত্তম—হে দ্বিজোত্তম!
অস্মাকম্—অস্মাকং সর্ব্বেষাং মধ্যে
তু—কিন্তু আমাদের পক্ষে ও
যে বিশিষ্টাঃ—শ্রেষ্ঠাঃ প্রধানাঃ
যাহারা প্রধান আছেন
তান্—মরোচ্যমানান্
তাঁহাদিগকে
নিবোধ—নিশ্চয়েন অবধারয়
অবগত হউন।

যে—এবং যাহারা
মম সৈন্যস্য—আমার সৈন্যের
নায়কাঃ—নেতারঃ
সেনাপতি আছেন
তে—তুভ্যং
আপনার নিকট
সংজ্ঞার্থং—সম্যক্ জ্ঞানার্থং
জানিবার জন্য
তান্—তাঁহাদিগের নাম
ব্রবীমি—বিজ্ঞাপনং করোমি
কহিতেছি।

হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ! আমাদের পক্ষেও যাঁহারা প্রধান তাঁহাদিগকে অবগত হউন। [এবং যাঁহারা] আমার সৈন্যের নেতা, আপনার অবগতির জন্য তাঁহাদের নাম করিতেছি ॥৭॥

প্র—দুর্য্যোধন স্বপক্ষীয় বীরগণের নাম উল্লেখ করিলেন কেন?

উ—পাণ্ডবদিগের পক্ষে বীরপুরুষদিগের নাম শুনিয়া পাছে আচার্য্য মনে করেন যদি ভয় পাইয়া থাক তবে রাজ্য ফিরাইয়া দাও যুদ্ধ আর করিওনা সেই জন্য দুর্য্যোধন স্বপক্ষের বীরগণের নাম করিতেছেন॥

১—৮—৯]

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তি র্জয়দ্রথঃ ॥৮
অন্যেচ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯

ভীষ্মশ্চ = ভীষ্মঃ + চ ॥ কর্ণশ্চ = কর্ণঃ + চ ॥ কৃপশ্চ = কৃপঃ + চ ॥ বিকর্ণশ্চ = বিকর্ণঃ চ ॥ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ = সৌমদত্তিঃ + জয়দ্রথঃ ॥ শূরামদর্থে = শূরাঃ + মদর্থে ॥

ভবান্—দ্রোণঃ আপনি (দ্রোণ)
ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ = ভীষ্ম ও কর্ণ
সমিতিঞ্জয়ঃকৃপশ্চ = সংগ্রাম বিজয়ী কৃপশ্চ
সংগ্রাম বিজয়ী কৃপও
অশ্বত্থামা—দ্রোণপুত্রঃ
বিকর্ণঃ—মদ্ ভ্রাতা কনিষ্ঠঃ
আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা
চ—এবং
সৌমদত্তিঃ—ভূরিশ্রবাঃ ভূরিশ্রবা
জয়দ্রথঃ—সিন্ধুরাজঃ

অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ—
শল্য কৃতবর্ম্ম প্রভৃতয়ঃ বীরাঃ
আরও বহু বহু বীরগণ
মদর্থে—মৎপ্রয়োজনায়
আমার প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য
ত্যক্ত জীবিতাঃ—জীবিতত্যাগেনাপি
—মদুপকারং কর্ত্তুং প্রবৃত্তাঃ
আমার নিমিত্ত জীবন ত্যাগে—প্রস্তুত।
সর্ব্বে—সকলে
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ—নানাবিধানি—
শস্ত্রাণি প্রহরণানি গদাদীনি—
যেষাং তে
বহুবিধ অস্ত্রধারী
যুদ্ধ বিশারদাঃ—সংগ্রাম নিপুণাঃ
যুদ্ধ বিশারদ।

আপনি ভীষ্ম কর্ণ যুদ্ধজয়ী কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ সোমদত্ত পুত্র ভূরিশ্রবা ও জয়দ্রথ আরও অনেক বীর আমার জন্য জীবন ত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই বহুবিধ অস্ত্রধারী এবং যুদ্ধ বিশারদ ॥ ৮।৯ ॥

প্রাচ্যাং রক্ষতু মামৈন্দ্রী আগ্নেয্যামগ্নি দেবতা।
দক্ষিণে রক্ষ বারাহি নৈঋর্ত্যাং খড়গধারিণী ॥ ১৫
প্রতীচ্যাং বারুণীরক্ষেদ্ বায়ব্যাং মৃগবাহিনী।
রক্ষেদ্ উদীচ্যাং কৌবেরী ঐশান্যাং শূলধারিণী ॥ ১৬
ঊর্দ্ধং ব্রহ্মাণি মে রক্ষেদধস্তাদ্ বৈষ্ণবী তথা।
এবং দশদিশো রক্ষেচ্চামুণ্ডা শব বাহনা ॥ ১৭

প্রাচ্যাং দিশিস্থিতা ঐন্দ্রী ইন্দ্রশক্তির্মাং রক্ষতু ইত্যর্থঃ। প্রাচ্যাং স্থিতং মামিতি বা। শক্তি শক্তিমতোরভেদাদগ্নিরূপা দেবতাগ্নিশক্তি-রিত্যর্থঃ। অত্র রক্ষতু ইত্যনুবৃত্তিঃ। বারাহি বরানা হন্তী স বরাহো যমঃ আর্ষপ্রয়োগঃ। তস্য শক্তির্বারাহী। যম শক্তি রিত্যর্থঃ। দশদিক্‌পাল প্রকরণাৎ। সপ্তমাত্রন্তর্গতা বা বারাহী। হে বারাহি দক্ষিণেদেশেস্থিতা ত্বং মাং রক্ষেত্যর্থঃ। স্থিতং মামিতি বা। খড়্গাধারিণী নিঋর্তি-শক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ১৫ [দুর্গা প্রদীপঃ]

মৃগবাহিনী—বায়ু দেবতায়া মৃগবাহনত্বাৎ বায়ু শক্তিরিত্যর্থঃ। রক্ষেদিত্যনুবৃত্তিঃ। কৌবেরী—কুবেরশক্তিঃ কৌমারী দিকপাল প্রকরণাৎ। শূলধারিণী—ঈশান শক্তিঃ। ১৬

হে ব্রহ্মাণি ঊর্দ্ধং স্থিতা ভবতী মে মাং রক্ষেদিত্যর্থঃ। মে ঊর্দ্ধং ভাগমিতি বা। দশদিক্ষুস্থিতা চামুণ্ডা মাং রক্ষেদিতি পর্য্যবসিতোঽর্থঃ ॥ ১৭

মা জগতে যেখানে যে শক্তি আছে সকলই তুমি। ইন্দ্রশক্তি পূর্ব্বদিকে আমাকে রক্ষা করুন; অগ্নি শক্তি পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকের মধ্যবর্ত্তী কোণে আমাকে রক্ষা করুন যমশক্তি (বারাহি) আমাকে দক্ষিণ দিকে রক্ষা করুন। খড়গধারিণী (নিঋর্তি শক্তি) পশ্চিমে

জয়া মে চাগ্রতঃ স্থাতু বিজয়া স্থাতু পৃষ্ঠতঃ।
অজিতা বামপার্শ্বেতু দক্ষিণে চাপরাজিতা ॥১৮
শিখামুদ্যোতিনী রক্ষেদুমা মূর্দ্ধ্নি ব্যবস্থিতা।
মালাধরী ললাটে চ ভ্রুবৌ রক্ষেদ্ যশস্বিনী ॥১৯
ত্রিনেত্রা চ ভ্রুবোর্মধ্যে যমঘণ্টা চ নাসিকে।
শঙ্খিনী চক্ষুষোর্ম্মধ্যে শ্রোত্রয়োর্দ্বারবাসিনী ॥২০
কপোলৌ কালিকা রক্ষেৎ কর্ণমূলে চ শঙ্করী।
নাসিকায়াং সুগন্ধা চ উত্তরোষ্ঠে চ চর্চ্চিকা ॥২১

দক্ষিণ (নৈঋতী) দিকে আমাকে রক্ষা করুন। বরণশক্তি আমাকে পশ্চিম দিকে রক্ষা করুন। মৃগবাহিনী—(বায়ুদেবতার মৃগ বাহন) বায়ুশক্তি উত্তর পশ্চিম দিকে আমাকে রক্ষা করুন। কুবের শক্তি আমাকে উত্তর দিকে রক্ষা করুন। শূলধারিণী ঈশানশক্তি আমাকে পূর্ব্ব উত্তর (ঈশান কোণ) দিকে রক্ষা করুন। হে ব্রহ্মার শক্তি (ব্রহ্মাণি) আপনি আমার উর্দ্ধভাগ রক্ষা করুন। বিষ্ণু শক্তি (বৈষ্ণবী) আমার অধোভাগ রক্ষা করুম। শববাহনা চামুণ্ডা ঐ ভাবে আমাকে দশদিকে রক্ষা করুন।

প্রঃ—কি কি দশদিক্ ? ঐ সকল দেশের দেবতা কি কি ?

উঃ—(১) পূর্ব্ব—ইন্দ্রশক্তি—ইন্দ্রী।

(২) পূর্ব্ব ও দক্ষিণের মধ্যবর্ত্তী কোণ—অগ্নি কোণ—অগ্নিশক্তি।

(৩) দক্ষিণ—যমশক্তি—বারাহি।

(৪) পশ্চিমদক্ষিণ কোন—নৈঋ্ত কোণ—নিঋ্তি শক্তি খড়্গধারিণী।

(৫) পশ্চিম—বরুণশক্তি—বারুণী।

অধরে চাঽমৃতকলা জিহ্বায়াং তু সরস্বতী।
দন্তান্ রক্ষতু কৌমারী কণ্ঠমধ্যে তু চণ্ডিকা ॥২২
ঘণ্টিকাং চিত্রঘণ্টা চ মহামায়া চ তালুকে।
কামাক্ষী চিবুকং রক্ষেদ্ বাচং মে সর্ব্বমঙ্গলা ॥২৩
গ্রীবায়াং ভদ্রকালী চ পৃষ্ঠবংশে ধনুর্দ্ধরী।
নীলগ্রীবা বহিঃকণ্ঠে নলিকাং নলকুবরী ॥২৪
খড়্গধারিণ্যুভৌ স্কন্ধৌ বাহূমে ব্রজধারিণী।
হস্তয়োর্দণ্ডিনী রক্ষেদম্বিকা চাঙ্গুলীষু চ ॥২৫
নখান্ শূলেশ্বরী রক্ষেদ্ কুক্ষৌ রক্ষেন্নলেশ্বরী।
স্তনৌ রক্ষেন্মহাদেবী মনঃশোকবিনাশিনী ॥২৬

স্থাতু তিষ্ঠতু আর্ষঃ প্রয়োগঃ ১৮ ॥ উদ্যোতিনী নামিকা দেবী মম শিখায়াং স্থিতা সতী মচ্ছিখাং রক্ষ্যেদিতিরীত্যা প্রত্যবয়ং যোজনীয়ম্। উমা মূর্দ্ধ্নি ব্যবস্থিতা সতী মূর্দ্ধানাং রক্ষেদিত্যর্থাঃ। এবং সর্ব্বত্র যথা যোগ্যমধ্যাহার্যম্ ॥ ১৯ নাসিকে = নাসিকাপুটে ইত্যর্থঃ ॥ উত্তরত্র নাসিকাশব্দেন নাসিকাদণ্ডইতি ॥২০,২১। অধরে = অধরোষ্ঠ ইত্যর্থঃ ॥

জয়া—আমার অগ্রে থাকুন বিজয়া পৃষ্ঠ দেশে থাকুন, অজিতা বাম পার্শ্বে, অপরাজিতা দক্ষিণে, উদ্যোতিনী দেবতা শিখাকে, উমা

(৬) উত্তর পশ্চিম কোণ—বায়ুকোণ—বায়ুশক্তি মৃগবাহিনী (বায়ুবাহন মৃগ)।

(৭) উত্তর—কুবের শক্তি—কৌবেরী।

(৮) পূর্ব্ব উত্তর কোণ—ঈশানকোণ শূলধারিণী ঈশানী।

(৯) উর্দ্ধ—ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণি

(১০) অধঃ—বিষ্ণুশক্তি বৈষ্ণবী।

হৃদয়ং ললিতা দেবী হ্যুদরে শূলধারিণী।
নাভিং চ কামিনী রক্ষেদ্ গুহ্যং গুহ্যেশ্বরীতথা ॥২৭
ভূতনাথা চ মেঢ্রং চ গুদং মহিষবাহিনী।
কট্যাং ভগবতী রক্ষেজ্জানুনী বিন্ধ্যবাসিনী ॥২৮
জঙ্ঘে মহাবলা প্রোক্তা জানুমধ্যে বিনায়কী।
গুল্ফয়োর্নারসিংহী চ পাদপৃষ্ঠেঽমিতৌজসী ॥২৯
পাদাঙ্গুলীঃ শ্রীধরী চ পাদাধস্তলবাসিনী।
নখান্ দ্রংষ্ট্রাঃ করালী চ কেশাংশ্চৈবোর্দ্ধকেশিনী ॥৩০
রোমকূপাণি কৌবেরী ত্বচং বাগীশ্বরী তথা।
রক্তমজ্জাবসামাংসান্যস্থিমেদাংসি পার্ব্বতী ॥৩১

কণ্ঠস্য বহির্ভাগো বহিঃ কণ্ঠঃ। নলিকাং কণ্ঠ নালম্॥ স্কন্ধমারভ্য কর্পূর পর্য্যন্তো ভাগো বাহুস্তদারভ্যাঙ্গুলি পর্য্যন্তো হস্তঃ॥ জঙ্ঘে ইতি। প্রোক্তা আগমাদিষু প্রসিদ্ধেত্যাদিদেব্যা বিশেষণং মহাবলায়াঃ॥২১॥ পাদাধ ইতি ভিন্নং পদম্। তলবাসিনী = পাতালবাসিনী। যদ্যপি নখান্ শূলেশ্বরীরক্ষেৎ ইত্যত্র নখরক্ষণমুক্তং তথাপি যথৈকস্যা অপি দেবতায়াঃ স্থানদ্বয়রক্ষকত্বং ন বিরুদ্ধতে তথৈব দেবতাদ্বয়স্যৈকস্থান নিরূপিতরক্ষকত্বে বাধকাভাব ইত্যভিপ্রায়েণ নখান্দ্রংষ্টাঃ করালী চেত্যুক্তম্॥৩০,৩১॥

মস্তকে থাকিয়া মস্তক রক্ষা করুন। মালাধরী ললাট, যশস্বিনী ভ্রূদ্বয়, ত্রিনেত্রা ভ্রূমধ্যে, যমঘণ্টা—নাসিকাপুট। চক্ষুমধ্যে শঙ্খিনী, শ্রোত্রদ্বার দ্বারবাসিনী কপোল, কালিকা; কর্ণমূল শঙ্করী; সুগন্ধ নাসিকা; ওষ্ঠ—চর্চ্চিকা; অধরোষ্ঠ—অমৃতকলা; সরস্বতী জিহ্বা; কৌমারী দন্তসকল; কণ্ঠমধ্য চণ্ডিকা, চিত্রঘণ্টা—আলজিহ্বা; তালু—মহামায়া; চিবুক—কামাক্ষী; সর্ব্বমঙ্গলা—বাক্য।

আন্ত্রাণি কালরাত্রিশ্চ পিত্তং চ মুকুটেশ্বরী।
পদ্মাবতী পদ্মকোশে কফে চূড়ামণিস্তথা ॥ ৩২

জ্বালামুখী নখজ্বালামভেদ্যা সর্ব্বসন্ধিষু।
শুক্রং ব্রহ্মাণি মে রক্ষেচ্ছায়াং ছত্রেশ্বরী তথা ॥ ৩৩

অহংকারং মনোবুদ্ধিং রক্ষমে ধর্ম্মচারিণি।
প্রাণাপানৌ তথা ব্যান সমানোদান মেব চ ॥ ৩৪

যশঃ কীর্ত্তিং চ লক্ষ্মীং চ সদা রক্ষতু চক্রিণী।
গোত্রমিন্দ্রাণি মে রক্ষেৎ পশূন্ মে রক্ষ চণ্ডিকে ॥ ৩৫

আন্ত্রানীতি অমূধাতোস্ত্রেহনুনাসিকস্যক্কীতিদীর্ঘঃ। পদ্মকোশে = পদ্মং হৃদয়াদিরূপমেব কোশো বাসস্থানং যস্য শ্বাসস্য তস্মিন্ বাতে স্থিতা সতী তং রক্ষত্বিতি যাবৎ। অগ্রে প্রাণানাং রক্ষণ কথনাৎ "পদ্মকোশপ্রতীকাশং হৃদয়ং চাপ্যধোমুখম্" ইতি শ্রুত্যুক্তং হৃদয়মেব পদ্মকোশশব্দেন গ্রাহ্যম্। চূড়ামণিনাম্নী দেবতা রক্তাসুরবধে প্রসিদ্ধা ॥৩২॥ নখ জ্বালাং নখনিষ্ঠং তেজঃ। অভেদ্যানাম্নী দেবতা সর্ব্বসন্ধিষু স্থিতা সতী সর্ব্ব সন্ধীন্রক্ষেদিত্যর্থঃ। হে ব্রহ্মাণি ভবতী মে শুক্রং রক্ষেদিত্যর্থঃ ॥৩৩॥ হে ধর্ম্মচারিণি অত্রত্বমিত্যধ্যাহারঃ। রক্ষেতি মধ্যমপুরুষাৎ। অহংকারমিতি—অত্রমনঃশব্দশ্চিত্তপরঃ। অন্তঃকরণস্য মনসা সহচতুর্ব্বিধত্বাত্তেন মনঃ শোকবিনাশিনীত্যনেন ন গতার্থতা। অথবা মনসঃশোকংবিনাশয়তীতি। জয়ন্তী = দেবী যতস্তং সর্ব্বোৎকৃষ্টাপাপনাশিনীভবসি ॥৩৭॥ অথ পিতামহঃফলস্তুতিং বক্তু‌মধিকারিণং প্রগমমুপদিশতি। পদমেকমিতি। যদি শুভমাত্মনঃ ইচ্ছেত্তর্হি

গ্রীবা—ভদ্রকালী; মেরুদণ্ড—ধনুর্দ্ধরী; কণ্ঠের বহির্ভাগ—নীল গ্রীবা; কণ্ঠনাল—নলকুবরী; উভয়স্কন্ধ—খড়্গধারিণী; বাহুদ্বয়—

পুত্রান্ রক্ষেন্মহালক্ষ্মী ভার্য্যাং রাক্ষতু ভৈরবী।
মার্গং ক্ষেমকরী রক্ষেদ্ বিজয়া সর্ব্বতঃ স্থিতা ॥ ৩৬
রক্ষাহীনন্তু যৎ স্থানং বর্জ্জিতং কবচেন তু।
তৎ সর্ব্বং রক্ষমে দেবী জয়ন্তী পাপনাশিনী ॥৩৭
পাদমেকং ন গচ্ছেত্তু যদীচ্ছেৎ শুভমাত্মনঃ।
কবচেনাবৃতো নিত্যং যত্র যত্র হি গচ্ছতি ॥৩৮
তত্র তত্রার্থলাভশ্চ বিজয়ঃ সার্ব্বকামিকঃ।
যং যং চিন্তয়তে কামং তং তং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥৩৯

বজ্রধারিণী ; হস্তদ্বয়—দণ্ডিনী ; অঙ্গুলী সমূহ—অম্বিকা ; নখ সকল—শূলেশ্বরী ; কুক্ষিদেশ (উদর গহ্বর) নলেশ্বরী ; স্তনদ্বয়—মহাদেবী ; মন—শোকবিনাশিনী ; হৃদয় ললিতাদেবী ; উদর—শূলধারিণী ; নাভি—কামিনী ; গুহ্যদেশ—গুহ্যেশ্বরী ; মেঢ্র—ভূতনাথা ; গুদ—মহিষবাহিনী ; কটিদেশ—ভগবতী ; জানুদ্বয়—বিন্ধ্যবাসিনী ; জঙ্ঘাদ্বয় মহাবলা ; জানুমধ্য—বিনায়কী ; গুল্ফ (গোড়ালি)—নারসিংহী ; পাদপৃষ্ঠ—অমিতৌজসী ; পাদঙ্গুলী—শ্রীধরী ; পায়ের অধ—পাতাল বাসিনী ; নখসমূহ—দ্রংষ্ট্রা করালী ; (নখ সকল শূলেশ্বরী বলা হইলেও—যেমন এক দেবতা দ্বারা দুই স্থান রক্ষা হয় সেইরূপ দুই দেবতা দ্বারাও একস্থান রক্ষা হয়—ইহা হইবার কোন বাধা নাই) কেশসমূহ—উর্দ্ধকেশিনী , রোমকূপ সকল—কৌবেরী ; ত্বচা—বাগীশ্বরী ; রক্ত, মজ্জা, বসা, মাংস, অস্থি, মেদ—এই সকল পার্ব্বতী রক্ষা করুন।

অন্ত্র সকলকে (নাড়ীভূড়ি) দীর্ঘ হইয়া অন্ত্রানি হইয়াছে কালরাত্রি, পিত্তকে মুকুটেশ্বরী রক্ষা করুন। পদ্মকোশ= পদ্ম হইতেছে হৃদয় কোশ = নিবাস স্থান। অর্থাৎ পদ্মকোশে যে শ্বাস থাকেন তাহাকে পদ্মাবতী রক্ষা করুন। রক্তাসুর বধে যে চূড়ামণি দেবতা হইয়াছিলেন

পরমৈশ্বর্য্যমতুলং প্রাপ্স্যতে ভূতলে পুমান্ ।
নির্ভয়ো জায়তে মর্ত্ত্যঃ সংগ্রামেস্বপরাজিতঃ ॥ ৪০
ত্রিলোক্যেতু ভবেৎ পূজ্যঃ কবচেনাবৃতঃ পুমান্ ।
ইদং তু দেব্যা কবচং দেবানামপি দুর্লভম্ ॥ ৪১
য পঠেৎ প্রযতো নিত্যং ত্রিসন্ধ্যং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ।
দৈবীকলা ভবেত্তস্য ত্রৈলোক্যে চাপরাজিতঃ ॥ ৪২

স পুরুষঃ কবচেন রহিতমেকং পদমপি ন গচ্ছেদিতি ॥ ক্ষণমাত্রমপি দেবী স্মরণং বিনা ন ক্ষপণীয়ম্ ॥ তদুক্তং পুরাণেষু—স্বপংস্তিষ্ঠন্ ব্রজন্ মার্গে প্রলপন্ ভোজনে রতঃ। কীর্ত্তয়েৎ সততং দেবীং স বৈ মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ইতি। ফলং কথয়তি কবচেনেতি। ৩৮—৪১ ॥ দৈবীকলা = চিৎকলা ॥ স্থাবরং = বৎসনাভাদি। .জঙ্গমং = সর্পাদি ॥ কৃত্রিমং = পরস্পর যোগ জন্যম্ ॥ যথা তুল্য পরিমাণয়ো মধু সর্পিষো র্যোগাদিজম্ ॥ অভিচারাণি = পরকৃতানি ॥ ৪৪ ॥ কুলজা দয়ো = দুষ্ট দেবতা জাতিভেদাঃ ॥ ঔপদেশিকাঃ = উপদেশেন তন্মাত্রেণ যে সিদ্ধন্তি তে ক্ষুদ্র দেবতা ভেদাঃ ॥

তিনি কফকে রক্ষা করুন। নখের তেজকে জ্বালামুখী, অভেদ্যা দেবী শরীরের সমস্ত সন্ধিস্থানে থাকিয়া রক্ষা করুন। হে ব্রহ্মাণি আপনি আমার শুক্র রক্ষা করুন। ছত্রেশ্বরী দেবী ছায়াকে রক্ষা করুন। হে দেবি ধর্ম্মচারিণি! আপনি আমার অহংকার, মন বা চিত্ত বা বুদ্ধিকে রক্ষা করুন। প্রাণ-অপান—ব্যান সমান উদান এই পঞ্চ প্রাণকে এবং যশ কীর্ত্তি লক্ষ্মী এই সকলকে চক্রিণী দেবী রক্ষা করুন। গোত্রকে ইন্দ্রাণী; পশু সকলকে চণ্ডিকা রক্ষা করুন। মহালক্ষ্মী পুত্র সকলকে এবং ভৈরবী ভার্য্যাকে রক্ষা করুন। মার্গকে ক্ষেমঙ্করী রক্ষা করুন। বিজয়া সর্ব্বস্থানে থাকিয়া রক্ষা করুন।

এই কবচে রক্ষাহীন যে স্থান বর্জ্জিত হইয়াছে সর্ব্বোৎকৃষ্টা পাপনাশিনী জয়ন্তী দেবী সেই সকল রক্ষা করুন!

জীবেৎ বর্ষ শতং সাগ্রমপমৃত্যু বিবর্জ্জিতঃ ।
নশ্যন্তি ব্যাধয়ঃ সর্ব্বে লূতাবিস্ফোটকাদয়ঃ ৪৩
স্থাবরং জঙ্গমং চাপি কৃত্রিমং চাপি যদ্বিষম্ ।
অভিচারাণি সর্ব্বাণি মন্ত্র যন্ত্রাণি ভূতলে। ৪৪
ভূচরাখেচরাশ্চৈব জলজাশ্চোপদেশিকাঃ ।
সহজাঃ কুলজা মালা ডাকিনী শাকিনী তথা ॥ ৪৫
অন্তরিক্ষচরা ঘোরা ডাকিন্যশ্চ মহাবলাঃ ।
গ্রহভূত পিশাচাশ্চ যক্ষ গন্ধর্ব্ব রাক্ষসাঃ ॥ ৪৬

যদি আপনার শুভ ইচ্ছা কর তবে যেখানে যেখানে যাইবে সর্ব্ব শরীর কবচে আবৃত না করিয়া একপদও যাইবে না। এইরূপ করিয়া, যে কামনা করিয়া যেখানে যেখানে যাইবে সেইখানে বিজয় লাভ হইবেই। এবং যে যে কামনা চিন্তা করিবে তাহা তাহাই নিশ্চিত পাইবে। (একক্ষণও দেবীকে ভুলিয়া কাটাইবেনা ; নিদ্রাতে জাগ্রতে পথে চলায়, কথা কওয়ায়, ভোজন কালে—সর্ব্বদা যদি দেবীর স্মরণ কর তবে বন্ধন মুক্ত হইবে ।

পুরুষ এই কবচে অঙ্গ আবৃত করিলে ভূতলে অতুলনীয় পরম ঐশ্বর্য্য লাভ করিবে, মরণের মধ্যে থাকিয়াও নির্ভয় হইবে, সংগ্রামে পরাজিত হইবেনা এবং ত্রৈলোক্যে সর্ব্বত্র পূজা পাইবে। দেবীর এই কবচ দেবতাদিগেরও দুর্ল্লভ। যিনি মন একাগ্র করিয়া শ্রদ্ধাসহ তিন সন্ধ্যাতে ইহা নিত্য পাঠ করেন তাঁহার দৈবী কলা অর্থাৎ চিৎকলা লাভ হয় এবং তিনি ত্রৈলোক্যে অপরাজিত থাকেন। বর্ষ শত আয়ু তাঁহার হয়, জীবনে অপমৃত্যু হয়না, হৃদয়ে এই কবচ রাখিলে সমস্ত ব্যাধির নাশ হয়, লূতার বিষ, (মাকড়শা) বিস্ফোটকাদি, বৎসনাভাদি (বাছুর বধ করে যে বিষ) স্থাবর বিষ, সর্পাদির জঙ্গম বিষ, কৃত্রিম বিষ (যেমন তুল্য পরিমাণে মধু ও ঘৃত যোগে) সমস্ত অভিচার (মারণাদি তান্ত্রিক ক্রিয়া), পৃথিবীতে মন্ত্র যন্ত্রাদি, ভূচর, খেচর, জলজ, ঔপ-দেশিকাদি ক্ষুদ্র দেবতা,সহজা, কুলজা, মালা, ডাকিনী, গ্রহ, ভূত, পিশাচ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, ব্রহ্মরাক্ষস,বেতাল, কুষ্মাণ্ড, ভৈরব—এই সমস্তই, যাঁহার হৃদয়ে এই কবচ থাকে তাঁহার দর্শনে নষ্ট হয়। রাজার কাছে সম্মান, উন্নতি, তেজ, যশ বর্দ্ধিত হয় এবং ভূতলে কীর্ত্তি মণ্ডিত হইয়া তিনি অবস্থান করেন।

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে।

২৫শ বর্ষ। } কার্ত্তিক, ১৩৩৭ সাল। { ৭ম সংখ্যা।

নটরাজ।

তুমি এক অদ্বিতীয় ও গো নটবর!
কেহ নাই কেহ নাই তব আত্ম পর।
সঙ্কল্প-তুফান তুলি আপনার মাঝে,
তুমিই সাজিয়া আছ এই বিশ্বসাজে।
তুমি প্রেম ময় বিভু প্রেম পারাবার,
কেহ মোরা বুদ্ বুদ্ কেহ ফেণা তার।
কেহ বা তরঙ্গ হয়ে বক্ষে তব ভাসি
ক্ষণকাল করি রঙ্গ তোমাতেই মিশি।
দ্রষ্টা তুমি দৃশ্য তুমি, তুমি রঙ্গালয়,
আপনি আপনি কর লীলা অভিনয়।
কভু সাজ পিতা তুমি, কভু সাজ মাতা,
কভু সাজ পুত্র কন্যা, কভু সাজ ভ্রাতা,
কভু সাজ প্রণয়িণী, কভু প্রাণেশ্বর,
কভু সাজ শত্রু তুমি, কভু সহচর।
কভু সাজ গণ্ডমূর্খ, কভু জ্ঞানবান,
কভু সাজ কদাকার, কভু রূপবান।

কভু সাজ রোগী তুমি, কভু সাজ ভোগী,
আবার কখন হেরি তোমা সর্ব্বত্যাগী।
কভু হেরি দীন দুঃখী, কভু রাজ্যেশ্বর,
অভিনয় ব্যপদেশে তুমি আমি পর।
তুমি নটরাজ তুমি রসিক শেখর,
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর।
তুমি অণু, তুমি বিভু, তুমি সুমহান্
তুমি বীজ, তুমি বৃক্ষ ফল ফুলবান।
তুমি গ্রহ, উপগ্রহ, চন্দ্র সূর্য্য তারা,
তুমি জল তুমি স্থল তুমি এই ধরা।
অনল অনিল তুমি, তুমি নীলাকাশ,
স্থাবর জঙ্গম রূপে তুমিই প্রকাশ।
হিমাদ্রি শিখর তুমি, তুমি পারাবার
একাধারে তুমি হও আলো ও আঁধার।
তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত্ত্য, তুমি রসাতল,
মহ, জন তপ লোক, তুমিই সকল।
তুমি সত্য লোক, তুমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
স্রষ্টা তুমি, সৃষ্টি তুমি, তুমি স্থিতি গতি।
তুমি এক অদ্বিতীয়, চতুর মায়াবী,
তোমার মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে আমি ভাবি—
আকাশ পাতাল ভেদ তোমাতে আমাতে,
"তুমি আমি এক" ইহা নাহি ভাসে চিতে।
তব কৃপাবলে যাঁর খোলে জ্ঞান আঁখি
তাঁর কাছে এই বিশ্ব ফাঁকি ফাঁকি ফাঁকি
বিশ্ব ভ্রম মোর দূর কর কৃপা করে,
তুমি আমি "এক" হয়ে রব চির তরে।

স্বামী শিবানন্দ।

তুমি ও আমির কথা।

আমি ত জানিনা তুমি আমার সম্বন্ধে কি করিবে অথবা কি করিয়া রাখিয়াছ, সে জন্য আমি ব্যস্তও নই। আমার সব ভার তোমার উপরেই দিতে চাই, দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইয়া তোমায় লইয়া থাকিতে চাই।

শরীরের কথা, মনের কথা আত্মবিস্মৃতিরূপ কারণ দেহের কথা ভাবিবার সামর্থ্যও আমার নাই, ভাবিয়াও কোন কালে আমি কিছুই করিতে পারি নাই, পারিবও না—সেই জন্য স্থূল সূক্ষ্ম কারণ দেহ সমস্তই তোমার উপর ফেলিয়া দিতে চাই।

সব ভার আমি দিতেই চাই, তুমিও সব ভার লইয়া থাক কিন্তু সব ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আমি করিব কি? না হয় আমি আমার যাহা কিছু আছে তাহার সম্বন্ধে কিছুই ভাবিলাম না, কিন্তু আমি করিব কি?

তোমায় দেখিব, তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব "করিষ্যে বচনং তব" এই ত আমার ইচ্ছা। তোমার ইচ্ছা মত আমি চলিব এইত আমি চাই। ইহা কি আমার হইবে? আমি আমার জন্য বা কাহারও জন্য কিছুই চাহিবনা —শুধু তোমার দিকে তাকাইয়া থাকিব, তোমার আজ্ঞার প্রতীক্ষা করিব— ইহা ভিন্ন আমার আর স্বতন্ত্র ইচ্ছা থাকিবে না।

ইহা কি হইবে?

আমি ত তোমাকে কখন দেখি না। শুধু বিশ্বাসে কি ইহা হইবে? তুমি আছ ইহা তীব্র ভাবে বিশ্বাস করিতে পারি আর না পারি যাহোক তাহোক করিয়া শাস্ত্রবাক্য ধরিতে চাই—তুমি আছ,সব ব্যাপিয়া আছ, আমাকেও ব্যাপিয়া আছ, আমার হৃদয়ে আছ, সবার হৃদয়েও আছ, আমার এবং সবার ভিতরে বাহিরে তুমিই আছ। বহুরূপে আছ, বহু সাজ পোষাক পরিয়া তুমিই আছ। বিশ্বাস করিতে চাই এই তুমি। উগ্রভাবে না হইলেও বিশ্বাস করি

তুমি এই ভাবে আছ এইরূপ বিশ্বাস কি তোমাকে আমার ভার দেওয়া চলিবে? এই বিশ্বাসের দেখাতে কি তোমাকে দেখা হইবে? এই বিশ্বাসের দেখা না ভুলিলে, এই বিশ্বাসের দেখা কি সর্ব্বদা স্মরণে রাখিলে—কখনও যখন তুমি ইচ্ছা করিবে তখন—সত্য সত্যই দেখা দিবে?

বিশ্বাসের দেখা আর সত্যের দেখা ইহা কি? বিশ্বাসের দেখা যাহা তাহারত কিছু বলিলাম কিন্তু সত্যের দেখা কি?

সকলেই বলেন তুমি পরমাত্মা, তুমি দুর্ব্বিজ্ঞেয়, তোমাকে দেখাও যায় না, তোমার কথা বলাও যায়না, তুমি বাক্যের অগোচর, তুমি মনের অগোচর। তুমিই সকলকে জান—তুমিই একমাত্র বিজ্ঞাতা—"বিজ্ঞতারমরে কেন বিজানীয়াৎ"। তোমাকে আস্বাদন যাঁহারা করেন তাহাদিগকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলেন—এ আস্বাদন "মুকাস্বাদনবৎ" বলিতেগেলেই আস্বাদন ভাঙ্গিয়া যায় তখন যাহা বলা যায় তাহা তোমার আস্বাদন ঠিক ঠিক নহে—আর কিছু তার সঙ্গে মিশিয়া যায়। বলিতে গেলে তুমি—তোমার পূর্ণ ভাবে থাকনা—আর এক রকম হইয়া তোমার তুমির আভাস মত কিছু হয়। কথাটা ভাল করিয়া ধরিতে চেষ্টা করিব কি? করিনা কেন? বুঝিতে ত পারিনা—আর শুনি কেহ তোমাকে জানিতে পারে না তথাপি সকলে চেষ্টা করে। আমি নিতান্ত মূর্খ হইয়াও না হয় একটু চেষ্টা করিলাম—নতুবা সত্যের দেখা কিরূপ তাহার কোন সন্ধানইত হইলনা—বিশ্বাসে দেখা পর্য্যন্ত রহিয়াগেল—সত্য সত্য দেখা না হইলে হৃদয় জুড়াইল না। মন জুড়াইতে বুদ্ধি জুড়াইতে বিশ্বাসের দেখাতেও চলে কিন্তু সত্যের দেখা না হইলে হৃদয় জুড়াইবে না—বুক ঠাণ্ডা হইবে না।

এই যে শ্রুতি বলিতেছেন—আমি তোমার আজ্ঞা পালনে আমাকে একরূপ প্রস্তুত করিয়াছি। আমার বাক্ মনে ও মন গুরু এবং শাস্ত্র বাক্যে প্রতিষ্ঠিত তোমার অনুগ্রহেই হইয়াছে—এখন "আবিরাবির্ম এধি" এখন হে স্বপ্রকাশ! তুমি আমাকে প্রাপ্ত হও। কেমন করিয়া পাইবে? "গাব ইব গ্রামং—যুযুধিবিবস্বান্—পতিরিব জায়াম্" গাভী যেমন গ্রামকে প্রাপ্ত হয়, যোদ্ধা যেমন অশ্বকে প্রপ্ত হয়, স্বামী যেমন স্ত্রীকে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হও। হৃদয় যদি মানুষের না থাকিত তাহা হইলে না হয় জ্ঞান বিচার লইয়াই থাকা যাইত কিন্তু হৃদয় যে আছে, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা যে শুধু ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ হয় না হৃদয় জুড়াইতে যে মাধুর্য্য চাইই—তাই পারি আর না পারি—সত্যের দেখাটাকি একটু বুঝিতে চেষ্টা করিব কি?

কিন্তু বিশ্বাসের ধর্ম্মের কথা আরও একটু বলিতে চাই। বিশ্বাসের ধর্ম্মে থাকিতে পারিলেও কিন্তু হৃদয় নির্ম্মল হয় এবং নির্ম্মল হৃদয় হইলে তবে সেই অবিজ্ঞাত স্বরূপকে এই স্থূল চক্ষেও দেখা যায়।

বিশ্বাসের বড় কথা যে তুমি সর্ব্বান্তরস্থ—সর্ব্বহৃদিস্থ। শাস্ত্রের কত স্থানে যে এই কথা আছে তাহা বলা যায় না। দুই একটি স্থান উল্লেখ করি।

"তুমি আনন্দ একঃ পুরুষোত্তমোহি" "স্বমায়য়া কৃৎস্নমিদংহিসৃষ্ট্বা" "নভোবদন্তর্ব্বহিরাস্থিতো যঃ"

"সর্ব্বান্তরস্থোঽপি নিগূঢ় আত্মা"—তুমি সেই এক আনন্দ পুরুষোত্তম, তুমি আপন মায়া বা শক্তি দ্বারা সমস্ত জগৎ সৃজন করিয়া আকাশের মত জগতের বাহিরে ভিতরে অবস্থিত—তুমি দুর্জ্ঞেয় আত্মা হইয়াও সকলের অন্তরে অন্তরে বিরাজ করিতেছে।

"জানন্তি নৈবং হৃদয়ে স্থিতং বৈ চামীকরং কণ্ঠগতং যথাঽজ্ঞাঃ"

"আমি আমার" রূপ অজ্ঞানে আচ্ছন্ন যে সকল অজ্ঞ পুরুষ ইহারা কণ্ঠে স্বর্ণ হার রাখিয়াও ভ্রমে যেমন হার কোথায় রাখিলাম বলিয়া বিলাপ করে সেইরূপ হৃদয়ে স্থিত তোমাকে অজ্ঞেরা জানিতে পারে না।

"অজ্ঞান সাক্ষিণ্যরবিন্দ লোচনে'

যে অজ্ঞান দ্বারা মূর্খের হৃদয় আচ্ছন্ন কিন্তু মূর্খের হৃদয়াবৃত সেই অজ্ঞানের সাক্ষীও তুমি অরবিন্দ লোচন—তুমি কমল লোচন—তুমি পদ্মপলাশ-লোচন।

"সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্নপি ন লক্ষ্যসে"। সকল প্রাণীতে সমান ভাবে আছ তথাপি অজ্ঞানী তোমাকে লক্ষ্য করেনা।

"অজ্ঞানধ্বান্তচিত্তানাং ব্যক্ত এব সুমেধসাম্" আমি আমার রূপ অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন চিত্ত যাহাদের—অহং কর্ত্তা, অহং ভোক্তা এই অজ্ঞান দূর হইলে যখন বুদ্ধি নির্ম্মল হয় তখন তোমার প্রকাশ তাহাদের চিত্তেই হয়। একদিকে অপার সংসার সাগর অন্য দিকে চিরশান্ত চিদানন্দ মহাম্বুধি, মধ্যে অহং সেতু। এই সেতু দুই সমুদ্রের মধ্যে। অহং সেতু ভাঙ্গ, সংসার সমুদ্র ব্রহ্ম সমুদ্রে মিশিয়া লীন হইয়া একই থাকিয়া যাইবে।

"ধ্যায়ন্তী রামমেকাগ্র মনসা হৃদি সংস্থিতম্" হৃদি সংস্থিত পরমেশ্বর রামকে একাগ্র মনে ধ্যান কর—আর "আতপানিলবর্ষাদি সহিষ্ণুঃ পরমেশ্বরম্—রৌদ্র বায়ু বর্ষা সমস্তই সহ্য কর।

যন্নাম সাররসিকো ভগবান পুরারিঃ
তং রামচন্দ্রমনিশং হৃদি ভাবয়ামি॥

যাঁর শ্রেষ্ঠ নামের রসিক ভগবান্ মহাদেব, সেই রামচন্দ্রকে দিবানিশি হৃদয়ে ভাবনা করি।

"রঘুপতিং ভক্ত্যা হৃদিস্থং স্মরন্

ধ্যায়ন্মুক্তি মুপৈতি। হৃদিস্থ রঘুপতিকে স্মরণ করিয়া এবং ধ্যান করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হয়।

অন্তঃস্থমেকং ঘন চিৎপ্রকাশং নিরস্ত সর্ব্বাশয় স্বরূপম্।
বিষ্ণুং সদানন্দময়ং হৃদব্জে সা ভাবয়ন্তী ন দদর্শ রামম্॥

অন্তর্যামীরূপে হৃদয়েস্থিত চিৎ ঘন প্রকাশ—যাঁহার নিকটে কোন রূপাদির কোন প্রকার সম্পর্ক নাই সেই সদানন্দময় বিষ্ণুকে হৃদয় পদ্মে ভাবনা করিতে ছিলেন বাহিরে রামকে দেখিতে পাইলেন না।

"তস্য হৃৎ সুখ মন্দিরম" "হৃদয়ং তে সুমন্দিরম্' 'তে হৃদয়ং গৃহম্ "তন্মনস্তে শুভং গৃহম" "হৃদব্জে সহ সীতয়া বস' "গচ্ছ ত্বং হৃদিং মাং নিত্যং ভাবয়ন্তী দিবানিশম্' হৃদয়ই হইতেছে সুখ মন্দির, হৃদয়ই গৃহ ; হৃৎপদ্মে সীতার সহিত বাস কর। যাও—দিবানিশি আমাকে হৃদয়ে ভাবনা কর।

অযোধ্যাধিপতির্ম্মেহস্তু হৃদয়ে রাঘবঃ সদা।
যদ্বামাঙ্কেস্থিতা সীতা মেঘস্যেব তড়িল্লতা॥

মেঘের কোলে যেমন বিদ্যুৎ সেইরূপ যাহার বামভাগে সীতা অবস্থিত সেইরূপ অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা আছেন।

ত্বং সর্ব্বভূত হৃদয়েষু কৃতালয়োঽপি—সকল প্রাণী হৃদয়ে তুমি বাস করিলেও—ইত্যাদি।

শীঘ্রমানয় ভদ্রস্তে রামং মম হৃদিস্থিতম্।
তমেব ধ্যায়মানোঽহং কাঙ্ক্ষমনোঽত্র সংস্থিতঃ।

যে রাম আমার হৃদয়ে বাস করেন—সেই রাম বাহিরে আসিয়া দেখা করিতে চান্ তুমি শীঘ্র তাঁহাকে আনয়ন কর। তাঁহাকেই আমি ধ্যান করি। আমি তীব্র আকাঙ্ক্ষা করি বলিয়াই তিনি এখানে আসিয়াছেন।

সদা মে সীতয়া সার্দ্ধং হৃদয়ে বস রাঘব।
গচ্ছতস্তিষ্ঠতো বাঽপি স্মৃতিস্যান্মে সদা ত্বয়ি॥

রাঘব! সীতার সহিত তুমি সর্ব্বদা আমার হৃদয়ে বাস কর; কোথাও যাই বা কোথাও স্থির থাকি তুমি যে আমার হৃদয়ে ইহা যেন আমার স্মরণ থাকে।

ময়ি সর্ব্বাত্মকে রামে হ্যনন্যবিষয়া মতিঃ।

সবার আত্মা যে আমি রাম, অন্য বিষয় মন হইতে বাহির করিয়া দিয়া আমাকেই ভাবনা কর।

হৃদি রামং সদা ধ্যাত্বা নির্ধূতাশেষকল্মষঃ। (১২৬ পৃ)

অন্তে রামেণ নিহতঃ পশ্যন্ রামমবাপ সঃ॥

রামকে হৃদয়ে সর্ব্বদা ধ্যান করিয়া সমস্ত পাপ ধৌত করিয়া অন্তিমকালে রাম কর্ত্তৃক নিহত হইয়া রামকেই সে পাইয়াছিল।

গিরিশ গিরিসুতা মনোনিবাসং—পার্ব্বতীর হৃদয়ে যিনি সর্ব্বদা বাস করেন। যতিপতি হৃদয়ে সদা বিভাতং—যোগীপতি হৃদয়ে সর্ব্বদা যাহার প্রকাশ।

যস্মিন্ ধ্যাতে প্রেমরসঃ স রোম পুলকো ভবেৎ (১৪০)

যাহাকে (হৃদয়ে) ধ্যান করিলে প্রেমরসে হৃদয় ভরিত হয় এবং শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

তদ্রূপ মেবং সততং ধ্যায়ন্নাস্তে রঘূত্তমম্॥

সর্ব্বজ্ঞ শঙ্কর পার্ব্বতীর সহিত সর্ব্বদা যে ধনুর্ব্বাণধারী শ্যামবর্ণ জটাবল্কল ভূষিত তরুণ বয়স্ক রামচন্দ্রকে লক্ষণের সহিত বনে বনে সীতার সন্ধান করিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন সেইরূপ হে রঘূত্তম! আমি সতত ধ্যান করিয়া অবস্থান করি।

রামং শ্যামতনুং স্মরারি হৃদয়ে ভান্তং ভজধ্বং বুধাঃ’

শিব হৃদয়ে প্রকটিত শ্যামতনু রামকে জ্ঞানিগণ ভজনা করেন; কারণ রামচন্দ্রকে ভক্তি করিতে পারিলে ইহা মুক্তি প্রদান করে অতএব রামচন্দ্রের চরণপদ্মযুগল সেবা করা উচিত।

"প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমৌ হৃদয়ে মাং নিধায় চ'

হৃদয়ে আমাকে রাখিয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে।

মমৈতদেবরূপং তে সদা ভাতু হৃদয়ালয়ে।

আপনার এই রূপ সর্ব্বদা আমার হৃদয়ে প্রতিভাত হউক।

মানসং শ্যামলং রূপং সীতা লক্ষ্মণ সংযুতম্।

সীতা লক্ষ্মণের সহিত তোমার এই শ্যামলরূপ যেন সর্ব্বদা স্মরণ করিতে পারি।

"প্রসীদতাং দাশরথিঃ সদা হৃদি'

দাশরথি রাম সর্ব্বদা হৃদয়ে প্রসন্ন হইয়া অবস্থান করুন।

"তস্যৈব রামস্য পদাম্বুজং সদা হৃদ্‌পদ্মমধ্যে সুনিধায় মারুতিঃ

"যস্য নাম সততং জপন্তি যেঽজ্ঞান কর্ম্মকৃত বন্ধনং ক্ষণাৎ' যাহার নাম সতত জপ যিনি করেন তিনি একক্ষণেই অজ্ঞান কর্ম্মকৃত বন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন— সেই রামের পদাম্বুজ সর্ব্বদা মারুতি হৃদ্‌পদ্ম মধ্যে ধারণ করিয়া আছেন।

রামং পরাত্মানমভাবয়ন্ জনো ভক্ত্যা হৃদিস্থং সুখরূপমদ্বয়ম্।
কথং পরং তীরমবাপ্নুয়াজ্জনো ভবাম্বুধের্দুঃখ তরঙ্গমালিনঃ॥

হৃদিস্থ আনন্দরূপ দ্বৈতবিহীন পরমাত্মা রামকে যে জন ভাবনা করে না, সেই লোক দুঃখরূপ তরঙ্গমালা বিশিষ্ট ভবসাগরের পর পারে যাইবে কিরূপে?

মদ্ভক্তনাং প্রশান্তানাং যোগিনাং বীতরাগিণাম্।
হৃদয়ে সীতয়া নিত্যং বসাম্যত্র ন সংশয়ঃ॥

যাঁহারা আমার ভক্ত, যাহারা সর্ব্বপ্রকারে বৈরাগ্য লাভে শান্ত হইয়া গিয়াছেন, যাঁহাদের চিত্ত আমার দিকে ফিরিয়া আমাতে যুক্ত হইয়াছে, যাঁহারা বিষয় ভাললাগা মন্দলাগা হইতে মুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের হৃদয়ে আমি সীতার সহিত নিত্য বাস করি, এ বিষয়ে সংশয় নাই।

তস্মাত্ত্বং সর্ব্বদা শান্তঃ সর্ব্বকল্মষবর্জ্জিতঃ।
মাং ধ্যাত্বা মোক্ষসে নিত্যং ঘোর সংসার সাগরাৎ॥

তুমি সর্ব্বপ্রকার পাপবর্জ্জিত হইয়া শান্ত হইয়া গিয়াছ—সেই জন্য তুমি নিত্য আমাকে ধ্যান করিয়া ঘোর সংসার সাগর হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

ভজস্ব ভক্তিভাবেন রামং সর্ব্বহৃদয়ালয়ম্
যদ্যপি ত্বং দুরাচারো ভক্ত্যা পূতো ভবিষ্যসি॥

সকলের হৃদয় যাহার গৃহ সেই রামকে ভক্তি ভাবে তুমি ভজনা কর। করিলে যদিও তুমি অতি দুরাচার তথাপি ভক্তিগুণে পবিত্র হইয়া যাইবে।

হৃদ্‌পদ্মকর্ণিকে স্বর্ণপীঠে মণিগণান্বিতে।
মৃদুলক্ষ্মতরে তত্র জানক্যা সহ সংস্থিতম্॥

* * * *

এবং ধ্যাত্বা সদাত্মানং রামং সর্ব্বহৃদিস্থিতম্॥

হৃদয় পদ্মের কর্ণিকাতে নানা মণিময় মৃদুস্নিগ্ধ স্বর্ণপীঠে জানকীর সহিত রামকে সর্ব্বদা ধ্যান করিবে। এই রামই সকলের আত্মা। ইনি সকলের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন।

ত্বং মায়য়া গূহ্যমানাঃ সর্ব্বেষাং হৃদিসংস্থিতম্।

সকলের হৃদয়ে থাকিয়াও তুমি মায়াদ্বারা আপনাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছ।

তন্নাম স্মরতাং নিত্যং তদ্রূপমপি মানসে।

তোমার নাম, তোমার রূপ মনে মনে যিনি সর্ব্বদা স্মরণ করেন—

অতস্তে সগুণং রূপং ধ্যাত্বাহং সর্ব্বদা হৃদি

এই জন্য তোমার সগুণ রূপ আমি নারদ—সর্ব্বদা হৃদয়ে ধ্যান করি, করিয়া মুক্ত ভাবে জগতে বিচরণ করি এবং সমস্ত দেবতার নিকটেও পূজা প্রাপ্ত হই।

রাবণো রাঘবদ্বেষাদনিশং হৃদি ভাবয়ন্।

রাবণ রামচন্দ্রকে দ্বেষভাবে দিবানিশি হৃদয়ে ভাবনা করিয়া—ইত্যাদি

তস্মান্মায়া মনোধর্ম্মং জহ্যহং মমতা ভ্রমম্।
রামভদ্রে ভগবতি মনো ধেহ্যাত্মনীশ্বরে।

মায়ার পরিণাম যে মনোধর্ম্ম রূপ অহংতা মমতা ভ্রম ইহা ত্যাগ কর। ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয় বিষয় সম্বন্ধ, মন হইতে দূর করিয়া— পুনঃ পুনঃ অগ্রাহ্য করিয়া শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রে মন ধারণ কর। মনের দুই ধর্ম্ম। প্রবৃত্তি মার্গে মনকে ছাড়িয়া দাও—তুমি নিরন্তর শোক মোহে পড়িবে আর নিবৃত্তি মার্গে মনকে লইয়া চল—তখন মন ঈশ্বর বা আত্মার দিকে ফিরিল বলিয়া ঈশ্বরেই ডুবিয়া থাকিবে—রামকেই সর্ব্বদা লইয়া থাকিবে।

যদি বল বাহ্যেন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ ত্যাগ করিবে কিরূপে? বলিতেছেন "তত্র দোষান্ দর্শয়িত্বা রামানন্দে নিয়োজয়" বিষয় সুখ নিতান্ত ক্ষণিক—বিষয় সমস্ত দোষের আকর, মনকে বিষয় ভোগের দোষ দেখাইয়া ইহাকে রামানন্দে নিয়োগ কর।

অতোত্তিষ্ঠ হৃদা রামং ভাবয়ন্ ভক্তি ভাবিতম্।

অতএব ভক্তিভাবে রামকে হৃদয়ে ভাবনা করিয়া করিয়া প্রারব্ধ ক্ষয়ের জন্য যে যে কার্য্য আছ তাহাই করিয়া যাও। ভূত ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া বর্ত্তমানকেই ভাবনা কর, রামকে হৃদয়ে ভাবিয়া যথা ন্যায়ে বিহার কর— সংসার দোষে আর লিপ্ত হইও না।

জ্ঞানিভিস্তহৃদি ভাব্যম্, সত্তামাত্রং সর্ব্বহৃদিস্থং দৃশিরূপম্।

জ্ঞানিগণ তোমাকে হৃদয়ের অন্তরে ভাবনা করেন, তুমি সত্তামাত্র, সকলের হৃদয়ে তুমি জ্ঞানরূপে আছ।

রাম ত্বং সর্ব্বান্তরস্থমভিতো জানাসি বিজ্ঞানদৃক্
সাক্ষী সর্ব্বহৃদিস্থিতো হি পরমো নিত্যোদিতো নির্ম্মলঃ।

রাম তুমি সকলের অন্তরে থাকিয়া সমস্তই জান। তুমি সাক্ষী সাক্ষাৎ দ্রষ্টা ইত্যাদি। ইহাঁকে কেহ দেখিতে পায় না "দ্রষ্টুং ন শক্যতে কৈশ্চি- দ্দেবদানবপন্নগৈঃ। যস্য প্রসাদং কুরুতে স চৈনং দ্রষ্টুমর্হতি।" দেব দানব সর্পাদি ইহাঁকে দেখিতে সমর্থ নহে। যাঁহার উপরে ইনি প্রসন্ন হন (আজ্ঞা পালন দ্বারা) সেই দেখিবার যোগ্য হয়।

"সর্ব্বেষু প্রাণিজাতেষু হ্যহমাত্মা ব্যবস্থিতঃ"
সমস্ত প্রাণীতে আমি আত্মা হইয়া আছি।

"রামঃ সদা হৃদি ধ্যাত্বা ছিত্বা সংসার বন্ধনম্"

সর্ব্বদা রামকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া সংসার বন্ধন ছেদন করিয়া পরমাগতি প্রাপ্ত হইলেন।

অধ্যাত্ম রামায়ণ—এই একখানি শাস্ত্রে যতবার ভগবান হৃদয়ে আছেন বলা হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিতে চেষ্টা করা হইল। তথাপি সমস্ত স্থান উল্লেখ করা হইল বলা যায় না। এইরূপ কত শাস্ত্র আছে। ইহা দেখিয়াও যদি শাস্ত্র বিশ্বাসী মানুষ সর্ব্বহৃদিস্থ ভগবানে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারেন তবে তাঁর আর অন্য উপায় নাই।

তথাপি প্রশ্ন উঠিতে পারে ভগবান যে হৃদয়ে আছেন ইহা কি কেহ দেখিয়াছেন বা দেখাইয়াছেন? দেখিয়াছেন শত শত ভক্ত। এখনও দেখিতে পান শত শত ভাগ্যবান। আর বুক চিরিয়া দেখাইয়াছেন আর একজন রামভক্ত।

বিদার্য্য বক্ষস্থলমঞ্জনীসুতঃ প্রদর্শয়ামাস চ রামমদ্বয়ম্।
হৃদম্বুজে সংস্থিতমব্জলোচনং যগীস্থতারাধিত পাদ পঙ্কজম্॥
মারুতেবৈর্ব্বভবং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে সন্তোষমাগতাঃ।
রামেনালিঙ্গিতঃ শ্রীমান্ হনুমানঞ্জনী সুতঃ॥

অঞ্জনানন্দন বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া অদ্বয় রামচন্দ্রকে দেখাইলেন—দেখাইলেন হৃদ্পদ্মে কমললোচন রাম এবং সীতা তাঁহার পাদপদ্ম আরাধনা করিতেছেন। মারুতির ঐশ্বর্য্য দেখিয়া সকলে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন এবং অঞ্জনীসুত শ্রীহনুমান রাম কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইলেন।

বিশ্বাসে এই হৃদিস্থিত শ্রীভগবানকে বা ভগবতীকে যিনি সর্ব্বদা স্মরণ করিতে পারেন, সমস্ত ভাবনা ইহাঁকে সর্ব্বদা জানাইবার অভ্যাস করেন, সমস্ত বাক্য ইহাকে জানাইয়া ব্যবহার করিতে ভুলেন না, কোন কার্য্য ইহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া করেন না এইরূপ সাধক দর্শনোৎকণ্ঠাস্ফুটিত চিত্তে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিলে নিশ্চয়ই দর্শন পান।

বাল্মীকি রামায়ণের চিত্র।

(১)

ভক্তের প্রার্থনা ও ভগবান।

ভক্ত—রাজন্! আপনাতে যেন সর্ব্বদা আমার প্রেম থাকে। বীর! আপনাতে আমার ভক্তিও যেন অচলা হয়, আমার মনও যেন অপর কিছুতেই আসক্ত না হয়। বীর! পৃথিবীতে যত কাল রাম কথা প্রচলিত থাকিবে, ততকাল যেন আমার দেহে প্রাণ থাকে, ইহার যেন অন্যথা না হয়। হে রঘুনন্দন! হে নরশ্রেষ্ঠ! অপ্সরাগণ যেন সর্ব্বদা আমাকে আপনার এই রাম চরিত কথা শ্রবণ করায়। বীর! বায়ু যেমন মেঘশ্রেণী বিদূরিত করে, আমিও তেমনি আপনার চরিতামৃত শ্রবণ করিয়া উৎকণ্ঠা বিদূরিত করিব।

ভগবান্ সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া স্নেহভরে ভক্তকে আলিঙ্গন করিলেন এবং কহিলেন বৎস! যাহা বলিলে, নিঃসন্দেহে তাহাই হইবে। ত্রিভুবনে যতকাল আমার এই চরিত কথা প্রচলিত থাকিবে, ততকাল তোমার যশঃ থাকিবে এবং তোমার প্রাণও ততকাল দেহে অবস্থান করিবে। যতদিন লোক থাকিবে আমার কথাও ততদিন থাকিবে। ভক্ত! তুমি আমার যে সমস্ত উপকার করিয়াছ, তাহার এক একটির জন্য প্রাণদান করিয়াও আমি ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারি না কিন্তু তোমার অন্ত্য উপকারের জন্য আমাকে চিরকাল ঋণী থাকিতে হইবে অথবা তোমার উপকার আমাতে জীর্ণই হউক, কারণ লোক আপৎ কালে প্রত্যুপকারের পাত্র হইয়া থাকে।

(২)

ভরত ও রাম

পুণ্যময় পুষ্পক রথ অন্তর্দ্ধান করিলে ভরত রঘুনন্দন রামচন্দ্রকে কৃতাঞ্জলি পুটে নিবেদন করিলেন—বীর! দেবরূপী আপনার রাজত্ব সময়ে আমরা কতবার অমনুষ্য, প্রাণী এবং পদার্থ সকলকেও মনুষ্যবৎ বাক্য প্রয়োগ করিতে দেখিলাম। যে কয়মাস হইল, আপনি রাজা হইয়াছেন, তাহার মধ্যে প্রজা-দিগের কোন রোগই হয় নাই। অতি প্রাচীন প্রাণীদিগেরও মৃত্যু হয় নাই। স্ত্রীগণ নির্ব্বিঘ্নে প্রসব করিতেছে, মনুষ্যগণ সকলেই হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছে।

রাজন্! জনপদবর্গের সন্তোষও অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইন্দ্রদেব উপযুক্ত সময়ে অমৃতময় বারি বর্ষণ করিতেছেন। বায়ুও সর্ব্বদা সুখস্পর্শ সুখজনক, ও স্বাস্থ্যবর্দ্ধনরূপে প্রবাহিত হইতেছে।

হে নরেশ্বর! পুরবাসী ও জনপদবাসী সকলেই বলিতেছে যে আমাদের চিরকাল যেন এইরূপ হয়।

ভরতের মুখনিঃসৃত এই সমস্ত সুমিষ্ট বাক্য শ্রবণ করতঃ রাজশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

(৩)

লক্ষ্মণের প্রতি রাম

কিং করিষ্যামি রাজ্যেন সাপবাদেন লক্ষ্মণ ॥৩
যদ্ দ্রব্যং বান্ধবানাং বা মিত্রাণাং বা ক্ষয়ে ভবেৎ।
নাহং তৎ প্রতিগৃহ্নীয়াং ভক্ষ্যান্ বিষকৃতানিব ॥৪॥
ধর্ম্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ পৃথিবীঞ্চ লক্ষ্মণ।
ইচ্ছামি ভবতামর্থে এতৎ প্রতিশৃণোমি তে ॥৫
ভ্রাতৃণাং সংগ্রহার্থঞ্চ সুখার্থঞ্চাপি লক্ষ্মণ।
রাজ্যমপ্যহমিচ্ছাপি সত্যেনায়ুধমালভে ॥৬
নেয়ং মম মহী সৌম্য দুর্ল্লভা সাগরাম্বরা।
নহীচ্ছেয়মধর্ম্মেণ শক্রত্বমপি লক্ষ্মণ ॥৭
যদ্বিনাভরতং ত্বাঞ্চ শত্রুঘ্নঞ্চাপি মানদ।
ভবেন্মম সুখং কিঞ্চিদ্ভস্ম কুরুতাং শিখী ॥৮

পিতা ভরতকে রাজ্য দিলেন, লোক অপবাদ দিবে, রাম সেই রাজ্য গ্রহণ করিলেন, এই অপবাদের সহিত রাজ্য লইয়া কি করিব? আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবকে বিনাশ করিয়া যে দ্রব্য লাভ করা যায়, বিষ মিশ্রিত অন্নের ন্যায় আমি তাহা কখনও প্রতিগ্রহ করিব না। লক্ষ্মণ! আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি ধর্ম্মবল, অর্থবল, কামবল এমন কি পৃথিবী পর্য্যন্ত আমি তোমাদের জন্যই অভিলাষ করি। লক্ষ্মণ! আমি আয়ুধ স্পর্শ করিয়া সত্যই বলিতেছি ভ্রাতৃগণের পালন এবং তাহাদের সুখ বর্দ্ধনের জন্যই আমি রাজ্য ইচ্ছা করি।

সৌম্য লক্ষণ! এই সাগরাম্বরা বসুন্ধরাও আমার পক্ষে দুর্লভ নহে কিন্তু অধর্ম্ম করিয়া ইন্দ্রত্বলাভেও আমি ইচ্ছা করি না। মানদ! ভরতকে, তোমাকে এবং শত্রুঘ্নকে উপেক্ষা করিয়া আমার যদি সুখ লাভে ইচ্ছা হয় অগ্নিদেব যেন তাহা তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ করেন।

(৪)

ভৃত্যের সম্মান।

তুমি আমার জন্য যাহা করিয়াছ তাহা লোকে মনে মনেও সম্পন্ন করিতে সমর্থ নহে। সে পুরীতে যাইতে সামর্থ্য আছে কার? সকলের অগম্য সেই পুরীতে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণ লইয়াই বা কে ফিরিয়া আসিতে পারে?

ভৃত্যের মধ্যে সেই ভৃত্যই শ্রেষ্ঠ যে ভর্ত্তার নিয়োগে নিযুক্ত হইয়া অনুরাগের সহিত দুষ্কর কার্য্য সাধন করে।

যে ভর্তৃনির্দ্দেশে অবস্থিত থাকিয়া ক্ষমতা থাকিতেও অবান্তর প্রিয়কার্য্য সাধন করেনা সে মধ্যম।

আর শক্তি থাকা সত্ত্বেও যে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সমুল্লঙ্ঘন করে সে অধম।

তুমি তোমার কার্য্যে আমাদের সকলকে রক্ষা করিয়াছ। আমার অবস্থা এখন তেমন নহে যাহাতে আমি তোমার কার্য্যের জন্য তোমাকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করি, এই জন্য আমি অতিশয় দুঃখিত হইতেছি। কিন্তু যাহা আমার যথাসর্ব্বস্ব সেই আলিঙ্গন তুমি গ্রহণ কর।

প্রভুর আদর আলিঙ্গন ভৃত্যের সর্ব্বাঙ্গে যে আনন্দ মাখা হইয়া গেল, পাছে সে আনন্দ যায় সেই জন্য ভৃত্য শেষ অবস্থায় দেহ ছাড়িয়া শ্রেষ্ঠ লোকেও যাইতে অস্বীকার করিয়াছিল।

(৫)

অবসন্নতা জয় কর।

সখে! সেই দুর্গম স্থানে আমার বাহিনী যাইবে কিরূপে ইহা চিন্তা করিয়া আমার অন্তঃকরণ উদাস হইতেছে। সখাকে শোকাতুর দেখিয়া শোক নিবারণের জন্য সখা বলিতে লাগিলেন।

বীর! প্রাকৃত জনের ন্যায় তুমি শোকে অধীর হইতেছ কেন? কৃতঘ্ন ব্যক্তি যেরূপ বন্ধুত্বকে বিসর্জ্জন দেয় তাহার ন্যায় তুমি অকিঞ্চিৎকর শোকভার পরিত্যাগ কর।

যখন অনুসন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং চোরের পুরী দর্শন ঘটিয়াছে তখন শোকের প্রয়োজন কি? তুমি বুদ্ধিমান্, তুমি শাস্ত্রবেত্তা তোমার বুদ্ধি ভ্রংশ হওয়া সম্ভব নহে, তুমি চিত্ত চাঞ্চল্য ত্যাগ কর। আপাততঃ অসম্ভব হইলেও আমি এই অসম্ভব কার্য্যকে সম্ভব করিবই। হে বীরচূড়ামণি! যে ব্যক্তি শোকাতুর হইয়া উৎসাহ শূন্য ও নিরুদ্যম হয় তাহার কার্য্য ধ্বংস ঘটে এবং সে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া বিপদের ক্রোড়ে শয়ন করে।

তোমার এই বাহিনীর সহর্ষ ভাব দেখ—ইহারা তোমার হিতের জন্য অগ্নি প্রবেশেও সঙ্কুচিত নহে। ইহারা নিশ্চয়ই কার্য্যোদ্ধার করিবে। এক্ষণে তুমি জয়শ্রী লাভের জন্ম উপায় অবলম্বন কর। তোমার অনুচরগণের উৎসাহ দেখিয়া আমার মনে হইতেছে আমরা অসিদ্ধকাম হইব না। এক্ষণে আমার অনুরোধ তুমি সর্ব্ববিনাশিনী অবসন্নতাকে পরিহার কর, আমি জানি অবসন্নতাই পুরুষের বল বীর্য্য ক্ষয় করে। ধনবান্ পুরুষদিগের পক্ষে পুরুষকারই প্রকৃত অলঙ্কার, অতএব এ সময়ে তুমি আত্ম পৌরুষ প্রদর্শন কর।

জানিও প্রিয় বস্তু নষ্ট বা অনুদ্দিষ্ট হইলেও শোক তাপ প্রকাশ বীরের পক্ষে কেবল কার্য্য বিনাশের হেতু মাত্র। তুমি বুদ্ধিমানের শিরোমণি এবং সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। এক্ষণে আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া তুমি শত্রুপক্ষের গর্ব্বসংহার কর। তোমার কাছে দাঁড়াইতে সাধ্য আছে কার? তুমি ক্রোধ আশ্রয় কর, শোকাচ্ছন্ন হইবার প্রয়োজন নাই। জানিও শান্ত স্বভাব ক্ষত্রিয় প্রায়ই নিরুৎসাহ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। আমরা কৃতকার্য্য হইব—সকলের মনের হর্ষ চিহ্ন অবলোকন কর।

—

পুরাণ প্রসঙ্গ।

পুরাণ যে বেদেরই ব্যাখ্যাবিশেষ, ইহা রামায়ণ সাহায্যে পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। সেই জন্যই "রামায়ণং বেদ সমম্" বলা হইয়াছে! ঐ কথাই আজ অন্যভাবে বুঝিব।

বাল্মীকি রামায়ণে সীতার জন্ম বৃত্তান্ত এইরূপ—"অমিতপ্রভ বৃহস্পতি-পুত্র ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজ সতত বেদ অভ্যাস করিতেন, তাঁহার সেই বেদ অভ্যাসের ফল-স্বরূপা এক "বাঙ্ময়ী" কন্যা আবির্ভূত হয়েন, এই কন্যা বাঙ্ময়ী অর্থাৎ "বেদমূর্ত্তি" বলিয়া ঋষি ইহার নাম রাখেন "বেদবতী"। রাক্ষসরাজ রাবণ হিমালয় অরণ্যে ইহাকে দর্শন করেন।

"হিমবদ্‌বনমাসাদ্য পরিচক্রামঃ রাবণঃ
তত্রাপশ্যৎ স বৈ কন্যাং কৃষ্ণাজিনজটাধরাম্।
আর্ষেণ বিধিনা যুক্তাং, দীপ্যন্তীং দেবতামিব !।"

বেদমূর্ত্তি মাতা আজ বেদদ্রষ্টা ব্রহ্মর্ষির মেয়ে সাজিয়া তপস্যানিরতা। যিনি স্বয়ং বেদমূর্ত্তি তিনিই আজ তপস্বিনী! তাই কৃষ্ণবর্ণ মৃগচর্ম্ম পরিধান করতঃ দেবতা দীপ্তিময়ী! কামাত্মা রাক্ষসের চক্ষে এ দীপ্তি ভাতিল না! তাই রাবণ হস্তের অগ্রভাগদ্বারা বেদবতীর কেশ স্পর্শ করিল—

"মূর্দ্ধজেষু চ তাং কন্যাং করাগ্রেণ তদাস্পৃশৎ।
বাল্মীকি রামায়ণ উত্তরকাণ্ড। ১৭। ২৭।

মাতা পুত্রের এই ব্যবহার সহ্য করিলেন না, ক্রোধে অনলময়ী হইয়া অনলে প্রবেশ করিলেন "প্রবিষ্টা * * * সা জ্বলিতং জাতবেদসম্"। মা অগ্নিপ্রবেশের পূর্ব্বে পুত্রকে বলিয়া গেলেন—"যে হেতু পাপ মনে

তুমি আমাকে অপমান করিলে, সেই হেতু তোমার বধের জন্য পুনরায় আমি আবির্ভূত হইব।" *

যস্মাত্তু ধর্ষিতা চাহং ত্বয়া পাপাত্মনা বনে।
তস্মাত্তব বধার্থং হি সমুৎপৎ স্যাম্যহং পুনঃ॥'
বাল্মীকি রামায়ণ—উত্তরকাণ্ড। ৩১।

তাই মহর্ষি বাল্মীকির সিদ্ধান্ত এই যে-"সেই বাঙ্ময়ী বেদমূর্ত্তি বেদবতীই জনকদুহিতা সীতারূপে বেদিমধ্যস্থ অগ্নিশিখার ন্যায় হলমুখদ্বারা কর্ষিত হইয়া জনকযজ্ঞভূমি হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন, এবং পর পর কল্পেও হইবেন।

"সৈষা জনক রাজস্য প্রসূতা তনয়া প্রভো!

* * * * * * *

* * * * * * *

এব মেষা মহাভাগা মর্ত্তোষূৎপৎস্যতে পুনঃ।
ক্ষেত্রে হলমুখোৎকৃষ্টে বেদ্যামগ্নিশিখোপমা।"
বাল্মীকি রামায়ণ। উত্তরকাণ্ড। ১৭।৩৫—৩৭।

---

* রাবণকর্ত্তৃক সীতাহরণ আকস্মিক ঘটনা নহে। রাবণ জানিতেন মাতা ঐ ভাবেই তাঁহার গৃহে আসিবেন এবং ধ্বংস লীলার মধ্য দিয়া তাঁহাকে ধন্য করিবেন, তাই ঋষিও বলিয়াছেন—"রাবণ সীতাকে লঙ্কায় আনিয়া সযত্নে মাতার ন্যায় রক্ষা করিয়াছিলেন—"লঙ্কামানীয় যত্নেন মাতেব পরিরক্ষিতা (উত্তরকাণ্ড। ৫৬ সর্গ। ৫৪। শ্লোক) মাতা ক্রুদ্ধা হইলেও স্নেহময়ী মাতাই থাকেন, আর কিছু হয়েন না, হইতে পারেন না, তাই সহস্রভুজা দনুজ-দলনী মাতৃমূর্ত্তিতে দেবতারা চিত্তে কৃপা সমর নিষ্ঠুরতা উভয়ই দেখিয়াছিলেন। তাই রাবণ কাহারও অনুরোধে অপহৃতা সীতা পরিত্যাগ করেন নাই। বঙ্গ কবি ভালই গাহিয়াছেন—"অসিতারূপে অসিধর, দনুজকুল নাশকর, সীতারূপে এসেছ ধরায় রাবণকুল নাশিতে"। এই ক্রোধময়ী দয়াময়ী অসিতারূপা সীতাকে পাঠক রামায়ণে অশোক বনে দর্শন পাইবেন। রাবণকর্ত্তৃক সীতাহরণে এই বিষয়গুলি ভাবনীয়।

এখন আমাদের বুঝিবার মূল বিষয় এই যে—যিনি সীতা, তিনিই ব্রহ্মর্ষি-কুশধ্বজের বেদাভ্যাস সাধন ফলরূপা বাঙ্ময়ী বেদমূর্ত্তি বেদবতী। ঋষির সাধন ফলে বাগদেবতা আজ দুলালী দুহিতা সাজিয়াছেন। ব্রহ্মরূপা বিশ্বজননীর এই মেয়ে সাজিবার সাধ ঋগ্বেদীয় দেবী সূক্তে সুব্যক্ত, উক্ত সূক্তে তিনি অম্ভৃণ ঋষির কন্যা; এখানেও মাতা বাঙ্ময়ী বলিয়া "বাক্"—এই সার্থক নামে পরিচিতা। এখানে একথা ভুলিলে চলিবে না যে যিনি ব্রাহ্মণ ধ্যানে"সায়াহ্নে সরস্বতী,তিনিই ঋগ্‌বেদে অম্ভৃণ ঋষিকন্যা "বাক্"; তিনিই সত্যযুগে ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজের বাঙ্ময়ী কন্যা বেদবতী, আবার তিনিই ত্রেতাযুগে "রাবণস্ত বধার্থায় দেবস্যানুগ্রহায়চ" রাবণবধের জন্য এবং দেবগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য "মাতা সীতা।" ইনি দেবীসূক্ত মন্ত্রে আত্ম পরিচয় দিতেছেন—"অহং রাষ্ট্রী—আমি পরমেশ্বরী ব্রহ্মরূপা, আমি ব্রহ্মরূপা, অথচ এই ব্রহ্মবস্তুকে আমিই উপদেশ করিতেছি—"অহমেব স্বয়মিদং বদামি। আমি ব্রহ্মবস্তুকে উপদেশ করিতেছি বলিয়া আমার পিতা অম্ভৃণ ঋষি আমার নাম রাখিয়াছেন "বাক্," উপনিষৎ আমার নাম রাখিয়াছেন "ব্রহ্মবিদ্যা"—অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" (অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপ-নিষৎ ।১।৫।) যে বিদ্যাবলে ব্রহ্ম অধিগত হয়েন তাহার নাম পরাবিদ্যা"ব্রহ্মবিদ্যা," সেইজন্য ব্রাহ্মণগণও আমাকে গায়ত্রী উপাসনায় "ব্রহ্মবাদিনি"! বলিয়া ডাকিয়া "ব্রহ্ম যোনি"—বলিয়া নমস্কার করিতেছেন। আমার পিতা অম্ভৃণ ঋষি আমার "বাক্"এই নাম রাখিয়াছেন ইহার আরও কারণ এই যে "আমিই ব্রহ্মাকে সৃষ্টি কর্ত্তা করিয়াছি, "ঋষি" (মন্ত্রদ্রষ্টা) করিয়াছি, উত্তম মেধাবী করিয়াছি—"অহমেব......তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাং কৃণোমি"। তিনি আমাকে "বাগ্‌রূপে" (ভূরাদিমন্ত্ররূপে) সৃষ্টির প্রারম্ভে দেখিয়াছিলেন,এই জন্য আমার নাম বাক্ এবং ব্রহ্মার নাম ভূরাদি ব্যাহৃতি মন্ত্রদ্রষ্টা "প্রজাপতি ঋষি," আমি প্রত্যেক কল্পে ব্রহ্মার মেধায় মন্ত্রবাগ-রূপে আবির্ভূতা হই বলিয়া আমার নাম "বাক্" এবং ব্রহ্মাও প্রত্যেক কল্পে আমাকে পূর্ব্ব পূর্ব্বকল্পানুরূপে স্মরণ করিতে পারেন বলিয়া তিমি উত্তম "মেধাবী" এবং তিনি এই সমগ্রবিশ্বকে "ভূ" ইত্যাদি নাম করতঃ সৃষ্টি করিতেছেন এই জন্য "ব্রহ্মা"অর্থাৎ "সৃষ্টিকর্ত্তা," তাই আমি নিজমুখেই নিজের পরিচয় দিতেছি—"অহমেব......কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্"।

এই বেদপ্রভাতে ব্রহ্মরূপা মাতা বাগ্‌দেবতা অম্ভৃণ ঋষিদুহিতারূপে আবির্ভূতা হইয়া যেমন স্বমুখে আত্ম পরিচয় দিতেছেন, তেমনি মা আমার

সত্যযুগে ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজের বাঙ্ময়ী দুহিতা বেদবতী সাজিয়া স্বমুখেই আত্মপরিচয় দিতেছেন—

কুশধ্বজো নাম পিতা ব্রহ্মর্ষিরমিতপ্রভঃ।
বৃহস্পতি সুতঃ শ্রীমান্ বুদ্ধ্যা তুল্যো বৃহস্পতিঃ॥
তস্যাহং কুর্ব্বতো নিত্যং বেদাভ্যাসং মহাত্মনঃ।
সম্ভূতা বাঙ্ময়ী কন্যা নাম্না বেদবতী স্মৃতা॥"

(বাল্মীকি রামায়ণ উত্তরকাণ্ড। ১৭ সর্গ ৮।৯ শ্লোকং) ঋগবেদীয় দেবীসূক্তমন্ত্রে মাতা যেমন "ব্রহ্ম বিদুষী," এখানেও মাতা তেমনি হিমালয় অরণ্যে কৃষ্ণাজিন জটাধরা, সেখানেও তিনি তপস্বিনী এখানেও তিনি তপস্বিনী, সেখানেও মা আমার কুমারী কন্যা, এখানে ও তিনি কুমারী কন্যা। সেখানে মাতা যেমন "বাগ্"-নামে পরিচিতা, এখানেও তেমনি "বাঙময়ী" বেদবতী নামে প্রসিদ্ধা আবার ইনিই ত্রেতাযুগে জনকযজ্ঞভূমি হইতে হলমুখ দ্বারা উত্থিতা বলিয়া "সীতা" নামে বিখ্যাতা, তাই জনক পিতা স্বদুহিতার "সীতা" নামের কারণ বলিতেছেন।

অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুত্থিতা ততঃ
ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধা নাম্না সীতেতি বিশ্রুতা।
ভূতলাদুত্থিতা ·····কন্যা স্থাপিতেয়মযোনিজা।"
বাল্মীকি রামায়ণ আদিকাণ্ড—৬৬ সর্গ।১৩।১৪।১৫।

রাজর্ষিজনক মহামুনি বিশ্বামিত্রের নিকটে স্বদুহিতার পরিচয় দিতেছেন— "একদা আমি ক্ষেত্রকর্ষণ করিতেছিলাম, সেই সময়ে আমার লাঙ্গল পদ্ধতি হইতে একটি কন্যা উত্থিতা হয়, ক্ষেত্রকর্ষণকালে "সীতা" ("সীতা লাঙ্গল পদ্ধতি") হইতে এই কন্যা পাইয়াছি বলিয়া মেয়ে আমার "সীতা" নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছে। হে মুনে! ভূধাত্রী পৃথিবীর তল হইতে উত্থিতা এই অযোনিজা দুহিতাকে আমি স্বগৃহে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছি।" রাজর্ষি জনক সূর্য্যশিষ্য নিখিল বেদদ্রষ্টা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকটে সমগ্র বেদ পারায়ণ করিয়াছিলেন।*

* "যাজ্ঞবল্ক্যো মুনির্যস্মৈ ব্রহ্ম পারায়ণং জগৌ"।

মহাকবিভবভূতি কৃত উত্তর রামচরিত নাটক। ৪র্থ অঙ্কে অরুন্ধতীবাক্য শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শত পথ ব্রাহ্মণান্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়ের

সুতরাং এই ব্রহ্মবিৎপুরুষের গৃহে মাতা ব্রহ্মবিদ্যা অযোনিজা দুহিতা সাজিয়া আরাধ্যা দেবীরূপেই স্থাপিতা হইয়াছিলেন। মা আমার কোন সময়ে মেয়ে সাজেন (প্রাতঃকালে কুমারী গায়ত্রী), আবার কোন সময়ে মাতা হয়েন (মধ্যাহ্নে "সাবিত্রী" প্রসবকর্ত্রী জননী), আবার কোন সময়ে বৃদ্ধারূপে সন্তান বুকে সুখে বাস করেন (সায়াহ্নে "সরস্বতী")। তাই ব্রহ্মবিদ্যার উপাসক রাজর্ষি জনক ব্রহ্মবিদ্যাসিদ্ধ বিশ্বামিত্রের নিকটে ব্রহ্মবিদ্যারই পরিচয় দিতেছেন— "ইয়মযোনিজা আমার মেয়ে নিত্যরূপা, অর্থাৎ ইনি "নিত্যানিত্য স্বরূপা চ ব্রহ্মবিদ্যা" (মাধ্যন্দিনশাখায় সাবিত্রী স্তবের অংশ) ইনি ত্রিমূর্ত্তি হইলেও কন্যা কুমারীরূপেই আমি ইহাকে দর্শন করি, তাই মা দয়াময়ী আজ "মমাত্মজা" আমার দয়িতা দুহিতা হইয়া আসিয়াছেন, আমিও মাকে কন্যারূপেই গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি "কন্যা স্থাপিতেয়মযোনিজা"। ইনি লীলায় আমার কন্যা বটে, কিন্তু ইনি যে অযোনিজা "নিত্যা নিত্যস্বরূপা ব্রহ্মবিদ্যা" তাহা আমি জানি, তাই "রামব্রহ্ম" স্বীয় শক্তি সংগ্রহের জন্য তোমার সঙ্গে আমার গৃহে যজ্ঞের দর্শক সাজিয়া উপস্থিত হইয়াছেন"। ইহাই রাজর্ষি জনক বাক্যের তাৎপর্য্য।

অভিজ্ঞ পাঠক লক্ষ্য করিবেন মাতা বেদপ্রভাতে, সত্যযুগে, এবং ত্রেতাযুগে এই তিন সময়েই ব্রহ্মবিদ্যার উপাসক ব্রহ্মবিৎ পুরুষের গৃহে দয়িতা দুহিতা মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা। তাই বেদনিরুক্তকার মহর্ষি যাস্ক দেবীসূক্ত মন্ত্রসমূহকে —"বাগাম্ভৃণীয়" বলিয়াছেন, "বাক্" এবং 'অম্ভৃণ বিষয়ক যে মন্ত্রসমূহ।

১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ব্রাহ্মণে জনক যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে রাজর্ষি জনকের প্রতি ব্রহ্মবিদ্ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের "ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক উপদেশ" দ্রষ্টব্য। এখানে ব্রহ্মবিদ্যাঃ উপদেষ্টা গুরু যাজ্ঞবল্ক্য শিষ্য জনককে "মেধাবী রাজা" বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। এই উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে ঋষিগণের যে ব্রহ্মবিচার দৃষ্ট হয়, তাহার মূলও রাজর্ষি জনক তাঁহারই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ফলে তাদৃশ ব্রহ্মবিচার সভা আহূত হইয়াছিল। রাজর্ষি জনক এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতঃ কুরুপাঞ্চাল দেশের তাৎকালিক সমগ্র ব্রহ্মবিৎ ঋষিগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। এই ব্রহ্মবিচার সভায় রাজর্ষি জনক অন্যতম প্রধান শ্রোতা, সেই সভায় তাঁহারই হোতা "আশ্বল" ঋষি প্রথম প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাই মাতা ব্রহ্মবিদ্যা ব্রহ্মরূপা হইলেও সীতামূর্ত্তিতে কন্যা সাজিয়া ঈদৃশ পুরুষ গৃহে আসিয়াছিলেন। পাঠক "দেবী সূক্ত" এবং রামায়ণের "সীতাজন্ম" ভাবনা করিবেন।

তাহাকেই মহর্ষি যাস্ক পূর্ব্ব কথিত "বাগাম্ভৃণীয় শব্দ দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহা বলা বাহুল্য যে "বাক্" এবং অম্ভৃণ এই শব্দদ্বয় সহযোগে তদ্ধিত প্রত্যয় দ্বারা ঋষি তাদৃশ পদ সিদ্ধ করিয়াছেন। পিতার নাম অম্ভৃণ ঋষি, কন্যার নাম "বাক্"। ভক্তগণের শুভাদৃষ্ট বশতঃ জগৎস্বরূপা ব্রহ্মরূপা মাতা ব্রহ্মবিদের গৃহে "বাগ্‌নাম্নী" দুহিতা মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়া স্বমুখে যে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন, তাহাই ঋগ্‌বেদে "দেবীসূক্ত" নামে প্রসিদ্ধ। এইজন্যই বেদনিরুক্ত গ্রন্থের ভাষ্যকার লিখিয়াছেন যে বাগাম্ভৃণীয় মন্ত্রে "বাক্" নিজেই বলিতেছেন যে "আমিই বসু দেবতা রুদ্রাদেবতা আদিত্য দেবতা বিশ্বদেব দেবতা সহভূতা হইয়া বিচরণ করিতেছি, ইহা মাতা বাগ্‌দেবতার আত্মস্তুতি। বাগাম্ভৃণীয়ে বাগেব ব্রবীতি অহমেব রুদ্রেভির্বসুভি রাদিত্যৈর্বিশ্বৈর্দেবৈর্বিশ্বৈশ্চ দেবৈঃ সহভূতা চরামি স্তুতি রূপেণ। (নিরুক্তভাষ্যে দৈবতকাণ্ডে আধ্যাত্মিক মন্ত্র ব্যাখ্যা প্রকরণে দেবীসূক্ত মন্ত্র ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। জগতের মাতা আজ মেয়ে সাজিয়া বলিতেছেন "আমিই সমস্ত দেবতাগণের মূলশক্তি"। আহা! তাই ত দেবতাগণ আমার মাকে "নিঃশেষ দেবগণ শক্তি সমূহ মূর্ত্তি" বলিয়াই ডাকিয়াছেন, এবং বেদদ্রষ্টা স্বয়ং ব্রহ্মাও ঐ স্বীয় পুরুষ আলিঙ্গিতা নিদ্রারূপিণী বিশ্বব্যাপক বিষ্ণু-মায়া মাতাকে, সদসৎ নিখিল বস্তু শক্তিরূপেই দর্শন করিয়াছেন —"সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বম্ কিং স্তূয়সে তদা"। আবার শম্ভুনিশম্ভু দৈত্যতাপিত দেবগতাগণও "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা" "নমস্তস্যৈ"—বলিয়া এই অম্ভৃণ ঋষির দয়িত দুহিতাকেই প্রণাম করিতেছেন। বঙ্গভাষার ভক্ত কবিও এই তত্ত্বই আমার জগৎ স্বরূপা মায়ের আর এক মাতার মুখে আক্ষেপের উক্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন—

"শুনি আমার মেয়ের মায়ায় জগৎ সংসার,
(কিন্তু) মায়ের প্রতি মায়া নাই মহামায়ার,
বল দেখি গিরি! একি ব্যবহার!
বুঝি পিতৃদোষে মেয়ে পাষাণী হলো।"

৺দাশরথি রায়ের আগমনী পাঁচালী সঙ্গীত।

এই মহামায়াই যে মেয়ে হইয়াছিলেন তাহা মহর্ষি যাস্ক এবং সায়ণাচার্য্য উভয়েই বলিয়াছেন। বেদনিরুক্তকার মহর্ষি যাস্ক "বাগাম্ভৃণীয়" শব্দ দ্বারা যে তত্ত্ব সূচিত করিয়াছেন বেদভাষ্যকার পূজ্যপাদ সায়ণাচার্য্য, ঋগ্বেদীয় দেবীসূক্ত মন্ত্র ভাষ্য ব্যাখ্যার প্রারম্ভে তাহা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন—

"অম্ভৃণস্য মহর্ষেদুর্হিতা "বাঙ্" নাম্নী ব্রহ্মবিদুষী
স্বাত্মান মস্তৌৎ। অতঃ ঋষিঃ। সচ্চিৎ সুখাত্মকঃ
সর্ব্বগতঃ পরমাত্মা দেবতা। তেন হ্যেষা
তাদাত্ম্য মনুভবন্তী সর্ব্বজগদ্রূপেণ সর্ব্বস্য
অধিষ্ঠানত্বেন চ অহমেব সর্ব্বং ভবামীতি স্বাত্মানং স্তৌতি"।

ঋগ্বেদীয় দেবীসূক্ত মন্ত্র ভাষ্য ভূমিকা

বেদভাষ্যকার বলিতেছেন যে—"অম্ভৃণ মহর্ষির বাগ্-নাম্নী দুহিতা ব্রহ্মকে জানিবার জন্য উপাসনা করিয়াছিলেন, তাদৃশ উপাসনায় তিনি ব্রহ্ম বিদুষী হইয়া স্বীয় আত্মাকে স্তব করিয়াছিলেন অতএব অম্ভৃণ ঋষি দুহিতা বাগ্দেবী যুক্ত মন্ত্রসমূহের ঋষি (দ্রষ্টী)। সর্ব্বব্যাপী সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর দেবীসূক্ত মন্ত্র সমুহের দেবতা, তাদৃশ দেবতার সঙ্গে স্বীয় আত্মার অভেদ উপলব্ধি করতঃ সর্ব্ব জগদ্রূপে এবং সকলের অধিষ্ঠান আধাররূপে আমিই বর্ত্তমান এইভাবে "বাক্" স্বীয় আত্মাকে স্তব করিতেছেন। এই সর্ব্ব স্বরূপা বাগ্ দেবতাই ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজ দুহিতা বেদবতী এবং সীতারূপে জনক গৃহ প্রতিষ্ঠিতা ইহার আলোচনা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে।

মহর্ষি যাস্ক নিরুক্ত গ্রন্থে বলিতেছেন যে—যে সব মন্ত্রে "অস্মৎ" এই সর্ব্বনাম শব্দ,এবং উত্তম পুরুষীয় আখ্যাত পদশ্রুত হয়,তাহা আধ্যাত্মিকঋক্‌যেমন"লবসূক্ত এবং "বাগাম্ভৃণীয়" মন্ত্র (দেবীসূক্ত) * দেবীসূক্তে আমিই বসু আমিই রুদ্র

---

(১)

* "আধ্যাত্মিক্য উত্তম পুরুষ যোগা অহমিতি চৈতেন সর্ব্ব নাম্না। যথা লবসূক্তম্ বাগাম্ভৃণীয়মিতি।

নিরুক্ত—দৈবত কাণ্ড

(২)

"বাগাম্ভৃণীয়ে বাগেব ব্রবীতি—অহমেব রুদ্রৈর্বসুভিরাদিত্যৈ বিশ্বদেবৈঃ বিশ্বৈশ্চ দেবৈঃ সহভূতা চরামি স্তুতিরূপেণ ইত্যাদি।

নিরুক্ত ভাষ্য।

(৩)

"অম্ভৃণস্য মহর্ষের্দুহিতা বাঙ্ নাম্নী ব্রহ্মবিদুষী স্বাত্মনমস্তৌৎ"।

দেবীসূক্তের সায়ণভাষ্য।

ইত্যাদি অস্মৎ শব্দ, এবং বিচরণ করি, ধারণ করি, "উপদেশ করি" প্রবাহিত হই ইত্যাদি উত্তম পুরুষীয় আখ্যাতপদ শ্রুত হয়, এই "দেবীসূক্ত" আধ্যাত্মিক মন্ত্র। এখানেও ইহা প্রণিধান করা আবশ্যক যে দেবীসূক্তে যেমন অহমেব চরামি (১) অহমেব বিভর্ম্মি (২) অহমেব কৃণোমি (৩) অহমেব প্রবামি (৪) ইত্যাদি স্থলে অস্মৎ শব্দ এবং উত্তম পুরুষীয় আখ্যাতিপদ প্রযুক্ত হওয়ায় উহা (দেবীসূক্ত) আধ্যাত্মিক মন্ত্র, তেমনি শ্রীরামায়ণেও বেদবতী কথিত পরিচয়ে---আমি তাঁহার বাঙ্‌ময়ী কন্যা সম্ভূতা হইয়াছি (১) "তস্মাহং"···বাঙ্‌ময়ী কন্যা "সম্ভূতা" (২), দেখ তোমার সাক্ষাতেই "আমি" অনলে প্রবেশ করিতেছি ৩)······প্রবেক্ষ্যামি পশ্যতস্তে হুতাশনম্" (৪), আমিই তোমার বধের জন্য পুনরায় অবির্ভূত হইব" তব বধার্থং হি সমুৎপৎস্যাম্যহং পুনঃ" (৫) ইত্যাদি স্থলে সম্ভূতা হইয়াছি (১) প্রবেশ করিতেছি (২) "আবির্ভূতা হইব" (৩) ইত্যাদি উত্তম পুরুষীয় আখ্যাত পদ এবং আমি এই "অস্মৎ" শব্দ শ্রুত হওয়ায় মাতা বেদবতীর এই বাক্যগুলি মহর্ষি যাস্ক পরিভাষিত আধ্যাত্মিক ঋক্ (মন্ত্র) হইবে।*

রামায়ণের শ্লোক মন্ত্র হইবে কেন এইরূপ আশঙ্কা এখানে নিস্প্রয়োজন কারণ শ্রাদ্ধাদিকার্য্যে রামায়ণ শ্রবণের ব্যবস্থা মহর্ষি বাল্মীকি নিজেই বলিতেছেন—

রামায়ণং বেদ সমং শ্রাদ্ধেষু শ্রাবয়েদ্ বুধঃ।
সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত পাদমপ্যস্য যঃ পঠেৎ।

* * *

পঠত্যেকমপি শ্লোকং স পাপাৎ পরিমুচ্যতে।"
বাল্মীকি রামায়ণ উত্তর কাণ্ড। ১২৪.২—৬।

একাদশী ও রামনবমী উপবাসদিনে শ্রীরামায়ণ পাঠের ব্যবস্থা মহর্ষি বেদব্যাসও বলিয়াছেন, তিনি (ব্যাস) আরও বলিয়াছেন যে ঐরূপ পাঠে গায়ত্রীপুরশ্চরণের ফল হয়।

মূল দেবীসূক্ত মন্ত্র, বেদনিরুক্তকার মহর্ষি যাস্কের ব্যাখ্যা, দুর্গাচার্য্যকৃত নিরুক্ত ভাষ্য ব্যাখ্যা এবং বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য ব্যাখ্যার সঙ্গে রামায়ণের সীতাজন্ম কাহিনী মিলাইয়া ভাবনা করিলে অভিজ্ঞ পাঠক মূল বিষয় বুঝিতে পারিবেন।

একাদশীদিনেঽধ্যাত্ম রামায়ণমুপোষিতঃঃ।
যো রামভক্তঃ সদসি ব্যাকরোতি নরোত্তমঃ
* * *
প্রত্যক্ষরস্তু গায়ত্রী পুরশ্চর্য্যাফলং লভেৎ।
উপবাস ব্রতং কৃত্বা শ্রীরাম নবমী দিনে।
বেদব্যাসকৃত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণান্তর্গত অধ্যাত্ম রামায়ণ।
অনুক্রমণিকা অধ্যায়—৩৭—৩৮।

অধ্যাত্মরামায়ণের অন্তর্গত শ্রীরামগীতা পাঠ শ্রাদ্ধাদি বৈধকার্য্যে দৃষ্ট হয়; সুতরাং শ্রীরামায়ণের শ্লোক যে মন্ত্র এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। রামায়ণ যদি মন্ত্রই না হইবে তবে তাহার জপদ্বারা গায়ত্রী পুনশ্চরণ ফল প্রাপ্তির কথা ঋষিগণ বলিলেন কেন ইহা ভাবনা করা আবশ্যক। বেদনিরুক্ত কার মহর্ষি যাস্ক ইলিয়াছেন—

"মন্ত্রা মননাৎ"
নিরুক্ত দৈবত কাণ্ড।

বেদে শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসন এই ত্রিবিধ উপাসনা কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারা সাধকের আত্মসাক্ষাৎকার হয়। এই মনন রূপ উপাসনার অতিশয় সাহায্য করে বলিয়া মহর্ষি বলিতেছেন যে মননাৎ

* চণ্ডীগ্রন্থ মার্কণ্ডের পুরাণের অন্তর্গত। উহাকে সপ্তশতী বলে। জপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং কৃত্বা কবচমাদিতঃ—ইত্যাদি প্রমাণ বলে চণ্ডীজপের ব্যবস্থা সুপষ্ট; সুতরাং পুরাণ-শ্লোক মন্ত্র নহে ইহা বলা যাইবে না। চণ্ডীর প্রথম চরিতের ব্রহ্মা ঋষি, মহাকালী দেবতা, গায়ত্রী ছন্দ নন্দা শক্তি, রক্ত দন্তিকা বীজ, অগ্নি তত্ত্ব, ঋগ্‌বেদ স্বরূপ এই চরিত মহাকালী প্রীত্যর্থে জপে বিনিযুক্ত হয়; সুতরাং ঋষি ছন্দ দেবতা প্রভৃতি যাহার আছে তাহা নিশ্চয়ই মন্ত্র, চণ্ডীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরিতেও এইরূপ ঋষি ছন্দ প্রভৃতি আছে। শ্রীরামায়ণ বিষয়েও এইরূপ বুঝিতে হইবে। রাম নাম তারকব্রহ্ম মন্ত্র তারকং ব্রহ্ম নাম; ইহা অন্তকালে জীবকর্ণে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তিত হয়, উহা দ্বারা অন্তে নারায়ণস্মৃতি লইয়া জীব মুক্ত হয় ইহাই আর্য্য শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। রামায়ণকে যাঁহারা মন্ত্র বলিবেন না তাঁহাদের এই বিষয়গুলি ভাবনা করা কর্ত্তব্য। "শ্রীরাম গীতা" গ্রন্থে উপনিষদ সিদ্ধান্ত শ্রৌত শব্দ সহযোগে অতিশয় স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। এ বিষয়ে আরও আলোচনা যথা স্থানে করা যাইবে।

মন্ত্রাঃ। সুতরাং রামায়ণ শ্লোক লীলাস্মরণে প্রধান সহায় বলিয়া উহা মন্ত্র হইবে সন্দেহ নাই। কি ভাবে রামায়ণ শ্লোক লীলার স্মারক হয়, তাহা পরে আলোচ্য আজ ঐ বিষয়ে ইঙ্গিত মাত্র করা হইল, সুধীগণ তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

শ্রীশরৎ কমল ন্যায়তীর্থ।

সাধনার সঙ্কেত।

তামসিক অবস্থায় মৃত্যুচিন্তা, রাজসিক অবস্থায় নিষ্কাম কর্ম্ম এবং সাত্ত্বিক অবস্থায় আত্মচিন্তা—এই তিনটি সাধনার ক্রম। মতি! তুমি আমার সহ-ধর্ম্মিনী তোমাকে ছাড়িয়া আমার কোন কর্ম্ম হইবে না। তোমাকে লইয়া আমি পরমপুরুষের নিকটে যাইব, চিরদিন সেখানে আনন্দে খেলা করিব। পুরুষোত্তমধামে গমন করিলে আমাদের সর্ব্বদুঃখ দূর হইবে।

তুমি সংসারে আছ; তুমিই গৃহিণী কিন্তু তুমি এত চঞ্চলা হইলে আমি কতদুঃখী হই তাহা তুমি ভাবিয়া দেখ। তুমি আমাকে ভালবাস্ কিন্তু সকল সময়ে তুমি ত একরূপ থাক না। তুমি তোমার রজোভাব ও তমোভাব ত্যাগ কর, নিত্য সত্ত্বস্থা হও তবেই আমরা আনন্দধামে যাত্রা করিতে পারিব।

তমোভাব আসিলে দমন করিতে পার না এই ত তুমি বলিতেছ; আচ্ছা আমি উপায় বলিয়া দিতেছি, তুমি সেইরূপ কার্য্য কর। তমোভাব প্রবল হইলে মৃত্যু চিন্তা করিতে হইবে। ইহাতেই তুমি জড়তা কাটাইয়া কর্ম্ম করিবার বল পাইবে। যখন কর্ম্ম করিবার জন্য তুমি প্রস্তুত হইবে তখন বলিয়া দিব কিরূপে কর্ম্ম করিতে হইবে। এখন কর্ম্ম করিবার অবস্থা লাভের জন্য মৃত্যু চিন্তা কর।

প্রথমেই দেখ মৃত্যুর সময় অসময় নাই। তুমি এখন সুস্থ আছ, ভাবিতেছ ভগবানকে সেই সময়ে স্মরণ করিতে পারিবে। ইহা কতদূর সত্য একটু বিচার কর। কত বার ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছ। রোগকালে তুমি শুইয়া থাক, বসিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত থাকে না। আসনে স্থির হইয়া বসিতে না পারিলে ঈশ্বরের চিন্তা হয় না। মেরুদণ্ড সরল না থাকিলে শ্বাস স্থির হয় না। শ্বাস চঞ্চল থাকিলে মনকে কিছুতেই স্থির রাখা যায় না, বল তখন জপ করিবে কে? ধ্যানই বা হইবে কিরূপে? তাহার উপর রোগের যন্ত্রণা, শিরঃ পীড়া—কোমরে বেদনা—শরীরের দুর্ব্বলতা—মুখের দুর্গন্ধ—সমস্ত দেহব্যাপী একটা গ্লানি, বল

তখন কি করিতে পার? তখন কি কোন কিছু চিন্তা করিতে তুমি পার? পারনা—তবে এখন কেন সেই অবস্থা স্মরণ করিয়া—সর্ব্বদা কাতর হইয়া ঈশ্বর চিন্তা কর না? এখন হইতে সর্ব্বদা প্রস্তুত কেন থাক না? হাহা—হুহু—হিহি করিয়া দিন কাটাও কেন? কখন দুঃখে হায় হায় কর, কখন শীতে হুহু কর, কখন রঙ্গরসে হিহি কর বল ইহাতে কি লাভ? আপন কর্ম্ম কর।

তার পর বিচার কর, তোমার পিতা, তোমার মাতা, তোমার ভ্রাতা সকলে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন; কত বয়স পর্য্যন্ত তাহারা জীবিত ছিলেন দেখ না কেন? কত যাতনায় তাঁহারা দেহ ছাড়িয়াছেন স্মরণ কর—কত দুঃখ তাঁহারা করিয়াছেন ভাবিয়া দেখ। তুমি সব দেখিয়া কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত থাক বল? আজ ভাল আছ, কাল রোগ আসিয়া আক্রমণ করিতে পারে তখন ত কিছুই করিতে পারিবে না। সাবধান হওয়া কি উচিত নয়? মৃত্যু, রোগ ও শোকের ভয় কি তোমার রাখা উচিত নয়? ভাবিয়া দেখ কোন্ বিষয় তুমি লাভ করিলে, এতদিন ত গেল কি করিয়াছ বল?

যখন মৃত্যু তোমার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইবে, তখন তাহাকে কি বলিবে বল? রামপ্রসাদ ভক্ত ছিলেন তাঁহার মত কি বলিতে পারিবে "তিলেক দাঁড়া ওরে শমন আমি বদন ভ'রে মাকে ডাকি"। ইহা বলিতে পারিবে কি? মৃত্যুর নাম যম, ইনি ধর্ম্মরাজ। তুমি যাহা কিছু করিয়াছ তিনি সমস্তই জানেন। তোমার ইন্দ্রিয় কত কুকর্ম্ম করিয়াছে, তুমি মুখে কত কঠোর কথা উচ্চারণ করিয়া লোকের মনে ক্লেশ দিয়াছ, ক্রোধের বশীভূত হইয়া কত অন্যায় করিয়াছ, কামের ক্রীড়া পুত্তলিকা হইয়া কত সর্ব্বনাশ করিয়াছ, ধর্ম্মরাজ আসিলেই তুমি ভয়ে অভিভূত হইয়া নিজের দুষ্কর্ম্ম সমূহ দেখিতে পাইবে। যাহা এখন ভুলিয়া নির্ভয়ে আছ, তাহা তখন তোমার মনে উদিত হইবেই। তুমি কি রামপ্রসাদের মত মায়ের শরণাপন্ন হইতে পারিবে? রোগকে কি কি মার নাম লইয়া কখন অগ্রাহ্য করিতে পারিয়াছ? তবে কেমন করিয়া—সব ভুলিয়া হাহা হিহি করিতেছ বল? তখন কিরূপে তোমার 'জোর' আসিবে বল? কোন বিষয় ত আয়ত্ব করিতে পারিলে না, তবে কেমন করিয়া মৃত্যুকে বলিবে "তিলেক দাঁড়া ওরে শমন আমি বদন ভ'রে মাকে ডাকি, তবে তারা নামের কবচ মালা বৃথা আমি গলায় রাখি। এ ভরসা ত তোমার নাই। এখনও সময় আছে। দিন থাকিতে মায়ের বলে বলীয়ান হও। মায়ের নামে ভর করিয়া নির্ভয় হও। তখন শমন তোমাকে ভয় দেখাইতে পারিবে না,

শরীর তোমাকে পীড়ন করিতে পারিবে না; শরীরের যতই দুর্ব্বলতা হউক না, তুমি তখন স্থির থাকিতে পারিবে, ঘন ঘন মাকে স্মরণ করিতে পারিবে। তবে এখন হইতে চেষ্টা কর দেখি। মতি! আমার ইচ্ছার সহিত তোমার ইচ্ছার মিলনই তোমার কার্য্য। আমার এই ইচ্ছার সহিত তোমার ইচ্ছার মিলন কর।

কেমন এখন ত তোমার কর্ম্মে প্রবৃত্তি জাগিল? আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করিতেছ কোন কর্ম্ম করিবে এবং কেমন করিয়া কর্ম্ম করিবে? কোন্ কর্ম্ম করিবে তাহাত জান। আবার নূতন করিয়া বলি শোন। প্রথমে মেরুদণ্ড সরল করিয়া আসনে উপবিষ্ট হও। এখন দেখ শ্বাস কিরূপে পড়িতেছে? আচ্ছা, শ্বাস যেমন চলিতেছে কতক্ষণ তাহার উপর লক্ষ্য কর। শ্বাসে লক্ষ্য রাখিয়া চিন্তা কর, তুমি যে কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত হইয়াছ তাহা নিষ্কামভাবে করিতে হইবে।

নিষ্কাম কর্ম্ম কি তাহা ভাল করিয়া ধারণা কর। যে কর্ম্মে শ্রীভগবানের পূজা হয় তাহাই নিষ্কাম কর্ম্ম। কথা কহিবে তাহাতেও ভাবনা কর—কথা দ্বারা ভগবানের পূজা হইবে, সেইরূপ যাহা ভাবিবে এবং যাহা করিবে তাহাতে আগেই ভাবনা কর তোমার ভাবনা, বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা ভগবানের পূজা হইবে কাজেই তুমি দুষ্ট কথা দুষ্ট ভাবনা দুষ্ট কর্ম্ম করিতেই পারিবে না। আর জানত স্বামী নারায়ণ। ভাবনা করিলেই ইহা ভাবা যায়। স্বামী যাহাই হউক না কেন তুমি তাঁহাকে নারায়ণ ভাবিলেই ভাবিতে পারিবে তাঁহার ব্যবহারিক কার্য্যগুলি তাঁহার মায়া ভাবিয়া ঐ সব নাই দেখিলে। ভিতরে তিনি যে শান্ত নারায়ণ তাহাই দেখিতে সর্ব্বদা যত্ন কর। পারিবে। আমি তোমার স্বামী। আমি যেরূপ ভাবে কর্ম্ম করিতে বলিতেছি তুমি ঠিক ঠিক সেইরূপভাবে কর্ম্ম করিলেই কর্ম্মটি তোমার নিষ্কামভাবে করা হইল। কারণ আমার অভিলাষ মত কর্ম্ম করিবার দিকে তখন তোমার লক্ষ্য রহিল। আমি বলিয়াছি বলিয়াই না তুমি কর্ম্ম করিতেছ? তবেই দেখ কত মনোযোগের সহিত তোমাকে কর্ম্ম করিতে হইবে।

মনে কর তুমি জপ করিবে। আমি বলিতেছি শ্বাসের সহিত তোমাকে জপ করিতে হইবে! শ্বাস একবার উঠিতেছে একবার পড়িতেছে। স্থির হইয়া আসনে বসিয়া কোন 'জোর জুলুম' না করিয়া শ্বাস টানিবার সময় জপ কর আবার ফেলিবার সময় জপ কর; যদি অন্য চিন্তা আইসে তবে তুমি বুঝিবে আমার

ইচ্ছামত তোমার কার্য্য হইতেছে না। তোমার ব্যভিচার হইতেছে। তুমি কার্য্যে ব্যভিচারিণী হইতেছ অথচ তোমার সতী হইতে প্রাণে প্রাণে ইচ্ছা আছে। তুমি কার্য্যে ব্যভিচারিণী, ইচ্ছায় সতী। ইচ্ছা ও কার্য্যে এক না হইলে সতী হওয়া যায় না। তুমি এইরূপে সতী হইতে পারিতেছ না এজন্য দেখ তুমি কতই কাতর হইতেছ। এই অবস্থায় জপ রাখ, রাখিয়া একটু প্রার্থনা কর।

প্রথমেই দেবতা ও গ্রহাদির কাছে যুক্ত করে প্রার্থনা কর। প্লুতস্বরে বলিতে থাক "ব্রহ্মামুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী ভানুঃশশী ভূমিসুতঃ বুধশ্চ গুরুশ্চ শুক্রঃ শনি—রাহু—কেতু কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্"। প্লুতস্বরে এই মন্ত্র পাঠ কর দেবতাগণ ও গ্রহগণ সুপ্রসন্ন হইবেন। একবার মন্ত্র উচ্চারণে মন কিছু সুস্থ হইবে তখন দুই চারিবার উহা জপ করিয়া লও। পরে একবার শ্রীদুর্গাকে স্মরণ কর—তিনি মা, তিনি দুঃখহারিণী, তিনি দয়াময়ী। তিনি সন্তানকে কখন ত্যাগ করেন না "কুপুত্রো জায়েত কচিদপি,কুমাতা ন ভবতি" কুপুত্র যদি বা হয় কুমাতা কখন নয়। তুমি বল "প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ং,আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা"। সূর্য্য উদয়ে কি অন্ধকার থাকে? মা দুর্গার নাম লইলে কি ব্যভিচার থাকে?

দুর্গা নাম দুই চারিবার ঐ মন্ত্রে জপ করিয়া লও। সতি! তুমি আরও সুস্থ হইবে। পরে প্রাতঃস্মরণীয়া ভগবৎপরায়ণা সতীদিগকে একবার স্মরণ কর। প্রথমেই অহল্যা। কর্ম্মদোষে পাষাণী হইয়া শতানন্দের মাতা চিরকারীর জননী বড় ব্যাকুল হইয়া রাম নাম জপ করিয়াছিলেন; ব্রহ্মার কন্যা ব্যভিচারিণী হইয়াও রাম নাম জপ করিয়া আবার সতী হইয়াছিলেন। তুমি বল "অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক নাশনম্।"

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী ইহারা কন্যা, ইহারা সকলেই সতী। ইহারা তোমার পাতক—মহাপাতক নাশ করিয়া দিলেন—তুমি বড় পবিত্র হইলে। তুমি স্বামীর সোহাগে কত সুখে থাকিবে ইহাতে উৎফুল্লা হও। তারপর তুমি মহাজনদিগকে একবার স্মরণ কর।

ইহারা পুণ্যশ্লোক। নলরাজা, রাজা যুধিষ্ঠির—ইহাদের স্মরণে তুমি আরও পবিত্র হইতেছ। শেষে সীতা আরও শেষে জনার্দ্দন রাম—তুমি বল

পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥

এই মন্ত্রপাঠ কালে অশোকবনে সীতার রাম-স্মরণ একবার ভাল করিয়া মনে

করিয়া লও। শুভ প্রভাতে দেবতা, গ্রহ, সতী-লক্ষ্মী, মহাজন এবং অবতার স্মরণ করিয়া তুমি পাপমুক্ত হইলে, তুমি পুণ্য স্নান করিয়া পাপ বিধৌত হইলে, এখন আপন কর্ম্ম করিতে পারিবে।

যাহা করিতে হইবে তাহার স্বরূপ একবার স্মরণ কর দেখি। মরি! মরি! কি মধুর তাঁহার রূপ—কি মনোমুগ্ধকর তাঁহার গুণ—কত সুমিষ্ট তাঁহার বিশ্বরূপ—কি ঘনিষ্ঠ তাঁহার সম্বন্ধ তোমার সহিত। বেশ স্থির হইয়া বল—

ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগণ সদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধীঃ সাক্ষীভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি॥

বুঝিতেছ এই সদ্গুরু কে? দেখ কেমন আনন্দময়, জ্ঞানময়মূর্ত্তি! আরও ভিতরে দেখ, ইনিই ব্রহ্মময় মহারাজ, ইনিই তোমার স্বামী, হাসিলে যে? দেখনা কেন—একটু ভিতর প্রবেশ কর,দেখিবে ইনি সুখ দুঃখ শীত উষ্ণাদি দ্বন্দ্ব ভাবের অতীত, ইনি ক্ষুদ্রমূর্ত্তি নহেন—ক্ষুদ্রমূর্ত্তি যাহা তুমি দেখিতেছ তাহা কেবল তোমার সাধনার নিমিত্ত মায়ামানুষমূর্ত্তি নব ঘন ইনি গগন-সদৃশ—তত্ত্বমস্যাদি লক্ষণ ইহাকে ভিতরে অনুভব করা যায়—ইনিই আছেন আর যাহা কিছু দেখ তাহা ইহারই উপরে ইন্দ্রজাল, পরমশান্ত সাগর বক্ষে তরঙ্গমালা। ইনি মলাশূন্য, ইনি চলনরহিত, ইনিই তোমার সর্ব্বকার্য্যের সাক্ষী, ইনি সত্ত্ব রজস্তমাদি ত্রিগুণ রহিত, ইনিই সদ্গুরু ,এস আমরা ইহাকে নমস্কার করি! হরি! হরি! গুরু স্মরণেই তুমি কেমন হইতেছ দেখ। দেখ দেখ কোথায় তোমার সংসার-বাসনা উড়িয়া গেল—দেখ দেখ তুমি কত সুন্দর হইলে—কত রূপ তোমার হইল—বেশ ভাল করিয়া কূটস্থ সূর্য্য মধ্যে লক্ষ্য রাখ—দেখ দেখ ভাব-রূপী পরব্রহ্মে প্রণব-রূপী শব্দ ব্রহ্ম কেমন বিজড়িত। এই প্রণব তোমার ধ্যানের বিষয়। এই সদ্গুরু মূর্ত্তি তুমি ভাল করিয়া ধ্যান কর। আহা! ইনি কত সুন্দর, দেখনা কেন ইহা হইতে কি সুধা ক্ষরিত হইতেছে, কি চমৎকার সৃষ্টি হইতেছে——তুমি কত শান্ত হইতেছ দেখ—একবার বল—

স্ফুরন্তি শীকরা যস্মাৎ আনন্দস্যাম্বরেবনৌ।
সর্ব্বেষাং জীবনং তস্মৈ ব্রহ্মানন্দাত্মনে নমঃ॥

আকাশ ও অবনীতলে ইহা হইতেই আনন্দকণা স্ফুরিত হইতেছে, সেই আনন্দ কণা সকলের জীবন, এই আনন্দ-ব্রহ্মকে নমস্কার কর।

আর এই সৃষ্টি—দেখ দেখি সৃষ্টি কাহার রূপ? দেখ বিন্দু স্থানে যাঁহার ধ্যান করিতে ছিলে তিনি কিরূপে সাজিলেন—একবার স্তব কর দেখি—একবার প্রণাম কর দেখি—

নমো ব্রহ্মাণ্ডরূপায় তদন্তর্ব্বর্ত্তিনে নমঃ॥
অর্ব্বাচীন পরাচীন বিশ্বরূপায় তে নমঃ॥
অনিত্য নিত্যরূপায় সদসৎপতয়ে নমঃ।
সমস্ত ভক্তকৃপয়া স্বেচ্ছয়া কৃতবিগ্রহঃ॥
তবনিশ্বসিতং বেদাস্তবস্বেদোখিলং জগৎ।
বিশ্বভূতানি তে পাদৌ শীর্ষোদ্যৌঃ সমবর্ত্তত॥
নাভ্যা আসীদন্তরীক্ষং লোমনি চ বনস্পতিঃ।
চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যস্তব প্রভো॥
ত্বমেব সর্ব্বং ত্বয়ি দেব সর্ব্বং
স্তোতা স্তুতিঃ স্তব্য ইহ ত্বমেব।
ঈশত্বয়া বাস্যমিদং হি সর্ব্বং
নমো হস্তুভূয়োঽপি নমোনমস্তে॥

মতি! ভিতরে বাহিরে তোমারই প্রাণেশ্বর বর্ত্তমান। সর্ব্বদা বর্ত্তমান—আর ভয় কিছুইত নাই। যাহা এখনি দেখিতেছ তাহা দর্শন-কালেই অতীত হইয়া গেল। নদী যাহা দেখিলে তাহা নিমেষ-মুহুর্ত্তে সরিয়া গেল, তাহার স্থানে আর একজলরাশি আসিল। প্রভাত কালে যাহা দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহা সরিয়া গেল। কিছুই এখানে স্থির নাই। তোমার পতি মাত্রই স্থির। তাঁহার অঙ্গে আর সমস্ত চঞ্চল হইয়া স্থানভ্রষ্ট হইয়া যাইতেছে। তাঁহার এই মূর্ত্তি যাহা তুমি দেখিতেছ তাহাকে অগ্রাহ্য করিও না। "ব্রাহ্মণো রূপ কল্পনা" বলিয়া মনে করিও না ব্রহ্মের রূপ নাই, ব্রহ্মের মূর্ত্তি যাহা তাহাই কল্পনা মনে করিও না, ভাবিওনা মূর্ত্তি কল্পনা, এজন্য মিথ্যা, ব্রহ্মের মূর্ত্তি হইতে পারে না। কল্পনা ধাতুর অর্থ বিচার কর! 'কৢপ সামর্থ্যে'। কৢপ ধাতুর অর্থ সামর্থ্য। ব্রহ্মের রূপ ধারণ করিবার সামর্থ্য আছে। ব্রহ্মের রূপ কে কল্পনা করিবে বল? তিনিই আপন শক্তিতে আপন মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করেন। ভক্তের উপর কৃপা করিতে তিনি স্বেচ্ছা-কৃত-বিগ্রহ ধারণ করেন। তাঁহার অনন্তনাম—তাঁহার অনন্ত মূর্ত্তি—তাঁহার অনন্ত রূপ। গুরুমূর্ত্তি ইনিই, মন্ত্ররূপ ইষ্টদেবতা মূর্ত্তি ইনিই, অন্য কিছুই নাই! তুমি সাধক ভাবে থাকিয়া সর্ব্বদা পতি সেবা কর। দেখ কত সুন্দর ভাব তোমাতে আসিয়াছে।

এখন ত স্থির হইলে এখন নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম কর। মনোযোগের সহিত আমার ইচ্ছার সহিত তোমার ইচ্ছার মিলনের জন্য চক্রে চক্রে প্রাণকে ধীরে ধীরে তুলিতে থাক, এবং ফেলিতে থাক আর তোমার প্রাণেশ্বরের প্রিয় নাম জপ করিতে থাক। তোমার প্রাণেশ্বরের প্রিয় নাম প্রণব।

"ওমিত্যক্ষরং পরমাত্মনোঽভিধানং নেদিষ্টং
তস্মিন্ হি প্রযুজ্যমানে স প্রসীদতি
প্রিয় নাম গ্রহণ ইব লোকঃ"

ওঁ এই অক্ষর পরমাত্মার ঘনিষ্ঠ নাম। প্রিয় নামে ডাকিলে লোকে কেমন সন্তুষ্ট হয় তাহাত জান। আদর করিয়া ডাকিলে লোকে যেমন সন্তুষ্ট হয় সেইরূপ এই নামে ভগবান্ আত্মাকে ডাকিলে প্রাণেশ্বর সেইরূপ প্রসন্ন হয়েন!

তুমি প্রাণেশ্বরকে ডাকিতে থাক। নিয়মপূর্ব্বক ডাক। ডাকিতে ডাকিতে তিনি প্রসন্ন হইবেন। তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্যই তোমার নিষ্কাম কর্ম্ম। তোমার চিত্ত যখন প্রসন্ন হইয়া গেল তখনই জানিলে তিনি প্রসন্ন হইয়াছেন। নিত্য কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার প্রসন্নতা প্রাণে অনুভব কর। যখন আনন্দরসে হৃদয় ভরিয়া গেল—যখন তাঁহার স্পর্শে স্পর্শে বিভোর হইলে তখন আর ডাকা-ডাকি নাই। কর্ম্মের পরাবস্থায় স্থির শান্ত হইয়া যাও।

ইহাতেই তোমার ভাবনা সিদ্ধি হইবে। ভাবনা সিদ্ধির পরে তত্ত্বমসির বিচার কর—আত্মা পরমাত্মার মিলনে তুমি জীবন্মুক্ত হও।

ভাই ফোঁটা।

ভাই ফোঁটা একটি শুভ অনুষ্ঠান, ইহা প্রত্যেক হিন্দুগৃহে সম্পাদিত হয়। কিন্তু ইহা কেবল একটী আনন্দ উৎসব মাত্র বলিয়াই হইয়া থাকে। ইহার ভিতর যে কোন্ গূঢ় রহস্য আছে তাহা কেহ ভাবে না, বড় জোর ভগিনী ভাইয়ের দীর্ঘ জীবন লাভের প্রার্থনা করে। ভগিনী ভাইকে ফোঁটা দিবার সময় বলিয়া থাকে—ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা যমের দোরে পড়্‌ল কাঁটা যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা, আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা; যম যেমন অমর আমার ভাইও তেমনি অমর। কিন্তু এ যম কে, যমুনা কে এবং এই অমরত্বই বা কি তাহা কেহ একবারও ভাবিয়া দেখে না। এই যে ভাই ফোঁটা, এই যে আনন্দ উৎসব, এ আনন্দময়ী মায়েরই পূজা, আনন্দ ঘন শ্যামসুন্দরেরই সেবা—এই আনন্দের মধ্য দিয়াই আমরা অজ্ঞানে সেই আনন্দময়েরই উপাসনা

করি, সেই চির আনন্দই পেতে চাই। এই আনন্দ উৎসবের দিনে আমরা যে ভগিনীদত্ত নূতন বস্ত্র পরিধান করি, সেও সেই চিরনূতনের প্রেম আস্বাদন করি, সেই আনন্দময়ের আনন্দই নাই।

যমুনা যমের ভগিনী, আর অমরত্ব জীবের স্বরূপত্ব, যাহা নিত্য বিদ্যমান, যাহা অক্ষর ও নিত্যবস্তু। এ নিত্য বস্তু কে? এ নিত্যবস্তু হচ্চে আমার প্রাণ, আমার আত্মা, আমার হৃদয়ের দেবতা, আমার আমি শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম। তাঁর লীলা অনন্ত, তাই তিনি শক্তিরূপে, সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় রূপে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বররূপে, ইন্দ্রাদি যম প্রভৃতি দেবতারূপে যমুনার কূলে লীলা করিতেছেন। তাঁর এ লীলা নিত্য। এরা সবাই অমর, এরা সবাই চিরদিন আছে ও থাকিবে, এরাই অক্ষর ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ভিন্নরূপ। জীব বা জীবের আত্মাও অমর, কেবল কর্ম্মফলে, দেহাত্মবোধে, অহং বোধে দেহ ধারণ করে ও জন্মমৃত্যুর পেষণ সহ্য করে। যে দিন এই দেহাত্মবোধ—দেহটাই আমি এই বোধ ছুটে যাবে, এই ভ্রম বিদূরীত হবে সেইদিন ইহার যাতায়াতও বন্ধ হবে, সে নিত্য কৃষ্ণদাস হয়ে কৃষ্ণের সেবা করবে, নিরানন্দ জিনিষ ভুলে যাবে, চির আনন্দলাভ করবে। যমুনা এইরূপে চিরদিন তাঁর সেবা করে, আর তিনি এই কালিন্দী তটে তাঁর নিত্য লীলা করেন। যমুনা তাঁর চরণ স্পর্শে ধন্যা, চির আনন্দিতা, নিত্যা অমর। আর যম এই যমুনার ভাই অমর না হবে কেন? তাই সেও অমর। ভ্রাতা যখন এই যমুনারূপিনী ভাগ্যবতী ভগিনীর কর স্পর্শে তার হস্তস্থিত চন্দনবিন্দু তার ললাটদেশে, আজ্ঞাচক্রে গ্রহণ করে, সেও তখন জ্যোতি দর্শন আত্মদর্শন, আনন্দলাভ, শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভ, অমরত্ব লাভ করে। তা সে তখনই তাহা লাভ করুক আর নাই করুক, লাভ করিবার অধিকারী হয়। ভগিনী ভাইকে এই ফোটা দিয়া তার ভায়ের সেই অমরত্ব, সেই অটুট আনন্দ লাভেরই প্রার্থনা করে—তার ভাই রাধা হয়ে শ্রীকৃষ্ণের তার আরাধ্যের, তার হৃদয় দেবতার, তার হৃদয় স্বামীর চরণ সেবা করিবার, চরণ সেবার অধিকারী হবার প্রার্থনা করে। এই আনন্দ উৎসবে, এই প্রার্থনায় এই আধ্যাত্মিক ভাব স্মরণে ভগিনীও আত্মদর্শনে সমর্থা হয় ও ধন্যা হয় এবং ভাইও ধন্য হয়। এই ভাইফোঁটা উৎসবের মধ্যে এই গূঢ় রহস্য নিহিত আছে, ইহাই আমার মনে হয়। আমার মনে হয় প্রত্যেক ভাইফোঁটার দিনে প্রত্যেক ভাই ও ভগিনীরই এই ভাব স্মরণ করা কর্ত্তব্য, এই ভাইফোঁটা উৎসব মায়েরই পূজা মনে করা উচিত।

শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এল, এম, এস,

ভার্গব-শিবরামকিঙ্কর-যোগত্রয়ানন্দ-নামরহস্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বক্তা—তোমার জিজ্ঞাসা হইয়াছে, প্রশংসা শব্দের সাধারণতঃ যদর্থে প্রয়োগ হয়, তাহা প্রশংসিতব্যের দোষ ও গুণ, এই উভয়েরই বর্ণনাত্মক, এবম্প্রকার অনুভব না হইবার কারণ কি? কোন পদার্থের প্রশংসা করিবার সময়ে তাহার বিদ্যমান দোষেরও বর্ণনা করা হয়না কেন? তোমার এই সকল প্রশ্নের সমাধানার্থ আমি প্রথমে তোমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি, যে কোন পদার্থ হোক্ তাহা পরমার্থতঃ পূর্ণ, তাহা পরমার্থতঃ দোষরহিত, বস্তুতঃ অপাপ-বিদ্ধ, স্বরূপতঃ অমৃত। পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে—ব্যবহারিক জ্ঞানে বস্তুসকল অপেক্ষাকৃত হিতকর ও অপেক্ষাকৃত অহিতকররূপে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। আমি কি উদ্দেশ্যে এই সকল কথা বলিয়াছি, সংক্ষেপে তাহা তোমাকে জানাইতেছি।

'আত্মা' পরমার্থতঃ পূর্ণ, আত্মা পরমার্থতঃ দোষরহিত, বস্তুতঃ শুদ্ধ—অপাপ-বিদ্ধ, স্বরূপতঃ অমৃত। এই আত্মা মায়া বা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, মায়োপাধিক হইয়া, অপূর্ণবৎ, দোষযুক্তের ন্যায় অশুদ্ধ, বা মলিন বা পাপবিদ্ধের মত প্রতীয়মান হইয়া থাকেন, বস্তুতঃ অমৃত হইয়াও মরণধর্ম্মার ন্যায় উপলব্ধ হইয়া থাকেন। আত্মার (স্বরূপ বোধ আচ্ছাদিত হইলেও, আমি জড় শক্তির পরিণাম, চৈতন্য জড় শক্তিরই কার্য্যবিশেষ,) স্থূল প্রত্যক্ষ ব্যতীত প্রমাণান্তর নাই, অবিদ্যাবশতঃ মানুষের এইরূপ উপলব্ধি হইলেও, অজ্ঞাননিবন্ধন মানুষ তাহার চিন্ময়, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বব্যাপক আত্মাকে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া বুঝিলেও অমৃত, অন্তর্যামী বস্তুতঃ মরেন না। তাঁহার স্বভাবকে ত্যাগ করেন না, পূর্ণ, অপাপবিদ্ধ, অপরিচ্ছিন্ন আত্মা, পরমার্থতঃ অপূর্ণ হ'ননা, বস্তুতঃ মলিন হননা, স্বভাবতঃ পরিচ্ছিন্ন হন না। মানুষ এই নিমিত্ত (অন্তর্যামী আত্মার প্রেরণায়) আত্মনিন্দা শুনিতে ভাল বাসেনা, আত্মনিন্দা শুনিলে বাধা অনুভব করে। মায়া পরিচ্ছিন্ন হইলেও, উপাধিমালিন্যবশতঃ মানুষের আত্মজ্ঞান মলিনীভূত হইলেও, সে আত্মার স্বরূপ একেবারে ভুলিতে পারে না, মায়াপরিচ্ছিন্ন হইলেও,আমি পূর্ণ, আমি বিমল, আমি নিন্দনীয় নহি, নিন্দিত হইলেই মানুষের এইভাব জাগিয়া

উঠে। সাধারণের যে, প্রশংসা ভাল লাগে, তাহার কারণ হইতেছে, আত্মা বস্তুতঃ প্রশংনীয়। বিশুদ্ধ নির্দোষ আত্মার প্রশংসা বা স্বরূপবর্ণনে দোষ প্রদর্শন হইতে পারেনা। মায়াপরিছিন্ন আত্মার প্রকৃষ্ট শংসনে দোষ ও গুণ এই উভয়েরই বর্ণন করিতে হয়।

চিঃনন্দ—অপূর্ব্ব বা মায়াপরিছিন্ন পদার্থের প্রশংসা—স্বরূপ কথন, অপূর্ণ মায়াপরিছিন্ন পদার্থ বিষয়ক সত্যভাষণ যে, দোষ ও গুণ এই উভয়ের বর্ণনাত্মক হওয়া উচিত তাহা বুঝিতে পারিয়াছি, মানুষ কেন আত্মপ্রশংসা শুনিতে ভাল-বাসে, তাহাও উপলব্ধ হইয়াছে। আপনার মানবতত্ত্ব পাঠপূর্ব্বক অবগত হইয়াছি, আমার সমান কেহ নাই, এইরূপ মননের—এবম্প্রকার জ্ঞানের নাম 'মান'। অমরকোষে 'গর্ব্ব' 'অহঙ্কার' 'অভিমান' 'চিত্তসমুন্নতি এই পাঁচটী শব্দ সমানার্থকরূপে ধৃত হইয়াছে। প্রকৃতির পরিচ্ছদের ভিন্নতানুসারে অহংকারের ভেদ হইয়া থাকে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের ভাগবৈষম্যই প্রকৃতির পরিচ্ছেদের ভিন্নতার প্রতি কারণ। জড়েরও 'অহং' আছে, প্রত্যেক পরিচ্ছিন্ন পদার্থের আপেক্ষিক সাম্যাবস্থাই তাহাদের অহং। সাংখ্যদর্শন বলিয়াছেন, তামস অহংকার হইতে ভূত ও ভৌতিক পদার্থ সমুহের উৎপত্তি হইয়াছে। শ্রুতি এবং যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ প্রভৃতিতেও ত্রিবিধ অহংকারের কথা আছে। মহোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, আমি অখিল বিশ্ব, আমার সমান দ্বিতীয় বস্তু নাই, এই প্রকার যে সংবিৎ—যে জ্ঞান, তাহা প্রথমা অহংকৃতি,'। আমি সর্ব্বপদার্থ হইতে ব্যতিরিক্ত, আমি সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম কেশাগ্র হইতেও সূক্ষ্মতর এতদৃশী সংবিৎ দ্বিতীয়া 'অহংকৃতি,' এবং যে অহং কৃতিবশতঃ পাণিপাদাদিমাত্রকে অহং (আমি) বলিয়া নিশ্চয় হয়, তাহা তৃতীয় প্রকার অহংকৃতি।' শ্রুতি প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার অহংকৃতিকে শুভা বলিয়াছেন, জীবন্মুক্ত পুরুষেরও এই দ্বিবিধ অহংকার বিদ্যমান থাকে, ইহারা অলৌকিকী অহংকৃত। তৃতীয়প্রকার অহংকৃতি লৌকিকী, ইহাই দুঃখদায়িনী, সুতরাং ইহা যত্নতঃ পরিত্যজ্যা। যাহার অহংজ্ঞান প্রসারিত হইয়াছে, যিনি আপনাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আপনাতে দেখিয়া থাকেন, অথবা দেখিতে অভিলাষী, তিনিও 'আমার সমান দ্বিতীয় না থাকুক'? এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন, যিনি সর্ব্বপদার্থ ব্যতিরিক্ত আপনাকে অণুতর বলিয়া মনে করেন, বা করিতে ইচ্ছুক, যিনি আপনাকে তৃণ হইতেও সুনীচ মনে করিতে, বৃক্ষবৎ সহিষ্ণু হইতে, নিরভিমান হইয়া অন্যকে সম্মান দিতে অভিলাষী, তিনিও আমার সমান না থাকুক, এই

প্রকার আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। যে আত্মার স্বীয়দেহাদি ব্যতিরিক্ত অস্তিত্ব সহ্য করিতে পারেনা, যে 'আমি' বলিতে স্বীয় দেহাদি ব্যতিরিক্ত অন্য কিছু বুঝেনা, সে ব্যক্তিও আমার সমান কেহ না থাকুক, এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। যাহারা স্বীয় দেহব্যতিরিক্ত অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব সহ্য করিতে পারে না, যাহারা 'আমি' বলিতে নিজ দেহাদিকেই বুঝিয়া থাকে, 'আমার সমান কেহ না থাকুক' তাহাদের যে এই এইরূপ আকাঙ্ক্ষা, তাহাই গরলমুখী, তাহাই নিকৃষ্ট মনোবৃত্তিসমূহের প্রসবিত্রী, তাহাই প্রেম প্রবাহের সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিরূপ প্রকৃত আত্মবোধের প্রতিবন্ধিকা। পরিচ্ছেদের ঘনত্বহেতু অহংকারের সংকীর্ণতা হইয়া থাকে। তমোগুণের আধিক্যই পরিচ্ছেদের ঘনত্ববৃদ্ধিহেতু। অহং বা আত্মা এক ভিন্ন দুই নহে। মায়া বা প্রাকৃতির পরিচ্ছিন্ন অনন্ত প্রদেশ সমূহে প্রতিবিম্বিত এক অহং অনন্তরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। স্বভাবের কদাচ অপায় হয় না। 'আমার সমান দ্বিতীয় নাই' এই জ্ঞানই জীবের অবিকৃত বা স্বাভাবিক জ্ঞান। জড়, উদ্ভিদ, সংকীর্ণচেতন, বিশিষ্টচেতন, সকলেই এই স্বাভাবিক জ্ঞানের প্রেরণায় আমার সমান বা দ্বিতীয় না থাকুক এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। এ আকাঙ্ক্ষা বিশুদ্ধ, সন্দেহ নাই, তবে, উপাধির মালিন্য ও বিশুদ্ধি অনুসারে ইহা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ফল প্রসব করে। 'আমার সমান বা দ্বিতীয় না থাকুক' এইরূপ আকাঙ্ক্ষার, আমার এই দেহাদি-পরিচ্ছিন্ন অহং পদার্থের সমান দ্বিতীয় দেহ না থাকুক, ইহা বিশুদ্ধ বা প্রকৃত রূপ নহে। প্রতিভাভেদে এক উপদেশ পৃথক পৃথক ভাবে গৃহীত হইয়া থাকে। আমি অদ্বিতীয়, আমার সমান কেহ নাই, অথৈওকরস পরমাত্মার এই উপদেশ ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গৃহীত হয়। প্রাকৃতিক পদার্থ মাত্রেই স্ব স্ব আপেক্ষিক সাম্যাবস্থাতে স্থিরভাবে অবস্থান করিতে চায়, কোন প্রাকৃতিক পদার্থ স্বীয় আপেক্ষিক সাম্যাবস্থার প্রচ্যুতি (Disturbance of equilibrium) অবাধে সহ্য করিতে পারে না। যাহার অহংবোধ যে পরিমাণে ব্যাপক, তাঁহার প্রতিযোগী, তাঁহার বিরোধী, তাঁহার পর, সেই পরিমাণে অল্প। যিনি সর্ব্ব-ভূতকে আত্মাতে এবং আপনাকে সর্ব্বভূতে দর্শন করেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না, তাঁহার কাহারও প্রতি দ্বেষ হয় না, তাঁহার মানাপমান, স্তুতিও নিন্দা সমানরূপে উপলব্ধ হইয়া থাকে। আপনি বহুপূর্ব্বে মানবতত্ত্বে যাহা বলিয়াছেন, এখন যে, তাহাই বলিলেন, আমি তাহা বুঝিতে পারিয়া বিশেষতঃ আনন্দিত ও আপ্যায়িত হইলাম। মানুষ অন্যের নিন্দা করিয়া কেন সুখী হয়,

তাহা এখন স্পষ্টভাবে অনুভব করিতে পারিতেছি, কে, কি নিমিত্ত মাৎসর্য্য-বিহীন হইতে পারেন, অপরের গুণ বর্ণন শ্রবণপূর্ব্বক আনন্দিত হইয়া থাকেন, তাহা এখন বিশদভাবে উপলব্ধি হইতেছে। প্রশংসা ও নিন্দা বা দোষবর্ণন, এই উভয়েরই যে কার্য্যকারিতা আছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।

বক্তা—এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই, শাস্ত্রের প্রত্যেক উপদেশ যে, কিরূপ হিতকর, তোমরা ক্রমশঃ তাহা বুঝিতে পারিবে। শাস্ত্রের শাসন, উপসন্ন বা প্রপন্ন না হইলে, কাহাকেও কোন বিষয়ের উপদেশ দিও না। আপাত দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে বা বহু ব্যক্তির হইয়া থাকে, এই শাস্ত্রোপদেশ সংকীর্ণতাদোষযুক্ত, ইহা অনুদারহৃদয়ের কথা। নিবিষ্টচিত্তে সাধুভাবে বিচার করিলে, প্রতীতি হয়, ইহা হিতকর শাসন। যে ব্যক্তি আত্মার প্রকৃত কল্যাণ চাহেনা, যদি তুমি তাহার উপকার করিবার জন্য তাহার বিদ্যমান দোষ দেখাইয়া দাও, তাহা হইলে, সে কি, তোমার এইরূপ ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইবে? সে কি তোমার উপদেশ শুনিয়া নিজ দোষ প্রক্ষালনের চেষ্টা করিবে? এই নিমিত্ত 'প্রশংসা' শব্দের দোষ প্রদর্শনও যে অর্থান্তর, লোকে সাধারণতঃ তাহা বুঝিতে পারে না। সন্ন্যাসী পূর্ব্ব নাম ত্যাগ করেন কেন? তাহা বোধ হয়, তোমরা জান না। তাহা জানা আবশ্যক। তোমাদের ইহাও জানা নাই যে, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে ব্রাহ্মণের জন্মকালে মাতা-পিতা কর্ত্তৃক রক্ষিত দেবদত্ত-যজ্ঞদত্তাদি এবং দীক্ষিত হইবার পরে উপাধ্যায় বা গুরু হইতে প্রাপ্ত এই দ্বিবিধ নামের কথা আছে, ব্রাহ্মণের দুইটি নাম বেদ সম্মত। যাহা জান না, যাহা জানা উচিত, তোমাদের উপকারার্থ আমাকে তাহা বলিতেই হইবে। রমা জিজ্ঞাসা করিয়াছে, আমাকে 'ভার্গব শিবরামকিঙ্কর' এই নাম কে দিয়াছেন? ইহা কি আমার পিতৃদত্ত নাম! তুমিও বোধ হয় ইহা জানিতে অভিলাষী? অতএব আমি তোমাদিগকে "সন্ন্যাসী পূর্ব্বনাম ত্যাগ করেন কেন", ব্রাহ্মণের দুইটী নাম বেদ সম্মত, ব্রাহ্মণের যে দুই নাম হইয়া থাকে, তাহার কারণ কি, 'ভার্গব শিবরামকিঙ্কর' এই নামের অর্থ কি, এতৎসম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিতেছি; তোমরা সাবধান হইয়া শ্রবণ কর।

স্থূল দেহের দার্শনিক চিকিৎসা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমরা রোগীর আমিষ খাদ্য সম্বন্ধে চর্চ্চা হইতে বিরত রহিলাম, কারণ ঋষিগণ উহার প্রশংসা করেন নাই। এদিকে তিথি নক্ষত্রের শক্তি যেমন মানবদেহে কার্য্য করে সেই প্রকার বৃক্ষলতাদির দেহেও কার্য্য করে। একই বৃক্ষের পাতা, একই বৃক্ষের ফল ভিন্ন ভিন্ন তিথি নক্ষত্রে ভিন্ন ভিন্ন ফল দান করে। যেমন একাদশী তিথিতে শিম, দ্বাদশীতে পূতিকা, ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকু, চতুর্দ্দশীতে মাষকলাই, প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড, দ্বিতীয়ায় বৃহতী, তৃতীয়ায় পটোল, চতুর্থীতে মূলা, পঞ্চমীতে শ্রীফল, ষষ্টীতে নিম্ব, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে নারিকেল' দশমীতে কলম্বী মানব ভক্ষণ করিলে অপকার হয়, কিন্তু অপরাপর তিথিতে ভক্ষণ করিলে উপকার হয়। আবাব অনেক দ্রব্য আছে যাহা সকল তিথিতে সকল সময়ে সকল প্রকৃতির দেহে সমভাবে উপকার করে। যেমন বৃষ্টির জল, দুগ্ধ, তক্র (১) মসুর ডাল (২) তিল (৩) নিম্বক (৪) লাজ (৫) ইত্যাদি। ঔদ্ভিদ বৃক্ষলতাদি বা ফল শস্য যেমন বিশেষ বিশেষ তিথিতে সেবন উপকারক সেইমত পার্থিব দ্রব্যান্তর্গত হীরক, প্রবাল, মুক্তা, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, ইত্যাদি দ্রব্য গ্রহ-ব্যাধিতে দেহে ধারণ করিলে বিপক্ষ গ্রহগণের শান্তি হয় ও রোগীর বিশেষ বিশেষ রোগ প্রশমিত হয়। জাঙ্গম দ্রব্য সমূহ সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম প্রযুজ্য। তবে কথিত আছে বিশেষ বিশেষ নক্ষত্রে রোগ আক্রমণ করিলে

---

(১) জল, দুগ্ধ, তক্রঃ—"দিনান্তে চ পিবেৎ দুগ্ধং নিশান্তেচ পিবেৎ পয়ঃ।
ভোজনান্তে পিবেৎ তক্রং কিং বৈদস্য প্রয়োজনং॥

(২) মসুর ডালঃ—"মসুরো মধুরঃ পাকে সংগ্রাহী শীতলো লঘুঃ।
কফ পিত্তাস্রজিৎ রুক্ষো বাতলো জ্বর নাশনঃ॥"

(৩) তিলঃ— —"তিলোরসে কটুস্তিক্তো মধুরস্তুবরোগুরুঃ।
বিপাকে কটুকস্বাদুঃ স্নিগ্ধোষ্ণঃ কফ পিত্তনুৎ॥
বল্যাঃ কেশ্যো হিমস্পর্শ ত্বচ্যঃ স্তন্যো ব্রণেহিতঃ।
দন্ত্যোঽল্প মূত্রকৃদ্ গ্রাহী বাতঘ্নোঽগ্নি মতিপ্রদঃ॥"

নিয়মিত দিন মধ্যে রোগীকে সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করান ভিষকগণের পক্ষে একটি বিষম সমস্যা। যথা অশ্বিনী নক্ষত্রে রোগ প্রথম আক্রমণ করিলে ভিষকের কোন চিন্তার কারণ থাকে না, কারণ উহা প্রায় একদিবস ব্যাপী রোগ, কিন্তু উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে রোগ প্রথম আক্রমণ করিলে ঐ রোগ ১৫ দিবসের মধ্যে আরোগ্য হওয়া কঠিন। শস্ত্রাঘাত, অগ্নিদাহ, উচ্চস্থপতন বা অখাদ্য ভোজন জনিত বিসূচিকা প্রভৃতি আগন্তুক রোগ সকল প্রায় অধিকাংশ বিরুদ্ধ গ্রহ নক্ষত্র জনিত। তাহাদের প্রতিকারের জন্য ঔষধ প্রয়োগ ও শান্তি স্বস্ত্যয়ন উভয়ই আবশ্যক। শান্তি স্বস্ত্যয়ন আদি দৈব ক্রিয়ার দ্বারাও পিত্ত, বায়ু কফ এই তিনটিকে সাম্যাবস্থায় আনা যায়।

আমরা উপরে চরকসংহিতার সূত্রস্থানের প্রথম অধ্যায় হইতে একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছি যে অগ্নিবেশ মুনির মতানুসারে যে সকল রোগ ঔষধ দ্বারা নিবারিত হইতে পারে, দেশ, কাল, পাত্র ও রুচি বুঝিয়া সেই সকল রোগী যদি রোগের কারণের বিপরীত গুণশালী ঔষধ প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলে ঐ সকল রোগ যদি সাধ্য রোগ হয় তাহা হইলে উহা নিবৃত্তি পায় বা রোগীর দেহের দূষিত বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মাকে সাম্যাবস্থায় আনা যায়। ভগবান অগ্নিবেশ, পুনর্ব্বসু প্রভৃতির আবির্ভাবের বহুযুগ পরে সুদূর য়ুরোপ খণ্ডের মনিষীগণ পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের সহিত সমস্বরে রোগ নিবৃত্তির বা দূষিত পিত্ত, বায়ু কফকে সাম্যাবস্থায় আনিবার উপায় স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মূল-মন্ত্র এই :—Contraria Contrariis Curantur, অর্থাৎ রোগের বিপরীত

---

(৪) নিম্বুকং নেবু ——নিম্বুকং কৃমি সমূহ নাশনং তীক্ষ্ণমম্লমুদরগ্রহাপহং।
বাতপিত্ত কফশূলিনে হিতং কষ্টনষ্টরুচি রোচনং পরং॥
ত্রিদোষ বহ্নিক্ষয় বাতরোগ নিপীড়িতানাং বিষ-বিহ্বলানাম্
মন্দানলে বদ্ধগুদে প্রদেয়ং বিসূচিকায়াং মুনয়ো বদন্তি॥"

(৫) লাজাঃ (খই) :—"লাজাঃ সুমধুরাঃ শীতা লঘবো দীপনাশ্চতে।
স্বল্পমূত্রমলা রুক্ষা বল্যাঃ পিত্তকফচ্ছিদঃ।
ছর্দ্দ্যাতি সারদাহাস্র মেহমেদতৃষাপহাঃ॥"

গুণাবলম্বী ঔষধ প্রয়োগই রোগ নিবৃত্তির উপায়। এখনও ঐ নিয়মানুসারে য়ুরোপীয় চিকিৎসকগণ চিকিৎসা করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানব দেহে কি কারণে বিশেষ প্রকার ব্যধি জন্মে তাহার কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে নির্দ্ধারিত হইলেও (অস্ত্রাঘাত প্রভৃতি আগন্তুক রোগে) অনেক স্থলে উহা নির্দ্ধারিত হয় না। সুতরাং রোগের মূলীভূত বিপরীত কারণের বিপরীত গুণশালী ঔষধ প্রয়েগ করিলেও রোগ—সম্যকরূপে উপশম হয় না। রোগের কারণ যথার্থরূপে স্থির করা একটি বিষম সমস্যা। আবার ইহাও দৃষ্ট হইয়াছে যে ক্ষেত্র বিশেষে অর্থাৎ যে স্থলে একটি ইন্দ্রিয় দূষিত হইয়াছে, সেই স্থলে রোগের প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ হওয়ার পরে, এবং রোগমূলক দ্রব্যের বিপরীত গুণশালী ঔষধ প্রয়োগের পরে রোগ কিঞ্চিৎ পরিমাণে উপশমিত হয়, কিন্তু রোগের কিয়দংশ থাকিয়া যায়। কারণ এমন অনেক ব্যধি আছে (typhus, phenumonia) যাহার দ্বারা দেহস্থিত বহু ইন্দ্রিয় দূষিত হয়। এইসকল কারণে কোনও কোনও শ্রেণীর য়ুরোপীয় চিকিৎসকগণের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অর্থাৎ Contraria Coutrariis Curantur ইহা সর্ব্বসম্মত অভ্রান্ত নিয়ম বলিয়া কিয়দ্দিবস হইতে স্বীকৃত হইতেছে না।

১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে যে সময়ে য়ুরোপে অনেক প্রতিভাশালী মানব সকল জন্মগ্রহণ করেন, যে সময়ে সপ্তবর্ষব্যাপী ভীষণ সমরে সমগ্র য়ুরোপ ক্ষিপ্ত প্রায় হয়, যে সময়ে ফ্রান্সের ভাগ্যহীন সম্রাট ষষ্টদশ লুইস শিরচ্ছেদন যন্ত্রের অধিরোহণীতে প্রাণ বিসর্জ্জনার্থে আরোহণ করেন, সেই সময়ে জার্ম্মানি দেশান্তর্গত স্যাকসনি প্রদেশে সামান্য গৃহস্থের ভবনে ঋষিতুল্য হানিমান জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবাবস্থা হইতে ঐ মহাত্মা মিইসিন (Meissen) নামক বৃক্ষলতাদিতে পরিপূর্ণ পার্ব্বত্য প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন এবং কোন্ অভ্রান্ত উপায়ে মানবের রোগ শান্তি হইতে পারে সেই চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি আপন সুস্থদেহে বৃক্ষলতা প্রভৃতি নানা দ্রব্য প্রয়োগের দ্বারা পরীক্ষা আরম্ভ করেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী।
৭৭।১ হরিঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সমালোচনা

সরল ধর্ম্মতত্ত্ব। এই গ্রন্থ খানির পরিচয় প্রসঙ্গে ইহার কিঞ্চিৎ ইতিহাস বিবৃত করা আবশ্যক। বিগত ২৫ বৎসর কাল যাবৎ ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্ হইতে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্র উৎসব প্রকাশিত হইতেছে। ঐস্থানে প্রতি শনিবার অপরাহ্নে ধর্ম্মপিপাসুগণ সমবেত হইয়া ধর্ম্মালোচনা করিয়া থাকেন। শ্রীগীতার দুই একটী শ্লোক আবৃত্তি করা হইলে, উৎসবের সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ তর্কতীর্থ প্রমুখ মনীষিগণ শ্লোক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সনাতন ধর্ম্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা এবং নিত্য চিন্তনীয় ও করণীয় কার্য্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীমৎ যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বি, এ মহাশয় বহু আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক উৎসব সৎসঙ্গে আলোচিত বিষয় গুলির সারাংশ লিপিবদ্ধ করিয়া আসিতেছেন। সৌভাগ্যবশতঃ শ্রীমৎ নিখিল নাথ রায় চৌধুরী এম, এ, মহাশয় স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া উহা ধারাবাহিক রূপে পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাহারই সাধু চেষ্টার ফলে যে সকল অমৃতময় উপদেশ একদিন 'কাণের ভিতর দিয়া মর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিল,এবং কর্ম্ম বিমুখ জীবনকে কর্ম্ম পরায়ণ করিয়া ছিল তাহাই আবার পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে এবং হইবে।

উৎসবের সহৃদয় পাঠক পাঠিকাদিগের নিকট এই গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। বহু মহাপ্রাণ ব্যক্তি উৎসব সঙ্গে যোগদান করতঃ কৃত কৃতার্থতা প্রকাশ করিয়াছেন এবং কেহ কেহ উৎসব সৎসঙ্গে উপস্থিত হইতে অপারগ বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। "ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা।" সজ্জন সঙ্গ লাভ বহু সৌভাগ্য সাপেক্ষ। সৎসঙ্গে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলেও যে কেহ এই গ্রন্থ পাঠে সৎসঙ্গে আলোচিত তথ্যগুলি অবগত হইতে পারিবেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করিতেছি।

এই গ্রন্থের মূল্য ৸৹ বার আনা এবং প্রাপ্তি স্থান ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট উৎসব আফিস এবং প্রকাশক ১৭।২ কালিঘাট রোড কলিকাতা।

শ্রীগুরুদাস।

ভগবন্! আমার যাহা আছে বলিতেছি সমস্তই তোমার। আমার যাহা কিছু শক্তি আছে সব তোমার। নমোনমঃ—আমার কিছুই নাই। যাহা আছে তাও তোমাকে দিতেছি। এই ভাবনা দ্বারা সমস্ত ভগবানে অর্পণ কর এবং বল, প্রাণ মন দেহ সমস্ত তোমাকে দিলাম। কিন্তু কর্ম্ম করিব কিরূপে? যাহাতে তোমার আজ্ঞা পালন করিতে পারি সেইরূপ কিছু তুমি আমাকে দাও। অথবা তুমি কৃপা করিয়া আমার মধ্যে তোমার আজ্ঞা পালন করাইয়া লও। এইরূপ ভাবনা দ্বারা কর্ম্ম করিলে নিষ্কাম কর্ম্ম হয়। যে যেরূপে পারে—ভগবানকে ভাবিয়া ভাবিয়া তাঁহার হইয়া তাঁহাকে ভালবাসিয়া কর্ম্ম করুক—আমি করিতেছি এই অহঙ্কার যেন না থাকে—অন্ততঃ তোমার দান—তুমি আমাকে দিয়া করাইয়া লও এই ভাবনা কর্ম্মারম্ভে করিয়া কর্ম্ম করা উচিত। ভগবানের ধ্যান করিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিয়া, দান প্রতিগ্রহ করিয়া কর্ম্ম করিতে করিতে যখন ব্যাকুল হৃদয় ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার চরণ স্পর্শ করে, অথবা তিনি করুণা নয়নে যেন আমার দিকে চাহিয়া উৎসাহ দিতেছেন—এইভাবে ক্ষণকালের জন্যও চিত্ত তাঁহাতে যদি স্থির হয় তবে নিষ্কাম কর্ম্মের এই লাভই মহালাভ—এই জন্য বলা হইয়াছে "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" কর্ম্মারম্ভে যদি এই হয় এবং কর্ম্ম করিতে করিতে যদি ইহা হয় তবে কি হয় তাহা আপনিই অনুভব কর। আদরিণী স্ত্রী স্বামীকে দেখিয়া দেখিয়া যদি গৃহকর্ম্ম করে—অনুপস্থিতিতেও ভাবিয়া ভাবিয়া যদি কর্ম্ম করে তবে কর্ম্ম হয় অবুদ্ধি পূর্ব্বক আর প্রিয়ের ভাবনাতেই হৃদয় ভরিত হইয়া থাকে।

অর্জ্জুন—নিষ্কাম কর্ম্মযোগ যে সংসার সাগর পার হইবার জন্য অত্যন্ত আবশ্যক—ইহাই যে ভিত্তি তাহা বেশ করিয়া বুঝিতেছি। কিন্তু বিষয়ের মধ্যে ত সর্ব্বদা থাকিতে হইতেছে অথচ বিষয়ে ভাললাগা মন্দলাগা থাকিবে না ইহা ত অত্যন্ত কঠিন। এ ক্ষেত্রে করিব কি?

ভগবান্—ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃই বিষয় লোলুপ সত্য—এই জন্য তাহাদিগকে বিষয় হইতে ফিরাইয়া রাখাও কঠিন সত্য—তথাপি ইহা

করা অসম্ভব নহে। প্রথমে আমাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ভাবনা করিতে থাক, রূপে গুণে আমা অপেক্ষা কেহ শ্রেষ্ঠ নাই এবং আমার গুণ ও কর্ম্ম জীবের অপরাধ ক্ষমা করিয়া জীবকে আশ্রয় দিবার জন্য—বিশেষ করিয়া গুরুমুখে ও শাস্ত্রমুখে শ্রবণ কর—সকল সময়ে ইহার মনন কর। এই ভাবনা দৃঢ়ভাবে প্রত্যহ কর—সব হইবে।

অর্জ্জুন—কর্ম্ম সকলকে নিষ্কাম ভাবে করিতে হইলে বহুপ্রকার ভাবনার কথাই বলিতেছ; কিন্তু এই দান ও প্রতিগ্রহ ভাবনার কথাই সকল মানুষের প্রত্যহ অভ্যাস করিবার সহজ উপায় বলিয়া মনে হইতেছে।

ভগবান্—ইহাতে কর্ম্মে বসিবার পূর্ব্বে নিত্য কোন্ ভাবনা করিতে হইবে তাহা ত ভাল করিয়া ধরিয়াছ ?

অর্জ্জুন—একরূপ বুঝিয়াছি কিন্তু তুমি আর একবার ইহা বলিয়া দাও। তুমিই আমার আত্মার প্রকট মূর্ত্তি—তুমিই আমার ইষ্ট দেবতা তুমিই মন্ত্রমূর্ত্তি এবং তুমিই আমার গুরু। তুমি ভিন্ন আমার উদ্ধার কর্ত্তা আর কে ? তুমি ভিন্ন আমার আর কে আছে ?

ভগবান্—আচ্ছা শ্রবণ কর আর নিজ কল্যাণপ্রার্থী নর নারীর কাছে ইহা প্রচার কর।

অর্জ্জুন—তাহাই করিব—তুমি বল।

ভগবান্—দান প্রতিগ্রহের কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। কৌষিতকী উপনিষদে পাইবে—মৃত্যুকালে পিতা পুত্রের হস্ত আপন হস্তের উপর রাখিয়া পুত্রকে বলেন, পুত্র ! আমি মরিতেছি কিন্তু তুমি আমার নির্য্যাস। আমি স্বরূপে চিরদিন থাকিব সত্য কিন্তু আমার এই চক্ষু আর আমার প্রিয়তমকে দেখিবে না, এই কর্ণ আর আমার ঈপ্সিততমের কথা শুনিবে না, এই হস্ত আর পূজার দ্রব্য সংগ্রহ করিবে না, এই চরণ আর তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া আনন্দ পাইবে না, আমার ধন আর তাঁহার জন্য ব্যয়িত হইবে না। কিন্তু আমার এই সমস্ত ফুরাইল কি ? না ফুরাইল না। আমার চক্ষু তোমার ঐ চক্ষু দ্বারা দর্শন করিবে, আমার কর্ণ তোমার কর্ণ দ্বারা শুনিবে। আমার হস্ত, আমার চরণ, আমার

সমস্ত, তোমার হস্ত চরণ ইত্যাদিতে রহিল। তুমি ইহাদের সৎব্যবহার করিও। তুমি ভগবৎ আরাধনায় ইহাদের নিত্য ব্যবহার করিও। দেখিও যেন বিষয়ের দিকে ইহাদের ব্যবহার করিয়া ভগবানকে হারাইও না। শ্রুতির এই সংযমের অভ্যাসে মৎকথিত নিষ্কাম কর্ম্মের নিত্য অভ্যাসের সকল কার্য্যই পাইবে। কিরূপে? মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

সন্ধ্যা-বন্দনাদিই বল, জপই বল, বা লৌকিক সৎকর্ম্মই বল কর্ম্মারম্ভেই ভাবনা কর—দয়াময়! আমি তোমার নিকটে বসিয়াছি তোমার উপাসনা করিতে আসিয়াছি। তোমাকে এই স্থূল চ'ক্ষে সম্মুখে দেখিতে না পাইলেও বিশ্বাস করি তুমি সর্ব্বত্র আছ—তুমি এইখানে—এই আমার সম্মুখেও আছ। এখন প্রথমেই আমি আমার যাহা কিছু আছে—আমার চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় সকল,আমার বাক্য, আমার মন, আমার সমস্ত কর্ম্মশক্তি, যে সমস্ত আমি আমার বলিয়া এতদিন অহং অহং মম মম করিয়া অহংকার বিমূঢ়াত্মা হইয়া বড় ক্লেশ পাইয়াছি,দত্তাপহারী হইয়া তোমাকে ভুলিয়া কত পাপ করিয়া ফেলিয়াছি, —এই সমস্তই তোমার—আমি তোমার বস্তু তোমাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি। এই চক্ষু তোমার, এই কর্ণ তোমার, এই বাক্ তোমার, আমার সমস্তই তোমাকে দিতেছি। করুণা বরুণালয় তুমি—তুমি এই সমস্ত গ্রহণ কর। কিন্তু আমাকে ত জীবিতকাল পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতে হইবে—এইক্ষণেই তোমার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে—এক্ষণেইত সন্ধ্যা বন্দনা করিতে হইবে, ধ্যান করিতে হইবে, জপ করিতে হইবে, স্বাধ্যায় করিতে হইবে, আত্ম বিচার করিতে হইবে। দান করিয়াও এইজন্য আমাকে তোমার নিকটে প্রতিগ্রহ করিতে হইতেছে। এখন আমার চক্ষু কর্ণ হস্ত চরণ বাক্ মন এ সমস্ত আর আমার নহে, তোমার বস্তু লইয়া আমি বৈদিক ও লৌকিক কর্ম্ম করিতে যাইতেছি। ফলে তুমিই অর্থাৎ তোমার চক্ষু কর্ণ বাক্ মন প্রভৃতি সমস্ত শক্তিই আমার আত্মাতে বসিয়া পরমাত্মা আত্মাকে ক্রোড়ীভূত করিয়া কার্য্য করাইয়া লইতেছেন। ইহাই ত ব্রহ্মভাবে আপনাকে ভাবিত করিয়া গায়ত্রীর

উপাসনা করা। আহা! কত সুন্দর ইহা—পুরুষ হইয়া আদরিণী প্রকৃতিতে উপাসনা করা, আবার কখন প্রকৃতি হইয়া পুরুষের উপাসনা করা। ইহাই আবার "শিবোভূত্বা শিবাং যজেৎ" ইহাই "অবিষ্ণুঃ পূজয়েদ্বিষ্ণুং ন পূজা ফলভাগ্ ভবেৎ" ইহার তাৎপর্য্য, ইহাই হরি হইয়া হরি ভজা"র অভিপ্রায়। এই ভাবে ভগবানকে সব দান করিয়া আবার তাঁহার নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করার ভাবনা করিয়া কর্ম্ম করা—ইহাই নিষ্কাম কর্ম্মের আরম্ভে ভাবনা। এই ভাবনাতে "যজমানঃ পলায়িতঃ" অহং যজমান—আর থাকিতে পারিবে না—পলায়ন করিবে, থাকিব আমিই। আমিই তোমার সমস্ত কর্ম্ম নিষ্পত্তি করিয়া দিব। আমাকে ভালবাসিয়া—আমার জন্যই তুমি কর্ম্ম কর, কর্ম্মারম্ভে, কর্ম্ম করিতে করিতে, কর্ম্মশেষেও আর আমাকে ভুল হইবে না। বুঝিলে নিষ্কাম কর্ম্মে তুমি সর্ব্বদা আমাকে লইয়াই থাকিবে কিরূপে? এইরূপ নিত্য অভ্যাস কর, করিতে করিতে বিষয়ে আর রাগ দ্বেষ থাকিবে না—অর্থাৎ বিষয়ে আর ভাললাগা মন্দলাগা থাকিবে না—ইন্দ্রিয় বিষয়ে বিচরণ করিলেও তুমি বিষয় লইয়া থাকিবে না—আমাকেই লইয়া থাকিবে, তোমার ইন্দ্রিয় সকল আমার দিকে ফিরিল বলিয়া তাহারা আমার বশে থাকিয়াই কার্য্য করিবে অর্থাৎ আমি তাহাদের পরিচালনা করিব, তোমার মন আমার বশেই থাকিবে—ইহা হইলেই তুমি "প্রসাদমধিগচ্ছতি" আমার প্রসাদ অনুভব করিয়া—আমার মুখ্য দেহ যে তোমার চিত্ত সেই চিত্ত প্রসাদ লাভ করিবে। (৬৪)

অর্জ্জুন—আহা! এমন উপদেশ ধরিয়াও মানুষ চলে না—কি দুর্ভাগ্য বিষয়-ভোগ-লোলুপ মানুষের?

ভগবান্—রাগ দ্বেষ বা ভাললাগা মন্দলাগা লইয়া বিষয়ে বিচরণ করিলেই ত সর্ব্বনাশ হইয়া যায়। মানুষের দোষ কি? বিষয় লইয়া থাকাই যে মানুষের স্বভাব হইয়া গিয়াছে। আমাকে লইয়া থাকিবার সাধনা মানুষ করুক, মানুষ আবার আমারই হইয়া যাইবে।

অর্জ্জুন—আহা! তুমি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, তুমি করুণাময়। তুমি

ক্ষমাসার, তুমি পতিত পাবন, তুমি সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজ করিতেছ, তুমিই সব, তুমিই সব ইহা না ভুলিলেই মানুষের সব হইয়া যায়।

ভগবান্—রাগ দ্বেষ বা বিষয় ভাললাগা মন্দলাগা ইহা ছাড়িবার কৌশলই ত ইহা! তোমার কি আছে অর্জ্জুন? কোন্ মানুষেরই বা আপনার কি আছে? শুধু মানুষের কেন—পরিদৃশ্যমান্ এই জগতে যাহা দেখিতেছ তাহাতে একমাত্র সত্য স্বরূপ আমি ভিন্ন আর কিই বা আছে? সকল গুণ, সকল সৌন্দর্য্য, এবং সকল মাধুর্য্য, আর কাহাতে আছে অর্জ্জুন?

অর্জ্জুন—কতই যে প্রণাম করিতে ইচ্ছা হইতেছে—কত প্রণামই করিতেছি। এমন মধুময় অমৃতময় উপদেশ তুমি ভিন্ন আর কে দিতে পারে? জীবের উপরে তোমার দয়ার ত অন্ত নাই। সত্যই ত রাগ দ্বেষ বিমুক্ত না হইয়া যে ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয়ে ছাড়িয়া দেয়, সেই ত তোমায় হারাইয়া ঘোরতর নরকে পুনঃপুনঃ উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইবেই।

ভগবান্—তাই বলিতেছি প্রথমেই ভাললাগা মন্দলাগা ছাড়ার সাধনা কর। রাগ দ্বেষ হইতে বিমুক্ত হইবে কিরূপে তাহা কি বিশেষভাবে কখন ভাবনা করিয়াছ? চিত্তশুদ্ধি না হইলে যেমন আমাকে ভালবাসা যায় না, আমাকে ভাল না বাসিলে—একমাত্র আমাকেই ভাল না বাসিলে, যেমন আমাকে জানা যায় না, আমার জ্ঞান লাভ হয় না, ভক্তি না হইলে কোটিকল্প শাস্ত্রগর্ত্তে বিলুণ্ঠিত হইলেও যেমন স্বরূপের জ্ঞান লাভ হয় না, সেইরূপ বিষয়ে ভাললাগা মন্দলাগা থাকিয়া গেলে—আমি ভিন্ন আর যা কিছু তাহার কোনটায় রাগ কোনটায় দ্বেষ যতদিন রহিয়াছে ততদিন তোমার কোন প্রকারেই আমার উপর ভালবাসা জন্মিবে না—এই অবস্থায় বিষয়ে বিচরণ করিতে গেলেই রূপরসাদি বিষয় তোমাকে আমি ভুলাইয়া দিবেই, দিয়া তোমাকে আমা-বঞ্চিত করিয়া অশেষ যন্ত্রণা দিবেই।

অর্জ্জুন—সংসারে থাকিয়া—মরণের মধ্যে থাকিয়া—মরণ অতিক্রম

করা যাইবে কিরূপে তুমি ত নানা প্রকারে বলিতেছ—এখন রাগ দ্বেষ বিমুক্ত হইবার ক্রমগুলি আর একবার বল।

ভগবান্—(১) গুরুমুখে ও শাস্ত্রমুখে শুনিতে হইবে, নিত্য বস্তু কি আছে আর অনিত্য বস্তুই বা কি?

(২) একান্তে এই নিত্য বস্তুর পূজা, উপাসনা, ধ্যান, বিচার করিতে হইবে এবং বাহিরে যাহা অনাত্মা তাহাতে মন যখন পড়িবে তখনই নিত্যানিত্য বিচাররূপ অঙ্কুশ আঘাতে এই মদোন্মত্ত গজেন্দ্রকে নামে বা রূপে বা ধ্যানে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। ইহাতে সমকালে বৈরাগ্য ও অভ্যাস দৃঢ় হইতে থাকিবে।

(৩) যাহার নাম্ তুমি অভ্যাস কর তাহাই যখন নিত্য বস্তু—অন্য সমস্তই যখন অগ্রাহ্য করার বস্তু, তখন তোমাকে জানিয়া লইতে হইবে, এই নামের নামী যিনি তিনি জগৎ ব্যাপিয়া আছেন—আর তাঁহার উপরে যে নাম রূপের আবরণ ভাসিয়াছে তাহা মায়িক। প্রতি বস্তু চক্ষে পড়িলেই বাহিরের আবরণে ঢলিয়া পড়িও না, বিচার দৃষ্টিতেই ভিতরের নামীর স্মরণ করিতে থাক। এই নামীই তোমার আত্মা, তোমার আত্মার মূর্ত্তিই এই তোমার ইষ্টদেব—ইনিই অবতার, আবার ইনিই বিশ্বরূপ ধরিয়া সাকার ব্রহ্ম, আর এই অবতার, আত্মা, স্বগুণ ব্রহ্মাই স্বরূপে নিগু‍র্ণ। এই নিগু‍র্ণই সমকালে সগুণ, আত্মা ও অবতার। কাজেই রাগ দ্বেষ দূর করিবার প্রধান সাধনাই হইতেছে ভিতরে বাহিরে সব তুমি, সব তুমির অভ্যাস। বুঝিতেছ—তুমি তুমি বলিয়া যাহাকে অবলম্বন করিতেছ তিনিই পরমাত্মা, সকল দেবতা তাঁহাতে, সকল শক্তি তাঁহাতে, সকলের প্রকাশ তাঁহাতে তিনি তেজোময় তিনিই সকলের আত্মা। গায়ত্রী মন্ত্রে তাঁহারই উপাসনা ব্রাহ্মণেরা করেন। তিনিই আমি ইহাই প্রধান ধ্যান।

অর্জ্জুন—অনেক মানুষ ত সব তুমি সব তুমির অভ্যাস করে—কিন্তু ইহাদের ভোগ লোলুপতাও কমে না। যতক্ষণ একান্তে স্থির হইয়া মনকে তাঁহাতে ছোঁয়াইয়া রাখে ততক্ষণ বেশ থাকে কিন্তু বাহিরে বিলক্ষণ রাগদ্বেষের কার্য্যও ত করে?

ভগবান্—আমি যে ভাবে নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে বলিতেছি—ইহারা তাহা করে না বলিয়া সব তুমি সব তুমি বলিলেও তুমিকে আপন হৃদয়ে ধরে না—না ধরিয়া আমি ভিন্ন অপর সব ছাড়িতে পারে না—ছাড়িয়া সব তুমি মুখে বলিলেও তুমি ছাড়িয়া সবটাকে ভোগই করিতে লোলুপ হয়। সব তুমি অভ্যাস করাটা সব ছাড়িয়া তুমিকে ভিতরে লইয়া স্থির হওয়া। ত্যাগ নাই—ঠিক বস্তুকে ধরা হইবে কিরূপে ?

অর্জ্জুন—জগতে সুন্দর বস্তু ত কতই আছে। ফুল সুন্দর, বিদ্যুৎ সুন্দর, কাল মেঘ সুন্দর, পাখীর গান সুন্দর, বালক বালিকার হাসি সুন্দর, সতীর প্রেম সুন্দর—এই সব সুন্দর বস্তু দেখিয়া ত্যাগ করিবই বা কি আর গ্রহণ করিবই বা কি ?

ভগবান্—এই সব সুন্দর বস্তু দেখিয়া সুন্দর বস্তুতে বাহিরে না চলিয়া পড়িয়া ভিতরে সেই সর্ব্বসুন্দরকে স্মরণ করিয়া স্থির হইতে হইবে—এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বস্তুই ত আমি, এই বস্তুই আত্মা, এই বস্তুই ইষ্টদেবতা। পটের ছবির দিকে ফিরিলেই যেমন দেখা যায় তিনি তোমার দিকে চাহিয়া আছেন, সেইরূপ ভিতরের দিকে ফিরিলেই দেখা যায়, তিনি তোমার দিকে চাহিয়া আছেন। প্রথমে বিশ্বাসে ইহা দেখ। এই বিশ্বাস প্রবল হইলেই তিনি কৃপা করিয়া ভিতরে দেখা দিয়া বাহিরেও দেখা দিবেন। ভিতরে বিশ্বাসে দেখার অভ্যাস দৃঢ় কর তখন বাহিরে যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণস্ফুরে হইয়া যাইবে। এইরূপ সাধনায় সব তুমি হইয়া গেলে—সব আত্মা হইয়া গেলে বল কাহাকে ভাল লাগিবে আর কিই বা মন্দ লাগিবে ?

অর্জ্জুন—আহা! এই সাধনা প্রথমে কষ্টকর হইলেও ইহাই ত রাগদ্বেষ জয়ের একমাত্র সাধনা। ঐ যে পূর্ব্বে দান প্রতিগ্রহের ভাবনা করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মের অভ্যাস আরম্ভ করিতে বলিয়াছিলে—ইহাতে সব তুমি অভ্যাস মিলাইয়া লওয়া কি যায় ?

ভগবান্—দান প্রতিগ্রহ ভাবনা দ্বারা সুন্দররূপে সব তুমির সাধনা হয়।

অর্জ্জুন—ভাল করিয়া ইহা বলিয়া দাও।

ভগবান্—যাহা বলিতেছি তাহাত ভাল করিয়াই বলিতেছি। মনোযোগ কর। মহাদেব নিজশক্তি উমাকে দেখিয়া যত আনন্দ পান —এত আনন্দ আর কেহই তাঁহাকে দিতে পারে না। কারণ উমা অপেক্ষা মহাদেবকে আর কেহই এত ভালবাসিতে পারে না। রাধা আমাকে দেখিয়া যত আনন্দ পান ও আমাকে যত আনন্দ প্রদান করেন এত আনন্দ কি আর কেহ পায় বা দিতে পারে? সীতা রামকে দেখিয়া যত আনন্দ পান তত কি আর কেহ পায় বা রামকে দিতে পারে? পারে না। তুমি যখন ভাবনা কর ব্রহ্মের আনন্দ-স্ফুরণ, শক্তি দ্বারাই হয় তখন তুমি করুণাময়ী জগৎ প্রসবিনী জগৎ জননী চিদানন্দ শক্তিরূপিণী ভুবনেশ্বরীকেই তোমার যাহা কিছু আছে তাহা দান করিয়া দাও। চক্ষু তাঁহাকে দাও, শ্রুতি তাঁহাকে দাও, বাক্ তাঁহাকে দাও—সর্ব্বস্ব দাও। কেন দিবে জান? তুমি চক্ষুরাদি পাইয়াছিলে তাঁহার নিকট হইতে, কিন্তু স্বেচ্ছাচার করিয়া ইহাদিগকে কলঙ্কিত করিয়া ফেলিয়াছ। ইহাদিগকে শুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহাকে ফিরাইয়া দাও। কিন্তু তুমি বাঁচিয়া থাকিয়া কর্ম্ম করিবে কিরূপে? সেইজন্য তাঁহার নিকটে প্রতিগ্রহ কর। চক্ষু কর্ণ বাক্ ইত্যাদি যাহা পাইলে তাহা মায়ের, তাহা শক্তির। কাজেই তুমি এখন মায়ের চক্ষু দিয়া দেখিবে, মায়ের কর্ণ দিয়া শুনিবে, মাতার বাক্ দিয়া কথা কহিবে। মায়ের মন দিয়া ভাবনা করিবে। বল দেখি তুমি এখন কি দেখিবে, কি শুনিবে, কি বলিবে, কি ভাবিবে? মা কি দেখেন—মা দেখেন সর্ব্ব বস্তুতে আপন আদরের উপাস্যকে, মা শুনেন সর্ব্ব শব্দে তাঁহারই কথা। মা বলেন বাক্য দ্বারা তাঁহারই কথা—বা কথা কন তাঁহারই সঙ্গে, সর্ব্বদা নাম করেন তাঁহারই, সর্ব্বদা ভাবনা করেন তাঁহাকেই। তুমিও যখন সর্ব্বদা মায়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত চক্ষুকর্ণ বাকের সদ্ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হও, তখন আন্ দেখা, আন্ কথা শুনা, আন্ কথা কওয়া, আন ভাবা আর থাকে কি? দান প্রতিগ্রহে এইরূপে সব তুমির সাধনা হয়।

অর্থাৎ শ্রুতিমতে "অন্নময়ং হি সৌম্য মন আপোময়ঃ প্রাণ"—মন হইতেছে অন্নময়, প্রাণ হইতেছে জলময় ইহা হইলেও মনের স্বভাবতঃ স্পন্দশক্তি ও চিৎশক্তির অভাব হেতু প্রাণ চিদাত্মার অধীন বলিয়া প্রাণনিরোধে মন নিরোধ হইবার কোন বাধা নাই। সেইজন্য বলিতেছেন—"এধঃশব্দেন কাষ্ঠবাচিনা তৎকার্য্যজ্বলনশক্তিল ক্ষ্যতে। দৃষৎ অর্থাৎ শিলার কদাচিৎ চলনশক্তি ও জ্বলনশক্তি থাকা সম্ভব হইলেও হইতে পারে কিন্তু মনের স্পন্দ বিষয়ে বা অনুভব বিষয়ে যে শক্তি নাই ইহা নিশ্চিত। চঞ্চল প্রাণবায়ুর শক্তি হইতেছে স্পন্দ-শক্তি ইহা কিন্তু জড়। আত্মার স্বচ্ছা যে চিৎশক্তি—তাহা সর্ব্বত্র গমন করে—সর্ব্বকালই থাকে চিৎশক্তি ও স্পন্দশক্তির সম্বন্ধ যোগে মনের কল্পনা—ইহা কিন্তু মিথ্যা সমুৎপন্ন ও মিথ্যা জ্ঞান স্বরূপ। মনটাকেই অবিদ্যা ও মায়া বলে। মনটা পরম অজ্ঞান ও সংসার বিষ প্রদ। যদি চিৎশক্তি ও স্পন্দশক্তি এক যোগে সঙ্কল্প কল্পনা না করে তবে দৃশ্য বলিয়া কিছুই থাকে না, কাজেই সংসার ভয়ও থাকে না। বায়ুর যে স্পন্দশক্তি তাহা যদি চিৎ বা চেতনা দ্বারা চেতিত বা চেতনাকার প্রাপ্ত হয় তখন সে চিৎশক্তি দ্বারা চিৎএর অন্তঃ সঙ্কল্পবশে চিত্ততা প্রাপ্ত হয়। চিত্তটা স্বরূপতঃ চিৎই। ইহা মিথ্যা বালকের যক্ষদর্শনের মত ইহা মিথ্যা। চিৎএ খণ্ডমণ্ডলাকার স্পন্দরূপ নাই বলিয়া চিৎই পরমার্থ। (ন বিদ্যতে খণ্ডমণ্ডলাকার স্পন্দরূপাণি যস্যাং তথা বিধাচিদেব যৎ তস্মাৎ পরমার্থ ইত্যর্থঃ)। চিৎ স্বভাব যে চিন্তা তাহাকে বাধ করিতে খণ্ডন করিতে কে সমর্থ? দেবরাজ ইন্দ্র—যিনি পরমেশ্বর তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে কে পারে? এখন বল দেখি অচিতের সম্বন্ধি কি চিৎ হইতে পারে? সম্বন্ধি না থাকিলে সম্বন্ধ হয় কার সঙ্গে? মনটা কোন স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ নহে। তাহা চিৎও নহে জড়ও নহে। মনটা তুচ্ছ অনির্ব্বাচ্য যৎ কিঞ্চিৎ বস্তু। যখন মনের সঙ্গে কাহারও সম্বন্ধ নাই তখন মনটাই বা কি আর মনের উৎপত্তিই বা কিরূপ? চিৎশক্তি ও স্পন্দশক্তি এই উভয়ের মিলনকে যে মন বলা হয় তাহাই বা কিরূপ? চিৎশক্তিতে মিলিত হইলে মন ত থাকে না।

শক্তি শিবোম্মুখী হইলে শক্তিই শিব হইয়া যায়। তবে সঙ্গ হইবে কিরূপে? হয় হস্তী প্রভৃতির অপলাপ যদি হয় অথবা রাজার সঙ্গ না হইলে সেনাত্ব কি থাকে? অতএব রাম দুষ্ট স্বভাব চিত্ত ত্রিজগতে কোথাও নাই। সম্যক্‌জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে চিত্তের নাশ হয় তৎপূর্ব্বে নহে। মিথ্যা মনটা পরমার্থতঃ নাই তথাপি তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বে ইহা বহু আপদের মূল।

মা ত্বমন্তঃ ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ সঙ্কল্পয় মহামতে।
মনঃ সঙ্কল্পকং রাম যস্মান্নাস্তীহ কুত্রচিৎ॥ ৮

তুমি অন্তরে কখন কোনরূপ সঙ্কল্প করিও না। মন সঙ্কল্প জাত-ইহা কুত্রাপি নাই। হে মুনে! হে মননশীল অসম্যগ্ জ্ঞান সম্ভূতা কল্পনারূপী মৃগতৃষ্ণিকাকে তোমার হৃদয় মরুতে সম্যগ্‌জ্ঞান দ্বারা শান্ত কর। মনের স্বরূপ কিছুই নাই এবং মনটা জড় এজন্য এটা সর্ব্বদাই মৃত। মৃত হইয়া ইহা যে অন্যকে মারিতেছে এই চিৎবৎ পরিবর্ত্তিতা মৌর্খ্য পরম্পরা অতি বিচিত্র। যার আত্মা নাই, দেহ নাই, আধার নাই, আকার নাই, সেই যে সকলকে ভক্ষণ করিতেছে এই মৌর্খ্য বাস্তব অতি বিচিত্র। কোন সামগ্রী নাই তথাপি মন যে হনন কর্ত্তা হয় ইহাকে তুমি নীলোৎপলদলাঘাতে মস্তক দলিত হইল মনে করিতে পার। যে জড় মূক অন্ধ মনের দ্বারা নিহত হয় তাহাকে চন্দ্র কিরণে দগ্ধ হইতেছে মনে করিতে পার। মিথ্যা সঙ্কল্পে জন্ম, মিথ্যাতে স্থিতি, অন্বেষণ করিলেও যাহাকে দেখা যায়না এমন মনের আবার শক্তি কি তাই বল। মায়াতে সকলই হয় তাই লোলস্বভাব চিত্তের দ্বারা লোকে অভিভূত হয়। মূর্খেরই যত আপদ। অজ্ঞানের সাহায্যে মূর্খতার কুদৃষ্টি। মনের এই মূর্খতার জন্য সৃষ্টি অবিচার সিদ্ধা। জীব নিজ মূর্খতাতেই দিন দিন শীর্ণ হইতেছে। যাহা দেখ সমস্তই ভ্রান্তি, সৃষ্টিটাই ভ্রান্তি। যে অসৎ মনকে বশীভূত করিতে না পারে সে উপদেশের পাত্র নহে। "যঃ শক্তো ন বশীকর্ত্তুং নাসৌ রাম-

পদিশ্যতে” ১১৩। অসৎ মনকে বশীভূত যে করিতে না পারে সে মোহের আচ্ছাদনে সত্যকে আবৃত দেখিয়া বৃথা অজ্ঞান গর্ত্তে ডুবিয়া থাকে।

উপশম ১৪ সর্গঃ।

স্বচিত্ত নিরূপণ।

বশিষ্ঠ—সংসার সাগরের অসার কল্লোলে অর্থাৎ বিষয় সুখাভিলাষে মানুষ নিরন্তর দুঃখ পাইতেছে। আত্মসুখ লাভ ভিন্ন ইহা যাইবে না। আত্মলাভ কিরূপে হইবে তাহার উপায় আমি এই শাস্ত্রে বলিতেছি। অন্ধ যাহারা তাহারা ইহা দেখে না; চক্ষু থাকিয়াও যদি কেহ দুরদৃষ্ট বশতঃ ইহা না দেখে তবে এই সুন্দর পুষ্পকানন তাহাকে দেখাইয়া লাভ কি? কুষ্ঠ রোগে ঘর্ঘর প্রাণ যে তাহাকে গন্ধ তত্ত্ব পরীক্ষা করিতে বলে কোন্ মূর্খ? মদিরাঘুর্ণিতেক্ষণ মত্তজনকে ধর্ম্মসাক্ষিত্বে নিযুক্ত করে কে? শ্মশানস্থ মৃত দেহকে শত শত বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করে কে? সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য মূর্খকে কে জিজ্ঞাসা করে? কোন্ পণ্ডিতই বা মূর্খকে শাসন করে? (৬)

রাম—কিরূপ শিষ্যকে উপদেশ দিতে হয়?

বশিষ্ঠ—আশা গর্ত্তে, মূক আর অন্ধ মনোরূপ যে সর্প সর্ব্বদা রহিয়াছে তাহাকে যে জয় করেনা সেই দুর্ব্বুদ্ধিকে উপদেশ দিতে নাই।

রাম—তবে যে বলা হয় বিবেকীর পক্ষেও মনোজয় সহজ নহে?

বশিষ্ঠ—মনটাত বস্তুতঃ নাইই—যেমন মনটা নাই সেই মন ত

জিতই। যে শিলা নাই তাহা নিকটে থাকিলেও দূরেই রহিয়াছে। মনটা অসৎ তথাপি এটাকে যে দুর্ব্বুদ্ধি জয় করে না তাহাকে মনো-রূপ সর্পের ভোগরূপ বিষ প্রথমে মূর্চ্ছা আনিয়া শেষে মৃত্যুকে প্রাপ্ত করায়।

রাম—মনটা মানুষের মধ্যে থাকিয়া তবে কোন্ কার্য্য করে?

বশিষ্ঠ—মনটা ত নাইই, তথাপি ভ্রমে যেটা বোধ হয় তাহা অতি তুচ্ছ। বাস্তবিক এটার কোন কার্য্যই নাই। জ্ঞানী যিনি তিনি জানেন আত্মা প্রাণশক্তির স্পন্দনে ইন্দ্রিয় সকলকে স্বধর্ম্মে নিযুক্ত করেন—প্রাণ প্রেরিত হইয়া ইন্দ্রিয় সকল তাহাদের প্রয়োজন যাহা তাহা সংগ্রহ করে। আত্মা সাক্ষীস্বরূপ থাকিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়-কেও শক্তি দেন—মনের কৃত্য নাই। প্রাণ সকলের শক্তি হইতেছে স্পন্দন, পরমাত্মার শক্তি হইতেছে জ্ঞান বা অনুভব, ইন্দ্রিয়ের শক্তি হইতেছে সংগ্রহ—এই তিনের মিলনে ব্যবহারিক কার্য্য হয়। সকল বস্তুর সমস্ত ব্যবহার শক্তি সর্ব্বনির্ম্মাণ কর্ত্তা আত্মারই অংশ এতৎব্যতিরিক্ত মন আদি শব্দ বাচ্য পৃথক শক্তি নাই।

রাম—মন না থাকে না থাকুক কিন্তু জীব ত আছে চিত্তও ত আছে?

বশিষ্ঠ—চেতনের অধিষ্ঠাতা জীব—জীব জীব করিয়া জগৎ অন্ধ। লোকে বলে চিত্তাখ্য মন হইতেছে জীব চৈতন্যের লাগাম; ইন্দ্রিয়-গণ অশ্ব ইত্যাদি। আত্মা ব্যতিরিক্ত চেতন যদি থাকে তাহা ত অচেতন। "নান্যোতোস্তি দ্রষ্টা নান্যোতোস্তি শ্রোতা" এই শ্রুতিমতে ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য চেতন ত নাই। চিত্তও ত অসৎ। তার আবার শক্তি কি থাকিবে? মনের দ্বারা দগ্ধ দৃষ্টি মানুষের দুঃখপরম্পরা দেখিয়া দেখিয়া আমার হৃদয় করুণাক্রান্ত হইতেছে—ইহাও মুগ্ধ জনের মত পরিতপ্ত হইতেছে। কিন্তু বল দেখি মূর্খেরা কি জন্য শোক করে? শোকের বিষয়ও বাস্তবিকই নাই। "দুঃখায়ৈব হি জায়ন্তে করভাঃ প্রাকৃতাস্তথা" গর্দ্দভ ও প্রাকৃত লোক সকল দুঃখের জন্যই জন্মগ্রহণ করে। সমুদ্রে বুদ্বুদের মত মূঢ়গণ বিনাশেরই জন্য জড়দেহে আবির্ভূত হয়।

রাম—জীবের দুঃখ দেখিয়া দুঃখ করা কি ভাল নহে ?

বশিষ্ঠ—কয়টী জীবের জন্য দুঃখ করিবে ?

কিয়ন্তঃ পশ্য পশবঃ প্রত্যহ প্রতিমণ্ডলম্।
সূনাবস্থিনিহন্যন্তে কৈ বাত্রপরিদেবনা ॥১৭

প্রতি মণ্ডলে—প্রতি দেশে—প্রত্যহ কত পশুকে পশুহিংসা স্থানের (কষাই খানার) পুরুষেরা যে সংহার করিতেছে তাহাদের জন্য খেদ করে কে ? ক্ষমা জাত অর্থাৎ ভূমিতে উদ্ভব জন্তুসমুদায়ের মধ্যে বায়ু কত দংশ মশক যে বিনাশ করিতেছে তাহাদের জন্য কে খেদ করে ? পুলিন্দাদি জনগণ পর্ব্বতে পর্ব্বতে লক্ষ লক্ষ মৃগ বধ করিতেছে, সূক্ষ্ম জলচর সমূহকে জলে স্থূলেরা সংহার করিতেছে, বৃহৎ মৎস্য ক্ষুদ্র মৎস্যকে গ্রাস করিতেছে, বল কে তাহাদের জন্য খেদ করে ?

মক্ষিকা ক্ষুধিত হইয়া অণুকণার মত ক্ষুদ্র যূকডিম্ব ভক্ষণ করিতেছে, কোশকার কীট (উর্ণনাভিঃ) সেই মক্ষিকা ভক্ষণ করিতেছে, দংশ বা বন মক্ষিকা উর্ণনাভিকে, ভেক আবার সেই বনমক্ষিকাকে, সর্প ভেককে, গরুড়াদি সর্পকে, নকুল ও সর্পকে, মার্জ্জার নকুলকে, কুকুর মার্জ্জারকে, ভল্লুক কুকুরকে, ব্যাঘ্র ভল্লুককে, সিংহ ব্যাঘ্রকে, শরভ (অষ্টপদ জন্তু বিশেষ) সিংহকে, মত্ত মেঘকে লঙ্ঘন করিতে গিয়া শরভ প্রাণত্যাগ করিতেছে ; মেঘ আবার বায়ু কর্ত্তৃক বিনষ্ট, বায়ু গিরি দ্বারা রুদ্ধ, গিরিসমূহ বজ্র দ্বারা নিষ্পেষিত, বজ্র ইন্দ্র কর্ত্তৃক বশীভূত, ইন্দ্রও বিষ্ণু কর্ত্তৃক বশীভূত ; সেই বিষ্ণু মৎস্য কূর্ম্মাদি জন্তুভাবপ্রাপ্ত হইতেছেন ; সর্ব্বত্রই বৃহৎ জন্তু গাত্রলগ্ন ক্ষুদ্র কীট মত ক্ষুদ্র জীবকে ভক্ষণ করিতেছে।

বিষ্ণু মৎস্য কূর্ম্ম বরাহাদি তীর্য্যগ্ জন্তুতে অবতার হয়েন। "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি"—এই সঙ্কল্প করিয়া বিষ্ণুই জীবাত্মা দ্বারা জীবভাবে সর্ব্ব জন্তুর শরীরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বজন্তুর আত্মারূপে অবস্থিত।

ভূত মণ্ডল অর্থাৎ প্রাণিবৃন্দ অতীন্দ্র আধিভৌতিক দুঃখে আলুন এবং আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক দুঃখে বিশীর্ণ হইতেছে। ইহারা মোহবশতঃ পরস্পরকে ভক্ষণ করিতেছে এবং উত্তরকালে ভক্ষণ করিবার জন্য ইদানীং রক্ষা করিতেছে। মশক মৎকুনাদি এবং পিপীলিকাগণ সর্ব্বদাই মরিতেছে সর্ব্বদাই জন্মিতেছে। জলকোশে বা জলাশয়ে মৎস্য, ইভ (একপ্রকার জলজন্তু) মকর প্রভৃতি, ভূমিগর্ভে বৃশ্চিকাদি কীটগণ, অন্তরীক্ষে আকাশপক্ষী (ইহারা আকাশেই পরিভ্রমণ করে, আকাশেই প্রসব করে ; প্রসূত ডিম্ব ভূপতিত না হইতেই শাবক নির্গত হইয়া আকাশে উড়িয়া যায়—তৎক্ষণাৎ পক্ষোদ্গম হয় বলিয়া) বনবীথিতে (বনপথে) সিংহ ব্যাঘ্র মৃগাদি কতই জন্মিতেছে মরিতেছে। প্রাণিদিগের অঙ্গে কৃমি, মৎকুণ স্থাবরে ঘুণ বা কাষ্ঠকৃমি এবং জঘনক বা ভ্রমরের আকার কাষ্ঠ কীট প্রভৃতি। প্রস্তরেও কীট ভেক ঘুণাদি হইতেছে বিষ্ঠাতেও কীট জন্মিতেছে। জীবের জনন মরণ অসংখ্য অজস্র আনন্দ রোদন সর্ব্বদা চলিতেছে। অনবরত মরিতেছে, অনবরত জন্মিতেছে—সর্ব্বদা সংসার ভ্রমণে যুক্ত—ইহাদের জন্য দুঃখই বা কি করিবে আনন্দই বা কি ?

রাম—জীবে দয়া কি করিতে হইবে না ?

বশিষ্ঠ—দয়া কর কিন্তু ইহাদের জনন মরণে উদাসীন থাকিও। বৃক্ষপত্রের মত যে সকল জীব পুনঃ পুনঃ জন্মিতেছে ও মরিতেছে তাহাদের জন্য তুমি কি করিতে পার ?

যঃ প্রবৃত্তঃ কুবুদ্ধীনাং দয়াবান্ দুঃখ মার্জ্জনে।
স্বগতচ্ছত্রনিস্মৃষ্ট সূর্য্যাংশু খিদ্যতে নভঃ ॥৩৭

যিনি দয়াবান্ হইয়া কুবুদ্ধি জনগণের দুঃখ মার্জ্জনে প্রবৃত্ত তিনি আপন মস্তকে ছত্র ধরিয়া সমস্ত সূর্য্যের কিরণ নিবারণ করিয়া যাওয়ার মত বৃথাই শ্রম করেন।

ন তির্য্যগ্ সমধর্ম্মাণ উপদেশ্যা নরাভুবি।
কথার্থ কথনেনার্থঃ কা স্থাণু নিকটে বনে ॥৩৮

পশু পক্ষীর সমধর্ম্মী মানুষকে উপদেশ করিতে নাই—তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া আর বনভূমিতে স্থাণুর নিকটে উপদেশ করা একই।

কিং কিল স্ফারমনসাং পশূনাঞ্চ বিশেষণম্।
কৃষ্যন্তে পশবো রজ্জ্বা মনসা চেতসঃ ॥৩৯

বিষয়ে যাহারা মন ছড়াইয়া রাখিয়াছে তাহাদের সঙ্গে আর পশুদিগের সঙ্গে প্রভেদ কি? পশুগণ রজ্জু দ্বারা আকৃষ্ট হয় আর ঐরূপ লোক বিষয় লম্পট মনের দ্বারা আকৃষ্ট হয়।

স্বচিত্তপঙ্কমগ্নাণাং স্ব নাশারদ্ধকর্ম্মাণাম্।
মূর্খাণামাপদং দৃষ্ট্বা প্ররুদন্ত্যপলা অপি ॥৪০

আপন চিত্তের লয় বিক্ষেপরূপ পঙ্কেমগ্ন এবং আরব্ধ কর্ম্মে নিজের বিনাশে প্রবৃত্ত মূর্খদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া পাষাণও রোদন করে। যাহারা নিজের চিত্ত জয় করে না, জ্ঞানী তাহাদের সমস্ত দুঃখদা দশা, পৃথিবীর সমস্ত ধূলি মার্জ্জন করার ন্যায় অশক্য মনে করেন।

উপদেশ দিয়া দুঃখ করা তাহাদেরই হয় যাহারা চিত্তকে জয় করিতে পুনঃ পুনঃ যত্ন করে অথবা যাহারা চিত্ত জয় করিয়াছে। এখন প্রকৃত কথা শ্রবণ কর।

মন নাই—অতএব কল্পনা ত্যাগ কর। না কর মন তোমাকে বেতালের ন্যায় হত্যা করিবে। যাবৎ আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া মূঢ়ের মত থাকিবে তাবৎ তোমার মনোসর্প উদিত হইবেই। হে অরিন্দম! এখন তুমি জানিয়াছ যে চিত্ত সঙ্কল্প দ্বারাই বর্দ্ধিত হয় অতএব শীঘ্র

সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর। "সঙ্কল্পাৎ বর্দ্ধতে চিত্তং তদেবাশু পরিত্যজ।" ৪৫

যদি দৃশ্য আশ্রয় কর তবে সচিত্ত হইয়া বদ্ধ হইবে—দৃশ্য ত্যাগ কর অচিত্ত হইয়া মুক্ত হইবে। দৃশ্য হইতেছে ত্রিগুণাত্মক, মায়াময়--ইহা আশ্রয় না করিয়া অচিত্ত হইয়া মুক্ত হইয়া যাও।

নাহং নেদমিতি ধ্যায়ংস্তিষ্ঠ ত্বমচলাচলঃ।
অনন্তাকাশ সঙ্কাশ হৃদয়োহৃদয়েশ্বরঃ ॥৪৮

অহংএর ভিতরেই দৃশ্য—অহং কিছু নয় বাহিরের কোন কিছু নয় এই ভাবনা করিয়া তুমি পর্ব্বতের মত স্থির হইয়া থাক—অনন্ত হৃদয়াকাশ সঙ্কাশ হৃদয়েশ্বর আত্মাকে লইয়া থাক! অহং এবং ইদং এই দ্বিত্বময়ী কল্পনা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিয়া আত্মাকে ভাবিয়া সুস্থির হও।

রাম—অহং আর ইদং ত্যাগ করিলে কি থাকিল যে তাহা লইয়া স্থির হইবে?

বশিষ্ঠ—দ্রষ্টৃ দৃশ্য দর্শনের অন্তরালে ত্রিপুটীর সাক্ষী ভাবে স্থিত আপন আত্মাকে ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির হও। চাক্ষুষ ত্রিপুটীর মত রাসনাদি ত্রিপুটী অর্থাৎ স্বাদ্য, স্বাদক ত্যাগ করিয়া অনুভবের অতীত যে স্বাদ তাহার ধ্যান করিয়া আত্মময় হও। অনুভবনীয় যাহা তাহারও অনুভবিতা হও—'আমি জানি' ইহারও শেষ সীমায় গিয়া অবলম্বনশূন্য হও। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি—ভব ভাবনা—ভাবাভাব দশা ত্যাগ করিয়া আত্মভাবনা কর, আত্মস্থ হও। আপনাকে আপনি ভাবনা ছাড়িয়া যদি চেত্য (বহির্ম্মুখতা) ভাবনা কর তবে অতি দুঃখদায়িনী চিত্ততা দশা প্রাপ্ত হইবে। হৃদয়গহ্বরে আত্মা-সিংহ চিত্তশৃঙ্খলে বদ্ধ—স্বরূপের জ্ঞান শুনাইয়া চিত্তশৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া তাহাকে মুক্ত কর। পরমাত্মদশা

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে।

২৫শ বর্ষ। } অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭ সাল। { ৮ম সংখ্যা।

অতীতে।

সুদূর অতীতে
প্রেম ভরা গীতে
বাজায়ে গিয়াছে বাঁশী,
সে সুর লহরী
আজি বুকে ধরি
চলেছে যমুনা ভাসি।
যমুনারি কূলে
কদম্বেরি মূলে
কি মন ভোলান গান,
পূরাত গগণ
প্রেমেতে মগন
হ'তো ব্রজবালা-প্রাণ।
ভরা জোছনায়
মধুর নিশায়
ফুটিয়া উঠিত ফুল,

ডাকিত বাঁশরী
রাধা নাম ধরি
ভরায়ে যমুনা কুল।
নূপুর মুখরা
বিরহ কাতরা
পাশরিয়া লাজ মান,
ছুটিত সকলে
কালা পাবে বলে
দূর করি অভিমান।
কদম্ব বাসর
বিরহ কাতর
সে যমুনা নাহি সেথা,
সরে গেছে দূরে
অভিমান ভরে
পরাণে বেজেছে ব্যথা।
নিশীথ পবনে
নিকুঞ্জ কাননে
তেমনি না ফুল দোলে,
সে সুর লহরী
রাধা রাধা করি
আর না বাতাসে খেলে।
নাহি রাধা নাম
নাহি বাঁকা শ্যাম
নাচে না যমুনা ভূলে,
ব্যথিত পরাণে
কাতর রোদনে
আছাড়ি পড়িছে কুলে।

শ্রীমণীমোহন মুখোপাধ্যায়।

দুঃখের কথা ও দুঃখ প্রতিকারের কথা।

তুমিত শুধু দুঃখের কথাই কও—অসুবিধার কথাই কও—কিন্তু—কিন্তু আবার কেন ?

দুঃখ পাই, সর্ব্বদা অসুবিধা ভোগ করি, সর্ব্বদা ব্যাধির আক্রমণের যাতনা পাই, কোথাও কিছু নাই—একটা উপলক্ষ্য ধরিয়া নানা প্রকারে পীড়িত হই—কোন শক্তি নাই, কোন সামর্থ্য নাই—কেবল যাতনা, কেবল দুঃখ—তাই ত দুঃখের কথাই বাহির হয়।

ক্ষুদ্র হইয়া থাকিলেই দুঃখ আসিবে।

আমি কি ইচ্ছা করিয়া ক্ষুদ্র হইয়া থাকি ? শক্তি নাই, সামর্থ্য নাই তাইত দুঃখ হয়। ভগবান্ আমাকে ক্ষুদ্র করিয়া সৃজন করিয়াছেন তাই আমি ক্ষুদ্র।

তুমি কি তাহা জাননা বলিয়াই আপনাকে ক্ষুদ্র কল্পনা করিয়া রাখিয়াছ। তুমি তোমার স্বরূপের কথা একটু শ্রবণ কর, করিয়া যাহা বলি তাহা নিত্য অভ্যাস করিতে থাক, যে পরিমাণে অভ্যাসকে দৃঢ় করিতে পারিবে—সেই পরিমাণে সেই অনন্তের কথা স্মরণ করিতে পারিবে, সেই পরিমাণেই দুঃখ তোমার নিকট হইতে পলায়ন করিবে। ভগবান্ কাহাকেও ক্ষুদ্র করেন নাই, যার যত জ্ঞানের অভাব সে তত ক্ষুদ্র। বৃহৎ হও—বৃহৎ ভাবনা করিতে শিক্ষা কর, দুঃখ থাকিবে না।

কর্ণে শুনি কিন্তু কাজের সময় ত যে দুঃখ সেই দুঃখই থাকে—কোনই প্রতীকার হয় না।

ভাল করিয়া শ্রবণও হয় না, মননও হয় না আর শ্রবণ মননের পরে যে ধ্যান তাহারও অভ্যাস কর না—কেমন করিয়া প্রতীকার হইবে তাই বল ? ভাল করিয়া আবার শ্রবণ কর, করিয়া যাহা বলি নিত্য সাধ্যমত অভ্যাস করিতে থাক, নিশ্চয়ই শান্তি পাইবে।

আচ্ছা বল, আমি মনোযোগ করিয়া শুনিব ও যাহা করিতে বলিবে তাহা করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিব।

শ্রবণ কর। তুমি ক্ষুদ্র নও। তুমি আত্মা—তুমি চৈতন্য। আত্মা বা চৈতন্য বা চিৎ কখন ক্ষুদ্র হন না।

আত্মা বা চৈতন্য বা চিৎ কোন্ বস্তু তাহা শুনি মাত্র কিন্তু জানিত না। আমি কি এই বস্তু? আত্মা বা চৈতন্য বা চিৎ এই বস্তুই কি আমি?

দেহে চৈতন্য যখন থাকেন না তখন ত কোন কিছুর অনুভবই হয় না। চৈতন্য না থাকিলে তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয়, তোমার মন, সমস্তই ত জড় প্রায় পড়িয়া থাকে। তবে চৈতন্যই ত অনুভব করেন। সেই চৈতন্যকেই সকলে আমি আমি করে। আমি যে দেহে আছি—ইহার অনুভব সকলেই করে। বেশ কয়িয়া দেখ আমি আছি—এই অনুভূতির সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

তাহা নাই সত্য। কিন্তু এই চৈতন্য কোন বস্তু? এইটি বুঝিতে পারিয়া সর্ব্বদা যখন ইঁহার স্মরণ করিতে পারিবে—তখন তোমার কোন দুঃখ থাকিবে না। তুমি বৃহৎ হইয়া যাইবে। বৃহতের নিকটে দুঃখ যাইতে পারেনা। পরম সত্যকে "আমিই তাহ" বলিয়া ধ্যান কর—মায়ার কুহক তাঁহার কৃপায় তোমার নিকটেও নিরস্ত হইয়া যাইবে, তিনিই নিরস্ত করিয়া দিবেন। তুমি ব্রহ্ম ভাবে, পরমাত্মা ভাবে স্থিতি লাভ করিবে। জীবভাবে দুঃখ, ভয়, দৈন্য যা কিছু—পরামাত্মা ভাবে দুঃখ ভয় দৈন্য কোন কিছুই নাই। শুধুই আনন্দ, নিরতিশয় আনন্দ। আচ্ছা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বস্তু তুমি কি দেখিয়াছ?

যে বস্তু সকলকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকে তাহাকেই ত সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বস্তু বলা যায়।

এমন বস্তু কি দেখ?

আকাশকেই দেখি ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, কেননা আকাশ পরিদৃশ্যমান্ সকল বস্তুকে ব্যাপিয়া আছে।

তাই বটে। কিন্তু আকাশকে দেখিতে পাও?

এই যে মাথার উপরে সমন্তাৎ প্রসারিত হইয়া ঝুলিতেছে তাহাকেত সকলেই দেখে—ইহাইত আকাশ।

আকাশ কত বড় তাহার ধারণা তোমার নাই। আকাশকে দেখা যায় না। আকাশ শূন্যমত। লোকে আকাশকে নীল দেখে। কিন্তু আকাশের কোন

বর্ণ নাই। তথাপি যে নীল দেখায়, তাহার কারণ চ'ক্ষের দৃষ্টিশক্তি কতক দূর পর্য্যন্ত চলে—এই দৃষ্টিশক্তি সীমাবদ্ধ। যেখানে আর দৃষ্টি চলেনা সেখানে চ'ক্ষের তারকায় যে নীলিমা থাকে তাহাই শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হইয়া শূন্য আকাশকে নীল মত দেখায়। ইহা ভ্রম।

আকাশের সম্বন্ধে এত কথা বলিতেছেন কেন?

পরমাত্মা, পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ—সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্ব ব্যাপী। ইহাঁর সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ ধারণা না থাকিলে তুমি খণ্ডকে অখণ্ড দেখাইবে কি করিয়া? যে ক্ষুদ্র হইয়া রহিয়াছে সে আপনার সত্য স্বরূপ বৃহত্তমকে ভাবনা না করিতে পারিলে এই মিথ্যা ক্ষুদ্রত্ব কোন প্রকারেই দূর করিতে পারিবে না। সেইজন্য আকাশের ধারণা করিতে বলিতেছি। চিদাকাশ, চিত্তাকাশ এবং মহাকাশ এই আকাশের সঙ্গে চিৎবস্তুর কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে বলিয়া আকাশ অপেক্ষাও বৃহৎ বস্তুকে আকাশ ধরিয়াই ধারণা করাইতে চাই। মাতেব হিতকারিণী শ্রুতিও এই উপায় দেখাইতেছেন।

শ্রুতি কি এই উপায় দেখাইয়াছেন? দেখাইতেছেন। জনক রাজার সভাতে ভগবান যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত ব্রাহ্মণগণের বিবাদ উপস্থিত হইলে গর্গকন্যা বাচক্লবী—গার্গী—ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন—সকল বস্তুকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে কে? ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করেন—আকাশ। গার্গী পুনরায় প্রশ্ন করেন—চতুর্দ্দশ ভুবন ব্যাপী—তদপেক্ষাও বৃহৎ আকাশকে কে ব্যাপিয়া আছেন?

"কস্মিন্ন্ খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি" ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য উত্তরে বলেন—আকাশকেও যিনি ব্যাপিয়া আছেন তিনি ব্রহ্ম।

বুঝিতেছি এখন বলুন আকাশের ধারণা কিরূপে করিতে হয়?

আকাশ শূন্যই। তোমার হস্তমুষ্টিতে কতকগুলি কাঁকর রাখিয়া যখন তুমি হস্তকে মুষ্টিবদ্ধ কর আর কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে হাতে কি আছে, তুমি কি উত্তর দাও?

উত্তরে বলি—হাতের ভিতরে কাঁকর আছে।

কাঁকরগুলি মুষ্টির নিম্নছিদ্র দিয়া বাহির করিয়া দিয়া যদি জিজ্ঞাসা করা যায় এখন হাতের মুষ্টির ভিতরে কি আছে?

হাতে কিছুই নাই ইহাইত বলি।

হাতে কিছুই নাই ইহা বলিতে পার না। হস্তমুষ্টির ভিতরে আকাশ আছে। তবেই দেখ সব বাহির করিয়া দিলে যাহা থাকে তাহা আকাশ। এই গৃহের ভিতরে কত বস্তু আছে—ইহাদের সঙ্গে আকাশও আছে। আবার গৃহের সমস্ত বস্তু বাহির করিয়া দিলেও শুদ্ধ আকাশই থাকে। এখন দেখ আকাশও বড়। যে পৃথিবীর উপরে তুমি দাঁড়াইয়া আছ, ইহার উপরে অন্তরীক্ষ মণ্ডল, তদূর্দ্ধে স্বর্গলোক, তাহারও উপরে জন, মহ ও সত্যলোক।

এই সপ্তভুবনের কথা বলা হইয়াছে। তাহারও উপরে আকাশ। আবার পৃথিবীর নিম্নে অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল এবং পাতাল এই সপ্তলোক। ইহার নিম্নেও আকাশ। আকাশ কত বড় বুঝিতেছ ?

অতি বিস্ময়কর। আকাশকে ত শূন্যই বলিতেছেন। চতুর্দ্দশ ভুবন শূন্যে ঝুলিতেছে ?

ঝুলিতেছে নয়—ঘুরিতেছে।

ঘুরিতেছে ?

সমস্ত জগৎ অতি বেগে ঘুরিতেছে। প্রতি অণুপরমাণু অতি বেগে ঘুরিতেছে। বিজ্ঞান যে ইলেক্‌ট্রন, প্রোটন এর কথা বলে তৎসমস্তই অতি বেগে ঘুরিতেছে। জগতে এমন কোন বস্তু নাই যাহা গতিশীল নহে। বিজ্ঞান প্রবলবেগে ঘুর্ণমান ইলেকট্রন, প্রোটনের কথা বলিতেছে, কিন্তু সকল বস্তু ঘুরিতেছে কিরূপে—কে ইহাদিগকে ঘুরাইতেছে ?

কিরূপে সকল বস্তুই শূন্যে ঘুরিতেছে ?

এই সীমাশূন্য বৃহৎ হইতেও বৃহত্তর, বৃহত্তর হইতেও বৃহত্তম আকাশকে যিনি পরিবেষ্টন করিয়া আছেন তিনিই পরমেশ্বর, পরব্যোম, পরমাত্মা, চিৎ, আনন্দ। আকাশের মধ্যে এই চতুর্দ্দশ ভুবন মসিবিন্দুবৎ। সূর্য্য কিরণে ত্রস রেণুবৎ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এই পরমাত্মাতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, লয় হইতেছে। ব্রহ্মাণ্ড না থাকিলেও এই মহাশূন্য মহাব্যোম এই পরমাত্মা চিরদিন একভাবেই অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার অভাব কোথাও নাই, কখনও নাই।

এখন দেখ অণুপরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যে ঘুরিতেছে—ইহাদিগকে নাচাইতেছে কে ?

পরমাত্মা—সদা স্থির—সদা শান্ত—অনেজৎ সর্ব্বপ্রকার কম্পন শূন্য। পরমাত্মা ভিন্ন আর যাহা কিছু তাহাই স্পন্দন যুক্ত—কম্পনশীল।

পরমাত্মা সর্ব্বশক্তিমান। শক্তির দুই স্বভাব অর্থাৎ শক্তি স্পন্দ ও অস্পন্দ স্বভাব বিশিষ্টা। শান্ত পরমাত্মাতে অশান্ত শক্তির স্ফুরণ যখন হয় তখন শক্তির মধ্যে দ্বিবিধ ক্রিয়া হইতে থাকে। শক্তির একপ্রকার স্পন্দনে ইহা পরমাত্মার দিকে আকৃষ্ট হয়, অন্যপ্রকার গতিতে ইহা যেন পরমাত্মা হইতে সরিয়া যাইতে থাকে। চুম্বক একদিকে লৌহকে আকর্ষণ করে অন্যদিকে লৌহকে দূরে সরাইয়া দেয়। এই আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ সর্ব্বত্র চলিতেছে বলিয়া সমস্ত বস্তুই ঘুরিতেছে। কোন বস্তু কেন্দ্র মুখে এবং কেন্দ্র বাহিরে বিপরীত মুখে যখন আকর্ষিত হয় তখন সেই বস্তুকে ঘুরিতেই হইবে।

যে আত্মা সমস্ত জগৎকে আপূরণ করিয়া শান্তভাবে দাঁড়াইয়া আছেন তাঁহার শক্তি যখন শিবোন্মুখী হইতেছেন তখন শক্তি আর শক্তি থাকেন না—শক্তিই শিব হইয়া যান—আত্মা হইয়া যান।

নাদাত্মনা প্রবুদ্ধা সা নিরাময়পদোন্মুখী।
শিবোন্মুখী যদা শক্তিঃ পুংরূপা সা তদাস্মৃতা॥

ব্রহ্ম নির্গুণ ও সগুণ। নির্গুণ যিনি তিনি শক্তি বা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, সগুণ যিনি তিনি শক্তি জড়িত। এই শক্তি হইতে নাদ, তাহা হইতে বিন্দু। বিন্দু শিবময় শক্তিময় ও উভয় ময়। এই কঠিন সৃষ্টিতত্ত্ব এখানকার আলোচ্য বিষয় নহে।

পরমাত্মা আকাশ অপেক্ষাও ব্যাপক—আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। ইহা অপেক্ষা বৃহৎ বস্তু আর নাই। আকাশকে ত দেখাও যায় না, স্পর্শ করাও যায় না। তবে আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম যিনি তাঁহাকে আর দেখা যাইবে কিরূপে?

না—পরমাত্মা বাক্ ও মনের অগোচর। তাঁহাকে কোন কিছু দিয়াই ধরা ছোঁয়া যায় না। শুধু বিশ্বাস কর তিনিই একমাত্র সত্য বস্তু অন্য যাহা কিছু ইন্দ্রিয় গোচর তাহাই মায়িক তাহাই মিথ্যা। মিথ্যাকে অগ্রাহ্য করিয়া সত্য

আত্মার কাছে প্রার্থনা কর, তিনিই তখন তোমার উদ্ধারের জন্য ধ্যানের গোচর হইবেন। এই জন্য বলা হয় "লক্ষ্যালক্ষ স্বরূপা সা ব্যাপ্য কৃৎস্নং ব্যবস্থিতা" যিনি শূন্য হইতেও শূন্য, যিনি মহাব্যোম—শ্রুতি যে অক্ষর, পরম-ব্যোমকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন "যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ" বেদস্তুত সমস্ত দেবতা যাঁহাতে বাস করেন তিনিই

"শূন্যং তদখিলং স্বেন পূরয়ামাস তেজসা"

আপনা হইতে অভিন্ন আপনার তেজে আপনার বরেণ্যং ভর্গে সমস্ত শূন্যকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। আবার—

শূন্যং তদখিলং লোকং বিলোক্য পরমেশ্বরী।
বভাব রূপ মপরং তমসা কেবলেন হি॥
সা ভিন্নাঞ্জন সঙ্কাশা দ্রংষ্ট্রাঙ্কিত বরাননা।
বিশাল লোচনা নারী বভূব তনু মধ্যগা॥

নিরাকারা হইয়াও সাকারা ইনি হয়েন।

নিরাকারা চ সাকারা সৈব নানাভিধানভৃৎ। ইত্যাদি।

আচ্ছা এই যাহা আপনি ধারণা করাইতেছেন তাহাকে বিশ্বাস করিলেই কি আমার জীবন সফল হইবে? আমি সমস্ত দুঃখ হইতে, মৃত্যু সংসার সাগর হইতে উদ্ধার পাইব?

যদি ভাগ্যবশে অর্থাৎ সুকৃতি বশে উগ্র বিশ্বাস করিতে পার তবে তিনি প্রসন্ন হইয়া যাহাতে সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণ করিতে পার তাহাই করিয়া দিবেন। তিনিই বুঝাইয়া দিবেন "সর্ব্বরূপময়ী দেবী সর্ব্বং দেবীময়ং জগৎ।" তিনিই সর্ব্বরূপময়ী আর এই জগতের সকল বস্তুই দেবীময়! তুমি তখন আপনিই বলিতে পারিবে "অতোঽহং বিশ্বরূপাং ত্বাং নমামি পরমেশ্বরীম্"—সবই তুমি বলিয়া আমি মা পরমেশ্বরীকে সর্ব্বদা সর্ব্বভাবে সর্ব্বমূর্ত্তিতে প্রণাম করি। শাস্ত্রে ইহাও পাওয়া যায় "অথ যে বিষমে দুর্গমে চাতিসঙ্কটে ভয়ার্ত্তাঃ সন্তঃ শরণং গতাঃ তেষাং তস্য চ ভক্তিরহিতেন স্মরণ মাত্রেণাপি তজ্জন্যং ভয়াদিকং ন ভবন্তি"—যদি ভক্তি নাও থাকে তথাপি স্মরণ মাত্রেই তোমাকে তিনি অভয় দিয়া দিবেন। এই জন্য বলা হইতেছে"ক্ষণমাত্রমপি দেবী স্মরণং বিনা ন ক্ষপনীয়ম্"। এতক্ষণও

দেবী স্মরণ বিনা ক্ষয় করিও না। ব্রহ্ম বা ব্রহ্মময়ীই যখন একমাত্র সত্য—পরং সত্য, আর ইনিই যখন সকলকে ক্রোড়ীভূত করিয়া রাখিয়াছেন—তিনিই যখন সমস্ত জগৎকে পরিপূরিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন তখন তাঁহাকে সর্ব্বদা স্মরণ করা না যাইবে কেন? তাই শাস্ত্র বলিতেছেন—

স্বপং স্তিষ্ঠন্ ব্রজন্-মার্গে প্রলপন্ ভোজনে রতঃ।
কীর্ত্তয়েৎ সততং দেবীং স বৈ মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥

নিদ্রার সময়ে, কোথাও অবস্থান কালে, পথভ্রমন সময়ে, কথা কহিবার সময়ে, ভোজনে রত হইয়াও—অর্থাৎ সকল সময়ে যিনি দেবীর কীর্ত্তন করেন দেবীকে স্মরণ করেন—পরমাত্মাকে বিস্মৃত হয়েন না তিনি সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন।

আপনাকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি। ভগ্ন হৃদয়ে আশা দিতে—আহা! শাস্ত্র ভিন্ন আর কেহত নাই।

শাস্ত্র এই রূপ স্মরণে কাহাকেও বিমুখ করেন না! সকল প্রকার মানুষই, সকল জাতির নরনারী এইরূপ উপসনায় অধিকারী। আকাশাদীনি ভূতানি—ব্রহ্মরূপতয়া নিত্যমুপাস্যানি; মেরুমন্দার পূর্ব্বাশ্চ পর্ব্বতা বিবিধা; নদীনদাদয়, বাপীকূপতড়াগাদি, বনানি, উত্তম অধম মানুষ, বিধি নিষেধাদি, বন্ধ্যা অবন্ধ্যা প্রভৃতি···ব্রহ্মরূপতয়া সর্ব্বমুপাস্যং।

সকলের জন্য এইরূপ উপাসনার বিধি থাকিলেও উপাসনার বিশেষ বিধিও উপযুক্ত অধিকারীর জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে।

পূর্ব্বে যে বলিলেন ক্ষুদ্রকে বৃহৎ ভাবনায় বৃহৎ করাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা তাহাই কি এখন বলিবেন?

হাঁ তাহাই বলিব। তুমি যাহাকে ক্ষুদ্র ভাবিয়া লইয়া দুঃখ ভোগ কর বাস্তবিক তিনি ক্ষুদ্র নহেন। তুমি যে ভাব তুমি শক্তিহীন সামর্থ্যহীন—ইহা ভ্রান্তি মাত্র। কিন্তু এই ভ্রান্তিই এত সুদীর্ঘ কাল যাবত করিয়া আসিতেছ যে ইহাকে ভ্রান্তি বলিয়া অগ্রাহ্য করাও যেন তোমার সাধ্যাতীত। কিন্তু আত্মার সম্বন্ধে যে কথা শুনিলে তাহাতে সহজে বিচার করিতে পারিবে যে আত্মা এত সূক্ষ্ম, এত সর্ব্বব্যাপী যে ইহার অংশ হইতেই পারে না।

এই বিষয়টি একটু ধারণা করিয়া দিন।

কেন ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছ তাহা ভালরূপে বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছ ত ?

বাস্তবিক ক্ষুদ্র বলিয়া কোন কিছুই নাই। এই যে শাস্ত্র বলিতেছেন "ব্রহ্মরূপতয়া সর্ব্বমুপাস্যম্" এই উপাসনা সেই বৃহৎ বস্তুকে সর্ব্বদা স্মরণের জন্য। বৃহৎ বস্তুর ভাবনা সর্ব্বদা করিতে পারিলে—সকল বস্তুকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা করিতে পারিলে এই হইবে যে, যে চৈতন্যকে—যে আমি কে—ক্ষুদ্র ভাবিয়া ভাবিয়া—শক্তিহীন, সামর্থ্যহীন কল্পনা করিয়া আমি নিজের কল্পিত দুঃখে সর্ব্বদা কষ্ট পাইতেছি—সেই জীব ভাবও, সেই জীব চৈতন্যও ব্রহ্ম ইহার দিকে দৃষ্টি পড়িবে। প্রথমে ত ইহা ধারণায় আসুক পরে উপাসনা দ্বারা ইহার অনুভব হইবে। ইহারই জন্য চৈতন্য বস্তু যে কখন খণ্ডিত হন না—যাহাকে জীবাত্মা বলি তিনি বাস্তবিক সেই পরমাত্মাই—ইহা অন্ততঃ বিচার পূর্ব্বক জানিতে চাই যে ইহা পূর্ণ সত্য কথা।

আচ্ছা বেশ বলিয়াছ। ইহার উত্তর অতি সহজ। এখন দেখ ইহা কত সত্য কথা। আকাশ যে সর্ব্বব্যাপী তাহা ত বুঝিয়াছ। আবার এই সীমাশূন্য আকাশকেও যিনি ব্যাপিয়া আছেন তিনিই চৈতন্য, তিনিই চিৎ, তিনি পরমেশ্বর, তিনিই পরমব্রহ্ম, তিনিই জীবের মধ্যে আত্মা।

আকাশের ত অংশ হয় না—আকাশের খণ্ডও হয় না।

কেন হয় না? আকাশ অতি সূক্ষ্ম? এই অতি অতি সূক্ষ্ম সর্ব্বব্যাপক চৈতন্যের খণ্ড হইবে কিরূপে? কাজেই তোমার মধ্যে যে চৈতন্য, যে আত্মা আছেন তিনিও সদা পূর্ণ, সদা অখণ্ড। ইহার মধ্যেও সর্ব্বশক্তি আছে। তুমি আপনাকে ক্ষুদ্র বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছ শক্তিহীন—সামর্থ্যহীন বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছ তাহা অত্যন্ত মিথ্যা---অত্যন্ত ভ্রম।

আপনি যুক্তি দিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন, আমিও বিচারে ইহা বুঝিতেছি কিন্তু আমিই যে পরমাত্মা ইহাত অনুভব করিতে পারিতেছি না।

না---তাহাত পারিবে না। সেইজন্য উপাসনা করিতে হইবে। উপাসনার কথা পরে বলিতেছি। এক্ষণে উপাসনার ভিত্তিটি যাহা তাহাই বিশেষরূপে স্মরণ করিতে প্রাণপণ কর। ইহাই উপাসনার প্রথম অঙ্গ। সকলেই ইহা সর্ব্বদা স্মরণে রাখিতে পারে।

বলুন ইহা সর্ব্বদা স্মরণে রাখিব কিরূপে?

দেখ আকাশকেও যিনি ওতপ্রোত ভাবে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন তিনিই ত সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মা। আকাশকে তুমি আমি সর্ব্বদা দেখিতেছি—সর্ব্বদা বুঝিতেছি যে আকাশ আমার উর্দ্ধে অধে, উত্তরে দক্ষিণে, পূর্ব্বে পশ্চিমে—আকাশের মধ্যেই সমস্ত—আবার ভিতরেও আকাশ, বাহিরেও আকাশ। আবার আকাশ যাঁহার ক্রোড়ীভূত সেই পরমাত্মার মধ্যেই যে সমস্ত ইহাত সকলেই বুঝিতে পারে। তুমিই পরমাত্মা ইহা যদি অনুভবে নাও আনিতে পার তথাপি পরমাত্মাই যে সর্ব্বদা আমার সঙ্গে আছেন, আকাশের মত সর্ব্বদাই তিনি আমাকে তোমাকে সকলকে ক্রোড়ে ধরিয়া রাখিয়াছেন ইহা সকলে স্মরণ করিতে পারিবে না কেন?

এই পরমাত্মা গুরুরূপে দেখা দিয়া থাকেন। গুরু সর্ব্বদা আমার সঙ্গে আছেন—ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্মরণ! ইহা সকলেই পারে—আর সকলেরই মুক্তির —অভয় লাভ করিবার প্রথম নিঃশ্রেণী বা সিড়ি। ব্রহ্ম সর্ব্বদা আমার সঙ্গে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্বদা আমার সঙ্গে, মা সর্ব্বদা আমার সঙ্গে, ইহাই সর্ব্বদা স্মরণে রাখ। তবেই আর কেন কিছুতেই ভীত হইবে না। মা যাঁর সঙ্গে তাঁর আর ভয় কি? সে কি যমের ভয়ও করে? মা যে সকলকে রক্ষা করেন—তিনিই যে সর্ব্বশক্তিময়ী, তিনি যে বড় করুণাময়ী মা—তিনি ত কখন আমাকে ত্যাগ করেন না—আমি কেন তাঁহাকে ভুলিয়া তাঁহার জগৎ-খেলার রঙ্গে অন্যমনস্ক হইব? সব তিনি সব তিনি ইহা ভাবিয়া সব সহ্য করিয়া, তাঁর নাম করিতে করিতে সব অগ্রাহ্য করিতে পারিব না কেন? তাঁর রঙ্গ তিনি যাই করুণ, আমি তাঁর স্মরণে সব অগ্রাহ্য করিয়া দুর্গা দুর্গা রাম রাম করিতে পারিব না কেন? দুর্গা যে পরমাত্মা, রাম যে পরমাত্মা—ইহা সর্ব্বদা ভাবনা করিতে করিতে জীবাত্মাই যে পরমাত্মা ইহার অনুভবের জন্য উপাসনা করিতে হইবে। এখন আমরা উপাসনার কথা বলিব।

সুকৃতি অর্জ্জন।

ব্যক্তিবল আর জাতিই বল, নারীই বল আর নরই বল—ঈশ্বরকে ভাল বাসিতে যে পারিলনা সে ভালবাসিবে ভোগকে—বিষয় ভোগকে। অজ্ঞানীই বৃথা ভোগের দিকে ধাবমান হয় "অজ্ঞানীব সদা ভোগানমুধাবসি কিং মূঢ়। দুরন্ত লোককে শাস্ত্র ইহাই বলিতেছেন।

ভোগ মানুষকে করিতেই হইবে। হয় ঈশ্বরকে ভোগকর আর ইহা যদি না কর তবে বিষয় ভোগ কর। এই দুয়ের মধ্যে আর কোন পথ নাই। ঈশ্বর ভোগ যদি কর তবে ক্রমে দাসভাবে ভোগ, অংশাংশি ভাবে ভোগ শেষে পূর্ণ ভাবে এক হইয়া ঈশ্বর ভাবে স্থিতি—ইহা লাভ করিবে। আর যদি সর্ব্বদা বিষয় ভোগে আসক্ত থাক তবে "ভক্ত্যা হৃদিস্থং সুখরূপমদ্বয়ম্ পরমাত্মনম্ অভাবয়ন্"ভক্তি পূর্ব্বক হৃদয়ে স্থিত নিরতিশয় সুখস্বরূপ অখণ্ড পরমাত্মাকে আর ভাবিতে পারিলেনা তখন বল নিরন্তর দুঃখরূপ তরঙ্গ মালা ভাসিতেছে ভাঙ্গিতেছে যে ভবসাগরে "কথং পরং তীর মবাপ্নুয়োজ্জনো—বল এই ভবসাগরের পরপারে যাইবে কিরূপে? তখন অজ্ঞান বহ্নির জ্বালা তোমাকে নিরন্তর দগ্ধ করিবে। তুমি স্বকৃত পাতক দ্বারা আপনাকে আপনি ক্রমে অধে আনয়ন করিবে আর "বিমোক্ষ শঙ্কা নচ তে ভবিষ্যতি" তোমার আর মুক্ত হইবার কোন উপায়ই হইবেনা।

তবেইত হইল ক্ষণস্থায়ী জগৎ ভোগ, দেহ ভোগ, মনোভোগ—এই সমস্ত ভোগকে অগ্রাহ্য করিয়া—বিষয় ভোগকে ভাল না বাসিয়া ঈশ্বর ভোগের দিকে যাই চল। অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভালবাসি এস। ঈশ্বরকে ভাল বসিতে না পারিলে তোমার সবই বিফল হইল!

ভাল বাসিবে কিরূপে?

ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর কিছু করিতেও আজ্ঞা করিয়াছেন—এই বিশ্বাস শাস্ত্র ও গুরু সাহায্যে দৃঢ় কর—করিয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনে দৃঢ়—প্রযত্ন করিতে করিতে সংসার পথে চলিতে থাক—ক্রমে তাঁহার অনুগ্রহ অনুভবে আসিবে তখন সেই "ভালর" "বাস" বা স্থান যিনি তাঁহাকে ভাল বাসিতে পারিবে।

ঈশ্বর আছেন ঈশ্বরের আজ্ঞা আছে—ইহার উপরে যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে না? কি করিব তবে?

কেন জন্মেনা অগ্রে তাহা নিশ্চয় কর।

কেন জন্মেনা?

সুকৃতি না থাকিলে তাঁহার আজ্ঞাপালন রূপ ভজন করা যায় না। সুকৃতি না থাকিলে ভজন হয় না—একথা কোথায় পাওয়া যাইতেছে? —গীতাতে।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ ৭।১৫ গীতা

মন্দকর্ম্ম যাহারা অনেক করিয়া ফেলিয়াছে, এখনও যাহারা মন্দকর্ম্ম-ছাড়িতে পারে না তাহারা দুষ্কৃতিশালী। দুষ্কৃতিকারীগণ পাপকারী,ইহারা পাপের সঙ্গে নিত্যযুক্ত। কেন ইহারা পাপ করে? ইহারা মূঢ় বলিয়া—ইহারা সত্য অসত্যের—আত্মা অনাত্মার বিচর বিহীন বলিয়া। অর্থাৎ যাহারা পাপকর্ম্ম করে তাহাদের চিত্ত অশুদ্ধ—চিত্ত রাগদ্বেষ যুক্ত—ইহাদের চিত্ত ভাল লাগা মন্দলাগায় সর্ব্বদা ব্যাকুল। ইহারা সর্ব্বসুন্দর ঈশ্বরকে জানিতে চায় না তাই ঈশ্বর ছাড়িয়া যেখানে সেখানে ভাললাগা মন্দলাগার ফাঁদে পড়ে—আত্মা অনাত্মার বিচার ইহারা করিতে পারেনা বলিয়াই মূঢ় হইয়া দুষ্কৃতি করে। ইহারাই নরাধম। নরের মধ্যে অধম বা নিকৃষ্ট ইহারা। কেন জান? যাহারা আমার নাম আমার রূপ আমার গুণ, আমার লীলা আমার স্বরূপ কিছুই জানেনা বা জানিতে চায় না অর্থাৎ যাহারা আমাকে ভাল বাসিতে পারেনা, তাহারা প্রাকৃত বিষয়ে আসক্ত—তাহারা বিষয় ভোগ সুখে মত্ত—এই জন্য ইহারা নরাধম।

ইহাদের এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হয় কেন?

হয় কেন জান? মায়া ইহাদের জ্ঞান হরণ করেন। মায়ার ছলনায় ইহারা দেহকেই আত্মারূপে ভ্রম করে—তাই ইহাদের বিবেক সামর্থ্য থাকে না।

ইহারা কি করিয়া জীবন কাটায়?

দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, কঠিন বাক্য প্রয়োগ—ইহাই ইহাদের কার্য্য। ইহারা অসুর ভাব আশ্রয় করিয়া হিংসা মিথ্যা লইয়াই থাকে।

দুষ্কৃতিকারী মূঢ়, নরাধম, মায়াহৃতজ্ঞান, আসুর প্রকৃতির লোক সমূহই আমার শরণে আইসে না।

বুঝিতেছ—মায়াদ্বারা যাহাদের জ্ঞান আচ্ছন্ন, স্বরূপানন্দ আবৃত তাহারা অনাত্মা যে দেহ তাহাকেই আত্মা মনে করিয়া, দেহাভিমানে নিজের স্ত্রী পুত্রের দেহাদি পুষ্টির জন্য দুষ্কৃতি বা পাপ করে, পাপ করিতে করিতে মূঢ় হইয়া যায়; ইহাদের বিবেক সামর্থ্য থাকেনা সেই জন্য ইহাবা পুরুষাধম হইয়া পুরুষাধমেরই সেবা করে. পুরুষোত্তম যে আমি আমার শরণাপন্ন হয় না।

মূঢ়, নরাধম, মায়াপহৃত জ্ঞান এবং অসুর ভাবাশ্রিত—এই সমস্ত অজ্ঞানীর অজ্ঞানের কি কিছু ইতর বিশেষ আছে?

আছে বৈকি। আমার সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই কেবল বিষয় ভোগেই আসক্ত এইরূপ লোক মূঢ়। আমার সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান আছে কিন্তু হৃদয় আমার কাছে আইসে না—আমার নামে, আমার রূপে, আমার লীলায়, আমার স্বরূপে ইহাদের হৃদয় নড়েনা, হৃদয় গলে না, ইহারা নরাধম। আমার ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান আছে কিন্তু ঈশ্বর আছেন ইহা অসম্ভব—এই অসম্ভাবনায় ইহাদের প্রকৃত জ্ঞান অপহৃত এইরূপ লোক মায়াপহৃত জ্ঞান। আর আমার ঐশ্বর্য্যাদির সুদৃঢ় জ্ঞানও আছে কিন্তু তদ্দারা তাহারা আমাকেই দ্বেষ করে—বলে ঈশ্বর আবার কে আমিই ঈশ্বর—এইরূপ লোক অসুর ভাবাশ্রিত। প্রথম প্রকারের অজ্ঞানী পশুর মত, দ্বিতীয় মানুষ হইয়াছে কিন্তু নরাধম; তৃতীয় ও চতুর্থ বিকৃত জ্ঞানী।

আচ্ছা—মায়া ইহাদের জ্ঞান হরণ করেন—তবে ইহাদের দোষ কি? ইহাদিগকে নরাধম কেন বল?

মায়া আমার মোহ উৎপাদিকা শক্তি। এই শক্তিও যেমন মানুষের মধ্যে আছে সেইরূপ আমার মোহবিনাশকারিণী শক্তিও ত মানুষের মধ্যে আছে। আমার মায়া বড় দুরত্যয়া সত্য—কারণ ইনি সকল মানুষকে মোহযুক্ত করান। কিন্তু আমিও ত জীবের সঙ্গে আছি। আর আমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি আমাকে আশ্রয় কর, আমার শরণাপন্ন হও আমিই তোমাদিগকে মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার করিব। ইহারা আমার কথা শুনে না—এইদিকে পৌরুষ দেখায় না তাই ত ইহারা কর্ম্ম পায়, জগতে নানা বিপদ আনয়ন করে।

ইহারা মায়ার কার্য্য বিনা আপত্তিতে করিবে, ভোগ লালসার দিকে প্রাণপণে ছুটিবে কিন্তু আমাকে লইয়া আনন্দ করিবে না—ইহাদের দুর্গতি হইবে না ত হইবে কাহাদের?

আচ্ছা—যাহারা অনেক দুস্কর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছে তাহারাও কি তোমার শরণাপন্ন হইতে পারে?

পারে। দুস্কৃতির জন্য যখন মানুষ আমাকে ভাল বাসিতে পারে না তখন সুকৃতি উপার্জ্জনের জন্য প্রথমেই চেষ্টা করিতে হয়। প্রথম হইতে সুকৃতি উপার্জ্জনের সুবিধা যাহাদের ভাগ্যে ঘটে, তাহাদের সহজেই আমার উপরে ভালবাসা জন্মে। সুকৃতি উপার্জ্জনের জন্যই সংসার আশ্রম। অন্য জাতি শুধু সংসার করে। আমি বলিতেছি সংসারকে আশ্রম করিয়া সংসার কর। সেইজন্য আমি নিয়ম করিয়া দিয়াছি পিতা মাতা সাজিয়া আমিই আছি। পিতা মাতার সেবা কর। আচার্য্য অতিথি হইয়া আমিই আসি—আচার্য্য অতিথির সেবা কর। সংসারের সকলের মধ্যে আমিই বিরাজ করিতেছি তাই সকলের সেবায় আমার সেবা করিতেছ মনে কর। আমিই সব সাজিয়া আছি—ইহার শিক্ষা প্রথম হইতেই লাভ করিতে থাক। পিতা মাতা প্রত্যক্ষ দেবতা ইহা ভুলিও না। পিতা মাতার আজ্ঞা পালন কর। প্রথম হইতেই আচার পালন করিতে শিক্ষা কর। কারণ আচারই প্রথম ধর্ম্ম। সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধ আহার ভিন্ন অমেধ্য আহার করিও না। আচার আহার স্নান ইত্যাদি আমায় আজ্ঞামত করিতে থাক। প্রথম হইতে যে সংসারে এইরূপ অভ্যাস ধরান হয় সে সংসারের নরনারী বহুদুস্কৃতি হইতে রক্ষা পায়। কিন্তু ঘোর কলিযুগে যখন সমস্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া যায় তখন নানাবিধ দুস্কৃতি হইয়া গেলেও সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র আশ্রয় করিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে ভগবানকে ডাকার অভ্যাস করিতে হয়। ডাকা, সেবা করা এবং দান করা ইহা দ্বারাই কলিকালে সুকৃতি উপার্জ্জিত হয়। কলিকালে দান দ্বারা সহজেই দুস্কৃতির খণ্ডন হয়। যাহাদের সামর্থ্য আছে তাহারা দান করিবেন সঙ্গে সঙ্গে ডাকার অভ্যাস ও সেবার অভ্যাস রাখিবেন।

ইহার পরে স্বধর্ম্ম পালনে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। স্বধর্ম্মে থাকিয়া উপাসনা করিতে করিতে আমার উপর ভালবাসা জন্মিবে।

বলা হইল দুস্কৃতি আছে, পাপ আছে বলিয়া মানুষ ভগবানকে ভাল বাসিতে পারে না। সেইজন্য কিছু সুকৃতি উপার্জ্জন করিতে হইবে। ইহাই

প্রথম কথা। যে ডাকার কথা বলা হইল, ডাকিতে ডাকিতে সেবা করা এবং ডাকিতে ডাকিতে দান করা—এখানে ডাকাকেই মুখ্য করিতে হইবে। নাম করা ইহাই এই কলিযুগের সর্ব্বসাধারণের মুখ্য সাধনা। সব কর কিন্তু নাম করাকেই বিশেষভাবে অবলম্বন কর। সর্ব্বদা নাম করিতে অভ্যাস করিয়া ফেলিতে হইবে। প্রথম প্রথম ইহা প্রায় ভুল হইবে। ভুল হউক আবার কর। ভাল লাগুক বা মন্দ লাগুক নাম কর। প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া বিছানায় না বসিয়া ভূমিতে উপবেশন কর, করিয়া মনকে অন্য কিছু ভাবনার অবসর না দিয়া ঘন ঘন নাম কর। ততক্ষণ ধরিয়া নাম কর যতক্ষণ না নাম করিতে করিতে ভাল লাগে। কিছুদিন অভ্যাসেই বুঝিবে নাম সরস হইয়া আসিতেছে। লক্ষ্য রাখিবে মনকে অন্য চিন্তা না করিতে দিবার জন্য প্রথম প্রথম নাম করিতেছ। ক্রমে ঈশ্বর ভাবনায় রস পাইবে।

দুষ্কৃতি দূর করিবার জন্য আহার আচার স্নান ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে ডাকা, সেবা ও দান—এইগুলি ধর্ম্মাচরণ। সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম কোন বস্তু তাহা পালন করিতে থাক। অহিংসা, চুরি না করা, মিথ্যা কথা না কওয়া, ব্রহ্মচর্য্য করা এই সমস্ত বিষয়ে আপনা হইতে রুচি লাগিবে। এইভাবে সুকৃতি উপার্জ্জন করিতে পারিলে তবে ভগবানকে ভজনা করিতে ইচ্ছা হইবে। তাই গীতা বলিতেছেন—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

কেহ আর্ত্ত হইয়া ভজিবে, কেহ জিজ্ঞাসু, কেহ অর্থার্থী কেহ বা জ্ঞানী হইয়া ভজনা করিবে। ইহারা প্রথমেই দুষ্কৃতি খণ্ডন জন্য সুকৃতি উপার্জ্জন করেন। ইহাদের মধ্যে জ্ঞানীর ভজনই শ্রেষ্ঠ ভজন। যাঁহারা এই বিষয় বিশেষরূপে ধারণা করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা গীতার ৭।১৩ শ্লোকও বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া লইবেন।

নীরস জপ।

পরকে উপদেশ দিতে বেশ পার। ভাবের কবিতাও লিখিতে পার, গ্রন্থ লিখিয়া সমাজকে উন্নত করিবার জন্য কত কি করিতে পার, বার্ষিক অধিবেশনে ধর্ম্মপ্রচার করিতে পার, বাছা বাছা শ্রুতিবাক্য লইয়া কত রঙ্গে ভঙ্গে তোমার সঙ্গে যাহাদিগের না মিলে তাহাদিগকে ঠারে ঠোরে বোকা বানাইতে পার, কিন্তু হে পরোপদেষ্টা—তোমার আপনার উপদেশ কতটুকু হইল? হে জগৎ রক্ষাব্রতধারিন্! তোমার নিজের রক্ষা কতটুকু হইল? হে সংসার-হিতার্থ গৃহস্থধর্ম্মরক্ষাকারিন্! বল! বল! তোমার অসম্বন্ধ প্রলাপ কতটুকু রোধ করিতে পারিলে? জপকালে কি বুঝিতে পার অসম্বন্ধ প্রলাপের প্রসার কতদূর? তোমায় কোথায় ফেলিয়া দিয়া মন অসম্বন্ধ প্রলাপ করিতে করিতে ছুটাছুটি করে, নিত্যই করে—এর প্রতিকার কি করিলে বল?

হতাশ হইলে ত কোন ফল নাই। ঠিক শাস্ত্র মত চলনা তাই ফল হয় না। যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ, ন স সিদ্ধি সমাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ এই কথাটী শ্রী ভগবানের। যদি নিজের ইচ্ছামত অন্য কিছু না মানিয়া, শুচি অশুচি বিচার না করিয়া, বিছানায় বসিয়া, বা চর্ম্মপাদুকা অঙ্গে ধরিয়া ভগবান্‌কে ডাকিলে সিদ্ধি হইবে মনে ভাব,তবে তুমিই নিতান্ত ভ্রান্ত। তুমি যে ভ্রান্ত তাহার অন্য প্রমাণের আবশ্যক কি? তোমার নিজের দিকেই চাওনা কেন? বয়সওত হইল। যাহোক তাহোক চেষ্টাও ত করিতেছ, কিন্তু সেই থাড়া বড়ি থোড়, আর থোড় বড়ি থাড়া। প্রত্যহ মন খারাপ হওয়া, আর সেই মনকে ভাল করিবার জন্য একটু ডাকা। আর কোন দিন মনে একটু রস পাওয়া, কোন দিন বিষাদমুখে কিছুই হইল না বলিয়া হতাশ হইয়া উঠিয়া আসা। এই কি তোমার ধর্ম্মের উন্নতি? তোমায় কোন উন্নতিই হয় নাই, তোমার কোন দিন ভাল হওয়াটাও মনের প্রতারণা মাত্র। ভাল করিয়া দেখ, ইহা বেশ বুঝিতে পারিবে।

কেন হয় না জান? তুমি কখন বৈরাগ্য অভ্যাস কর নাই, কখন বিষাদ-যোগী হইতে সাধনা কর নাই। তোমার বিষাদ আসে সত্য, কিন্তু একটু স্বাদ

পাইলেই তুমি বেঁহুস হইয়া যাও। একটু সুখ পাইলেই তুমি শ্রীভগবানকে ভুলিয়া যাও। সংসারে একটু হাসি-মুখ দেখিলে তুমি বেশ থাক। ইহাকে বিষাদ যোগ বলে না।

আজ যাহাকে হাসিতে দেখিতেছ, সে যে পরমুহূর্ত্তেই কাঁদিবে—ইহা কি হাসির সময়েই ভাবিতে পার? আজ যাহাকে আলিঙ্গন করিতেছ,কাল তাহাকে যে বিসর্জ্জন দিতে হইবে—ইহা কি আলিঙ্গনকালেই তোমার মনে পড়ে? আজ সূতিকাগৃহের আলোকে যাহার মুখ দেখিয়া সুখে বুক ভরিয়া যায়, কাল শ্মশান বহ্নির ভীষণ আলোকে তাহার মুখ দেখিতে হইবে—ইহা কি একবারও ভাবিতে পার?

সুখ ভোগ করিবে কি? তোমাদের শিয়রে কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে তাহা কি দেখ? "তেরে শিরপর যম খাড়া হ্যায়" সাধুরা এই বলিয়া লোককে কাতর করেন, করিয়া বলেন, ভগবান্‌কে ডাক। কাতর না হইয়া, মনকে কাতর না করিয়া,তুমি উপাসনা কি করিবে বল? বালক ভয়ানক অস্থির হইয়া রহিয়াছে—আপন ব্যভিচারে উন্মত্ত হইয়া যে রহিয়াছে—বল তাহাকে জপ করিতে বলিলে সে জপ কেমন হইবে? তুমি বলিবে চিত্তবালক! হরি হরি কর। বালক দেখিবে সুন্দর বায়স্কোপ। তুমি বলিবে নিত্যক্রিয়া কর—চিত্ত-বালক দেখিবে লিপ্‌টনের চা, কখন দেখিবে সুন্দর মুখ কখন ভাবিবে এই এই উপায়ে সংসার গুছাইতে পারা যাইবে। হরি! হরি! এই জপে বা এই সাধনায় কি কখন রস পাওয়া যায়! যতক্ষণ মঞ্চে বসিয়া বক্তৃতা কর, ততক্ষণ তুমি স্থির—লোককে শুনাইতেছ বলিয়া; রঙ্গমঞ্চ হইতে নামিলেই সেই মাছির ভেন্‌ভেনানি।

এসব সাধনা নয়। সাধনা যাহাকে করাইবে সে হইল মন। মনকে আগে বৈরাগী কর। মনকে আগে কৌপীন পরাও। মনকে দুঃখী কর। মনকে বিষাদযোগী আগে করাও, তবে এই মন জপে রস পাইবে; এই মন নিত্যক্রিয়া ঠিক মত করিতে পারিবে।

কিরূপে বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে হয়, কিরূপে বিষাদযোগী হইতে হয় এই ত তোমাদের জিজ্ঞাসা।

এস এস—আর হাহা, হুহু, হিহিতে মন দিও না। শাস্ত্রমত একবার আপনাকে আপনি দেখ। তুমি স্বরূপে কি তাহাত প্রথমেই বুঝিবে না। তুমি কি হইয়া আছ তাহাই একবার দেখ।

কাহাকেও মৃত্যুশয্যায় ছট্‌ফট্‌ করিতে কি দেখিয়াছ? দেখিয়াছ বৈ কি? মা গিয়াছেন, পিতা গিয়াছেন, পুত্র গিয়াছে, কন্যা গিয়াছে, স্ত্রী গিয়াছে, জামাতা গিয়াছে, স্বামী গিয়াছে শোক কে না পাইয়াছে?

এক এক করিয়া ধর দেখি! যখন স্বামী গেলেন, তখন মনে করিয়াছিলে কেমন করিয়া জীবনধারণ করিবে? এখন সে শোক কোথায়? যে শোক বড় পবিত্র—যে শোক এক ক্ষণকালে তোমার মনকে জগতের সমস্তই নশ্বর বোধ করাইয়া দিয়া, তোমার দুরন্ত মনকে বৈরাগী করিয়াছিল—সে শোক কি রাখিতে পারিলে? যদি রাখিতে পারিতে, তবে কি আবার হাহা, হুহু, হিহিতে যোগ দিতে পারিতে? তবে কি আবার দেহের বিলাসিতা, দেহকে ফিট্‌ফাট রাখা—এ সব লইয়া ব্যস্ত থাকিতে পারিতে? তবে কি ভুলেও রঙ্গরসে যোগ দিতে পারিতে? তাহা পারিতে না। শোক ভুলিয়া আবার মনকে ব্যভিচারী করিয়া ফেলিয়াছ? না হয় একটু কবিতা লিখিলে,—তাহাতে বিশেষ কি হইতেছে বল? না হয় দুটো কথা বলিয়া লোককে একটু মাতাইতে পারিলে,—তাহাতেই বা কোন্ লাভ হইল বল?

না না এসব কিছুই নয়। উপায় কর।

ঐ শুন! কে গাহিয়া গেল—
শ্মশান ভাল বাসিস ব'লে শ্মশান করেছি হৃদি,
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচ্‌বি বলে নিরবধি।

এ গানের বাঁধন একটু ঘুরাইয়া দাও। আপনি ইচ্ছা করিয়া হৃদয় শ্মশান কর নাই। সেই হৃদয় শ্মশান করিয়াছে—শ্মশান করিয়া আপনি সে শ্মশানে নাচিবে বলিয়া।

ভাল করিয়া একবার বোঝ দেখি, হৃদয় শ্মশান করা কি? তুমি বল কিছুই ত ভাল লাগে না। ভাল লাগে না সত্য, কিন্তু যদি কোনরূপে ভাল লাগাইয়া দেওয়া যায়, তখন তাই লইয়া ব্যভিচার কি কর না? না না ইহাকে শোক বলে না। স্বামী, পুত্র কন্যার শোক ইহা নহে? যতক্ষণ না তাঁহাকে পাই, যতক্ষণ না তাঁহার বিশ্বরূপে সকলকে দেখি, ততক্ষণ কিছুতেই সুখ হইবে না।

স্বামীর মৃত্যু ত দেখিয়াছ, পুত্র কন্যা পিতা মাতা স্ত্রী—নিজের না হইলেও অন্যের ত হইতে দেখিয়াছ। যেমন করিয়া মরিতে দেখিয়াছ—মরিবার সময় যেরূপ নিরাশ্রয় হইতে দেখিয়াছ—সেইটী মনে মনে নিত্য আলোচনা কর। হৃদয়ের

মধ্যে বহু প্রিয়জনের শ্মশান শয্যা পূরিয়া রাখ। হৃদয় মধ্যে আর কোথাও কিছু দেখিও না। সংসার ইন্দ্রজালের কোন কিছুর আশা আর আসিতে দিও না— শুধু দেখ—কোথাও চিতার শ্মশানবহ্নি ভীষণভাবে স্নেহের পুত্তলিকে দগ্ধ করিতেছে। কোথাও দেখ স্বামীর মৃতদেহের ভস্মাবশেষ আর দগ্ধ অঙ্গার পুঞ্জীকৃত রহিয়াছে, কোথাও দেখ স্ত্রীর চিতায় শেষ জলকলস ভাঙ্গা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, কোথাও দেখ তাহাদের শয্যা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাদের বাঁশের দোলার বংশখণ্ড এখানে সেখানে পড়িয়া রহিয়াছে; আর সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা কর, আহা মরিবার সময় সে যে কত কাতর চ'ক্ষে চাহিয়া গেল; কত যাতনায় অস্থির হইয়া নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া সাহায্য চাহিয়াছিল—কেহই যে কিছু করিতে পারিল না। হৃদয়ে এই মৃত্যু দৃশ্য পুরিয়া রাখ—আর কোন দিকে মন যাইতে পারিবে না। মন তখন বিষাদযোগী হইয়া, নিতান্ত ভীত হইয়া কাতরভাবে সেই নিরাশ্রয়ের আশ্রয়কে চাহিবে। মন তখন কাতর হইয়া নিরন্তর নাম করিতে পারিবে— করিতে করিতে প্রার্থনা করিতে পারিবে—প্রভু! রক্ষা কর—হে অগতির গতি—গতি বিধান কর। তুমি ভিন্ন আর কেহ নাই। তোমার নাম ভিন্ন জীবের জুড়াইবার আর কিছুই নাই। দীনবন্ধু! তুমিই আশ্রয়। এইরূপে মনকে কৌপীন পরাইয়া নিরন্তর নাম কর। নামের অবলম্বনে নামীর কৃপা বুঝিতে পারিবে।

স্থূল দেহের দার্শনিক চিকিৎসা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সর্ব্বপ্রথম তিনি কোন সুস্থকায় মানবকে সিনকোনা (Cinchona) সেবন করাইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করেন। সুস্থ দেহে উক্ত দ্রব্য সেবন করাইলে পরে তিনি দেখিয়াছিলেন যে ঐ মানবের দেহে সবিরাম (intermittent) জ্বরের লক্ষণ সকল দেখা দেয়। তৎপরে যে যে ব্যক্তির সবিরাম জ্বরের লক্ষণ সকল

দেখা দিয়াছিল তাহাদের সকলকেই ঐ সিনকোনা গাছের রস সেবন করাইয়া আরোগ্য করেন। ইহার পরে অনেকানেক সুস্থ দেহে অনেকানেক প্রকারের দ্রব্য প্রয়োগ দ্বারা যথেষ্ট প্রমাণ পান যে দেহাক্রান্ত ব্যাধি সেই সেই দ্রব্যের প্রয়োগে সহজে অনতি বিলম্বে ও নিরাপদে প্রশমিত হইবে যে যে দ্রব্য সুস্থ শরীরে সেবন করাইলে দেহাক্রান্ত ব্যাধির লক্ষণ অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হয়। এই প্রকার প্রমাণ পাইয়া তিনি Similia Similibus Curantur এই সূত্র বিধিবদ্ধ করেন। এই সূত্রই হানিমানের আবিষ্কৃত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মূলমন্ত্র। সময়ে সময়ে বের (Baehr) হেমপেল Hempel) প্রভৃতি অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ জ্ঞানানুসারে হানিমানের সূত্রের প্রকৃত অর্থ স্থির করিয়াছেন। সংক্ষেপে উহারা ইহাই বলেন যে, যে সকল ঔষধ সুস্থ শরীরে প্রয়োগ করিলে ঐ দেহের অংশ সকল অসুস্থ হয় কিন্তু পীড়িত দেহে প্রয়োগ করিলে উহার অংশ সকলকে এমনভাবে উত্তেজিত করে যাহাতে পীড়া উপশম বা দেহস্থিত পিত্ত বায়ু ও কফ সাম্যাবস্থায় আসে। এই কারণেই ঔষধের পরিমাণ অধিক হইলে পীড়া উপশম না হইয়া বৃদ্ধি হয়। হানিমানের সূত্রের সার্থকতা ও উপযোগিতা লইয়া বর্ত্তমান সময়েও চর্চ্চা চলিতেছে। তবে ইহা সর্ব্বসম্মত মত যে হানিমানের প্রথানুসারে ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ অনেক পরিমাণে নিরাপদ। সম্প্রতি হারটমান নামক চিকিৎসক (F Hartman) বলিয়াছেন যে যদি সুস্থ মানব-শরীরে কোন পদার্থ যাহা শরীরের উপযোগী নহে তাহা প্রবেশ করে তাহা হইলে উহা বিষবৎ কায্য করিতে পারে। এমত স্থলে হোমিওপ্যাথি ঔষধে রোগীর অধিক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা কম। * শান্তি স্বাস্তয়ন দ্বারা রোগ শান্তির চেষ্টা য়ূরোপীয় চিকিৎসকগণ করেন নাই। তাঁহারা ঐ বিদ্যা আদৌ অবগত নহেন।

ভারত ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া আমাদের স্বতঃই আলোচনা করিতে ইচ্ছা হয় যে সুদূর জার্ম্মোনি প্রদেশে মহামতি হানিমানের দ্বারাই কি এই সূত্র প্রথম গ্রথিত হয় অথবা ঐ মন্ত্র সর্ব্ব প্রথমে এই ভারত ভূমিতেই ধ্বনিত হইয়াছিল। ভারতের গৌরবময় সময়ে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য সম্রাটের রাজত্বকালে সম্ভবতঃ

---

* If any thing enters into the constetution of man which is not in harmony with its clements, the one is to the other an impurity and can become a poison." G. Hartman M.D.

৬০ খৃষ্টাব্দে কালিদাস এই ভারত ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন। কালিদাস কেবল মাত্র কবি ছিলেন না,তাঁহার হীরক ভাণ্ডে কেবল মাত্র আদিরস ছিল এমত নহে। জগতে যত কিছু উৎকৃষ্ট রস আছে তাহার ভাণ্ডে সকলই সঞ্চিত ছিল। তিনি মহাকবি, মহর্ষি, মহাযোগী, পরম ভক্ত এবং ভিষকরাজ ছিলেন। তাঁহার প্রণীত "শৃঙ্গার তিলক" নামক গ্রন্থে আমরা নিম্নলিখিত শ্লোকটী দেখিতে পাই।

"দৃষ্টিং দেহি পুনর্ব্বালে হরিণায়তলোচনে ;
শ্রূয়তে হি পুরাকালে বিষস্য বিষমৌষধম্ ॥১৬
শৃঙ্গার তিলক।

অর্থঃ…হে হরিণায়তলোচনে! পুনর্ব্বার দৃষ্টি প্রদান কর, কারণ পুরাকাল হইতেই শ্রুত আছি,যে বিষই বিষের মহৌষধ। তোমার একবার কটাক্ষ মাত্রে আমার দেহ জর্জ্জরিত হইয়াছে পুনরায় কটাক্ষ সন্ধান না করিলে আর আমার পরিত্রাণ নাই। পুনরায় কটাক্ষ সন্ধান করিলেই দেহের ব্যাধি দূর হইবে। আমার পরমানন্দ হইবে। কালিদাস বলিয়া গিয়াছেন বিষ যে বিষের ঔষধ ইহা বহুযুগ পূর্ব্বের শ্রুত বাক্য, সুতরাং ইহা চিরকালের বা অনাদি নিয়ম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কথিত আছে যে এই ভারতক্ষেত্রে ভরদ্বাজ মুনি ঋষিগণের আদেশানুসারে সর্ব্বপ্রথম ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করেন। পরে আয়ুর্ব্বেদকে অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে সুশ্রুত, চরকসংহিতা, নিদান প্রভৃতি নানা গ্রন্থ রচিত হয়। কেহ কেহ বলেন সুশ্রুত সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন গ্রন্থ। বিষ যে বিষ নাশক ইহা আমরা সুশ্রুত গ্রন্থে হইতে নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকটি হইতে প্রমাণ পাই।

"যথা নরেন্দ্রোপহতস্য কস্যচিৎ ভবেৎ প্রসাদ স্তুত এব নান্যতঃ।
ধ্রুবং তথা মদ্যহতস্য দেহনো ভবেৎ প্রসাদ স্তুত এব নান্যতঃ॥"

ভাবার্থ :—যেমন দেশের রাজার কোন কারণে কোন প্রজার প্রতি কোপ হইলে তাহার কোপ নিবারণ জন্য ঐ রাজার নিকটই স্তুতি ব্যতীত তাহার অন্য কোন উপায় নাই অথবা মদ্যপায়ী ব্যক্তির মদ্যজনিত কষ্ট নিবারণ জন্য অল্প পরিমাণে ঐ মদ্যপানই ঔষধ, সেইপ্রকার বিষের ঔষধ অল্লাধিক পরিমাণে ঐ বিষই ঔষধ, অপর কিছু নহে। আবার চরক সংহিতাতেও নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকটী আছে।

"বিষষং বিষঘ্ন মুক্তং যৎ প্রভাব স্তত্র কারণং।
উর্দ্ধানুলোমনং যচ্চ তৎপ্রভাব প্রতবিতং॥ ৯৩।২৬-অধ্যায়। সূত্র স্থানম্

ভাবার্থ।...বিষ যে বিষের বিষঘ্ন উক্ত হয় তাহা বিষের প্রভাব। উর্দ্ধানুলোমন যে ক্রিয়া উহাও বিষের প্রভাবে প্রভাবিত।

এক্ষণে বিবেচ্য এই Smilia Similibus Curautur এই সূত্রের উৎপত্তি কোন দেশে এবং কাহার দ্বারা? ইহা কি আয়র্ব্বেদোক্ত দার্শনিক চিকিৎসা প্রণালী নহে? আমাদের জিজ্ঞাস্য এই. পরম কারুণিক শ্রীভগবান যে সকল বৃক্ষলতাদির দ্বারা এই দেশের মানবগণের ব্যাধি সহজেই প্রশমিত হইতে পারে তাহাদের কি এই দেশেই জন্মাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন না?

"যস্য দেশস্য যো জন্মী তজ্জংত সৌষধং হিতং।"

এবং ঋষিগণ দেশ কাল পাত্র ভেদে যে যে দ্রব্য এই দেশের রোগীর প্রয়োজনীয় তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই কি? আমাদের বিশ্বাস তাঁহাদের উপদেশ শিরোধার্য্য করিলে এই ভারত সুখের ভারত হইবে। দেশ. কাল, পাত্র, বিবেচনা করিয়া ব্যাধির বিপরীত গুণাবলম্বী ঔষধ প্রয়োগ, বিষ নাশের জন্য বিষ প্রয়োগ পার্থিব দ্রব্য ধারণ, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, কৌশলে এই চতুর্ব্বিদ উপায় অবলম্বন জ্ঞানবান ভিষকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

কথিত আছে কদম্ব * প্রভৃতি বৃক্ষ সমূহের পত্র, পুষ্প, ছাল পুরুষগণের নানা রোগ নিবৃত্তির মহৌষধ; অশোক প্রভৃতি বৃক্ষ সমূহের ছাল, পুষ্প ইত্যাদি স্ত্রীগণের কোন কোন ব্যাধির ঔষধ। সেই জন্যই হয়ত শ্রীকৃষ্ণের কদম্ব বৃক্ষ, প্রিয় বৃক্ষ ছিল। আর সেই জন্যই হয়ত সীতাদেবী রাবণ গৃহে অশোক কাননে বাস শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়াছিলেন। আমরা উপরে প্রকৃতি যে শ্রীরাধা ইহা বলিয়াছি। আমাদের প্রার্থনা ঐ শ্রীরাধার প্রেমের নাগরের যে কদম্ব বৃক্ষ পরম প্রিয় ছিল আর যে যমুনার জলে তিনি লীলা করিয়াছিলেন, মরণের কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে সেই কদম্ব পুষ্পের একবিন্দু নির্য্যাস বা যমুনার একবিন্দু জল যদি উদরস্থ হয়, তাহাহইলে এ জন্মের মরণ যন্ত্রণা হয়ত প্রশমিত হইতে পারে। তৎপরে পরজন্মে মাতার পরম পবিত্র পূর্ণখাদ্য স্তন্যদুগ্ধ পুনরায় পান করিবার আশায় কর্ম্মফলানুযায়ী কিয়ৎকাল সূক্ষ্মশরীর অবলম্বন করিয়া পরলোকে থাকিব।

শ্রীরাধায়ৈ নমঃ। শ্রীজ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী

---

* কদম বৃক্ষের বিশেষত্বঃ সম্বন্ধে মৎ প্রণীত "শ্রীকৃষ্ণচিন্তা নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

পূজার আবশ্যকতা ও পূজার উপকারিতা।

এ জগৎ ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি—ইহা ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন আবার ব্রহ্মতেই লীন;—অনন্ত জলধি বক্ষে ক্ষুদ্র বৃহৎ তরঙ্গের ন্যায় উঠিতেছে ও পড়িতেছে। এই যে উঠা পড়া এই যে আকর্ষণ বিকর্ষণ, ইহাই শ্রীভগবানের পূজা,—তাঁর পূজা তিনিই করিতেছেন। এ জগতে যেখানে যাহা কিছু হইতেছে, যে যাহা কিছু করিতেছে, সে সকলই তাঁর পূজা। এই যে ক্ষুদ্র জীব আমরা কত শত জন্মমরণের মধ্য দিয়া অনন্তের পথে চলিয়াছি, এই যে জন্ম মরণ, এই যে মরণ যজ্ঞ এও তাঁর পূজা। আমরা সবাই জ্ঞানে বা অজ্ঞানে তারই পূজা করিতেছি। সাধারণ কথায় আমরা যে 'পেট পূজা' বলি সেও এক পূজা এবং তাহা হইতেই ইহার সত্যতা প্রমাণ হয়। আমরা যে যে পূজাই করি তাহাই মার পূজা।

প্রাতঃ প্রভৃতি সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাত স্তদেব তব পূজনম্॥

কোন সাধক গাহিয়াছেন—

ভোজন আমার আহুতি প্রদর্শন,
শয়ন আবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম,
প্রতি কথা মোর মন্ত্র।
প্রতি অঙ্গ ভঙ্গী মুদ্রা বিরণে।
যে ভাবেই বসি সেই ত আসন,
যে চিন্তাই করি তাঁরই ধ্যান করি,
এ জীবন তার যন্ত্র॥

এই যে পূজা, এই যে সৃষ্ট বস্তু মাত্রেই তার পূজা করিতেছে—ইহা দুই প্রকার। এক সকাম ও আর এক নিষ্কাম। জীব মাত্রেই সকাম পূজা করে, কিন্তু সে যখন প্রকৃত পূজার অধিকারী হয় তখন তার পূজা হয় নিষ্কাম—তখন সে মুক্তি পর্য্যন্ত প্রার্থনা করে না। সে জানে মুক্তি ভক্তির সহচরী,তাহার জন্য প্রার্থনা করিতে হয় না,—ভক্তির সহিত পূজা বা সেবা করিলেই মা আসেন, আর মা আসিলেই তাঁর সহচরী মুক্তি তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই আসে। তাই যে শুধু পূজার অধিকারী হতে চায়, আর যখন সে পূজার অধিকারী হয় তখন তার আর কিছু

চাহিবার থাকে না জীব যখন এইরূপ নিষ্কাম পূজার অধিকারী হয় তখন তার আর বাহ্যিক পূজাও থাকে না, তখন সে তার প্রেমময়ের সহিত এক হইয়া যায়। ইহাই প্রকৃত পূজা ইহাই প্রকৃত সেবা। সেব্য সেবক সম্বন্ধ পূজ্য পূজক সম্বন্ধ ততক্ষণ যতক্ষণ না প্রকৃত পূজার বা সেবার অধিকারী হওয়া যায়। এ অধিকারী না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি আমি থাকে, কিন্তু যখন অধিকারী হয় তখন আর তুমি আমি থাকে না, তখন আমি তুমি হইয়া যায় তখন আমি, তখন সব তুমি, তখন পূজা পূজক এক, তখন জীবই শিব, তখন বাসুদেবঃ সর্ব্বম্। আমরা যে পূজা করি সে এই সেবার অধিকারী হইবার জন্য। সকাম পূজা হউক আর নিস্কাম পূজাই হউক জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, গৌণ ও মুখ্য ভাবে পূজা মাত্রেই সেবা। জীব চিরদিনই তাঁর সেবা করিতেছে ও তাঁর সেবা করিতে চায় আনন্দময়ী মার কোলে আনন্দ পেতে চায়। সেবার অর্থ হইতেছে ব্রহ্মত্ব লাভ অর্থাৎ এক মন এক প্রাণ হওয়া, এক হয়ে যাওয়া জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত একীভুত হওয়া। এক মন এক প্রাণ না হলে প্রাণে প্রাণে মিসে না গেলে, তিনি ময় না হয়ে গেলে সেবাই হয় না। তন্ময়তা থাকিলেই প্রকৃত প্রেম বা ভালবাসা হয়, তা সে যে ভাবেই ইষ্টকে হৃদয়ে ধারণ করুক না, যে ভাবেই তাঁর সেবা করুক না কেন। এ অবস্থায় বিধি নিষেধ শাস্ত্র উপদেশ সব ভাসিয়া যায় —প্রেমিক সাধক আপন ভাবেই প্রেমের পূজা করিতে থাকেন! ইহার ভাল মন্দ নাই। প্রত্যেক জীব ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তার আরাধ্যের পূজা করে এবং শুধু তন্ময়তার মধ্য দিয়াই তার পূজার সফলতা লাভ করে ও ধন্য হয়। প্রেমিক বিল্বমঙ্গল ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। যে পূজায় প্রাণ অর্ঘ্য দিতে জানে তাহারই পূজা প্রকৃত পূজা, তাহারই পূজা সার্থক। প্রাণ না দিলে আপনাকে ভুলিয়া আপনাকে বিলাইয়া সেবা না করিলে, সর্ব্বস্ব তার পায়ে অর্পণ না করিলে প্রকৃত পূজা বা সেবা হয় না। যতক্ষণ দেহাত্মবোধ, অহং বোধ, আমার আমার ভাব আছে, ততক্ষণ পূজা পূজাই নয়, উহা পূজার আয়োজন মাত্র। আপনার বলিতে যখন কিছু না থাকিবে, তাঁর সেবার কামনা ছাড়া অন্য কোন কামনা যখন না থাকিবে তখনই মানুষ তাঁর প্রকৃত সেবার অধিকারী হবে। এই বিষয় বাসনা ত্যাগের জন্যই পূজার আয়োজন, ও প্রয়োজন। ইহা না হইলে আমাদের সকল পূজাই নিস্ফল ও ব্যর্থ। এই পূজা হইতেই বিশ্বের পূজা বা বিশ্ব প্রেম জন্মায়। হে বিশ্বপ্রাণ, মহাপ্রাণ হে জগৎ গুরু, আমাকে তুমি সেই প্রেম

শিক্ষা দাও, সেই ভালবাসা শিখাও, তোমার সেবার অধিকারী কর। জয়গুরু! জয় মা! হরি ওঁ।

শ্রীললিত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এল্‌, এম, এস।

ভার্গব শিব রাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ নাম রহস্য

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

'ভৃগু' এবং 'ভার্গব' এই শব্দদ্বয়ের অর্থ এবং ভৃগুদেবের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

জিজ্ঞাসু রমা—ভৃগুদেবের নাম উচ্চারিত হইলে, আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়, আমি জন্মিবার বহু পূর্ব্বে ভৃগুদেব ভৃগুসংহিতাতে লিখিয়া রাখিয়াছেন, 'রমা সমা কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে'। অতএব বলিতে হইবে, আমার 'রমা' নাম ভৃগুদেবই রাখিয়াছেন। দাদা! এত জ্ঞান, এত করুণা, এমন প্রেম আর কাহার আছে কি? আহা! এই অকিঞ্চন, এই তুচ্ছ রমাও তাঁহার করুণাপূর্ণ সর্ব্বদর্শি নয়নের বহির্ভূত হয় নাই, আমার বিষয়ও তিনি ভাবিয়া থাকেন।

বক্তা—যতদিন স্মৃতি থাকিবে, ভাবিবার শক্তি থাকিবে, ততদিন করুণাময় ভৃগুদেবকে স্মরণ করিবে, বিপদে সম্পদে যে অবস্থাতেই থাক, কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অন্তঃকরণে প্রতিদিন তাঁহার পূজা করিবে। ভৃগুদেব প্রথমে স্বায়ংভুব মন্বন্তরে ব্রহ্মার হৃদয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার বৈবস্বত মন্বন্তরে বরুণের যজ্ঞে প্রদীপ্ত অগ্নিজ্বালা হইতে সম্ভূত হইয়াছেন। নিরুক্ততে, মহাভারতে এবং বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর পুরাণে উক্ত হইয়াছে, যাহতে পাপলেশ নাই, যিনি নির্দ্দগ্ধ কল্মষ (নিষ্পাপ—বিমল) তিনি 'ভৃগু', ভৃগুশব্দের ইহাই বুৎপত্তিলভ্য অর্থ ('অর্চ্চিষি ভৃগুঃ সম্বভূব ভৃগুর্ভৃজ্যমানো ন দেহে—নিরুক্ত')। ভৃগুদেব

অযোনিজ। গোপথব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে, যিনি ভৃগুদেবের ভৃগুত্ব যথাযথভাবে বিদিত হইবেন, তিনি সর্ব্বলোকে ভৃগুদেবের ন্যায় প্রকাশ পাইবেন ("যদভৃজ্যত তস্মাদ্‌ভৃগুঃ সমভবৎ, তদ্‌ভৃগোর্ভৃগুত্বং ভৃগুরিব বৈ স সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি য এবং বেদ।"—গোপথ ব্রাহ্মণ)। ভৃগুদেব যে অযোনিজ, ইনি যে বরুণের যজ্ঞে অগ্নিজ্বালা হইতে সম্ভূত, ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও তাহা উক্ত হইয়াছে। *

ঋগ্বেদ ও শুক্লযজুর্ব্বেদ পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়, ভৃগু ও অঙ্গিরা আমাদের নিত্যপিতৃদেব, ভৃগু ও অঙ্গিরার বচনানুসারে কর্ম্ম করিলে, তাঁহাদের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে পারিলে, আমাদের প্রকৃত কল্যাণ হইবে ("অঙ্গিরসো নঃ পিতরো নবগ্বা অথর্বাণো ভৃগবঃ সোম্যাসঃ। তেষাং বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়ানমপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম॥"—ঋগ্বেদ সংহিতা ও শুক্লযজুর্ব্বেদ সংহিতা)। ভৃগু গোত্রোৎপন্ন ব্রাহ্মণদিগকেও 'ভৃগু' এই নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। ভৃগুসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে, পূর্ব্বজন্মেও আমি ভৃগুবংশে ছিলাম. ভৃগুদেবের নিকটে আমি বাস করিতাম (পূর্ব্বজন্মনি ভো শর্ম্মন্ ভৃগুবংশবিভূষণঃ। ভৃগু নিকটে মহাখ্যাতিঃ সামবেদপরায়ণঃ॥"—ভৃগুসংহিতা)। আমি যে, ভৃগুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহা আমি জানিতাম, এবং এই নিমিত্ত 'ভৃগু' নাম আমার শ্রুতি-ও-হৃদয়রমণ নাম। তথাপি ভৃগুসংহিতা পাইবার পূর্ব্বে আমি নিশ্চয়পূর্ব্বক জানিতে পারি নাই ভৃগুদেব আমার কে? আমার যাহাকিছু 'আমার' বলিবার আছে, তৎসমস্তই 'ভার্গব', আমি তাঁহা হইতেই জ্ঞান পাইয়াছি, ভক্তি পাইয়াছি ("ভৃগুবংশপ্রভাবেণ সর্ব্বশাস্ত্রবিচক্ষণঃ।"—ভৃঃ সং)। কুঞ্জর মূর্খও জ্ঞানী হইতে পারে, ভৃগুদেবের অনন্ত কৃপায় এই বিশ্বাস আমার হৃদয়ে ধ্রুবাস্থিতি লাভ করিয়াছে। অতএব আমি আপনাকে ভার্গব বলিয়া না ভাবিলে, 'আমি ভার্গব' আমার 'আমার' বলিবার সব 'ভার্গব' (ভৃগুপ্রাপ্ত), ইহা বিশ্বাস করিতে না পারিলে আমার নরকপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবিনী। অকৃতজ্ঞের প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমি আমাকে ভার্গব মনে করিলে, কত সুখী হই, কত আশা, কত বল, কত উৎসাহ আমার হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়, জাগিয়া উঠে, তাহা কেমন ক'রে অন্যকে বুঝাইব! তাহা কি, কাহাকেও (যে ভার্গব নহে) বুঝান যায় রমা! ভৃগুদেব

---

* "যদ্ দ্বিতীয় মাসীত্তদ্ ভৃগুরভবত্তং বরুণো ন্যগৃহ্লীত তস্মাৎ স ভৃগুর্বারুণিঃ" —ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। "ব্রহ্মাণো হৃদয়ং ভিত্ত্বা নিঃসৃতো ভগবান্ ভৃগুঃ।" —মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব।

আমার শ্রীরামচন্দ্র, ভৃগুদেব আমার শঙ্কর, ভৃগুদেব আমার নিত্য-পিতা, ভৃগুদেব আমার সর্ব্বস্ব, আমি সর্ব্বতোভাবে ভৃগুদেবের। ভৃগু সংহিতা পাঠপূর্ব্বক বিদিত হইয়াছি, আমার বর্ত্তমান জন্মের শ্রীগুরুদেবও ভৃগুদেবেরই অংশাবতার। আমার বর্ত্তমান জন্মের শ্রীগুরুদেব চতুর্থাশ্রমে প্রবেশ করিবার সময়ে, আমার পরম গুরুদেব দিব্যনেত্রে আমার শ্রীগুরুদেবকে 'শিবরাম স্বরূপ' জানিয়া 'শ্রী১০৮ শিবরামানন্দ সরস্বতী স্বামী' এই নাম দিয়াছিলেন। আমি ইহারই চিরকিঙ্কর, তাই আমার নাম 'ভার্গব শিবরামকিঙ্কর'। এ নাম আমার নিত্যপিতৃদেব প্রদত্ত, এই নাম আমার তারক নাম। দৃঢ় প্রত্যয়, এই নাম প্রভাবে আমি ভবপারাবার পার হইব, আমার নিত্যপিতৃদেবের চরণে মিশিয়া যাইব। ভৃগুদেব 'অযোনিজ' এই কথা শুনিয়া তোমাদের কি কিছু জিজ্ঞাসা হইয়াছে।

জিজ্ঞাসু রমা—আমার কি জিজ্ঞাসা হইবে দাদা! অযোনিজ উৎপত্তি সম্ভব কিনা, আমার তাহা জানিবার ইচ্ছা হয় নাই, তবে কিরূপে অযোনিজ উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

বক্তা—যাহা কখনও শোন নাই, তাহা শুনিলে বিস্ময় না হইয়া থাকিতে পারে কি?

জিঃ রমা—বিস্ময় হইয়াছে, কিন্তু ইহা হইতে পারে কি? এই প্রকার সংশয় আমার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। আপনি যাহা বলেন, তাহার সম্ভাব্যতাতে আমার একটু ও সন্দেহ হয় না।

জিঃ নন্দ—বাবা! কবে রমার মত আমার আপনার বাক্যে, বেদ শাস্ত্রোপদেশে শ্রদ্ধা জন্মিবে?

বক্তা—প্রশস্তপাদ, 'দেবতা' ও 'ঋষি' দিগের অযোনিজ উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন, ন্যায় কন্দলীতে কিরূপে অযোনিজ উৎপত্তি হয়, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। 'অবতার' সম্বন্ধে কিছু বলিবার সময়ে এই বিষয় অবলম্বন পূর্ব্বক কিছু বলিব।

জিজ্ঞাসু নন্দ—'যোগত্রয়ানন্দ, নামও কি ভৃগুদেবপ্রদত্ত? বাবা আপনার বর্ত্তমান জন্মের শ্রীগুরুদেব যে ভৃগুদেবের অংশাবতার তাহা কি ভৃগুসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে?

বক্তা—ভৃগুদেব ঠিক আমাকে এই নাম দেন নাই, তিনি আমাকে যে নাম দিয়াছেন, আমি সে নামের ব্যবহার করিতে লজ্জিত হই। সে নামের আদিতে 'যোগ' এই পদ আছে, তাঁহার কৃপায় আমি স্বভাবতঃ যোগত্রয়ের অনুরাগী, যোগত্রয়েই আমার আনন্দ, আমি তাই ইচ্ছাপূর্ব্বক 'যোগত্রয়ানন্দ' এই নামের ব্যবহার করিয়া থাকি। ভৃগুদেব আমাকে যে নাম দিয়াছেন, আমি যখন পিতৃদেবের চরণে মিলিত হইব, তখন তিনি সেই নাম ধরিয়া আমাকে ডাকিবেন আমি তাহা শুনিব, আর বার বার তাঁহার পবিত্র চরণে লুণ্ঠিত হইব, বড় আশা, সেই দিন আমার ত্রিতাপ জ্বালা চিরদিনের জন্য প্রশমিত হইবে; দৃঢ় বিশ্বাস, সে দিন নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসী পূর্ব্বনাম ত্যাগ করেন কেন ?

জিজ্ঞাসু নন্দ—সন্ন্যাসীরা যে পূর্ব্ব নাম ত্যাগপূর্ব্বক অন্যনাম গ্রহণ করেন, তাহার কারণ কি, আমরা জানিনা, আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে তাহা বলুন।

বক্তা—সন্ন্যাসীরা শমন ও ওয়ারেণ্টের ভয়ে, পাছে আবার গ্রেপ্তার হই এই আশঙ্কায় পূর্ব্বনাম ত্যাগ করেন।

জিজ্ঞাসু নন্দ—বাবা! এই কথার অভিপ্রায় কি ?

বক্তা—বিশেষ নাম রাখিলে, আপনাকে বিশেষ নামের অভিধেয়রূপে ভাবনা করিলে সংসার বন্ধনালয়ে (এই দুর্ভেদ্য কারাগারে) আবার আসিতে হয়। যথার্থ সন্ন্যাসী সংসার ত্যাগ করেন, জগৎকে সর্ব্বব্যাপক পরমেশ্বরের রূপে আচ্ছাদিত করেন, তাই তাঁহারা সাক্ষাৎভাবে পরমেশ্বরের বাচক নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন; পরমেশ্বরের নাম গ্রহণ করিলে, পরমেশভাবে আত্মাকে সমাচ্ছাদিত করিলে যমের ওয়ারেণ্টের ভয় থাকেনা, আর শমনের শাসনাধীন হইতে হয় না। ভক্ত রামপ্রসাদ গান করিয়াছিলেন, ছুঁয়োনারে শমন আমার জাত গিয়েছে, যদি বল, জাত গেল কিসে? কেলে সর্ব্বনাশী আমাকে সন্ন্যাসী করেছে।" যিনি যথার্থ সন্ন্যাসী, যাঁহার হৃদয়ে কোন কামনা নাই, যিনি

পুনর্জ্জন্ম হয় এমন কর্ম্ম করেন না, যিদি অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎকে পরমেশ্বররূপ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়াছেন, যাঁহার নাম শব্দ সামান্য বাচক, যাঁহার রূপ সর্ব্বভাবময়, তাঁহাকে আর শমনভয়ে ভীত হইতে হয় না। "ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাগ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্। অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্ব শ মাপদ্যতে মে॥"—কঠোপনিষৎ। ভক্ত রামপ্রসাদের ঐ গানটার ইহাই হৃদয়।

জিজ্ঞাসুদ্বয়—সন্ন্যাসীর পূর্ব্বনাম ত্যাগ কূর্ব্বক অন্য নামগ্রহণের উদ্দেশ্য কি, তাহা সুন্দরভাবে বুঝিতে পারিলাম। তখন বুঝাইয়া দিন, গৃহস্থ হইয়া, মাতাপিতা আপনাকে যে নাম দিয়াছিলেন, সে নামের ব্যবহার না করিয়া আপনি ভার্গব শিবরাম কিঙ্কর, এই নামের ব্যবহার করেন কেন?

বক্তা—পূর্ব্বেইত বলিয়াছি, 'ভার্গব শিবরামকিঙ্কর' আমার নিত্য পিতৃদেবের বা আমার নিত্য গুরুদেবের দেওয়া নাম। তোমরা বোধ হয়, আমার এই কথার অভিপ্রায় কি, তাহা বুঝিতে পার নাই, অথবা তোমরা বোধ হয়, আমার এই কথাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পার নাই।

শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায়।

—

বেদে মুর্ত্তি পূজা

লেখক—শ্রীশরৎকমল ন্যায়স্মৃতিতীর্থ

[১]

১৩৩৬ সালের ফাল্গুন মাসের উৎসব পত্রিকায় "বেদে মুর্ত্তিপূজা" বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছিল। এতদিন বেদ পুরুষের কৃপায় বঞ্চিত থাকায় তাঁহার কথা বলিবার সৌভাগ্য হয় নাই। আজ আবার তাঁহার করুণা লাভের জন্য তাঁহার মুর্ত্তি পূজার কথা বলিতে চেষ্টা করিব। তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিতেছি যে,

"রুদ্র! যৎ তে দক্ষিণং মুখং
তেন মাং পাহি নিত্যম্।"

প্রভো! তুমি অভক্তের কাছে "রুদ্র" ভয়ঙ্কর হইলেও ভক্তের কাছে "দক্ষিণ মুখ" প্রসন্ন বদন। তোমার সেই করুণাপূর্ণ সুন্দর মুখখানা সর্ব্বদা দেখিতে ইচ্ছা হয়। পতিত পাবন! তোমার সেই সুন্দর সৌম্য বদন দ্বারা আমাদিগকে "পাহি নিত্যম্"—সর্ব্বদা পালন কর ইহাই প্রার্থনা করিতেছি।"

[২]

যজুর্ব্বেদ সংহিতার অন্তর্গত রুদ্রাধ্যায়মন্ত্রে মূর্ত্তিপূজার কথা আছে ইহা পূর্ব্ব সন্দর্ভে সূচিত হইয়াছে,—ঐ প্রসঙ্গে বেদনিরুক্তকার মহর্ষি যাস্ক ও যে "অথ আকার চিন্তমম্"—ইত্যাদি বলিয়া স্পষ্টতঃ বেদে মূর্ত্তিপূজা আছে; ইহা বলিয়াছেন তাহার ইঙ্গিতও করা হইয়াছে। বর্ত্তমান সন্দর্ভে রুদ্র দেবতা যে ফলতঃ পরমেশ্বর ইহা প্রথমতঃ বুঝিয়া পরে তাঁহার "মূর্ত্তি পূজার" কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

[৩]

রুদ্র দেবতার তত্ত্ব। রুদ্র শব্দের অর্থ কথন!

রুদ্র দেবতা যে পরমেশ্বর ইহা বেদ নিজেই বলিয়াছেন। শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদে শাকল্যযাজ্ঞবল্ক্যসংবাদে উক্ত আছে যে "যৎকর্ত্তৃক জীবকুল রোদন করে, তিনিই রুদ্র।*

বেদ প্রকাশিত উক্ত অর্থের মূল তাৎপর্য্য এই যে,—"একই পরমেশ্বর তিন মূর্ত্তিতে এই বিচিত্র অনন্তকোটীব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতি সংহারলীলা সম্পাদন করিতেছেন। তিনি যে মূর্ত্তিবলে সংহার লীলা করিতেছেন সেই মূর্ত্তিমান

* "তদ্‌যদ্ রোদয়ন্তি তস্মাদ্ রুদ্রা ইতি।"
শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শত পথ ব্রাহ্মণান্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষৎ। ৩য় অধ্যায় ৯ ব্রাহ্মণ ৪ মন্ত্র। যিনি জীবকুলকে রোদন করান তিনি রুদ্র।

পরমেশ্বরই "রুদ্র নামে প্রসিদ্ধ। রুদ্রাধ্যায় মন্ত্র সমূহের অন্যতম ভাষ্যকার ভট্ট ভাস্কর "রুদ্র" শব্দের ঐ তাৎপর্য্যই এই ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন যে—

"রোদয়তি সর্ব্বমন্তকাল ইতি রুদ্রঃ।
রোদে র্নি লুক্‌চ ইতি রুক্‌প্রত্যয়ঃ॥
রুদ্রাধ্যায় ১ম মন্ত্রের ভট্টভাস্কর কৃতভাষ্য দ্রষ্টব্য।

উদ্ধৃতভাষ্য সন্দর্ভের তাৎপর্য্য এই যে যিনি অন্তকালে সকলকেই রোদন করান তিনিই "রুদ্র"। মহাপ্রলয় কালে পরম ঈশানের সংহার বিষাণ ধ্বনি দ্বারা আহূত হইয়া সকলেই তাঁহার ক্রোড়ে মরণমূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়। ভক্ত একথা এই ভাষায় বলিয়াছেন।

"কত চতুরানন মরি মরি যাওত
নাহি তুয়া আদি অবসানা!
তোহে জনমি পুনঃ তোহে সমাওত
সাগরে লহরী সমানা॥

রোদন অর্থক রুদ্‌+নিচ্‌+রক্‌ প্রত্যয়—নিচ্‌ লুক "রুদ্র"। সুতরাং সংহার মূর্ত্তিমান্ পরমেশ্বরই রুদ্র।

রুদ্রশব্দের দশপ্রকার অর্থ।

ভাষ্যকার ভট্টভাস্কর রুদ্র শব্দের বহু প্রকার অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কতিপয় অর্থ এখানে সঙ্কলিত হইল। ১ম অর্থ "যিনি" রুতি অর্থাৎ প্রলয় নাদের অন্তে সৃষ্টিকে দ্রাবিত করেন, অথবা বড় সাধের সৃষ্টিকেও সংহার পূর্ব্বক আনন্দে নৃত্য করেন তিনি রুদ্র। ২য় অর্থ—যিনি রুতিদ্বারা অর্থাৎ বেদ বাক্য দ্বারা ধর্ম্মাদি অবলোকন করেন, অথবা ধর্ম্মাদি প্রাপ্ত করাণ তিনি রুদ্র। ৩য় অর্থ যিনি রুতি দ্বারা অর্থাৎ বাক্যে দ্বারা বাচ্যবস্তুকে প্রাপ্ত করান তিনি "রুদ্র"; ৪র্থ অর্থ যিনি রুতি দ্বারা অর্থাৎ প্রণবরূপ বাক্য দ্বারা স্ব স্বরূপ আত্মাকে প্রাপ্ত করান তিনি রুদ্র। ৫ম অর্থ—যিনি ··· ··· অতিশয় রব করতঃ মরণ ধর্ম্মশীলগণের মধ্যে প্রবেশ করেন তিনি রুদ্র। ৬ষ্ট অর্থ—যিনি সর্ব্বাতিশয় তেজঃ সম্পন্ন, অথবা নিত্য তেজস্বী তিনি "রুদ্র"। ৭ম অর্থ যিনি রোধিকা বন্ধিকা অর্থাৎ মোহজনিকা-শক্তিসম্পন্ন তিনি "রুদ্র"। "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্ধি মায়িনন্তু মহেশ্বরম"

(শ্বেতাশ্ব—৩য় শ্রুতিমন্ত্র ৪। ১০) শেষ কথা মহা মায়াবী যিনি তিনি "রুদ্র"। অথবা তাদৃশী শক্তিকে যিনি দ্রাবিত করেন তিনি "রুদ্র"। ফলে জ্ঞানদাতা পরমেশ্বর। ৮ম অর্থ—যিনি "রুদ্র" অর্থাৎ রোদন সংসার দুঃখকে দ্রাবিত করেন তিনি "রুদ্র"। ৯ম অর্থ—যিনি "রুতি" অর্থাৎ শব্দকে দান করেন তিনি "রুদ্র" অর্থাৎ জীবগণের প্রাণ স্বরূপ। ১০ম অর্থ—সৃষ্টির আদিতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে যিনি বেদরূপ শব্দ দান করেন তিনি "রুদ্র"। * রুদ্র শব্দের যে দশ প্রকার অর্থ কথিত হইল উহার প্রত্যেকটিই পরমেশ্বর বোধক, সাধক ইহা প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

রুদ্রাধ্যায় মন্ত্রে রুদ্র দেবতাতত্ত্ব।

রুদ্রাধ্যায় মন্ত্র স্বয়ংই রুদ্র দেবতা তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন—যথা

১। "এক এব রুদ্রো ন দ্বিতীয়োঽবতস্থে।"

২। "সহস্রাণি সহস্রশো যে রুদ্রা অধিভূম্যাম্ ইত্যাদি

রুদ্রাধ্যায় মন্ত্র—১১ অনুবাক দ্রষ্টব্য।

উদ্ধৃত মন্ত্রদ্বয়ে পরমেশ্বর একও বটেন, বহুও বটেন; আবার তিনি সগুণও বটেন নির্গুণ ও বটেন, এবং তিনি সাকারও বটেন নিরাকারও বটেন; অদ্বৈতবাদের

---

* "রুতৌ নাদান্তে দ্রবতি দ্রাবয়তি ইতি বা রুদ্র ইতি। ··· ··· রুত্যা বেদরূপয়া ধর্ম্মদীনবলোকয়তি প্রাপয়তি ইতিবা।······রুত্যা বাগ্‌রূপয়া বাচ্যং প্রাপয়তি ইতি। রুত্যা প্রণব রূপয়া স্বাত্মানং প্রাপয়তীতি।··· রোরূয়মাণো দ্রবতি প্রবিশতি মর্ত্ত্যান্ ইতি রুদ্রঃ। রুক্ তেজঃ ··· ··· ভূম্নি নিত্য যোগে বা র প্রত্যয়ঃ, বর্ণ ব্যাবৃত্যা রুদ্র স্তেজস্বীতি। রোধিকা, বন্ধিকা মোহিকা বা শক্তি স্তদবান্, তস্যা দ্রাবয়িতা বা ভক্তেভ্যো রুদ্রঃ। রুদ্রং সংসার দুখং দ্রাবয়তীতি রুদ্রঃ—যথা "অশুভদ্রাবকোরুদ্রো যজ্জহার পুনর্ভবম্। তস্মাচ্ছিব স্ততো রুদ্রশব্দেনাত্রাভিধীয়তে।" রুতিং শব্দং রাতি দদাতীতি প্রাণো রুদ্রঃ। রুতিং শব্দং বেদাত্মানং ব্রহ্মণে দদাতি কল্পাদা বিতি রুদ্রঃ ······ "যো বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ" ইতি॥

ভট্ট ভাস্কর কৃত রুদ্রাধ্যায় ভাষ্য ১ম মন্ত্র দ্রষ্টব্য।

ভাষ্যের সব কথা উদ্ধৃত হইল না, অনুসন্ধিৎসু মূলগ্রন্থে তাহা দেখিবেন।— রুদ্র শব্দের নির্ব্বাচন বিষয়ে ভাষ্যকার ভট্টভাস্কর যে সব কথা বলিয়াছেন প্রয়োজন বোধে কেবল তাহাই সঙ্কলিত হইল।

বিষয়ও তিনি, আবার দ্বৈতবাদের বিষয়ও তিনি," এইসব তত্ত্ব কথিত হইয়াছে। "একমাত্র রুদ্রই বিদ্যমান আছেন আর কেহ নাই" ইহাই পরমেশ্বরের একত্ব বাদ। মন্ত্র আবার বলিতেছেন—"ভূমিতে, মহার্ণব তুল্য এই অন্তরিক্ষে, পাতাল প্রভৃতি অধোলোকে, ইন্দ্রলোকাদি ঊর্দ্ধ লোকে, বৃক্ষে, অন্নে, এবং দিগ্‌বিদিকে সহস্র সহস্র রুদ্র দেবতা বিরাজমান রহিয়াছেন" ইত্যাদি; এই সব মন্ত্রে পরমেশ্বরের বহুত্ববাদ সম্যগ্‌ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই একত্ববাদ ও বহুত্ববাদ দ্বারাই তাঁহার অদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতবাদও ব্যাখ্যাত হইয়াছে ইহা বলা বাহুল্যমাত্র।

বেদের ব্রাহ্মণভাগে এই তত্ত্ব এইভাবে বলা হইতেছে—শাকল্য ঋষি ব্রহ্মবিদ্ যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিতেছেন—"হে যাজ্ঞবল্ক্য। দেবতার সংখ্যা কত?" "কতি দেবা যাজ্ঞবল্ক্য! মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিতেছেন—দেবতার সংখ্যা তিনশত তিন ৩০৩। আবার ৩০০৩ তিন হাজার তিন—"ত্রয়শ্চ ত্রীচশতা, ত্রয়শ্চ ত্রীচ সহস্রা।" * এইভাবে দেবতার বহুত্ব উল্লেখ করতঃ ক্রমশঃ ঐ সংখ্যা হ্রাস পূর্ব্বক দেবতার সংখ্যা ৩৩। ১২। ৬। ৩। ২ ইত্যাদি বলা হইয়াছে। সর্ব্বশেষে মহর্ষি বলিতেছেন যে দেবতার সংখ্যা "এক," তাঁহাকে "ত্যৎ" এবং "ব্রহ্ম" ইহাই বলা হয় "স ব্রহ্ম ত্য দিত্যাচক্ষতে"। "ঐ বহু দেবতা এই একদেতারই মহিমা বিশেষ" "মহিমান এব এষামেতে ত্রয় স্ত্রিংশত্ত্বেব"।

উপনিষদে রুদ্র দেবতাতত্ত্ব। সগুণনির্গুণ সাকারনিরাকার বাদ ব্যাখ্যা।

পরমেশ্বরের এই একত্ববাদ ও বহুত্ববাদ, সগুণ নির্গুণ ভাব এবং সাকার ও নিরাকার রহস্য অন্য উপনিষদ্ বাক্যে ও অতীব স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরন্তু সেখানে "উমা সহায়," "ত্রিলোচন," "নীলকণ্ঠ," "শিব" স্বরূপ রুদ্র দেবতাকে লক্ষ্য করিয়াই বেদ বলিতেছেন—

---

* "ত্র্যধিকশতাণি" ত্র্যধিক সহস্রাণি চ ইত্যর্থঃ॥

বেদান্তদর্শন—১ম অধ্যায় ৩য় পাদের ২৭ সূত্রের "কল্পতরু" ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য

ইহার বিস্তৃত বিবরণ বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের নবম ব্রাহ্মণের প্রথম মন্ত্র হইতে দশম মন্ত্র দ্রষ্টব্য। বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ২৭ সূত্রের শাঙ্করভাষ্য এবং ভামতীপ্রভৃতি গ্রন্থে ও ইহার বিশদ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়; তত্ত্বান্বেষী পাঠক অবশ্যই তাহা দেখিবেন॥

"অচিন্ত্যমব্যক্ত মনন্তরূপং শিবং প্রশান্ত মমৃতং ব্রহ্মযোনিম্।
তমাদিমধ্যান্তবিহীনমেকং বিভুং চিদানন্দমরূপমদ্ভুতম্॥
উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্।
ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং সমস্ত সাক্ষি তমসঃ পরস্তাৎ॥
স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্।
স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালাগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ॥
স এব সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং সনাতনম্।
জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে॥"

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় কৈবল্যোপনিষৎ। ১ম খণ্ড—৬—হইতে ৯ শ্লোক।

বেদবাণী বলিতেছেন যে "সেই পরমেশ্বরকে জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারা যায়; সুতরাং এই পরমেশ্বরজ্ঞান ভিন্ন আর কোনই উপায় নাই। যাঁহার জ্ঞান মুক্তির সহায়,তিনি কেমন?" এই প্রশ্নের মীমাংসায় বলিতেছেন "তিনি অচিন্ত্য অব্যক্ত অনন্তরূপ অর্থাৎ বিশ্বরূপ; তিনি কল্যাণমূর্ত্তি পরম শান্ত, মরণ প্রভৃতি ষড়্ভাব বিবর্জ্জিত, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদ্ বস্তু, নিখিল দেহাদির পরিণময়িতা এবং জগৎ কারণ স্বরূপ পদার্থ; তিনি আদি মধ্য অন্ত বিহীন বস্তু, এক অদ্বিতীয় বিভু বিশ্বব্যাপক, রূপাদি শূন্য সচ্চিদানন্দৈকরস এবং সর্ব্বাশ্চর্য্য ভূমি।" এই পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের নির্গুণভাবের ব্যাখ্যা করিয়া পরে বলিতেছেন—"তিনি" উমা সহায় অর্দ্ধ নারীশ্বর মূর্ত্তি "ত্রিলোচন" এবং বিষপান লীলায় "নীলকণ্ঠ"। সাধক! লক্ষ্য করিবেন "উমা সহায়," "ত্রিলোচন" এবং "নীলকণ্ঠ" ইনি সগুণ ঈশ্বর এইজন্য ইনি সাকার; যখন তিনি "অচিন্ত্য অজ্ঞেয়......চিদানন্দরূপ" তখন তিনি "অরূপ" অতএব নির্গুণনিরাকার। পরমেশ্বরের উক্ত দ্বিবিধ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই "পরমপরব্রহ্ম" বলা হইয়াছে। এখানেও বেদ "অচিন্ত্য অব্যক্ত" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা তাঁহার নির্গুণ নিরাকার পরভাবের কথা বলিয়া তিনিই "উমাসহায়" "ত্রিলোচন" "নীলকণ্ঠ;" সুতরাং "সগুণ সাকার" ইহা বলিতেছেন; এবং আরও আশ্বাসের কথা বলিতেছেন যে—"মননশীল সাধক উমাসহায় ত্রিলোচন নীলকণ্ঠকে ধ্যান করিয়া সংসারপরপার বিরাজমান কর্ম্মফলাধ্যক্ষ চরাচরনিখিল বিশ্বকারণ প্রশান্ত পরমেশ্বর প্রভুকে প্রাপ্ত হয়েন।" সাধক! লক্ষ্য কর উপনিষদ্ বাণী স্পষ্টতঃ বলিতেছেন—যিনি "অচিন্ত্য অব্যক্ত......অনন্তরূপ বা

অরূপ" তিনিই রুদ্ররূপী প্রভু পরমেশ্বর,"তাই তিনি যোগি জন্য ধ্যানে"উমাসহায় ত্রিলোচন এবং নীলকণ্ঠ।" আহা! মুনি মননশীল সাধক তাঁহার 'রুদ্রদেবতার' এই অপররূপের ধ্যান ফলেই তাঁহার পরস্বরূপকে প্রাপ্ত হয়েন, রূপদেবতার এই পরস্বরূপের পরিচয়েই বলা হইতেছে "ভূতযোনিং সমস্ত সাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ"—চরাচরনিখিল বিশ্বকারণ কর্ম্মফলাধ্যক্ষ সংসারপরপার বিরাজমান।

রুদ্রদেবতা একরূপ, বহুরূপ এবং বিশ্বরূপ।

রুদ্রদেব সগুণনির্গুণভাবে সাকার নিরাকার ইহা বুঝিলাম। এখন "তিনি একও বটেন, আবার বহুও বটেন, তিনি তত্ত্বতঃ অরূপ হইলেও লীলায় অনন্তরূপ" ইত্যাদি তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। উপনিষদ্ বাণী বলিতেছেন—যিনি অচিন্ত্য-অব্যক্ত……চিদানন্দরূপ, আবার অরূপ অদ্ভুত, তিনিই লীলায় উমাসহায় ত্রিলোচন এবং, নীলকণ্ঠ; এবং তিনিই ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান যাহা কিছু সবই—

স এব সর্ব্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভব্যম্

উমাসহায় ত্রিলোচন নীলকণ্ঠ রুদ্রদেবই ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান্ নিখিল পদার্থ রূপে বিরাজিত। বেদের মন্ত্রভাগ পুরুষ সূক্ত যেমন বলিতেছেন—

"পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্‌ভূতং যচ্চ ভব্যম্"
পুরুষ সূক্ত—২য় মন্ত্রার্দ্ধ।

তেমনি বেদের উপনিষদ ভাগও বলিতেছেন—"স এব সর্ব্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভব্যম্"। সাধক! প্রণিধান কর ইহা "অরূপ" রুদ্রদেবের অনন্তরূপের অর্থাৎ বিশ্বরূপের স্পষ্টতঃ ব্যাখ্যা। বেদের মন্ত্রভাগ পুরুষসূক্ত যেমন বলিতেছেন—

"চন্দ্রমা মনসো জাত শ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
মুখা দিন্দ্র শ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্ বায়ুরজায়ত॥ পুরুষ সূক্ত।১৩ মন্ত্র

"এই বিশ্বজনমনোবিমোহন ওষধিপ্রাণ চন্দ্রমা সেই পুরুষের মন, জ্যোতিরাশির আধার ঐ সূর্য্যদেব পুরুষের চক্ষুঃ, বল দেবতা ইন্দ্র ও অগ্নি পুরুষের মুখ, এবং সদাগতি সমীরণ পুরুষের প্রাণ বলিয়া বহুদেবতারূপে সর্ব্বদেবতারূপ, ফলতঃ বিশ্বরূপ", তেমনি বেদের উপনিষদ্‌ভাগ উমাসহায় ত্রিলোচন নীলকণ্ঠ রুদ্রদেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্।
স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালাগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ॥"
স এব সর্ব্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভব্যং সনাতনম্॥"

সেই উমাসহায় ত্রিলোচন নীলকণ্ঠই ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, অক্ষর, স্বরাট বিরাট কাল, অগ্নি, চন্দ্র, ভুত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকলবস্তু, এবং তিনি সনাতন নিত্য পরব্রহ্ম পদার্থ। রুদ্রদেবই ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব অগ্নি চন্দ্র প্রভৃতি বহুদেবতা রূপে প্রতিভাত হয়েন ইহা স্পষ্টতঃ বহুদেবতায় এক দেবতার অনুভূতি, বা একদেবতায় বহুদেবতার প্রত্যক্ষদর্শন সুতরাং রুদ্রদেব একরূপও বটেন আবার বহুরূপও বটেন। রুদ্রদেবই কালস্বরূপ পদার্থ, তিনিই স্বরাট বিরাট এবং রুদ্রদেবই ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকলবস্তু ইহা স্পষ্টতঃ তাঁহার বিশ্বরূপতা অথবা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (১) "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ—" ইত্যাদি একান্তব্রহ্মরূপতা সুতরাং এখানে অধিকারি ভূমিকাভেদে পরমেশ্বরের "দ্বৈতবাদ" এবং "অদ্বৈতবাদ" ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

রুদ্রাধ্যায় মন্ত্রে অন্য দেবতায় রুদ্র দেবতার প্রত্যক্ষানুভূতি।

এ পর্য্যন্ত যাহা আলোচিত হইয়াছে তাহার দ্বারা রুদ্রদেব একরূপ বহুরূপ বিশ্বরূপ এবং পরব্রহ্মরূপ ইহা বুঝা গিয়াছে, সুতরাং ফলতঃ পরমেশ্বরই রুদ্রদেবতা এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র ও বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণও রুদ্ররূপী পরমেশ্বরের বিভূতি বিশেষ ইহাও বুঝা হইয়াছে। পূর্ব্বে রুদ্র শব্দের দশ প্রকার অর্থদ্বারা, রুদ্রাধ্যায়ের দুইটি মন্ত্রদ্বারা এবং উপনিষদ বাক্য দ্বারা (বৃহদারণ্যক এবং এবং কৈবল্য উপনিষদ বাক্য দ্বারা) পরমেশ্বরের একত্ববাদ বহুত্ববাদ, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈত বাদ, সগুণ নির্গুণভেদে সাকার নিরাকার তত্ত্ব ইত্যাদি নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ের ইঙ্গিত করা হইয়াছে, ঐ প্রসঙ্গে 'বেদে মূর্ত্তিপূজা' এই মুল বক্তব্যও প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে সন্দেহ নাই, কারণ পরমেশ্বর যখন "এক" "অদ্বৈত" এবং "নির্গুণ" তখনই তিনি 'অরূপ' মূর্ত্তিহীন নিরাকার, কিন্তু যখন তিনি দ্বৈত স্বভাব সম্পন্ন, বহু এবং সগুণ তখন অবশ্যই তিনি মূর্ত্তিমান, এই মূর্ত্তির বহু পরিচয় এই রুদ্রাধ্যায় মন্ত্রে দৃষ্ট হয় তাহা ক্রমে ব্যক্ত হইবে। "উমা সহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং। ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠম্"—ইত্যাদি উপনিষদ বাক্য দ্বারা অন্য দেবতায় রুদ্রদেবতার প্রত্যক্ষানুভূতি যেমন সুব্যক্ত

রহিয়াছে, তেমনি রুদ্রাধ্যায় মন্ত্রেও অস্ত দেবতায় রুদ্রদেবের প্রত্যক্ষানুভূতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যথা—

অসৌ য স্তাম্রো অরুণ উত বভ্রুঃ সুমঙ্গলঃ
যে চেমাং রুদ্রা অভিতো দিক্ষু শ্রিতাঃ সহস্রশো
বৈষাং হেড ঈমহে ॥
রুদ্রাধ্যায় ১ম অনুবাক—৭ম মন্ত্র।
অসৌঽ যোঽবসর্প'তি নীল'গ্রীবো বিলোহিতঃ।
উতৈনং গোপা অ'দৃশ্রন্নদ হার্য্যঃ।
উতৈনং বিশ্বা ভূতানি স দৃষ্টো মৃড়য়াতি নঃ ॥
রুদ্রাধ্যায় । ১ম অনু,—৮ মন্ত্র।

উদ্ধৃত দুইটী মন্ত্র দ্বারা দৃশ্যমান সূর্য্যদেব রুদ্র দেবতারই মূর্ত্তিবিশেষ ইহাই বলা হইয়াছে, অর্থাৎ সর্ব্বাত্মস্বরূপ পরমেশ্বর রুদ্রদেবই দৃশ্যমান সূর্য্য দেবতারূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণে আছে যে—"অসৌ যস্তাম্রঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা "সূর্য্যোপস্থান" করিবে—

"অসৌ যস্তাম্র ইত্যনেন আদিত্য মুপতিষ্ঠতে"।

ভট্ট ভাস্কর কৃত ভাষ্যধৃত শতপথ ব্রাহ্মণ বাক্য।

অতএব ইহা সূর্য্য দেবতায় রুদ্রাভিধেয় পরমেশ্বরের স্পষ্ট চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। এই মন্ত্র দ্বয়ের দ্রষ্টা ঋষি "মরুত্বান্", অথবা "কাল" রূপী স্বয়ং রুদ্র। দেবী সূক্তমন্ত্রে জগদম্বা যেমন নিজেই নিজের তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, এখানেও তেমনি কাল ঋষিরূপী রুদ্রদেব অঙ্গুলিদ্বারা সূর্য্য দেবতাকে নির্দ্দেশ পূর্ব্বক নিজেই নিজের রূপরহস্য প্রকাশ করিতেছেন—

(১ম মন্ত্রার্থ) ঐ অতি উর্দ্ধলোকবর্ত্তী মণ্ডলবিহারী সূর্য্যদেব রুদ্রদেবতারই মূর্ত্তি বিশেষ। আহা ইঁহার কতই বিচিত্র রূপ! ইনি উদয়কালে অন্ধকার সম্পর্ক বশতঃ, অথবা পৃথিবীচ্ছবি সম্বন্ধ বশতঃ, "তাম্র" অতিশয় রক্তবর্ণ রূপে দৃষ্ট হয়েন, আবার কিঞ্চিৎকাল পরেই "অরুণ"—ঈষদ্ রক্ত রূপে পরে "বভ্রু" রূপে অর্থাৎ "পিঙ্গল" রূপে (গৌররূপে) পরে "সুমঙ্গল" নানাবর্ণ রূপে প্রতিভাত হয়েন। ইহারই নানাবর্ণ অঙ্গে মাখিয়াই এই বিচিত্র বিশাল সৌর-জগৎ চিত্র বিচিত্র লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ ও পীত প্রভৃতি নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে।

এই সূর্য্যরূপী রুদ্র দেবতাই স্বীয় নির্ম্মল তরল রূপ ছটা বিকীর্ণ করতঃ আব্রহ্ম কীট পর্য্যন্ত প্রতি প্রাণীকে এমন শোভন রূপবান করিয়া তুলিয়াছেন ; ইনি অনন্তরূপের সাগর, তাঁহাতেই ভাসমান এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড, রূপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফেন বুদ্‌বুদ্ বিশেষ। পূর্ব্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে, ঈশানে, নৈঋতে, বায়ু, অগ্নি কোণে উর্দ্ধে অধোলোকে বিচ্ছুরিত সহস্র সহস্র রশ্মি সমূহ এই সূর্যরূপী রুদ্র দেবতারই তীক্ষ্ণ মুর্ত্তি বিশেষ। আমি সাধক আজ ভক্তি নমস্কারাদিদ্বারা তাঁহাদের ক্রোধসদৃশ তীক্ষ্ণতাকে নিবারণ করিতেছি। জগতের পাপ পুণ্যের অনুরূপ ফলদানের জন্যই ইনি স্বসমান বেশ বিভূতিরূপ ধারণ করতঃ স্বীয় অনুচর রশ্মি আকারে পৃথিবীর সর্ব্বদিকে দেদীপ্যমান রহিয়াছেন, তাই সকলে "কর্ম্মদায়িনে" বলিয়া তাঁহাকে অর্ঘ্যদান করিয়া থাকে। *

২য় মন্ত্র ব্যাখ্যা—যে রুদ্রদেব সমুদ্রমন্থন লীলায় দেবাসুরকে রক্ষা করিবার জন্য কালকূট পান করিয়া "নীলগ্রীবঃ" নীলকণ্ঠ নাম গ্রহণ করিয়াছেন. তিনিই আজ "বিলোহিতঃ" বিশেষভাবে লোহিতবর্ণ প্রজ্বলিত পাবক তুল্য হইয়া অসৌ—মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী রূপে "অবসর্পতি"—উদয় ও অস্তলীলার অভিনয় করিতেছেন। ইহার এই উদয় ও অস্তলীলা বশতঃই দিবা ও রাত্রির আবির্ভাব হইতেছে, জ্ঞানী ভক্ত এই লীলার ব্যাখ্যায় বলিতেছেন যে—

---

* ১। এতয়োঃ কাল ঋষিঃ। মরুত্বান্ ইতি কেচিৎ। আদিত্যাত্মা রুদ্রো দেবতা। "অসৌ য স্তাম্র" ইত্যনেন আদিত্যমুপতিষ্ঠতে' ইতি শতপথ ব্রাহ্মণম্। দেবস্য জগদ্রূপ কারক মূর্ত্তিযু। (জগদ্রূপ সংহারক) আদিত্যস্যাপ্যন্তর্ভাবৎ ।... ... "অসৌ" ইতি অঙ্গুল্যা নির্দ্দিশতি।

("যে চ ইমে রুদ্রা ইত্যস্য আখ্যা) রুদ্রস্য স্বভূতা রশ্মিরূপা রুদ্রাঃ পৃথিবীমভিতস্তিষ্ঠন্তি।

............হেডঃ ক্রোধমনাদরম্— ....হেড়ৃ অনাদরে।"

হেডঃ ক্রোধ ইতি যাস্কঃ।

ভট্ট ভাস্কর কৃত ভাষ্য দ্রষ্টব্য

২। "বভ্রুঃ"—ততোঽপ্যূর্দ্ধং পিঙ্গলঃ। এবমন্তেঽপি বর্ণা স্তত্তৎ কালগতা উন্নেয়াঃ....... 'সুমঙ্গলঃ' নানাবর্ণঃ।........."এষাম্"—আদিত্যরশ্মিরূপাণাং সর্ব্বেষাং রুদ্রাণাম্।

সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

নিমেষোন্মেষণে রাত্রি র্দিবা চৈব রঘূত্তম!

অধ্যাত্ম রামায়ণ আরণ্যকাণ্ড—৯ম অধ্যায় গন্ধর্ব্বকৃত রামস্তব

"হে রামরূপী পরমেশ্বর! তুমি যখন চক্ষুরুন্মীলন কর, তখন প্রকাশরূপ দিবসের আবির্ভাব হয়। আবার যখন চক্ষু মুদ্রিত কর, তখন আবরক রাত্রির অবগুণ্ঠনতলে বিশ্ব লুক্কায়িত হয়।"

কর্ম্মফলবিশ্বাসী ইহা অবশ্যই লক্ষ্য করিবেন যে—সেই পরম দেবতা রুদ্রদেব এই সূর্য্যমূর্ত্তিতে উদয় ও অস্তলীলার অভিনয় করিতেছেন এই জন্য নিখিল জগৎ কর্ম্মসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে, তাই করুণাময় বেদ দিবা রাত্রি ভেদে কতই শুভাশুভ কর্ম্মের বিধান ও নিষেধ করিয়াছেন,অনাদিকাল হইতে জীবকুলও সেই শুভাশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা এই সংসার চক্রকে সচল রাখিয়াছে, সুতরাং "নীলগ্রীব" "বিলোহিত" সূর্য্যদেব এ মন্ত্রে কর্ম্মফলের অধ্যক্ষরূপে দৃষ্ট হইতেছেন এই জন্য তত্ত্বতঃ পরমেশ্বরঃ।

পরমেশ্বর রুদ্রদেব পৃথিব্যাদি অষ্ট মূর্ত্তিতে জগতের উপকার করিতেছেন, কারণ উঁহারা না থাকিলে জগচ্চক্র অচল ইহা সর্ব্বজনের সতত প্রত্যক্ষ, তাই বিশ্বনাথ ঐ বিশ্ব মূর্ত্তিতে বিরাজিত রহিয়াছেন। শাস্ত্র বলিতেছেন একই পরমেশ্বর অষ্ট মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া এই বিশ্ব ভরণ করিতেছেন, আবার তিনিই ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং রুদ্র এই আত্মত্রয়ে অধিষ্ঠিত হইয়াও সৃষ্টিস্থিতি শাসন করিতেছেন,—"মূর্ত্যষ্টক মধিষ্ঠায় বিভর্ত্তীদং চরাচরম্। আত্মত্রয় মধিষ্ঠায় সৃষ্ট্যাদি প্রকরোতি সঃ (সায়ণাচার্য্যকৃত রুদ্রাধ্যায় ভাষ্য ভূমিকা) সুতরাং বেদশাস্ত্রমতে সূর্য্য জড়পিণ্ড নহেন পরন্তু প্রকট পরমেশ্বর, যাঁহারা সূর্য্যোপস্থান মন্ত্র, হংস ঋকে গায়ত্রীমহামন্ত্র এবং সাম বেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষৎ কথিত মধুবিদ্যা রহস্য কোনও দিন চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারা সূর্য্যদেবতা রহস্য সহজেই বুঝিবেন সন্দেহ নাই। মাতা গায়ত্রী আদিত্য মণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী কেন নারায়ণ সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী কেন, এসব রহস্য প্রণিধান করা আবশ্যক। এখানে মন্ত্র বলিতেছেন যে "সূর্য্য রুদ্র পরমেশ্বর তাঁহার অসংখ্য কিরণও তাঁহারই রুদ্রমূর্ত্তি। তিনি সমস্ত বর্ণের আধার, ভাষ্যকারগণও ঐ তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, এই সতর্কতা বিন্দুমাত্রও মিথ্যা নহে, পরন্তু পরম সত্য। অনুসন্ধিৎসু এ বিষয়ে সূক্ষ্মতত্ত্ব ছান্দোগ্য উপনিষদের ৩য় প্রপাঠকে, বেদান্তদর্শনের ১।১।৩ সূত্র, শাঙ্কর ভাষ্য ভামতীতে এবং যোগদর্শনের "ভূতত্ত্বজ্ঞানম্ সূর্য্যে সংযমাৎ" (বিবেকপাদ্ ২৬ সূত্র) এই সকল স্থানে পাইবেন।

ব্রহ্ম রাক্ষস বেতালাঃ কুস্মাণ্ডা ভৈরবাদয়ঃ।
নশ্যন্তি দর্শনাৎ তস্য কবচে হৃদি সংস্থিতে ॥৪৭
মানোন্নতির্ভবেৎ রাজ্ঞ স্তেজো বৃদ্ধিকরং পরম্।
যশসা বর্দ্ধতে সোঽপি কীর্ত্তিমণ্ডিত ভূতলে ॥৪৮
জপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং কৃত্বা তু কবচং পুরা।
যাবৎ ভূমণ্ডলং ধত্তে সশৈল বনকাননম্ ॥৪৯
তাবৎ তিষ্ঠতি মেদিন্যাং সন্ততি পুত্র পৌত্রিকী।
দেহান্তে পরমং স্থানং যৎ সুরৈরপি দুর্ল্লভম্ ॥৫০
প্রাপ্নোতি পুরুষো নিত্যং মহামায়া প্রসাদতঃ ॥৫১
ইতি শ্রীদেবী কবচং সমাপ্তম্ ॥

রাজ্ঞঃ—সকাশাদিত্যর্থঃ ॥৪৮॥ পুরা প্রথমতঃ ॥ ধত্তে—অনন্ত নাগো যাবৎ ভূমণ্ডলং ধত্তে ধারয়তি তাবৎ ॥৪৯॥ পরমং স্থানং—মোক্ষরূপং প্রাপ্নোতি নিত্যং—নিয়মেন ॥ মহামায়া প্রসাদতঃ—মহামায়া সর্ব্বরূপং মায়াশবল ব্রহ্মরূপা তস্যাঃ প্রসাদত ॥ "য মে বৈষ বৃণুতে তন্নুংস্যাম ইতে শ্রুতেঃ। "য তাং মায়াশক্তিং বেদ স মৃত্যুং জয়তি স পাপ্মানাং তরতি সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ইতি শ্রুতেঃ॥ অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ" ইতি শ্রুতেশ্চ ॥ পার্ব্বতী পরমাবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা প্রদায়িনী। বিশেষেনৈব জন্তুনাং নাত্র সন্দেহ কারণম্ ॥ ইতি সূতসংহিতোক্তশ্চ ॥৫০

প্রথমে কবচ পাঠ করিয়া পরে সপ্তশতী জপ করিলে মহামায়ার প্রসাদে যতদিন এই সশৈলবন কানন ভুমণ্ডল অনন্ত নাগ ধারণ করিবেন তত দিন পুত্র পৌত্রাদি সন্তান সন্ততি পৃথিবীতে থাকিবে এবং দেহান্তে দেবতারও দুর্ল্লভ নিত্য পরম স্থান যে মোক্ষ তাহা পাইবে।

প্রঃ—কোন ক্রমে চণ্ডীপাঠ করিতে হয় ?

উঃ—কবচ—অর্গলা—নবার্ণমন্ত্র—রাত্রিসূক্ত—চণ্ডীপাঠ দেবীসূক্ত পরে পরে পাঠ ইহাই ক্রম।

রাত্রিসূক্তং জপেদাদৌ মধ্যে সপ্তসতীস্তবম্।
প্রাপ্তে তু জপনীয়ং বৈ দেবীসূক্তমিতিক্রমঃ। ইতিমরীচিকল্পে।

প্রঃ—শুধু মায়ের নাম ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে স্মরণ করিলেই কি কবচ পাঠ হইল ?

উঃ—মনকে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে কেন্দ্রীভূত করিয়া নাম করিলেই মায়ের ইচ্ছায় এইস্থানে মায়ের শক্তি কার্য্য করিবে।

অথ অর্গলা স্তুতিঃ।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

অস্য শ্রী অর্গলা স্তোত্রমন্ত্রস্য বিষ্ণু ঋষিরনুষ্টুপচ্ছন্দঃ শ্রীমহালক্ষ্মী দেবতা নবার্ণোমন্ত্রশক্তিঃ। মন্ত্রোদিতা দেব্যো বীজম্। সপ্তশতী-মন্ত্রস্তত্ত্বম্। শ্রীজগদম্বাপ্রীতয়ে সপ্তশতী পাঠাঙ্গজপে বিনিয়োগঃ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ —

জয়ন্তী মঙ্গলাকালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা ক্ষমা শিবা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তুতে ॥১॥
মধুকৈটভবিদ্রাবি বিধাতৃবরদেনমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশোদেহি দ্বিষো জহি ॥২॥
মহিষাসুরনির্ণাশবিধাত্রী বরদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশোদেহি দ্বিষো জহি ॥৩॥
বন্দিতাঙ্ঘ্রিযুগে দেবি দেবি সৌভাগ্যদায়িনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশোদেহি দ্বিষো জহি ॥৪
রক্তবীজ বধে দেবি চণ্ডমুণ্ড বিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশোদেহি দ্বিষো জহি ॥৫

প্রশ্ন—অর্গল অর্থ কি ?

অর্গল বলে হুঁড়কাকে। সিদ্ধি প্রতিবন্ধক পাপ অর্গল সদৃশ বলিয়া তন্নাশক স্তোত্রের নাম অর্গলা স্তুতি। শ্রীনীলকণ্ঠ শূরী দুর্গাপ্রদীপে এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন। যে পাপ প্রভাবে মানুষ চণ্ডীতে প্রবেশ করিতে পারেনা সেই পাপ নাশক এই অর্গলা স্তুতি।

প্রশ্ন– দেবী কবচের পরেই অর্গলা স্তুতি কেন ?

উত্তর—দেবী কবচ দ্বারা স্থূল দেহের সর্ব্বস্থান রক্ষা হইল কিন্তু মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার বিশিষ্ট অন্তঃকরণের রক্ষা হইবে অর্গলা স্তুতি দ্বারা।

প্রশ্ন--কিরূপে,?

উত্ত—ধ্যান ভিন্ন অন্তঃকরণের শুদ্ধি নাই। জ্ঞান দ্বারা চিত্ত ভগবানে ডুবিয়া যায় বলিয়া এই জ্ঞান বাসনা ত্যাগে মন আর চঞ্চল হইতেই পারে না। ইহা সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থা। কিন্তু সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইলে যখন আবার সংসারাড়ম্বর উৎপাৎ করিতে থাকে তখন ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ ধ্যান যোগের দ্বারা ভগবৎ রসে চিত্তকে ডুবাইতে পারেন। সাধক মাত্রেরই এই ধ্যান যোগ চিত্তশুদ্ধিকর— ধ্যেয় বাসনা ত্যাগ ও জ্ঞেয় বাসনা ত্যাগ এই দুই উপায়ে স্বরূপে স্থিতিলাভ হয়।

প্রশ্ন—অর্গলা স্তুতিতে ধ্যান হইবে কিরূপে ?

উত্তর—গুণ ও লীলা চিন্তা দ্বারা মায়ের ধ্যান সুন্দর রূপে হয়।

প্রশ্ন—জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ইত্যাদি নাম পাঠ করিলে গুণ ও লীলার চিন্তা হইবে কিরূপে ?

উত্তর—মাতার নাম সকলের অর্থ চিন্তা কর জগদম্বার স্বভাবটি তখন অন্তরে ফুটিয়া উঠিবে। তখন সরসভাবে ধ্যান হইবে।

প্রশ্ন—জয়ন্তী নামের অর্থে ধ্যানের কিরূপ সহায়তা হইতেছে ?

উত্তর—জয়ন্তীর অর্থ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ! ভালবাসার বস্তু যদি সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট না হয় তবে তাহাতে পূর্ণ শ্রদ্ধা হয় না। আমি যাঁহাকে ধ্যান করি তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ না হন মন তাহা লইয়া চিরদিন থাকিবে না।

প্রশ্ন—মা সর্ব্বোৎকৃষ্টা কিরূপে ? ব্রহ্মই ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

উত্তর—নির্গুণ ব্রহ্ম ধ্যানের বিষয়ীভূত নহেন। তিনি অবাঙ্মনস গোচর। তিনি যখন উপাধি গ্রহণ করিয়া সগুণ হয়েন তখনই তাঁহার

অচিন্ত্যরূপ চরিতে সর্ব্বশত্রু বিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৬

নতেভ্যঃ সর্ব্বদা ভক্ত্যা চণ্ডিকে প্রণতায় মে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥৭

স্তুবদ্ভো ভক্তিপূর্ব্বং ত্বাং চণ্ডিকে ব্যাধিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥৮

চণ্ডিকে সততং যে ত্বামর্চ্চয়ন্তীহ ভক্তিতঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥৯

দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১০

ধ্যান হয়। জয়ন্তী সর্ব্বোৎকৃষ্টা গুণত্রয়সাম্যাবস্থোপাধিক ব্রহ্মরূপিণ্যা ভগবত্যাঃ সর্ব্ব কারণত্বাৎ। সত্ত্বরজস্তমো গুণের সাম্যাবস্থা-রূপিণী প্রকৃতি যখন ব্রহ্মের উপাধি হয়েন তখন সগুণব্রহ্মই নির্গুণ থাকিয়াই ব্রহ্মরূপিণী; শক্তি ও শক্তিমানে কোন ভেদ নাই বলিয়া ভগবতীই ব্রহ্মরূপিণী। ইনিই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারিণী। ইনিই সকলেরই কারণ। এই শক্তিই দশবিধ অবতার মূর্ত্তি গ্রহণ করেন। জয়ন্তী সর্ব্ব কারণের কারণ সর্ব্বোৎকৃষ্টা বলিয়া একমাত্র আরাধ্যা।

প্রশ্নঃ—মায়ের মঙ্গলা নামের অর্থ কি ?

উত্তরঃ—জননমরণাদিরূপং সর্পণং ভক্তানং লাতি গৃহ্ণাতি নাশয়তি সা মোক্ষপ্রদা মঙ্গলেত্যুচ্যতে। মায়ের স্বভাব হইতেছে মা ভক্তগণের জনন মরণরূপ মহাভয় দূর করিয়া আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন! মায়ের স্বভাবই হইতেছে সন্তানকে নিত্যানন্দে ভরিত করা। এই জন্য মা সর্ব্বমঙ্গলা। মা যাহাকে কৃপা করেন "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি" তাহার প্রাণের উৎক্রমণ হয় না—সে এইখানেই মায়ের সহিত মিলিয়া যায় "ইহৈব সমবলীয়ন্তে।"

বিধেহি দ্বিষতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১১

বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১২

বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তং জনং কুরু ॥
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৩

কালী = কলয়তি ভক্ষয়তি সর্ব্বমেতৎ প্রলয়কালে ইতি কালী। এই সমস্ত সৃষ্টি প্রলয় কালে ভক্ষণ করেন বলিয়া কালী। ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চোভে ভবত ওদনঃ মৃত্যুর্যস্যোপসেচনম্ ইতিশ্রুতেঃ।

ভদ্রাকালী = ভদ্রং মঙ্গলং সুখং কলয়তি স্বীকরোতি ভক্তেভ্যো দাতুমিতি। ভক্তগণের মঙ্গল বা সুখ দান করিব স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া ইনি ভদ্রকালী॥ ভদ্রকালী সুখপ্রদা ইতি রহস্যাগমে-হর্থকথনাৎ।

কপালিনী = ব্রহ্মাদীন্ নিহত্য তেষাং কপালং গৃহীত্বা প্রলয়কালে অটতীতি। প্রলয়কালে ব্রহ্মাপ্রভৃতির শিরোহস্থি লইয়া ভ্রমণ করেন বলিয়া। প্রপঞ্চাম্বুজহস্তা ॥ কপালিন্যুচ্যতে পরা ইতি রহস্যাগমাৎ॥

দুর্গা = দুঃখেনাষ্টাঙ্গযোগসর্ব্বকর্ম্মোপাসনারূপেণ ক্লেশেন গম্যতে প্রাপ্যতে সা দুর্গা। তাং দুর্গাং দুর্গমাং দেবীম্ ইতি দেব্যথর্ব্ব-শিরসঃ।

অষ্টাঙ্গযোগ কর্ম্ম উপাসনা ইত্যাদি ক্লেশে পাওয়া যায় তাই দুর্গা। দুর্গম স্থানে অতি দুঃখে যাওয়া যায় বলিয়া দুর্গা।

ক্ষমা = ভক্তানামন্যেষাং বা সর্ব্বানপরাধান্ ক্ষমতে সহতে জননীত্বাৎ সাতিশয় কারুণ্যবতী ক্ষমেত্যুচ্যতে। ইনি জননী সেই জন্য ভক্তের বা পাপীরও সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেন বলিয়া ক্ষমা। অতিশয় কারুণ্য-বতী বলিয়াই ইনি ক্ষমা।

প্রচণ্ডদৈত্যদর্পঘ্নে চণ্ডিকে প্রণতায় মে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৪

চতুর্ভুজে চতুর্ব্বক্ত্র সংস্তুতে পরমেশ্বরি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৫

কৃষ্ণেন সংস্তুতে দেবি শশ্বদ্ভক্ত্যা তথাঽম্বিকে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৬

শিবা = চিৎরূপিণী। সূত সংহিতা বলেন—

চিন্মাত্রাশ্রয় মায়ায়া শক্ত্যাকারে দ্বিজোত্তমা।
অনুপ্রবিষ্টা যা সম্বিৎ নির্ব্বিকল্প স্বয়ংপ্রভা ॥
সদাকারা সদানন্দা সংসারোচ্ছেদকারিণী।
সা শিবা পরমা দেবী শিবাঽভিন্না শিবংকরী ॥

ধাত্রী = সর্ব্বপ্রপঞ্চধারণকর্ত্রী।

অহং রুদ্রেভি র্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈ রুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ইতি শ্রুতেঃ,

স্বাহা = দেবপোষিণী ॥

স্বধা = পিতৃপোষিণী ॥

নমোঽস্তুতে ॥ এতাদৃশ পূর্ব্বোক্ত মহাগুণবতী যা ত্বমসি ততস্তেতুভ্যং নমো নমস্কার এবাস্তু কেবলম্। পরিচর্য্যা বা সেবা করিবার সামর্থ্য নাই তাই নমো নমঃই করি। নমঃ = ন মম। মা আমার কিছুই নাই সব তোমার।

মধুকৈটভবিদ্রাবি = মধুকৈটভয়ো র্বিদ্রাবিণী নাশিনী চ সা বিধাতুর্বরদা চ ইত্যর্থঃ। মধুকৈটভনাশার্থং ব্রহ্মণা স্তুতা সতী তস্মৈ বরং দদাবিতি কথা দেবী ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে প্রসিদ্ধা। ব্রহ্মা মধু-কৈটভ নাশের জন্য মাকে স্তব করিলে জগদম্বা ব্রহ্মাকে বরদান করেন।

রূপং দেহি = রূপ্যতে জ্ঞায়তে ইতি রূপং পরমাত্মবস্তু। রূপং ভবেৎ বিন্দুরমন্দকান্তিঃ” ইত্যাগমাৎ তৎ দেহি মহ্যং মৎকৃত নমস্কারেণৈব

হিমাচলসুতানাথপূজিতে পরমেশ্বরি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১৭
সুরাসুর শিরোরত্ন নিঘৃষ্ট চরণেঽম্বিকে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১৮
ইন্দ্রাণীপতিসদ্ভাবপূজিতে পরমেশ্বরি।
রূপং দেহী জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৯
দেবি প্রচণ্ড দোর্দণ্ডদৈত্যদর্পবিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২০
দেবি ভক্তজনোদ্দামদত্তানন্দোদয়েঽম্বিকে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিজো জহি ॥ ২১
পত্নীং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্তানুসারিণীম্।
তারিণীং দুর্গ-সংসার-সাগরস্য কুলোদ্ভবাম্ ॥ ২২

প্রসন্না সতীত্যর্থঃ। যে রূপ দুইদিনেই বিরূপ হয়, যাহা ক্ষণস্থায়ী তাহা জগদম্বার নিকটে চাওয়া হইতেছেনা। চাওয়া হইতেছে স্বরূপ—এই স্বরূপটি হইতেছে পরমাত্ম-বস্তু—ইহাই মা আপনি। মা! আমি পুনঃ পুনঃ প্রণামকরিতেছি—কঠিন সাধনা করিবার সামর্থ্য আমার নাই। আমার নমস্কারে তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার স্বরূপ যে তুমি তাহাই আমাকে দাও, অর্থাৎ আমাকে তোমার স্বরূপ বা আমার স্বরূপ দেখিতে দাও। আবার মা তুমি যে জগদাকারধারিণী—সমস্ত—জগতই যে তোমার আকার—এইটি আমাকে দেখাইয়া দাও।

জয়ং দেহি—জয়ত্যনেন পরমাত্মনঃ স্বরূপমিতি জয়ো বেদস্মৃতি রাশিঃ ততো জয়মুদীরয়েৎ ইত্যত্র প্রসিদ্ধস্তং দেহি। নারায়ণং নমস্কৃত্য

ইদং স্তোত্রংপঠিত্বা তু মহাস্তোত্রং পঠেন্নরঃ।
স তু সপ্তশতীসংখ্যাবরমাপ্নোতি সংপদঃ ॥ ২৩
ইতি দেব্যা অর্গলাস্তুতিঃ সমাপ্তা।

নরশ্চৈব নরোত্তমম্। দেবীং সরস্বতীশ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ। এখানে যে জয়শব্দ আছে তাহার অর্থ হইতেছে বেদস্মৃতিরাশি। শব্দ ব্রহ্মরূপিণা তুমি—তোমার স্বরূপ এই বেদস্মৃতি রাশিঃ—ইহাই জয় এই জয় দাও।

যশো দেহি—"সহনৌ যশঃ"ইতি শ্রুতি প্রসিদ্ধং তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদান-জন্যং যশস্তদ্দেহি = তত্ত্বজ্ঞান সম্পদান জন্য যশ দাও।

দ্বিষো জহি—কাম ক্রোধাদীন্ শত্রূন্ জহি নাশয় = তোমাকে পাইবার—আত্মজ্ঞান লাভ করিবার শত্রু হইতেছে কাম ক্রোধাদি রিপু ষড়্বর্গ। এই শত্রুগণকে তুমি নাশ কর। তুমি ভিন্ন আর কেহ রিপুনাশ করিতে পারে না। মহিষাসুরনির্ণাশবিধাত্রী = মহিষাসুরস্য নির্ণাশস্তস্য বিধাত্রী ত্যর্থঃ।

বরদে ইতি পৃথক্ পদম্। তুমি মহিষাসুর বিনাশ কর্ত্রী ॥

বন্দিতাঙ্ঘ্রিযুগে দেবি—ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিভির্বন্দিতম্ অঙ্ঘ্রিযুগং যস্যা স্তেষা মেতদপেক্ষয় ন্যূনোপাধিকত্বাৎ। ভক্ত্যানিশয়েন দেবীত্যস্য পুনরুক্তিঃ।

ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি দেবতাগণ তোমার পদ যুগল বন্দনা করেন। শ্রীমৎ নীলকণ্ঠ শূরী দুর্গা প্রদীপ টীকাতে বলিতেছেন তোমা অপেক্ষা নানা উপাধি অন্য দেবতার উপাধিতে ন্যূন কিন্তু স্বরূপে ইহাও তুমিই। দুই দুই বার দেবী বলা হইল ভক্তির আধিক্যে।

ত্যাগ করিয়া চেত্যতাতে বহির্ম্মুখতাতে পতিত হইলেই যখন সঙ্কল্প চলিতে লাগিল তখন চেত্যত্ব দেখিবে। চেত্যদশা তবে ত্যাগ হইবে কিরূপে? হে গঙ্গ! চিত্ত যখন পূর্ব্বানুভবজনিত দৃশ্যসংস্কার বোধ হইলে চিৎই কিঞ্চিৎ স্থূল হইয়া চিত্ত এই জ্ঞানলাভ দ্বারা আত্মা ব্যতিরিক্ত সৎ সিদ্ধ হয় তখন পুনঃ পুনঃ মনন দ্বারা দৃঢ়ীভূত হইয়া সঙ্কল্পে সমর্থ হইয়া মন সংজ্ঞা লাভ করে তখনই দুঃখ হয়। তবেই হইল স্বব্যতিরিক্ত সত্ত্বার জ্ঞান ত্যাগ করিতে পারিলেই চিত্তক্ষয় হয়।

আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বমিত্যন্তঃ সম্বিদোদয়ে।
ক্ক চেত্তা ক্ক চ বা চিত্তং কিং চেত্যং চেতনং চ কিম্ ॥৫৮

আত্মাই এই সমস্ত জগৎ, ভিতরে যখন এই সম্বিদের উদয় হয় তখন চেত্যতা উপহিত চিত্ত উপাধি কোথায়? আর চেত্য অর্থাৎ চিত্ত ব্যাপার ব্যাপ্য চেতনই বা কোথায় থাকে? আমি আত্মা অর্থাৎ এই অনুভূয়মান দেহেন্দ্রিয়শালী জীব আমি—যাবৎ এই ভাবের উদয় তাবৎ চিত্তের অবস্থিতি আর দুঃখও সেই পর্য্যন্ত। আমি আত্মা, জীবাখ্যা সত্তা আত্মার অতিরিক্ত নহে এই ভাবনাতে চিত্তের উপশম—ইহাই পরম সুখ বলিয়া কথিত। আত্মাই এই জগৎ এই জ্ঞানের নিশ্চয় হইলে চিত্তের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। এই সত্য অনুভূত হইলে আপন আত্মাই জগৎ রূপে স্থিতি লাভ করিতেছে ইহা যখন হয় তখন সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের নাশের মত মনটা বিগলিত হইয়া যায়, অর্থাৎ মনোনাশ হয়। এই শরীরে মনোরূপ সর্প যতদিন থাকে ততদিনই ভয়; যোগে বা সমাধিতে অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মা এক, এই মিলনে মন যখন উৎসারিত হয় তখন ভয়ের স্থান আর কোথায়? হে অনঘ! চিত্ত বেতাল ভ্রান্তি মাত্রেই উত্থিত এই সম্যগ্ জ্ঞানরূপ মহামন্ত্রে ইহাকে বিনাশ কর। দেহ গেহ হইতে চিত্ত যক্ষকে তাড়াইতে পারিলেই তুমি উদ্বেগ শূন্য হইলে। আমার আধি নাই উদ্বেগও নাই এই ভাবনায় আমি আত্মা এই স্থিতি লাভ কর—তোমার ভয় নাই।

নীরাগ এব নিরুপার্জ্জন এব চাস্মী
ত্যেতাবতৈব গলিতা তব চিত্তসত্তা।
নির্দ্দুঃখমুক্তমপদং পরমং গতোহসি
তিষ্ঠোপশান্তপরমৈষণ এবমন্তঃ ॥৬৬

আত্মাকে লাভ করিয়া আমি সর্ব্বকামনা লাভ করিলাম এই জন্য আমি নীরাগ, আমার উপার্জ্জনের আর কিছুই নাই অর্থাৎ আমি বাহ্য সুখ সাধনোপার্জ্জন শূন্য—এইটি স্থির নিশ্চয় করিয়া অনুদ্বেগ হইয়া স্বরূপে স্থিতিলাভ কর তবেই তোমার সমস্ত ইচ্ছার অন্ত হইল আর তুমি পরম শান্ত অবস্থায় স্থিত হইলে।

—

উপশম ১৫ সর্গঃ

অনর্থ বীজ অহঙ্কারময়ী তৃষ্ণার বর্ণন।

রাম—চিত্ত নাশই পরমপুরুষার্থ প্রাপ্তি। চিত্ত অনুসরণে বুঝি যত অনর্থ?

বশিষ্ঠ—চিত্ত অনুসরণে তৃষ্ণা বৃদ্ধি, তাহাতেই মানুষের সর্ব্ববিধ অনর্থ প্রাপ্তি হয়।

রাম—তৃষ্ণা কিরূপে উৎপন্ন হয় তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ—আত্মা যখন চিত্তকে অনুসরণ করেন তখন ইনি আপনার ব্রহ্মাত্মভাব অর্থাৎ আপনার পূর্ণ ভাব আপনার অভাবশূন্য ভাব, আপনার ভয় শূন্য ভাব, আপনার সদা সন্তুষ্ট ভাব ত্যাগ করিয়া মলিন অবিদ্যাপিহিত ইন্দ্রিয় বৃত্তির অধীন হইয়া দৃশ্য বস্তুর জ্ঞানকে আপনার মধ্যে আনিয়া চিত্ত কল্পিত দেহাদি সংঘাত মাত্রই আমি—ইহা ধারণা করেন। চিত্ত আনীত নানা বিষয় কলনা যুক্ত হইয়া

আত্মা রাগ দ্বেষ বাসনা মল দ্বারা কলঙ্কিত হয়েন। মরণ মূর্চ্ছা, ভ্রান্তি সহস্র প্রসবকারিণী যে বিষলতা তাহাই তৃষ্ণা।

রাম—তৃষ্ণার বিশেষত্ব কি ও ইহা কিরূপ অনর্থ উৎপাদন করে ?

বশিষ্ঠ—নিতান্ত অপবিত্র এই তৃষ্ণা, ইহা সংসারবীজ কণিকা এবং জীববন্ধন বাগুরা। এই বিষলতারূপা তৃষ্ণা বর্দ্ধমান মহামোহদায়িনী ভয়কারিণী ইহা আত্মাকে মূর্চ্ছাই প্রদান করে। তৃষ্ণা কিরূপে অনর্থ উৎপাদন করে শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে বলিলাম—

বর্দ্ধমানমহামোহদায়িনী ভয়কারিণী।
তৃষ্ণা বিষলতারূপা মূর্চ্ছামেব প্রযচ্ছতি ॥৩

দেহে অহঙ্কাররূপা তৃষ্ণা যখন যখন উদিত হয় তখনই মহা মোহ উৎপাদন করে। অমাবস্যা রাত্রি যেমন নির্ব্বিকার আকাশে অসংখ্য বিকার প্রদর্শন করায় সেইরূপ তৃষ্ণাও অনন্ত আত্মাকাশে মেঘ বিস্ফুরিত বৃষ্টি প্রদানে বিকারিণী। সেইজন্য বলা হয়।

সদানন্দে চিদাকাশে মায়া মেঘ তড়িন্মনঃ।
অহংতা গর্জ্জনং তত্র ধারাসারোহি যত্তমঃ ॥

মহাপ্রলয়ে কল্পাগ্নি শিখার দাহ হরিহরাদি সহ্য করিতে পারেন কিন্তু তৃষ্ণাগ্নি দাহের যন্ত্রণা সহ্য করিতে কেহই পারে না। তৃষ্ণা হইতেছে কৃপাণিকা অর্থাৎ অসি। ইহা তীক্ষ্ণা, কৃষ্ণা, অতি দীর্ঘা, অতি ঘোরা। নিজের অঙ্গ ইহা সর্ব্বদা ছেদন করে, ইহার ফলদান সময় বড় অসুখ কর। যাহা সংসারে দুরন্ত, দুর্জ্জর—অর্থাৎ জীর্ণ করা যায় না, যাহার উচ্চতার পরিমাণ করা যায় না তাহাই কিন্তু তৃষ্ণা বল্লীর ফল—এই সমস্তই পরিণামে অতিশয় দুঃখপ্রদ। তৃষ্ণা বনশূনী—বৃকী মানুষের মনোবিলে বিলীন থাকিয়া অদৃশ্য হইয়া মানুষের শরীরের মাংস রুধিরাদি ভক্ষণ করে। তৃষ্ণা প্রাবৃট তরঙ্গিনী—বর্ষা বর্দ্ধিত তৃষ্ণা তরঙ্গিণী কখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় কখন একক্ষণেই শুষ্ক হইয়া যায়। স্পৃহা চরিতার্থ হইলে শীতলা, এই তৃষ্ণা শিলা কণ্টকাদি (অর্থাৎ মানুষের

বহুবিধ ইচ্ছা) বহন করিয়া আনে এবং খণ্ড খণ্ড করে। তৃষ্ণায় অভিভূত মানুষ দৃষ্ট দৈণ্যে হত হয়, তেজশূন্য হয়, নীচতা প্রাপ্ত হয় —মোহ প্রাপ্ত হয় শেষে নরকে পড়ে। এই কালসাপিনী যাহার হৃদয়ে বাস করে না তার হৃদয়রন্ধ্রগত প্রাণ বায়ু সকল সুস্থ থাকে। তৃষ্ণা অস্তমিত হইলে, পুণ্য বর্দ্ধিত হইবেই। যে পুরুষ বৃক্ষে তৃষ্ণা ঘুণ লাগে নাই সেই বৃক্ষে পুণ্যপুষ্প ফুটিবেই। বিবেক দৃষ্টি হীন মানুষের চিত্তরূপ অরণ্যে অনন্তব্যাকুলতা কল্লোলবতী, ভ্রান্তি আর্ত্তসঙ্কুলা তৃষ্ণা নদী নিশ্চয়ই বহিবে। এইসমস্ত মানুষ সূত্রবদ্ধ পক্ষীর মত তৃষ্ণা দ্বারা,বিত্ত অর্জ্জনের চেষ্টায় ভ্রমণ করে, বিত্ত রক্ষা ব্যয় ক্ষয় চিন্তা শোকে পুনঃ পুনঃ শীর্ণ হয় এবং শেষে মরে। তৃষ্ণা কুঠার ধর্ম্ম তরুর মূল দয়া বিবেকাদি ছেদন করে এবং তৎক্ষণাৎ পাতিত করে। তৃষ্ণা অনুসরণ করিয়া মূঢ় মানুষ অবটে পড়ে, নরকান্ধকূপে পতিত হয়, হরিণ শিশুর মত গর্ত্তে পতিত হয়। এই হৃদয়স্থা, রূপিকা—পিশাচী তৃষ্ণা মানুষকে যত জীর্ণ করে তত আর কিছুতেই করিতে পারে না। এই অমঙ্গলভূতা তৃষ্ণা দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুও বামনত্ব প্রাপ্ত হন। দেব ভোগ্য সুখ তৃষ্ণায় বদ্ধ হইয়া সূর্য্যদেব আকাশ পথে নিত্য ভ্রমণ করেন। তৃষ্ণাকে ক্রূর সর্পের মত দূর হইতে ত্যাগ করিবে।

তৃষ্ণয়া বায়বোবান্তি শৈলাস্তিষ্ঠন্তি তৃষ্ণয়া।
তৃষ্ণয়ৈব ধরা ধাত্রী ত্রৈলোক্যং তৃষ্ণয়া ধৃতম্॥ ২২

তৃষ্ণা দ্বারা বায়ু বহে, শৈল অচলভাবে থাকে, ধরিত্রী ত্রৈলোক্য ধারণ করেন। সমস্ত লোক যাত্রা তৃষ্ণারূপা বরত্রা (চর্ম্মময়ী রজ্জু) দ্বারা আবদ্ধ। রজ্জু বন্ধাৎ বিমুচ্যন্তে তৃষ্ণাবন্ধাৎ ন কেচন" ॥২৩ রজ্জুর বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় কিন্তু তৃষ্ণার বন্ধন হইতে কেহই মুক্ত হইতে পারে না।

তস্মাৎ রাঘব তৃষ্ণাং ত্বং ত্যজ সঙ্কল্পবর্জ্জনাৎ।
মনস্তকল্পনং নাস্তি নির্ণীতমিতি যুক্তিঃ॥ ২৪

সেই হেতু রাঘব! তুমি তৃষ্ণা ত্যাগ কর—সঙ্কল্প ত্যাগেই ইহা হয়।

অকল্পন মন---সঙ্কলরহিত মন কি থাকে? মনের অভাবে তৃষ্ণা থাকিবে কোথায়? যুক্তিদ্বারা ইহা নির্ণীত হইয়াছে।

তুমি এই দেহ, এই দুরাশা—সর্ব্ব-দুরাশা নিমিত্ত অভিমান আর সঙ্কল্প করিও না। এই দুঃখ প্রসবিনী, অনাত্মাতে আত্মভাবনা ত্যাগ কর তবেই জ্ঞানী হইয়া যাইবে। হে ভব্য! তুমি অনহম্ভাবরূপ শলাকা-দ্বারা—কর্ত্তরি দ্বারা অহম্ভাবময়ী অমঙ্গলময়ী এই তৃষ্ণাকে ছেদন করিয়া ব্রহ্মে স্থিতি লাভ কর।

উপশম ১৬ সর্গ।

তৃষ্ণা চিকিৎসা।

রাম—ভগবন্! আপনার এই উপদেশ স্বভাব গম্ভীর—নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য। আপনি আমাকে বলিতেছেন অহঙ্কারময়ী তৃষ্ণাকে ছেদন করিতে। অহঙ্কার ত্যাগ করিলে হে প্রভো! দেহও ত ত্যাগ করিতে হয়। বৃক্ষকে যেমন শিকড় ধারণ করে সেইরূপ অহঙ্কারও দেহকে ধারণ করিয়া আছে। একটু অন্যমনস্ক হইলেই যখন দেহটা পড়িয়া যায় তখন পূর্ণ অহং ত্যাগে দেহ দাঁড়াইবে কোথায়? মূল ছিন্ন হইলে পাদপ কি দাঁড়াইতে পারে?

তৎ কথং সন্ত্যজাম্যেনং জীবামি চ কথং মুনে।
এনমর্থং বিনিশ্চিত্য বদ মে বদতাম্বর ॥ ৫

হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! আপনি আপনার অভিপ্রায় কি নিশ্চয় করিয়া বলুন আমি অহঙ্কারও ত্যাগ করিব আবার জীবিতও থাকিব ইহা কিরূপে হইবে?

বশিষ্ঠ—পূর্ব্বে বলিয়াছি তৃষ্ণাং ত্বং ত্যজ সঙ্কল্প বর্জ্জনাৎ" সঙ্কল্প বা বাসনা ত্যাগ করিতে পারিলেই তৃষ্ণা ত্যাগ করিতে পারিবে। কিন্তু

সর্ব্বত্র বাসনাত্যাগো রাম রাজীবলোচন।
দ্বিবিধঃ কথ্যতে তজ্জ্ঞৈর্জ্ঞেয়ো ধ্যেয়শ্চ মানদ ॥৬

রাজীব লোচন রাম—যাঁহারা বিশেষজ্ঞ তাঁহারা সর্ব্বত্র বাসনাত্যাগ দুই প্রকারের বলিয়াছেন—জ্ঞেয় এবং ধ্যেয় অর্থাৎ সম্যগ্ জ্ঞান

লাভে বাসনা ত্যাগ ও ধ্যান দ্বারা বাসনার ত্যাগ। জ্ঞেয় বাসনা ত্যাগ বলা হয় এই জন্য যে এই বাসনা ত্যাগ জ্ঞান দ্বারা বাধিত অর্থাৎ সমাধিকালে বিদেহ কৈবল্য ভিন্ন ইহা যায় না। ধ্যেয় বাসনা ত্যাগ হয় তখন যখন অধিষ্ঠান আত্মাকে ধ্যান করিয়া অন্য সমস্তকে মন হইতে দূর করা হয়। সমাধি হইতে ব্যুত্থান কালে তত্ত্বমস্যাদি বাক্য শ্রবণ জন্য যে অখণ্ডাকার চিত্তবৃত্তির উদয় হয় তদ্দ্বারা বাসনা সহ অজ্ঞান বাধিত হইলেও প্রারব্ধ ফল ভোগ পর্য্যন্ত সাধককে অপেক্ষা করিতে হয়। তখনও অবিদ্যা লেশ থাকে। দেহের ব্যবহার তখন পর্য্যন্ত থাকে। ভোগ হেতু দেহের ব্যবহার না থাকিলেও তাৎকালিক অহং ভাবের আভাসটা অনুভব সিদ্ধ। সেই অবস্থায় অহং এর বাধা অনুসন্ধান জন্য যত্ন সাধ্য ধ্যানের আবশ্যকতা আছে বলিয়া ইহাকে ধ্যেয় বাসনা ত্যাগ বলে। বুঝিতেছ সমাধিকালে স্বরূপে স্থিতি রূপ জ্ঞান দ্বারা যে বাসনা ত্যাগ হয় তাহাই হইতেছে জ্ঞেয় বাসনা ত্যাগ এবং ব্যুত্থান কালে যত্ন সাধ্য ধ্যান দ্বারা যে বাসনা ত্যাগ তাহা হইতেছে ধ্যেয় বাসনা ত্যাগ। তুমি যে প্রশ্ন করিতেছিলে অহং এর অভাব হইলে সাধক জীবিত থাকিবে কিরূপে তাহার উত্তরে বলিতেছি—জ্ঞেয় অহং ত্যাগ এবং ধ্যেয় অহং ত্যাগ এই দুই প্রকার অহংত্যাগে অহং এর অভাব হয় বলা হইল না। বলা হইল অহং বৃত্তিটা অজ্ঞানের অবস্থা বিশেষ। জ্ঞেয় বাসনা ত্যাগে অজ্ঞানের পূর্ণ মাত্রায় অভাব হয়, এই অবস্থায় অহংটা আত্মাতে লীন হইয়া যায়, সমস্তই আত্মা হইয়া যায়, আর ধ্যেয় বাসনা ত্যাগে প্রারব্ধ ভোগ সময়েও যে অজ্ঞানের লেশ তাহাও যত্ন সাধ্য ধ্যান দ্বারা দূর করিতে হয়।

রাম—জ্ঞেয় ও ধ্যেয় বাসনা কি বুঝিলাম—এখন এই দুই প্রকার ত্যাগের কর্ম্ম, কিরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা করিতে হইবে তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ—শ্রবণ কর।

> অহমেষাং পদার্থানামেতে চ মম জীবিতম্।
> নাহমেভির্বিনা কশ্চিন্ন ময়ৈতে বিনা কিল ॥৭
> ইত্যন্তর্নিশ্চয়ং কৃত্বা বিচার্য্য মনসা সহ।
> নাহম্পদার্থস্য ন মে পদার্থ ইতি ভাবিতে ॥৮

অন্তঃশীতলয়া বুদ্ধ্যা কুর্ব্বত্যা লীলয়া ক্রিয়াম্।
যো নূনং বাসনাত্যাগো ধ্যেয়ো রাম স কীর্ত্তিতঃ ॥

অহং অর্থে যে আমিকে বুঝায় সেই অহং দেহ ইন্দ্রিয়াদির জীবন এবং দেহ ইন্দ্রিয়াদিও অহং এর বা আমার জীবন—কারণ অহং বা অহং অভিমান দেহে না থাকিলে মানুষ ত জড়বৎ তখন স্বরূপ বিশ্রাম জন্য কর্ম্ম কিরূপে হইবে ? আমি স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ ভিন্ন কি করিতে পারি আর ইহারা না থাকিলে অহংই বা কোথায় ? অন্তরে এইটি নিশ্চয় কর, করিয়া মনে মনে বিচার কর ইহার মধ্যে সত্য কি এবং অসত্যই বা কি ? দেখিবে সংঘাত পদার্থ যে দেহ ইন্দ্রিয়াদি ইহা অসত্য এবং চিৎ রূপটি সত্য। এই সত্যাসত্য বিচার করিলে বুঝিবে আমি এ সকল নই, এবং এ সকলও আমার নহে। এই বিচারটি দৃঢ় করিতে পারিলে যখন আপন চিৎস্বরূপ যে গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্ম তাহাতে মন লগ্ন হইবে, তখন ঐ সময়ের জন্য দেহাদিতে অহং অভিমানত্যাগ হইয়া যাইবে। এই অহং ত্যাগের নাম ধ্যেয় বাসনা ত্যাগ বা ধ্যেয় অহং ত্যাগ। আরও স্পষ্ট করিয়া বলি শ্রবণ কর। যাঁহারা বিচার করিতে পারেন সেই বিবেক দৃশ ব্যক্তিগণ দুই প্রকার অহং নিশ্চয় করেন। (১) দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সাপেক্ষ অহং অর্থাৎ আমি দেহ ইন্দ্রিয়াদি সংঘাতাত্মা। এই অহং এর সঙ্গে মমতা ভাব অর্থাৎ পিতা মাতা পুত্র মিত্র স্ত্রী ধন ইহারা আমার এই ভাবও জড়িত। এই অহং ও মম হইতেছে প্রথম অভিমান। (২) দ্বিতীয় অভিমান হইতেছে যাহার উপরে মন কর্ম্ম করিতেছে সেই চৈতন্য। সূর্য্য অতি বৃহৎ হইলেও চক্ষু গোলক সাহায্যে দেখা হয় বলিয়া যেমন ইহাকে ক্ষুদ্ররূপে দেখায় সেইরূপ অহং অভিমান দ্বারা দেখা হয় বলিয়া পূর্ণ চৈতন্যকে খণ্ড মত দেখায়। নতুবা আমি অখণ্ডৈক স্বভাব, অবস্থাত্রয়—মরণ মূর্চ্ছা জন্মান্তর যুক্ত সামান্য চিন্মাত্র স্বভাবা বিচারে এই দ্বিতীয় অহংভাব ও লক্ষিত হয়।

বিচার দ্বারা দেখিতে হইবে ইহাদের মধ্যে সত্য এবং অসত্য কোথায় ! দেহ ইন্দ্রিয়াদি সংঘাত বাহ্য অন্ন পানাদি উপভুক্ত পদার্থের সংঘাত। এই দেহাদি এবং অন্নাদি আমার জীবন—স্বরূপ সিদ্ধির জন্য

ইহাদের প্রয়োজন আছে। অতএব দেহাদি ভিন্ন ব্যবহারিক জীবনে অহং বলিয়া কিছুই থাকে না। এই প্রথম অহং পদার্থের নিশ্চয় করিয়া মনে মনে বিচার করিলে স্থির হইবে এই সংঘাতাত্মা অত্যন্ত অসৎ। এবং দ্বিতীয় অবশিষ্ট চিৎরূপ যে অহং পদার্থ তাহার ধারণায় বোধ হইবে দেহেন্দ্রিয় সংঘাত পদার্থ এবং মম মম যাহা করিতে ছিলাম এই অহং ও মম—প্রকৃত আমির নহে ইহারা আমারও নহে। এই বিচারকে বলা হইল ধ্যেয় বাসনা ত্যাগ বিচার।

রাম—এখন জ্ঞেয় বাসনা ত্যাগ সম্বন্ধে কি বলিবেন ?

বশিষ্ঠ— সর্ব্বং সমতয়া বুদ্ধ্বা যং কৃত্বা বাসনাক্ষয়ম্।
জহাতি নির্ম্মমো দেহং জ্ঞেয়োসৌ বাসনা ক্ষয়ঃ ॥১০

সর্ব্বং জগৎ সমতয়া সমং ব্রহ্ম তদ্ভাবেন বুদ্ধ্বা সাক্ষাৎ কৃত্য যং বাসনা ক্ষয়ং কৃত্বা নির্ম্মমো মমতা গলিতঃ প্রারব্ধ ক্ষয়েন বা যৎ সর্ব্বথা দেহং জহাতি অসৌ জ্ঞেয় বাসনা ক্ষয়ঃ॥ সমস্ত জগৎ ব্রহ্মভাবে সাক্ষাৎকার হইলে—অর্থাৎ সর্ব্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধি জন্মিবার পর যে অহংতা ও মমতার ক্ষয় হয় দেহ ত্যাগের পরে সেই অহং পরিত্যাগকে জ্ঞেয় বাসনা ত্যাগ বলে।

অহঙ্কারময়ী বাসনা ত্যাগ করিয়া লোকযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য দেহ ধারণাদি ব্যবহার যিনি করেন সেই ধ্যেয় বাসনা ত্যাগীকেও জীবন্মুক্ত বলা যায়। কলনা নির্ম্মূল সহ বাসনা ত্যাগ করিয়া যিনি মনকে ব্রহ্মে ডুবাইয়া মনের নাশ করেন তাঁহাকে জ্ঞেয় বাসনা ত্যাগী মুক্ত পুরুষ বলিয়া জানিও। জনকাদি ধ্যেয় বাসনা ত্যাগী মুক্ত। আর জ্ঞেয় বাসনা ত্যাগ করিয়া সমস্ত উপশম করিয়া বিদেহ মুক্ত পুরুষেরা পরাবর ব্রহ্মেই স্থিতি লাভ করেন। এই দুই ত্যাগেই মুক্তি হয়, ব্রহ্মতা প্রাপ্তি হয় আর বিগত জ্বর হওয়া যায়। যুক্ত অর্থাৎ সমাধিতে আরূঢ় ও অযুক্ত অর্থাৎ ব্যুত্থান ব্যবহারে স্থিত এই দুই প্রকার মুক্ত পুরুষই সুখে বিশ্রাম করেন এবং নির্ম্মল ব্রহ্মে অবস্থান করেন। যদি বল তবে ইহাদের ভেদ কি ? একজন মুক্ত কিন্তু দেহ স্পন্দন রাখেন অপর মুক্ত শান্ত দেহেস্থিত। প্রথম ব্যুত্থিত দ্বিতীয় সমাহিত। একজন সদেহমুক্ত—গতজ্বর, অপর বিদেহক্তমু জ্ঞেয় বাসনাত্যাগী।

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে।

২৫শ বর্ষ। } পৌষ, ১৩৩৭ সাল। { ৯ম সংখ্যা।

জিজ্ঞাসা।

কি জানি কি ভাবে, মানস আমার, ভাবিয়া নিয়ত কাতর হয়।
কে আছে এমন, হৃদয় যাতনা বুঝিয়া ব্যাথার করয়ে লয় ?
হাসি কান্না কত, হয় অকারণ, কত কাজ করি রজনী দিবা।
কিন্তু যার তরে, পরাণ উদাস, তাহার পূরণ করিবে কেবা ?
কে বলে মানব, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানবান, পঞ্চভুত তত্ত্ব সকলি জানে।
নিজের অন্তর, জানেনা যে জন, সে কেন বা চায় আকাশ পানে ?
লোকহিত ব্রতে, কি করিব বল, নিজের অভাব ঘুচেনা মোর।
কিসের অভাবে, এতই বেদনা, অবিরত সহি যাতনা ঘোর॥
ধন মান যশ, সকলিত আছে, সংসারী মানব যে সব চায়।
তবে কেন মন, হয় উচাটন, সব শূন্য ভাবি শূন্যেতে ধায়॥
প্রেম প্রতিমার, স্নেহ মমতার, আদর মায়ার সকলি আছে।
কিন্তু কি যে নাই, খুঁজি দিবানিশি, একথা সুধাব কাহার কাছে॥

দেখি কতজন, মনের উৎসাহে, প্রাণের আমোদে করিছে কাজ।
আমিই কেন বা না পারি তেমন, কারে কব বল কহিতে লাজ॥
কি সুখ লাগিয়া, হৃদয় নিয়ত, করে ছট্‌ফট্ রোগীর সম।
আবার জিজ্ঞাসি, কে আছে এমন, দিতে সুখ নাশি যাতনা মম?
লোক মুখে শুনি, এ ধরণী তলে, বিবিধ রোগের ঔষধ আছে।
হৃদয় বেদনা, করে উপশম, সে ঔষধ পাব কাহার কাছে?
চিকিৎসক করে, ব্যাধি উপশম, কে করিবে দূর মানসী ব্যথা।
কিরূপে ঘুচিবে, বিষম বেদনা, শুনিয়া কাহার মোহিনী কথা?
স্মৃতির কাননে, যে শোক পাদপ, বদ্ধমূল হয়ে প্রকাশে ফুল।
অথবা হিয়ার পরতে পরতে, বিঁধিয়াছে যেই বিষাদ শূল।
কোন্ দ্রব্যগুণে, কোন্ মন্ত্রবলে, সমূলে এদের বিনাশ করে।
সেই সারবস্তু, সেই মহামন্ত্র, কে লভিতে পারে আমার তরে?
বাহ্য জগতের, এ অনন্ত শোভা, সব শূন্য লাগে চোখের আগে।
পদার্থ নিচয়, চেতনাচেতন, ভরে না হৃদয় নবীন রাগে॥
সুখ শান্তি হীন, ভোজন শয়ন, যন্ত্র ক্রিয়া মত নিয়মে করি।
কিন্তু গাঢ় দুঃখে, সদা হায় হায়, বিষম মরম দহনে মরি॥
মনে মনে হয়, হৃদয় আমার, প্রভূত কলুষ গরলে ভরা।
তাতেই সুখের না পাই আস্বাদ, যে সকল সুখ প্রদানে ধরা॥
কিবা সে কলুষ, কেন উপজিল, আমারি হৃদয় করিতে ছার।
কোথা হৃদয়েশ! কোথা হৃষীকেশ! বল তত্ত্ব এর মরম সার?
জ্ঞানের আধার, করুণা নিধান, ডাকি প্রাণভরে ভবেশ কোথা।
কাতর পরাণে, এই ভিক্ষা চাই, দূর কর প্রভো! মানসী ব্যথা॥

শ্রীজয়কৃষ্ণ ঘোষাল

সংগ্রহ।

জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ সম্বন্ধে সংগ্রহ করা যাইতেছে।

(১)

প্রথমে যোগ সম্বন্ধে—

কুণ্ডলিনী উত্থাপন, নাদানুসন্ধান এবং আত্মজ্যোতি দর্শন এই তিন প্রকার যোগই শ্রেষ্ঠ।

কুণ্ডলিনী কি ?

মনুষ্য দেহে প্রধান শক্তি যিনি তিনিই কুণ্ডলিনী। এই শক্তি কুণ্ডল আকারে থাকেন। মনুষ্য দেহে ইনি ঈশ্বরী। ইনি প্রাণের দেবতা। শ্বাস প্রশ্বাসরূপে জগৎজীব ধারিণী।

কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করার ব্যাপার কি ?

ইহাই যোগ। যোগ দ্বারা ঈশ্বরী জাগ্রত হন। ঈশ্বরের প্রধান শক্তিই এই ঈশ্বরী কুণ্ডলিনী। ব্রহ্মের যে শক্তি সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে থাকিয়া জগতের সুনিয়ম ব্যবস্থা করেন তিনি বরণীয় ভর্গ। এই বরণীয় ভর্গই দেহের মধ্যে কুলকুণ্ডলিনী। আবার যে শক্তির উদয়ে কোথাও কোন শৃঙ্খলা থাকে না সর্ব্বত্র ব্যভিচার দৃষ্ট হয় সেই শক্তির নাম অবরণীয় ভর্গ। ইহা কিন্তু বায়বী শক্তি। "সা দেবী বায়বী শক্তিঃ।" কুণ্ডলিনীকে পরা শক্তিই বলে। ইনি সমস্ত শব্দের কারণ। পশ্যন্তি, মধ্যমা, বৈখরী পরারই স্থূল স্থূল অবস্থা।

কুণ্ডলিনী ষটচক্র ভেদ করিয়া উপরে সহস্রারে শক্তিমানের সহিত যখন মিলিত হয়েন তখনই পরমানন্দে স্থিতি হয়। ইহাই মুক্তি।

চক্রগুলি কি ?

ষট্চক্র ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতির কেন্দ্র। প্রত্যেক চক্রের শক্তি ও তত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন। বেদ বলেন হৃদয়ই অনুভূতির প্রধান কেন্দ্র। হৃদয়ের অর্থ বুঝিলেই ইহা স্পষ্ট হইবে।

হৃদয়ের অর্থ কি ?

হৃদি অয়ং = হৃদয়ং। হৃদি = আহরণ করা। সমস্ত আহরণ করেন যিনি তিনিই যেমন হৃদয়, আবার তথায় যিনি থাকেন তিনিও হৃদয়। আবার যেখানে সমস্ত আহৃত হয় সেই স্থানও হৃদয়।

তবে হৃদয় অর্থে কি হইল ?

হৃদয় অর্থে আত্মা এবং যে স্থানে তিনি থাকেন তাহাও। এখন বুঝিয়া লও হৃদয় কাহাকে বলা হইয়াছে।

চক্রে চক্রে পদ্ম আছে, পদ্মের পাপড়ীতে বর্ণমালার অক্ষর আছে। মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্রে ; ৪, ৬, ১০, ১২, ১৬, ২, পাপড়ী বিশিষ্ট পদ্ম আছে। দ্বিদলে হ, ক্ষ অক্ষর ; বিশুদ্ধাক্ষে অ হইতে অঃ এই ১৬ অক্ষর, অনাহতে ক হইতে ঠ এই ১২ অক্ষর ; মণিপুরে ড হইতে ফ এই ১০ অক্ষর ; স্বাধিষ্ঠানে ব হইতে ল এই ৬ অক্ষর ; আধারে ব হইতে স এই চারি অক্ষর।

পাপড়ীগুলিই বা কি আর অক্ষর সকলই বা কি ? পাপড়ীগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নাড়ী আর অক্ষরসমূহ ভিন্ন ভিন্ন শব্দ শক্তি। ৫০টি শব্দ শক্তি সমস্ত পদ্মের পাপড়ীতে আছে। পঞ্চাশৎ বর্ণরূপিণী যিনি তিনিই মহামায়া।

চক্র ভাবনায় কি লাভ ?

নাভিচক্রে মন ধারণা করিতে পারিলে যোগীর সৃষ্টিস্থিতির শক্তি লাভ হয়। আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত উঠিতে পারিলে চরমসিদ্ধি লাভ হয় অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি লয় শক্তি লাভ হয়। সহস্রারে উঠিতে পারিতে জনন মরণ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

জনন মরণ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কি ?

জনন মরণ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া হইতেছে জীব চৈতন্যকে পরম চৈতন্যে উত্থাপন করা। ইহাই শিব শক্তি, সীতারাম, রাধা-কৃষ্ণের মিলন।

শরীরের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্তই কি আছে ?

আছে বৈকি। দেহ হইতেছে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত দেহই ক্ষুদ্র বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড। বিশ্বসার তন্ত্র বলেন—

"যৎ ইহাস্তি তদন্যত্র যৎ নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ"

যাহা এই দেহে আছে তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে আছে যাহা এখানে নাই তাহা ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও নাই।

মানুষের শরীরে ত পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশতত্ত্ব রহিয়াছে। এই পঞ্চতত্ত্ব কিরূপে চিন্তা করিতে হয়?

মানুষের শরীর পঞ্চতত্ত্ব নির্ম্মিত। এই পঞ্চতত্ত্বের বর্ণও পৃথক্ পৃথক।

পৃথ্বীতত্ত্ব	-	পীতবর্ণ	মূলাধারে
জল ,,	—	শ্বেতবর্ণ	স্বাধিষ্ঠানে
অগ্নি ,,	—	রক্তবর্ণ	মণিপুরে
বায়ু ,,	—	নীলমেঘের বর্ণ	অনাহতে
আকাশ ,,	—	সর্ব্ববর্ণ	বিশুদ্ধে

যখন যে নাসিকায় শ্বাস বয় তখন তাহা ধরিয়া পঞ্চতত্ত্বের ক্রমান্বয়ে উদয় চিন্তা করা যায়। শ্রীকৃষ্ণের বনমালা এই পঞ্চ বর্ণের পুষ্পে।

তত্ত্ব সাধনের উপায় কিছু আছে কি?

আছে। রাত্রি শেষে মাটিতে বসিয়া দুই পা পশ্চাতে মুড়িয়া দুই পায়ের জোড়া গোড়ালীর উপর চাপিয়া বসিবে। দুইহাত উল্টাইয়া দুই উরুতে চিৎ করিয়া রাখিবে। অঙ্গুলির অগ্রভাগ সকল, পেটের দিকে থাকিবে। এই ভাবে বসিয়া নাসাগ্রে দৃষ্টি ও শ্বাসে লক্ষ্য রাখিয়া প্রথমে পীতবর্ণ পৃথ্বীতত্ত্ব ধ্যান করিবে তৎপরে শ্বেতবর্ণ জলতত্ত্ব, পরে রক্তবর্ণ অগ্নিতত্ত্ব, পরে নীলমেঘবর্ণ বায়ুতত্ত্ব, পরে নানা বর্ণময় আকাশতত্ত্ব ধ্যান করিবে।

প্রত্যহ এক প্রহর রাত্রি থাকিতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত উক্তরূপে ধ্যান করিলে ছয় মাসে তত্ত্বসিদ্ধি হয়। তখন লক্ষ্যযোগ, লয়যোগ ও অন্যান্য যোগ সাধনা সহজে হইবে। ইহাতে নিজ শরীরে কখন্ কোন্ তত্ত্বের উদয় হয় তাহা প্রত্যক্ষ করা যায়। ইহাতে শরীর রোগ শূন্য হয়। আরও অনেক উপকারের কথা বলা হইয়াছে। জীবন দীর্ঘ হয়, বাক্‌শক্তি সতেজ হয়, পাপ আর হয় না, ইন্দ্রিয় জয় হয় ইত্যাদি। চক্র ভাবনায় কত যে লাভ হয় তাহা বলিতে পারা

যায় না। ব্রাহ্মণগণ প্রাণায়ামে সে গায়ত্রী মাতার উপাসনা প্রত্যহ করেন তাহাতেও এই তত্ত্ব চিন্তার জন্য তিনটি তত্ত্বও চিন্তা করিতে হয়।

রাত্রি শেষে যে আলস্য আইসে তাহা নিবারণের কি কোন উপায় আছে।

আছে। প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে প্রাণায়ামের বিনিয়োগে মানুষ সর্ব্বপ্রকারে সুস্থ থাকিতে পারেন ইহা উপনিষদেও বলা হইয়াছে। যাঁহারা সর্ব্বরোগ বিনির্ম্মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কৃতকৃত্য যোগীর নিকট হইতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রাণ বায়ু কিরূপে ধারণা করিতে হয় তাহা জানিয়া লইয়া অভ্যাস করিবেন। এখন অবসাদ নিবৃত্তির জন্য উপনিষদ যাহা বলিতেছেন তাহা এই :—

জিহ্বয়া বায়ুমাকৃষ্য যঃ পিবেৎ সততং নরঃ।
শ্রমদাহ বিনির্ম্মুক্তো যোগী নীরোগতামিয়াৎ ॥

জিহ্বা দ্বারা (কাক চঞ্চু করিয়া) বায়ু আকর্ষণ করিয়া যিনি নিরন্তর বায়ু পান করেন সেই যোগী লয় বিক্ষেপ হইতে মুক্ত হইয়া নীরোগ হয়েন। ইহা কত আশু ফলপ্রদ—দুই চারিবার কোন সময়ে ইহা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়। যিনি সতত ইহা অভ্যাস করেন তিনি সহজেই শ্রমজনিত অসুস্থতা হইতে নিশ্চয়ই মুক্ত হয়েন।

উপস্থিত কালে মানুষের বহুবিধ রোগ দেখা যায় সমস্ত রোগের প্রতীকার কি শাস্ত্রে পাওয়া যায় ?

করিতকর্ম্মা লোকের কাছে জানিয়া লইয়া কিছু দিন ধরিয়া অভ্যাস করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে যোগশাস্ত্র কত আশুফলপ্রদ। বাতজ পিত্তজ দোষ, নেত্ররোগ, শিরোরোগ কত সহজেই উপশম প্রাপ্ত হয় শ্রবণ কর।

মাসমাত্রং ত্রিসন্ধ্যায়াং জিহ্বয়ারোপ্য মারুতম্।
অমৃতং চ পিবেন্নাভৌ মন্দং মন্দং নিরোধয়েৎ।
বাতজাঃ পিত্তজা দোষা নশ্যন্ত্যেব ন সংশয়ঃ ॥

একমাস ধরিয়া ত্রিসন্ধ্যায় যিনি জিহ্বাকে কাকচঞ্চু মত করিয়া বায়ু আকর্ষণ

করিয়া অমৃত পান করেন এবং নাভিতে বায়ু অল্পে অল্পে নিরোধ করেন তাঁহার বাতজ পিত্তজ দোষ নিশ্চয়ই উপশম হয়।

নাসাভ্যাং বায়ুমাকৃষ্য নেত্রদ্বন্দ্বে নিরোধয়েৎ।
নেত্ররোগা বিনশ্যন্তি তথা শ্রোত্র নিরোধনাৎ।
তথা বায়ু সমারোপ্য ধারয়েৎ শিরসি স্থিতম্।
শিরোরোগা বিনশ্যন্তি সত্যমুক্ত হি সাঙ্কতে॥

দুই নাসিকা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া নেত্রদ্বয়ে নিরোধ কর তাহাতে নেত্ররোগ সারিবে—এইরূপে কর্ণদ্বয়ে নিরোধ করিলে কর্ণরোগ থাকে না। এইরূপে মস্তকে বায়ু ধারণ করিলে শিরোরোগও থাকে না।

এই সমস্ত অভ্যাসকালে কি কোন আসন করিতে হয়? হয় স্বস্তিক আসন, পদ্মাসন, বীরাসন, সুখাসন—ইহার যেটি যাঁহার সহজ হয় তিনি তাহাই করিবেন।

আসন কিরূপে করিতে হয়?

শ্রবণ কর।

জানূর্বোরন্তরে কৃত্বা সম্যক্ পাদতলে উভে।
সমগ্রীব শিরঃ কায়ঃ স্বস্তিকং নিত্যমভ্যসেৎ।

উভয় পদতল জানু ও উরু মধ্যে স্থাপন করিয়া গ্রীবা মস্তক শরীর সমান রাখিলে স্বস্তিকাসন হয়। বাম পদ দক্ষিণ উরুতে রাখিতে অভ্যাস করিতে হয়। এই আসনই অভ্যাস কর হইবে।

দক্ষিণেতর পাদং তু দক্ষিণোরুণি বিন্যসেৎ।
ঋজুকায়ঃ সমাসীনো বীরাসনমুদাহৃতম্॥

শরীর সবল রাখিয়া বামপদ দক্ষিণ উরুতে রাখিলে বীরাসন হয়। (বীরাসন অন্য প্রকারও আছে)

যেন কেন প্রকারেণ সুখং ধৈর্য্যং চ জায়তে।
তৎ সুখাসনমিত্যুক্তমসক্তস্তৎ সমাশ্রয়েৎ॥

যে ভাবে বসিলে সুখ বোধ হয় এবং বহুক্ষণ এক ভাবে থাকা যায় তাহাকে সুখাসন বলে। যিনি কষ্টসাধ্য আসন না পারেন তিনি সুখাসনেই বসিবেন। তাহাতেই হইবে।

মনঃ স্থির করিবার কোন প্রক্রিয়া কি যোগ শাস্ত্রে আছে? বহু আছে। দুই চারিটি শ্রবণ কর। প্রথমেই জানিয়া রাখ নাসাগ্র, ভ্রূমধ্য, জিহ্বাগ্র, দন্তাধার, দক্ষিণপাদাঙ্গুষ্ঠ, পাদপাষ্ণি এবং ৯ চক্র—এই সব স্থানে মন ধারণ করিতে হয়। ষট্ চক্র + বিশুদ্ধের উপরে তালুমূলে রক্তবর্ণ ললনাচক্র + আজ্ঞার উপরে মনশ্চক্র + মনশ্চক্রের উপরে সোমশ্চক্র = ৯ চক্র।

পূর্ব্ব মুখে বা উত্তর মুখে পদ্মাসনে বা স্বস্তিকাসনে বা সুখে বসিয়া স্থির ভাবে থাকিয়া নাভিতে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া প্রত্যহ কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবে। ইহাতে মনঃস্থির হয়। নাভিতে দৃষ্টি ও মন রাখিলে শ্বাস ক্রমে ছোট হইয়া আসিবে। ক্রমে কুম্ভক হইবে।

মনঃস্থির হইলে মস্তক, গ্রীবা, পৃষ্ঠ, উদর সমভাবে রাখিয়া মেরুদণ্ড সোজা করিয়া সোজা হইয়া বসিবে। পরে নাভিতে দৃষ্টি রাখিয়া নাভি মধ্যে বায়ু ধারণ করিবে। কিছুদিনের অভ্যাসে নাদ স্বয়ং উত্থিত হয়। নাদ সাধন ইহাই।

প্রত্যহ যথাসময়ে অভ্যাস না করিলে ইহা হইবে না।

প্রতিদিন প্রাতে, মধ্যাহ্নে—এবং সন্ধ্যাকালে বায়ু ধারণ করিবে। ইহাতে প্রাণবায়ু অগ্নিস্থানে (নাভিতে) যাইবেন নাভি চক্রস্থিত অগ্নিকে জয় করা চাই। যতদিন তাহা না হয় ততদিন ঐ অনুষ্ঠান করিবে।

নিত্য ঐ অনুষ্ঠান করিলে বায়ু আপন স্থান হইতে ক্রমে অগ্নিস্থানে যাইবেন।

নাভিতে বায়ু ধারণ হইলে পরে অনাহতে (হৃদয়ে) বায়ু ধারণ করিবে। প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় ঐরূপ করিতে করিতে অনাহতে বায়ুঃ স্থির হইলে অন্তরে বাহিরে দীপশিখার প্রকাশ দেখিবে।

পরে ওঁকার বা ঔঁকার (যে যাহার অধিকারী বা অধিকারিণী) জপিতে জপিতে আজ্ঞাচক্রে পরমাত্মাকে ধ্যান করিবে। ঐ সময়ে চক্ষু ভ্রূমধ্যে স্থির রাখিয়া ত্রাটক করিবে।

আজ্ঞাচক্রে বায়ু নিরোধ ও ধ্যান করিতে করিতে চিত্ত লয় হইলে জিহ্বামূলে অমৃতাস্বাদ হয় ও ললাটে আত্মদর্শন হয়।

তখন ঐ জ্যোতিকে নমস্কার করিয়া প্রার্থনা করিবে আমাকে ঘোর নরক হইতে ত্রাণ কর।

(২) নির্জ্জন স্থানে চিৎ হইয়া শববৎ শুইয়া দক্ষিণ পাদাঙ্গুষ্ঠের উপর দৃষ্টি রাখিয়া ধ্যান করিতে হয়—চিত্ত লয় করিবার ইহা সহজ উপায়।

(৩) নাসিকার উপরে ১২ অঙ্গুল পরিমাণ জ্যোতির্ধ্যান করিবে এইরূপে নাসিকাগ্রে শ্বেত, কৃষ্ণ, রক্ত, পীত কোন জ্যোতির্ধ্যান করিলে মনঃস্থির হয় এবং চিত্ত লয় হয়।

(৪) মাথার উপরে ১৭ আঙ্গুল তপ্ত কাঞ্চন সদৃশবর্ণ ধ্যান করিলে—বিনা ঔষধে রোগ বর্জ্জিত হওয়া যায় ও দীর্ঘ জীবী হওয়া যায়।

(৫) ললাটে চন্দ্রধ্যান করিলে বা জ্যোতির্ধ্যান করিলে কুষ্টরোগ ও আরোগ্য আয়ু বৃদ্ধি হয়।

(৬) ভ্রূমধ্যে সূর্য্য তেজের সমান তেজের বা ঈশ্বরের চিন্তা করিলে—জীবন্মুক্ত হওয়া যায়।

এইগুলি লয় যোগের দৃষ্টান্ত। ইহার কোন একটি অভ্যাস করিলে মনঃস্থির ত হইবেই। অচিন্তনীয় ফলও লাভ হয়।

কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করিবার উপায় কি?

পদ্মাসনে বসিয়া চিবুক দৃঢ়রূপে হৃদয়ে স্থাপন কর। দুইহাত সম্পূটিত করিয়া দুই হস্তের কর্পূর (বাহু মধ্য ভাগ) হৃদয়ে দৃঢ়রূপে ধরিয়া নাভিতে বায়ু ধারণ করিবে। শ্বাস ঊর্দ্ধে তুলিবার সময় জ্যোতির্ম্ময়ী কুণ্ডলিনীকে ধ্যান করিবে এবং নামাইবার সময় সুধা প্লাবিত আনন্দময়ী ভাবনা করিবে। এই সময়ে গুহ্যদেশ সঙ্কোচন প্রসারণ করিবে। কিছু দিন ধরিয়া অভ্যাস কর কুণ্ডলিনী জাগিবেন। শাক্তেরা হংস বলিয়া উঠাইবেন এবং সোঽহং বলিয়া নামাইবেন। বৈষ্ণবেরা ইহার বিপরীত করিবেন।

আজ্ঞাচক্রে বা সহস্রারে প্রথমে ধ্যান করিলে মনঃ স্থির হয় না। নাভি হইতে আরম্ভ করিতে হয়। ইহাতে ২।৪ দিনেই ফল পাওয়া যায়।

কুণ্ডলিনী জাগ্রত করিবার অন্য প্রকার উপায়ও আছে। মূলধারে জীবাত্মাকে কুলকুণ্ডলিনীর সহিত এক ভাবনা করিয়া যং বীজ দ্বারা বাম নাসিকার বায়ু টানিয়া মূলাধারে কন্দর্প বায়ু উদ্দীপিত করিবে। পরে রং বীজে দক্ষিণ নাসিকায় বায়ু টানিয়া কুণ্ডলিনীর চারিদিকে অগ্নি জ্বালিবে। পরে হুং বীজ দ্বারা জাগাইবে। পরে হংস মন্ত্রে মূলধার সঙ্কোচ করিয়া কুণ্ডলিনী উপরে উঠিতেছেন

ভাবনা করিবে। চক্রে চক্রে উঠিত হইলে সুখাসনে বসিয়া যং রং বলিয়া বাম ও দক্ষিণ নাসিকায় বায়ু আকর্ষণ করিয়া হুং উচ্চারণ করিবে। পরে হংস মন্ত্রে মূলাধার সঙ্কোচ করিবে।

মূলাধারে ব্রহ্মা ও ডাকিনী শক্তি এবং ঐ চক্রস্থিত বং শং ষং সং ইহারা কুণ্ডলিনীর শরীরে লয় হইল ভাবিবে। এখন কুণ্ডলিনী পৃথ্বী মণ্ডল হইয়া কুণ্ডলিনী শরীরে লং বীজ হইয়া থাকিবে। এইরূপে বীজগুলি অর্থাৎ লং বং রং যং হং পরে পরে কুণ্ডলিনী বীজে মাত্র থাকিবেন।

কুণ্ডলিনীকে চক্রে চক্রে উঠাইয়া শেষে সহস্রারে পরম শিবের সহিত বিহার করাইবে।

জঠরাগ্নিবৃদ্ধি—পরিপাকশক্তিবৃদ্ধি—উদরাময় সংক্রান্তপীড়া আরোগ্যের কোন প্রক্রিয়া কি আছে ?

আছে। শ্বাস রোধ করিয়া নাভি আকর্ষণ কর। করিয়া নাভির গ্রন্থিদেশ ১০০ শত বার মেরুদণ্ডে সংলগ্ন করিবে, ইহাতে আমাশয়াদি উদরাময় সঞ্জাত পীড়া আরোগ্য হয়। জঠরাগ্নির বৃদ্ধি হয় এবং পরিপাকশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

যাঁহারা কোন প্রকার যোগের ক্রিয়া অভ্যাস করেন তাঁহাদের নাভিতেই প্রথম কার্য্য করিতে হয়।

"ত্রিসন্ধ্যাং মানসং যোগং নাভিকুণ্ডে প্রযত্নতঃ" নির্ব্বাণতন্ত্র

"মণিপুরে সদা চিন্তাং মন্ত্রাণাং প্রাণরূপকম্" মন্ত্রের প্রাণরূপ মণিপুর চক্রে সর্ব্বদা চিন্তা করিবে। তদ্ভিন্ন মন্ত্র চৈতন্য হইবে না।

কুলকুণ্ডলিনীর কি অন্য নাম আছে ?

মূলাধারে যিনি কুণ্ডলিনী সহস্রারে তিনিই কামকলা। কামকলাই অবস্থা ভেদে প্রণব রূপিণী ত্রিগুণা ব্যোমরূপা, কুণ্ডলিনী ইত্যাদি।

তন্ত্রশাস্ত্রে "কামকলা"র অনেক প্রশংসা আছে। কামকলার অর্থ কি এবং কামকলার বিবরণ কি ইহা আমরা পরে বলিব।

(ক্রমশঃ)

হিন্দুধর্ম্ম কিসের উপর ?

পঞ্চম প্রবন্ধ।

উপাসনার কথা।

উপাসনার প্রথম স্তর।

যাহা না হইলে উপাসনা হয় না তাহার কথাই প্রথমে বলিতে হয়। উপাসনার ভিত্তি কি ? কাতরতা ও প্রার্থনা। ইহাই প্রথমে আলোচনা করা যাইতেছে।

আহা ! ঘোর সংসার হইতে আমায় রক্ষা কর—আমি আর এখানে থাকিতে পারিতেছি না। এখানে যে কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারি না, এখানে যদি কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে না পারি তবে তোমার প্রসন্নতার অনুভব হইবে কিরূপে ? এখানে যাহার মনের মতন না হইলাম সেই ভিতরে এক ভাব রাখিয়া বাহিরে অন্য ব্যবহার করিতে থাকে। যেন কত বন্ধু, কত আপনার—সে কেবল নিজের কার্য্য সিদ্ধির জন্য। আহা ! এত কপটতা ! আমি যে ইহা সহ্য করিতে পারি না। যাহার কিছু ত্রুটী হইল সেই ভিতরে হইল বিরক্ত, তথাপি বাহিরে দেখাইতে লাগিল অন্যরূপ। সততার কথা, সরলতার কথা মুখে সবাই বলে কিন্তু প্রাণে থাকে কি তাহা সবাই বোঝে, মুখে কেহ কাহাকেও কিছু বলে না নানা অনর্থ হইবে বলিয়া। হায় ! আমি পলাইতে চাই কিন্তু পারি না। আমায় উদ্ধার কর।

এখানকার কোন কিছুই আমার আর ভাল লাগে না—এখানকার কোন কিছুই আর আমাকে আকর্ষণ করে না। একদিন সবই নূতন লাগিত, সবই সুন্দর লাগিত—সে যে লাগিত তাহাতে আমার মনের কল্পনাই সকল বস্তুকে সুন্দর করিত। কিন্তু চিরদিন মানুষ কল্পনা লইয়া থাকিতে পারে না—কল্পনা ছাড়িয়া যখন প্রকৃত বস্তু দেখিতে চায় তখনই দেখে কল্পনাটা মোহই আনে—দুঃখই দেয়। জ্ঞানস্বরূপ যিনি, সুখস্বরূপ যিনি তাঁহাকে অজ্ঞান আবৃত করিয়া রাখে বলিয়াই মানুষের মোহ আইসে—মানুষের দুঃখ আইসে।

এই ত সেই নির্জ্জন স্থান। পূর্ব্বেও এখানে আসিয়াছি কত ভাল লাগিত। এই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ড, এই ধীর স্থির বৃক্ষরাজি, এই সুনীল আকাশ, এই সান্ধ্যগগনে নানা বর্ণের মেঘের খেলা,—আহা! একদিন ইহারা কত আনন্দ দিত, ইহাদের প্রতি বস্তুই যেন জীবন্ত ছিল—ইহাদিগকে কত আদর করিতাম—আদর করিয়া স্পর্শ করিতাম ইহারাও আমার আদরের প্রতিদান করিত।

এখন আর সেরূপ হয় না। সব যেন পুরাতন হইয়া গিয়াছে। কেন এমন হইল? বহুদিন ধরিয়া একই বস্তু দেখিতে দেখিতে—দেখিতে না চাহিলেও বস্তু বা ব্যক্তির দোষ যখন চক্ষে পড়ে যখন আর মিথ্যা কল্পনায় রুচি হয় না—যখন সত্য যাহা তাহাই দেখিতে ব্যাকুলতা জন্মে, তখন কল্পনার নেশা ভাঙ্গিয়া যায়। অল্প বয়সে কল্পনার নেশা বড় বেশী থাকে, তাই সকল বস্তুকে সকল ব্যক্তিকে কল্পনার মত্ততায় যে যাহা নয় তাহাকে তাহাই দেখি। এই নেশা যে ভাঙ্গাইয়া সত্য বস্তু ধরাইতে চায় তাহাকে ভিতরে মন্দ দেখি কিন্তু বাহিরে তাহাকেও হাতে রাখি।

হরি! হরি! এখন বুঝিতেছি আমারই মনঃকল্পিত কিছু যেন সব ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু কল্পনা লইয়া চিরদিন থাকা যায় না। ভগবান মিথ্যার আবরণে আপনাকে আবৃত করিয়া বহুরূপে দাঁড়াইয়া আছেন সত্য কিন্তু মিথ্যা বাহিরের সেবায় প্রাণ যখন জুড়ায় না তখন মানুষ আর কল্পনা লইয়া—মিথ্যা ভোগ লইয়া থাকিতে চায় না—ভগবান্‌কে আবরণ মুক্ত করিয়া দেখিতে প্রাণ চায়—তখন আর কল্পনা ভাল লাগে না। কল্পনা ছাড়িয়া দিলে বাহিরের কোন কিছুই আর তৃপ্তি দিতে পারে না—আপনার ভিতরে ঢুকিতে না পারিলে প্রাণ কিছুতেই জুড়ায় না।

এত কাল ত আরোপ লইয়াই ছিলাম—যখন কাছে থাকিতাম তখন কি একটা নেশায় যেন আচ্ছন্ন থাকিতাম। নেশার চক্ষে সব ভাল ঠেকিত, কিন্তু সব সময় ত তাহা লইয়া থাকা যাইত না। কাজেই মনের শান্তি কল্পনায় লইয়া থাকিলে হয় না।

মনের নিবৃত্তি হইলেই শান্তি আইসে। মন ত সঙ্কল্প বিকল্প লইয়াই গঠিত। যে সাধনায় সঙ্কল্প দূর করা যায় তাহাইত উপাসনা। এই উপাসনার কথা বলিবার

জন্যই কল্পনা ছাড়াইয়া যাহাতে সত্য সত্য ব্যাকুলতা আইসে আর সত্য সত্য প্রার্থনা ফুটিতে থাকে তাহাই বলা হইতেছে। সকলেরই কোন না কোন দুঃখ আছে। কিন্তু তাহার জন্য ব্যাকুলতা কৈ? কল্পনার তুমি, কল্পনার সব ইহাতে, সত্যের ব্যাকুলতা আসিবে কিরূপে? কল্পনা ছাড়িতে পারিলে তবে মনের নিবৃত্তি আর মনের নিবৃত্তিতেই শান্তি। নিবৃত্ত মনই তীর্থ শ্রেষ্ঠ মণিকর্ণিকা। সেই মণিকর্ণিকায় জ্ঞানের প্রবাহ সর্ব্বদাই বহিতে থাকে, তাহাই বিমল আদি গঙ্গা। নিজে নিজে ভিতরে ইহা বোধ করা যায়। ভিতরে যাইতে পারিতেছ কিনা তাহার পরীক্ষা নিজেই কর। বাহিরে যাহা কিছু দেখ তাহাই মনঃকল্পিত মিথ্যা ইন্দ্রজাল—এই চর এই অচর বা স্থাবর জঙ্গম যাহা বাহিরের ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখ বা সেবা কর বা ভোগ করিতে চলিয়া পড় তাহা কিন্তু তোমার মনেরই বিলাস মাত্র। ভগবান্ কিন্তু ভিতরে। আপনার ভিতরে ঢুকিতে না পারিলে সব বৃথা—সব বৃথা—ধর্ম্মের নাম করিয়া অধর্ম্ম ভোগ করা।

এতদিন ত আরোপের মধ্য দিয়া কাতকি করিলে, বল দেখি সর্ব্বদা সকল সময়ে সকল অবস্থায় একটি বস্তু লইয়া থাকিতে পারিলে কি? পার নাই—ভ্রান্ত হইয়া যাহা করিতেছ তাহাতে কখন পারিবেও না। কল্পনা লইয়া থাকিলে সত্যের সন্ধান মিলিবে না।

ঋষিগণ তার স্বরে বলিতেছেন যতদিন বাহিরের দৃশ্য দর্শন আছে ততদিন তুমি বদ্ধ। যে বদ্ধ সে কি কখন শান্তি পায়? না সত্যের সন্ধান পায়? তাই তুমি মনকে নিরন্তর শান্ত রাখিতে পারিতেছ না। তাঁহারা যে যুক্তিতে দৃশ্য দর্শনকে বন্ধনের কারণ বলিয়াছেন তাহা দেখ তোমার ভ্রম ভাঙ্গিবে।

আবার যদি তুমি মনে কর চৈতন্যই যখন ভগবান্, তখন সব চৈতন্য সব চৈতন্য, সব ভগবান্ সব ভগবান্ করাতে আমার ভুল কেন হইবে? ভুল হইবে। ঋষিগণ বলিতেছেন বৃক্ষটি ভগবান্, মানুষটি ভগবান্, পাখীটি ভগবান্, জল ভগবান্, আকাশ ভগবান্, চাঁদ ভগবান্, তারা চৈতন্য, সমুদ্র চৈতন্য, পর্ব্বত চৈতন্য এই ভাবে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বকেই যদি চিন্মাত্র চেতন বলিয়া অবগত হইয়া থাক তাহা হইলে তুমি ভবনাশের বা সংসারমুক্তির কিছু-মাত্র জানিতে পার নাই। ভিতরে চিৎকে ধরিয়া তাহাতে তন্ময় হইতে হইবে তবে বাহিরের সকল বস্তুকেই চৈতন্য বলিতে পারিবে। কি করিয়া ভিতরে চিৎকে ধরিতে হইবে, কি করিয়া ভিতরে চৈতন্যে তন্ময় হইতে হইবে জান? ইহাই যে উপাসনার প্রথম ও প্রধান সাধনা।

প্রথমেই মনকে একাগ্র করিতে হইবে। ভিতরে শাস্ত্র প্রদর্শিত স্থানে ইষ্টের বা ভগবানের বা ভগবতীর অলক্তরঞ্জিত পাদপদ্ম আছে ইহা দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া সেই চরণ যুগলে সেই পরমপদে মন রাখিয়া—উদ্ধার কর উদ্ধার কর বলিতে বলিতে জপ করিতে হইবে। জপ করিতে করিতে যখন—তুমি যে জপ করিতেছে তাহা ভুল হইবে, যাহাকে ভাবিয়া জপ করা হইতেছিল তাহাও ভুল হইবে অর্থাৎ দৃশ্য ও দ্রষ্টা ভুল হইবে তখন থাকিবে দর্শন বা জ্ঞান। তাহাই চৈতন্য। ইহা যখন আয়ত্ব করিতে পারিবে তখন বাহিরের যে কোন বস্তুতে চিত্ত পড়িবে তাহাই চৈতন্য হইয়া যাইবে—তবেই ত যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে হইবে —নতুবা কোটী কল্পেও সব ভগবান্ সাধা হইবে না, তুমি বহু জন্ম ধরিয়া বহু যোনিতে ভ্রমণ করিবে আর অশেষ যাতনা পাইবে।

আহা! আমি যে চিত্তকে একাগ্র করিতে পারিতেছিনা—আমি সব তুমি সব তুমির সাধনা করিব কিরূপে? লোককে করিতে দেখিয়া অভ্যাস করিতে যাই কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে ভুলিতে থাকি। জপ করাও ত আমার ঐরূপ। কেবল ভুল হয়। মনকে একাগ্র করিতে হইবে এ বিষয়ে লক্ষ্য না রাখিলে সব তুমির সাধনা এবং সর্ব্বদা জপ করার সাধনা— ইহাতে সিদ্ধিলাভ করাই যাইবে না।

সত্য তুমি—তোমাকে পাইতেছি না এই বলিয়া চিত্তকে কাতর করিয়া যখন প্রার্থনা করি তখন বুঝি কিছু হয় নতুবা প্রাণ জুড়ায় কিরূপে? আবার প্রার্থনা করিতে করিতেও হৃদয়ের ব্যাকুলতা আরও বাড়িয়া যায়। আহা যখন আমার উপরে দৃষ্টি পড়ে তখন দেখি আমি কত অধম, কত অপরাধী, কত পাপী। ঘোর অজ্ঞানে, বিষম মায়াতে সর্ব্বদাই লুণ্ঠিত হইতেছি—আমার মন তোমাতে একাগ্র হইবে কিরূপে? আমি আমি করা আমার আমার করা ইহাই মায়া। সুখ দুঃখের অনুভব যতদিন আছে ততদিন মায়ার অনুভব হইতেছে। সুখ দুঃখের অনুভবই মায়ার— অনুভব—ইহা অতি সূক্ষ্ম কথা। তোমার আশ্রয়ে না আসিলে মায়ার হাত হইতে কেহই এড়াইতে পারে না—কাজেই মন কিছুতেই শান্ত হইবে না। আহা! তোমার শরণাপন্ন না হইতে পারিলে শত ব্যাভিচার, শত পাপ, শত অপরাধ ত হইবেই। পাপ হইলেই ত জ্বালা। তোমাকে না জানাইয়া যাহা কিছু ভাবা যায়, যাহা কিছু বলা যায়, যাহা কিছু করা যায় তাহাতেই ব্যভিচার হয়। তোমাকে না জানাইয়া স্বাভাবিক কর্ম্ম যাহা করা যায়, তাহাতেও পাপ হয়। হায়! স্বামীকে না জানাইয়া যাহা কিছু করা যায় তাহাই সূক্ষ্মভাবে বেশ্যাবৃত্তি। আহা! ভক্ত হইতে হইলে সতী

স্ত্রীর মত স্বামীর হস্ত হইতেই ত সব লইবার ইচ্ছা রাখিতে হয় নতুবা ব্যভিচার বা বেশ্যাবৃত্তি হইবেই হইবে। সতীর আদর্শ শাস্ত্র দিতেছেন—স্বামী ভিন্ন অন্য কাহারও হস্ত হইতে সুখের কামনা করিতে নাই; স্বামী স্বর্গে যদি না লইয়া যান তবে আর কাহারও সঙ্গে স্বর্গে যাইতেও সতী স্ত্রী ইচ্ছা করেন না। ভক্তের অবস্থাও তাই। কর্ম্ম, বাক্য ও ভাবনা—সব তাঁহাকে জানাইয়া করিতে হইবে। ইহা যিনি করিতে চেষ্টা করেন তিনি একদিন বলিতে পারেন—ঠাকুর! আমায় উদ্ধার কর—আমায় উদ্ধার কর।

এক সতীকে এক অতি দুর্ব্বৃত্ত কৌশল করিয়া চুরী করিয়া আনিল। চারিদিকে সমুদ্র। মধ্যে এক দ্বীপ। দ্বীপ হইতে এক পর্ব্বত উঠিয়াছে। পর্ব্বতের উপরে দুর্বৃত্তের পুরী। সেখানে আনিয়া পতিগতপ্রাণা সুকুমারীকে দুরাচার রাখিয়াছে। উহাকে বশে আনিবার জন্য ঐ পাপী বহু স্ত্রীলোক নিযুক্ত করিল। শত উৎপীড়ন চলিতে লাগিল। কিন্তু সতী শত উৎপীড়ন অগ্রাহ্য করিয়া শত জ্বালাকেও গ্রাহ্য না করিয়া নিরন্তর স্বামীর নাম করিতেন। সীতা যেমন রাক্ষস পুরীতে নিক্ষিপ্ত হইয়া—রাক্ষসী মধ্যে নাম করিয়া করিয়া কাঁদিতেন আর কবে তুমি উদ্ধার করিবে এই বলিয়া সর্ব্বদা ব্যাকুল হইতেন—"হা রাম রামেতি বিলপ্যমানা সীতা স্থিতা রাক্ষসী-বৃন্দ মধ্যে"—সেইরূপে আমায় উদ্ধার কর—উদ্ধার কর বলিয়া কাঁদিতে হয় তবেত তাঁহার কৃপা পাওয়া যায়। তবেই ত দেখা যাইতেছে যিনি বিশ্বাস করিতে পারেন—তাঁহার একজন আছেন—আর সেই একজনই আমায় উদ্ধার করিতে পারেন, আর কেহই আমায় এই ভীম ভবার্ণব হইতে—এই ভীষণ সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করিতে পারেনা—এই বিশ্বাস যদি না থাকে তবে প্রার্থনাই হইতে পারে না—তাঁহার জন্য কাতরতাও জাগে না।

অধম তারণ বলিয়া ডাকিব কাহাকে, দীনবন্ধু বলিয়া লুটাইব কাহার চরণে, যদি আমার প্রাণের দেবতাকে, জগতের একমাত্র "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃসাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ"কে বিশ্বাস না করি, দয়াময় বলিয়া, করুণা বরুণালয় বলিয়া, ক্ষমাসার বলিয়া, পতিতপাবন বলিয়া সেই প্রেমময়ের সব ভাবটিতে বিশ্বাস না করি? তাই বলিতেছিলাম আমার স্বভাব যখন দেখি তখন দেখি আমি কত জঘন্য কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছি, কত দোষের সমষ্টি আমি, এখনও কত

অপরাধ আমার দ্বারা কতকি হইয়া যাইতেছে। আর তুমি? তোমার দিকে যখন দেখি তখন দেখি তুমি কি? কত দয়া তোমার, কত ক্ষমা তোমার, কত ভালবাসা তোমার? আমার শত অপরাধ, শত পাপ—তুমি কিছুই দেখ না—হৃদয়কে সত্য সত্য কাতর করিয়া শুধু তোমার চরণে লুটাইয়া লুটাইয়া—বিশ্বাসের দেবতার চরণ মস্তকের উপরে বা হৃদয়মধ্যে দৃঢ়ভাবে স্মরিয়া স্মরিয়া—বলিলেই হয়—প্রার্থনা করিলেই হয়—ঠাকুর আমার তোমার করিয়া লও—এই আমার একমাত্র প্রার্থনা—আমাকে সব ছাড়াইয়া তোমার কর—তোমাকে লইয়াই থাকিতে দাও আমি সব সহ্য করিয়া যেন তোমাকেই স্মরণ করিতে পারি। তুমি আমার শত অপরাধের ফোঁড়া অস্ত্র করার যাতনা আমাকে দিয়া সহ্য করাইয়া লইয়া নিরন্তর তোমার শ্রীচরণ কমলের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তোমার নাম করিবার সামর্থ্য আমাকে দাও—ইহা ভিন্ন আর আমার প্রার্থনা করিবার কিছুই নাই।

বলিতেছিলাম কাতরতা—বিশ্বাস—প্রার্থনা ইহাই হইল উপাসনার ভিত্তি। ভিত্তি দৃঢ় করিয়া লইয়া তবে উপাসনার সৌধ উঠাইতে হইবে। উপাসনার প্রাসাদ তখনই বড় পাকা হইবে যখন নিঃসন্দেহে জানিতে পারি কাহার উপাসনা করিতে হয়, কে উপাসনা করে, কি করিয়া উপাসনা করিতে হয়। এখন আমরা উপাসনার দ্বিতীয় স্তরের কথা বলিব।

আরও একটা কথা এখানে উত্থাপন করা অসঙ্গত হইবে না। শতবার উপাসনার ব্যাখ্যা পড়িলেও মানুষের ক্ষণকালের জন্য একটু উত্তেজনা আসিতে পারে সত্য তাহাতে উপাসনা করার ইচ্ছাও জন্মাইতে পারে কিন্তু উপাসনার প্রকৃত রুচি তাহা নহে।

সুকৃতির উপার্জ্জন না করিলে ভগবানের ভজন হয় না। একথা ভগবানই বলিতেছেন "না মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ৭।১৫" যাহারা পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের সেবা করিয়া কোন সুকৃতি উপার্জ্জন করে নাই, যাহারা দরিদ্রের জন্য, ব্যথিতের জন্য, রোগগ্রস্থের জন্য, ক্লিষ্টের জন্য কোন স্বার্থত্যাগ করিয়া, ধন দিয়া হউক বা শরীর দিয়া হউক, বা বাক্ সহায়তা করিয়া হউক—কোনরূপ সুকৃতি উপার্জ্জন করে না তাহারা দুষ্কৃতিকারী, যাহারা সৎসঙ্গ করিতে চায় না—যাহারা সত্য মিথ্যার বিচার করে নাই বা শুনে নাই তাহারা মূঢ়, এই সমস্ত নরাধম পুরুষ উপাসনা করিতে চায় না। এই জন্য দান ধ্যান পরোপকার ইত্যাদির দ্বারা এবং জপ করা সেবা করা ইত্যাদির

দ্বারা কিছু সুকৃতি উপার্জ্জন করিতে হয়। তখন নিজের অবস্থা মানুষ দেখিতে পাইয়া মানুষ আর্ত্ত হইবে, নিজের অজ্ঞান দেখিয়া জিজ্ঞাসু হইবে, নিজের যথার্থ প্রয়োজন বুঝিয়া ভগবানের নিকট চাহিতে শিখিবে, সকল দুঃখ দূর করিবার জন্য চিত্তশুদ্ধি করিয়া জ্ঞানী হইতে চেষ্টা করিবে। যেমন দুষ্কৃতি থাকিলে উপাসনায় রুচি লাগে না, সেইরূপ সুকৃতি উপার্জ্জিত হইলে মানুষ আর্ত্ত জিজ্ঞাসু অর্থার্থী ও জ্ঞানী হইয়া উপাসনা পরায়ণ হইবেই।

হে প্রাণের দেবতা! হে প্রণবের দেবতা! তোমার অনুগ্রহ ভিক্ষা না করিয়া মানুষের কোন কর্ম্ম—কি লৌকিক কি বৈদিক—কোন কর্ম্মই করিতে যাওয়া নিতান্ত বিড়ম্বনা। সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে যে প্রণবের বিনিয়োগ তাহা স্মরণ করিয়া ভগবানের অনুগ্রহ ভিক্ষাজন্য কর্ম্ম করা উচিত। আহা! সকল কার্য্যে এই অনুগ্রহ ভিক্ষার অভ্যাস মানুষের জীবনকে সফল করিতে সমর্থ। দয়াময়! ইহা যেন আমাদের একবারও ভুল না হয় ইহাই তোমার চরণে প্রার্থনা।

"গোঁসাই" এর কড়চা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গোঁসাই ভারি চটিয়াছেন—চটিয়া চিঠি দিয়াছেন—এতদিন তাঁর কড়চা বাহির হয় নাই কেন। দপ্তরটা আদায় করিলে বাবা কিন্তু এমন করিয়া কি ফেলিয়া রাখে?

সত্যই গোঁসাইএর রাগ হইবারই কথা। তাই আবার আরম্ভ করা গেল।

(১)

জন কতক লোক জলে নামিয়াছে। স্নান করিবে। ইহাদের কিন্তু জলকে বড় ভয়। জললাগিলে নাকি ইহাদের আদত জিনিষটা "চটিয়া

যায়"। যাই হউক জলে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ইহারা বহুবিলম্ব করিতেছে আর গল্প করিতেছে। ইহাদের আড্ডায় ত হরদম্ গল্প চলে।

একজন বলিতেছে আচ্ছা ভাই—জলে যদি আগ্‌গুন লাগে ?

দুঃ—না জলে কি আবার আগ্‌গুণ লাগেরে ?

যদিই লাগে—তবে মাছগুলো কোথায় যায় ?

এখন পুখরটা তাল পুখুর। দ্বিতীয় খোর বলিল—

কোথায় আর যাবে ? মাছগুলা তাল গাছের উপরে উঠে যায়।

দুঃ—না মাছগুলা কি গরুরে—যে তালগাছে উঠে পড়্‌বে ?

(২)

জমীদারের নায়েক বাবু সাদাসিদে মানুষ—লেখা পড়াও সাদাসিদে। জড়ান কিছু লিখ্‌তে তিনি পারেন না—কষ্টে প্রাণ যায়।

একদিন এক প্রজা আসিয়াছে। নায়েব বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন ওরে বেটা তোর নাম কি ?

আজ্ঞে—গঙ্গারাম।

নায়েব বাবু আঙ্গ লিখিতে পারিতেছেন না। বড় বিরক্ত হইয়া বলিতেছেন বেটার নাম দেখ। আঙ্‌গ লিখ্‌তে —ঙ্গা ফাটে নাম রেখেছে গঙ্গারাম। যা বেটা তোর নাম হলধর।

(৩)

যোগীন বাবু খিদিরপুরের স্বনামধন্য জমীদার। নিজের চেষ্টায় এরূপ শিক্ষিত ব্যক্তি কমই দেখা যায়। পদ্মপুখুরের ধারেই প্রকাণ্ড বাড়ী। সেই বাড়ীতে দেশের খ্যাত নামা মনীষী যাঁহারা তাঁহাদের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা জমিয়াছেন। গল্পগুজব চলিতেছে।

সেই সভায় আছেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম বাবু। বিখ্যাত অধ্যাপক নীলকণ্ঠ বাবু, বিখ্যাত কবি হেম বাবু, জজ রমেশ বাবু আরও কেহ কেহ আছেন। নাম জানা নাই। যোগীন বাবু ধরিয়া বসিলেন নীলকণ্ঠ—একটা গল্প বল। নীলকণ্ঠ বলিলেন আমি গল্প টল্প জানিনা—একটি মাত্র জানি। আচ্ছা আচ্ছা তাই বল। নীলকণ্ঠ বাবু বলিতে লাগিলেন—

গ্রামের জমীদারের বাড়ীতে বড় কান্নার রোল উঠিয়াছে। প্রসিদ্ধ ধনবানের একমাত্র উত্তরাধিকারী—কলেরা রোগে আক্রান্ত। সহর হইতে সব বড় বড় ডাক্তার সাহেব, দেশী ডাক্তার, কবিরাজ যে যেখানে আছে সবাই

জুটিয়াছেন। কিছুতেই কিছু হইতেছে না। রোগীর নিকটে বসিয়া জমীদার বড়ই কাঁদিতেছেন। রাস্তার ধারে দালান। সেই দালানে রোগী। এখন সেই রাস্তা দিয়া যাইতেছেন এক জন বড় সেবক। গ্রামের জমীদারের ক্রন্দন শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছেন। জিজ্ঞাসিলেন, কি হইয়াছে বাবা? আজ্ঞা —আর কি বলিব ছেলেটা বুঝি বাঁচান গেল না।

আরে হয়েচি কি বলই না?

মহাশয় কেবলই নামিতেছে—কিছুতেই বন্ধ হইতেছে না।

ইহার আর ভাবনা কি বাবা! চারি কড়া ঘিচি কড়ি খাওইয়া দাও। সে কি মশায় জলটুকু পর্য্যন্ত পেটে থাকে না "ঘিচিকড়ি?

বাবা—দাও খাওয়াইয়া। জানত না বাবা? চারি কড়ায় এক গণ্ডা—নামেনা।

বড় সেবক এই বলিয়াই চোঁ চা দৌড়। তখন ভারি একটা হাঁসির গর্‌রা উঠিল।

(৪)

৺পুরীর স্বর্গদ্বারে থাকিতেন দুর্গাপ্রসন্ন বাবু। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বড় অমায়িক সাধক। গোঁসাইজীর নিজ জীবনের ঘটনাও তিনি কড়চায় ভরিয়া রাখিয়াছেন। দুর্গাপ্রসন্ন বাবুর বাড়ীতে গোঁসাই অতিথি। গোঁসাই পানও খায় না, তামাকও খায় না, জলখাবারও খায় না। দুর্গাপ্রসন্ন বাবু যা দিতে চান গোঁসাই বলে খাই না। দুর্গাপ্রসন্ন বাবু শেষে বাহির করিলেন নস্যি। গোঁসাই বলে আগে নস্য চলিত এখন তাও ছাড়িয়াছি। আরে একি করিয়াছেন? শুনুন তবে।

খুব বড় লোকের একমাত্র ছেলেকে সাপে কাটিয়াছে। ঝাড় ফুঁক ঔষধ পত্র, ডাক্তারি কবিরাজী বিধানত কতই হইল—ছেলে আর সারিল না। বড়লোকটি ছেলের কাছে বসিয়া কাঁদিতেছেন। এমন সময়ে এক ন্যাঙ্‌টা সন্ন্যাসী আসিল। আসিয়া সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করলে ক্যা হুয়া হায়?

সাপে কামড়াইয়াছে বাবা। তোমরা ত সাধুমানুষ অনেক জান। ইহার প্রাণদান কর।

সাঁপ কাটা হে—আচ্ছা আম্ জিয়ায় দেগা।

সকলে বড় আশ্বস্ত হইল। সন্ন্যাসী তখন জিজ্ঞাসা করিলেন এ লেড়কা কুচ্ নেশা ওসা করতা থা?

সকলে কিছু বিস্মিত হইয়াছে। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিল গাঁজা খাতা?

না বাবা। আফিঙ? না বাবা। ভাঙ্গ? না বাবা। চণ্ডু? না বাবা কুচ্ নাহি—আচ্ছা তামাকু? বাবা বড় ভাল ছেলে কোন নেশা করিত না। আচ্ছা নস্যি? তাও না বাবা। সন্ন্যাসী উঠিয়া পড়িল। বলিল কুচ নেশা কিয়া নাহি। আচ্ছা ইসকো মরণে দেও। ইসকো জীয়ানে কুচ্ ফয়দা নাহি। সন্ন্যাসি চলিয়া গেল। দুর্গা প্রসন্ন বাবু হাসাইলেন নিজেও হাসিলেন। সব ছাড়িয়া কাজ নাই। একটা রাখ গোঁসাই—একটা মাত্র দুটো না,গোঁসাইকে বাধ্য হইতে হইয়াছিল শোনা যায়।

সম্পাদক মহাশয়—বা কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় সকল কাগজেই গল্প লেখে—তুমি এমন নিরামিষ্য কাগজ চালাইবে কিরূপে? গল্প আর কি? সমাজে কিছু দেখিয়া বা নিজের মধ্যেও কিছু দেখিয়া তারপর কল্পনা। তুমি বলিবে নিজের কল্পনা লইয়াই মানুষ বিব্রত। তা আবার পরের কল্পনা? আজকালকার নকল নবীশা মেয়েরা বহু ছেলের সঙ্গে মিশে—কোথাও আংটী বদল করে কোথাও কত কি পায়? নিজে দখিয়া মালা দিবে; তাও আবার ঠিক করতে পারে না কাকে ধরি কাকেই বা ছাড়ি। তাই অনেককে হাতে রাখে—এইসব মানুষের দুর্ব্বলতার ছবি দেয়—সবাই ধন্য ধন্য করে। মানুষ যা চায়, সমাজে যা চলে তাই দিয়া কাগজকে লোকের মনের মত করিতে হয় নতুবা এক ঘেয়ে ধর্ম্ম কর—সাধনা কর—এই সবে কি আজকাল চলে? আমি তাই বলি গল্প দাও, কল্পনা দাও তবে কাগজের কাটতি মেয়ে পুরুষের মধ্যে হইবে। আর উলঙ্গ ছবি দাও—উলঙ্গ না দেখাইলে কি আর্ট হয়? তুমি ত এসব করিবে না—আচ্ছা হাসিবার গল্প দাও! তাই আমি তোমাকে গল্প দিলাম! আজ আরও একটা দিব। দেখ যদি তোমার ভাগ্য ফিরে তবে আরও দিব। :—

(৫)

কতকগুলি লোক একটু একটু আমোদ করিত। আমোদ একটু আধটু না করলে কি জীবন চলে? ইহারা কিছু কারণও করিত। সকলে পরামর্শ করিয়া কালীপূজা করিল।

অমাবস্যার রাত্রি। দুইপ্রহরে পূজা। একটী ছেলেকে খড়ী মাখাইয়া শিব সাজান হইল। আর একটীকে কালী মাখাইয়া কালী সাজান হইল। থিয়েটারের অমৃতবাবু কালী মাখিয়া যেমন হোঁদল কুতকুতি সাজিতেন—সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিয়া সব কালো—কেবল চক্ষু দুটি কাল মুখের উপরে মাঝে মাঝে সাদা হইয়া ঘূর্ণায়মান—সে বড় অদ্ভুত দেখাইত একালীও সেইরূপ কেবল

চক্ষু কারণ সেবায় লাল। যাক্ শিবের উপর কালী দাঁড়াইল। সময়ে পূজা হইল বলি হইল অনুষ্ঠানের কোন ক্রুটী হইল না। পূজা হইয়া গেল মুরুব্বি কি বিশেষ কাজে ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে আসিবেন বলিয়া গেলেন—আমি আসিলে বিসর্জ্জন দেওয়া হইবে—দেখিস্ যেন আগে বিসর্জ্জন দিস্ না। মুরুব্বির কিছু দেরী হইয়া গেল। আর কালী প্রতিমা কিছু নড়িয়া উঠিল। সকলে আর দেরী করিতে পারিল না। মা আজ্ঞা করিয়াছেন বিসর্জ্জন দিতে। সকলে তখন শিবের উপরে দাঁড়ান কালীকে ধরাধরি করিয়া তুলিয়া সামনের যে ডোবায় অল্প জল সেইখানে বিসর্জ্জন দিল। কালী ও শিব সেই ভাবেই ডোবার মধ্যেই দাঁড়াইয়া রহিল।

তখনও ঘুট্ঘুটে অন্ধকার। মুরুব্বি আসিয়া ভারি বিরক্ত হইলেন। বেটারা একটু দেরী আর করিতে পার্‌লি না? কোথায় বিসর্জ্জন দিলি রে? দুই চারিজন সেই ডোবা দেখাইল। জল ত সামান্য—পূর্ব্বে বলিয়াছি তখনও ঘুট্ঘুটে অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। মুরুব্বি জলে নামিয়া হাতড়াইতেছে। তাই বুঝিয়া কালী বলিয়া উঠিল "কি বাবা রাওতা খুঁজ নাকি? ইতি। এবারে এই পর্য্যন্ত। সাড়া যদি পাও তবে আমার দপ্তর আবার খুলিও নতুবা এই অবধি অবধি করিও। দেখিতেছি একখানি যায়গা রহিয়াছে বলিয়া তুমি খুঁত খুঁত করিতেছ। আরও দু একটা চাই নাকি? আচ্ছা—আর একটা দিয়া যায়গা ফুরাইয়া দিতেছি।

(৬)

গ্রীষ্মকাল। ভয়ানক গরম পড়িয়াছে। স্বামী স্ত্রী এক বিছানার শুইয়াছে। স্ত্রীটী কিছু মোটা। স্বামীটি বেশ রোগা। স্ত্রীর শরীর কিছু ঠাণ্ডা বলিয়া স্বামী একটু ঠেটাঠেসি করিয়া শুইতে চায়—স্ত্রী ভারি বিরক্ত। বলিতেছে—আঃ! কর কি? সরে যাও না।

স্বামী একবারে উঠিয়া পড়িল। উঠিয়া খট করিয়া ট্রাঙ্ক খুলিল। খুলিয়া কিছু টাকা লইল। একখানা কাপড় গামছা লইল। জামা জোড়া পরিয়া একবারে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। স্ত্রী কিছুই বলিল না।

স্বামী একেবারে হাওড়া ষ্টেশনে হাজির। এলাহাবাদের টিকিট করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। সঙ্গে একখানা পোষ্টকার্ড লইল আর ফাউনটেনপেন ত সঙ্গেই।

স্বামী এলাহাবাদে পৌঁছিয়া আর বিলম্ব করিল না। একেবারে স্ত্রীকে পোষ্টকার্ড ঝাড়িল। কার্ডে শুধু লিখিল—"আর সরিব?"

আরও ত একটু যায়গা রইল? আচ্ছা—আর একটা দিলেই ত হয়? তাই হউক।

(৭)

গ্রামের সকলেই একজনকে বেয়কুব বলিত। লোকটা ভারি বিরক্ত হইয়া গ্রাম ছাড়িয়া সহরে আসিল। খুব হাঁটিয়া আসিয়াছে! বড় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে! এক দোকানে চাউল স্তূপাকার করা রহিয়াছে। উপরে একখানি পাতলা কাপড়। লোকটা উঁচু যায়গা দেখিয়া চাউলের কাঁড়ির উপর যেমন বসিল—দোকানদার হৈ হৈ করিয়া বলিয়া উঠিল "আরে কোথাকার বেয়কুব?

লোকটা একবারে অবাক্ হইয়া গেল। ভাবিল—হায়! হায়! যাহার জন্য জন্মভূমি ছাড়িলাম এখানেও যে তাই—হায়! হায়! আমার নাম কি জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে? তখন জোড় হাতে দোকানীকে বলিল ভাই কৈসে তোম জানা হামারা নাক বেয়কুব?

তেরে মুখে বেয়কুব লেখা হায়—সমঝা? বেয়কুব বলিল—এ ক্যা উঠেগা নাহি?

আরে বেয়কুব! বলিবামাত্র বেয়কুব ভয় পাইয়া পলাইল।

বেদে মূর্ত্তি পূজা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের জন্যই ভক্তবৎসল রুদ্রদেব আজ এই দৃশ্যমান সূর্য্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাই যাহারা "গোপাঃ" অর্থাৎ বেদাদি উচ্চ শাস্ত্রের সংস্কার রহিত গোপালক প্রভৃতি তাঁহারও "এনম্" এই মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী আদিত্যরূপী রুদ্রকে "অদৃশন্"—দর্শন করিয়া ধন্য হইতেছেন।" "উত্"—আরও দেখ যাহারা "উদহার্য্যঃ"—উদক (জল) আহরণাদি সাংসারিক সাধারণ কার্য্যে সতত ব্যতিব্যস্ত, সেই গৃহকর্ম্ম পরিশীলন পর রমণীগণও "এনম্" এই মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী আদিত্যরূপী রুদ্রকে "অদৃশন্" দর্শন করিয়া ধন্য

হইতেছেন। "উত অপিত"—আরও দেখ 'এনম্'—এই মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী আদিত্যরূপী রুদ্রকে "বিশ্বাভূতানি"—সকল প্রাণীই কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, গো-মহিষাদি পশুগণও "অদৃশন্"—অনায়াসে সতত দর্শন করিতেছে; তাই আজ পশুতুল্য জ্ঞানহীন আমিও তাঁহাকে প্রত্যহ পূজা করিতেছি—

"পশু পতয়ে যজমান মূর্ত্তয়ে নমঃ।"
"ঈশানায় সূর্য্য মূর্ত্তয়ে নমঃ।"

আহা! পশুতুল্য অজ্ঞানজীবগণের তিনি পতি—অর্থাৎ সতত পতিতপাবন। যিনি "ঈশান—অনন্ত অসীম ঐশ্বর্য্যশালী অর্থাৎ পরমেশ্বর, তিনিই আজ ভক্তপারবশ্যে "সূর্য্যমুর্ত্তি"! ক্ষমাসার অপার করুণা-পারাবার রুদ্রদেবের এই সূর্য্যমুর্ত্তি পরিগ্রহ অসীম দয়ার পরিচয় সন্দেহ নাই, কারণ কৈলাসবিহারী রুদ্রদেবের রূপ ব্রহ্মচর্য্যাদি গুরুতরসাধনসম্পত্তিশালী বেদশাস্ত্রাভিজ্ঞগণেরই দর্শনযোগ্য, যাহারা তাদৃশ সাধন-বঞ্চিত তাঁহারা সেইরূপ দেখিতে পারেন না। তাই দয়াময় আশুতোষ রুদ্রদেব সর্ব্বসাধারণের দর্শনের জন্য আজ এই আদিত্যমুর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। *

---

* …"কালকূট ধারণেন নীলবর্ণা গ্রীবা যস্য…স এব বিলোহিতঃ বিশেষেণ লোহিতবর্ণঃ সন্…মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী ভুত্বা অবসর্পতি—উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়িতুং প্রবর্ত্ততে। তস্য চ রুদ্রস্য মণ্ডল মধ্যবর্ত্তি স্বরূপ ধারণে প্রয়োজন মুচ্যতে "গোপা" বেদশাস্ত্র সংস্কাররহিতা অপি এনং মণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনমাদিত্যরূপিণং রুদ্রম-দৃশন্ পশ্যন্তি। উদহার্য্যঃ উদকানাং হারিণ্যোযোষিতোঽপি এনমদৃশন্। উত অপি চ এনম্…রুদ্রং বিশ্বাভূতানি গোমহিষ্যাদয়ঃ সর্ব্বেঽপি প্রাণিনঃ পশ্যন্তি।"

"সর্ব্বস্য দর্শনার্থং হি রুদ্রস্য আদিত্য মূর্ত্তি ধারণম্। কৈলাসাদ্রিবর্ত্তি রুদ্রস্য রূপন্তু বেদ শাস্ত্রাভিজ্ঞৈরেব দৃশ্যতে নান্যৈঃ॥",

সায়ণাচর্য্যকৃত ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

"অয়ং দেব উদয়াস্তময়াভ্যাংলোকযাত্রাং বর্ত্তয়ন্ আবাল গোপানং প্রসিদ্ধঃ।' (লোক যাত্রা মাহ) "এনং অস্তং যান্তং ভগবন্তং দেবং গোপাঃ পশ্যন্তি গবাং গ্রাম নগর প্রাপ্তিকালে প্রতীক্ষমাণাঃ। উদহার্য্যোঽপি পশ্যন্তি এনং "অস্তং গচ্ছতি ভগবান্ অহো। ইতো মুচ্যামহ" ইতি। যদ্বা "অস্তময়াৎ প্রাগেব

যে পর্য্যন্ত আলোচিত হইল ইহার দ্বারা অন্য দেবতায় রুদ্রদেবতার প্রত্যক্ষানুভূতি বুঝা গিয়াছে। সেই অন্য দেবতা এখানে দৃশ্যমান সূর্য্যমূর্ত্তি; সুতরাং ইহা স্পষ্টতঃ "মূর্ত্তিপূজা"। এই মূর্ত্তিটি কেমন তাহা ভাষ্যকার ভট্ট-ভাস্কর আঁকিয়া দিয়াছেন যথা—

"মণ্ডলান্তর গতং হিরণ্ময়ম্
ভ্রাজমান বপুষং শুচিস্মিতম্।
চণ্ডদীধিতি মখণ্ডিতদ্যুতিম্
চিন্তয়েন্মুনিসহস্রসেবিতম্॥

রুদ্রাধ্যায় ১ম অনুবাদ—৮ম মন্ত্রের ভট্টভাস্কর কৃতভাষ্য দ্রষ্টব্য। সাধক! এই সূর্য্যরূপী রুদ্রদেবতাকে এইভাবে ধ্যান করিবেন—

মুনিগণ পরিবৃত তীক্ষ্ণচন্দ্রভাতি,
মণ্ডলবিহারী সদা দীপ্যমান তনু।
স্বর্ণবর্ণ, শুভ্রহাসি, অখণ্ডিতদ্যুতি,
ভুবনভরিত রূপ-রুদ্রদেব-ভানু॥

উদকোদ্ধরণং কর্ত্তব্যম্, অস্তমিতে তু তস্য নিষিদ্ধত্বা দিতি পশ্যন্তি। কিং বহুনা বিশ্বান্যপিভূতানি এনমস্তং যণ্ডং পশ্যন্তি মৃগশকুনবরাহাদীনামপি নিনয়গমনাদেস্তদধীনত্বাৎ। দ্বিজাতয়োঽপি অগ্নিহোত্র সন্ধ্যা বন্দনাকালার্থিনো ভগবন্তমস্তং ষণ্ডং প্রতীক্ষন্তে।" (এবমস্য ভগবত উদয়াস্তস্থিতিভ্যামপি লোকযাত্রা ভেদ উদাহর্ত্তব্যঃ)।

ভট্টভাস্কর কৃতভাষ্য দ্রষ্টব্য।

সূর্য্য দেবতাই লৌকিক ও বৈদিকাদি কর্ম্মের মূল ইহা প্রণিধান করিলেই বুঝা যায়। সূর্য্যদেবের উদয় অস্ত ও অবস্থিতি দেখিয়া সকলেই সাংসারিক ও শাস্ত্রোক্ত কার্য্য করিতেছেন ইহা সর্ব্বজন প্রত্যক্ষ। বেদাদি শাস্ত্রোক্ত বৈধকর্ম্মের এবং জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত গ্রহ সঞ্চার আয়ুষ্কাল গণনা, সর্ব্বপ্রকার খগোলক রহস্যের মূলও এই সূর্য্যদেবতা; সুতরাং সূর্য্যদেব যে নিখিল কর্ম্মমূল ও লোকযাত্রা নির্ব্বাহক ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। তাই "কর্ম্মদায়িনে" বলিয়া এই দেবতার অর্ঘ্যদান করিবার ব্যবস্থা। সূর্য্যোপস্থান মন্ত্রেও আছে যে ইনি "দৃশে বিশ্বায় চরাচর বিশ্বের দর্শনের জন্যই উদীয়মান।

এখানে ইহা প্রণিধান করা আবশ্যক যে পূর্ব্ব আলোচিত দুইটী মন্ত্র, এবং আরও অনেকগুলি মন্ত্র হইতে রুদ্রদেবের **"অষ্টমূর্ত্তি"** পূজা প্রচলিত হইয়াছে। ক্ষিতি জল অগ্নি বায়ু আকাশ এই পঞ্চ মহাভূত, চন্দ্র সূর্য্য এবং যজমান এই অষ্ট পদার্থে বিরাজিত রুদ্রদেবের নাম সর্ব্ব, ভব, রুদ্র, উগ্র, ভীম, মহাদেব, ঈশান এবং পশুপতি; তাই ভক্ত পূজা করেন—

১। সর্ব্বায় ক্ষিতি মূর্ত্তয়ে নমঃ।
২। ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ।
৩। রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ।
৪। উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ।
৫। ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ।
৬। পশুপতয়ে যজমান মূর্ত্তয়ে নমঃ।
৭। ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ।
৮। মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ॥

উল্লিখিত অষ্টমূর্ত্তির মধ্যে ঈশান নাম **সূর্য্যমূর্ত্তিই** "অসৌ যস্তাম্র" (১) "অসৌ "যোহবসর্পতি" (২) এই দুইটি মন্ত্র দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছেন।

"নমো রুদ্রেভ্যো যে পৃথিব্যাম্"......।১১ অনুবাক ১১ মন্ত্র।

ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা সর্ব্বরূপ **ক্ষিতিমূর্ত্তি** ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। নিম্নলিখিত মন্ত্রসমূহ দ্বারা ভবনাম **জলমূর্ত্তির** ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

"নমঃ কাট্যায় চ নীপ্যায় চ"।
"নমঃ সূদ্যায় চ সরস্যায় চ"।

অঘমর্ষণ মন্ত্র ব্যাখ্যায় সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন যে "চন্দ্র সূর্য্য জগতের ধ্বজস্বরূপ "আচার্য্যের ঐ কথা "সোম সূর্য্যাত্মকং জগৎ" এই বেদবাণীরই প্রতিধ্বনি। সূর্য্য না থাকিলে জগৎ অরূপ ও চক্ষুঃ শূন্য হইয়া যাইত, চন্দ্র না থাকিলে বিশ্ব রসহীন হইত, তাই দেবতাগণ চন্দ্রকে "জগদম্বার স্তন" বলিয়াছেন—সের সৌম্যেন স্তনয়োর্যুগ্মম্ (চণ্ডী) তাই রুদ্রাধ্যায় মন্ত্র বলিতেছেন এই দৃশ্যমান চন্দ্র সূর্য্য, রুদ্ররূপী পরমেশ্বরের প্রশান্ত মূর্ত্তি। পাঠক এই সূর্য্য দেবতা রহস্য নিম্নলিখিত গ্রন্থে দেখিবেন ছান্দগ্য ৩য় প্রপাঠক' বেদান্ত দর্শন। ১।৩।৩১ সূত্রের ভাষ্যভারতী। যোগ দর্শনের বিভূতি পাদের সূত্রের (ভুবন জ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ এই সূত্রের) ব্যাসভাষ্য।

"নমো নাদ্যায় চ বৈশন্তায় চ"।

"নমঃ কূপ্যায় চাবট্যায় চ"।

"নমঃ বর্ষ্যায় চাবর্ষ্যায় চ"।

"নমো মেঘ্যায় চ বিদ্যুত্যায় চ"।

"নমো ঈধ্রিয়ায় চ আতপ্যায়"।

"নমো বাত্যায় চ রেষ্মিয়ায় চ"।

যজুর্ব্বেদ সংহিতা ৪র্থ কাণ্ড, ৫ম প্রপাঠক, ৭ম অনুবাক। ৮ম হইতে ১৫ মন্ত্র উদ্ধৃত ৮টী মন্ত্রদ্বারা নানা স্থান গত ক্ষুদ্র বৃহদ্ বিবিধ জলমূর্ত্তির ভাবনা উপদিষ্ট হইয়াছে। অল্প প্রবাহ যোগ্য জলের নাম "কাট্য"। পর্ব্বত শৃঙ্গ প্রভৃতি উচ্চদেশ হইতে যে স্থানে জল তির্য্যগভাগে পতিত হয় সেই স্থানের নাম "নীপ" তাদৃশ স্থানে অবস্থিত জলের নাম "নীপ্য"। কর্দ্দম প্রদেশস্থিত জলের নাম "সূদ্য"। সরোবরস্থিত জলের নাম "সরস্য"। নদীগত জলের নাম "নাদ্য"। ক্ষুদ্র সরোবরকে "বেশন্ত" বলে (পুষ্করিণী প্রভৃতি) তাদৃশস্থানে অবস্থিত জলের নাম "বৈশন্ত"। কূপগত জলের নাম "কূপ্য"। গর্ত্তের নাম "অবট" তাদৃশস্থানে স্থিত জলের নাম "অবট্য" বর্ষাজলের নাম "বর্ষ্য"। বর্ষনিরপেক্ষ জলকে "অবর্ষ্য। বর্ষজলের নাম "বর্ষ্য"। বর্ষনিরপেক্ষ জলকে "অবর্ষ্য" বলে, যেমন সমুদ্রাদিগত জল। মেঘস্থিত জলকে "মেঘ্য" বলে। যে জল বিদ্যুতের সঙ্গে বিচরণ করে তাহার নাম "বৈদ্যুত্য"। শরতকালের মেঘের নাম "ঈধ্র," সেই মেঘের জলের নাম "ঈধ্রিয়"।

আতপ সহিত বৃষ্ট জলের নাম "আতপ্য"। বায়ু সহ বৃষ্ট জলের নাম "বাত্য" পাষাণ প্রভৃতি বর্ষণকারী প্রলয়কালীন সংবর্ত্ত নামক মেঘকে "রেষ্ম" বলে, সেই মেঘের জলের নাম "রেষ্মিয়"। * পূর্ব্ব ব্যাখ্যাত নানাবিধ জলে অবস্থিত রুদ্র দেবতাকে "ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ বলিয়া পূজা করিতে হয়।

* সায়ণাচার্য্য ও ভট্টভাস্করকৃত ভাষ্য দ্রষ্টব্য। সন্ধ্যার আপোমার্জ্জনরূপ উপাসনায় যেমন নানাবিধ জলে মাতা গায়ত্রীরই ফলতঃ ভাবনা করা হইয়াছে (কারণ সেখানে তাদৃশ জলদেবতা প্রণব প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম বিষ্ণুশিবশক্তি ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবীরুদ্রাণী হইতে অভিন্নারূপে চিন্তনীয়া) তেমনি এখানেও নানাবিধজলে রুদ্ররূপী পিতার প্রণাম ঝঙ্কৃত হইয়াছে। যাঁহার কান আছে, তিনি অবশ্যই ইহা শুনিয়া বুঝিবেন। বেদমন্ত্র পরমেশ্বরকে কখনও "পিতা" বলিয়া ডাক।

১। "রুদ্রো বা এষ যদগ্নিঃ স এতর্হি জাতো যর্হি সর্ব্বশ্চিতঃ……ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা রুদ্র নামক অগ্নিমুর্ত্তির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ভীম নামক "আকাশ মূর্ত্তির" ব্যাখ্যা।

১। "যে চ অন্তরিক্ষে"……।

২। "নম উগ্রায় চ ভীমায় চ"। রুদ্রাধ্যায়। ৮ম অনুবাদ। ৪র্থ মন্ত্র ইত্যাদি মন্ত্রে দৃষ্ট হয়। পশুপতি নামক যজমান মূর্ত্তি পূজা

নমঃ শঙ্গায় চ পশুপতয়ে চ"

রুদ্রাধ্যায় ৮ম অনুবাক, ৩য়, মন্ত্র।

এই মন্ত্র দ্বারা ফলিত হইয়াছে। ঈশান নামক "সূর্য্য মূর্ত্তি" অসৌ য স্তাম্রঃ" (১) "অসৌ যোঽবসর্পতি" (২) ইত্যাদি দুইটি মন্ত্র দ্বারা পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। মহাদেব নামক "সোমমূর্ত্তি" পূজা—

"নমঃ সোমায় চ রুদ্রায় চ"।

রুদ্রাধ্যায় ৮ম অনুবাক, ১ম মন্ত্র।

এই মন্ত্র দ্বারা ফলিত হইয়াছে। পরমেশ্বর রুদ্রদেবের অষ্টমুর্ত্তি পূজার মুলীভুত মন্ত্রসমুহ সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইল। সুধী সাধক ইহার বিস্তৃত রহস্য যজুর্ব্বেদ সংহিতার রুদ্রাধ্যায় গ্রন্থের সেই সেই স্থলে দেখিলে উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই।

ছেন, আবার কখনও "মাতা" বলিয়াও ডাকিয়াছেন, "শ্রীসূক্ত" "নিদ্রা সূক্ত" "দেবী-সূক্ত" প্রভৃতি এবং "গায়ত্রী উপাসনা" ইত্যাদি মাতৃভাবে ভরপূর! "পুরুষসূক্ত" প্রভৃতি এবং এই "রুদ্রাধ্যায় মন্ত্র সমূহ" পিতৃভাবের সুবিশাল অমৃত উৎস ইহা প্রণিধান করা আবশ্যক। মাতা বা পিতা কখনও মুর্ত্তিহীন পদার্থ নহেন ইহা বুঝাও প্রয়োজন। আপোমার্জ্জন উপাসনায় জন দেবতাকে সন্তান সমৃদ্ধি কাময়মানা মাতা এবং শিবতমরস বলা হইয়াছে, রুদ্রাধ্যায় মন্ত্রে পরম পিতাকে নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ" (৮ অনুবাক—১১ মন্ত্র) বলিয়া প্রণাম করিয়া শিবতমঃ শিবো নঃ সুমনা ভব—(মন্ত্র অনুবাক—১০ মন্ত্র) বলিয়া প্রসন্নতা কামনা করা হইয়াছে, সুতরাং কোনও স্থানে মাতার নিকটে সন্তানের স্নেহের আব্দার কোনও স্থানে পিতার নিকটে আত্মনিবেদন পূর্ব্বক আত্মসমর্পণ, তাই আমি বলিয়া থাকি "নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর!" বেদে পরমেশ্বরের মুর্ত্তি অলীক হইলে কথিত মন্ত্র সমূহে ঐ সব ভাবের কথা থাকে কেন ইহা চিন্তা করা আবশ্যক।

এখন মূলকথা এই যে রুদ্রদেব "অরূপ" হইলেও "বহুরূপ" তাই তিনি অষ্টমূর্ত্তিরূপ অর্থাৎ ফলতঃ "বিশ্বরূপ"। ক্ষিতি অপ্‌ তেজঃ মরুৎ ব্যোম চন্দ্র সূর্য্য এবং আমি সাধকরূপী যজমান ইহা সংক্ষেপে নিখিলবিশ্বেরই পরিচয়। বেদও বলিয়াছেন "সোমসূর্য্যাত্মকং জগৎ। সুতরাং এই অষ্টমূর্ত্তি পূজা জগদ্‌রূপী জগন্নাথেরই পূজা। ক্ষিতি জলপ্রভৃতি তাঁহারই মূর্ত্তি, তাই বেদের উপনিষদ ভাগ ও বলেন যে অধিদৈব অধিভূত এবং অধ্যাত্ম সকল পদার্থে তিনিই সদা বর্ত্তমান তিনিই তাহাদের অন্তরে থাকিয়া তদীয় স্ব স্ব কর্ত্তব্যে চালনা করেন, পৃথিবী, জল, অগ্নি অন্তরিক্ষ, বায়ু, স্বর্গ, আদিত্য, দিক্‌সমূহ, চন্দ্র তারকারাজি, অন্ধকার তেজঃপদার্থ, সর্গভূত, প্রাণ, বাক্য, চক্ষুঃ, কর্ণ মন, ত্বক, বিজ্ঞান, রেতঃপ্রভৃতি সবই তাঁর শরীর, সেই পরমচৈতন্য পরমেশ্বর পৃথিবী প্রভৃতিকে চালনা করেন অথচ পৃথিব্যাদি পদার্থ তাঁহাকে জানেন না। সাধকরূপী যজমানাত্মা তুমি আমিও তাঁহারই স্বরূপ; * সুতরাং তিনি স্বরূপতঃ তত্ত্বতঃ "অরূপ"—হইলেও ভক্তগণের প্রতি করুণা করিবার জন্য এই জগদ্‌ব্যাপার নির্ব্বাহের জন্য "অধিদৈবরূপ" "অধিভূতরূপ, "অধ্যাত্মরূপ" অষ্টমূর্ত্তিরূপ, "সকল দেবতারূপ", "জীবরূপ", "শিবরূপ", ফলতঃ "বিশ্বরূপ"। আহা! এত যাঁহার রূপ! তিনি রূপহীন হইবেন কেন? তাঁহার মূর্ত্তি থাকিবে না কেন? তাই রুদ্রাধ্যায় মন্ত্রসমূহ স্পষ্টতঃ ঘোষণা করিতেছেন।

"এক এব রুদ্রঃ"

বটে, কিন্তু তিনিই "সহস্রাণি সহস্রশঃ" (১১। অনুবাদ। ১ম মন্ত্র) অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটি মূর্ত্তিতে বিরাজমান! ঐ দেখ তিনি "অধিভূম্যাং" (১১।১) এই ভূলোকে বর্ত্তমান, "অস্মিন্‌ মহত্যর্ণবেঽন্তরিক্ষে" (১১।২য় মন্ত্র) মহাসমুদ্র তুল্য অন্তরিক্ষে শোভমান। আরও দেখ তিনিই "শর্ব্বা অধঃক্ষমাচরাঃ" (১১।৩ মন্ত্র) শর্ব্ব-স্ব-রূপ রুদ্রমূর্ত্তিতে—"অধঃক্ষমা" পাতাল প্রভৃতি অধোলোকে বিচরণ করিতেছেন। দিব্যচক্ষে দর্শন কর—"দিবংরুদ্রা উপাশ্রিতাঃ" (১১ অনুবাক। ৪র্থ মন্ত্র) নীল, পীত, শিতি-কণ্ঠ

---

* শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণোন্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৩য় অধ্যায়ের ৭ম ব্রাহ্মণ এবং বেদান্তদর্শনের ১।২।১৮ সূত্রের শাঙ্করভাষ্য ও ভামতী টীকা দ্রষ্টব্য।

রুদ্রদেব স্বর্গে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। শ্রদ্ধাপূত সজল অনিমেষ নয়নে ভাল করিয়া দেখ, দেখিয়া ঐ তেজোময় দিব্য মূর্ত্তি হৃদয়ে আঁকিয়া লও।

"দংষ্ট্রা করাল বদনম্
জ্বলজ্জ্বলন মূর্দ্ধজম্।
বিভ্রাণং বিশিখং দীপম্
ধ্যায়েদ ভুজঙ্গ ভূষণম্ ॥"

রুদ্রাধ্যায়—১১ অনুবাক—১ম মন্ত্র হইতে ৪র্থ মন্ত্র পর্য্যন্ত কথিত রুদ্রদেবের ধ্যান ভট্টভাস্কর কৃতভাষ্য দ্রষ্টব্য।

করাল্ বদনে আহা! শুভ্র দন্ত হাসি।
প্রজ্বলিত বহ্নি সম দীপ্ত কেশ রাশি॥
এক হস্তে ধনুর্ব্বাণ অন্য হস্তে দীপ।
ভুজঙ্গভূষণ-রুদ্র ভক্ত-মনোদীপ॥

পরলোক বা জন্মান্তর রহস্য

আমরা খাই ঘুমাই কাজ করি টাকা রোজগার করি কিন্তু একটা নূতন কথা লইয়া কেন মিছে মাথা ঘামাব? কথাটি কিনা ঈশ্বর ভগবান্। তাইত ভগবান বলে একজন কে আছেন। তিনি আছেন আমাদের খিদের সময় খাবার দেন, খাবার কিনবার টাকার যোগাড় করিয়াদেন। শুনেছি তিনি নাকি সবই করেন। শুনেছি তিনি সবই দেন শুনেছি তিনি বড় দয়াময়। আমাদের যিনি সব দেন, তিনি ত নিশ্চয়ই ত দয়াময়। আমাদের খিদের সময় খাবার দেন কই দাম ত নেন না, সবই তিনি দেন আবার টাকা নেন না বরং টাকা দেন। কইত তিনি কিছুই ত নেন না, উল্টে দেন তাই তাঁকে সকলে দয়াময় বলেন। আহা! তবেত দেখচি তিনি ঠিকই দয়াময়, তিনি ত দয়াময় তাহার শরীর দয়ায় তৈয়ারি তাই তাঁকে দয়াময় বলেছে।

এখন বুঝলাম তিনি দয়াময় তাঁর নাম পরমেশ্বর। তাইত তিনি না থাকলে আমারের এদেশে থাকাই হত না।

আচ্ছা শুনেছি ধর্ম্ম বলে একটা জিনিষ আছে, হেঁগা ধর্ম্ম কি? সৎকাজ করা, সৎপথে থাকা, দান করা, মিথ্যা কথা না বলা, এই সব ত ধর্ম্ম।

আবার শুনেছি মানুষ মরে পরলোকে যায়। বাবা মারা গেছেন তিনিত পরলোকে গেছেন -

কেউ কেউ বলে পরলোকে স্বর্গ ও নরক আছে। ভাল কাজ করলে স্বর্গে যায় আর খারাপ কাজ করলে নরকে যায়।

তা হলে পরলোক না থাকলে ত ধর্ম্ম করবার দরকার হত না। পরলোকের ভয়েই ত লোকে ধর্ম্ম পথে থাকে। আর বিপদে পড়লেই ভগবানকে ডাকে। তাই বলচি যদি সুখ দুঃখ না থাকত ঈশ্বর না থাকত তাহলে পরলোকের জন্য ভাববার দরকার হত না।

বেশ তা হলে পরলোকের ভয়ে আমরা ধর্ম্ম পথে থাকি যাতে না নরকে যেতে হয়।

তাই দেখচি ঈশ্বর দয়াময় ভগবান্ আর পরলোকের ভয়েই ধর্ম্ম হয়েছেন। এ দুইটিতে বিশ্বাস না থাকিলে লোকে কিসের জন্য ধর্ম্ম করিবে?

আবার এক কথা আমি এলাম কোথা থেকে? কোথায় আগে ছিলাম আবার মরে যাব কোথায়? না এইবায় মরণে শেষ হয়ে যাবে। মরলাম না হয় দেহ এখানে রইল আর যে জিনিষটা দেহের ভিতর আছে সে যায় কোথায়? এসব ভুল, ঠিক নয়। মরলে লোকের এই জগতের সঙ্গে সব ঘুচে যায়। যদি পরলোক বিশ্বাস করি তবেই ভয় হয় যদি পাছে নরকে যাই সেই জন্যইত সৎকাজ করি সেইজন্যই ভগবানকে ডাকি। এসব কথা যদি মিথ্যা হয় তবে উপাসনা পূজাদি সবই মিথ্যা।

আবার দেখ কেহ বিষয়ভোগ ক'রে পরম সুখে জীবন কাটালে আবার কেহ অতিদুঃখে জীবন কাটাল। কারও দুধে চিনি কারও বা থাকে বালি। এসবের কারণ কি? কেহ হয় ত অধর্ম্মকাজ করে নাই ছেলেবেলায় মহা কষ্ট পায় আবার কেহ বেশ ভোগে আছে। এসবের কারণ কি? কোন দোষের দোষী নয় অথচ কেন মিছে কষ্ট ভোগ করে। তবে একাজ কে করায়? ভগবান ত দয়াময় তিনি কখন অন্যায় করেন না, একথা আমি

বলতে পারিনা। তিনি রাজা প্রজা ধনী নির্দ্ধণ পণ্ডিত মূর্খ সুখী দুঃখী সকলকেই সমান চক্ষে দেখেন সমান দয়া করেন। তাঁহার নিকট আত্মপর নাই তাঁহার চক্ষে সবই সমান।

তবে কিসে এত তফাৎ হয়। মেয়েরা বলে---ওর অদৃষ্ট। এই অ---দৃষ্টপূর্ণ অদৃষ্ট কি? এ আর কিছুই নয় গত জন্মের কর্ম্মফল। তাই এত তফাৎ হয়। তাই মেয়েরা বলে--- ওর বরাত ভাল, ওর বরাত মন্দ। দুবছরের ছেলে কথা কইতে পারে না, সে কেন মিছে রোগে কষ্ট পায়? কই দয়াময় ভগবানত এক চোকো নয়, যে তিনি বিনা বিচারে কষ্ট দেন? একথা হতে পারে না।

শুকদেব বলেন ঃ---

"গতাগতেন শ্রান্তোহস্মি দীর্ঘ সংসার বর্ত্মসু।
গর্ব্ভবাসে মহদ্দুঃখং ত্রাহি মাং মধুসূদন॥"

হে মধুসূদন! গর্ভযন্ত্রণার মহাদুঃখ হইতে রক্ষা কর, কেবল জন্ম ও মৃত্যু, মৃত্যু আবার জন্ম এই যাতায়াতে বড়ই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি আর পারচি না। আমায় ত্রাণ কর আর দুঃখ দিও না।

বৈষ্ণবদের একটা গান আছে "পেয়েছ মানব জনম এমন জনম আর হবে না।"। অনেক কষ্ট করিয়া, অনেক প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, এই মনুষ্য জন্ম পেয়েছ এমন জন্ম এমন ভাল জন্ম আর হবে না। সাবধান আর হয়ত মানব জনম হবে না, হয়ত এই জন্মের পর সাবধান হইয়া কর্ম্ম না কর হয়ত আর মানব গর্ভ পাইবে না হয়ত পশুজন্ম হইবে না হয়'ত কুকুর জন্ম হইবে সাবধানে কর্ম্ম কর! বুদ্ধি আছে জ্ঞান আছে, সৎ অসৎ বিচার করিবার ক্ষমতা পাইয়াছ, বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিও নচেৎ এখন জনম আর হবে না। ৮৪ লক্ষ গর্ভ ভেদ করিয়া এই দয়াময় ভগবান তোমায় গতজন্মের মহাপুণ্য ফলে তোমায় এবার মানব করিয়া পাঠাইয়াছেন, তুমি ধর্ম্ম অধর্ম্ম সৎ অসৎ পাপ পুণ্য এবিচার করিয়া চলিও নচেৎ আর মানব জন্ম হইবে না। এমন দুর্লভ জন্ম আর হবে না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য হয়ত গাধা হইয়া জন্মিবে। সেই জন্য শ্রীচৈতন্য প্রভু বলচেন যা পার তাই এ জন্মে করিয়া লও, এমন দুর্লভ জন্ম হয়ত আর হবে না। মনে থাকে যেন তোমার এই সংসারে এই বিষয় বাসনা বিজড়িত অনন্ত সুখদুঃখ পরিপূর্ণ সংসারে এই দুঃস্বপ্নভ্রমপরম্পরা কল্পিত জন্মজরামরণ হর্ষামর্ষশোকাদি অনর্থ সঙ্কট সহস্র সঙ্কুল সংসারে তোমার মহা পরীক্ষা উপস্থিত। যদি পাশ হইতে পারত উপর

ক্লাশে উঠিবে নচেৎ নীচের ক্লাসে নাবাইয়া দিব এখানে নিকতির কাঁটার মত ওজন করিয়া লইব। ভালকরত ভাল হইবে মন্দ হয় মন্দ স্থানে যাইবে, তাই বলেচেন এমন জনম আর হবে না। সিঁড়ির ধাপে উঠিয়াছ যদি না উপরে উঠিতে পার গলা ধাক্কা দিয়া নীচের ধাপে নাবাইয়া দিব। এখন মহা পরীক্ষা উপস্থিত, সদাসর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিও আর মনে রাখিত এমন জনম আর হবে না আর হবে না। পশু জন্মে হয়ত ২০ বছর পরমায়ু কিন্তু মানব জন্মে ত অনেক বৎসর বাঁচবে, অনেক সময় পাবে পরীক্ষা ভালকরে হবে, ভাল করে প্রস্তুত হও তাই বলচি "হরি বল হন রসনা" পেয়েছ মানবজনম এমন জনম আর আর পাবে না। চুরাশি লক্ষ গর্ভভেদ করিয়া বা জন্ম গ্রহণ করিয়া এই বার তোমায় মানুষ করিয়া পাঠাইয়াছে তুমি এমন দুর্ল্ভ জন্ম পাইয়াছ, এই হয়ত প্রথম, না হয়ত শেষ জন্ম এমন জন্ম আর হবে না। কোন কর্ম্মে কি ফল, এই বিবেচনা করিয়া কার্য্য কর, নচেৎ কুকুর জন্ম হবে রাস্তায় রাস্তায় অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, আর লোকে দেখিলেই মারিয়া মারিয়া তাড়াইয়া দিবে। কুকুর হইতে চাও কি? না, হরি নাম জপ লইবে বল মন? কি ভীষণ মানুষ জন্ম তা একবার ভেবে দেখ। ঐ শুন নচিকেতা যমকে অনেক পেড়াপিড়ি করিয়া ধরিয়াছিলেন যে, বল মানুষ মরিয়া কি হয়? তাই কাবু হইয়া শেষ সত্য কথা প্রকাশ করিলেন শুন

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম, যথাশ্রুতম্॥

শ্রীপুলিন কৃষ্ণ দে (ব্যারিষ্টার)

রক্তবীজবধে দেবি—রক্তবীজস্য বধো যস্যাঃ সকাশাদিতি। রক্তবীজবধকর্ত্রীত্যর্থঃ। অচিন্ত্যরূপ চরিত্রে—'যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে' ইতি শ্রুতেঃ। যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো-অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ" ইতি শ্রুতেঃ॥ যাঁহার রূপ যাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে কোন চিন্তা করা যায় না। অসুরেরা ইঁহাকে কুৎসিৎ বলিয়া নিন্দা করেন কারণ ইনি কখন সূক্ষ্মা, কখন দীর্ঘা, কখন হ্রস্বা—ইঁহার রূপ নিরূপণ করা যায় না। চরিত্রও ঐরূপ।

নতেভ্যঃ—সদা সর্ব্বদা ভক্ত্যা নতেভ্যঃ প্রণতেভ্যো মে প্রণতায় চ রূপং দেহীত্যন্বয়ঃ। সদা সর্ব্বদা ভক্তিনম্র হইয়া যে আমাকে প্রণাম করেন তাহাকে রূপাদি দিয়া থাকি।

৯। যে ত্বামর্চ্চয়ন্তীহ—যাহারা তোমাকে অর্চ্চনা করে তাঁহাদিগকে রূপ জয় যশাদি দি।

১১। উচ্চকৈঃ—অতিশয়েনোচ্চং উচ্চং বলং মম বিধেহি।

১৩। জনং কুরু—জনং ভক্তজনংমাম্। বিদ্যাবন্তং—ব্রহ্মবিদ্যা-বন্তং জনং স্বভক্তজনং কুরু অথ চ রূপং দেহীত্যর্থঃ।

১৬। কৃষ্ণেন সংস্তুতে ইতি। ইয়ং চ কথা দেবীভাগবতে প্রসিদ্ধা।

১৭। হিমাচলসুতা নাথঃ শিবস্তেন পূজিতে।

১৮। সুরাসুরেতি—অনেন চ দেবী স্বরূপ দর্শনেন নির্ব্বৈরতাহ দ্বৈতভাবো ভবতীতি ধ্বনিতম্। সুরাসুরয়োঃ সামানাধিকরণ্য কথনাৎ।

১৯। ইন্দ্রাণ্যা পতিসদ্ভাবস্য পতিসত্তায়া জ্ঞানার্থং পূজিতে। ইন্দ্রেণ কালবিশেষে ক্বচিৎ সরসি কমলবিসান্তশ্চিরং স্থিতং তদা দেব্যারাধনেন পৌলোম্যা তৎস্থলং লব্ধমিতি পুরাণেষু প্রসিদ্ধেঃ। ইন্দ্রাণীপতিনা সদ্ভাবেন পূজিতে ইতি বা।

২১। ভক্তজনোদ্দামদত্তানন্দোদয়েঽম্বিকে—ভক্তজনেষু যে উদ্দামাস্তেভ্যো দত্ত আনন্দোদয়ো মোক্ষো যয়া। তোমার ভক্তের মধ্যে যাহারা তোমাতে এক ভক্তি বিশিষ্ট তাহাদিগকে তুমি মোক্ষ দাও।

২২। ভার্য্যা মনোরমাং—আমার শক্তি আমার ভার্য্যা। ইহাকে অন্তর্মুখী কর, তবেই ইহা মনোরমা ভার্য্যা হইবে। তারিণীমিতি—মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রসিদ্ধয়া মদালসয়া—বাশিষ্ঠ রামায়ণ প্রসিদ্ধয়া চূড়ালয়া চ তুল্যাম্। আদ্যয়া পুত্রস্তারিতো দ্বিতীয়য়া পতিরেব তারিত ইতি তত্রাখ্যানাৎ ॥

২৩। মহাস্তোত্রম্—এতৎ প্রধানভূতং সপ্তশতী স্তোত্রম্। অনেন চার্গলাস্তুতেরপি সপ্তশত্যঙ্গত্বং বোধিতম্। য এবং অর্গলাস্তুতিং পঠিত্বা সপ্তশতী স্তোত্রং জপতি স তু স এব সপ্তশত্যাঃ সংখ্যা জপসংখ্যা তয়া যজ্জায়মানং বরং ফলং তৎ প্রাপ্নোতি নান্যঃ। সম্পদঃ সম্পদশ্চ প্রাপ্নোতি। তস্মাদবশ্যমর্গলা স্তোত্রং পঠনীয়মিতি ভাবঃ। সিদ্ধিপ্রতি-বন্ধকং পাপমর্গলাসদৃশত্বাদর্গলা তন্নাশক স্তোত্রস্যাপি লক্ষণয়ার্গলেতি সংজ্ঞা।

অধিকারী ভেদে এখানে চাওয়ার এত কথা বলা হইয়াছে। আত্মা এবাসি মাতঃ—মাই যে আমার আত্মা—মাই যে আমি। যদি কিছু চাহিতে হয় মায়ের কাছে চাও—ইহাতে কোন বাধা নাই। মাই সব দিতেছেন, সবই দিতে পারেন এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া আত্মার কাছে যাহা চাও তাহাই মিলিবে। গুরু মুখে শাস্ত্র মুখে শুনিয়া জানা চাই মা আমার সর্ব্বত্র আছেন—সর্ব্বদা সঙ্গে আছেন।

কীলক।

প্রঃ—কীলক অর্থ কি ?

উঃ—কীলক বা কীল বলে খিলকে। দুইখানি তক্তার ভিতরে পুস্তকের কাগজ রাখিয়া তক্তাদুখানি আঁটিয়া দিতে হয় খিল দিয়া।

কীলক অর্থে এখানে

(১) মহাদেবের অভিসম্পাৎ

(২) মন্ত্রসিদ্ধি প্রতিবন্ধক শাপরূপ কীলকনাশক স্তোত্র।

এই কীলক বা অভিসম্পাৎ দ্বারা মহাদেব সপ্তশতীতে প্রবেশ করিবার পথ সকলের পক্ষে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। আবার কীলক স্তব দ্বারা সপ্তশতীর খিল খোলা যায়। এই কীলক স্তব দ্বারা সপ্তশতীকে উদ্ঘাটন না করিয়া চণ্ডী পাঠ করিলে চণ্ডীপাঠের কোন ফল হয় না।

গুরুকীলক পটলে মহাদেব বলিতেছেন—

> দান প্রতিগ্রহাখ্যেন মন্ত্রোঽয়ং কীলিতোময়া।
>
> দান প্রতিগ্রহাখ্যং যৎ তৎ কীলকমুদাহৃতম্॥

তোমার যাহা আছে—ধনরত্ন এমন কি চক্ষু কর্ণ মন বুদ্ধি ইত্যাদি সমস্তই দেবীকে দান কর পরে, মায়ের হইয়া গিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ জন্য দেবীর নিকট হইতে সমস্ত প্রতিগ্রহ কর। তখন তোমার চক্ষু, তোমার কর্ণ, তোমার বাক্, তোমার ভাবনা, তোমার কর্ম্ম আর তোমার নহে, দেবীর চক্ষু তোমার চক্ষে বসিয়াছে—দেবীর চক্ষু লইয়া তুমি দেবী যাহা দেখেন তাহাই দেখ, তাহাই শ্রবণ কর, সেইরূপে কথা কও, সেইরূপে ভাবনা কর। ইহার অভ্যাসে তুমি দেবীপুত্র হইয়া বিশুদ্ধ জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইবে।

অথ দেবী কীলকম্।

অস্য শ্রী কীলক মন্ত্রস্য শিব ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীমহাসরস্বতী দেবতা শ্রীজগদম্বা প্রীত্যর্থং সপ্তশতী পাঠাঙ্গ জপে বিনিয়োগঃ।

ঋষিরুবাচ।

বিশুদ্ধ জ্ঞান দেহায় ত্রিবেদী দিব্যচক্ষুষে।
শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি নিমিত্তায় নমঃ সোমার্দ্ধধারিণে ॥১॥
সর্ব্বমেতদ্ বিজানীয়ান্মন্ত্রাণামভি কীলকম্।
সোঽপি ক্ষেমমবাপ্নোতি সততং জাপ্য তৎপরঃ ॥২॥

মার্কণ্ডেয় ঋষি শিষ্যগণকে বলিলেন—ঋক্, যজু, সাম—এই তিন বেদ যাঁহার দিব্য চক্ষু, বিষয় সম্পর্ক শূন্য নির্ম্মল জ্ঞান যাঁহার দেহ বা স্বরূপ, এবম্ভূত ভগবান্ চন্দ্রশেখরকে কল্যাণ বা মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্ত প্রণাম করি ॥১॥

এই সমস্ত (কীলক স্তুতিকে) মন্ত্রসিদ্ধির প্রতিবন্ধকীভূত কীলক উদ্ঘাটক মন্ত্র জানিবে অর্থাৎ সপ্তশতীর কীলক বা অভিসম্পাৎ নাশকরূপে ভাবনা করিবে। সপ্তশতী স্তোত্র পাঠ ব্যতিরেকেও সতত যিনি অন্য মন্ত্র জপ করেন, সেই সতত জপনিষ্ঠ ব্যক্তিও কল্যাণ লাভ করিয়া থাকেন।

১। কীলকং বক্তুং মঙ্গলমাচরতি মার্কণ্ডেয়ঃ। বিশুদ্ধ জ্ঞান দেহায়—এই শ্লোকে ভগবান্ মার্কণ্ডেয় কীলক মন্ত্রের মঙ্গলাচরণ করিতেছেন।

২। অন্য মন্ত্রে উপাসনা করিলে কি ক্ষেম হইবে না? সপ্তশতী স্তোত্রং বিনা সততংজাপ্যতৎপরঃ নানামন্ত্রানাং জপরূপে কর্ম্মাণি তৎপরো ধমাঃ পুরুষঃ সোঽপি ক্ষেমং প্রাপ্নোতি॥ ক্ষেমং—নানাবিধ প্রত্যবায়ানাং রোগানাং চ পরিহারম্॥

সিদ্ধ্যন্তু,চ্চাটনাদীনিঃ বস্তূনি সকলাণ্যপি।
এতেন স্তুবতাং দেবী স্তোত্রমাত্রেণ সিধ্যতি ।৩
ন মন্ত্রো নৌষধং তত্র ন কিঞ্চিদপি বিদ্যতে।
বিনা জাপ্যেন সিধ্যেত সর্ব্বমুচাটনাদিকম্ ॥৪
সমগ্রাণ্যপি সেৎস্যন্তি লোক শঙ্কামিমাং হরঃ।
কৃত্বা নিমন্ত্রয়ামাস সর্ব্বমেব মিদং শুভম্ ॥৫

এইরূপ জপ পরায়ণ পুরুষের উচ্চাটনাদি কর্ম্ম সিদ্ধি হয় এবং সমস্ত অলভ্য বস্তুও লাভ হয়। (সপ্তশতী পাঠরহিত পুরুষের কেবল মন্ত্রজপে সিদ্ধি হয় বলিয়া মন্ত্রজপ রহিত পুরুষেরও কেবল সপ্তশতী পাঠে সমস্ত সিদ্ধি লাভ হয় তজ্জন্য বলিতেছেন)—এই সপ্তশতী স্তোত্রপাঠ মাত্রেই স্তুবতাং স্তোতৃণাং স্তবকারী পুরুষের প্রতি দেবী সচ্চিদানন্দরূপিণী সিদ্ধ্যতি প্রসীদতি—প্রসন্ন হয়েন।৩।

ঐ পুরুষের কার্য্যসিদ্ধি জন্য অন্য কোন মন্ত্র বা ঔষধ প্রয়োগ অথবা অন্য কোন, যোগ সাধন অপেক্ষা করে না। বিনা জপেও উচ্চাটনাদি আভিচারিক কর্ম্ম এবং সমস্ত অভিলষণীয় কর্ম্মও কেবল স্তোত্র মাত্রেই সিদ্ধ হয়।৪।

নিমন্ত্রয়ামাস = বিচারয়ামাস সপ্তশতী স্তোত্রদ্বারা সমগ্র অভিলষণীয় কার্য্যসিদ্ধি এবং সর্ব্ব কল্যাণ লাভ হয় অথবা অন্য মন্ত্রদ্বারা সর্ব্বসিদ্ধি হয় এই প্রকার লোক শঙ্কানিরাস জন্য মহাদেব বিচার করিয়া সপ্তশতী পাঠেই সর্ব্বসিদ্ধি হয় ইহা নির্ণয় করিয়াছেন।৫

অনন্তর মহাদেব চণ্ডিকার সপ্তশতাখ্য স্তোত্র, গুহ্য অর্থাৎ অতিরহস্যময়—অপ্রচরাবস্থ করিলেন। ক্বচিৎ প্রচারমাত্রে যত্নপূর্ব্বক ইহা লাভ করিলেও ইহার পুণ্যের অর্থাৎ পাঠ নিমিত্ত ফলাতিশয্যের যে সমাপ্তি হয় না অর্থাৎ অনন্ত ফল হয় তাহাও সঙ্কোচ করিলেন অতএব মহাদেব কথিত চণ্ডীস্তবের মাহাত্ম্য যথার্থই জানিবে ॥৬॥

স্তোত্রং বৈ চণ্ডিকায়াস্তু তচ্চ গুহ্যং চকার সঃ।
সমাপ্তির্ন চ পুণ্যস্য তাং যথাবন্নিয়ন্ত্রণাম্ ॥৬
সোঽপি ক্ষেমমবাপ্নোতি সর্ব্বমেব ন সংশয়ঃ।
কৃষ্ণায়াং বা চতুর্দ্দশ্যামষ্টমাং বা সমাহিতঃ ॥৭
দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি নান্যথৈষা প্রসীদতি।
ইত্থংরূপেণ কীলেন মহাদেবেন কীলিতম্ ॥৮॥
যো নিষ্কীলাং বিধায়ৈনাং নিত্যং জপতি সংস্ফুটম্।
স সিদ্ধঃ সগণঃ সোঽপি গন্ধর্ব্বো জায়তেঽবনে ॥৯

অন্যমন্ত্র জাপকগণও (যেমন নবার্ণমন্ত্র) অমাবস্যা বা কৃষ্ণচতুর্দ্দশী অথবা কৃষ্ণাষ্টমীতে যদি একাগ্রচিত্তে সপ্তশতী স্তোত্র পাঠ করেন তাহা হইলে তাঁহারাও যথোক্ত ফল লাভ করিয়া থাকেন ॥৭॥

দেবীকে দান কর আবার তাঁহার নিকট হইতে প্রতিগ্রহ কর এই কর্ম্মদ্বারা নিরন্তর দেবীর অধীন যিনি আপনাকে করিতে পারেন এই সপ্তশতী তাঁহার উপর প্রসন্ন হয়েন—অন্য প্রকারে হন না। "নিরন্তরং দেব্যধীনো ভবতি তস্যৈষা সপ্তশতী প্রসন্না ভবতি নান্যথা"। এই দান প্রতিগ্রহ কিরূপে করিতে হয় এতৎ সম্বন্ধে দুর্গাপ্রদীপে বলা হইতেছে "হে দেবি! ইত আরভ্যেদং সর্ব্বং ধনং মদীয়ং তুভ্যং ময়া দত্তমস্তি ইতি সমর্পয়তি পশ্চাৎ সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহার্থং গৃহাণেদং দ্রব্যং মৎপ্রসাদভূতমিতি দেব্যা অনুজ্ঞাং মনসা গৃহীত্বা তদ্দ্রব্যং প্রসাদবুদ্ধ্যা প্রতিগৃহ্ণাতি। দান প্রতিগ্রহ সম্বন্ধে দুর্গাপ্রদীপে বলা হইয়াছে হে দেবি! আমার সমস্ত ধন আমি তোমাকে দিতেছি, এই ভাবে সমস্ত সমর্পণ করিয়া পরে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ জন্য দেবীর প্রসাদভূত এই সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ কর এই ভাবে মনে মনে দেবীর অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া সেই সমস্ত দ্রব্য

ন চৈবাপ্যটতস্তস্য ভয়ং ক্বাপীহ জায়তে

নাঽপমৃত্যুবশং যাতি মৃতো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥১০

জ্ঞাত্বা প্রারভ্য কুর্ব্বীত হ্যকুর্ব্বাণো বিনশ্যতি।

ততো জ্ঞাত্বৈব সম্পন্নমিদং প্রারভ্যতে বুধৈঃ ॥১১॥

সৌভাগ্যাদি চ যৎকিঞ্চিদ্ দৃশ্যতে ললনাজনে।

তৎসর্ব্বং তৎপ্রসাদেন তেন জাপ্যমিদং শুভম্ ॥১২

প্রসাদবুদ্ধিতে প্রতিগ্রহ করিবে। মহাদেব এইভাবে কীলক নির্ণয় করিয়াছেন ॥৮॥

যে সাধক পূর্ব্বোক্তরূপে দান প্রতিগ্রহ দ্বারা কীলক নাশ পূর্ব্বক নিত্যসপ্তশতী স্তোত্র জপ করেন তিনি সিদ্ধ হন, এবং দেবীর গণরূপে গণিত হইয়া থাকেন এবং তিনি পৃথিবীতে সর্ব্বজগৎরক্ষণে গন্ধর্ব্ব হয়েন। বৃহদারণ্যক বলিতেছেন "তস্যাসীৎ দুহিতা গন্ধর্ব্বগৃহীতা" ইতি শ্রুতি উক্ত দেবতাবিশেষো গন্ধর্ব্ব ।৯।

তাহার অপুটতা, তাহার ভয় কিছুই জন্মে না, সে কখন অপমৃত্যু বশে যায় না; মরিলে তার মোক্ষ হয় ॥১০॥

কীলক জানিয়া পূর্ব্বোক্তপ্রকারে তাহার পরিহার পূর্ব্বক কীলক স্তোত্রপাঠ করিবে। পরিহার যদি না কর তবে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। এই যখন তখন কীলক জানিয়া সম্পন্নং অর্থাৎ নির্দ্দোষ করিয়া জ্ঞানী এই স্তোত্র আরম্ভ করিবে ॥১১॥

ললনা জনের মধ্যে যাহাকিছু সৌভাগ্য দেখা যায় তাহার সমস্তই শ্রীচণ্ডীকা প্রসাদেই লাভ হয় অতএব সর্ব্বসৌভাগ্যপ্রসূ চণ্ডীপাঠ অবশ্য কর্ত্তব্য ॥১২॥

শনৈস্তু জপ্যমানেঽস্মিন্ স্তোত্রে সম্পত্তিরুচ্চকৈঃ।

ভবত্যেব সমগ্রাপি ততঃ প্রারভ্যমেবতৎ॥১৩

ঐশ্বর্য্যং যৎপ্রসাদেন সৌভাগ্যারোগ্য সম্পদঃ।

শত্রুহানিঃ পরোমোক্ষঃ স্তুয়তে সা ন কিং জনৈঃ॥১৪

সপ্তশতীস্তোত্র মৃদুস্বরে পাঠ করিলে অর্থাৎ স্বকর্ণগোচর করিয়া পাঠ করিলে যৎকিঞ্চিৎ সম্পত্তি লাভ হয়। উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলে সর্ব্ব-সম্পত্তি লাভ হয়। এই জন্য উচ্চৈঃস্বরে জপ করিবে॥১৫॥

যাঁহার প্রসাদে ঐশ্বর্য্য, সৌভাগ্য, আরোগ্য, সম্পৎ, শত্রুহানি এবং পরমমুক্তি অর্থাৎ কৈবল্য লাভ হয়, এতাদৃশ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ চণ্ডীপাঠ কেন না করিবে॥১৪॥

[গুরুকীলকপটল সপ্তশতী পাঠাঙ্গ নহে]

রহস্যতন্ত্রস্থো গুরুকীলক পটলঃ ।

শিব উবাচ ।

পুরা সনৎকুমারায় দত্তমেতন্ময়ানঘ ।
সংবর্ত্তায় দদৌ তচ্চ স চান্যস্মৈ দদৌ চ তৎ ॥১
সর্ব্বত্র চণ্ডীস্তোত্রস্য প্রাচুর্য্যেণ মহীতলে ।
ব্রহ্মকাণ্ডঃ কর্ম্মকাণ্ডস্তন্ত্রকাণ্ডশ্চ সর্ব্বথা ॥২
অভূৎ প্রতিহতোঽনেন শীঘ্র সিদ্ধিপ্রদায়িনা ।
তদা তেষাং চ সার্থক্যং কর্ত্তুকামেন ভূতলে ॥৩
দানপ্রতিগ্রহাখ্যেন মন্ত্রোঽয়ং কীলিতো ময়া ।
দানপ্রতিগ্রহাখ্যং যৎ তৎ কীলকমুদাহৃতম্ ॥৪
তদারভ্য চ মন্ত্রোঽয়ং কীলকেনাস কীলিতঃ ।
ন সর্ব্বেষাং ভবেৎসিদ্ধ্যৈ যে কীলক পরাঙ্মুখাঃ ॥৫
যে নরাঃ কীলকেনেমং জপন্তি পরয়া মুদা ।
তেষাং দেবী প্রসন্না স্যাৎ ততঃ সর্ব্বাঃ সমৃদ্ধয়ঃ ॥৬
ত্বৎ প্রসূত স্তদাজ্ঞপ্ত স্তদ্দাসস্ত্বৎপরায়ণঃ ।
ত্বন্নামচিন্তনপর স্তদর্থেঽহং নিয়োজিতঃ ॥৭
ময়ার্জ্জিতমিদংসর্ব্বং তব স্বং পরমেশ্বরি ।
রাষ্ট্রং বলং কোশগৃহং সৈন্যমন্যচ্চ সাধনম্ ॥৮
ত্বদধীনং করিষ্যামি যত্রার্থে ত্বং নিয়োক্ষ্যসি ।
তত্রদেবি সদা বর্ত্তে তবাজ্ঞামেব পালয়ন্ ॥৯

ইতি সংচিন্ত্য মনসা স্বার্জ্জিতানি ধনানি চ।
কৃষ্ণায়াং বা চতুর্দ্দশ্যামষ্টম্যাং বা সমাহিতঃ ॥১০
সমর্পয়েন্মহাদেব্যৈ স্বার্জ্জিতং সকলং ধনম্।
রাষ্ট্রং বলং কোশগৃহং নবং যদ্‌যদুপার্জ্জিতম্ ॥১১
অস্মিন্ মাসি ময়া দেবি তুভ্যমেতৎ সমর্পিতম্।
ইতি ধ্যাত্বা ততো দেব্যাঃ প্রসাদাৎ প্রতিগৃহ্য চ ॥১২
বিভজ্য পঞ্চধা সর্ব্বং ত্র্যংশান্ স্বার্থং প্রকল্পয়েৎ।
দেবপিত্রতিথীনাং চ ক্রিয়ার্থং ত্বেকমাদিশেৎ ॥ ১৩
একাংশং গুরুবে দদ্যাৎ তেন দেবী প্রসীদতি।
তস্য রাজ্যং বলং সৈন্যং কোশঃ সাধু বিবর্ধতে ॥১৪
নানারত্নাকরঃ শ্রীমান্ যথা পর্ব্বণি বারিধিঃ।
জ্ঞাত্বা নবাক্ষরং মন্ত্রং জীব ব্রহ্মসমাশ্রয়ম্ ॥১৫
তত্ত্বমস্যাদি বাক্যানাং সারং সংসারভেষজম্।
সপ্তশত্যাখ্য মন্ত্রস্য যাবজ্জীবমহং জপম্ ॥১৬
কুর্ব্বংস্ততো ন প্রমাদং প্রাপ্নুয়ামিতি নিশ্চয়ম্।
কৃত্বা প্রারভ্য কুর্ব্বীত হ্যকুর্ব্বাণো বিনশ্যতি ॥১৭
নাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ।
অনিরাকরণং মেঽস্তু অনিরাকরণং মম ॥১৮
ইতি বেদান্তমূর্ধন্যে ছান্দোগ্যেঽস্য প্রপঞ্চনাৎ।
প্রারভ্য তৎপরিত্যাগো ন তস্য শ্রেয়সে মতঃ ॥ ১৯
নাব্রহ্মবিৎকুলে তস্য জায়তে চ কদাচন।
ন দারিদ্র্যং কুলে তস্য যাবৎ স্থাস্যতি মেদিনী ॥ ২০
প্রতিসংবৎসরং কুর্য্যাচ্ছারদং বার্ষিকং তথা।
তেন সর্ব্বমবাপ্নোতি সুরাসুরসুদুর্লভম্ ॥ ২১

অন্যচ্চ যদ্ যৎ কল্যাণং জায়তে তৎক্ষণে ক্ষণে।

সত্যং সত্যমিদং সত্যং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥ ২২

পুত্রায় ব্রহ্মনিষ্ঠায় পিত্রা দেয়ং মহাত্মনা।

অন্যথা দেবতা তস্মৈ শাপং দদ্যাৎ ন সংশয়ঃ ॥ ২৩

ইতি রহস্যতন্ত্রস্থকীলকবিবরণপটলঃ ॥

অথ রাত্রিসূক্তম্।

রাত্রীতি সূক্তস্য কুশিক ঋষিঃ। রাত্রির্দেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীজগদম্বা প্রীত্যর্থে সপ্তশতী পাঠাদৌ জপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ রাত্রী ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেবক্ষ্যভিঃ।
বিশ্বা অধি শ্রিয়োঽধিত ॥

ব্যখ্যদায়তী = ব্যখ্যৎ + আয়তী ॥ দেব্যক্ষভিঃ = দেবী + অক্ষভিঃ
শ্রিয়োঽধিত = শ্রিয়ঃ + অধিত ॥

ওঁ = ওঁকারময়ী-সর্ব্বশক্তি ॥ রাত্রী = চিৎশক্তি ভুবনেশ্বরী ॥ ব্যখ্যৎ = বিশেষেণ পশ্যতি—বিশেষরূপে দেখিলেন। আয়তী আগচ্ছন্তী পুরুত্রা = সর্ব্বদেশেষু। দেবী = প্রকাশশীলা। অক্ষভিঃ = চক্ষু সমূহি দ্বারা। বিশ্বাঃ = সমস্ত। শ্রিয়ঃ = কল্যাণ। অধিঅধিত = দান করিলেন ॥

ওঁ যা দেবী সর্ব্ববস্তু দ্যোতনশীলা পুরুত্রা বহুষু দেশেষু সর্ব্বদেশেষু অক্ষভিঃ প্রকাশমানৈরিন্দ্রয়ৈরূপলক্ষণবিষয়া মহদাদিভিস্তত্ত্বৈর্দেবী সর্ব্ববস্তুদ্যোতনশীলা আয়তী আগচ্ছন্তী বিদ্যামানা রাত্রী ব্রহ্মমায়াত্মিকা ব্যখ্যৎ সোৎপাদিত-জগজ্জাল সদসৎকর্ম্মাদিকং প্রথমতো বিশেষেণ পশ্যতি। অনন্তরং তৎতৎ কর্ম্মানুরূপফলরূপাঃ বিশ্বাঃ সর্ব্বাঃ শ্রিয়ঃ সা অধিঅধিত অদিধারয়তি দদাতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

ওঁকারময়ী রাত্রি দেবতা চিৎশক্তি ভুবনেশ্বরী দেখিতে লাগিলেন (ওঁ রাত্রী ব্যখ্যৎ)।

চিৎশক্তি ত সর্ব্বব্যাপিনী ; তাঁহার ত চক্ষুরাদি নাই তবে দেখিলেন কিরূপে ? সর্ব্বকারণের কারণ যিনি, তিনি যখন নির্গুণ অবস্থা হইতে দ্যোতনশীলা হইলেন তখন তিনি সর্ব্বতশ্চক্ষু হইলেন।

তখন কি মূর্ত্তি ধরিলেন ?

না। পুরুত্রা সর্ব্ব দেশেষু অক্ষভিঃ প্রকাশমানৈরিন্দ্রিয়ৈরূপলক্ষণ-বিষয়া মহদাদিভিস্তত্ত্বৈ দেবী সর্ব্ববস্তুদ্যোতনশীলা আয়তী আগচ্ছন্তী —সর্ব্বব্যাপিনী ভুবনেশ্বরী তাঁহার চক্ষু স্থানীয় মহদাদিতত্ত্ব দ্বারা দেবী অর্থাৎ দ্যোতনশীলা হইলেন এইরূপে সর্ব্বত্রবিদ্যমানা রাত্রিরূপা জগজ্জননী ব্যখ্যৎ—দেখিতে লাগিলেন।

কি দেখিলেন ?

জগজ্জননী আপনাকে জগদাকারে প্রকাশিত করিয়া দেখিলেন আপনা হইতে উৎপন্ন সদসৎ কর্ম্মপরিপূরিত জগজ্জাল ও জগতের প্রাণিনিচয় তাঁহার মধ্যেই প্রসুপ্ত।

দেখিয়া কি করিলেন ?

দেখিবার পর জীবগণের কর্ম্মফলানুরূপ বিশ্বাঃ সর্ব্বাঃ শ্রিয়ঃ সা অধ্যধিত দদাতি—সমস্ত কল্যাণ তিনি ধারণ করিলেন—জীবকে সমস্ত

কল্যাণ দান করিবার জন্য তিনিই কল্যাণরূপিণী হইয়া জগদাকার ধারণ করিলেন।

অয়ং ভাবঃ—সর্ব্বকারণভূতা চিচ্ছক্তিঃ পূর্ব্বকল্পীয়ানন্তজীবানাং সদসৎকর্ম্মাণি অপরিপক্কানি অবলোক্য তৎফলপ্রদানসময়াভাবাৎ সেশ্বরং প্রপঞ্চং স্বস্মিন্ বিলাপয়তি যাবৎ ফলপ্রদানসময়ম্। সা রাত্রিরূপা চিচ্ছক্তিঃ ফলপ্রদানসময়ে প্রাপ্তে মহদাদিদ্বারা প্রপঞ্চং নির্ম্মায় তত্তৎ-প্রাণিনাং তত্তৎকর্ম্মাণ্যসঙ্করমবলোকয়তি পশ্চাৎ তত্তৎকর্ম্মফলং দদাতীত্যহো সর্ব্বজ্ঞতা ভগবত্যা রাত্রে ভুবনেশ্বর্য্যাঃ কিয়দ্বর্ণনীয়েতি। অস্মিন্নর্থে সর্ব্বোঽপি উপনিষদ্ভাগঃ প্রমাণমিতি স্পষ্টমেব তদ্বিদাম্ ॥১॥

প্রশ্নোত্তরে আর একবার বেদের এই প্রথম মন্ত্র বুঝিতে চেষ্টা করা যাইতেছে।

প্রঃ রাত্রিসূক্ত কি দেখাইবার জন্য ?

উঃ রাত্রিসূক্ত সর্ব্বোত্তম দেবতা প্রতিপাদক। এই সর্ব্বোত্তম দেবতা হইতেছেন রাত্রিদেবতা।

প্রঃ সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলে জীবগণ যে সময়ে নিদ্রা যায় তাহাকেই ত আমরা রাত্রি বলি। রাত্রি দেবতা কি তবে ?

উঃ রাত্রি দ্বিবিধ—জীবরাত্রি ও ঈশ্বররাত্রি। যে সময়ে তুমি, আমি প্রভৃতি সমস্ত জীবের ব্যবহার লোপ পায় তাহাই জীবরাত্রি। যে সময়ে ঈশ্বর ব্যবহার লোপ পায় তাহা ঈশ্বররাত্রি। ঈশ্বর রাত্রিকে মহাপ্রলয় বলে। এই সময়ে সমুদ্র, আকাশ, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্যাদি কিছুই থাকেনা—কোন জীব জন্তুও থাকে না ; থাকেন কেবল সেই সর্ব্বকারণের কারণ অব্যক্ত পদবাচ্য ব্রহ্মমায়াত্মক বস্তু। ইঁহাকেই রাত্রি বলা হইয়াছে—ইনিই রাত্রিদেবতা—ইনিই ভুবনেশ্বরী—আদ্যা-শক্তি। জীবরাত্রি সুষুপ্তি নামে অভিহিত। জীবরাত্রি আলিঙ্গিত

মহারাত্রি অর্থাৎ ঈশ্বর রাত্রিই এই সুক্তের রাত্রি পদবাচ্য—তদভিমানিনী দেবতাই ভুবনেশ্বরী চিৎশক্তি—ইনিই রাত্রি দেবতা।

দেবী পুরাণে আছে।

ব্রহ্মমায়াত্মিকা রাত্রিঃ পরমেশলয়াত্মিকা।
তদধিষ্ঠাতৃ দেবী তু ভুবনেশী প্রকীর্ত্তিতা ॥

প্রঃ প্রথমেই ওঁ কেন ?

উঃ ওঁকার ব্রহ্মের অতি প্রিয় নাম। এই নামে ডাকিলে নামী পরমাত্মা বড় প্রসন্ন হন। পরমাত্মা, পরব্রহ্ম, পরমব্যোমই একমাত্র উপাস্য। এই পরম ব্যোমে বেদস্তুত সমস্ত দেবতা প্রতিষ্ঠিত। "যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বেনিষেদুঃ সমস্ত দেবতাই পরমাত্মারই শক্তি। চন্দ্রের চন্দ্রিকা, সূর্য্যের দীধিতি যেমন ভিন্ন নহে সেইরূপ পরমাত্মার সহিত শক্তির কোন ভেদ নাই। পরমাত্মার বিঘ্নবিনাশন শক্তিই গণেশ, বিদ্যাশক্তিই সরস্বতী, সৃষ্টিশক্তিই,ব্রহ্মা, পালনশক্তিই বিষ্ণু, লয়শক্তিই মহাদেব, অনুগ্রহশক্তিই গুরু। এই জন্য যে দেবতারই উপাসনা কর সে উপাসনা পরব্রহ্মেরই উপাসনা—ভুবনেশ্বরীরই উপাসনা-গায়ত্রীরই উপাসনা। নাম নামী এক বলিয়া ওঁই আত্মা, পরমাত্মা, চিৎ, চিৎশক্তি। ওঁকারই একমাত্র উপাস্যা বলিয়া ওঁ রাত্রী ইত্যাদি বলা হইয়াছে—ওঁকারই সমস্ত বলিয়া—সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে ওঁকারেরই প্রয়োগ হয়। ওঁকার সমকলে নির্গুণ ও সগুণব্রহ্ম। প্রণবের অর্দ্ধমাত্রা হইতেছেন তুরীয় পাদ বা নির্গুণব্রহ্ম। প্রণবের অ, উ, ম বা সৃষ্টি স্থিতি লয়শক্তি বা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরএই তিন পাদ হইতেছেন সগুণ ব্রহ্ম।

প্রঃ এখন মন্ত্রের অর্থ বলুন।

উঃ সচ্চিদানন্দরূপিণী ব্রহ্মমায়াত্মিকা চিৎশক্তি ভুবনেশ্বরী ব্যখ্যৎ প্রথমতো বিশেষেণ পশ্যতি-প্রথমতঃ অসঙ্কীর্ণভাবে দেখিলেন।

প্রঃ কি দেখিলেন ?

উঃ স্বোৎপাদিত জগজ্জাল সদসৎ কর্ম্মাদিকং বিশেষেণ পশ্যতি---চিৎশক্তিজাত সদ্ এবং অসৎকর্ম্মপূর্ণ জগজ্জাল দেখিলেন---দেখিলেন পূর্ব্বকল্পের অনন্ত জীবের সদসৎ কর্ম্মসমূহ---ঈশ্বর ও প্রপঞ্চের সহিত আপনাতে বিলীন রহিয়াছে। এই কর্ম্মসমূহের ফল প্রদান সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই দেখিলেন।

প্রঃ চিৎশক্তি দেখিলেন কিরূপে ?

উঃ দেবী অক্ষভিঃ পুরুত্রা আয়তী। সর্ব্ববস্তু প্রকাশশীলা দেবী সর্ব্বদেশে বিদ্যমান চক্ষুদ্বারা----অর্থাৎ প্রকাশমান ইন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা নির্গুণ হইতে সগুণে আসিয়া বিনা চক্ষেই দেখিলেন।

প্রঃ তাঁহার চক্ষু কি সর্ব্বদেশ ব্যাপিয়াই ছিল ?

উঃ মহদাদি তত্ত্বদ্বারা তিনি আপনাকে প্রকাশ করিয়া সমস্তই দেখিলেন।

প্রঃ জীবের অপরিপক্ক কর্ম্ম দেখিয়া তিনি কি করিলেন ?

উঃ জীবের কর্ম্মসমূহের ফল প্রদান সময় আসিল দেখিয়া তিনি আপনাকেই মহৎতত্ত্ব অহংতত্ত্ব ইত্যাদির দ্বারা প্রপঞ্চরূপে নির্ম্মাণ করিয়া সমস্ত প্রাণীর কর্ম্মসঙ্কর অবলোকনে দয়াপরবশ হইয়া তাহাদের কর্ম্মফলও যোজনা করিলেন। ইহাতেই বিশ্বের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল তিনি প্রদান করিলেন। "অনন্তরং তত্তৎকর্ম্মানুরূপফলরূপা: বিশ্বঃ সর্ব্বাঃ শ্রিয়ঃ সা অধ্যধিত অদিধারয়তি দদাতি। আপনাকেই তিনি মঙ্গলময়ী জগদাকারধারিণী করিয়া সৃষ্টি করিলেন।

প্রঃ এই মন্ত্রে কি দেখান হইল ?

উঃ মহাপ্রলয় হইয়া গিয়াছে। জল স্থল অম্বরতল আর কিছুই নাই। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ আর কোন কিছুই নাই। কিন্তু দেহাভিমানী সর্ব্বজীবের অসংখ্য আত্মা সমূহ স্পন্দস্বরূপিণী সংকল্পরূপিণী জগন্মাতা মহামায়ার মধ্যে লীন হইয়া আছে। অনন্ত অনন্ত জীব সকল আপন আপন কর্ম্মসংস্কার জড়িত হইয়া সর্ব্বব্যাপিনী মাতার মধ্যে অবস্থিত। যেমন মানুষের দেহে কোটি কোটি অনন্ত অনন্ত জীব অবস্থিত, জীবের এক

বিন্দু রক্তে কত জীবাণু আবার তাহার রক্তে কত জীব---তাহার সংখ্যা করাই যায় না, সেইরূপ যে বিশাল আকাশ ঊর্দ্ধে সপ্তলোক এবং অধে সপ্তলোক ব্যাপিয়া আছে---আবার স্বর্গাদি লোকের উপরেও এই আকাশ এবং পাতালাদি সপ্তলোকের নীচেও এই আকাশ ; একবার স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখ এই আকাশ কত বড় কত মহান্। এই সীমাশূন্য আকাশকেও যিনি পরিবেষ্টন করিয়া আছেন সেই চিৎশক্তি স্বরূপিণী রাত্রিরূপা জগজ্জননী কত বড় বিশাল দেখ। হায়! অনন্ত অনন্ত জীব মায়ের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে---মাই সকলকে ধরিয়া আছেন-- সর্ব্বদা সঙ্গে আছেন। সুষুপ্তিতে জীবগণ যেমন মায়ের ক্রোড়ে নিদ্রা যায়, সেইরূপ মহাপ্রলয়ে সমস্ত জীব মায়ের মধ্যে লীন হইয়া আছে। ইহাদের অনন্ত অনন্ত অভুক্ত অপরিপক্ক কর্ম্মসংস্কারে উহারা জড়িত। এখনও কর্ম্ম সমূহের ফল দানের সময় আইসে নাই। মা দেখিতেছেন—এই জীবরাশির কর্ম্ম ক্ষয় না হইলে ইহারা নিরন্তর দুঃখ পাইবে। তাই সৃষ্টি প্রারম্ভে জগজ্জননী আপনিই প্রপঞ্চরূপে আপনাকে বিস্তার করিয়া জীবের কর্ম্মের ক্ষয়ের জন্য জীব সমূহকে বিশ্বে আনয়ন করিয়াছেন। জগতের সর্ব্বত্রই সর্ব্বরূপে তিনি। কর্ম্ম করিতে হয় কর কিন্তু মাকে না ভুলিয়া প্রারব্ধ ক্ষয় করিয়া যাও। জীব তাঁহার আজ্ঞামত কর্ম্ম ক্ষয় না করিয়া তদ্দত্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া কর্ম্মক্ষয় করিতে গিয়া কর্ম্ম বাড়াইয়া নিরন্তর দুঃখ সাগরে উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইতেছে। মা সৃষ্টির প্রারম্ভে অনন্ত অনন্ত জীব এবং অনন্ত অনন্ত অভুক্ত কর্ম্ম দেখিতেছেন—এই মা দয়মান দীর্ঘ নয়নে জীবের কর্ম্মক্ষয়ের জন্য আপনিই জগদাকার ধারণ করিতেছেন—যে মায়ের সঙ্গে জীব সর্ব্বদা আছে সেই মাকে না ভুলিয়া জীব যদি মাকে স্মরণ করিয়া করিয়া সব সহ্য করিয়া কর্ম্ম করিয়া যায় তবেই জীব দুঃখের হাত এড়াইতে পারে। বুঝিতেছ এই মন্ত্রে মাতার সর্ব্বজ্ঞতা, সন্তানের দুঃখ দূর করিবার জন্য মাতার আত্মদান, মাতার অপার করুণা এই সমস্ত দেখান হইয়াছে।

রাম—মুক্ত পুরুষ ব্যবহার রত কিরূপে ?

বশিষ্ট—আপতৎসু যথা কালং সুখ দুঃখেম্বনারতম্।

ন হৃষ্যতি গ্লায়তি যঃ স মুক্ত ইতি হোচ্যতে ॥১৮

অনবরত সুখে দুঃখে পতিত হইলেও যাঁহার হর্ষও হয় না গ্লানীও হয় না তিনিই মুক্ত। ঈপ্সিত অনীপ্সিত, ইষ্ট অনিষ্ট বস্তুতে যিনি সুযুপ্তের ন্যায় অনাসক্ত তিনিই মুক্ত। এই দেহের প্রতি যার অহং মম বুদ্ধি নাই, ইহা হেয় ইহা উপাদেয় এ বুদ্ধিও যার নাই সেও জীবন্মুক্ত। হর্ষামর্ষ ভয় ক্রোধ কাম কর্পণ্য দৃষ্টি দ্বারা যে অন্তরে আক্রান্ত হয় না সেও জীবন্মুক্ত। যে পুরুষ জাগ্রতে সুষুপ্তির মত সমস্ত পদার্থে অনাস্থা করেন আর যিনি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বদা আনন্দযুক্ত তিনিই এই জগতে মুক্ত পুরুষ।

বাল্মীকি বলিলেন মহর্ষি বশিষ্ঠ এই পর্য্যন্ত বলিলে দিবসোজগাম —দিবা অবসান হইল। যথাযথ নমস্কারাদি করিয়া সায়ংকৃত্য করিবার জন্য সকলে তখন গমন করিলেন। শ্যামাক্ষয়ে সূর্য্যোদয়ে সকলে পুনরায় সভাতে আসিলেন।

উপশম ১৭ সর্গঃ।

তৃষ্ণা বিচ্ছেদ উপদেশ।

রাম—তৃষ্ণা ত্যাগেই জীবন্মুক্তি ও বিদেহ মুক্তি হয় বলিতেছেন। আর একবার বলুন তৃষ্ণা শব্দের সহজ অর্থ কি এবং বিদেহমুক্ত ও জীবন্মুক্তের বিভিন্নতা কোথায় ?

বশিষ্ঠ—ইদমস্তু মমেত্যন্তর্যৈষা রাঘব ভাবনা।

তাং তৃষ্ণাং শৃঙ্খলাং বিদ্ধি কলনাঞ্চ মহামতে ॥৭

ইহা আমার হউক, তাহা আমার হউক; ইহা আমার তাহা আমার—হে রাঘব ঐরূপ ভাবনার নাম তৃষ্ণা। এই তৃষ্ণাই—হে মহামতে সংসার বন্ধনের শৃঙ্খল। এখন বিদেহ মুক্ত ও জীবন্মুক্তের প্রভেদ শ্রবণ কর।

বিদেহ মুক্তের কথা মুখের কথায় বলা যায় না। তাঁহারা সমাধিতে থাকেন—একরূপে থাকেন—কোন বাক্য দিয়া প্রকাশ করিতে গেলে বাক্য সেথায় কুণ্ঠিত হইয়া যায়। নিরতিশয়, স্বপ্রকাশ, ভূমানন্দে আপনি আপনি ডুবিয়া থাকা সেখানে দেহও নাই, মনও নাই, অহংও নাই—কে কি করিয়া সে অবস্থা বলিবে? সে অবস্থা বুঝাইবার শব্দও ত নাই। কাজেই যাহারা জীবন্মুক্ত তাঁহাদের কথাই বলি শ্রবণ কর।

প্রাকৃতান্যেব কর্ম্মাণি যয়া বর্জ্জিতবাঞ্ছয়া।

এয়ন্তে তৃষ্ণয়েমানি তাং জীবন্মুক্ততাং বিদুঃ ॥২

বিষয় আস্বাদনের উৎসাহ বর্জ্জিত যে তৃষ্ণা দ্বারা প্রাকৃত কর্ম্ম অর্থাৎ বর্ণাশ্রম স্বভাব প্রাপক কর্ম্ম কৃত হয় তাহাও জীবন্মুক্ততা জানিও। আচার্য্যগণ বলেন সংসার নিগড়ে সেই সকল মানুষ দৃঢ় আবদ্ধ যাহারা বাহিরের রূপরসাদি লালসায় বদ্ধমনোরথ হইয়া অবস্থান করে। ভোগের সঙ্কল্প মাত্রই অনর্থের মূল স্থির জানিয়া যিনি অন্তর হইতে ভোগ সঙ্কল্প দূরীভূত করিয়াছেন অথচ লোক সংগ্রহ প্রয়োজনে ব্যবহার পরায়ণ তাঁহার শরীর মাত্রাশ্রিত বাসনা বা তৃষ্ণা তাঁহার জীবন্মুক্তির লক্ষণ। বাহিরের বিষয় লাম্পট্য যুক্ত তৃষ্ণাই বন্ধন, আর কি ভিতর কি বাহির সকল বিষয়ে লাম্পট্যশূন্য যে তৃষ্ণা তাহাই মুক্তি। মনে রাখিও তৃষ্ণা ও বাসনা একই বস্তু। বিষয় প্রাপ্তির পূর্ব্বে, বিষয় প্রাপ্তির সময়ে এবং এক বিষয় নাশোত্তর কালে যাহার নির্দ্দুঃখতা এবং কোন ইচ্ছা না থাকে সে ব্যক্তি মুক্ত। তুমি সৎ অসৎ সকল বিষয়ে তৃষ্ণা ত্যাগ কর তবেই পরমোদার, পরমপদ প্রাপ্ত ও মহামনা হইবে। বন্ধ, মোক্ষ, সুখ দুঃখ সৎ অসৎ এই সমস্ত ত্যাগ করিয়া অক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রের

মত হইয়া থাক। হে বুদ্ধিমতাম্বর। তুমি আমাকে তোমাকে আর সকলকে অজর অমর ভাবনা করিয়া জরামরণসাধনায় মনকে কলুষিত করিও না। কিরূপে আশা ত্যাগ করিবে জান? এ সকল পদার্থের কিছুই তোমার নহে, তুমিও তোমার নও। সেই সত্য বস্তু ভিন্ন অন্য সমস্তই মিথ্যা ইহা জান এবং সর্ব্বদা অসত্যকে অনাস্থা কর।

অসদভ্যুদিতে বিশ্বে সতী বাসতি সংস্থিতে।

ত্বয়ি তত্তামতিগতে তৃষ্ণায়াঃ সম্ভবঃ কুতঃ ॥১২

অসৎ ভাবে এই বিশ্ব উঠিয়াছে—ইহা সত্য হউক বা অসত্য হউক তুমি কিন্তু মিথ্যা বিশ্বের অতীত, তোমার তৃষ্ণার সম্ভব কোথায়?

রাম—আর একবার বলুন কোন্ কোন্ সিদ্ধান্ত নিশ্চয় করিয়া সর্ব্বদা মনন হইবে?

বশিষ্ঠ—অন্য চ্চ রাম মনসি পুরুষস্য বিচারিণঃ।

জায়তে নিশ্চয়ঃ সাধো স্ফারাকারশ্চতুর্ব্বিধঃ ॥১৩

আপাদমস্তকমহং মাতাপিতৃবিনির্ম্মিতঃ।

ইত্যেকোনিশ্চয়ো রাম বন্ধায়াসদ্বিলোকনাৎ ॥১৪

অতীতঃ সর্ব্বভাবেভ্যো বালাগ্রাদপ্যহং তনুঃ।

ইতি দ্বিতীয়ো মোক্ষায় নিশ্চয়ো জায়তে সতাম্ ॥১৫

জগজ্জাল পদার্থাত্মা সর্ব্বমেবাহমক্ষয়ঃ।

তৃতীয়ো নিশ্চয়শ্চেত্থং মোক্ষায়ৈব রঘূদ্বহ ॥১৬

অহং জগদ্বা সকলংশূন্যং ব্যোমসমং সদা।

এবমেষ চতুর্থোঽন্যো নিশ্চয়ো মোক্ষসিদ্ধয়ে ॥১৭

নিশ্চয়েষু চতুর্থেষু বন্ধায় প্রথমঃ স্মৃতঃ।

ত্রয়ো মোক্ষায় কথিতাঃ শুদ্ধভাবনয়োত্থিতাঃ ॥১৮

বিচারবান্ পুরুষের মনে যে চারিপ্রকার নিশ্চয় স্ফুরিত হয় তাহা বলি শ্রবণ কর।

(১) আপাদমস্তক আমি পিতৃ মাতৃ বিনির্ম্মিত এই এক নিশ্চয়। এই দৃষ্টি অসৎ বলিয়া ইহা বন্ধের কারণ।

(২) আমি দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্ত পদার্থের অতীত; কেশাগ্র অপেক্ষাও আমি সূক্ষ্ম—এই এক নিশ্চয়। এই দ্বিতীয় নিশ্চয় সাধুদিগের হৃদয়ে মোক্ষের জন্য উদিত হয়।

(৩) হে রঘুদ্বহ! এই জগতের সমস্ত পদার্থের অক্ষয় আত্মা—আমিই। এই তৃতীয় নিশ্চয় মোক্ষ প্রদান করে।

(৪) আমি অথবা এই জগৎ সকলই সর্ব্বদা অর্থাৎ কালত্রয়েও আকাশ সদৃশ শূন্য অর্থাৎ নিরাকার। এই চতুর্থ নিশ্চয়ও মোক্ষপ্রদান করে। অহংটা হইতেছে আধ্যাত্মিক পরিচ্ছেদ উপাধি। জগৎটা হইতেছে আধিদৈবিকাদি উপাধি।

ইহার মধ্যে প্রথম প্রকারের নিশ্চয় বন্ধের কারণ। শুদ্ধ ভাবনোত্থিত আর তিন প্রকার নিশ্চয় মোক্ষ প্রদান করে। প্রথম তৃষ্ণাতেই বন্ধন করে। অন্যগুলি শুদ্ধ তৃষ্ণা। এই নির্দ্দোষ তৃষ্ণা সদা স্বচ্ছা। জীবন্মুক্তগণ এই শুদ্ধাতৃষ্ণায় বিলাস করেন। হে মহামতে! আমিই সর্ব্বাত্মা এই রকম যে নিশ্চয় তাহাকেই গ্রহণ কর তাহা হইলে আর কখন বিষাদ প্রাপ্ত হইবে না। আত্মার মহিমা, তীর্য্যক্ ঊর্দ্ধ্ব অধঃ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত; সমস্তই আত্মা উহা যিনি অন্তরে নিশ্চয় করিয়াছেন তিনি বন্ধ হন না। দ্বিত্ব যাহা তাহাই মায়া। আত্মাই সত্য, সদা সৎ। আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত জগৎ আত্মা দ্বারা পূর্ণ। সমুদ্র জলই—তরঙ্গ জল ভিন্ন কিছুই নহে। "অতঃ সত্যমৃতং নিত্যং নানৃতং বিদ্যতে ক্বচিৎ"—ঋত অর্থাৎ প্রমাণ বোধিত ব্রহ্মই সত্য তৎব্যতিরিক্ত যাহা কিছু অনৃত-জগৎরূপে তাহা নাইই। অর্থাৎ সত্যই বিদ্যমান্ অসত্যের বিদ্যমানতা নাই। কটক কেয়ূরাদি স্বর্ণ হইতে যেমন ভিন্ন নহে সেইরূপ জগতের কোন বস্তুই আত্মা হইতে ভিন্ন নহে। জগৎ নির্ম্মাণ লীলায় দ্বৈত অদ্বৈত প্রকাশ হইলেও পরমাত্মময়ী অদ্বৈত শক্তিই সর্ব্বত্র বিজৃম্ভিত।

তোমার নিজের বা পরের কার্য্য বর্দ্ধিত হউক বা নষ্ট হউক তুমি তাহার জন্য সুখ দুঃখী ভাগী হইওনা।

ভাবাদ্বৈতমুপাশ্রিত্য সত্তাদ্বৈতময়াত্মকঃ।
কর্ম্মাদ্বৈতমনাদৃত্য দ্বৈতা দ্বৈত ময়ো ভব ॥২৯

ব্রহ্ম যেমন দ্বৈত ও অদ্বৈত অবলম্বন করিয়া বিরাজমান তুমি সেইরূপ হও। তুমি স্বরূপে অদ্বৈতময়াত্মক হইয়াও ব্যবহারকালে ভাবন দ্বারা অদ্বৈত আশ্রয় করিবে। ব্রহ্ম যেমন প্রাণিগণের কর্ম্মফল দানে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ব্যবস্থাপন কর্ম্ম বিষয়ে অদ্বৈতকে অনাদর করিয়া যেভাবে ব্যবহার করেন তুমি সেইরূপ যথোচিত দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয়পর হও। অদ্বৈতে সমস্তই একরূপ বলিয়া কর্ম্ম সকল হইতে পারে না সেইজন্য অদ্বৈতাচরণে জগৎ ব্যবস্থা ধর্ম্মশাস্ত্রাদি বাধাপ্রাপ্ত হয়। তজ্জন্য দ্বৈত আশ্রয় কিছু করিতে হয়।

তুমি উৎপাৎ পরিপূর্ণ অতি ভীষণ ভবভূমিতে দৃশ্য যে সত্য এই বুদ্ধিরূপ বায়ুতে পড়িও না; তাহা হইলে গহ্বর মধ্যে পতিত হস্তীর ন্যায় হইয়া যাইবে।

দ্বৈতং ন সম্ভবতি চিত্তময়ং মহাত্মন্
আত্মন্যথৈক্যমপি ন দ্বিতয়োদিতাত্ম।
অদ্বৈতমৈক্যরহিতং সততোদিতং সৎ
সর্ব্বং ন কিঞ্চিদপি চাহুরতঃ স্বরূপম্ ॥৩১

হে মহাত্মন্ আত্মাতে—পরমার্থ সত্যে দ্বৈত সম্ভবে না। চৈতন্যে চৈতন্য ভিন্ন অন্য দ্বিতীয় কিছুই থাকিতে পারে না। কারণ দ্বৈত যাহা তাহা চিত্তময়—চিত্ত কল্পিত। কল্পিত যাহা তাহা বস্তুস্পর্শি হইবে কিরূপে? আবার আত্মাতে একত্বাখ্য—সংখ্যা গুণ থাকার সম্ভাবনাও নাই অর্থাৎ এক বলিলে যেমন একত্ব সংখ্যাযুক্ত বস্তু বুঝায় আত্মা সেই একত্ব সংখ্যান্বিত নহেন। আত্মা এক বলিলে ইহা গণ্ডীর মধ্যে

আইসে—পূর্ণ থাকে না অখণ্ড থাকে না। বলিতে পার তবে দ্বিত্ব বলিয়া যাহা কিছু তাহা আত্মার উপরে উদিত হয় কিরূপে? দ্বিত্বাদি পুনঃ পুনঃ আত্মাতে কল্পিত হয় বলিয়া আত্মা দ্বিত্বয়োদিত স্বরূপ বলিয়া মনে হয়। আত্মা একত্ব রহিত, অদ্বৈতই। যে সমস্ত বস্তু আত্মাতে সতত অবভাত হইতেছে তাহাদের পরস্পর ঐক্য না থাকিলেও—ঐ সমস্ত মিথ্যা বলিয়া এক অদ্বৈতই আছেন—সৎমাত্র এই ব্রহ্ম—সমস্ত দ্বৈত এখানে নিরস্ত—চৈতন্য ভিন্ন এখানে অন্য কিছুই নাই। সেইজন্য আত্মাই সর্ব্বত্র ভাসিতেছেন—"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" —শ্রুতি এইরূপই বলিতেছেন।

নৈবাহমস্তি ন চ নাম জগন্তি সন্তি
সর্ব্বঞ্চ বিদ্ধ্যত ইদং ননু নির্ব্বিকারম্।
বিজ্ঞানমাত্রমবভাসত এব শান্তং
নাসন্নসজ্জগদিদঞ্চ সদেতি বিদ্ধি ॥৩২

পরমমৃতমনাদ্যং ভাসনং সর্ব্বভাসা
মজরমজমচিন্ত্যং নিষ্কলং নির্ব্বিকারম্।
বিগতকরণজালং জীবনং জীবশক্তেঃ
সকল কলন হীনং কারণং কারণানাম্ ॥৩৩

অহং বিভাগে ও তুমি বিভাগে যাহা কিছু আছে তাহা একেবারেই সত্য নহে। অহংটা হইতেছে আধ্যাত্মিক পরিচ্ছিন্ন ভাব আর জগতের সমস্ত বস্তুই যখন তুমি বিভাগের অন্তর্গত তখন জগৎটা অধিভৌতিক পরিচ্ছন্নভাব। যাহা আমি নয় তাহাই তুমি। জগতের কোন পদার্থ যখন আমি নহে তখন আমি ভিন্ন সমস্ত পদার্থই তুমি। অহং বিভাগে অবস্থিত সমস্ত কল্পনাই যেমন মিথ্যা সেইরূপ তুমি বিভাগে অবস্থিত যে জগৎ তাহাও মিথ্যা। আমি ও তুমি মিথ্যা হইলে সত্য কি থাকিল? এই সমস্তই তবে নির্ব্বিকার বিজ্ঞান রূপেই বিদ্যমান।

ইহার সাক্ষাৎকার হইলেই তদবভাসতঃ দৃশ্যমান সমস্তই শান্ত। এই জগৎটা সদা অসৎও নহে, সৎও নহে ইহা জানিও।

রাম! আমি আশীর্ব্বাদ করি তোমার দৃঢ়নিশ্চয় হউক যে যিনি সেই পরম শ্রেষ্ঠ, যিনি অমৃত স্বরূপ, যিনি আদি অন্তহীন, যিনি ভাসনং সর্ব্বভাসাং—সকল বস্তুকে প্রকাশিত করেন যে সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নি তাঁহাদেরও প্রকাশক, যিনি অজর, যিনি অজ, যিনি অচিন্ত্য, যাঁহার কলা বা অংশ নাই, যিনি বিকারবর্জ্জিত, যিনি ইন্দ্রিয়গ্রাম রহিত, যিনি জীবনং জীবশক্তেঃ—জীবশক্তি যে প্রাণ তাহারও জীবন অর্থাৎ প্রাণকেও প্রাণন ব্যাপারে নিযুক্ত করেন অর্থাৎ শ্রুতি যাহাকে বলেন "প্রাণস্য প্রাণম্" যিনি সমস্ত কলনা বা কল্পনাশূন্য, যিনি সর্ব্বকারণের কারণ, এই যিনি তাঁহারই দৃঢ় নিশ্চয় তোমারহউক, আর

সতত মুদিতমীশং ব্যাততে চিৎপ্রকাশে
স্থিতমনুভববীজং স্বাত্মভাবোপদেশ্যম্।
স্বদনমনুচিতোঽন্তর্ব্রহ্ম সর্ব্বং সদৈব
ত্বমহমপি জগচ্চেত্যস্তুতে নিশ্চয়োস্তু ॥৩৪

আর যিনি সতত উদিত—কস্মিন্‌কালে যিনি মুদিত নহেন, যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর, যিনি সমন্তাৎ প্রসারিত চিৎপ্রকাশেস্থিত—সমন্তাৎ প্রসারিত প্রকাশস্বরূপে জ্ঞানে অবস্থিত, যিনি অনুভব বীজং—চাক্ষুষাদি অনুভব সকলের মূলীভূত, যিনি স্বাত্মভাবে উপদেশ্য—তাঁহার স্বাত্মভাব হইতেছে স্বস্বরূপে অবস্থান—সেই স্বাত্মভাবে তত্ত্বমসীতি দ্বারা উপদেশের যোগ্য—যাঁহার অপরোক্ষ জ্ঞান কোন শব্দ দ্বারা উপদেশ করা যায় না, যিনি অন্তস্বদন ব্রহ্ম—অন্তরানন্দৈকরস ব্রহ্মই তুমি, আমি জগৎ সমস্তই তিনি ভিন্ন আর কিছুই নহে—ইহার অনুসরণে জন্মায় যে দৃঢ় নিশ্চয় তাহাই তোমার অন্তঃকরণে সর্ব্বদা স্ফুরিত হউক।—ইহার জন্য আমার আশীর্ব্বাদ।

উপশম ১৮ সর্গঃ।

কোন্ ভাবে সংসারে বাস করিতে হইবে।

রাম—আপনার শ্রীমুখ গলিত আশীর্ব্বাদ পাইয়া ধন্য হইলাম এবং কত অমৃতময় উপদেশ শুনিতেছি এখন বলুন সংসারে কিরূপ ভাবে বাস করা উচিত ?

বশিষ্ঠ—শ্রবণ কর। যাঁহারা "গুরুরোজ্ঘ্রিপদ্মে" মন লাগাইবার কৌশল শিখিয়াছেন, অথবা যাঁহারা কায় মন ও বাক্যে তাঁহার স্মরণের কৌশল শিখিয়াছেন অর্থাৎ যাঁহারা মনকে ভিতরে সমাহিত করিতে পারেন, আর যাঁহারা কাম লোভাদি দ্বারা হতচিত্ত নহেন দূষিতচিত্ত নহেন, সংসারে বিচরণ করা যাঁহাদের লীলামাত্র, তাঁহাদের স্বভাব তাঁহাদের সংসার স্থিতির কথা বলি মনোযোগ কর।

মহামননশীল জীবন্মুক্ত জনগণ এই সংসারে বিহার করিলেও আদি-মধ্য-অন্ত বিরস এই জাগতী গতি যে হাস্য যোগ্য—যে অতি তুচ্ছ ইহাই দেখেন। এই সংসার আদিতে জন্মাদি দুঃখো মধ্যে আধ্যাত্মিক দুঃখ আর অন্তে মৃত্যুনরকাদি দুঃখে সর্ব্বদাই বিরস। তাই ইঁহারা এই সমস্ত উপহাস করিয়াই এখানে বিহার করেন।

ইঁহারা উচিত কর্ম্মে স্পন্দিত হন, শত্রু মিত্রকে সমান ভাবে দেখেন, এবং জ্ঞেয় ও ধ্যেয় বাসনা ত্যাগের মধ্যে ধ্যেয় বাসনা ত্যাগ অবলম্বন করিয়া থাকেন। কোন কিছুতে উদ্‌বেগ নাই, সকলের অভিমতের পরিপোষণকারী—কাহারও অপ্রিয়কারী নহেন, আত্ম বিবেকোদ্ভাসিত দৃষ্টি লাভ করিয়া প্রবোধরূপ উপবনে স্থিতিলাভ করেন। সকলের অতীত সেই পরম পদ লাভ করিয়া ইনি পূর্ণ-চন্দ্রের ন্যায় অন্তঃশীতল, নোদ্বেগী ন চ তুষ্টাত্মা"—কোন কিছু যাওয়াতে উদ্‌বেগ নাই পাওয়াতেও সুখ নাই, ইনি "সংসারের নাব সীদতি" সংসারে অবসন্ন হননা। শত্রু মিত্রের প্রতি সমভাবে দয়া দাক্ষিণ্যাদিযুক্ত, গুরু প্রভৃতির প্রতি সময়োচিত সেবা পরিপালনাদি রত অথচ সংসারে অবসন্ন নহেন।

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে।

২৫শ বর্ষ। } মাঘ, ১৩৩৭ সাল। { ১০ম সংখ্যা।

নির্ব্বাসিতা সীতা।

(১)

লোকে বলে আমি নাকি "নির্ব্বাসিতা সীতা"।
নয়ন বঞ্চিত জন কহে এই কথা ॥১
সর্ব্বেন্দ্রিয়-রসায়ন-আনন্দের খনি।
হৃদি পদ্মাসনে সদা রাম-নীলমণি ॥২
সে মণি-আলোক মুখ প্রতি রোমকূপ
বুক মাঝে রচিতেছে ইন্দ্রের ধনুক ॥৩
হৃদয়-আকাশে মম রাম-সুধাকর।
ঢালিতেছে সুধাধারা দেখি নিরন্তর ॥৪

---

* জগন্মাতা সীতার এই মানবী লীলা নিজ অবস্থার সঙ্গে মিলাইয়া চিন্তা করা আবশ্যক। মাতা বাহ্যতঃ বিষাদিতা এবং রামচরণচ্যুতা হইলেও অন্তরে আনন্দমূর্ত্তি, এবং রামময়ী, মহর্ষি "রামং কৃত্বা সদা হৃদি" (১) "স্বাগতং পতিদৈবতে"! (২) ইত্যাদি বাণীদ্বারাই উহা প্রকাশ করিয়াছেন। পতি

রাম পদ্ম মধু পানে মনো-মধুকর।
মত্ত হয়ে মাতিয়াছে মরি কি সুন্দর ॥৫
ঊর্দ্ধে অধে, জলে স্থলে, বায়ু ব্যোমপটে।
ভিতরে বাহিরে "রাম" দেখি সর্ব্বঘটে ॥৬
অযোধ্যায় মিলনেতে ছিলাম যখন।
"একরূপ" হেরিতাম নয়ন রঞ্জন ॥৭
বাল্মীকির তপোবনে বিরহে মাতিয়া।
"বিশ্বরূপ" রাম দেখি নয়ন ভরিয়া ॥৮
যে দিকে ফিরাই আঁখি দেখি প্রাণারাম।
পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে দূর্ব্বাদল শ্যাম ॥৯
নহে ইহা নির্ব্বাসন, সতত মিলন।
সর্ব্বরসময় রামে সদা আস্বাদন ॥

(২)

রাক্ষস-বিলাস-বনে একাকিনী বসি।
জপিতাম "রাম" "রাম" "রাম" দিবানিশি ॥

যাঁহার দেবতা, তিনি নির্ব্বাসিতা হইতেই পারেন না; কারণ দেবতা যে সর্ব্বব্যাপী পদার্থ, পতিতে দেবতানুভূতি প্রবুদ্ধ হইলে তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্বের উপলব্ধি হইবেই। এ অবস্থার অনুভূতি এইরূপ "বঁধু! তুমি মোর প্রাণ! যখন যে ভাবে থাকি, তুয়া মুখ বুকে দেখি, অমিয়া সাগরে করি স্নান"। এই আনন্দামৃত মজ্জমান অবস্থায় বিরহ নির্ব্বাসন প্রভৃতির স্থান নাই। এখানে স্বয়ং শ্রীরামও বলিয়াছেন—"শুদ্ধায়াং জগতী মধ্যে বৈদেহ্যাং প্রীতিরস্তু মে।" "জগৎপাবনী সীতায় আমার প্রেম নিত্য অবস্থিত হউক" ইহাই প্রেমময় পুরুষ পুরুষের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। সুতরাং শ্রীসীতারামের বাহিরে বিরহ' অন্তরে অনন্ত মিলন। এখানে আরও কথা এই যে মহর্ষি—লীলাময়ী মাতা সীতাকে "পতি দেবতা" রূপে বহুশঃ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দেবতা অনন্তরূপ

তপোবনে বৃদ্ধ ঋষি মাতা পুত্র মিলি
অবিরাম অভিরাম "রাম" "রাম" বলি ॥১২
রাম নাম সুধাপানে অতৃপ্ত যে মুনি।
তাঁহারই প্রত্যক্ষ বেদ রামায়ণ বাণী ॥১৩
ঋষি কণ্ঠে পুত্রকণ্ঠে মোর কণ্ঠে "রাম"
"রাম" "রাম" "রাম" "রাম" নাম অবিরাম ।১৪
কেমন এ নির্ব্বাসন ? দেখ না ভাবিয়া।
নামী নাম স্থূল সূক্ষ্ম জগৎ ব্যাপিয়া ॥১৫

(৩)

"জনম দু'খিনী সীতা বলে যেই জন।
জানে না মরম কথা সেই অভাজন ॥১৬
চিদানন্দ রাম ব্রহ্ম শক্তি রূপা সীতা।
"জনম দুখিনী ইহা অনৃত বারতা ॥১৭

হইলেও প্রধানতঃ (১) কৈবল্যরূপ, (২) ছন্দোরূপ, (৩) মন্ত্ররূপ এবং (৪) মূর্ত্তিরূপ এই চারি প্রকারে কীর্ত্তিত হয়েন। জগন্মাতা সীতার মানবীলীলায় জগৎপতি শ্রীরাম পতি দেবতার পূর্ব্বকথিত রহস্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে ইহা প্রণিধান করা আবশ্যক। মাতা যখন শ্রীরাম সঙ্গে মিলিতা, তখন পতি দেবতার মূর্ত্তিরূপতা—"নব দূর্ব্বাদলশ্যামো রামো রাজীবলোচনঃ।" আবার মা যখন বিরহিণী "উপবাস কৃশা দীনা মলিনা মলিনাম্বরা," তখন পতি দেবতার ঐ মূর্ত্তি মন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাই মাতা "হা রাম! হা জগন্নাথ! হা মম প্রাণবল্লভ!" বলিতে বলিতে সতত অশ্রুজলপ্লাবিতমুখী। আবার মা যখন নির্ব্বাসিতা, তখন ঐ মূর্ত্তি এবং মন্ত্র ছন্দোমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাই মা আমার স্বয়ং ছন্দোমাতা হইয়াও ঋষিকণ্ঠে পুত্রকণ্ঠে "অতি মানুষ ছন্দে" বদ্ধ শ্রীরামায়ণ গীতি শুনিতে ভালবাসেন; আবার লীলান্তে প্রভুর কৈবল্যরূপতায় মিশিয়া এক হইয়া যান। সুধী পাঠক পরমর্ষির বেদ রামায়ণে মাতৃলীলা প্রণিধান করিলেই ঐ ইঙ্গিত বুঝিতে পারিবেন। আমরা লিখিত কবিতায় সামান্য আভাস দিলাম।

(৪)

"সীতা নির্ব্বাসন" ইহা অসম্ভব কথা।
শক্তি ছেড়ে শক্তিমান্ থাকেন বা কোথা?১৮
চন্দ্রে জ্যোৎস্না, সূর্য্যে প্রভা, অনলেতে জ্বালা।
রামে সীতা আলিঙ্গিতা হৃদয়েতে মালা॥১৯
"আমি রাম এক বস্তু" জানে না যে জন।
সেই বলে অবহেলে "সীতা নির্ব্বাসন।"

শ্রীশরৎকমল ন্যায়তীর্থ।

"যদায়াতি তদায়াতু ন মে বৃদ্ধি র্ন বা ক্ষয়ঃ"।

"যা আসে আসুক তাতে আমার কিছু আসেও না কিছু যায়ও না" বল দেখি এ কথা বলিতে পারে কে?

ইহার অর্থ যিনি ধারণা করিতে পারেন তিনিই পারেন। "ন মে বৃদ্ধির্ন বা ক্ষয়ঃ" বলিবামাত্র যিনি সেই একমাত্র সত্যবস্তুকে স্মরণ করিতে পারেন—তিনিই বলিতে পারেন।

কে তিনি?

ভক্ত পারেন আর জ্ঞানীও পারেন।

কি রকম?

ভক্ত যিনি তিনি ত ভগবানকে সব দিয়াছেন—তিনি ত নিজের জন্য কিছুই রাখেন নাই। কোন কিছু আসিল বা গেল তাঁহাতে তাঁর লাভ কি আর ক্ষতিই বা কি?

দুঃখ যখন ভয়ানক ভাবে আসে তখন?

ঠাকুর! ঠাকুর! ঠাকুর! বড় যাতনা—আর যে পারিনা—রক্ষা কর, রক্ষা কর, বলিয়া ঠাকুরের ধামে মনে মনে কাঙ্গালের মত হইয়া সেই "শিরসি পদনখাৎ সর্ব্বসৌন্দর্য্যসারং"—সেই "সর্ব্বাঙ্গে সুমনোহরং"—সেই "শান্ত

মূর্ত্তিং প্রশান্তং” ঠাকুরের দ্বারে ভিখারীর মত দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকা—এ ভিন্ন আর উপায় নাই। সেই সুন্দর নয়ন কমলে দৃষ্টি রাখিতে রাখিতে যদি দুই চারি ফোঁটা চক্ষের জল পড়ে তবে পরীক্ষা করিয়া দেখিও—ঠাকুর তোমার দুঃখ নিজে গ্রহণ করিতেছেন—তুমি দেখিতেছ—যাতনাও চিরস্থায়ী হয় না—ক্ষণে আসে ক্ষণে যায়। আবার যাতনা আসিল, আবার তাই কর—ঠাকুরকে যে সব দিয়াছ—তবে দুঃখটাই কি নিজের জন্য রাখিয়াছ? ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সহ্য করিতে অভ্যাস কর। কয়দিন অভ্যাস করিলে বল যে এককক্ষণেই বুঝিবে ঠাকুর সব সরাইয়া দিলেন। দিবেনই নিশ্চয়—তুমি কিছুদিন ধরিয়া অপরাধের ফোঁড়া অস্ত্র করিবার সময় সহ্য করিতে অভ্যাস কর—সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা করিবা মাত্রই সব শান্ত করিয়া দিতেছেন না বলিয়া হতাশ হইও না। ইহাত সাধনা নহে। যাতনা সহ্য করা যে বড় সাধনা। সাধনা কর সিদ্ধি লাভ করিবে। ঠাকুরই করাইয়া দিবেন। তুমি যে তাঁহার হইতে চাও—তাঁহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া সব সহ্য করা—সব অগ্রাহ্য করাই যে বড় সাধনা।

এই সাধনাতে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে ভাল অবস্থাতে তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিলে চলিবে কি? ভুলিয়াই যদি থাকিলে তবে তুমি ঠাকুরের হইলে কি? এ তোমার কেমন ভালবাসা? তাঁর আজ্ঞা পালনের জন্য নিত্য ক্রিয়াতে—প্রতি মন্ত্রজপে—মন্ত্ররূপী ঠাকুরকে প্রণাম করিতে করিতে কর্ম্ম কর—স্নানকালে নমঃ কর, মেধ্য আহারে নমঃ কর, শয়ন কালে নমঃ করিয়া শয্যাগ্রহণ কর, উত্থানে নমঃ কর, কথা কহিবার সময় মনে মনে নমঃ কর, সকল মূর্ত্তিতে, সকল অমূর্ত্তিতে, সকল ভাবনাতে নমঃ করিতে ভুলিও না। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ সাধনা। মাং নমস্কুরু ত ইহাই। করিয়াছ কি? কতদিন করিয়াছ তাই বল? না অভ্যাস করিয়া থাক—এখন হইতে—এই মুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ কর। প্রথম প্রথম ভুল হইবে—কিছু কাল কষ্ট করিয়া অভ্যাস করিলে ক্রমে তাঁর প্রসন্নতা অনুভব করিতে পারিবে, তখন বলিতে পারিবে “যদায়াতি তদায়াতু ন মে বৃদ্ধি ন´বা ক্ষয়ঃ” যা আসে আসুক তাহাতে আমার কিছু এলও না কিছু গেলও না।

কেমন পারিবে?

স্নান আহার নিত্য কর্ম্ম—সমস্তই তাঁর অনুগ্রহ ভিক্ষার জন্য নমঃ করিয়া করিতে বলিতেছ। সঙ্গে সঙ্গে আরও কি কিছু করিতে হইবে?

হাঁ। সৎসঙ্গেই হউক বা সৎশাস্ত্র সাহায্যেই হউক ঠাকুর যে সর্ব্বব্যাপী

সর্ব্বশক্তিমান্—নির্গুণ সগুণ আত্মা এবং অবতার সমকালে ইহা শ্রবণ কর—মনন কর—ইহাই স্বরূপ চিন্তা।

"যদায়াতি তদায়তু"—এই কথা ?

জ্ঞানী এই কথা কিরূপে বুঝেন বলিতে চেষ্টা করিতেছি। শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার ভোগ ত্যাগ করাই জ্ঞানীর একমাত্র সাধনা। জ্ঞানী আপনার আত্মাকে সর্ব্বদা দেখিতে সচেষ্ট। আত্মা ভিন্ন আর যাহা কিছু—যাহা অনাত্মা তাহার ভোগই মানুষ করে। জ্ঞানী যাহা আত্মা নয় তাহা "দৃশ্যতে শ্রূয়তে স্মর্য্যতে বা" দেখিতে শুনিতে স্মরণ করিতে চান না, জ্ঞানী সর্ব্বদা ভাবিতে চান

"যথা নভঃ সর্ব্বগতং ন লিপ্যতে।
তথা ভবান্ দেহগতোঽপি সূক্ষ্মকঃ॥"

আকাশ যেমন সর্ব্বগত হইয়াও কোন কিছুতে লিপ্ত হয় না সেইরূপ আত্মা দেহগত হইলেও অতি সূক্ষ্ম বলিয়া দেহের কোন কিছুতেই লিপ্ত হন না। জ্ঞানী নিম্নলিখিত শাস্ত্রোক্তি কণ্ঠের হার করিয়া রাখেন।

"তস্মাৎ জ্ঞানং সদাভ্যসেৎ"।
"তস্মাৎ যত্নঃ সদা কার্য্যো বিদ্যাভ্যাসে মুমুক্ষুভিঃ॥"
"আত্মজ্ঞানে সদোদ্যোগো বেদান্তার্থাবলোকনম্"॥ ইত্যাদি

বিদ্যাভ্যাস ত সকলেই করে। জ্ঞানীর বিদ্যাভ্যাস কিরূপ ?

সাধারণের বিদ্যাভ্যাসটা জ্ঞানীর বিদ্যাভ্যাস নহে। জ্ঞানীর বিদ্যাভ্যাস হইতেছে

"নাহং দেহশ্চিদাত্মেতি বুদ্ধির্বিদ্যেতি ভণ্যতে"।
অবিদ্যা সংসৃতের্হেতুর্বিদ্যা তস্য নিবর্ত্তিকাঃ"
"তস্মাৎ যত্নঃ সদা কার্য্যো বিদ্যাভ্যাসে মুমুক্ষুভিঃ"।

আমি দেহ নই আমি চিদাত্মা—ইহাই বিদ্যা। ইহাই জ্ঞানী অভ্যাস করেন। কোন্ চিন্তায় ইহার অভ্যাস হয় তাহাই বলুন ?

শ্রবণ কর।

আত্মা কোন্ বস্তু তাহাই প্রথমে বুঝিতে হইবে। তোমার মধ্যেও আত্মা আছেন—আর সকলের মধ্যেও আত্মা সমভাবে আছেন। ইনি সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে দ্রষ্টা ভাবে ও সাক্ষীভাবে বিরাজিত। আত্মা সর্ব্বশক্তিমান্ আত্মা সর্ব্বব্যাপী। তবে বল আত্মা তোমার মধ্যে এবং সর্ব্বত্র সর্ব্ববৃক্ষে সর্ব্বলতায় সর্ব্বআকাশে সকল বস্তুর মধ্যে থাকিয়া তোমায় দেখিতেছেন কিনা ? সকল বিষয়ে তিনি সাক্ষী কিনা ?

সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে ছোট ভাবিয়া তুমি ছোট হইয়া গিয়াছে। ইহাই অবিদ্যা। বড় জিনিষের চিন্তা করিয়া করিয়া বড় হইয়া যাও—ইহাই জ্ঞানীর কার্য্য।

বলুন ইহা কিরূপে হইবে?

আত্মা অপেক্ষা বড় কোন কিছুই—এজগতে বা কোন জগতে নাই। যাহার মধ্যেই তিনি থাকুক না কেন তিনি তাঁহার সর্ব্বব্যাপী স্বরূপ কখন ত্যাগ করেন না। আবার তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তারও অভাব কখন হয় না।

কিছুই ত অনুভবে আসে না। কোন দৃষ্টান্ত কি এখানে আছে?

শ্রবণ কর শ্রুতি কি বলেন।

প্রশ্ন—যাহা স্বর্গ হইতেও উপরে, যাহা পৃথিবীর অধোদেশে, আর যন্মধ্যে এই দৃশ্যমান দ্যাবা পৃথিবী, আর যাহা গত হইয়াছে, যাহা বর্ত্তমান আছে, যাহা আগামী এই সমস্ত পদার্থ বলত কাহাতে ওতপ্রোত রহিয়াছে?

উত্তর—"আকাশ এব তদোতং চ প্রোতং চেতি" আকাশই সমস্ত পদার্থকে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপিয়া আছে।

দেখিতেছ শ্রুতি বলিতেছেন জাগতিক বস্তুর মধ্যে আকাশ অপেক্ষা বৃহৎ আর কিছুই নাই। জগতে যাহা কিছু বস্তু আছে, হইবে, হইয়া গিয়াছে আকাশই সমস্তকে ব্যাপিয়া আছে। সপ্ত সর্গের উপরেও আকাশ, আবার সপ্ত পাতালের নীচেও আকাশ, আবার স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে যে অন্তরীক্ষ লোক সেখানেও আকাশ।

প্রশ্ন—কিন্তু "কস্মিন্ খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি"? কিন্তু আকাশ কাহাতে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত?

উত্তর—ইনি অবিনাশী ব্রহ্ম—ইনিই আত্মা।

তবে বল দেখি আত্মা কত বৃহৎ? জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র গায়ত্রীকে চিন্তা করিতে হইলে যেমন তাঁহাকে সবিতার বরণীয় ভর্গ বলিয়া বলা হয় এবং সূর্য্যকে দেখাইয়া তন্মধ্যে ইঁহাকে চিন্তা করিতে হয় সেইরূপ আত্মা যে কত বৃহৎ তাহা বুঝাইবার জন্য শ্রুতি আকাশকেই দেখাইতেছেন। এই আকাশ ধরিয়া আকাশ অপেক্ষা বৃহৎ যে আত্মা তাঁহার ধারণা করিতে হয়।

আবার আকাশ সকল বস্তুকে ব্যাপিয়া থাকিলেও যেমন কিছুতে লিপ্ত হয় না সেইরূপ আত্মাও সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বদেহব্যাপী হইয়াও কোন দেহে লিপ্ত হন না।

আকাশ অতি সূক্ষ্ম বলিয়া আকাশকে যেমন খণ্ড করা যায় না সেইরূপ "আত্মা অণোরনীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" হইলেও কিছুতেই ইনি খণ্ডিত হন না। কাজেই তোমার দেহে যে আত্মা আছেন

তিনি খণ্ড আত্মা নহেন, অংশ আত্মাও নহেন তিনিই পূর্ণ আত্মা। তুমি এক অবিদ্যা বলে ভাবিয়া রাখিয়াছ আমি অংশ আত্মা—কিন্তু ইহা ভ্রম। আত্মার অংশ হয় না। তুমিও ছোট নও। এই আমি আমি যাঁহাকে কর তিনি পূর্ণ, তিনিই সর্ব্বব্যাপী।

আত্মা যে সর্ব্বব্যাপী ইহাও কি শ্রুতি বলেন?

শ্রুতি যাহা না বলিয়াছেন তাহা কি অন্য কেহ বলিতে পারে? শ্রবণ কর

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো
যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং
যঃ পৃথিবীমন্তরো যমযত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যামৃতঃ॥

এই আত্মা পৃথিবীতে ওতপ্রেতভাবে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে ভিন্ন, যাঁহাকে পৃথিবী বা পৃথিবীর অধিষ্ঠাতৃ দেবতাও জানেন না, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি পৃথিবীর অন্তরকে প্রেরণা করেন অর্থাৎ পৃথিবী দেবতাকে প্রেরণ করেন, যিনি তোমার আমার সকলের আত্মা, যিনি সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী তিনিই সর্ব্ব সংসার ধর্ম্ম বর্জ্জিত অবিনাশী আত্মা।

শুধু কি পৃথিবীতে তিনি ওতপ্রোত? শুধু তাই নয়—তিনি জলরাশিতে অগ্নিতে বায়ুতে ওতপ্রেতভাবে থাকিয়াও ইহাদের হইতে ভিন্ন; জল, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, বায়ু ইহাদের দেবতাও আত্মাকে জানেন না—আত্মারই শরীর সমস্তই ইনিই সকলকে প্রেরণা করিতেছেন ইনিই আত্মা অন্তর্যামী অমৃত—অবিনাশী আত্মা।

শুধু তাই নহে। ইনি সূর্য্যে, দিক সকলে, চন্দ্রতারকায়, আকাশে, অন্ধকারে, তেজে—সর্ব্বত্র অবস্থিত। ইনি ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সকল ভূতের অন্তর্যামী। ইনিই প্রাণে, চক্ষুতে, বাক্যে, কর্ণে, মনে, ত্বকে, বুদ্ধিতে, বীর্য্যে সর্ব্বত্রঅবস্থিত এই সমস্তই আত্মার শরীর।

বুঝিলাম আত্মা কি। ইনি যে সর্ব্বশক্তিমান্ তাহাও কি শ্রুতি দেখাইতেছেন?

শ্রুতি সমস্তই দেখাইতেছেন।

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌঃ তিষ্ঠত এতস্যবা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! দ্যাবা পৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ—ইত্যাদি; ইনিই সূর্য্যচন্দ্রকে, দ্যুলোক হইতে ভূলোক পর্য্যন্ত সৌর জগতকে, নিমেষ মুহূর্ত্ত, দিবা রাত্রি, অর্দ্ধমাস, মাস, ঋতু, বৎসর সকলকে আপন আপন অধিকারে রাখিয়া শাসন করিতেছেন। ইহাঁরই প্রশাসনে শ্বেত পর্ব্বত হইতে পূর্ব্বদেশীয় নদী সকল পূর্ব্বদেশে বহিতেছে, পশ্চিমদেশীয় নদী সকল পশ্চিম দেশে বহিতেছে; মনুষ্য সকল, দেবতা সকল ইহাঁরই অনুগত।

এই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ আত্মাকে অনুভব করিতে পারিলে তবে জ্ঞানী হওয়া যায়।

শুনিলাম আত্মার কথা—এখন "কৃপাকরি বল রায় পাবার উপায়"। ইহাঁকে অনুভব করা যায় কিরূপে তাহাই বলুন।

জ্ঞানী কিরূপে ইহাঁকে লাভ করেন তাহার বহু বহু উপায় শাস্ত্র বলিতে-ছেন। ইহাঁকে যোগমার্গে পাওয়া যায়, ভক্তি মার্গে নিষ্কাম কর্ম্ম যোগে পাওয়া যায়, আবার জ্ঞান মার্গের অনুষ্ঠানেও পাওয়া যায়। সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জ্ঞান গ্রন্থ যোগবাশিষ্ঠে ইহাঁর প্রাপ্তির অনুষ্ঠান সর্ব্বত্র আছে। এখানে জ্ঞানের অনুষ্ঠানের দুই চারিটি কথা মাত্র আলোচনা করা যাইতেছে।

বলুন—আমি সম্পূর্ণ মনোযোগের সহিত ধারণা করিতে চেষ্টা করি।

শ্রবণ কর।

জ্ঞানীর প্রথম অনুষ্ঠান আত্মা কি ইহার ধারণা করা। এই জন্য আত্মা সম্বন্ধে শ্রবণটি প্রথম অনুষ্ঠান। দ্বিতীয় অনুষ্ঠান মনন; সমস্ত বিচার করিয়া আত্মাকেই মনে রাখা—আমি আত্মাই ইহা নিশ্চয় করা। তৃতীয় অনুষ্ঠান আত্মার নিদিধ্যাসন করা। আমিই আত্মা—আমিই সর্ব্বব্যাপী আত্মা—আমিই সর্ব্বশক্তিমান্ আত্মা, ইহা দৃঢ়ভাবে সর্ব্বদা ভাবনা করা।

ইহা কি সকলে পারে?

পারেনা। কেন পারেনা জান? আত্মা কি অনাত্মা কি ইহার বিচার করিয়া, অনাত্মার ভোগ ত্যাগ করিবার অভ্যাস করেনা বলিয়া, আত্মা হইয়া থাকিতে পারেনা। ভোগ বাসনাই আত্মজ্ঞান লাভের একমাত্র বিঘ্ন। ভোগ কি বিচার কর দেখিবে বাহিরের "দৃশ্যতে শ্রূয়তে স্মর্য্যতে" যাহা কিছু বাহিরে দেখ, যাহা স্মরণ কর, যাহার কথা শ্রবণ কর তাহাই অনাত্মা। দেহ যাহা ভোগ করিতে চায়—আহার, নিদ্রা প্রভৃতি সমস্তই অনাত্মা, মরিয়া যাইব এই ভয়ও অনাত্মার কার্য্য। অনাত্মা যাহা কিছু তাহাকেই মন হইতে বাহির করিয়া দিতে হইবে। আত্মাতে ডুবিয়া আত্মাতে ভরিত হইয়া না থাকিতে পারিলে ইহা হইবে না। যখন আত্মাই হইয়া রহিলে তখন আত্মা ভিন্ন আর কি আছে বল—যে ভোগ করিবে?

লোকে যাহাকে আমি আমি করে প্রকৃত পক্ষে তিনিই ত আত্মা। এই আত্মাকে যখন বুদ্ধির বা মনের সঙ্গে এক মানিয়া লওয়া হয় তখন ইহাঁর নাম হয় জীব। কিন্তু আত্মা কাহারও সহিত এক হইয়া যান না। এত বড় যিনি—

তাঁহার মত আর কেহ থাকিলে ত এক হওয়া সম্ভব হয়? দ্বিতীয় ত আর নাই। আকাশ আকাশেরই মত বলিতে হয়—সাগর সাগরের মতই বলিতে হয়। অজ্ঞানেই বলা হয় বুদ্ধির সহিত আত্মা এক হইয়া গিয়াছেন। তা হয় না। তিনি বুদ্ধির সাক্ষীরূপেই সর্ব্বদা থাকেন। এই আত্মভাবে যদি কেহ থাকিতে পারেন তখন আর দ্বৈত বলিয়া ত কিছুই থাকে না।

এই ভাবে থাকা কি সহজ? তথাপি শুনিতে ইচ্ছা হয় শ্রুতি এই অদ্বৈত ভাবের কথা কিরূপ বলেন?

বড় সুন্দর। শ্রবণ কর। আর কণ্ঠের আভরণ করিয়া ইহা রাখ। বলুন।

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং রসয়তে, তদিতর ইতরং অভিবদতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং স্পৃশতি, তদিতর ইতরং বিজানাতি।

যত্র তু অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ,
তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ, তৎ কেন কং রসয়েৎ।

তৎ কেন কং অভিবদেৎ, তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ, তৎ কেন কং মন্বীত, তৎ কেন কং স্পৃশেৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ।

যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ। স এষ নেতি নেত্যাত্মহগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্য্যো, নহি শীর্যতেঽসঙ্গো নহি সজ্জতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি

বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ—ইত্যুক্তানুশাসনাসি মৈত্রেয্যেতাবদরে খল্বমৃতত্বমিতি হোক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যো বিজহার॥

বৃহদা ৪র্থ অধ্যায় ৫ম ব্রাহ্মণ ১৫ মন্ত্র।

অরে মৈত্রেয়ি! যে অবস্থায় আত্মা দ্বৈতমত হন তখন আত্মা হইতে অপর যাহা তাহাই অপরকে দেখে, ইতর ইতরকে আঘ্রাণ করে, ইতর ইতরের রস গ্রহণ করে, ইতর ইতরকে বলে, ইতর ইতরের কথা শ্রবণ করে, ইতর ইতরকে মনন করে, ইতর ইতরকে স্পর্শ করে, ইতর ইতরকে জানে। যখন জীবাত্মার নিকটে সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায় তখন কাহা দ্বারা কাহাকে দেখা যাইবে, কাহা দ্বারা কাহাকে আঘ্রাণ করা যাইবে, কাহার দ্বারা কাহার রস গ্রহণ

করা যাইবে, কাহার দ্বারা কাহার সহিত কথা কহিবে, কাহার দ্বারা কাহাকে শ্রবণ করা যাইবে, কাহার দ্বারা কাহাকে মনন করা যাইবে, কাহা দ্বারা কাহাকে স্পর্শ করা যাইবে, কাহা দ্বারা কাহাকেই বা জানা যাইবে? যাহা দ্বারা এই সমস্তকে জানা যায় তাঁহাকে আবার কাহা দ্বারা জানা যাইবে? ইহা আত্মা নয় ইহা আত্মা নয় এই নেতি নেতি করিয়া যিনি অবশিষ্ট থাকিবেন তিনিই আত্মা—কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে ধরা যায় না; যেহেতু তিনি অশীর্ণ—শীর্ণ হইবার অযোগ্য অতএব কখন শীর্ণ হন না। যেহেতু কাহারও সহিত তাঁহার সঙ্গ হয় না এজন্য তিনি কোথাও আসক্ত নহেন, হিংসার যোগ্য নহেন বলিয়া তিনি ব্যথা পান না, এবং বিনাশও প্রাপ্ত হন না। অরে মৈত্রেয়ি! যিনি সকলের বিজ্ঞাতা—সকল জ্ঞানের কর্ত্তা, যিনি তাঁহাকে কিসের দ্বারা জানিবে? এই উপদেশ তোমাকে করিলাম। ইহাই অমরত্ব—মৃত্যু অতিক্রম করার সাধন। এই বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

আহা অতি সুন্দর! অতি সুন্দর! এই সমস্ত কথা শুনিতেও অতি মিষ্ট, বলিতেও অতি মিষ্ট কিন্তু—

কিন্তু আবার কি?

কিন্তু এই আত্মভাবে স্থিতি কি সহজে হয়?

না হইলেও উগ্র পুরুষার্থ দ্বারা ইহা লাভ করা যায়। কোন্ সাধনা দ্বারা ইঁহাকে লাভ করা যায়?

"যদেবৈষ বৃণুতে"—যাঁহার উপর ইনি অনুগ্রহ করেন—

"যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতি"—যাঁহার উপরে ইনি প্রসন্ন হন তাঁহাকেই ইনি দেখা দেন।

কাহার উপরে ইনি প্রসন্ন হন?

যিনি ইহাঁর আজ্ঞা পালনে প্রাণপণ করেন।

আজ্ঞা পালনে প্রাণপণ করিতে হইলে কি করা চাই?

চাই ভোগ ত্যাগ। অনাত্মাকে মানুষ ভোগ করিতে ছুটে। আত্মা ভিন্ন অন্য কিছু দেখা, অন্য কিছু শোনা, অথবা কোন প্রকার শরীর ভোগ করা—আহার নিদ্রা, কোন কিছু ভাললাগা মন্দলাগা থাকিতে থাকিতে আত্মময় হওয়া যায় না। ভোগ কি মানুষ বুঝুক, বুঝিয়া ভোগ ত্যাগ

করুক—যখন ইহা হইবে "ভুগি ভোগা ন রোচন্তে স জীবন্মুক্ত উচ্যতে"—সকল ভোগে অরুচি হইলে তবে আত্মা হওয়া যাইবে।

পারিবে ত্যাগ করিয়া গ্রহণ করিতে?

আহা! যতদিন সুখ দুঃখের অনুভব থাকে ততদিন পাওয়া হয় নাই, যতদিন আমি আমার থাকে ততদিন পাওয়া হয় নাই। হরি হরি—তোমার শরণাপন্ন না হইলে তোমাকে পাওয়া যাইবে না। তাই একদিকে সর্ব্বদা শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভোগত্যাগের জন্য আজ্ঞা পালন করিতে করিতে প্রার্থনা। এই কর তিনি কৃপা করিবেন।

উপসংহারে বলি—যিনি তাঁহার কৃপা পাইবার জন্য, কি লৌকিক কি বৈদিক সকল প্রকার কর্ম্মে, সকল প্রকার বাক্যে, সকল প্রকার ভাবনায় তাহাঁকেই ডাকেন, নমোনমঃ করিতে করিতে মনে মনে তাঁহাকে স্মরণ করেন, একবারও ডাকা আর স্মরণ করা বিস্মৃত হন না, যিনি তাঁহার মানুষ লীলার প্রতিকার্য্যে তিনি যে আমাকেই শিক্ষা দিতেছেন, লীলাগ্রন্থকে এই ভাবে নিজের সঙ্গে মিলাইয়া রসের সহিত লীলা চিন্তা করেন, তাঁহার ধামে মনে মনে গিয়া সেই "শিরসিপদনখাৎ সর্ব্বসৌন্দর্য্য সারং" সেই সর্ব্বাঙ্গে সুমনোহরং সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ আত্মার এই অনুগ্রাহক ইষ্টমুর্ত্তির সম্মুখে ভিখারীর মত চাহিয়া চাহিয়া সকল কথা তাঁহাকেই নিয়ত জানান—এই ভক্ত তাঁহার দিকে চাহিয়া—তাঁহার কৃপা অনুভব করিয়া বলিতে পারেন "যদায়াতি তদায়াতু ম মে বৃদ্ধি র্ন বা ক্ষয়ঃ"। আবার ভক্তি করিয়া যিনি তাঁহার অনুগ্রহ বুঝিতে পারেন—আত্মাই আমার ইষ্ট দেবতা—ইষ্টদেবতাই এই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ আত্মা; এই আত্মা সর্ব্বব্যাপী হইয়াই আমাকে ধরা দিবার জন্য, আমার পূজা লইবার জন্য, আমার হৃদয় জুড়াইবার জন্য বৃহৎ হইতেও বৃহৎ এবং অণু হইতেও অণু সাজেন—এই আত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন যিনি সর্ব্বদা করেন, সমস্ত ভোগ বর্জ্জন করিয়া—সর্ব্বভোগলোলুপতা বিসর্জ্জন দিয়া সকল বিষয়ে বৈরাগ্য আনিয়া যিনি আত্মজ্ঞানেরই অনুষ্ঠান করেন, তিনি ক্ষুদ্র জীবাত্মাকে স্বরূপে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ জানিয়া—বৃহতের নিরন্তর ভাবনায়—কাল্পনিক ক্ষুদ্রকে যথার্থভাবে ঐ বৃহৎই জানিয়া—সর্ব্বদা চক্ষের সম্মুখে সর্ব্বব্যাপী আকাশ অপেক্ষাও বৃহৎ আত্মাকেই দেখিয়া দেখিয়া, আপন আত্মাকে সপ্তস্বর্গব্যাপী—আবার স্বর্গ ও পাতালের উপরেও—একমাত্র এই

আত্মার ভাবনায় ভরিত হইয়া থাকিতে চেষ্টা করেন—এই জ্ঞানীই বলিতে পারেন—'যদায়াতি তদায়াতু ন মে বৃদ্ধি র্ন মে ক্ষয়ঃ"

কেমন কিছু ধরিতে পারিলে কি ?

এই হইয়া যাইতে না পারিলেও বিশ্বাসের চক্ষে শ্রুতির কথা ধরিয়া কৃতার্থ হইয়া যাইতেছি। কিন্তু আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি—ভক্ত না হইয়া কি জ্ঞানী হওয়া যায় না ?

কিছুতেই না। আত্মাতে আত্মবিসর্জ্জন দিয়া—আত্মাকেই "সদাপশ্যন্তি" না করা পর্য্যন্ত জ্ঞানী হওয়া যায় না। যিনি জ্ঞানী তিনি ক্ষুদ্রত্ব বিসর্জ্জন দিয়া বৃহৎ হইয়াই জ্ঞানে স্থিতি লাভ করেন। যিনি ডুবিয়া আছেন তাঁহার কি সুখ দুঃখের অনুভব হয় ? না এইটি আমি এইটি আমার—এই আমি আমার অনুভব তাঁর থাকে ? বল না—যদি সুখ দুঃখের অনুভব থাকিতে থাকিতে জ্ঞানী হওয়া না যায়, যদি আমার হস্ত, আমার পদ, আমার দেহ—এই আমার আমার ত্যাগ না হওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞানী হওয়া না যায়—বল দেখি আমি চলি, ফিরি, আমি খাই, আমি বেড়াই, আমার সুখ, আমার দুঃখ—এই সুখদুঃখের অনুভব, এই আমি আমার অনুভব কেহ কি নিজে ছাড়িতে পারিবে ? তবে কেন ভগবান্ বলিতেছেন—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"? তাই জ্ঞানী হইতে হইলে ভক্ত হইতেই হইবে।

এই সম্বন্ধে দুই চারিটি শাস্ত্র বাক্য কি বলিবেন ?

সর্ব্বশাস্ত্রই ইহা দেখাইতেছেন—দুই একটা বলি শ্রবণ কর।

মৎ ভক্তি বিমুখানাংহি শাস্ত্রগর্ত্তেষু মুহ্যতাম্।
ন জ্ঞানং ন চ মোক্ষঃ স্যাৎ তেষাংজন্মশতৈরপি॥

ভগবান্ বলিতেছেন—আমাতে ভক্তি নাই কিন্তু শাস্ত্র লইয়া নিরন্তর থাকে, এইরূপ মূঢ় মোহগর্ত্তেই পতিত হইয়াছে—ইহার শতজন্মে জ্ঞানও হইবে না—আর মোক্ষও হইবে না।

ত্বদ্ভক্ত্যমৃতহীনানাং মোক্ষঃ স্বপ্নেঽপি নো ভবেৎ॥

ভগবানে ভক্তিরূপ যে অমৃত—ইহাই যাহার নাই সে কখন স্বপ্নেও মোক্ষলাভ করিতে পারিবে না।

লোকে তদ্ভক্তিনিরতাস্তন্মন্ত্রোপাসকাশ্চ যে।
বিদ্যা প্রাদুর্ভবেত্তেষাং নেতরেষাং কদাচন॥

ইহলোকে যে সর্ব্বদা তোমাকে ভক্তি করে—করিয়া তোমার মন্ত্র উপাসনা করে তাহারই বিদ্যা বা জ্ঞান জন্মে—যে ভক্তি করে না তাহার কখনও জ্ঞান হয় না।

কতই ত আছে। ভক্তি কর—আর জ্ঞান লাভ কর—তখন বলিতে পারিবে—যা আসে আসুক আমার তাতে কিছুই আসে যায় না।

১৩৩৭ সাল। পৌষসক্রান্তি।

যস্য ব্রহ্মণি রমতে চিত্তম্।

চিত্ত যাঁর ব্রহ্মে রমণ করে তাঁরই আনন্দ, আনন্দ, নিশ্চয়ই আনন্দ। তুমি আমি "অল্প"লইয়া ভাবি—আনন্দ পাইলাম। কিন্তু সেটা আনন্দ নহে। আনন্দের আভাসে প্রলেপ দেওয়া দুঃখ মাত্র! "ব্রহ্মই"—বৃহৎ আনন্দ। ভূমাই আনন্দ। শ্রুতিও বলেন—

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি"

যিনি ভুমা, যিনি অপরিসীম, তিনিই সুখ—অল্পে সুখ নাই। চিত্তকে দেখ, দেখ দেখি চিত্ত কি লইয়া মাতিয়া আছে? অল্প না ভূমা?

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ সকলগুলিই সীমাশূন্য চৈতন্যেরই নাম। পার্থক্য কেবল উপাধিতে।

চিত্ত আত্মা লইয়া থাকে, না অনাত্মা লইয়া রঙ্গ করে, সর্ব্বদা ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে।

আত্মা ও অনাত্মা—চৈতন্য ও জড় ইহা লইয়াই জগৎ। চিত্ত যখন অনাত্মা লইয়া থাকে তখন চিত্ত হইতে অনাত্মার চিন্তা দূর করিতে হইবে,ইহাই সাধনা।

অনাত্মার চিন্তা দূর করিতে হইলে একদিকে অনাত্মার বিচার করিয়া নিশ্চয় করিতে হইবে, অনাত্মাই মানুষের সমস্ত দুঃখের মূল,—অনাত্মা সমস্ত দোষের আকর। অনাত্মার দোষ দর্শন করিয়া অনাত্মাতে অভিমান ত্যাগ কর, সর্ব্বদা অনাত্মাকে অগ্রাহ্য কর, অভিমানশূন্য হইয়া যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মে স্পন্দিত হও এবং অন্যদিকে আত্মার শ্রবণ মননাদি কর।

জগৎটা অন্তর্দৃষ্টিতে ঈশ্বর আর বহির্দৃষ্টিতে তৃণবৎ, পুনঃ পুনঃ বিচার দ্বারা ইহা নিশ্চয় করিয়া চিত্ত-স্পন্দন-কল্পনাতে বিচলিত হইও না। প্রথম প্রথম যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহা অনিত্য ইহা নিশ্চয় জানিয়া দুঃখ সহ্য করিতে করিতে যখন দেখিবে জগৎ তোমাকে সুখ দুঃখে বিচলিত করিতে পারে না; যখন বিচার দ্বারা এবং বিচারের প্রয়োগদ্বারা দেখিবে, তুমি সুখে দুঃখে ধীর অবিচলিত হইয়া রহিয়াছ, তখন তুমি অমরত্ব লাভ করিবে।

একদিকে যেমন অনাত্মার বিচার করিবে অন্য দিকে তেমনই সমকালে আত্মার কথা শ্রবণ করিবে, শুধু শ্রবণেই সব শেষ করিও না। আত্মার কথা শাস্ত্রমুখে গুরুমুখে যাহা শ্রবণ করা হইল, তাহার নিত্য মনন চাই। তার পরে ধ্যান। এইরূপে অন্যদিকে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন চাই।

চিত্তকে ব্রহ্মে রমণ করাইতে হইলে ব্রহ্মই যে সমকালে, নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতার, ইহা বেশ করিয়া শ্রবণ মনন চাই। তারপরে চৈতন্যের সাধনার জন্য নাম অবলম্বন কর, রূপচিন্তা কর, গুণের ভাবনা কর, সর্ব্বশেষে স্বরূপ ভাবনা কর। এই ভাবে একদিকে ঈশ্বর ভাবনা প্রবল কর এবং অপরদিকে অনাত্মার চিন্তা মন হইতে দূর কর—এই সাধনা করিতে পারিলেই চিত্ত ব্রহ্মে রমণ করিবে। তাই বলা হইয়াছে—

যোগরতো বা ভোগরতো বা সঙ্গরতো বা সঙ্গবিহীনঃ।
যস্য ব্রহ্মণি রমতে চিত্তং নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব॥

যোগ, ভোগ, সঙ্গ, অসঙ্গ কোথায়, যদি চিত্ত ব্রহ্মে রমণ করে? চিত্ত যার ব্রহ্মে রমণ করিল, তারই আনন্দ, আনন্দ আনন্দ নিশ্চয়ই।

শুদ্ধ পরিপূর্ণ আনন্দ—তাহা কথায় বলা যায় না। চন্দ্রমা জ্যোৎস্নায় জড়িত

সব জ্যোৎস্না ভিতরে, বাহিরে একটীও কিরণ ছড়াইতেছে কিনা কে দেখিবে ?

অনন্ত তেজোরাশি ! আরও উপরে চল—দেখিবার লোক নাই। "যন্ন বেদা বিজানন্তি, মনো যত্রাপি কুণ্ঠিতম ন যত্র বাক্ প্রভবতি"। কথায় বলা যায় না, মন ধারণা করিতে পারে না ; বেদও জানেন না। বলিবার কথা নাই। বলিতে গেলে বলিতে হয়, তেজের সমুদ্র ! তথাপি বলা হয় না। কোটী সূর্য্যপ্রতিকাশ, কোটী সূর্য্য এককালে উদিত হইলে যত তেজ—কিন্তু সে তেজে দগ্ধ হয় না। কারণ উহা "চন্দ্রকোটী সুশীতলঃ।" বলিতেছিলাম, অনন্ত তেজোরাশি। কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হয় না। যেন সব আছে কিন্তু এক মহাপ্রকাশে অপ্রকাশ হইয়া রহিয়াছে।

ব্রহ্ম বস্তুর আভাস পাইতে হইলে, দুইটী ক্রম অবলম্বন করিতে হয়, সৃষ্টিক্রম ও সংহারক্রম। সাধারণ বুদ্ধিতে সংহারক্রম আশুফল প্রদান করে। এই প্রবন্ধে সমস্ত অনুজ্ঞা নিজের চিত্তকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে।

পূর্ব্বে মোটামুটী দুই একটী কথা স্মরণ রাখ। সমস্ত শাস্ত্র মন্থন কর, দুইটী বস্তু মিলিবে। একটী চৈতন্য একটী জড়। চৈতন্যটী সত্য। জড় ইন্দ্রজাল। চৈতন্য নিত্য। জড় ভ্রমকালে আছে, ভ্রমভঙ্গে নাই। চৈতন্য আপনাকে আপনি জানেন এবং সমস্ত ইন্দ্রজাল, সমস্ত ভ্রম, সমস্ত জড়কেও জানেন। জড় আপনাকে আপনি জানে না আপনি পরকেও জানে না।

চৈতন্যের নাম—ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান, জীবাত্মা, পুরুষ।

জড়ের নাম—মায়া, অবিদ্যা, অজ্ঞান, প্রকৃতি, বিমর্শ, মন, দেহ, জগৎ ইত্যাদি। 'আমি' এই বাক্য, যথার্থতঃ যাহাকে লক্ষ্য করে তাহাই চৈতন্য। আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইলে বলিতে হয়, ইহার নাম, বোধ বা অনুভব। চৈতন্য বা পরমাত্মা, নিজ বোধরূপ।

একটী দৃষ্টান্ত লও। বাল্যকালে যে "তুমি" উলঙ্গ হইয়া বেড়াইয়াছ এখনও সেই "তুমি"। কিন্তু তোমার সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ছোট ছোট হাতগুলি, বড় হইয়াছে কচি মুখ পাকা হইয়াছে। ক্ষুদ্র উদর বৃহৎ হইয়াছে। বাহিরের অঙ্গ সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ভিতরে দেখ, সে মন নাই সে বুদ্ধি নাই। তথাপি এখনকার "তুমি" বাল্যকালের তুমি কিরূপে ? "আমি" বলিলে তখনও যে অনুভব হইত, আমি বলিলে এখনও সেই অনুভব হয়। এই সর্ব্বব্যাপারে অনুস্যূত "আমি" সেই বস্তু সূচনা করে।

আর এক দিক্ দিয়া দেখ। ব্রহ্মবস্তুতে রমণ করিবার ইচ্ছা হইলে, অনেক প্রকার পথ আছে দেখিতে পাওয়া যায়। যোগ একটি পথ। চিত্ত, ধারণা ধ্যান এবং সমাধি অবস্থা লাভ করিতে না পারিলে যোগ সিদ্ধ হয় না। কোন একটি বিষয়ে ধ্যান ধারণা সমাধি করার নাম সংযম। শুধু আতপ তণ্ডুল ও কদলী ভক্ষণে সমাধির পথ পরিষ্কার হয় মাত্র!

নাভি, হৃদয়, কুটস্থ ইত্যাদি স্থানে চিত্তধারণাকে ধারণা বলে। "হৃৎপুণ্ডরী-কাদৌ মনসশ্চিরস্থাপনং ধারণা।" ধারণা অভ্যাস হইলে ধ্যান। প্রযত্ন ব্যতিরেকে—আপনা হইতে যখন চিত্ত ধ্যেয় বিষয়ে বারম্বার ছুটিতে থাকে তাহাকে ধ্যান বলে। "একত্র ধৃতস্য চিত্তস্য ভগবদাকারবৃত্তপ্রবাহোহন্তরা-ন্তাকারপ্রত্যয়ব্যবস্থিতো ধ্যানম্"। ধ্যানের পর সমাধি। সর্ব্বদা ধ্যেয় বস্তুতে আবদ্ধ থাকার নাম সমাধি। ধ্যান গাঢ় হইলে চিত্তবৃত্তিও অনুভূত হয় না। ধ্যেয় বস্তুটি মাত্র থাকিয়া যায়। ইহাই সমাধি! "সর্ব্বদা বিজাতীয় প্রত্যয়া-নন্তরিতঃ সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহঃ সমাধিঃ।"

চিত্তের একাগ্রতা ও নিরোধ অবস্থায় সংযম হয়। একাগ্রতা ও নিরোধ ভিন্ন যোগ হয় না। ক্ষিপ্ত মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় যোগ হইতে পারে না। মনে কর যাউক, কুটস্থজ্যোতিতে ধারণা ধ্যান সমাধি হইতেছে। "আমি" "জ্যোতিঃ" বা "জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি" দেখিতেছি। ইহাতে আমির অনুভব, মূর্ত্তির অনুভব এবং শুধু শুদ্ধবোধ, এই তিনটী আছে। যখন "আমি" ও "মূর্ত্তি" এই দুইটী ভিত্তিস্বরূপ বোধে লীন হইয়া যায়, তখন নিজ বোধরূপ যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ব্রহ্মকে সূচনা করে। বুত্থিত যোগী এ অবস্থা-চ্যুত হন। অন্য একটী দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। আমি তোমায় দেখিতেছি। এখানে আমি আছি, তুমি আছ, এবং দৃষ্টিরূপ জ্ঞান আছে। মন একাগ্র হইলে 'আমি' থাকি না, 'তুমিও' থাকে না, থাকে জ্ঞান। ব্রহ্ম এই জ্ঞান বা অনুভব স্বরূপ। এ জ্ঞান আবার নিত্য—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, সকল কালেই ছিল, সকল কালেই আছে, সকল কালেই থাকিবে। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী। সমুদ্রে তরঙ্গ উঠে, তার তলেও জ্ঞান আছে। একটী পিপীলিকা চলে, তাহাও জ্ঞানের সীমামধ্যে। যাহা কিছু হইতেছে, হইয়াছে এবং হইবে, জ্ঞানের বাহিরে কিছুই নহে। জ্ঞান যেমন নিত্য, সেইরূপ আনন্দ স্বরূপ। এইজন্য ব্রহ্মবস্তুর তিনটী

বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে সৎ, চিৎ, আনন্দ; বা, অস্তি, ভাতি, প্রিয়। এই সচ্চিদানন্দ বস্তুর স্বরূপের নাম ও রূপ নাই।

'ব্রহ্ম আছেন' এইমাত্র বিশ্বাস কর—কোথায় আছেন, কিরূপে আছেন, বিচার কর, পরোক্ষজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। নিজের দেহ অপেক্ষা নিকটের বস্তু কিছুই নাই। ব্রহ্ম আছেন সর্ব্বত্র, এই দেহেতেও আছেন। দেহের কোন বস্তুটী ব্রহ্ম? দেহের মধ্যে যাহা যাহা আছে বিচার কর, দেখিবে আকাশ ও তজ্জাত কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ভয়; বায়ু এবং তজ্জাত চলন, বলন, ধারণ, প্রসারণ, আকুঞ্চন; তেজ এবং তজ্জাত ক্ষুধা, তৃষ্ণা আলস্য, নিদ্রা ও ক্লান্তি; জল ও তজ্জাত শুক্র, শোনিত, লালা, পিত্ত ও স্বেদ, এবং পৃথিবী ও তজ্জাত অস্থি, মাংস, ত্বক, নাভি, ও রোম—এই ২৫টী পদার্থ আছে। ইহাদের সমষ্টীকে স্থূল দেহ বলে। স্থূল দেহের আবার নাম, জাতি, বর্ণ, আশ্রম সম্বন্ধ পরিণাম জন্ম মরণ ইত্যাদি রহিয়াছে। ইহাদের সকলগুলিই তন্ন তন্ন করিয়া বিচার কর, কেহই ব্রহ্ম নহে বুঝিবে। অথচ ব্রহ্ম হইতে এই সমস্ত ভ্রান্তি ভাসিতেছে। এই পঞ্চবিংশতি পদার্থ আমি নহি আমারও নহে। অথচ আমি আছি। আমি ইহাদের জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা।

স্থূল দেহের পর সূক্ষ্ম দেহ। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট সূক্ষ্মদেহ। ইহার প্রত্যেকটির বিচার কর-- দেখিবে ব্রহ্ম নাই। অথচ "আমি" ইহাদের সত্তাও জানি ইহাদের অভাবকেও জানি।

এই "আমি" কি? স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের সমস্ত অবয়ব বিচার করিয়া "আমি" দেখিতে পাইলাম না। অথচ বুঝিতেছি "আমি" বলিয়া একটা কিছু আছে। এই যে "আমি" কি, আমি জানি না রূপ অজ্ঞান, ইহাই কারণ শরীর। কারণ শরীর পর্য্যন্ত ব্রহ্ম বস্তু ধরা গেল না, অনুসন্ধান করিলাম, অথচ ব্রহ্মবস্তু পরিপূর্ণ। পরিপূর্ণের মধ্যে অন্য একটি তিলেরও থাকিবার স্থান হয় না। তবে ব্রহ্মসূচিকচ্ছিদ্রে জগৎরূপ হস্তী চলিতেছে কিরূপে?

শুকদেব জ্ঞানী। জ্ঞানীর প্রশ্ন এই—

"সংসারাড়ম্বরমিদং কথমভ্যুত্থিতং মুনে?"

পরিপূর্ণ ব্রহ্ম আছেন। নির্গুণ ব্রহ্মে নির্গুণা শক্তি জড়িত। শক্তি ও শক্তিমান এক হইয়া মিশিয়া রহিয়াছেন। ইহা আনন্দস্বরূপ। নিয়তিবশে ব্রহ্মের নিজ শক্তির উপর ঈক্ষণ হইলেই শক্তির স্ফুরণ হইল। ব্রহ্ম সম্বন্ধে স্ফুরণ, ঈক্ষণ ও সৃষ্টি, প্রায় এক কথা, যদিও সৃষ্টির ক্রম আছে। মণির ঝলকের মত আপন ঝলক দেখিয়া "অন্য কিছু কি" বলিয়া ভ্রম উৎপন্ন হইল, ইহাই মায়ার কার্য্য।

একগাছি দড়ী অর্দ্ধ অন্ধকারে পড়িয়া রহিয়াছে। চক্ষু হইতে চিত্তবৃত্তি বাহির হইয়া দেখিতেছে কিন্তু অন্ধকারাবৃত রজ্জু পর্য্যন্ত পৌছিতে পারিতেছে না। ভ্রম হইতেছে। অন্ধকারটি মায়া বা অবিদ্যা। ইহার দুই শক্তি। এক শক্তি আবরণ করিয়াছে। ইহা আবরণ শক্তি। আবৃত হইলে পদার্থ যে অন্যরূপ দেখায়- রজ্জুতে যে সর্প ভ্রম—যে শক্তি দ্বারা জন্মে, তাহাই বিক্ষেপ শক্তি।

আর কিছুই নাই। এই "নাই"কে কিছু আছে বলিয়া যে মনে করে তাহাই মায়া। "মা" অর্থে নিষেধ এবং "আ" অর্থে অস্তি। যাহা নাই তাহাই আছে. এইরূপ জ্ঞান মায়া। জগৎ নাই ব্রহ্মে হে জগদ্ভ্রম ইহাই মায়া।

সৃষ্টির যাহা কিছু সমস্ত মায়িক। মায়িক জীব মায়িক সংস্কার লইয়া ব্রহ্মে লীন থাকে। ইহা ভিন্ন অন্য কোনরূপে ইহা প্রকাশ করা যায় না। অনন্ত শক্তি বা ব্রহ্মের এক দেশে এক জগতের স্ফুরণ। এই বিন্দুস্থানে প্রথম শক্তিজড়িত যে চৈতন্য, তাহারই নাম অর্দ্ধনারীশ্বর। তাহার উপর শুদ্ধ তেজোরাশি। যাহারা এই তেজকে ধ্যান করেন তাহারাই যোগী।

ধ্যায়ন্তে যোগিনঃ সর্ব্বে জ্যোতীরূপং সনাতনং।
নির্গুণস্য শরীরঞ্চ ন মন্যন্তে চ যোগিনঃ॥
শরীরং প্রাকৃতং সর্ব্বং নির্গুণঃ প্রকৃতে পরঃ।
গুণেন সজ্যতে দেহো নির্গুণস্য কুতোভবেৎ॥

কিন্তু যদিও তেজ যোগীর ধ্যের বস্তু, যদিও "ধ্যায়ন্তে যোগিনঃ সর্ব্বে

তত্তেজোভক্তিপূর্ব্বকম্—তথাপি

"সুপক্বভক্ত্যা কালেন যোগী চ বৈষ্ণবো ভবেৎ"।

চিত্ত তেজোরাশিমধ্যে প্রবেশ কর, দেখিবে তেজোময় মূর্ত্তি।

তেজোহভ্যন্তররূপঞ্চ ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবাঃ সদা।

দাসানাঞ্চ কুতো দাস্যং বিনা দেহেন নারদ॥

এই তেজোঘনমূর্ত্তি বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণ, জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপমচিন্ত্যং শ্যামসুন্দরং। ইহাই শাক্তের শিবশক্তি। ইহারা "চাম্পেয় গৌরার্দ্ধ শরীরকায়ৈ কর্পূর-গৌরার্দ্ধশরীরকায়ঃ।" ইহাই অর্দ্ধনারীশ্বর। ইহার নিকটে চল, তোমার সকল দুঃখ দূর হইবে॥

বিন্দু স্থানে অর্দ্ধনারীশ্বর। আনন্দ ঘনমূর্ত্তি। ভাল করিয়া দেখ—গুরু ভিন্ন কেহই এই স্থানে তোমাকে উঠাইতে পারেন না—দেখিতে দেখিতে আনন্দে মগ্ন হইতেছ—শঙ্করাচার্য্য নিজ চিত্তকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

যশোদাগীতমধুরৈ র্মৃদু বেদান্তভাষিতৈঃ।

লালিতঃ প্রাপিতো নিদ্রাং মুকুন্দইব মোদসে॥

এ আনন্দ কোথায় পাইলে? মৃদু বেদান্ত বাক্য তোমায় কি আনন্দ দিতেছে? যশোদার মধুর গীতি শ্রবণে শিশু কৃষ্ণ যেমন আনন্দে ঘুমাইয়া পড়িতেন, তুমিও যে সেইরূপ হইতেছ।

অথবা, "নবনীতরসগ্রাসৈশ্চমৎকার স্বসম্বিদাম্।

অন্তরাপ্যায়িতো বালমুকুন্দইব খেলসি॥

অথবা নবনীত ভক্ষণ করিয়া শিশু মুকুন্দ যেমন খেলা করেন তুমিও কি নিজ চিৎশক্তির রস আস্বাদন করিয়া সেইরূপ খেলা করিতেছ? তোমার আনন্দ যে ধরে না—তুমি কি—

"সায়ংকালে সমাধ্যাখ্যে স্নিগ্ধাং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীং

নিজ শক্তিমুমাং পশ্যন্ মহেশ ইব নৃত্যসি।"

সমাধি সন্ধ্যায় স্নিগ্ধা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নিজ শক্তি উমাকে দর্শন করিয়া মহেশ যেরূপ নৃত্য করেন তুমিও কি সেইরূপ আনন্দে নৃত্য করিতেছ?

অথবা—দৃশ্যং নিপীয় গরলং পাচয়িত্বা তদাত্মনি

মৃত্যুঞ্জয় পদ প্রাপ্তং কিং নৃত্যসি হরো যথা॥

গরলপানেও মৃত্যুঞ্জয় হইয়া হর যেমন নৃত্য করেন, তুমিও কি দৃশ্য জ্ঞানমার্জ্জনরূপ গরল পান করিয়া নিজ আত্মার দৃশ্যরূপ জগৎ লয় করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হইয়া নৃত্য করিতেছ?

বিন্দুস্থানে অর্দ্ধনারীশ্বর। ইহাই গুরুমূর্ত্তি। ইহাই পুরুষ, ইহাই প্রকৃতি। চিত্ত! গুরুপাদপদ্মে লাগিয়া থাক—গুরু ব্রহ্মরূপ। তুমিও ব্রহ্মরূপ হইয়া যাইবে, সুখী হইবে।

চিত্ত! নিত্য নূতন চাও? নিত্য নূতন আর কিছুই নাই। ব্রহ্মরূপ ভিন্ন তত সুন্দর আর কি আছে? তত সুমিষ্ট আর কোথায়?

বিষয়ের সুখ ত দেখিলে? সাধ কি মিটে না? দেহ তোমার আছে থাকুক কিন্তু দেহে আত্ম ভাবনা কি জন্য করিবে।

বিন্দু স্থানে যে সুন্দর গুরুমূর্ত্তি দেখিয়াছ, জ্ঞানদ মোক্ষদ সেই গুরুকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম কর। ভক্তিভরে বল—

ব্রহ্মবিষ্ণুস্বরূপাচ মহারুদ্রস্বরূপিণী।
ত্রিগুণাত্মস্বরূপাচ তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ॥
চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপাচ সদা ঘূর্ণিতলোচনা।
স্বনাথঞ্চ সমালিঙ্গ্য তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥
ব্রহ্মাবিষ্ণু শিবত্বাদি জীবন্মুক্তি প্রদায়িনী।
জ্ঞান বিজ্ঞানদাত্রীচ তস্মৈ শ্রীগুরুরবে মমঃ॥

তুমি ত শুনিয়াছ, জগদ্‌গুরু দেবাদিদেব গুরুকে কি বলিতেছেন।

গুরুস্ত্বং সর্ব্বশাস্ত্রাণামহমেব প্রকাশকঃ।
ত্বমেব গুরুরূপেণ লোকানাং ত্রাণকারিণী॥
গয়াগঙ্গা কাশীকাপি ত্বমেব সকলং জগৎ।
কাবেরী যমুনা রেবা করতোয়া সরস্বতী॥
গোতমী চন্দ্রভাগাচ ত্বমেব কুল পালিকে।
ব্রহ্মাণ্ডং সকলং দেবি কোটী ব্রহ্মাণ্ডমেবচ॥
নহি তে বক্তুমর্হামি ক্রিয়াজালং মহেশ্বরী।
উক্তা চোক্তা ভাবয়িত্বা ভিক্ষুকোঽহং নগাত্মজে॥
কথং ত্বং জননী ভূত্বা বধূস্ত্বং মম দেহিনাম্।
তব চক্রং মহেশানি অতীতং পরমাত্মনি॥

গুরু বিনা সমস্তই বৃথা জানিও। শতবার চেষ্টা কর গুরু স্বীকার না করিলে কিছুই হইবে না, জানিও। সদ্‌গুরু তোমার মধ্যে যে নিজমূর্ত্তি দেখাইয়াছেন—তুমি তাহাই স্মরণ কর, তোমার দুঃখ কি? সেই তোমার, তুমি তাঁর। দেহের সহিত তোমার কি সম্বন্ধে আছে? এই দেহ স্থূল দেহ, একটু অন্যমনস্ক হইলে হারাইয়া যায়, স্বপ্নে থাকে না, মৃত্যুর পরে থাকিবে না, জন্মের পূর্ব্বে কোথায় ছিল জান না। এই দেহে আবদ্ধ হইয়াছ বলিতেছ? তোমাকে আবদ্ধ করিতে পারে জগতে এমন কিছু কি আছে?

ন পৃথ্বী ন জলং নাগ্নির্ণ বায়ুর্দ্যৌর্ণ বা ভবান্।
এষাং সাক্ষিণমাত্মানং চিদ্রূপং বিদ্ধি মুক্তয়ে॥

এই জল এই পৃথ্বী, এই অগ্নি, এই বায়ু, এই আকাশ—কিছুই তুমি নও; তুমি ইহাদের সাক্ষী চিৎস্বরূপ। তোমায় বাঁধিয়াছে কে? দেহ কি তোমায় বাঁধিতে পারে? দেহে আত্মভাবনা করিয়াছ, কিন্তু—

যদি দেহং পৃথক কৃত্য চিতি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি।
অধুনৈব সুখী শান্তো বন্ধমুক্তো ভবিষ্যসি॥

বর্ণ, আশ্রম, এসব কি তোমার বন্ধন? বর্ণের পূর্ব্বে কি বর্ণ আশ্রম জাতি ছিল? মৃত্যুর পরে কি থাকিবে? তুমি চির দিন আছ, তোমার আবার বর্ণ আশ্রম কি?

নতু বিপ্রাদিকো বর্ণো নাশ্রমী নাক্ষগোচরঃ।
অসঙ্গোঽসি নিরাকারো বিশ্বসাক্ষী সুখী ভব॥

ধর্ম্মাধর্ম্ম সুখ দুঃখ? এসমস্ত কিসের?

ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখংদুঃখং মানসানি নতে বিভো।
ন কর্ত্তাসি ন ভোক্তাসি মুক্তএবাসি সর্ব্বদা॥

তবে এ বিষাদ কেন? কেন এ কর্ত্তাত্বভিমান? এ কর্ত্তা সাজা ছাড়। আপন স্বরূপ দেখ। কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব ভাব ছুটিয়া যাইবে—বিচারে ইহা ছুটে,

সাধনায় ইহা দৃঢ় হয়, পুনঃ পুনঃ অভ্যাসে পরিপক্ক হয়—পুনঃ পুনঃ সাধনার অভ্যাস কর। দুঃখ যাইবে সুখী হইবে।

অহং কর্ত্তেত্যহংমান মহাকৃষ্ণাহিদংশিতঃ।
নাহং কর্ত্তেতি বিশ্বাসামৃতং পীত্বা সুখী ভব॥
একো বিশুদ্ধ বোধোঽহম্ ইতি নিশ্চয় বহ্নিনা।
প্রজ্বাল্যাজ্ঞানগহনং বীতশোকঃ সুখী ভব॥

"অহং কর্ত্তা" এই বলবান কৃষ্ণ সর্প তোমায় দংশন করিল। বিষের জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবে। দেখনা কেন, 'অহং' 'মম' বলিয়া সকল দুঃখ সৃজন করিয়াছ। এক্ষণে এক উপায় আছে। "নাহং কর্ত্তা" এই বিশ্বাসরূপ অমৃত পান কর। শান্তির স্নিগ্ধ প্রলেপে তোমার সকল বেদনার উপশম হইবে!*

---

* এই প্রবন্ধটী ১৩০৭ সনে সাহিত্য পরিষৎ নামক মাসিক পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল। অনেকের অনুরোধে ইহা উৎসবে পুনরায় মুদ্রিত হইল। ইতি—

শ্রীগুরুদাস।

সরস্বতী পূজায়।

(১)

বিচারে আসিতে পারে, কিন্তু অনুভবে ?

কি অনুভবে আসিবে ?

তোমার অনুগ্রহ।

তুমিত সর্ব্বদাই গ্রহণ করিয়াই আছ। তোমার গ্রহণটী যাঁহার অনুভবে আসিয়াছে, তিনিই বলিতে পারেন, তোমার অনুগ্রহ পাইয়াছি।

অনুভবে না আসিলে অনুগ্রহ বিচারে হইতে পারে কিন্তু হৃদয়ে প্রবেশ করে না।

সূর্য্য তোমার চক্ষু। চক্ষু দিয়া মানুষ যেমন সব দেখে, সেইরূপ সূর্য্য চক্ষু দিয়া তুমি যে তোমার জগতের সবই দেখ। কিন্তু তুমি যে সর্ব্বদা আমাদিগকে দেখ, ইহা কয়জনের অনুভবে আইসে ?

ঐ দেখ এক ভক্ত আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। কি অপূর্ব্ব আহ্লাদ! প্রতি রোমে রোমে আনন্দের তরঙ্গ ভাসিয়া চলিয়াছে। কেন এই আনন্দ? আমার ঠাকুর দেখিতেছেন, ইহা ভক্ত দেখিতেছেন। আনন্দে চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত হইয়া তোমার দিকেই চাহিতেছে।

তুমি ও তিনি ভক্তকে দেখিতেছ। তুমি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া দিতেছ,—দেখ দেখ, কি আনন্দে নাচিতেছে।

যে অঙ্গুলী প্রসারণ করিয়া তোমার দাসকে দেখিতেছ সেই অঙ্গুলী শীর্ষ দেশ হইতে প্রভাতে বৃক্ষপত্রের আবরণের ভিতর হইতে সহস্র সূর্য্যরশ্মির মত রশ্মিজাল ভক্তের চক্ষে পড়িতেছে—আর ভক্ত কিসে ডুবিয়া কি যেন হইয়া নৃত্য করিতেছে।

সকলকেই এই ভাবে সর্ব্বদা দেখিতেছ কিন্তু যে তোমাকে লইয়া থাকে না সে দেখে না যে তুমি সর্ব্বদা তাহাকে দেখিতেছ।

আরও দেখ—তুমি আত্মারূপে থাকিয়াও সর্ব্বদা সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান। বৃক্ষ লতায়, জলে স্থলে, অম্বরতলে, চন্দ্রে তারকায়, সূর্য্যে সাগরে, পর্ব্বতে নদীতে, প্রতি নরনারীতে, প্রতি পশু পক্ষীতে, সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র প্রতিজীবে সর্ব্বব্যাপী তুমি সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছ। তুমি যেখানে আছ সেখানে অনুভব থাকিবেই কারণ তোমার স্বভাব, তোমার অনুভব, তোমার সর্ব্বব্যাপিত্ব, তোমার সর্ব্বশক্তিমত্তা তুমি কখনও ত্যাগ কর না। শ্রুতি এই কথা বলেন। এই যে মানুষ চলে ফিরে কিন্তু কয়জন অনুভব করে যে সকলের মধ্য দিয়া তুমি আমাকে দেখিতেছ। কোথাও তুমি ক্ষুদ্র নও। একটি পিপীলিকার ভিতরেও অনন্ত তুমি। ক্ষুদ্রের মধ্যে থাকিয়াও ক্ষুদ্রের কার্য্য ও অনন্তের কার্য্য সমকালে! হায়! ইহা যদি মানুষ অনুভব করিত, তবে কি মানুষের কোন দুঃখ থাকিত? যিনি আমার সমস্ত ভাল করিয়া দিবার শক্তি রাখেন—যিনি আমার শত দোষ শত পাপ, শত মলিনতা ক্ষমা করেন, যিনি আমার যোগ্যতা না থাকিলেও আমাকে সর্ব্বদা ভাল বাসেন —হায়! তিনি সর্ব্বদা আমার দিকেও চাহিয়া আছেন, ইহা অনুভবে আসিলে মানুষের দুঃখের কোন কিছু কি থাকে? দুঃখ আসিলেও মনে হয় তুমি যে দেখিতেছ—তুমি যে করুণার সাগর—তুমি জানিয়া শুনিয়া যে দুঃখ দিতেছ—এ দুঃখটার ভিতরে যে মঙ্গল রহিয়াছে। কারণ তুমি শুধু মঙ্গল—তোমার মধ্যে কোন অমঙ্গল থাকিতে কি পারে?

লোকে বলে, এত লেখা কেন? পুনঃ পুনঃ এক কথা বলা কেন? কি উত্তর দিব? বলিতে ইচ্ছা হয়—অতি মূর্খ আমি—বচনে কত কি বলি—কিন্তু অনুভবে আসে না বলিয়া—চরিত্রে ফলিত হয় না বলিয়া, এক কথাই পুনঃ পুনঃ বলি—কেহ শুনুক. সেটা আমার ভাগ্য। আমি কিন্তু আমাকেই বলি। আকাশের মধ্য দিয়া আকাশের মত চক্ষু দিয়া তুমি সর্ব্বদা আমাকে দেখিতেছ, ইহা যদি সর্ব্বদা অনুভবে আসে, তবে কি আর কোন বলা কহিয়া থাকে? কিন্তু সর্ব্বব্যাপী যিনি তিনি নিরাকার। নিরাকার দেখিতেছেন, ইহা হয় বিশ্বাসে। কিন্তু নিরাকারই যখন সাকার হইয়া দর্শন করেন বা দর্শন

দেন, তখন অশ্রুরোমোদ্গম হইয়া কৃতার্থতা আনয়ন করে। এই জন্য বৃহৎকে ক্ষুদ্র হইতে হয়, আবার ক্ষুদ্রকে বৃহৎ করিয়া দেখিতে পারিলে স্বরূপস্থিতি হয়।

(২)

মা সরস্বতি! কি তুমি? সরস্বতী কি পরমাত্মা—পরমেশ্বর—পরমেশ্বরী? পরমাত্মা ভিন্ন কাহারও উপাসনা নাই। কোন জাতিরই নাই—তা হিন্দুই কি, আর অহিন্দুই কি? লোকে বলে, হিন্দুগণ পুতুল পূজা করে। বলে বলুক—কে কাহাকে কি না বলে—তবে কি সে তাহাই হইয়া যায়? হিন্দু কোন কালে পুতুল পূজা করে না—জড়ের পূজা হয় না—পূজা হয় চেতনের—পূজা হয় আত্মার—পরমাত্মার—বিশ্বনাথের—বিশ্বেশ্বরের - জগন্নাথের—জগন্ময়ীর—ইঁহারা কেহই জড় নহেন—তুমি যেমন তোমার দেহ নও – সেইরূপ।

ইহার জামীন সর্ব্বজ্ঞানের আধার শ্রুতি।

শ্রুতি সরস্বতীর কথা কিরূপ বলিতেছেন, তাই বল। ইহাইত বলিতে যাইতেছি। দুই একটী আনুষঙ্গিক কথাও শ্রবণ কর—সকলের সঙ্গে তুমিও কর—আর অনুভবে আনিবার জন্য পূজাও কর। ভক্তি না থাকিলে পূজা হয় না, আবার পরিচয় না থাকিলে ভক্তিও হয় না।

ভালবাসার অনুভবই ভক্তি। ভালবাসার অনুভব না থাকিলে কৃতজ্ঞতা হয় না। কৃতজ্ঞ যে নয়, তার অনুরাগ থাকিবেই বা কি, আর ভক্তি পূজা সে কাহারই বা করিবে?

আহা! যদি মানুষ কাহারও নিকট কৃতজ্ঞ হইতে না পারে, তবে মানুষ কি হইয়া যায়? তুমি কি কাহারও নিকট উপকার পাও নাই? ঈশ্বরের নিকট, পিতা মাতার নিকট, আত্মীয় স্বজনের নিকট, বন্ধু বান্ধবের নিকট, সমাজের নিকট, জাতির নিকট, স্বামীর নিকট, স্ত্রীর নিকট পুত্রকন্যার নিকট—কাহারও নিকট উপকার পাও নাই? এইরূপে বায়ুর উপকার পাও, এই যে পৃথ্বী শস্যের উপকার পাও, এই যে বাক্ শ্বাসের উপকার পাও—ইহার জন্য কাহারও নিকট কৃতজ্ঞ হইবে না?

আহা! এস এস একটু কৃতজ্ঞ হই এস! কৃতজ্ঞ হই এস—নিত্য কৃতজ্ঞতার কথাও সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে ভাবি এস—অনুরাগ সেই দিয়া দিবে। কৃতজ্ঞ হওয়াই অনুরাগের প্রথম রেখাপাত; ক্রমে বীজ, পরে অঙ্কুর, শেষে মহীরুহ। কথা কও—কথা কও—যখন আর কিছুতে রস আনিতে পার না—তখন কথা কও—রস আসিবে। যদি কৃতজ্ঞতা স্মরণে হৃদয়কে গলাইতে পার, তবে তোমার যাহা লাভ হইবে, তাহার মত লাভ আর তোমার কোন কিছুতেই হইবে না। কি লাভ হইবে জান? ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ। ইহা আসিলেই জীবন ধন্য হইল। তখন—

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
বিশ্বম্ভরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপারসচ্চিৎসুখসাগরে সদা
বিলীয়তে যস্য মনঃপ্রচারঃ॥

আরও—

তৎকুলং পাবনং দেবি! ধন্যা তজ্জননী স্মৃতা।
তৎপিতা চ কৃথার্থঃ স্যাৎ মুক্তাস্তৎপিতরঃ প্রিয়ে॥

ঐ যে বলা হইতেছে ভক্তি করিতে হইবে—ভক্তি সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—

ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিঃ সাধনভূয়সী॥
ইতি গারুড়ে ২৩১

ভজ ধাতুর অর্থ সেবা। জ্ঞানিগণ সেবাকেই ভক্তি বলেন। সাধন বিষয়ে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। ভক্তি যখন শ্রেষ্ঠ অবস্থায় আসেন তখন শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন,—এই নয় অঙ্গে দৃঢ়তা হয়। এই সমস্তই আপন স্বরূপে—অধিষ্ঠান চৈতন্যে স্থিতি লাভ করিবার জন্য। সেই জন্যও বলা হয়—

মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।
স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে॥

সেবা শেষ হয় স্বস্বরূপের অবস্থানে। ইন্দ্রিয়ানুকুল্যে সেবাও যাহা স্বস্বরূপের অনুসন্ধানও তাই। বিরোধ নাই—বিরোধ দেখিলেই বিরোধ, নতুবা নাই।

(৩)

মণ্ডপে বসিয়া মায়ের দিকে চাহিয়া যে বড় ব্যাকুল হইত, সে আজ নাই। কিন্তু তাহার মধুর কণ্ঠের কত সঙ্গীত এখনও যেন বায়ুরাশিতে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

সে গাহিত—

চাই মা আমি বড় হতে।
আমি আর পারি না থাক্‌তে বাঁধা আমার অহং শৃঙ্খলেতে॥
ক্ষুদ্রত্ব চায় আর থাকা দায়, নীলাকাশ ঐ সম্মুখেতে
যাহে "শ্বেতবরণী" নৃত্য কর শশী সূর্য্য লয়ে হাতে॥
ক্ষুদ্র অহমিকা আমার বদ্ধ মা তোমার মায়াতে
এখন তোমার মায়া তুমি লও মা
আমি ছড়িয়ে পড়ি সর্ব্বভূতে॥
অসীম অনন্ত তুমি পরিব্যাপ্ত এ বিশ্বেতে।
হয়ে তোমার পুত্র আমি ক্ষুদ্র সন্তানের মা লজ্জা তাতে॥

"যাহে নীলবরণী নৃত্যকর শশী সূর্য্য লয়ে হাতে" ইহাই গাহিতে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু 'নীলবরণী'র স্থানে 'শ্বেতবরণী' করিলাম— করা কি যায় না?

হায় মা তোমার সাহায্যেই মানুষ কথা কয়—তুমিই যে বাগ্‌বাদিনী। তোমার সঙ্গে কথা কওয়ায় যে কত সজীবতা থাকে, তাহা যে অভ্যাস করে,

সেই জানে। তবুও যে ভুল হয়, শতবার হয়—তাহাতে বলিতে ইচ্ছা হয়—পামর—সাধনা কর—অভ্যাস কর—আর হবে না। শুধু বিশ্বাস করুক তুমিই আছ—সর্ব্বত্র সমভাবে আছ—আর তোমার উপরে এই পরিদৃশ্যমান যাহা কিছু—নামরূপের যাহা কিছু তাহাই ভাসিয়াছে—আবার কালে সবই মুছিয়া যাইবে—থাকিবে তুমি। অগাধ সমুদ্রই আছে—তাহার বক্ষে কত কত জগৎ-দেহ-বুদ্‌বুদ ভাসে, আবার মিলাইয়া যায়, তাহাতে সমুদ্রের বৃদ্ধিও নাই—ক্ষয়ও নাই।

শ্রুতি এই ভাবেই মা সরস্বতীর কথা বলিতেছেন।

"তজজ্ঞানং তৎপদার্থাবভাসকম্" তৎপদার্থের অর্থ প্রকাশিত হয় যদ্দারা, তাহাই জ্ঞান। তৎ পদটী স্বরূপতঃ তুরীয় ব্রহ্ম। যাহার উপাসনা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, এইখানে শ্রুতি তাহাই বলিতেছেন। শ্রুতির কৌশল হইতেছে প্রথমেই ধরা ছোঁয়ার জন্য সম্মুখে কিছু স্থাপন করা—তারপর তাঁহারই স্বরূপ ও রূপ দেখান।

সরস্বতীর স্বরূপ দেখাইতে গিয়া শ্রুতি সেই জন্য প্রথমেই মায়ের মূর্ত্তি দেখাইতেছেন—

> নীহার-হার-ঘনসার-সুধাকরাভাং
> কল্যাণদাং কনকচম্পকদামভূষাম্।
> উত্তুঙ্গপীনকুচকুম্ভমনোহরাঙ্গীং
> বাণীং নমামি মনসা বচসা বিভূত্যৈ॥

নীহার শ্বেতবর্ণ, মুক্তাহার শ্বেতবর্ণ, ঘনসার কর্পূর শ্বেতবর্ণ আর সুধাকর—চন্দ্র—ইহাদের ন্যায় ধবল কান্তি, ও করুণাময়ী, মায়ের অলঙ্কার হইতেছে সোণার চম্পকমালা, সন্তানের জন্য মায়ের অমৃতধারাপূর্ণ স্তন কুম্ভ ; ইহাতে মা মনোহরাঙ্গী, এই বাণী—পরা-পশ্যন্তী-মধ্যমা-বৈখরী বাগ রূপিণী মাকে বিভূতি লাভের জন্য মনে ও বাক্যে প্রণাম করিতেছি।

মূর্ত্তিটি সম্মুখে ধরিয়াই শ্রুতি বলিতেছেন—

> যা বেদান্তার্থতত্ত্বৈকস্বরূপা পরমার্থতঃ।
> নামরূপাত্মনা ব্যক্তা সা মাং পাতু সরস্বতী॥ ১

যা সাঙ্গোপাঙ্গবেদেষু চতুর্থৈকেব গীয়তে।
অদ্বৈতা ব্রহ্মণঃ শক্তিঃ সা মাং পাতু সরস্বতী ॥ ২
যা বর্ণপদবাক্যার্থস্বরূপেণৈব বর্ত্ততে।
অনাদিনিধনাঽনন্তা সা মাং পাতু সরস্বতী ॥ ৩
আধ্যাত্মমধিদৈবং চ দেবানাং সম্যগীশ্বরী।
প্রত্যগাস্তে বদন্তী যা সা মাং পাতু সরস্বতী ॥ ৪
অন্তর্যাম্যাত্মনা বিশ্বং ত্রৈলোক্যং যা নিযচ্ছতি।
রুদ্রাদিত্যাদিরূপস্থা যস্যামাবেশ্য তাং পুনঃ।
ধ্যায়ন্তি সর্ব্বরূপৈকা সা মাং পাতু সরস্বতী ॥ ৫
যা প্রত্যগ দৃষ্টিভির্জীবৈর্ব্যজ্যমানানুভূয়তে।
ব্যাপিনী জ্ঞপ্তিরূপৈকা সা মাং পাতু সরস্বতী ॥৬
নামজাত্যাদিভির্ভেদৈরষ্টধা যা বিকল্পিতা।
নির্ব্বিকল্পাত্মনা ব্যক্তা সা মাং পাতু সরস্বতী ॥ ৭
ব্যক্তাঽব্যক্তগিরঃ সর্ব্বে বেদাদ্যা ব্যাহরন্তি যাম্।
সর্ব্বকামদুঘা ধেনুঃ সা মাং পাতু সরস্বতী ॥ ৮
মাং বিদিত্বাখিলং বন্ধং নির্মথ্যামলবর্ত্মনা।
যোগী যাতি পরং স্থানং সা মাং পাতু সরস্বতী ॥ ৯
নামরূপাত্মকং সর্ব্বং যস্যামাবেশ্য তাং পুনং।
ধ্যায়ন্তী ব্রহ্মরূপৈকা সা মাং পাতু সরস্বতী ॥ ১০

এই দশটি শ্লোকের সঙ্গে দশটি ঋক্ মন্ত্রও শ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে বুঝিলাম কি? বেদান্তপ্রতিপাদ্য তত্ত্ব কাহার স্বরূপ? স্বরূপে অব্যক্ত হইয়াও কে নামরূপে ব্যক্ত হয়েন? অঙ্গ উপাঙ্গ সহ চারিবেদে কে গীত হইতেছেন, ব্রহ্ম হইতে অভেদ সেই ব্রহ্মের অদ্বৈত শক্তিই বা কে? বর্ণ পদ বাক্য এবং তদর্থ রূপে বর্ত্তমান, উৎপত্তিনাশশূন্যা (অনাদিনিধনা) অনন্তা—ইনিই বা কে? সমস্ত আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক দেবতাগণের ঈশ্বরী কে—প্রতিদেহে যে আত্মা আছেন ইহা বলিয়া দেন কে? ত্রৈলোক্যের অন্তরে থাকিয়া কে ইহাঁকে নিয়মিত করেন; রুদ্র, আদিত্য ইত্যাদি দেবগণ কাঁহাতে আবিষ্ট? দেবতাগণ কাঁহাকে ধ্যান করেন? বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত চৈতন্য দেখিয়া জীবাত্মা কাহাকে প্রকাশ করেন?

কেইবা জীবচৈতন্যের অনুভব সীমায় আগমন করেন? কে সর্ব্বব্যাপিনী জ্ঞপ্তিরূপা? নির্ব্বিকল্পস্বরূপা অব্যক্তা কে? নাম জাতি ইত্যাদি অষ্টবিধরূপে ব্যক্তাই বা কে? সমস্ত বেদ ব্যক্ত ও অব্যক্ত কথায় কাহার কথা কীর্ত্তন করিতেছেন? সর্ব্বকামধেনুস্বরূপা কে? যোগিগণ কাঁহার প্রদত্তজ্ঞানের সাহায্যে অখিল সংসার বন্ধন উন্মথিত করেন? করিয়া নির্ম্মল পথ দিয়া পরমস্থানে গমন করেন।

নামরূপাত্মক নিখিল বিশ্ব কাহার উপরে ভাসিয়াছে? নিখিল বিশ্ব কাহারই বা স্তব করে? অদ্বিতীয়া ব্রহ্ম রূপা এই দেবীই বা কে? আহা! এই সরস্বতী কে তা বুঝিলে কি?

নির্গুণ সগুণ হইয়া সর্ব্বব্যাপিরূপে যিনি—যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ বা শক্তিময়ী—ইহাঁকে লইয়া যিনি থাকেন বা থাকিতে চান—তিনি তাহাই করুন। নিতান্ত বুদ্ধিহীন আমি—আমার কিন্তু আকাশের মত তোমাকে দিয়া ভরিত হওয়া হয় না। নিরাকার দ্বারা বুদ্ধির তৃপ্তি হইতে পারে, কিন্তু শুধু বুদ্ধির তৃপ্তিতে আমার হয় না। নিরাকার ধরিতে গিয়া সাকার আমি, আমার চক্ষু জলে ভরিয়া যায় না, আমার সাকার দেহ রোমোদ্গমে পুলকিত হয় না—আমার বক্ষের মধ্যে এই যে হৃদয়টা আছে, এটা আনন্দে নাচিয়া উঠে না। নিরাকার আকাশ স্বরূপ হইয়াও যদি কেহ আমার মত চক্ষু ধরিয়া আমার দিকে দৃষ্টি না করেন, আমার চক্ষু যদি সেই কুঙ্কুমাসবঝরী মকরন্দের—সেই লাক্ষা রসাভ পরমামৃতের নির্ঝর রূপ রসের—মধুর ইন্দুমকরন্দ শীতল রাঙ্গা পা দুখানিতে না পড়ে—আর সেই দয়মান দীর্ঘনয়নে যদি আমার এই ক্ষুদ্র নয়ন অর্পিত না হয়, তবে আমার বুদ্ধি ও হৃদয় ত এক সঙ্গে তৃপ্ত হয় না।

শুধু বুদ্ধির তৃপ্তি বা শুধু হৃদয়ের তৃপ্তি—ইহা আধাআধি। এইজন্য বৃহৎ যিনি—অতি বৃহৎ যিনি—সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম যিনি—তিনি ক্ষুদ্র হইয়া ধরা দিয়া থাকেন—আবার ক্ষুদ্র হইয়া ধরা দিলেও তিনি আপনার বৃহত্তম ভাব কখনও ত্যাগ করেন না। তাই এই নির্গুণ সগুণ বিশ্বরূপের সঙ্গে সঙ্গেই মন যাহাতে একাগ্র করিতে হইবে, সর্ব্বকল্যাণদায়িনী শ্রুতিজননী তাঁহাকে ধরিয়াই স্বরূপের—নির্গুণ সগুণ বিশ্বরূপ আত্মার—উপাসনা করিতে বলিতেছেন। উপাসনা করিয়া—বৃহতের সঙ্গ করিয়া ক্ষুদ্র তোমার কাল্পনিক জীবাত্মাকে পরমাত্মা করিয়া ভাবনা কর আবার পরমাত্মাকে এই সুন্দর মূর্ত্তি ধরিয়া তোমার উপাস্যরূপে ভজনা কর।

তবেই হইল তুমি যাহাকেই কেন না উপাসনা কর তিনি সকলের উপাস্য। সত্য কথা, তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ—তথাপি আমার উপাস্যই এই হইয়া আজ সাজিয়া আসিয়াছেন—ইহা বলিতে বলিতে এই মায়ের উপাসনা করিয়াই দেখ কি হয়?

মা! তুমি ত বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী—আবার অবিদ্যারও বট—আমাদের অবিদ্যা দূর করিয়া তোমার অঘোরা মূর্ত্তিতে আমাদিগকে তোমার পূজা করিতে দাও। হিংসা দ্বেষ, বিষাদ কলহ, জয় পরাজয় সব দূর করিয়া আমরা যেন তোমাকেই দেখিয়া সর্ব্বত্র শান্তিই দেখি। ভিতরে শান্তি রাখিয়া—ভিতরে তোমাকে দেখিয়া ব্যবহার সিদ্ধির জন্য যেন ক্রোধ মোহ ও কামের ব্যবহার করিয়া ধন্য হইয়া যাই—তোমারই কথা "ক্রোধং মোহঞ্চ কামঞ্চ ব্যবহারার্থসিদ্ধয়ে" ইহা আমাদের যেন তোমার প্রসাদে হইয়া যায়।

মায়ের পূজার জন্য সকলই আয়োজন করিতে হয়। যাহা বলা হইল, তাহা সকলেই ত করেন—প্রথমে ইহা করিয়া বাহিরের পূজাও করুন। মানস পূজা না করিয়া বাহিরের পূজা করিলে কি পূজা হয়? বুঝি ঠিক ঠিক হয় না। উপসংহারে মা সরস্বতীর পূজা কে কে করিয়াছিলেন, কেনই বা করিয়াছিলেন, তাহার কিছুও উল্লেখ করিতেছি। কারণ পূজা করিব কোন প্রয়োজনে—ইহারও কথা কিছু আলোচনা করা ভাল।

ভগবান্ সনৎকুমার যখন শ্রীভগবান ব্রহ্মাকে জ্ঞান কি জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মা তখন জড়বৎ হইয়া কোন সিদ্ধান্ত করিলেন না। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ তখন ব্রহ্মাকে সরস্বতীর স্তব করিতে বলিলেন। ব্রহ্মা মা সরস্বতীকে প্রসন্ন করিয়া সনৎকুমারকে জ্ঞান কি বুঝাইলেন।

বসুন্ধরা যখন অনন্তদেবকে জ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি নিজে কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। ভগবান কশ্যপের আজ্ঞামত সরস্বতীকে স্তব করিয়া তিনি বসুন্ধরার প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করেন।

ভগবান্ ব্যাসদেব যখন ভগবান্ বাল্মীকিকে পুরাণ সূত্র কি হইবে জিজ্ঞাসা করেন তখন বাল্মীকি মা তোমাকেই স্মরণ করিয়া তোমার প্রসাদেই ব্যাসদেবকে পুরাণ রচনার সূত্র ধরাইয়া দিয়াছিলেন।

ভগবান্ বাল্মীকি যে প্রথম শ্লোক রচনা করেন এবং শ্লোকে রামায়ণ-কথামৃত বর্ণনা করেন, তাহা ব্রহ্মার বরে দেবী! তোমারই অধিষ্ঠানবশতঃ।

ব্যাসদেব ভগবান্ বাল্মীকির নিকট হইতে পুরাণ সূত্র জানিয়া বহুবর্ষ ধরিয়া

পুষ্করে দেবী সরস্বতীর উপাসনা করেন। ভগবতীর কৃপাতেই তিনি কবীন্দ্র হইয়াছিলেন।

শ্রীপার্ব্বতী যখন মহাদেবকে জ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তখন দেবাদিদেব "ক্ষণং ত্বামেব সঞ্চিন্ত্য তস্যৈজ্ঞানং দদৌ বিভু'। তুমিই পরমাত্মার জ্ঞানশক্তি। তাই মা! দেবাদিদেব ক্ষণকাল তোমাকে চিন্তা করিয়াই জগজ্জননী পার্ব্বতীকে জ্ঞানশিক্ষা দিয়াছিলেন।

সুরপতি ইন্দ্র যখন ভগবান বৃহস্পতিকে শব্দশাস্ত্র এবং তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করেন, তখন বৃহস্পতি পুষ্করে সহস্র বৎসর মা তোমার ধ্যান করিয়াই সুরেশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন। গুরু শিষ্যকে যাহা শিক্ষা প্রদান করেন, মা বাগ্‌বাদিনি! তোমার কৃপাতেই, গুরু ও শিষ্য উভয়েই কৃতার্থ হয়েন।

তোমাকে আমাকে ত কত লোক কত জ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসা করে, মা! আমরা বিদ্যারূপিণী তুমি তোমাকে কখন স্মরণ করি—না স্মরণ করিবার আবশ্যকতা অনুভব করি? তোমার শরণাপন্ন হইয়া যা তা বলিয়া আমাদের উপদেশের সুফল ফলে কি? ফলেনা—ফলে কুফল।

যখন হরিহর ব্রহ্মা তোমার শরণাপন্ন হন—তখন আমাদের আবার কথা কি? আমরা অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা হইয়া যখন সর্ব্বদাই নিজের অনিষ্ট ও অপরের অশুভ করিতেছি, তখন তোমার কৃপা না হইলে যে আমাদের কোন ইষ্টই হইতে পারেনা, এ বোধ কি আমাদের আছে? বিদ্যা অর্জ্জনে তোমাতে প্রয়োজন, কাহাকেও কিছু উপদেশ করিতে হইলে তোমাতে প্রয়োজন, কোন কিছু বুঝাইতে হইলে তোমার প্রয়োজন—অহো! জননী আমাদের সুবুদ্ধি প্রদান কর, আমাদিগকে মা আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার চরণ স্মরণ ভিন্ন আমরা আর কিছু না করি। আরও কত দৃষ্টান্ত আছে—আমরা আরও দুই একটির উল্লেখ করি।

বেদের ঋষি আশ্বলায়ন তোমায় ভজনা করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন। পদ্ম-বিদূরথ-মহিষী লীলা তোমার উপাসনা করিয়া নিজে মুক্ত হইয়া ছিলেন এবং স্বামীর জন্যও জীবন্মুক্তি আনিয়াছিলেন—সে তোমারই কৃপায়।

বেদের ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য গুরুশাপে স্মৃতিভ্রষ্ট হইয়া, নিরাহারে মুহুর্মুহু রোদন করিতে করিতে তোমায় ভজনা করিয়া জ্যোতিঃস্বরূপা তুমি তোমায় দর্শন লাভ

করেন এবং নষ্টবিদ্যা—নষ্টস্মৃতি —পুনঃপ্রাপ্ত হয়েন! আমরাও যদি এখনও তোমার পূজা করি—উপাসনা করি, আর ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্যের মত প্রার্থনা করি—

জ্ঞানং দেহি স্মৃতিং দেহি বিদ্যাং বিদ্যাধিদেবতে।

*** *** *** ***

লুপ্তং সর্ব্বং দৈববশাৎ নবীভূতং পুনঃ কুরু॥

তবে তোমার কৃপায় হয়ত বিদ্যার আবশ্যকতা—জ্ঞানের আবশ্যকতা আমরা কখন না কখন অনুভব করিতেও পারি।

এস এস বিশ্বাস রাখ—মা আমাদের বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রীদেবী। ইনি আর কেহ নহেন—ইনি পরমেশ্বর পরমাত্মার জ্ঞানশক্তিরই মূর্ত্তি।

আমরা শেষে ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্যের সরস্বতী পূজার কিছু দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতেছি। ভক্তিভরে বেদের মন্ত্রগুলি এবং এই মন্ত্রগুলি মার প্রতিমার নিকট পাঠ করিলেও কিছু হইতে পারে কি?

ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতীরূপা সনাতনী
সর্ব্ববিদ্যাধিদেবী যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমোনমঃ॥
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং শশ্বৎ জীবন্মৃতং ভবেৎ।
জ্ঞানাধিদেবী যা তস্যৈ সরস্বত্যৈ নমোনমঃ॥
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং মূকমুন্মত্তবৎ সদা।
বাগধিষ্ঠাত্রী যা দেবী তস্যৈ বাণ্যৈ নমোনমঃ
হিম-চন্দন-কুন্দেন্দু-কুমুদাম্ভোজসন্নিভা।
বর্ণাধিদেবী যা তস্যৈ চাক্ষরায়ৈ নমোনমঃ॥

** *** ***

ব্যাখ্যাস্বরূপা যা দেবী ব্যাখ্যাধিষ্ঠাতৃদেবতা।
ভ্রমসিদ্ধান্তরূপা যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমোনমঃ॥

স্মৃতিশক্তি-জ্ঞানশক্তি-বুদ্ধিশক্তিস্বরূপিণী।
প্রতিভা কল্পনাশক্তির্যাচ তস্যৈ নমোনমঃ ॥

আর কি বলিব—বল মা করুণাময়ী—তোমার যে করুণা সর্ব্বদা সকল জীবের উপরে সমানভাবে বর্ষিত হইতেছে, তাহা যেন আমরা অনুভবে আনিয়া —মা তুমি—তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হইতে নিত্য শিক্ষা করি।

—

গোঁসাই এর কড়চা।

দুই যুবকের ভারি বন্ধুত্ব। দুই জনেই প্রথম প্রথম একমত ছিল। দুই জনেই বাপপিতামহের নির্দ্দিষ্ট পথেই চলিত। একজন কিন্তু ভাবের মানুষ। গণ্ডীর মধ্যে চলিতে তাহার ক্রমে অরুচি জন্মিল। সে তখন বন্ধুকে বলিল ভাই! আমার অত নিয়মের কষাকষিতে চলিতে প্রাণ চায় না। আমার প্রাণ যাহা বলিবে মন যাহা বলিবে, তুমি অমনি যে তাহা বিচার করিতে বলিবে ইহাত আমার ভাল লাগে না।

ভাই কি করিব বল—আমারও মনত কতকিই বলে। কিন্তু আমার মনের কথা যদি মুনি ঋষিদিগের কথার সঙ্গে না মিলে তবে আমার মনের কথার মূল্যত আধ দামড়ীও নহে।

তোমার এ কথা আমি মানিনা। মন যাহা বলিবে তাহা যদি বিশিষ্ট লোকের মীমাংসার সঙ্গে না মিলে তবে আমার মনকেই অবিশ্বাস করিতে হইবে এ কেমন কথা? তাহা হইলেত মনের স্বাধীনতা কিছুই থাকিলনা। তুমি এ আমাকে কি বল?

ভাই! মনকে স্বাধীন করা অর্থে আমি বুঝি মনকে "স্ব" অর্থাৎ আত্মার অধীন করা। মন যাহা চায় তাই এটাকে করিতে দিলে স্বাধীনতা হয়না— হয় ব্যভিচার।

আচ্ছা ভাই আমি তোমার ধর্ম্মের বন্ধনে আর চলিতে পারিবনা। আমার মুক্ত প্রাণ ও মন যাহা চাহিবে তাহাই করিব।

যা তোমার ইচ্ছা। আমি বাধা দিলে তুমি শুনিবেই বা কেন? বন্ধু বিদায় লইবার সময় প্রথম বন্ধু বলিয়া দিলেন ভায়া সোজা পথে যাইতেই বলিয়াছি। তুমি শুনিলেনা এখন তোমার যেমন রুচি তাই কর।

বন্ধু চলিয়া গেল গিয়া মিশিল যে ধর্ম্মে ধর্ম্মের কোন বন্ধন নাই। সে ধর্ম্মে জাতি পাঁতি মানা নাই, ঠাকুর দেবতা মানা নাই, স্ত্রীলোকে পুরুষে বেশ মেশামিশি চলে। বন্ধুর বড় ভাল লাগিতে লাগিল। খাওয়া দাওয়ার কোন নিয়ম নাই—যেখানে প্রাণ চায় যেমন খাদ্য প্রাণ খাইতে চায় বেশ চলিতে লাগিল। বন্ধু যুবক। অনেক যুবতী বান্ধবী মিলিল। উপাসনাতেও বেশ রস লাগিতে লাগিল। নারী কণ্ঠে সঙ্গীতের সঙ্গে উপাসনা বেশ লাগিতে লাগিল।

বন্ধু কিন্তু ভাবের মানুষ। প্রথম প্রথম ভাবের ঘোরে বেশ চলিতে লাগিল। কিন্তু কিছুদিন পরে বন্ধু দেখিল—এ কি হইতেছে? কয়লা কা ঘরমে যেত্তা শিয়ানা হ্যায় থোড়া বুঁধ লাগে পর লাগে—থোড়া—জাগে পর জাগে"। বন্ধুর এই দিকে বরাবর লক্ষ্য ছিল। তার পরে যথেচ্ছা আহার, যথেচ্ছা বিহার, যথেচ্ছা গল্প গুজব করিতে করিতে মনটা বড়ই যেন অসুস্থ হইতে লাগিল। রোজ এক রকমের প্রার্থনা করিতে করিতে ক্রমে তাহা রস শূন্য হইতে লাগিল। তারপরে মনের সামনে কোন কিছু ধরিবার না থাকায় শূন্যে শূন্যে উপাসনা যেন ভাসিয়া যাইতে লাগিল। নিরাকারে হৃদয় জুড়াইল না। নিরাকারের সমীপে বসা হইল না। সাকার না হইলে সমীপে বসা যে হয় না তাহা বেশ স্পষ্ট হইল। তার পরে মনের নিরঙ্কুশ ভাবে অবাধ মিলনে বিলক্ষণ ভিতরের দোষ আসিতে লাগিল। কোন কিছুতেই সংযম না থাকায়, বিশেষতঃ আহারের সংযম আদৌ না থাকায়—নানা প্রকার অনিষ্ট হইতে লাগিল। বন্ধুর মধ্যে একটা প্রাণ ছিল। কাজেই এইরূপ স্বাধীনতা আর ভাল লাগিল না। আমাকে কেহ চালাইয়া লউন—এইদিকে প্রাণ ছুটিল আহা! আমি আমাকেত আর চালাইতে পারিতেছিনা। বন্ধু গুরু অনাবশ্যক এই মতের বদলে গুরুর আবশ্যকতা বেশ বুঝিল।

তখন এই বন্ধু সেই পুরাতন বন্ধুর কাছে গিয়া মনের অবস্থা জানাইল। পুরাতন বন্ধুও তাহার দুঃখে দুঃখ করিলেন—বলিলেন ভাই কি করিবে বল—মানুষের পূর্ব্ব পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্ম মানুষকে নানা পথে লইয়া যায়। তা ভাই দুঃখ করিও না। একটা গল্প শ্রবণ কর।

এক সাপ আর এক ব্যাং ইহাদের ভারি বন্ধুতা হইয়াছিল। সর্ব্বদাই এক সঙ্গে থাকিত, কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকিত না। সাপ কিন্তু সোজা পথে চলিত না। তেড়া বাঁকা নানা ভাবে চলিত। ব্যাং বেচারা নিরীহ। বন্ধুকে বলিত—ভাই তেড়া বাঁকা না চলিয়া সোজা পথে চলাই ভাল নয় কি?

সে কথা শুনিবে কে? সাপ বন্ধুর কথা বড় একটা গ্রাহ্যই করিতনা। বেশ একটু গরম পড়িয়াছে। সাপ হেলিতে দুলিতে চলিতে চলিতে এক মাঠের মধ্যে গিয়া পড়িল। সেখানে কতকগুলা রাখাল ছোঁড়া খেলা করিতেছিল।

"ওরে একটা সাপরে" বলিয়া একজন চেঁচাইয়া উঠিল। আর যায় কোথা! তখন সব ছোড়ারা মিলিয়া সাপটাকে পঞ্চত্ব পাওয়াইয়া দিল। দিয়াও নিস্তার নাই। সাপটার মাথায় একগাছি দড়ী বাঁধিয়া নিকটে আমগাছের শাখা হইতে লম্বা করিয়া ঝুলাইয়া রাখিল। সাপ বেচারার মৃত দেহ সোজা হইয়া ঝুলিয়া রহিল।

এদিকে ব্যাং বন্ধু অনেকক্ষণ সাপ বন্ধুকে না দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিল। থপ্ থপ্ করিয়া এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে সেই গাছের তলায় আসিয়া দেখিল যে বন্ধু সোজা হইয়া ঝুলিতেছে। দেখিয়া বড় কাঁদিল। শেষে এই বলিয়া চলিয়া গেল—"বন্ধু সেই সোজাই হ'লে কিন্তু সময়ে হলেনা এই দুঃখই রহিয়া গেল"। তারপরে পুরাতন বন্ধু বলিলেন—ভাই তুমিত ফিরিয়াছ। এখনও একেবারে সোজা ত হও নাই। উপায় আছে। এস আবার লাগি। এস।

(২)

বাবাজী গিয়াছেন বৃন্দাবনে। সমস্ত দিন আহারের চেষ্টায় ঘুরিয়া শেষে এক ছত্রে কিছু খাবার পাইয়াছেন। বড় পরিশ্রান্ত হইয়া কেশী ঘাটে শেষে এক গাছের তলায় একখানি ইঁট মাথায় দিয়া ঘুমাইতে চেষ্টা করিতেছেন।

কতকগুলি ব্রজবাসী যমুনার জল আনিতে সেই পথে যাইতেছেন। তাঁহারা বৈরাগীকে দেখিয়া একটু হাঁসা হাঁসি করিলেন, বৈরাগী শুনিতে পায় এমন স্বরে বলিয়া গেলেন—বৈরাগী হওয়াও আছে আবার ইঁটকে বালিশ করাও আছে। বাবাজীর কথাটা কাণে গেল, বাবাজী বলিলেন তাইত—এ কাজত ভাল হয় নাই। বাবাজী তখন ইঁটটা ফেলিয়া দিয়া ঐখানেই পড়িয়া রহিলেন। ব্রজ-বাসীরা ফিরিবার সময় বাবাজীর ব্যাপার দেখিয়া আবার হাঁসাহাঁসি করিলেন। বলিয়া গেলেন—বৈরাগী সাজাও আছে আবার অভিমানটুকুও বেশ টন্‌কো।

(৩)

গয়াধামে যখন ভগবান্ রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষণের সহিত উপস্থিত হইলেন তখন রাজা দশরথের শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত হইল। ভগবান ঋষিগণকে নিমন্ত্রণ করিতে যাইতেছেন। সীতাকে বলিয়া দিলেন ঋষিগণ আসিলে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিও। লক্ষ্মণকে প্রথমে ফল মূলাদি আনয়নের জন্য পূর্ব্বে পাঠাইয়াছেন।

ভগবান ঋষিগণকে আমন্ত্রণ করিয়া আশ্রমে পাঠাইতেন। আশ্রমে রাম ও নাই লক্ষ্মণও নাই শুধু সীতাই আছেন। কতকগুলি ঋষিকে আসিতে দেখিয়া সীতাদেবী একেবারে এক হাত ঘোমটা টানিয়া আশ্রম হইতে বাহির হইয়া বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত হইলেন। ঋষিগণ আশ্চর্য্য ভাবিলেন।

ঋষিগণ সকলে আসিয়াছেন—কাহারও কোন অভ্যর্থনা নাই। কতক্ষণ পরে লক্ষ্মণের সহিত রাম আসিলেন। ঋষিদিগের পাদ্য অর্ঘ্য কিছুই দেওয়া হয় নাই—এবং সীতাকেও সেখানে না দেখিয়া ভগবান্ নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছেন। ঋষিগণ বলিলেন মা জানকী আমাদিগকে দেখিয়া নিতান্ত লজ্জিত ভাবে আশ্রম হইতে বাহিরে গিয়া বৃক্ষান্তরালে লুকায়িছেন। রাম ঋষিগণের নিকটে ক্রটী স্বীকার করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া সম্বর্দ্ধনা করিলেন। পরে সীতার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "একি করিয়াছ? এমন করিলে কেন?" সীতা কাঁদিতেছেন। শেষে বলিলেন ঋষিগণের সঙ্গে আমি দেখিলাম আমার শ্বশুর আসিয়াছেন!

যিনি আমাকে সর্ব্বদা সজ্জিত থাকিতে দেখিতে আর কত আনন্দ পাইতেন—তাঁহার নিকটে আমি এই বনবাসিনীর বেশে বাহির হইতে পারিলাম না—লজ্জায় আমি লুকাইয়াছিলাম। ভগবান্‌ও আশ্চর্য্য হইলেন। তখন তিনি সীতাকে সঙ্গে লইয়া ঋষিগণের নিকটে আগমন করিলেন। এবং সীতার কথা জানাইলেন। ঋষিগণ সীতাকে বহু ধন্য বাদ দিলেন—বলিলেন ইহাইত হইবে। শ্রাদ্ধ যদি শ্রদ্ধা সহকারে কৃত হয় তবে নিশ্চয়ই পিতৃপুরুষগণ আগমন করেন।

(৪)

ভীষ্মদেব পিতৃশ্রাদ্ধ করিতেছেন। পিণ্ডদিবার সময় পিতৃপুরুষগণ আগমন করিয়া হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন। ভীষ্মদেব ইহা দেখিলেন কিন্তু কিছুক্ষণ পিণ্ড হস্তে রাখিয়া শেষে ভূমিতেই পিণ্ড অর্পণ করিলেন পিতৃপুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন আমরা আসিয়াছি, হস্ত প্রসারণ করিয়াছি। তুমি ভূমিতে পিণ্ড দিলে কেন? ভীষ্মদেবের চক্ষে জল। তিনি বলিলেন—শাস্ত্র যে ভূমিতে পিণ্ড দিতে বলিয়াছেন। আমি শাস্ত্র লঙ্ঘন করিতে পারিলাম না। জানিলাম ইহাতে আপনারা আমার উপর সন্তুষ্টই হইবেন। ভীষ্মদেবের শাস্ত্রশ্রদ্ধা দেখিয়া পিতৃদেবগণ নিতান্ত পরিতৃপ্ত হইয়া বলিলেন—এইরূপ শাস্ত্রশ্রদ্ধা না দেখিলে আমরা দুঃখিত হইতাম। ধন্য তোমার শাস্ত্র শ্রদ্ধা।

(৫)

তর্পণ পক্ষে গঙ্গাতীর্থে কতকগুলি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তর্পণ করিতেছেন। সকলের হইয়া গিয়াছে একজন ব্রাহ্মণের কিছু বিলম্ব হইতেছে এক নূতন যুবক ব্রাহ্মণকে দেখাইয়া গঙ্গাতীরে মাটীতে জল সেঁচিতেছে। ব্রাহ্মণের তর্পণ শেষ হইল। তিনি যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন—বাবু তুমি এ কি করিতেছ। যুবক বলিল আমার মানিক তলায় এক ফুলের বাগান আছে তাহাতে জল দিতেছিলাম। আপনার পৃতৃপুরুষ কোথায় আছেন তা আপনি জানেনা—এখান হইতে জল দিলে যদি পরলোকে যাইতে পারে তবে কি এখান হইতে জল দিলে মানিক-তলায় যাইবেনা?

ব্রাহ্মণ বুঝিলেন—বুঝিয়া বলিলেন—দূর—খেকোর বেটা। যুবক একেবারে অগ্নিশর্ম্মা—মহাশয়! আপনি নিতান্ত বেল্লিক—এই জন্যইত আপনাদের এই দুর্গতি।

ব্রাহ্মণ বলিলেন বাপু। তোমার মত পাষণ্ড নাস্তিক বর্ব্বরকে বুঝাইতে হইলে যাহা করিতে হয় আমি তাহাই করিয়াছি। তোমার বাবা কোথায় আছেন জানিনা—আর আমি অতি অশ্রদ্ধা করিয়া তোমার বাবার মুখে—পড়ুক—মাত্র উচ্চারণ করিলাম। বাপু' তাতেই তুমি অগ্নিশর্ম্মা হইয়া আমাকে অপমান করিলে—বেল্লিক বলিলে। কিন্তু আমি এত শ্রদ্ধা করিয়া কত কাতর হইয়া পিতৃলোককে জল দিতেছি এই শ্রদ্ধা-দত্ত জল তাঁহাদের নিকট পৌঁছিবেনা কেন? কেমন বাপু! আমার কথায় রাগ করিও না। তোমার পিতামহের বয়স আমার। কাহাকেও অপমান করিবার বয়স আমার নাই। যদি ভগবান্ ইহাতে তোমার উপর প্রসন্ন হইয়া তোমার বুদ্ধিটা আস্তিকতার দিকে ফিরাইয়া দেন তবে আমার শ্রম সার্থক হইল জানিলাম!

যুবক ব্রাহ্মণের পায়ে পড়িল। চরণ ধরিয়া ক্ষমা চাহিল। ব্রাহ্মণ ত ক্ষমাসার। ব্রাহ্মণ প্রসন্ন হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন আর বলিলেন—বাপু। তর্পণ প্রতিদিনই করিতে হয়। বিশেষতঃ এই তর্পণ পক্ষে অবশ্যই কর্ত্তব্য। এই সময়ে পিতৃপুরুষেরা মর্ত্ত্যলোকে আগমন করেন—সমস্ত প্রদান করিবার শক্তি তাঁহাদের আছে। আহা! তাঁহারা কত আগ্রহে আশা করেন যে, বংশের কি এমন কেহ নাই যে আমাদিগকে এক গণ্ডূষ জল দেয়! যে পিণ্ড ও জল দেয় তাহাকে হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহারা অভীষ্ট প্রদান করেন। বাবা! শ্রাদ্ধ তর্পণ লোপ করিও না। সন্ধ্যা আহ্নিক করিও। কারণ সন্ধ্যাহ্নিক না করিলে দৈব ও পিতৃকর্ম্মে অধিকারী হওয়া যায় না। এই সমস্ত পালন করিও তোমার ভাল হইবে। যুবকের চক্ষে জল। যুবক কুসঙ্গে পড়িয়া। এইরূপ বিশ্বাস হারাইয়াছিল—সহজেই ফিরিল। শত শত যুবক এইরূপে ফিরিতে পারে—একটুকু সৎসঙ্গ পাইলেই নিশ্চয় ফিরিতে পারে।

শ্রীশ্রীহংসমহারাজের কাহিনী।

১৩৩৩ সালের শীতকাল। একে পৌষ মাস, তাহাতে আবার কয়েক দিবস পর্য্যন্ত গগন মণ্ডল ঘন মেঘ দ্বারা আবৃত থাকায় এবং মধ্যে মধ্যে অনবরত বৃষ্টি হওয়ায় ও প্রবল বায়ু বহিতে থাকায় আরও ভয়ঙ্কর শীত হইয়াছিল। ঐরূপ মেঘাড়ম্বর ও অনবরত বৃষ্টির নিমিত্ত আমরা কয়েকদিন কৈলাস পাহাড়ে যাইতে পারি নাই। অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার দিন পাইয়া আমরা একদিন বাবার নিকট চলিলাম। পাহাড়ে উঠিয়া দেখি সাধুবাবা বারান্দার একটী কোনে পূর্ব্ববৎ প্রসন্ন বদনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। আমাদিগকে দেখিয়া মুখখানি ঈষৎ হাস্যময় হইয়া উঠিল। আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিরয়া বারান্দায় বসিলাম। কয়েক দিবস কেমন দৈব দুর্য্যোগ হইতেছে, কল্য রাত্রে কি ভয়ানক ঝড়ের মত বায়ু বহিয়াছিল ও বৃষ্টি হইয়াছিল সেই কথা তুলিলাম। তিনি আমাদের কথার সমর্থন করিলেন এবং বলিলেন সেই বৃষ্টির জল তাঁহার ঘরের মধ্যেও কম পড়ে নাই। যদিও বাবার ঘরখানির দেওয়াল ইষ্টক নির্ম্মিত কিন্তু ছাদটী খোলার। বোধহয় খোলাগুলি স্থামে স্থানে সরিয়া গিয়া এইরূপ হইতেছে। বাবা বলিলেন কাল সমস্ত রাত্রি ঘর দিয়া অনবরত ঝর্ ঝর্ করিয়া বৃষ্টির জল পড়ায় তাঁহার শয্যাটী গুটাইয়া রাখিয়া মাথায় ছাতা ধরিয়া বসিয়া রাত্রি কাটাইয়াছেন। যখনই বৃষ্টি হয় তখনই এইরূপ ব্যবস্থা। কারণ গৃহখানির সর্ব্বত্র ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়ে। ছাতার দ্বারা মস্তক রক্ষা পাইলেও বিছানা এবং গৃহস্থিত অন্যান্য সামগ্রী সমস্তই ভিজিয়া যায়। সাধুবাবার কথা শুনিয়া আমরা খুব দুঃখিত হইলাম, কিন্তু বাবার সদানন্দ প্রসন্ন বদন। এত যে অসুবিধা, তাহাতেও বাবার কিছু মাত্র অসুবিধা বোধ নাই। কথাগুলি বলিবার সময়ও মুখের প্রশান্ত ভাব। এসব অসুবিধা যেন কিছুই নয়। সাধুবাবার নানা স্থানে বহু শিষ্য ও বহু ধনী ভক্ত আছেন এবং এখানেও পরিচিত এমন বহু ধনী মাড়োয়ারি ভদ্রলোক আছেন. যাঁহারা বাবার গৃহখানির এরূপ জীর্ণ অবস্থা শুনিয়া উঁহার জন্য এখনই একখানি ইষ্টক নির্ম্মিত পাকা গৃহ আনন্দের সহিত নির্ম্মাণ করিয়া দিতে পারেন। মনের ব্যগ্রতায় সেকথা বাবাকে বলিয়া ফেলিলাম। তিনি আমার বাক্য শ্রবণে যেরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন ও যাহা বলিলেন তাহার অর্থ এই যে 'এ আর বিশেষ কি কষ্ট? কত বৎসর ত বৃক্ষ তলেই কাটিয়া গিয়াছে। কত বৃষ্টি কত সময় মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে,

তখন ত কোন গৃহ ছিল না। সাধু লোকের পক্ষে ইহা বিশেষ কিছুই নয়। বিশেষতঃ আমিত কাহারও নিকট কিছু চাহিব না। যদি ভগবানের ইচ্ছা হয় তবে পাকা গৃহ হইবে।' সাধুবাবার এতখানি অসুবিধা সত্ত্বেও এই ভাবের বাক্যে, সর্ব্ববিষয়েই ইঁহার কিরূপ তিতিক্ষা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে তাহা চিন্তা করিয়া আমরা বিশেষ আশ্চর্য্য বোধ করিলাম।

কিছুদিন পর ভগবৎ ইচ্ছায় সত্যই বাবার ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইল। যেস্থানে পূর্ব্ব গৃহখানি ছিল সেই স্থানটী প্রশস্ত সমতল বলিয়া বাবার ইচ্ছায় ঐ স্থানেই পুনর্ব্বার নূতন গৃহ আরম্ভ হইল। নূতন গৃহারম্ভ উদ্দেশ্যে যখন পুরাতন গৃহখানি ভগ্ন করা হইল তখন তাঁহার রাত্রিবাসের জন্য পাহাড়ের একদিকে একখানি অতি ক্ষুদ্র তাম্বু খাটান হইয়াছিল। ঐ পাহা-ড়োপরি উঁহার পাকের নিমিত্ত যে টিনের আচ্ছাদনযুক্ত ক্ষুদ্র গৃহখানি ছিল তাহারই সান্নিধ্যে ঐ ক্ষুদ্র তাম্বুটী উঠিয়াছিল। ঐ তাম্বুটী এত ক্ষুদ্র যে তাহার মধ্যে সাধুবাবার শয়নের চৌকীখানি কোন প্রকারে ধরিয়াছিল। সেবার অর্থাৎ ১৩৩৩ সালের শীতকালটী ঐ ক্ষুদ্র তাম্বুটীর মধ্যেই সাধুবাবা অতি প্রসন্ন মনে নির্ব্বিকার চিত্তে কাটাইয়াছিলেন। তাম্বুখানির নীচে ফাকা থাকায় শীতকালের কনকনে শীতল বায়ু অবাধে তন্মধ্যে প্রবেশ করিত। সাধুবাবার শিষ্য ও সেবক ব্রহ্মচারী হরিহরানন্দ উহা নিবারণ কল্পে তাম্বুর নীচে উত্তর দিকে কয়েক আঁটি বিচালী দিয়া ছিল, তাই বায়ু প্রবেশ কথঞ্চিৎ নিবারিত হইয়াছিল।

সেই সময় পাহাড়ের উপর তাম্বুখানির নিকটে আর একখানি চৌকি পাতা হইয়াছিল। রাত্রিতে কয়েক ঘণ্টা মাত্র বাবা তাম্বু মধ্যে নিদ্রা যাইতেন। সমস্ত দিবস বাহিরের চৌকির উপর বসিয়া কাটাইতেন। শেষ রাত্রে যখন ধ্যান ধারণার নিমিত্ত বসিতেন তখনও মুক্ত গগণ তলে নির্জ্জনে ঐ চৌকিখানির উপর আসিয়া অনেক সময় বসিতেন। সেবারে যেমন শীতকালটী উন্মুক্ত স্থানের চৌকিটীর উপর বসিয়া কাটিয়াছিল তেমনি আবার চৈত্র মাসের প্রখর রৌদ্রতাপেও বাবা ঐ উন্মুক্ত স্থানে নির্ব্বিকার চিত্তে প্রসন্ন আননে ঐ চৌকিতে বসিয়া দিন কাটাইয়াছিলেন। দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড সূর্য্য কিরণে বাবা ঐস্থানে বসিয়া থাকায় তাঁহার গৌর বর্ণ আরক্ত হইয়া উঠিত, কিন্তু তাহা তিনি কিছুমাত্র গ্রাহ্য করিতেন না। সেই সময় আমরা যখন সাধুবাবার উপদেশ শ্রবনের জন্য তথায় যাইতাম তখন নীচে মাদুরের উপর বসিয়া নিজেদের মাথায় ছাতা ধরিয়া বসিতে হইত। কারণ অল্পক্ষণ হইলেও ঐরূপ প্রখর রৌদ্র আমাদের

নিকট অসহ্য বোধ হইত। বাবা কিন্তু ঐরূপ স্থানে বসিয়াও পূর্ব্ববৎ প্রসন্ন মনে সুন্দর সুন্দর গল্প করিতেন এবং আমাদিগকে উহার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহার এই সর্ব্বাবস্থায় সন্তোষের সহিত সহিষ্ণুতা ও প্রসন্নতা দেখিয়াই আমরা প্রকৃত তিতিক্ষা শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। ঐ সময় তিনি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোঁহা তাঁহার নিজ ভাষায় মধুর কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিয়া আমাদিগকে শুনাইতেন ও পরে উহার অর্থ বুঝাইয়া বলিতেন। ঐ শব্দগুলির এরূপ উচ্চারণ যে সকল শব্দগুলি আমাদের মুখে তাঁহার মত উচ্চারণই হয় না। সুতরাং সেগুলি লিখিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু বাবার মুখে সেগুলি শুনিতে এতই মিষ্ট লাগিত যে সেগুলি লিখিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। যেমন একদিন বাবা বলিলেন,—

"এতো গতি হয় অটপটি ঝট পট লখে ন কো।
মো মন্‌কা খট্‌পট মিটে তো ঝট পট্‌ দর্শন হো॥"

ইহার অর্থ এইরূপ বলিলেন যে জীবের মনের গতি সহজে পরমেশ্বরের দিকে ধাবিত হয় না। তাহার প্রধান কারণ মন নানারূপ বাসনা লইয়াই ব্যস্ত রহিয়াছে। ইহারই নাম বাবা বলিতেছেন 'অট্‌পটি।' যখন মনের আসক্তি বাসনা অভিমান ইত্যাদি দূর হইয়া যাইবে, অর্থাৎ চিত্ত সম্পূর্ণভাবে বাসনা শূন্য হইবে, তখন উহা শুদ্ধ পবিত্র হইয়া যাওয়ায় 'ঝট্‌পট্' ভগবৎ দর্শন লাভ হইবে।

আর একদিন সাধুবাবা আরও কয়েকটী দোঁহা বলিয়াছিলেন।

যেমন—"সতত ব্রহ্ম অভ্যাস সে মল বিক্ষেপ কো নাশ।
জ্ঞানদৃঢ় নির্ব্বাসনা জীবন্মুক্তি প্রতিভাস॥"

অর্থাৎ সদাসর্ব্বদা ব্রহ্ম ধ্যান দ্বারা মনের মল বিক্ষেপাদি সমস্ত নষ্ট হয়। চিত্তে পরাজ্ঞানের উদয় হয়। সতত ব্রহ্ম ধ্যান হইতে মনের মলিন বাসনার নাশ হওয়ায় মন সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত হইয়া যায়। তখন ক্রমে ক্রমে এই জীবনেই জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ হয়।

"কো কহে সুখ সংসারমে কো কহে দুখ দরিয়া।
মৃগ তৃষ্ণাকে নীরমে নেহি কটু মধুর সুয়াদ॥"

অর্থাৎ কেহ বলে এই সংসারে অনেক প্রকার সুখ আবার কেহ কেহ বলে যে সংসার দুঃখের সমুদ্র তুল্য। মরুভূমিতে মৃগগণ বালির উপর রৌদ্র পতিত হওয়ায় জল আছে মনে করিয়া ঐস্থানে দৌড়াইয়া যায়; বাস্তবিক তাহা যেমন তাহাদের ভ্রম মাত্র সেইরূপ এ জগতে সুখ কিম্বা দুঃখ বলিয়া কোন বস্তুই নাই। উহা মনের ভ্রম মাত্র।

বাবার আর একটী দোঁহা এইরূপ :—

"ভোগকে আশা মরুভূমিবৎ তৃপ্তি কেনুহুনা পায়।
শান্তি সুখ গমায়কে ভবমে ফিরে ঘুমায়॥"

অর্থাৎ ভোগের আশা মরুভূমির মত। ভোগের দ্বারা জীব কখনও তৃপ্তি পায় না। কেবল যে পথে প্রকৃত শান্তি সুখ, তাহা পরিত্যাগ করতঃ পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়ায়।

"কর্ত্তা ভোক্তা দুহুঁ এহি জীব্ কা স্বরূপ
যব্ কর্ত্তা আপে নেহি কেবল শিবস্বরূপ॥"

অর্থাৎ জীব মনে করে সেই কর্ত্তা, সেই ভোক্তা। কিন্তু যখন তাহার সে ভ্রম দূর হইয়া কর্ত্তা ভোক্তা ভাব বিনষ্ট হইয়া যায়, তখনই সে প্রকৃত শিব স্বরূপ।

"কাঁহা ঈশতা জীবতা পূরণ্ চিদ্‌ঘন ভান্
ছোটি মোটি লহর জল সন্তত বন্‌তে আন্।"

অর্থাৎ যেমন জলের তরঙ্গ কোনটী ক্ষুদ্র, কোনটী বা বৃহৎ, তদ্রূপ জীব এবং ব্রহ্ম জ্ঞানীর নিকট উভয় অভেদ প্রতীয়মান হয়। তাই বুঝি কবিও গাহিয়াছেন, 'জীব শিব দোঁহে অভেদ মুরতি, জীব নদী তুমি সাগর।"

বাবা আর একদিন এই দোঁহাটী বলিয়াছিলেন—

"মনপক্ষী তব্ লগ্ উড়ে বিষয় বাসনামায়
জ্ঞান বাজ কি ঝপট্‌মে জব্ লগ্ আওত নায়॥"

অর্থাৎ মনরূপী পক্ষী বিষয় বাসনারূপী বনে ততক্ষণ পর্য্যন্ত উড়ে যতক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞানরূপী বাজপক্ষী তাহাকে আক্রমণ না করে।

সাধুবাবা একদিন বলিতেছিলেন, সংসারের মায়ার আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে। তিনি একটী দোঁহা শুনাইলেন—

"ব্রহ্মজ্ঞানী সদা নির্লেপ
যৈ সে জল্‌মে কমল অলেপ্‌ ॥"

অর্থাৎ সলিলমধ্যে স্থিত পদ্ম যেমন জল স্পর্শ করেনা তেমনি যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ, তিনি সংসারের মধ্যে বাস করিয়াও উহাতে লিপ্ত না হইয়া 'নির্লেপ' অবস্থায় থাকেন।

বাবা আর একটী দোঁহা এইরূপ বলিয়াছিলেন—

"নেহি জ্ঞান্‌কা গাঁঠরী নেহি চাতুরকো চোয
মন্‌কি কল্পনা মেট্‌নি এহি অনুভবকো ওজ ।"

অর্থাৎ জ্ঞানের কোন কোট নাই। আবার বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ যেরূপ অভিনয় করিয়া দেখায় উহা সেরূপ অভিনয় করিয়া দেখাইবারও বস্তু নয়। যখন এই মন হইতে সর্ব্বপ্রকার কল্পনা বিদূরিত হইয়া যাইবে তখনই জ্ঞানের উপলব্ধি হইবে।

সাধুবাবা একদিন ভক্ত কবিরের একটী দোঁহা আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন ভক্ত কবির যেখানে তাঁহার ক্ষুদ্র কুটিরে বাস করিতেন তাহার অদূরে কসাইখানা ছিল। তথায় প্রত্যহ অনেক প্রাণী বিনাশ হইত। ইহাতে তিনি খুব দুঃখিত হইতেন। একদিন কবির মনকে এইভাবে বুঝাইলেন—

"কবিরা তেরা ঝোপ্‌রা গল্‌কাটেওকে পাশ।
যো করেগা সো ডরেগা তুঁ কেঁউ ভয় উদাস।"

অর্থাৎ যে যেমন কর্ম্ম করিবে সে সেই প্রকার ফলভোগ করিবে। হে মন, তুমি কেন উহার নিমিত্ত বৃথা দুঃখ কর?

(ক্রমশঃ)

পুস্তক-পরিচয়।

সটীক দশকর্ম্ম পদ্ধতিঃ।

আমরা পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয় সম্পাদিত গুণ বিষ্ণু টীকার সহিত ভবদেব প্রণীত এই সামবেদীয় কর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতিখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। অধুনা শিক্ষিত পুরোহিত মহাশয়গণ এই জাতীয় গ্রন্থের বিশেষ অভাব বোধ করেন। অনভিজ্ঞকে বুঝাইবার জন্য অনেক ক্রিয়াকাণ্ডের পুস্তক হইয়াছে কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাজ করাইবার মত পুঁথি দুর্ল্লভ। এখানির দ্বারা সে অভাব দূর হইবে বলিয়া আশা করা যায়। অভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধটী ইহাতে দেওয়ায় ইহার গৌরব আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। একখানি পুঁথির সাহায্যে সকল কর্ম্মই নির্ব্বাহ হইবে। মুদ্রিত পুস্তক ভ্রম সঙ্কুল এ ধারণা অনেকেই পোষণ করেন। আমরা জানি আমাদের পরিচিত জনৈক পুরোহিত মহাশয় মুদ্রিত পুস্তক লইয়া যজমান বাড়ী উপনয়ন দিতে যান, যজমান তাঁহার মুদ্রিত পুঁথি দেখিয়া তাঁহাকে দিয়া পুত্রের উপনয়ন দেন নাই।

মুদ্রিত পুস্তকের দুর্দ্দশার কথা বলা যায় না "পিণ্ডে সূত্রং দদ্যাৎ" স্থলে "পিণ্ডে মুত্রংদদ্যাৎ" ও থাকে। স্মৃতিতীর্থ মহাশয় বিশেষ সাবধানে মুদ্রিত করায় ইহাতে বর্ণাশুদ্ধি খুব কম, যে দুই একটী বর্ণাশুদ্ধি নয়নগোচর হইল আশাকরি বারান্তরে ইহাও থাকিবে না।

দুইটী স্থলে মূল ও টীকার মিল নাই যথা নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে "ওঁ বিশ্বে দেবাম আগত শৃনুতাম ইমং হবং এদং বর্হি নিষীদত"।

সামবেদী ব্রাহ্মণগণের "ইদং বর্হির্নিষীদত" ইহাই প্রচলিত পাঠ, মন্ত্র ব্যাখ্যায় "ইদং বর্হি" আছে মূলে এদং বর্হি কেন লিখিয়াছেন তাহার কোন কারণ দেখান নাই।

সাধারণ ভাগে সামান্য কুশণ্ডিকায় পরিসমূহন মন্ত্রে মূলে "কুৎস ঋষি" মুদ্রিত করিয়াছেন টীকায় "কৌৎস ঋষি" আছে এবং বহু হস্তলিখিত পুথিতে "কৌৎস ঋষিই" দেখা যায়। স্মৃতিতীর্থ মহাশয় এ

পাঠ পরিবর্ত্তনের কোন কারণ উল্লেখ করেন নাই। যাহাই হউক এই পদ্ধতিখানি পুরোহিত মহাশয়গণের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। বহুদিন হইতে বেদের চর্চ্চা এদেশে না থাকায় হস্তলিখিত পুথিতে বৈদিক মন্ত্র গুলির অবস্থা দেখিলে দুঃখ হয়। স্মৃতিতীর্থ মহাশয় বৈদিক মন্ত্রগুলি বিশুদ্ধভাবে মুদ্রিত করিয়াছেন। আশাকরি যজুর্ব্বেদীয় এবং ঋগ বেদীয় দর্শকর্ম্ম পদ্ধতি সত্বর প্রকাশ করিয়া হিন্দু মাত্রেরই অসুবিধা দূর করিবেন। ইতি—

গ্রন্থের মূল্য ২৲ টাকা এবং প্রাপ্তিস্থান ১৯৫।২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সারস্বত লাইব্রেরী।

দম্পতি-সংযম।

শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর কালীচরণ সেনগুপ্ত ধর্ম্মভূষণ কৃত; প্রাপ্তি স্থান ১৫নং কলেজ স্কোয়ার চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ; ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ও শ্রীমন্ত ঔষধালয়, গৌহাটী।

কবিরাজ শিরোমণি শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের অভিমত :—

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন ধর্ম্মভূষণ বি, এল প্রণীত "দম্পতি-সংযম" পুস্তকখানি বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পড়িয়াছি, ইহার উপদেশ কত মহার্ঘ বলিতে পারিনা। এ উপদেশ গ্রহণ করিলে কেবল এই বর্ত্তমানের দুর্দ্দশাগ্রস্ত আধিব্যাধি পীড়িত দেশ নহে—পৃথিবীতে এক নূতন জীবন আসিতে পারে। এই উপদেশ ঋষিযুগের প্রতিধ্বনি। যে যুগে একটী ব্রাহ্মণ বালকের অকাল মৃত্যুর জন্য ব্রাহ্মণ রাজার কৈফিয়ৎ চাহিয়া ছিলেন, এ সেই যুগের উপদেশ। গ্রন্থের বিষয় আপ্তবাক্য প্রত্যক্ষ অনুমানাদি

সর্ব্ব প্রকার প্রমাণ দ্বারা সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত সুতরাং নিরপেক্ষ সুধী ব্যক্তিরা ইহা না মানিয়া পারিবেন না।

* * * *

"স্ত্রী পুরুষ এক শয্যায় শয়ন করিবে না"। ইহা এই দেশের চিরাচরিত মহোপদেশ। আবার ইংরেজগণের স্ত্রী পুরুষ ও এক শয্যায় শয়ন করেনা; তবু এ কথা শুনিবে কে? আমি এ বিষয়ে কোন একটা বিষয় ধরিয়া কিছু বলিলাম না। বলিলাম না এই জন্য যে, সেরূপ বলিতে গেলে সব বইটাই তুলিতে হয়। * * *

গ্রন্থের নামেও বৈশিষ্ট্য আছে, সংযম তো কত প্রকারেরই আছে, দম্পতি-সংযুক্ত হওয়ায় বিশিষ্টার্থে প্রতীতি জন্মাইতেছে।

উপসংহারে আমি আবার বলিতেছি এ গ্রন্থ পড়িয়া আমি বড় আনন্দ পাইয়াছি, এ গ্রন্থ পড়িতে এবং তদনুসারে চলিতে আমি সকলকেই অনুরোধ করি।

———

"নভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি"
মৌনস্থঃ প্রকৃতারম্ভী সংসারে নাব সীদতি"।৭

ইঁহাদের ইষ্ট প্রাপ্তিতেও আনন্দ নাই, অনিষ্টপ্রাপ্তিতেও দ্বেষ নাই ; ইঁহারা কোন বিষয়ে শোকও করেন না, কোন কিছু আকাঙ্ক্ষাও করেন না। ইঁহারা মৌনস্থ—মিতভাষী এবং প্রকৃতারম্ভী—আবশ্যক কার্য্যে অনলস , কদাচ ইঁহারা সংসারে অবসন্ন হন না।

পৃষ্টঃ সন্ প্রকৃতং বক্তি ন পৃষ্টঃ স্থানুবৎস্থিতঃ।
ঈহিতানী হিতৈর্ম্মুক্তঃ সংসারে নাবসীদতি ॥৮

জিজ্ঞাসা করিলে প্রকৃত উত্তর দেন, না জিজ্ঞাসা করিলে স্থানুবৎ থাকেন, ইষ্টানিষ্ট বিষয়ে মুক্ত বলিয়া সংসারে অবসন্ন হন না। সকলের প্রিয় বলেন, জিজ্ঞাসিত হইলে চতুর সমাধান করেন, সকলের অভিপ্রায় জ্ঞাত হন, কদাচ সংসারে অবসন্ন হন না। ইহা যুক্ত ইহা অযুক্ত এই বৈষম্যদৃষ্টি বিশিষ্ট, আশা আক্রান্ত চেষ্টা বিশিষ্ট লোক ব্যবহার সকল স্বীয় করস্থিত বিল্ব ফলের ন্যায় উত্তমরূপে অবগত থাকেন। পরম পদে আরূঢ় বলিয়া জগতের এই ক্ষণভঙ্গুর স্থিতি অন্তঃশীতল বুদ্ধি দ্বারা উপহাস করিয়াই নিরীক্ষণ করেন। যে সমস্ত জিতচিত্ত মহাত্মা পরমপদ দেখিয়াছেন তাঁহাদের স্বভাবের কথা হে রাঘব! এই আমি বলিলাম। যে সকল মুর্খ চিত্ত জয় করিতে পারেনা সেই সমস্ত ভোগ কর্দ্দম মগ্ন—ভোগ লম্পট মানুষের অভিমত আমরা বলিতে সমর্থ নই। কেন নই জান? যাহারা বিষয় সমুদ্রে মগ্ন তাহাদের মন দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ভ্রমণ করে বলিয়া।

তেষামভিমতা নার্য্যো ভাবাভাববিভূষিতাঃ।
জ্বালা নরকবহ্নীনাং যাস্তাঃ কনকরোচিষঃ ॥১৪

অনর্থ গহনাশ্চার্থা ব্যর্থানর্থকদর্থনাঃ ।
দিশন্তো দুঃখ সংরম্ভমভিতঃ প্রহিতা পদঃ ॥১৫
ফলসন্ধীনি কর্ম্মাণি নাশাচায়ময়ানিচ ।
সুখ দুঃখাবপূর্ণানি তানি বক্তুং ন শক্নুমঃ ॥১৬

এই সকল মূর্খদিগের অভিলষিত বস্তু হইতেছে কামিনীগণ—ইহারা ভাবাভাব দ্বারা বিভূষিত—আপাদ মস্তক অলঙ্কৃত। ভাবের অভাব অর্থাৎ বিবেকবুদ্ধির অত্যন্ত অভাব, পূর্ব্ব সঞ্চিত সুকৃতির প্রধ্বংসাভাব এবং সম্ভাবিত সুকৃতি যে তপস্যা সংযমাদি ইহারও প্রাগভাব—ইহাই ইহাদের অলঙ্কার অতএব ইহারা নরক বহ্নি সকলের সুবর্ণ সমান দীপ্তি বিশিষ্ট জ্বালার মত। যেমন কামিনী ইহাদের অভিলাষের বস্তু সেইরূপ কাঞ্চন বা অর্থও ইহাদের অভিলষিত বস্তু। অর্থ হইতেছে অনর্থের কান্তার; কারণ অর্থের অর্জ্জনে, পালনে, ব্যয়ে, নাশে বহুক্লেশ এবং ইহা অনর্থরাশির নিমিত্তভূত। অর্থ আরও ব্যর্থ অনর্থ প্রয়োজক কলহ বৈরাদি কদর্থনা সমূহের আগার। ইহাদের নানাবিধ দুঃখ যুক্ত আপদের অন্ত কোথায়? বলিতে পার ইহারা যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মের আচরণ ও ত করিতে পারে—এই মূর্খেরা তাও করেনা—কারণ ইহাদের আচরিত যজ্ঞাদি কর্ম্মও ফল কামনায় কৃত হয়, নিষ্কাম ভাবে কৃত হয় না বলিয়া ইহারা সুখ স্বরূপ শ্রীভগবান হইতে বঞ্চিত—এবং ইহাদের কর্ম্ম নানা বিধ দম্ভ অহঙ্কারাদি দুরাচার প্রচুর অতএব পুনঃ পুনঃ জনন মরণ প্রযুক্ত দুঃখে পূর্ণ—অতএব "তানি বক্তুং ন শক্নুমঃ" ইহাদের কর্ম্মের গতি আমরা বলিতে সমর্থ এই।

পূর্ণাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য ধ্যেয় ত্যাগ বিলাসিনীন্।
জীবন্মুক্ততয়া স্বস্থো লোকে বিহর রাঘব ॥১৭

হে রাঘব! তুমি ধ্যেয় বাসনা ত্যাগে যাহার বিলাস, সেইরূপ পূর্ণ দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া জীবন্মুক্তগণের আপনি—আপনি থাকার ভাবে লোকসঙ্গে বিহার কর। কিরূপে করিবে জান?

অন্তঃ সন্ত্যক্ত সর্ব্বাশো বীতরাগো বিবাসনঃ।
বহিঃ সর্ব্বসমাচারো লোকে বিহর রাঘব ॥১৮
উদারঃ পেশলাচারঃ সর্ব্বচারানুবৃত্তিমান্।
অন্তঃ সর্ব্বপরিত্যাগী লোকে বিহর রাঘব ॥১৯

অন্তরে সকল আশা সম্যগ্‌রূপে ত্যাগ কর, বিষয়ে অনুরাগ শূন্য হও, বাসনা বিগলিত কর, করিয়া সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সংসারে বিহার কর। উদার হও, মনোজ্ঞ আচার বিশিষ্ট হও, কর্ম্ম সঙ্গিদিগের কর্ম্মানুষ্ঠানে ভেদবুদ্ধি জন্মাইও না, কিন্তু ভিতরে সর্ব্বপরিত্যাগী হইয়া লোক যাত্রা নির্ব্বাহ কর।

প্রবিচার্য্যদশাঃ সর্ব্বা যদতুচ্ছং পরমংপদম্।
তদেব ভাবেনালম্ব্য লোকে বিহর রাঘব ॥২০
অন্তর্নৈরাশ্যমাদায় বহিরাশোন্মুখেহিতঃ।
বহিস্তপ্তোন্তরাশীতো লোকে বিহর রাঘব ॥২১
বহিঃ কৃত্রিমসংরম্ভো হৃদি সংরম্ভবর্জ্জিতঃ।
কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্ত লোকে বিহর রাঘব ॥২২

সমস্ত সংসার দশা বিচার করিয়া যাহা অতুচ্ছ পরম পদ তাহাকে অন্তরে অবলম্বন করতঃ সংসারে বিহার কর। অন্তরে কোন আশা না রাখিয়া বাহিরে আশাযুক্তের ন্যায় ব্যবহার করিবে। বাহিরে সন্তপ্তের ন্যায় কিন্তু নিরুদ্বেগ বশতঃ শীতল হইয়া লোকে বিহার কর। লোক দৃষ্টিতে কৃত্রিম সংরম্ভ—কৃত্রিম আড়ম্বরে ব্যস্ত কিন্তু আড়ম্বর বর্জ্জিত, বাহিরে কর্ত্তা সাজ কিন্তু অন্তরে অকর্ত্তা থাকিয়া লোকে বিহার কর।

জ্ঞাতবানসি সর্ব্বেষাং ভাবানাং সাম্যগন্তরম্।
যথেচ্ছসি তথা দৃষ্ট্যা লোকে বিহর রাঘব ॥২৩

কৃত্রিমোল্লাস হর্ষস্থঃ কৃত্রিমোদ্বেগ গর্হণঃ।
কৃত্রিমারম্ভ সংরম্ভো লোকে বিহর রাঘব ॥২৪
ত্যক্তাহঙ্কৃতিরাশ্বস্ত—মতিরাকাশ শোভনঃ।
অগৃহীত কলঙ্কাঙ্কো লোকে বিহর রাঘবঃ ॥২৫
আশাপাশশতোন্মুক্তঃ সমঃ সর্ব্বাসু বৃত্তিষু।
বহিঃ প্রকৃতি কার্য্যস্থো লোকে বিহর রাঘব ॥২৬

তুমি বহিঃ পদার্থের ও অন্তঃপদার্থের অন্তর—ব্যবহারতঃ ও পরমার্থতঃ সারাসারের তারতম্য জানিয়াছ, ভিতরে সেই দৃষ্টি রাখিয়া যেমন ইচ্ছা সেইরূপ করিয়া লোকে বিহার কর। কৃত্রিম উল্লাস ও হর্ষ, কৃত্রিম উদ্বেগ ও নিন্দা, কর্ম্মানুষ্ঠানে কৃত্রিম উদ্যোগী হইয়া সংসার বিহার কর। চন্দ্রের অহঙ্কার তিনি রাত্রির প্রকাশ অথচ তিনি ক্ষয় রোগী বলিয়া অনাস্তমতি এবং কলঙ্ক চিহ্ন ধারণও করেন তুমি সেরূপ না হইয়া সংসারে বিহার কর। তুমি শত আশারজ্জুর বন্ধন হইতে উন্মুক্ত হইয়া, সমস্ত সুখজনক ও দুঃখজনক বৃত্তিতে সমদর্শী হও, হইয়া বর্ণাশ্রম মত কার্য্য করিয়া, প্রজার হিতজনক কার্য্যস্থ হইয়া সংসারে বিহার কর। সকল বৃত্তিতে সমান থাকিবে কিরূপে জান? পরমার্থতঃ দেহী যে আত্মা তাঁহার বন্ধনও নাই, মুক্তিও নাই—আর যাহা সংসারে হয় যায় দেখ তাহা ইন্দ্রজাল শ্রীর মত মিথ্যা। প্রখর রবি কিরণে স্ফুরিত মৃগতৃষ্ণিকাকে যেমন সত্য বলিয়া বোধ হয় সেইরূপ ভ্রান্তিমাত্র। জগৎকে লোকে মোহেই দর্শন করে। অবদ্ধ, একরূপ, সর্ব্বব্যাপী আত্মার বন্ধন কোথায়—আর বন্ধনই যখন নাই তখন মুক্তি বিধানে কাহার যত্ন হইবে? তবে কি তত্ত্বজ্ঞান ব্যর্থ? না তাহা নহে। এই সংসারভ্রান্তি অতত্ত্বজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়া বিস্তার লাভ করিতেছে, তত্ত্বজ্ঞান না হইলে সংসার ভ্রান্তি যায়না। যেমন রজ্জুজ্ঞান না হইলে রজ্জুতে সর্প বুদ্ধি যায়না সেইরূপ। আপন সূক্ষ্মবুদ্ধিতে তুমি তত্ত্ব জানিয়াছ, অহঙ্কার শূন্য হইয়াছ এখন আকাশবৎ নির্ম্মল হইয়া স্থিতি লাভ কর। তুমি সাক্ষী

মাত্র, অতএব এই অখিল সুহৃৎ বান্ধবাদি মমতা—বাসনা সম্যগরূপ ত্যাগ কর—যাহা অসৎ স্বভাব—যাহা অবিদ্যমান সেই সুহৃদাদির ভাবনা আবার কি ? আরও এই বাসনা ত্যাগে বাসনা সমস্ত হইতে ভিন্ন অন্য পরিশিষ্ট সাক্ষী তুমি পরমার্থ সত্ত্বাবিশিষ্ট অনুমান কর। বাসনা ত্যাগের পূর্ব্বে পরম কারণ ব্রহ্ম হইতে তোমার এই পরিচ্ছিন্ন অসত্যরূপই প্রাপ্তি হইয়াছে, পরমার্থ সত্যরূপ পাও নাই—এই বাসনা ত্যাগই তৎ-প্রাপ্তির হেতু অন্য কিছুই নয়। অথবা সেই অসৎস্বভাব হইতে অন্য যে পরমার্থ সৎস্বভাব সেই স্বভাব তুমি অসৎস্বভাব হইতে—অবিদ্যাতৎ কার্য্য হইতে সত্ত্ববান্—বলবান্ অনুমান কর। অতএব পরম আদ্য যে অবিদ্যালক্ষণ কারণ তাহা হইতেও এই অনাদিকালপ্রাপ্ত বন্ধন ও এই এই বাসনা ত্যাগ কর।

ভোগ বল বন্ধু বল জগদ্ভাব বল শুভাশুভ কর্ম্ম বল আত্মার সঙ্গে ইহাদের কাহারও সম্বন্ধই নাই—তবে শোক করিবে কার জন্য ? এক আত্মতত্ত্বই আমি, যদি তোমার এই বুদ্ধি জন্মে তবে তোমার ভয় কি ? জগৎভ্রমের সহিত তোমার সম্বন্ধই নাই তবে ইহা হইতে ভয় কি ? বলিতে পার আমি তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া আমরা দুঃখ যেন না হইল কিন্তু বন্ধুগণ অজ্ঞ—তাহাদের দুঃখ সমাগমে দুঃখ ত দুর্ব্বার হইবে। সকলই মিথ্যা বলিয়া বন্ধুত্বও ত মিথ্যা—বন্ধুর সুখদুঃখাদি ইহাও ত ভ্রম। সব সম্বন্ধই মিথ্যা—তবে শোকই কি সত্য হইবে ? যদি নিশ্চয় জানিয়া থাক যে তুমি পূর্ব্বজন্মে ছিলে, ভবিষ্যতেও থাকিবে এবং বর্ত্তমান জন্মেও আছ তবে সেই সেই জন্মের অতীত প্রাণীদের ও বন্ধুবান্ধবের জন্য শোক না কর কেন ? যদি বুঝিয়া থাক তুমি এজন্মে এক জন, অন্য জন্মে অন্যজন তবে স্থায়ী বস্তুর অভাব জন্য শোকের অবসর কোথায় ? আর যদি বুঝিয়া থাক পূর্ব্বে হইয়াছিলে, এখনও হইয়াছ, এই দেহ নাশের পরে আর হইবেনা তবে এই ক্ষীণ সংসারের জন্য—দিন কতক পরে ত আর কেহই থাকিবেনা তবে আর শোক করা কেন ?

তস্মাৎ ন দুঃখিতা যুক্তা প্রকৃতে জাগতে ক্রমে।
তথৈব মুদিতা যুক্তা যুক্তং কার্য্যানুবর্ত্তনম্ ॥ ৪১

মাগচ্ছ দুঃখিতাং রাম সুখিতামপি মা ব্রজ।

সমতামেহি সর্ব্বত্র পরমাত্মা হি সর্ব্বগঃ ॥ ৪২

আত্মার জন্মাদি সঙ্গিত্বেও যদি শোকের অবসর না থাকে অর্থাৎ আত্মা অসঙ্গ বলিয়া ইহার জন্ম মৃত্যু, শোক, মোহ ব্যাধি ইত্যাদির সঙ্গই হয়না তবে অসঙ্গ উদাসীন কুটস্থ স্বপ্রকাশ পূর্ণানন্দৈকরস আত্মার জন্য শোক কিরূপে হইবে? অতএব রাঘব! তুমি প্রকৃতির কার্য্যভুত জগতের ক্রমে—কর্ম্মব্যাপারে দুঃখ করা যে যুক্তি যুক্ত নয় তাহা বুঝিয়াছ—এই জন্য সহজ সন্তোষ বৃত্তি যে মুদিতা তাহাই অবলম্বন করিয়া যথা প্রাপ্ত কর্ম্মের অনুবর্ত্তন কর। দুঃখও করিওনা, সুখীও হইওনা, সুখদুঃখে সমভাবে থাক, কারণ পরমাত্মা সর্ব্বত্র আছেন এবং তিনি সর্ব্বগ। তুমি অনন্ত সৎস্বরূপ আকাশের মত নির্লিপ্ত স্বপ্রকাশ নিত্যশুদ্ধ। জ্বালা কোটরে যেমন অন্ধকার থাকিতে পারেনা সেইরূপ তোমাতে কোন অন্ধকার নাই। জগতের সমস্ত পদার্থের অন্তরে তোমার স্বরূপ হার সূত্রের মত অবস্থিত। যাহারা অজ্ঞ তাহারাই দেখে সংসার আছে, ছিল; তুমি জ্ঞানী হইয়াছ সুখী হও। সংসারের স্বভাব দুঃখ বহুল; অজ্ঞান বশতঃই ইহা স্ফারতা প্রাপ্ত হয়—ইহা তুমি জানিয়াছ। ভ্রমের আবার রূপ কি? ভ্রমই ভ্রমের রূপ। স্বপ্নের রূপ স্বপ্নই—ইহার আবার অন্যক্রম কি থাকিবে? সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের শক্তিতেই এই ভ্রমের প্রকাশ হয়। রাম! জগদাকার ভাল অতি ভাস্বর—অভিব্যক্ত হইতেছে।

সুবন্ধুঃ কস্যচিৎ কঃ স্যাদিহ নো কশ্চিদপ্যরিঃ।

সদাসর্ব্বেচ সর্ব্বস্য সর্ব্বং সর্ব্বেশ্বরেচ্ছয়া ॥ ৪৯

কে কাহার বন্ধু কে কাহার অরি, সকলেই সর্ব্বদা সকলের—ঈশ্বরের ইচ্ছাদ্বারাই সবার সব। এই জগৎ জলতরঙ্গের ন্যায় পরস্পর পরস্পরের আশ্রয়ে অনবরতঃ চলিতেছে; কখন অধঃ উর্দ্ধ হইতেছে আবার উর্দ্ধ অধঃ

হইতেছে। চক্র নেমির মত সংসারের চলাচল। স্বর্গবাসী নরকে যাইতেছে আবার নরকবাসী স্বর্গে যাইতেছে। দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে গমনের ন্যায় জীব এক যোনি হইতে অন্য যোনিতে যাইতেছে। ধীর অর্থাৎ অপ্রার্থনশীল কৃপণ হইতেছে, আবার কৃপণও ধীর হইতেছে। প্রাণি সকল কতই না উৎপতন নিপতনে নিয়ত চঞ্চল হইতেছে। কোন পদার্থই এখানে যেমন অগ্নিতে হিমবশা নাই সেইরূপ এখানে একরূপ স্থির নির্ম্মল সন্তাপ বর্জ্জিত কিছুই নাই। যাহাদিগকে পরম ভাগ্যবান্ আজ দেখিতেছ যাহারা তোমার পরমবন্ধু তাহারাও কতিপয় দিনের মধ্যেই বিনষ্ট হইবে। হে মহাবাহো! আত্মীয়তা পরতা, অন্যত্ব, তত্ত্ব মত্ত্বাদি ভাবনা এই সমস্ত দ্বিচন্দ্র ভ্রমের ন্যায় মিথ্যা। রাম! ইনি বন্ধু ইনি পর। এই আমি এই তুমি এই সমস্ত মিথ্যা দৃষ্টি তোমা হইতে বিগলিত হউক। ক্রীড়ার জন্য ব্যবহারিক জগতে থাক ক্ষতি নাই কিন্তু অন্তরে এই মিথ্যাদৃষ্টির আমূল উৎপাটন করিয়া অবহেলে বাহিরে বিহার কর। হে সুব্রত! সংসার অনুসরণে সেইরূপে বিহার কর যাহাতে বাসনাভারে শ্রমশান্ত না হও। তোমার যেমন যেমন বাসনাক্ষয় কারিণী বিচারণা উদিত হইবে ততই তোমার ব্যবহারেরও উপশম হইবে।

অয়ং বন্ধুরয়ং নেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানাস্তু বিগতাবরণৈব ধীঃ॥ ৬১

ইনি বন্ধু ইনি নহেন এইরূপ গণনা ক্ষুদ্রান্তঃকরণেরই হইয়াছে। উদার চরিতের বুদ্ধি কখন ঈদৃশ বিচারণা আবরণে আবৃত হয় না। সেইরকম বস্তু নাই যেখানে আমি নাই, এমন কিছু নাই যাহা আমার নহে, ধীরগণ এইরূপ নিশ্চয় করেন এইজন্য তাঁহাদের বুদ্ধি অজ্ঞানের আচ্ছাদন হইতে মুক্তি হয়েন চিদাকাশ বা জ্ঞানাকাশের মত যিনি মহান তাঁহার উদয়ও নাই, অস্তও নাই সুতরাং স্বস্থ—অবিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তি ভুমিতলের সমস্তই যেমন দেখেন সেইরূপ তিনিইও সমস্ত বস্তু স্বস্থ—আপনাতে বা আত্মাতে অবস্থিত দর্শন করেন।

সর্ব্বা এব হি তে ভুত জাতয়ো রাম বন্ধবঃ।
অত্যন্তাসংযুতা এতা স্তব রাম ন কাশ্চন ॥ ৬৪

সমস্ত প্রাণী রাম! তোমার বন্ধু কারণ তুমি অনাদি সংসারের সর্ব্বযোনিতে বহু বহুবার জন্মিয়াছ; বন্ধুত্বে অত্যন্ত অসংযুক্ত এমন কেহ তোমার নাই। বিবিধ জন্মশতদ্বারা বন্ধমূল ভ্রমযুক্ত এই জগতে ইনি বন্ধু ইনি অবন্ধু এইরূপ দৃষ্টি—এইরূপ ভেদদর্শন ভ্রম দশাকেই বিজৃম্ভন করে। প্রকৃত পক্ষে জীবভাব দৃষ্টিতে ত্রিভুবনস্থ জীবজাত নিজ বন্ধুই আর ব্রহ্ম ভাব দৃষ্টিতে আপনিই সব—এই ভাবে অবন্ধু হইয়াও চিরবন্ধু।

উপশম ১৯ সর্গঃ ও ২০ সর্গঃ।

প্রধান শোকের শান্তি জন্য পুণ্য ও পাবনের উপাখ্যান।

রাম! "ইনি বন্ধু" "ইনি বন্ধু নহেন" এই বিষয়ে একটি পুরাতন ইতিহাস বলিতেছি শ্রবণ কর। এই জম্বুদ্বীপে এক আশ্রমে দীর্ঘতপা নামক মহর্ষি বাস করিতেন। সেই আশ্রমে তাঁহার স্ত্রী ও পুণ্য পাবন নামক দুই পুত্রও বাস করিতেন।

চারিদিকে পর্ব্বত; পর্ব্বত সকল কাননে আচ্ছন্ন। এই পর্ব্বতের নাম মহেন্দ্র পর্ব্বত। কল্পদ্রুমের ন্যায় বড় বড় বৃক্ষ চারিধারে। তাহাদের ছায়ায় কত মুনি কত কিন্নর বিশ্রাম করিতেন। সেই উন্নত পর্ব্বতের শৃঙ্গ সকল আকাশ স্পর্শ করিত। শৃঙ্গ কন্দরে মুনিগণ সামবেদ গান করিতেন, মনে হইত যেন ব্রহ্ম লোকে সামধ্বনি

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে।

২৫শ বর্ষ। ফাল্গুন, ১৩৩৭ সাল। ১১শ সংখ্যা।

আবির খেলা।

ঠাকুর! যখন জীবনে বড় ব্যাকুল হই—হইয়া তোমায় ডাকি, তখন বলি তুমি সাধুর সাধু, তুমি দয়াময়, তুমি পরম পবিত্র, তুমি রমণীয় দর্শন। তুমি যে রমণীয় দর্শন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন আমি তোমায় ডাকিতে বসি, তোমার আজ্ঞাপালনে প্রাণপণ করি, তোমারই শরণাপন্ন হইয়া শতবার বলি ঠাকুর! তোমার আজ্ঞাপালনে নিযুক্ত হইতেছি, আমি তোমার আশ্রিত, তুমি আমায় চালাইয়া লও—তখন ঠাকুর! তুমি এমন কর কেন? কাহাতে কোন সময়ে আমার আসক্তি ছিল তাহার মধ্যে তুমি প্রবিষ্ট হইয়া আমাকে সেই বিষয় চিন্তা করাও, পুনঃ পুনঃ করাও, বহুবার ধরিয়া করাও, করাইয়া কত অসম্বন্ধ প্রলাপ বকাইয়া তবে ছাড়। আবার কতক্ষণ পরে ভ্রম ভাঙ্গিয়া দেখাও কোথায়ও কিছু নাই এবং দেখাও তুমি কত দুষ্টু।

না—না আমারই বুঝিবার ভুল! তুমি দুষ্টু নও। আমার নিদ্রিত আসক্তি ক্ষয় করিবার জন্য, আমার আসক্তির বীজ পর্য্যন্ত নষ্ট করিবার জন্যই তুমি এইরূপ কর। তোমার যে দেহধারণরূপ আত্মবিসর্জ্জন তাহাও দুঃখী জীবকে

তাহার সঞ্চিত কর্ম্ম ভোগ করাইয়া মুক্তিসুখ দিবার জন্য। তুমি বিরাট্ দেহ অঙ্গীকার না করিলে জীবের ভোগ হয় না। ভোগ না হইলে কর্ম্মক্ষয় হয় না। কর্ম্মক্ষয় না হইলে মুক্তি হয় না। "অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্"।

এক দিন দোলযাত্রা। ফাল্গুন মাস। সবাই আবীর খেলিতেছে। তুমি না খেলিলে জীব খেলে কার সঙ্গে? শ্রীকৃষ্ণও যেমন চতুর, গোপিনীরাও কেহ কম নহেন। সবাই সবাইকে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন। সবাই লাল হইয়া গিয়াছে। "লাল যমুনা জল, লাল তমালতল, লালহি নন্দদুলাল"। বুঝি শ্যামল ক্ষেত্রও আর নাই। বৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তী মাঠ সকলে এই সময়ে এক প্রকার লাল লাল ঘাসের ফুল ফোটে, ফুটিয়া সমস্ত ক্ষেত্রকে লাল করিয়া রাখে। দেখিয়া আইস এখনও বুঝি নন্দলাল আবীর খেলা করে—তাই সব লাল।

বলিতেছিলাম সবাই সবাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। একটু অন্যমনস্ক হইবার যো নাই অথচ অন্যমনস্ক হইবার বস্তু সম্মুখেই, অন্যমনস্ক হইবার বস্তুই সেই গোপবেশধারী রমণীর দর্শন।

সবাই খেলা করিতেছে। একজন গোপীকা বড় শান্ত, বড় লজ্জাশীলা। সেই সর্ব্বাপেক্ষা বড়ই বিব্রত। সে আর আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারিতেছে না। আলুথালু হইয়া গিয়াছে। সবাই তার উপর পড়িয়াছে। তার প্রাণে হইতেছে কেহ রক্ষা করুক। বুক ফাটে, মুখ ফোটে না। মুখ ফুটিয়া সে বলিতে পারে না ওগো! আশ্রয় দাও। কষ্ট পাইতেছে আর যেন একটু একটু করিয়া কৃষ্ণের দিকে সরিয়া যাইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ তাহার পক্ষ লইলেন, আশ্রয় দিলেন, নিশ্চিন্ত করিলেন। তার হইয়া সকলের আবীর দেওয়া লইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করিতেছেন আর কেহ তাহার কিছু করিতে পারিতেছে না। সে একটু নিশ্চিন্ত হইয়া দেখিতেছে শ্রীমাধব সকলকে হার মানাইয়াছেন। আশ্রিতা গোপিকা যখন বেশ বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত তখন হঠাৎ এ কি! ঠাকুরই তাহাকে একেবারে লালে লাল করিয়া দিতেছেন। গোপিনীরা ভারি হাসিতেছে আর বলিতেছে দুষ্ট্! বেচারা হাত দিয়া মুখ ঢাকিতেছে! এক এক বার ভাবিতেছে তোমার এই কাজ! ছি ছি! ঐ যে বলিলে আমার আর ভয় নাই! ছি ছি! যেই রক্ষক সেই ভক্ষক! ঠাকুর! কে তোমার কথায় আর প্রত্যয় করিবে? ভাবিতেছে— "যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতব বাদম্"। এ কথা ত তবে ঠিক। তবু

কিন্তু ভালও লাগিতেছে আর ভাবিতেছে একবার দেখি। কিন্তু যেমন চক্ষু খোলা তেমনি আবার আবীর দেওয়া—আবার মুখ ঢাকা। শ্রীকৃষ্ণ আরও বাড়াবাড়ি করিতেছেন। মুখ হইতে হাত খুলিয়া আবীর দিবেন। বালিকা এ চতুরালিতে পারিবে কেন? তবু বড় সুখ শ্রীকৃষ্ণ হাত খুলিয়া মুখে আবীর মাখাইতেছেন। হাসি আসিতেছে আর সে বলিতেছে দুষ্টু! আহা! মানুষ যদি একটু তারে ভালবাসে, ভালবাসিয়া একবার দেখে জগতে সেই খেলা করে, সেই আবীর দেয়। বিপদ সম্পদ সবই তার আবীর খেলা। যে তার রঙ্গ দেখিয়া বিপদ কালেও বলিতে পারে—দুষ্টু! বুঝি সেই তারে ভালবাসিয়াছে। যে বিব্রত হইয়া বলিতে পারে "মা তোর রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ী অবাক্ হয়েচি। হাসিব কি কাঁদিব তাই মনে ভাবতেছি"। এই কথাই বুঝি ঠিক।

ভুবি ভোগা ন রোচন্তে স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥

পরম পুরুষ সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান্। পরমপুরুষ বেদবেদ্য আর তাঁর শক্তি সৃষ্টির উপাদান।

কোন এক সুন্দর পুরুষ দর্পণে আপন প্রতিবিম্ব দেখিয়া যেমন মনে করেন এই—এই, সেইরূপ পরম পুরুষ আপনাকে আপন শক্তি দর্পণে দেখিয়া ভাবনা করেন এই—এই। ইহাই মায়াকে অঙ্গীকার, পরেই সৃষ্টির ইচ্ছা বা ঈক্ষণ। এই বেদ বেদ্য পরম পুরুষকে দেবতারা প্রার্থনা করিলেন।

পৃথিবী আর সহ্য করিতে পারেন না, আমাদের যাতনারও শেষ নাই। তুমি তোমার সর্ব্বব্যাপী অধিষ্ঠানকে মূর্ত্তিমান্ কর—নিরাকারকে নরাকার কর, করিয়া পৃথিবীর ভার লাঘব কর—আমাদের যাতনা দূর কর। তোমার শক্তিও অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হইয়া আসুন।

তুমিই এই পরমপুরুষ আর ইনিই পরমপুরুষের পুরুষকার শক্তি। ইনি বিনা শিবপুরুষ শবাকার পরম পুরুষ আপনি আপনি নির্গুণ।

বেদ শব্দ দ্বারা পরমপুরুষকে দেখাইতেছেন—তুমি কর্ম্মে আচরণে আত্ম প্রকাশ কর। আমরা ধন্য হইয়া যাই—ঋষিগণ নির্ভয় হউন—আর মনুষ্যগণ তোমার আচরিত কর্ম্মের অনুসরণে সংসার সাগর পার হইয়া যাউক।

আর ইনি? সংসারে থাকিতে হইলে যে সহিষ্ণুতা সর্ব্বদা আবশ্যক দেহে থাকিতে হইলে যাহা প্রতি নরনারীর প্রতিক্ষণে আবশ্যক—তাহারই প্রকট মূর্ত্তি ইনি। কি বলিব—বলি বলি করিয়াও বলা হইল না—কি ইনি? তথাপি কিছু চেষ্টা করিব।

যখন জীবের দুর্গতি দেখি তখন মনে হয়, যাঁহার মধ্যে সকল বিষয়ের শক্তি সর্ব্বদা রহিয়াছে তিনি এত শক্তিহীন হইলেন কিরূপে? একমাত্র উত্তর ভোগ-লাম্পট্যই শক্তিকে হরণ করে। শক্তি হীনতাই জীবের দুর্গতির একমাত্র কারণ।

ভোগলাম্পট্যকে একবার দেখিতে পার? দেখনা একবার? কি দেখিবে? ভোগলাম্পট্য জাগে শরীর ভোগের ইচ্ছায়। প্রথমে নিজের শরীরকে কিসে ভাল দেখায়, কিসে ফিট্ ফাট্ রাখা যায়, কিসে লোকে দেখিয়া ইহাতে মুগ্ধ হয়, কি করিলে সুন্দর দেখায়, এই দিকের আয়োজন হয়। তখন ইন্দ্রিয়গণ যাহা চায় তাই শরীরের সেবার জন্য আহরণ করিতে হয়। ভোগের বিলাসিতার আপাতমনোরম অবিবেকে ইহাকে সর্ব্বদা তৃপ্ত করিতে ইচ্ছা হয়। ক্রমে এই শরীর দিয়া অন্য শরীর ভোগের ইচ্ছা হয়! তারপর যাহা হয় তাহা আর খুলিয়া বলিবার আবশ্যকতা কি কিছু আছে? মানুষ এই শরীর ভোগের জন্য কি না করে? কি না করিতেছে? সর্ব্বদা ভয় আছে শরীরটা-যায়, পাছে শরীরটার অসুখ হয়? পাছে এটা কোন প্রকার কষ্ট পায়? হায়! তবুও এটা কাহারও থাকেনা।

এই ভোগলাম্পট্য দ্বারা মানুষের কি হয়? হয় যাহা তাহাত সকলেই দেখে—সকলেই দেখিতেছে—সকলেই দেখিবে।

ভোগলাম্পট্যই মানুষের শক্তি হরণ করে। ভোগলাম্পট্যের অতি দুর্গম অন্তঃপুরে যখন শক্তির অবরোধ হয় আর ভোগলাম্পট্যের শত শত ছড়িদার—ছড়িদারণী যখন শক্তিকে নির্য্যাতন করিতে থাকে তখন শক্তির সেই মর্ম্মভেদী হাহাকার শুনিয়া ব্যথিত হয়না এমন মানুষ দেখা যায় না।

এই শক্তিকে উদ্ধার করিবে কে? উদ্ধার করিবার একজনই আছেন। শক্তি ইঁহারই। শক্তির নিরন্তর বিলাপে যখন ইহাঁর দয়া হয় তখন তিনিই ইহাঁকে উদ্ধার করেন। ভোগলাম্পট্যকে সপুত্র বলবাহনের সহিত বিনাশ করিয়া ভোগলাম্পট্যের সুরক্ষিত দুর্গ ধ্বংস করিয়া ইনিই শক্তিকে উদ্ধার করেন।

উদ্ধার করিয়াও শক্তিকে একেবারে গ্রহণ করেন না। শক্তি ভোগলাম্পট্যের গৃহে থাকায়—অসৎসঙ্গে ছিল বলিয়া ইহার অগ্নিপরীক্ষার আবশ্যক হয়। অগ্নিপরীক্ষায় শক্তিকে লোকের নিকটে অতি পবিত্র দেখাইয়া শক্তিকে বড় আদরে গ্রহণ করেন।

লাম্পট্যের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া শক্তি, সেই "সর্ব্বাঙ্গে সুমনোহরং শিরসি পদনখাৎ সর্ব্ব সৌন্দর্য্যসারং" পরমপুরুষের বামাঙ্গে যখন উপবেশন করেন তখন কি শোভাই হয়? ইহা যে দেখে সেই মুক্ত হইয়া যায়।

কোথাও কোথাও ভোগলাম্পট্যের দাস মানুষ নিজের ইচ্ছায় হয় না। মানুষের অনুপস্থিতিতেও মানুষের প্রিয়জন মানুষের জন্য পুত্র বিত্তাদি আহরণ করে। মানুষ দূর দেশ হইতে আসিয়া যখন দেখে কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে তখন প্রিয়জনকে অতি তিরস্কার করিয়া সেই শক্তি ও শক্তিমানকে ফিরাইতে চায়। কিন্তু তাঁহারা আসেন না। ভোগলাম্পট্যকে বিনাশ না করিয়া তাঁহারা দেহ রাজ্যে ফিরিয়া আসেন না। শ্রীভরত যখন শ্রীভগবানকে ফিরাইতে না পারিয়া তাঁহার পাদুকা লইয়া নন্দীগ্রামে থাকিয়াই অযোধ্যারাজ্য পালন করিয়াছিলেন সেই রূপ শক্তি ও শক্তিমান্ বিরহিত মানুষ তাঁহাদেরই সাধনা করিতে থাকেন। পরমপুরুষের কোন চিহ্ন ধরিয়াই এক যুগের উপরেও সাধনা চলে। শ্রীভরতের সাধনা জানিয়া মানুষ যদি এই সাধনা করে তবে তাহার নিকটে শক্তি-জড়িত শক্তিমান্ বিদ্যুৎ মণ্ডিত মেঘখণ্ডের ন্যায় নিশ্চয়ই উদিত হয়েন।

ভরত কোন সাধনা করিয়াছিলেন?

রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত পুষ্পক রথে নন্দীগ্রামে আসিয়াছেন—

যত্র বৈ ভরতো রাজা পালয়ন্ ধর্ম্মমাস্থিতঃ।
ভ্রাতুর্ব্বিয়োগজনিতং দুঃখচিহ্নং বহন্ বহু॥
গর্ত্তশায়ী ব্রহ্মচারী জটাবল্কল সংযুতং।
কৃশাঙ্গযষ্ঠীদুঃখার্ত্তঃ কুর্ব্বন্ রামকথাং মুহুঃ॥

যথান্নমপি নোভুঙ্‌ক্তে জলং পিবতি নো মুহুঃ।
উদ্যন্তং চ সবিতারং নমস্কৃত্য ব্রবীতি চ॥
জগন্নেত্র সুরস্বামিন্ হর মে দুস্কৃতং মহৎ।
মদর্থে রামচন্দ্রোঽপি জগৎপূজ্যো বনং যযৌ॥
সীতয়া সুকুমারাঙ্গ্যা সেব্যমানোঽটবীং গতঃ॥
যা সীতা পুষ্পপর্য্যঙ্কে বৃন্তমাসাদ্য দুঃখিতা।
যা সীতা রবিসন্তাপং কদাপি প্রাপ নো সতী॥
মদর্থে জানকী সা চ প্রত্যরণ্যং ভ্রমত্য হো॥
যা সীতা রাজবৃন্দৈশ্চ ন দৃষ্ট নয়নে কদা।
যা সীতা দৃশ্যতে নূনং কিরাতৈঃ কালরূপিভিঃ॥
যা সীতা মধুরং ত্বন্নং ভোজিতা ন বুভুক্ষতি।
সা সীতাদ্য বনস্থানি ফলানি প্রার্থয়ত্য হো॥
ইত্যেব মন্বহং সূর্য্যমুপস্থায় বদত্যদঃ।
প্রাতঃ প্রাতর্ম্মহারাজো ভরতো রাম বৎসলঃ।

কয়না এই সাধনা? চতুর্দ্দশ বৎসর ধরিয়া দেখ না শক্তি ও শক্তিমান—তোমারই শক্তি ও তোমারই শক্তিমান্ ভোগলাম্পট্য বিনাশ করিয়া তোমারই মধ্যে উদিত হয়েন কি না? ভোগ ছাড় মুক্ত হও। শক্তি জড়িত শক্তিমানের প্রিয়নাম সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগ করারই বিধি। প্রিয় নামটি শক্তি জড়িত শক্তিমান্ কিরূপে তাহা গুরুর নিকট জানিয়া লইতে হয়। আর যিনি জগতের সকল জীবের চক্ষে প্রকাশিত হইবার জন্য মূর্ত্তি ধরিয়া জগতকে প্রকাশ করেন সেই প্রত্যক্ষ দেবতার নিকট শ্রীভরতের মত কাঁদিতে কাঁদিতে প্রার্থনা করিতে হয় আর বলিতে হয় আমার দোষেই ইনি ও তুমি কত কষ্ট পাইতেছ। শ্রীভরতের নিজের কোন দোষ ছিল না—মাতৃ দোষে ভরত আজ জগতের কাছে অপরাধী। তুমি কিন্তু আপন দোষেই আপন শক্তি ও শক্তিমান হইতে বহুদূরে সরিয়াছ। তথাপি ভরতের সাধনার অনুকরণ করিয়া চল—হইবেই।

আহা! তুমি মৃত্যুহর—আবার মৃত্যু হইয়াও তুমি আসিতেছ। মৃত্যু ও তুমি বলিয়া তোমার মৃত্যু মূর্ত্তির মধুর মূর্ত্তির নাম ধরিয়া ডাকিতে যদি মনে থাকে—

তাঁহার অনুগ্রহেই স্মরণ হয়—ইহা মনে রাখিয়া সেই দারুণ যাতনার সময় তাঁহার ধামের শ্রীমূর্ত্তির দ্বারে ভিখারী হইয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা কর—তাঁহার দয়ায় তুমি অভয় প্রাপ্ত হইবে। আর যদি সেই বিশাল করুণামাখা নয়নকমলের স্মরণ একপ্রকারও হয়—নামের সহিত মূর্ত্তির স্মরণ যদি হয় তবে তোমার অসদ্গতি কি আর হইতে পারে? তাই বলা হইতেছিল ভোগত্যাগই যখন মুক্তি তখন যতটুকু সময় পাও—মনে মনে এবং ব্যবহারেও ভোগত্যাগ করিয়া হাতে পায়ে তাঁর জন্যই কর্ম্ম কর—মনটাকে নামছাড়া ও ভোগত্যাগ ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে দিও না। এই সাধনাই বড় সাধনা। তুমি চেষ্টা কর আর তাঁর কাছে কৃপাভিক্ষা কর—হইবে।

আন্ কাজে তোর কাজ কি আছে।

অতি সামান্য কথাতেও সময় বিশেষে বড় উপকার হয়। সময়ে সময়ে এমন সময় আসে যখন মন যেন কিছুতেই আশা পায় না। কি যাতনা মানুষ তখন পায়! ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আশার বিজলী খুব সাধারণ কথাতেও তখন চমকিয়া উঠে। এই ভাবের কথা কি ইহা?

রাম বল মন বাঁচ যতক্ষণ
আন্ কাজে তোর কাজ কি আছে।

মন কত কি ভাবিতেছে—হতাশার কথা ভিন্ন আর কিছুই মন ভাবিতে পারিতেছে না। সহসা ঐ লেখার উপর চক্ষু পড়িল। মন একেবারে ধরিবার জিনিষ পাইল আর বলিতে লাগিল "আন্ কাজে তোর কাজ কি আছে"? অন্য কিছু মনে আসিতে গেলেও বলিতে লাগিল "আন্ কাজে তোর কাজ কি আছে"—যার এইরূপ হয় সেই বুঝে—সবাই নাও বুঝিতে পারে।

দুঃসময়ের পর সুসময় আসিলে আরও অনেক ভাল কথায় দৃষ্টি পড়ে সেই "ভূমৌ শয়ানাং শোচন্তিং রাম রামেতি ভাবিনীম্" উপবাস কৃশা—মলিনাম্বর ধারিণী—এক বেণী—দীনা—দেবতামিব ভূতলে—আর হা রাম রামেতি বিলপ্য

যানা স্থিতা সীতা রাক্ষসবৃন্দমধ্যে। এই সব দেখিয়া মন সজাগ হইয়া উঠে। নিশ্চয়ই আমাকে ত্রাণ করিবেন যদি আমি রাম রাম করিয়া যাই আর যদি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি তিনি অতি করুণাময়—ডাকিলেই তিনি উদ্ধার করেন—কবে উদ্ধার করিবেন বলেন না কিন্তু ডাকা বিফল হয় না—উদ্ধার নিশ্চয়ই করেন—তবে আমার কর্ম্মক্ষয় করিয়াই উদ্ধার করেন। উদ্ধার নিশ্চয়ই করিবেন—তা যত দিনেই করুন—আমার কার্য্য নাম করা—আমি সব সহিয়া নাম করি—আর ত আমার অন্য পথ নাই। এই বিশ্বাস রাখিতে পার হইবেই।

এখন ত সুস্থ শরীর—সংসারের ও উৎপীড়ন নাই—এখন যদি তোমার স্মরণে প্রাণ ভরিয়া না যায়—তবে তখন? যখন শয্যা কণ্টকী ধরিবে—যখন যম যন্ত্রণায় অস্থির করিয়া তুলিবে—যখন শত বৃশ্চিকের দংশন এককালে হইতে থাকিবে। তখন কি স্মরণে প্রাণ ভরিয়া যাইবে? হরি! হরি! এ আশা তুমি কর কিরূপে? যদি ভাবিয়া রাখিয়া থাক তখনকার অবস্থা ত বড় নিরাশ্রয়ের অবস্থা। এখন শত চেষ্টা করিয়াও নিরাশ্রয়ের অবস্থা আনিতে পারি না—তখন ত তোমার অনুগ্রহে আপনি আপনি এই অবস্থা আসিবে—তবে স্মরণ হইবে না কেন? এ আশাও যে কর ইহা তোমার মনেরই ছলনা! কতবার ত রোগ আসিয়া ধরিল—যখন বাড়াবাড়ি হইয়াছিল তখন কি তুমি স্মরণে ভরিত হইবার কিছু প্রত্যক্ষ করিয়াছিলে? মনে যখন নানাবিধ অসম্বন্ধ প্রলাপ উঠিবে—এখন এই সুস্থ সবল শরীরে যখন অসম্বন্ধ প্রলাপ ছাড়িতে পার না—এখনও যখন তাঁর অনুগ্রহের কোন নিদর্শন পাওনা—তখন পাইবে এই আশা করিয়া নিশ্চিন্ত থাক কিরূপে? কিরূপে বল—এখন পাইতেছি না বটে কিন্তু তখন দয়াময় দয়া করিবেন। আহা! মনের এই ছলনায় ভুলিওনা।

তুমি ত হতাশ করিয়াই দিতেছ। তবে কি করিব—তাই বল—একটু আশা দাও।

যাহা করিতেছ তাহা করিয়া যাও—কিন্তু প্রতিদিনের কর্ম্মে বিশ্বাস রাখ—তিনি আমায় উদ্ধার করিবেনই—ইহাই তাঁহার স্বভাব। এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া প্রতি ডাকার কর্ম্মে বিশেষ ভাবে মনে রাখ—আমার আর উপায় নাই—আর আমার কেহ নাই। আমি একমাত্র তোমাকেই বিশ্বাস করি—তুমি আমায় রক্ষা করিবেই।

কাঙ্গালের মত নিরন্তর কর্ম্ম কালে বলার অভ্যাস রাখ—

তাই—থাক্‌তে সময় দীন দয়াময়
আরজী করে রাখি
তখন পড়ে কিনা পড়ে মনে
পাছে পড়ি ফাঁকি।

কেমন করিবে ত? আর কি করিবে বল? যথাসাধ্য চেষ্টা কর "আন কাজে তোর কাজ কি আছে" সর্ব্বদা ইহা মনকে স্মরণ করাইতে থাক, করাইয়া অন্য ভাবনা আর ইহাকে ভাবিতে দিও না—ভাবনা ত উঠিবেই—সেই সময়ে ইহাকে বল—

"রাম বল মন বাঁচ যতক্ষণ
আন্ কাজে তোর কাজ কি আছে"

আত্মপ্রাপ্তির কত ভাল ভাল উপায় তিনি মনে জাগাইয়া দিতেছেন—লোকমুখে শাস্ত্রমুখে শুনাইতেছেন আর তুমিও উপায় গুলিকে মোক্ষপথ দেখিতেছ তথাপি যে তোমার হয় না কেন জান? অভ্যাস না করিয়া যখনকার তখন কর বলিয়া। অভ্যাস কর হইবেই।

ধীমহি।

"এস আমরা ধ্যান করি"—কে কাহাকে ধ্যান করিতে বলিতেছে? এই কথার উত্তর শুনিবার পূর্ব্বে ধ্যানের ফল কি হইবে শ্রবণ করা উচিত। তাহাতে ঐ প্রশ্নের কতক কতক উত্তর মিলিবে।

ধ্যান অর্থে চিন্তা। রূপের চিন্তাও চিন্তা, গুণের চিন্তাও চিন্তা। আবার স্বরূপের চিন্তাও চিন্তা। শেষোক্ত চিন্তাটিই প্রকৃত চিন্তা। স্বরূপের ধ্যানের জন্যই রূপ ও গুণের ধ্যান অবলম্বন। রূপের চিন্তা হয় ইন্দ্রিয় সাহায্যে। গুণের চিন্তা হয় মনের সাহায্যে, আর স্বরূপ চিন্তা হয় ধী বা উত্তম বুদ্ধি দ্বারা।

এই চিন্তা দ্বারা আমাদের প্রাপ্তি কি হইবে?

ধ্যান করিতে পারিলে তুমি আমাদের বুদ্ধিকে পরমপদে প্রেরণ করিবে। বুদ্ধি যখন পরমপদে প্রেরিত হয় তখনই আমাদের সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তিরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়। ইহা অপেক্ষা অধিক প্রাপ্তি আর কি আছে? আমাদের বুদ্ধি পরমপদে প্রেরিত হইলেই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

বুদ্ধিটি কোন বস্তু? ইহা কোন্ কার্য্য করিতে সক্ষম?

আমাদের মধ্যে অনেকগুলি শক্তি আছে। কোন শক্তি সঙ্কল্প বিকল্প করে, কোন শক্তি সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করে, কোন শক্তি আমি আমার রূপ অভিমান করে কিন্তু বুদ্ধিশক্তি বিচার দ্বারা যাহা শ্রেয়ঃ তাহাই নিশ্চয় করে।

বুদ্ধিটি তবে কি ভাল, কি মন্দ তাহার নিশ্চয় করে। নিশ্চয় করে কিরূপে?

বিচার দ্বারা। বুদ্ধি বিচার করিয়া নিশ্চয় করে যে যাহা ক্ষণস্থায়ী তাহা গ্রহণ যোগ্য নহে। ক্ষণস্থায়ী যাহা যদি তাহা গ্রহণ কর—ক্ষণিক যাহা তাহার পশ্চাৎ যদি ধাবিত হও তবে দুঃখ পাইবে; কিন্তু যাহা নিত্য, যাহা চিরদিন আছে, ছিল বা থাকিবে যদি তাহার দিকে চল, অল্প ত্যাগ করিয়া যদি অনন্তের জন্য প্রাণপণ কর তবে অনন্ত সুখ পাইবে—ভূমাতে স্থিতিলাভ করিবে।

এস আমরা ভূমার ধ্যান করি। এখন দেখ কে কাহাকে বলে এস আমরা ধ্যান করি। যে চৈতন্য মনের সহিত মিশিয়া আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করেন, যে চৈতন্য দেহকে আমি মনে করিয়া দেহের দুঃখে নিরন্তর আপনাকে দুঃখী বোধ করেন, যে জীব চৈতন্য বিষয়ে আসক্ত হইয়া, দেহে আসক্ত হইয়া, মনে আসক্ত হইয়া সর্ব্বদা হায় হায় করেন, সেই সমস্ত বিষয়াসক্ত জীব চৈতন্যকে বলা হয় এস আমরা অখণ্ড চৈতন্যের ধ্যান করি।

যাহা বলিতেছ তাহাতে যে ব্যক্তি একাকী নির্জ্জনে ভগবান্‌কে ডাকিতেছে বা ডাকিতে চেষ্টা করিতেছে তাহার পক্ষে এস আমরা ধ্যান করি এই মন্ত্র প্রয়োগ করা যায় কিরূপে?

বাহির ছাড়িয়া একটু ভিতরে ঢুকিলেই প্রয়োগ করা যায়।

কিরূপে?

একটি দেহেই অনেক লোক। যত শক্তি এক দেহে তত খণ্ড চৈতন্য বা জীব এক দেহে। ইন্দ্রিয়গুলি শক্তি, মনও শক্তি, চিত্তও শক্তি, অহঙ্কারও শক্তি, বিষয়াসক্ত বুদ্ধিও শক্তি। এই খণ্ড খণ্ড শক্তির কোলে কোলে খণ্ড খণ্ড

চৈতন্য। হে ইন্দ্রিয়, হে মন, হে অহঙ্কার, হে চিত্ত, হে বিষয়াসক্ত বুদ্ধি—ক্ষণস্থায়ী বিষয় চিন্তা করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর ভীষণ যাতনায় কষ্ট পাও কেন—এস এস সেই অখণ্ড, সেই ভূমা পুরুষকে ধ্যান করি, তিনিই আমাদের বুদ্ধিকে তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিয়া দিবেন।

এইরূপ ধ্যান করিতে আহ্বান করিতেছে কে?

সমষ্টি চৈতন্য আপনার অঙ্গীভূত ব্যষ্টি চৈতন্য সমূহকে বলিতেছেন, এস আমরা ধ্যান করি। আমি যে তোমারই। সেই দেবতার বরণীয় ভর্গই আমি। আমিই সমষ্টি চৈতন্য। আমি তোমারই। এস ধ্যান করি।

"এস আমরা ধ্যান করি" এইটি বড় আবশ্যকীয় তত্ত্ব। ইহাই যদি বিস্তার করিয়া বল?

পূজার প্রাণ হইতেছে ধ্যান। এইজন্য ধ্যানটি বিশেষরূপে আলোচনা করা আমরা অত্যন্ত আবশ্যক মনে করি।

"এস আমরা ধ্যান করি" "ধীমহি"র এই অর্থ। আমি ধ্যান করি ইহা বলা হইতেছে না—বলা হইতেছে আমরা ধ্যান করি। এস আমরা ধ্যান করি—এইটি ভাল করিয়া বুঝি আইস, তবে পূজা হইবে।

ধীমহির অর্থ বুঝিলে পূজা হইবে—এই কথা বুঝিবার পূর্ব্বে আমার অন্য কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

বল।

ব্রাহ্মণের গায়ত্রী—শুধু তাই কেন ব্রাহ্মণেতর আর সকলের গায়ত্রীতেও এই ধীমহি কথার ব্যবহার আছে। আমি জিজ্ঞাসা করি ধীমহিতে কে কাহাকে ধ্যান করিতে বলিতেছে?

সাধারণে মোটা অর্থই দেখে। স্থূল ভাবে ইহার অর্থ এই হয় যে যাহারা কিছু উন্নতি লাভ করিয়াছেন তাঁহারাই যেন নিম্নস্তরের লোকদিগকে বলিতেছেন এস আমরা ধ্যান করি।

এই ত বেশ সরল অর্থ। এই অর্থ করার দোষ কি হয়? দোষ কিছু আছে। সবাই মিলিয়া ধ্যান করি এস—এ ধ্যানটা বাহিরঙ্গে নাম সঙ্কীর্ত্তণের মত। কিন্তু যখন কেহ নির্জ্জনে তাঁহার ধ্যান করিবে তখন এস আমরা ধ্যান করি—ইহা কে কাহাকে বলিবে? যিনি উচ্চ সাধক তাঁহাকেও গায়ত্রী মন্ত্রে ডাকিতে হয়।

একথা ঠিক বটে। তবে তুমি কি অর্থ বুঝিয়াছ?

ধ্যানের অর্থ কি, ধ্যান করিলে কি হয়—এইগুলি বুঝিতে পারিলে কে কাহাকে ধ্যান করিতে ডাকিতেছে ইহা সহজেই বুঝা যাইবে।

বুঝাইয়া বল।

ধ্যানের অর্থ চিন্তা। রূপের চিন্তাও চিন্তা,গুণের চিন্তাও চিন্তা আর স্বরূপের চিন্তাও চিন্তা। রূপ ও গুণের ধ্যানে ক্রম মুক্তি পর্য্যন্ত উঠিতে পারে কিন্তু,স্বরূপ ধ্যান করিতে পারিলে "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি। ইহৈব সমবলীয়ন্তে"। মরিবার সময় ইহাদের প্রাণের উৎক্রমণ হয় না। ইঁহারা এইখানেই তাঁহার সহিত এক হইয়া যান।

এমন একটি দৃষ্টান্ত দাও যাহা সকলেই বুঝিতে পারে। সকলেই মানে তুমি বা তোমার মতন যাঁহারা এবং তিনি বা তাঁহার মতন যাঁহারা।

তুমি আর তিনি ইহাদের উপযোগী করিয়া বলিতে হইলে তোমাদের মত লোকে যে চিন্তা বা ধ্যানে প্রায় পড়ে সেইরূপ দৃষ্টান্তই লইতে হয়।

কি জানি কি তুমি বলিবে—যাই বল ধ্যানটি বুঝান চাই।

আচ্ছা—আচ্ছা তাহাই হইবে। শ্রবণ কর।

হরিদ্বারের গঙ্গা বড়ই মনোহারিণী। সেই কুলকুল ধ্বনিতে—

এ দৃষ্টান্ত যাহারা কবি তাহাদের—

আচ্ছা—আচ্ছা—কিছু ধৈর্য্যওত থাকা উচিত। ধৈর্য্য ধরিয়া অগ্রে শ্রবণ কর। পরে যাহা বলিবার থাকে বলিও।

বল।

সেই কুল কুল ধ্বনিতে চিত্ত একাগ্র করিলে এই শব্দরাশির ভিতরে যে এক নিঃশব্দস্থান আছে সেই শান্ত পরম রমণীয় স্থানে চিত্ত যেন পৌঁছিয়া যায় তখন দেহ, মন, সংসার চিন্তা কিছুই থাকে না।

প্রকৃতির এই সুন্দর স্থানে এক যুবক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে সন্ধ্যা আহ্নিক করিতে গিয়াছে। বাঁধান বহু বিস্তৃত সিঁড়ি। দুই এক সিঁড়ির নীচেই উন্মাদিনী গঙ্গা কুল কুলধ্বনি করিতে করিতে তীর বেগে ছুটিয়াছে। ঘাটের উপরে বড় বড় পিঠুলি গাছ নীচে ছায়া বিস্তার করিয়াছে। ঘাটে দুই একটি লোক স্নান করিতে আসিতেছে। যুবক প্রস্তর বাঁধান পরিষ্কার স্থানে কাপড় জামা ইত্যাদি রাখিয়া স্নানার্থ জলে নামিবার আয়োজন করিতেছে। আর উপরের গাছে এক বানর ধীরে ধীরে নীচে নামিতেছে। তাহার ইচ্ছা বস্ত্রগুলি সে

তুমি কয়ে যুবক কিছুই লক্ষ্য করে নাই। খরস্রোতার জলে একবারে নাবিতে পারিতেছেনা, জল লইয়া খেলা করিতে করিতে একটু অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছে।

অকস্মাৎ বড় মধুর স্বরে কে বলিল "বান্দরকা উপরে ধ্যান দেনা। যুবক তৎক্ষণাৎ বাঁদর হইতে বস্ত্রগুলি প্রথমেই রক্ষা করিল। পরক্ষণেই নিকটে দেখিল এক পাঞ্জাবী কুমারী বা কিশোরী। পাঞ্জাবীরা প্রায়শঃ সুন্দরী। রূপ যেমন সুন্দর স্বর ও ততোধিক সুমিষ্ট। বালিকা অবিবাহিতা। বালিকা সাবধান করিয়া দিয়া স্মিতমুখে যুবকের দিকে সাগ্রহে চাহিয়া ছিল। যুবার চ'ক্ষে সেই রূপরাশি, সেই ভঙ্গী, সেই ঈষৎ হাস্যভরা মুখশ্রী বড়ই মধুর লাগিল। কৃতজ্ঞ যুবক কিছুই বলিল না কিন্তু কি জানি কি ভাবভরা চ'ক্ষে যেন কত কথাই কহিল। তার পরে স্নানাদি শেষে কে কোথায় চলিয়া গেল। কিন্তু ঐ ঘটনাই কি সমস্ত ব্যাপারের সমাপ্তি? না। কতকি দেখিতেছে কিন্তু সেই মূর্ত্তিত ভূল হয় না। কোন চেষ্টা নাই, কোন প্রয়াস নাই তবে কেন সেই সুহাসিনী মিষ্টভাষিণী বালার মধুর মূর্ত্তি তৈলধারার মত অবিচ্ছেদে মানস চ'ক্ষে ভাসে?

বুঝিলে রূপের ধ্যান কাহাকে বলে? এই রূপের ধ্যানের সঙ্গে সুন্দর কথা কওয়া—সামান্য একটু গুণও যোগ দিয়াছে। কাজেই এই ধ্যান এই চিন্তা প্রথম প্রথম তৈলধারার মত অবিচ্ছেদে হৃদয়ে ভাসিল। ক্রমে বিজাতীয় চিন্তা দ্বারা সুন্দরীর ধ্যান ভুল হইতে লাগিল। ভুল একবার হয় আবার একটু স্থির হইলেই আবার আসে। ক্রমে জলধারার ন্যায় বিচ্ছেদ পূর্ব্বক যাওয়া আসা করিতে লাগিল। তৈলধারার মত বিচ্ছেদ বিশিষ্ট অবস্থাটি ধ্যানের নীচের অবস্থা। ক্রমে আরও দিন যাইতে লাগিল। যুবকের মনে হইতে লাগিল যেন সুন্দরীর ধ্যান সরিয়া গেল। কিন্তু চিত্ত ধ্যানে সুখ বুঝিয়াছে বলিয়া দুঃখের সময় ঐ চিন্তা চেষ্টা করিয়া আনিতে লাগিল। কখন বা সেই স্থানে সেই সময়ে সেইরূপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। এ দাঁড়ান সুন্দরীর অপেক্ষায়। যুবক যদি হৃদ্‌পদ্মে—ধ্যানের নির্দ্দিষ্ট স্থানে ঐ মূর্ত্তি ধারণা করিয়া হৃদয় বিহারিণীর সহিত মিলাইয়া সাধনা করিতে পারিত তাহা হইলে প্রথমে নূতন ভাবে ধারণা হইত, ক্রমে বহুদিন অভ্যাসে আবার নূতন ভাবে ধ্যানও আসিত।

এই যে রূপ ও গুণের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল এই ধ্যান বহু আয়োজন করিলে তবে স্থায়ী হয়। কিন্তু প্রায়ই রূপ ও গুণের ধ্যান বহুকাল স্থায়ী হয় না। ইহাতে একটা আরোপ আছে বলিয়া সকলে বুঝিতে পারিবে বলিয়া তোমার

কথা মত একটু চেষ্টা করা হইল। কিন্তু "এস আমরা ধ্যান করি" এখানে যে ধ্যান লক্ষ্য করা হইয়াছে তাহাই প্রকৃত ধ্যান।

প্রকৃত ধ্যান করাইবার জন্ত মূর্ত্তি ধ্যানটি অবলম্বন মাত্র। ইহা বুঝাই প্রয়োজন।

আমাকে ইহা বুঝাইয়া দাও।

স্বরূপ চিন্তাই প্রকৃত ধ্যান। রূপের চিন্তা হয় প্রধানতঃ ইন্দ্রিয় সাহায্যে। গুণের চিন্তা হয় প্রধানতঃ মনের সাহয্যে। কিন্তু স্বরূপ চিন্তা হয় ধী বা উত্তম বুদ্ধি সাহায্যে।

স্বরূপ চিন্তাতে আমাদের প্রাপ্তি কি হইবে?

যাঁহার ধ্যান করা উচিত তাঁহাকে ধ্যান করিতে পারিলে তিনি আমাদের বুদ্ধিকে আপন স্বরূপের পরমপদে প্রেরণ করিয়া থাকেন। বুদ্ধি যখন পরম পদে প্রেরিত হইয়া জীবকে আপন স্বরূপটি দেখাইয়া দেয় তখনই আমাদের সর্ব্ব-দুঃখ নিবৃত্তিরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি ঘটে। ইহা অপেক্ষা অধিক লাভ আর কিছুই নাই।

বুদ্ধি পরম পদে পৌঁছিলে জন্ম জরামরণ ইত্যাদির হস্ত হইতে অব্যাহতি হয়। তখন কি এক রমণীয় অবস্থা যে লাভ হয় তাহা কথায় বলা যায় না। আপনি আপনি সর্ব্বদা থাকিয়াও স্বেচ্ছাধৃত বিগ্রহ হওয়া যায়। সকল অবস্থাই ইচ্ছাকৃত। যখন কেহ সত্যসঙ্কল্পভাব লাভ করেন তখন যখন ইচ্ছা তখন জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি লইয়া খেলা করিয়াও আপনি আপনি ভাবে সর্ব্বদা থাকেন। ইচ্ছা হইলে কাপড়পরার মত স্থূল সূক্ষ্ম কারণ দেহ ধারণ করেন ইচ্ছা হইলেই ছাড়িয়া ফেলেন। ইচ্ছা হইলেই সূর্য্যরূপে কিরণ প্রদান করেন, বায়ুরূপে বিচরণ করেন। কখন বিশ্বরূপে খেলা করেন, কখন আত্মরূপে সর্ব্বজীবে প্রবেশ করিয়া জগৎ ধারণ করেন কখন বা অবতার হইয়া পৃথিবীর ভার হরণ করেন অথচ তাঁহার আপনি আপনি ভাবটী সর্ব্বদাই থাকে। ইহা অপেক্ষা রমণীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে? বুদ্ধি পরম পদে প্রেরিত হইলে যখন এই অবস্থালাভ হয় তখন কার না কর্ত্তব্য ঐ সাধনা করা?

নিশ্চয়ই। কিন্তু বুদ্ধিটি কোন্ বস্তু? ইহা কোম্ কার্য্য করিবার সামর্থ্য রাখে? ইহা পরম পদে প্রেরিত হয় কিরূপে?

আমাদের মধ্যে অনেকগুলি শক্তি আছে। কোন শক্তি সঙ্কল্প বিকল্প করে, কোন শক্তি অনুসন্ধান করে, কোন শক্তি অভিমান করে, আর কোন শক্তি

বিচার দ্বারা যাহা শ্রেয়ঃ তাহা নিশ্চয় করে। যে শক্তি সঙ্কল্প বিকল্প করে তাহাকে বলে মন, যাহা অনুসন্ধানাত্মিকা তাহা চিত্ত, যাহা অভিমান করে তাহা অহঙ্কার, আর যাহা নিশ্চয় করে তাহা বুদ্ধি। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক ইন্দ্রিয়শক্তি আছে।

তবেই দেখ বুদ্ধি যাহা তাহা কি ভাল, কি মন্দ বিচার করিয়া ভালটি নিশ্চয় করিয়া চক্ষের সম্মুখে ধরে।

নিশ্চয় করে কিরূপে?

বলিতেছি ত—বিচার দ্বারা।

ভাল করিয়া বল।

বুদ্ধি বিচার করিয়া দেখাইয়া দেয় যাহা ক্ষণস্থায়ী তাহা গ্রহণযোগ্য নহে। ক্ষণিক যাহা তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হও দুঃখের সাগরে পড়িবে। যাহা নিত্য, যাহা চিরদিন আছে, ছিল বা থাকিবে তাহারদিকে চল, অল্প ত্যাগ করিয়া অনন্তের জন্য প্রাণপণ কর অনন্ত সুখ পাইবে; ভূমাতে স্থিতিলাভ করিবার প্রয়াস করিলে ক্ষুদ্র সুখ যাহা, তাহা তাঁহার অন্তর্ভূত বলিয়া কিছুতেই তুমি বঞ্চিত হইবে না। কিন্তু ক্ষুদ্রকেই সর্ব্বস্ব কর তুমি সর্ব্ব বিষয়ে বঞ্চিত হইবে। তোমার জীবন দুঃখে পূর্ণ হইয়া যাইবে।

এস আমরা ভূমার ধ্যান করি।

এখন দেখ কে কাহাকে বলে এস আমরা ধ্যান করি।

চৈতন্য একটি। শক্তির স্ফুরণ যেখানে যেখানে হয় চৈতন্যও সেই শক্তি-আশ্রয়ে খণ্ডমত হয়েন। যেমন আকাশ একটি। কিন্তু আকাশে মেঘ উঠিয়া যখন শত খণ্ডে খণ্ডিত হয়, তখন প্রতিখণ্ড মেঘের তলে যেমন খণ্ড নীল আকাশ দেখা যায়—অথচ নীল আকাশ প্রকৃত পক্ষে খণ্ড হয় না—চৈতন্যের খণ্ড হওয়াও সেইরূপ।

যে চৈতন্য মনের সহিত মিশিয়া আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করেন, যে চৈতন্য দেহকে আমি মনে করিয়া দেহের দুঃখে আপনাকে নিরন্তর দুঃখী বোধ করেন, যে জীবচৈতন্য বিষয়ে আসক্ত হইয়া, দেহে আসক্ত হইয়া মনে আসক্ত হইয়া সর্ব্বদা হায় হায় করেন, যিনি এক হইয়াও, স্বরূপে এক থাকিয়াও শক্তিসঙ্গে আপনাকে বহুখণ্ডে খণ্ডিত মনে করিয়া সর্ব্বদা দুঃখ করেন,—সেই বহু শক্তিখণ্ডে জড়িত হইয়া খণ্ডমত জীবচৈতন্যকে বলা হয় এস আমরা অখণ্ড চৈতন্যের ধ্যান করি।

যাহা বলিতেছ তাহাতে যে ব্যক্তি একাকী নির্জ্জনে ভগবানকে ডাকিতেছে ডাকিতে চেষ্টা করিতেছে—তাহার পক্ষে এস আমরা ধ্যান করি এই মন্ত্রের প্রয়োগ কিরূপে হইতেছে তাহা কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছি তথাপি আরও স্পষ্ট করিয়া বল।

বাহির ছাড়িয়া ভিতরে ঢুকিলেই প্রয়োগটি বেশ করিয়া বুঝিতে পারিবে।

তাহাই বুঝাইয়া দাও।

একটী দেহের মধ্যেই অনেক লোক। একথা রূপক নহে, ইহা কাল্পনিক নহে, ইহা সত্যই। সকলেই সাধনার সময় অনুভব করিতে পারেন—একজন মন্ত্র জপ করেন আর একজন বাজে কথা তুলেন। প্রতিশক্তি চৈতন্য লইয়া যখন উদিত হয়, তখনই তাহা একটী লোকরূপে পরিণত হয়। ইহা সত্য কথা। এজন্য শাস্ত্র বহু স্থানে—হে মন, হে ইন্দ্রিয় ইত্যাদি ভাবে ইহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ মানুষের মত সম্বোধন করিয়াছেন।

যত যত শক্তির স্ফুরণ এক দেহে হয় তত তত খণ্ড চৈতন্য জীব—এক জীব চৈতন্যের মধ্যেই প্রকাশ পায়। অথচ সমষ্টি জীবটি এক। ব্যষ্টি জীবগুলি তাঁহার অঙ্গ হইলেও তাঁহা হইতে পৃথক্ সত্তা লাভ করিয়া সমষ্টি চৈতন্যের সহিত বিবাদ করে। চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলি শক্তি, মনও শক্তি, চিত্তও শক্তি, অহংকারও শক্তি; বিষয়াসক্ত বুদ্ধিও শক্তি। আবার আদিত্যপথগামিনী বরণীয় ভর্গও শক্তি। খণ্ড খণ্ড শক্তির কোলে কোলে খণ্ড খণ্ড চৈতন্য। খণ্ড শক্তিগুলি যখন বিষয়াসক্ত হইয়া মরণের দিকে ছুটে, তখন সমষ্টি চৈতন্য যিনি তিনি বলেন—হে ইন্দ্রিয়, হে মন, হে অহঙ্কার, হে চিত্ত, হে বিষয়াসক্ত বুদ্ধি—ক্ষণস্থায়ী বিষয়-চিন্তা করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণের ভীষণ যাতনায় কেন আর কষ্ট পাও—এস এস সেই অখণ্ড, সেই ভূমা পুরুষকে ধ্যান করি।

বুঝিলে কে কাহাকে ধ্যান করিতে আহ্বান করিতেছে? একটি দেহে আবদ্ধ সমষ্টি চৈতন্য আপনার অঙ্গীভূত ব্যষ্টি চৈতন্য সমূহকে বলিতেছেন—এস এস আমরা পরমানন্দ প্রাপ্তি জন্য ধ্যান করি। তোমরা আমা হইতে পৃথক্ হইয়া ত দুঃখ পাইতেছ। আমি যে তোমরাই। হে আমার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি! এস আমরা একতা সূত্রে বদ্ধ হই—এস দেখি তোমরা সবাই হৃদয় আকাশে ত্রিকোণ স্থানে, সেই প্রদীপ্ত তেজোরাশিপূর্ণ স্থানে এক সঙ্গে মিশ দেখি—দেখিবে অন্তর্ম্মুখী হইলে তোমরাই দেবতা—আর তোমরা এক সঙ্গে মিলিত হইলে তোমাদের শক্তির মিশ্রণে যে বরণীয় ভর্গের প্রকাশ হইবে, যে সর্ব্বজন-বরণীয়

ভর্গ দেব আকার ধরিয়া হৃদয়-আকাশে দাঁড়াইবেন—তিনিই আমাদিগকে সেই নিত্যধামে লইয়া যাইবেন। তোমরা সকল উর্দ্ধদিকে মিলিলেই দেখিবে আমি সমষ্টি চৈতন্যই সেই বরণীয় ভর্গ। আমিও তোমরাই। আমা হইতে পৃথক্ হইয়া আর দুর্দ্দশায় পড়িও না। এস আমরা ধ্যান করি। ধ্যান করিলেই তিনি আমাদের উত্তম বুদ্ধিকে বিচার দ্বারা দেখাইয়া দিবেন—বাস্তবিক যাহা দেখিতেছ, যাহা জগৎরূপে দাঁড়াইয়া আছে তাহা তিনিই। জগৎটা তাঁহারই বিবর্ত্ত। জগৎ সর্পরূপে যাহা দেখা যাইতেছে তাহা ব্রহ্মরজ্জুই। এই দেহ, এই মন, এই জগৎ এইগুলি ভ্রমে ভাসিয়াছে। ফলে তিনিই তিনি আছেন। ভ্রমে দেখাটা মিথ্যা। খণ্ড তিনি হন নাই—খণ্ড নাই—অখণ্ডই আছেন। বুদ্ধিকে তিনি প্রেরণ করিলে যখন ইহা তাঁহাকে ধারণা করিতে সমর্থ হয়, তখন যতদিন না অখণ্ডে স্থিতিলাভ হইতেছে ততদিন প্রত্যহ ইষ্টদেবতাকে গায়ত্রী অবলম্বনে ধ্যান করিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনাও রাখিতে হয়—হে আমার ইষ্ট! তুমিই বরেণ্যং ভর্গঃ—তুমিই জলে স্থলে, অম্বরতলে সর্ব্বত্র—প্রভু! তুমি কাহারও উপর অসন্তুষ্ট নও—তুমি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট—আমি তোমার আজ্ঞামত কর্ম্ম করিতেছি, তোমার প্রসন্নতাটি আমার অনুভব-সীমায় আনিয়া দাও। কর্ম্মের ফলাফলে লক্ষ্য না রাখিয়া শ্রীভগবানের প্রসন্নতা অনুভবের দিকে চাহিয়া থাকিলেই—মুর্খ হইলেও সন্ধ্যাপূজা ঠিক ঠিক হয়। তুমি প্রসন্ন হও, তুমি প্রসন্ন হও—আমি তোমার আজ্ঞা পালনে প্রাণপণ করি—ইহাই প্রথম অনুষ্ঠান। ক্রমে উপাসনা দ্বারা যত যত পাপক্ষয় হইতে থাকিবে, তত তত হৃদয় নির্ম্মল হইতে থাকিবে। ক্রমে বুদ্ধি প্রকৃত ধ্যান করিতে সমর্থ হইবে, তখনই তিনি বুদ্ধিকে আপনার নিকট লইয়া যাইবেন এবং আমাদেরও উপাসনা শেষ হইবে। এই পূজায় ভক্তিও আছে এবং ভক্তির শেষস্থান জ্ঞান বা স্থিতিও আছে।

———

শ্রীগীতার কয়েকটী কথা

গীতা জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপুস্তক। গীতার অসাম্প্রদায়িক শিক্ষা জগতের সকল প্রধান ভাষাতেই অনুদিত হইয়া বিশ্বময় প্রচারিত হইয়াছে। যুগ যুগান্তর ধরিয়া গীতার ব্যাখ্যা ও চর্চ্চা চলিতেছে এবং চলিবে। কিন্তু এমন দিন কখনই আসিবে না। যখন কেহ বলিতে পারিবে যে যথেষ্ট হইয়াছে, আর দরকার নাই। অনন্তকাল ধরিয়া গীতার রহস্যোদ্ঘাটন করিলেও তাহা অফুরন্তই থাকিবে। ইহাই শ্রীগীতার মাধুর্য্য এবং বৈশিষ্ট্য।

শ্রীগীতা তপস্যাকে ত্রিবিধ বলিতেছেন,—যথা শারীরিক, বাচিক এবং মানসিক।

দেব দ্বিজ গুরু প্রাজ্ঞ পূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরুজন এবং জ্ঞানী ব্যক্তির পূজা; শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য-পালন, কাহাকেও হিংসা না করা এইসবগুলি শারীরিক তপস্যার অন্তর্গত।

গুরুজন এবং বয়োবৃদ্ধদিগের আশীর্ব্বাদ ধর্ম্মজীবন লাভের অত্যন্ত সহায় তাই গীতাশাস্ত্র তাঁহাদের সন্তোষবিধানের আদেশ করিয়াছেন। শৌচ অর্থে দেহ ও অভ্যন্তরের পবিত্রতা রক্ষা। আর্জ্জব অর্থে সরলতা। ব্রহ্মচর্য্যে সত্য-রক্ষা ও বীর্য্য ধারণই প্রধান সাধন। ব্রহ্মচর্য্য যদিও শারীরিক তপস্যা, তথাপি ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে অন্যান্য সাধন স্পর্শমাত্র হইয়া যাইবে ইহাই মহাজন-দিগের সিদ্ধান্ত এবং অভিজ্ঞতা। অহিংসা অর্থে,— মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ এমনকি বৃক্ষলতা প্রভৃতিরও সেবা করা। বিনা প্রয়োজনে একটী বৃক্ষ-পত্রও ছিঁড়িতে নাই।

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যাসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥

কাহারও মনে আঘাত দিয়া কোন কথা না বলা, যাহা সত্য এবং যাহা অপ্রিয় না হইয়া যথার্থ হিতসাধন করিবে এইরূপ বাক্য বলা এবং নিরন্তর স্বাধ্যায় অভ্যাস ইহাকেই বাচিক তপস্যা বলিয়াছেন।

কাহারও প্রাণে আঘাত দিয়া কথা বলা নরহত্যার তুল্য পাপ, এই কথা মহাত্মাগণ বারবার বলিয়াছেন। বাক্য অনর্থের মূল। এই জন্যই মৌন হইবার ব্যবস্থা। নিজের ধারণামতে যাহা সত্য এবং হিতকর তাহাই মাত্র বলিবার ব্যবস্থা। স্বাধ্যায় অর্থে ঋষি প্রণীত ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ। কিন্তু প্রতি শ্বাসে প্রশ্বাসে গুরুদত্ত মন্ত্র জপকেই শ্রেষ্ঠ স্বাধ্যায় বলা হয়।

মনঃপ্রসাদ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে॥

মনের প্রসন্নতা এবং সাম্যভাব, কথা না বলা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, শুদ্ধভাব পোষণ করা এইগুলি মানসিক তপস্যার অন্তর্গত।

অশান্তিই নরক। মন প্রফুল্ল না থাকিলে কোন কাজই হয় না। সুখে দুঃখে সব সময়েই মনের স্থিরভাব রক্ষা করিবার ব্যবস্থা। বাক্য দ্বারা মহাপাপ সঞ্চিত হয় তাই মৌন হইবার ব্যবস্থা অথবা নিতান্ত জিজ্ঞাসিত হইলেই সংক্ষেপে উত্তর দেওয়া। কাম, ক্রোধ, লোভ নরকের দ্বার স্বরূপ। সাধনপথে চলিয়া এই বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়দিগকে অন্তর্মুখ করিতে পারিলেই নিষ্কৃতি। সর্ব্বদা বিশুদ্ধ চিন্তায় মনকে বড় রাখা,—এই সবগুলি মানসিক তপস্যার অন্তর্গত।

সকল অবস্থায় ধৈর্য্যই হইতেছে শ্রেষ্ঠ তপস্যা। যাঁহার কোন অবস্থাতেই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে না তিনিই যথার্থ মহাপুরুষ। শ্রীমদ্ভাগবতে উদ্ধব শ্রীভগবানকে প্রশ্ন করিতেছেন,—"প্রভো, দুর্জ্জনদিগের তিরস্কার সহ্য করিবার উপায় কি"?

শ্রীভগবান বলিলেন,—"দুর্জ্জনদিগের মর্ম্মঘাতী দুর্ব্বাক্য অতি কম ব্যক্তিই সহ্য করিতে পারেন এই সময়ে ধৈর্য্যচ্যুতি না হইয়া পারে না। তবে কোন কোন মহাত্মা এরূপ স্থলেও ধৈর্য্যহীন হন নাই।" দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি মালব-দেশীয় এক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান বর্ণনা করেন। এই ব্রাহ্মণ প্রথম জীবনে অতি কৃপণাশয় ছিলেন এবং অত্যন্ত ক্লেশ করিয়া প্রভূত ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এইরূপ অর্থাশক্তি এবং ব্যয় বিমুখতার জন্য বৃদ্ধবয়সে তাঁহার স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন এমন কি প্রতিবেশীরা পর্য্যন্ত সকলেই বৈরীভাব ধারণ করিল এবং তাঁহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিল। প্রাণপ্রিয় অর্থের শোকে তিনি মুহ্যমান হইয়া প্রথমতঃ হাহাকার করিলেন। পরে তাঁহার দিব্যজ্ঞান জন্মিল। তিনি ভাবিলেন,—আহা! অর্থই আমার সর্ব্বনাশের মূল, তাই শ্রীভগবান দয়া করিয়া

আমার বিত্তনাশ করিয়াছেন এবং আবার মোহ বিনাশ করিয়াছেন। অতএব আজ হইতে আমি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মদর্শন লাভে যত্নবান হইব। মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিয়া তিনি সামান্য কৌপীন এবং মৃন্ময় পাত্র লইয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি বৃক্ষতলে, মাঠে অবস্থান পূর্ব্বক আত্মার স্বরূপ নির্ণয়ে যত্নবান হইলেন এবং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষালব্ধ সামান্য অন্নে উদর পূরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত বালক যুবকগণ সর্ব্বদা তাঁহাকে লাঞ্ছিত করিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল,—আহা! এই ভণ্ড আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া এখন বকের ন্যায় ধার্ম্মিক সাজিয়া আপনার অভীষ্ঠ সিদ্ধি করিতেছে। এই বলিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিল। তিনি হয়ত কোনও জলাশয়তীরে বসিয়া ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল আহার করিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময়ে দুরাত্মাগণ আসিয়া তাঁহার অন্ন কাড়িয়া লইল এবং ভোজানপাত্রে নিষ্ঠিবন ত্যাগ করিল। আবার অন্য সময়ে তাঁহার পরিধেয় কৌপীন কাড়িয়া লইয়া তাঁহার হস্তপদ বন্ধন পূর্ব্বক প্রহারে জর্জ্জরিত করিল এবং সর্ব্বাঙ্গে মলমূত্র নিক্ষেপ করিল। এইরূপে শতপ্রকারে লাঞ্ছিত হইয়াও তিনি নীরব রহিলেন এবং একটুও বিচলিত না হইয়া এইরূপ চিন্তা করিলেন, আমি দেহ নই, মন নই, সুতরাং ইহাদের উপর লাঞ্ছনায় আমার কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। এইরূপ ভাবিয়া তিনি যতই উদাসীন রহিলেন ততই তাঁহার প্রাক্তন কর্ম্মের দ্রুত খণ্ডন হইয়া বিমল ব্রহ্মজ্যোতি আত্মা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এবং শীঘ্র তিনি আত্মার স্বরূপ নির্ণয়ে সমর্থ হইয়া অন্তিমে পরব্রহ্মে বিলয়প্রাপ্ত হইলেন।

মানুষ সংসারে শত অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া হাহাকার করিতেছে এবং অন্তর্যামীকে দগ্ধ হৃদয়ে জ্বালা জানাইতেছে। শ্রীভগবান সহস্র বিস্ফারিতনেত্রে প্রিয় মানবের এই নির্য্যাতন দেখিতেছেন এবং পরীক্ষা করিতেছেন তার ধৈর্য্যের সীমা কতটুকু। এই অগ্নি পরীক্ষায় পাড়ি দিতে পারিলেই তিনি তাঁহার প্রিয় ভক্তকে স্নেহশীতল বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার চিরশান্তি বিধান করেন।

শ্রীভবেশ চন্দ্র মুন্সী (শর্ম্মা)
রেঙ্গুন।

———

শ্রীশ্রীহংস মহারাজের কাহিনী।

সাধুবাবা একদিন আমাদের নিকট গল্প করিয়াছিলেন যে যখন তিনি প্রথমে এই পাহাড়টীতে বাস করিবেন মনস্থ করিয়াছিলেন, তখন অনেকে ভয় দেখাইয়াছিল যে ও পাহাড়ে ভূত প্রেত বাস করে, তাহারা আপনাকে মারিয়া ফেলিবে। বাবা বলিলেন, কিন্তু এতদিন ধরিয়া ত এই পাহাড়ে একা বাস করিলাম, কৈ কোন বিপদত এ পর্য্যন্ত হয় নাই।" কৈলাস পাহাড়ের নীচে উত্তর দিকে ঠিক সম্মুখেই খানিকটা উচ্চ প্রস্তরময় স্থান আছে। তদুপরি একখানি ইষ্টক নির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহ আছে। স্থানীয় ব্যক্তিগণ আসিয়া মধ্যে মধ্যে ঐখানে পূজা দেয়। মায়ের ঘরখানি আছে বলিয়া ঐ ক্ষুদ্র শিলামণ্ডিত স্থানকে সাধুবাবা দেবীর পাহাড় বলিয়া থাকেন। আমরা ঐ দিবস সেই গৃহখানি দেখাইয়া বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "ঐটা কি মায়ের স্থান?" প্রত্যুত্তরে সাধুবাবা বলিয়াছিলেন ঐ স্থানে মা আছেন, তিনি আমায় রক্ষা করিতেছেন। সাধুবাবার মুখে পূর্ব্বে কখনও ঐ প্রকার কথা শুনি নাই। সেদিন বাবার কথাটি শুনিয়া আনন্দ পাইয়াছিলাম। যদিও তিনি জ্ঞানী পুরুষ, কিন্তু কোন বাক্যে কিম্বা ব্যবহারে কোনরূপ নীরসতা তাঁহার মধ্যে লক্ষিত হয় না।

বাবার বহু স্বরচিত দোঁহার মধ্যে আর একটী দোঁহা এই:—

"অন্তর্ম্মুখ বৃত্তি বিনা হোয় না অন্তঃসুখ
বাহ্য বৃত্তিতে যাত্ নাহে অন্তর মন্কা দুখ॥"

অর্থাৎ মনকে অন্তর্ম্মুখী না করিতে পারিলে অন্তরের সুখ অনুভব হয় না। মন বহির্ম্মুখ রহিলে তাহার দুঃখ কখনই নিবারিত হয় না।

সধুবাবা একদিন আর একটী কথা বলিতেছিলেন, প্রথমে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা হইতে ভক্তি। ভক্তি হইতে বিবেক, বিবেক হইতে বৈরাগ্য এবং বৈরাগ্য থাকিয়া সন্তোষ লাভ হয়। সন্তোষ হইতে শান্তি, শান্তি থাকিয়া জ্ঞানলাভ এবং জ্ঞান হইতেই মুক্তিলাভ ঘটিয়া থাকে।

জনৈক ভদ্র মহিলা
রাজসাহী।

সাধু দম্পতি।

রামলাল বড় দরিদ্র। স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়া অনেক দিন তাহাকে উপবাসে কাটাইতে হয়। এক মারোয়াড়ীর গদিতে সামান্য বেতনে রাম লাল চাকুরী করেন—তাহাতে তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান হয় না। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁহাকে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হয়—নিজের দুঃখ কষ্ট ভাবিবারও তাঁহার অবসর ঘটে না। ভোরে গঙ্গা স্নান ও সন্ধ্যা তর্পণ করিয়া রামলাল মনিবের কাজে হাজির হন। মনিব তাঁহার উপর খুব প্রসন্ন—কারণ সে বড় নির্লোভ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ।

রামলালের স্ত্রী দয়াবতী, কাশীপুর ক্ষুদ্র কুটীরে পুত্র কন্যা লইয়া বাস করেন। সন্তান প্রতিপালন ও রাম লালের কঠোর ক্লেশের বিষয় চিন্তা করিয়া দয়াবতীর হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তিনি অনুক্ষণ সেই চিন্তা করেন—কিসে স্বামীর পরিশ্রমের লাঘব হয়। রামলাল প্রতিদিন গৃহে যাইতে পারেন না—মাঝে মাঝে যাইয়া থাকেন। বেতন পাইলেই সেই টাকা ১৫৲ টি বাড়ীতে পৌছানই তাহার প্রধান কাজ। তার পর নিজ খোরাকী হইতে চাল, ডাল আটা নুন তেল যাহা যে দিন যেটুকু বাচাইতে পারেন পক্ষান্তে তাহাও দয়াবতীর নিকট পৌছান তাহার দ্বিতীয় কাজ।

দয়াবতী গৃহে পুত্রকন্যা লইয়া থাকেন, রামলাল কলিকাতায় থাকেন—তাহাদের মধ্যে খবর আদান প্রদানের কোনও সুবিধা নাই। দয়াবতীর কোনও অসুবিধা হইলে তিনি একমনে স্বামীকে চিন্তা করেন ও মনে মনেই তাঁহাকে অভাব জানাইয়া থাকেন। রামলালও সে চিন্তার প্রভাব বুঝিতে পারেন—একবার বাড়ী যাইয়া তাহাদের সংবাদ লইয়া থাকেন। এই নিয়মে তাঁহাদের সংসার চলিতেছে।

আজ মাঘীপূর্ণিমা—রাম লালের আজ আহার হয় নাই। মনিবের কাজের ভীড়ে তাহার রান্না করা ও খাওয়ার অবসর ঘটে নাই। দিনের কর্ম্মাবসানের পর রামলাল সুস্থচিত্তে গঙ্গাতীরে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন,—এমন সময় দয়াবতীর চিন্তা তাঁহার মনে বড়ই প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি মনে ভাবিলেন দয়াবতী তাহাকে স্মরণ করিতেছে। তখন তিনি দ্রুত পদে বাড়ীর দিকে চলিলেন। বাড়ী পৌঁছিতে তাহার রাত্রি ১১টা বাজিল।

বাড়ী পৌছিয়া দেখিলেন—তাঁহার ছোট শিশু পুত্রটির প্রবল জ্বর ও বসন্ত দেখা দিয়াছে। প্রতিবেশী কোন গৃহস্থ তাহাকে হোমিওপ্যাথী ঔষধ দিতে-ছিলেন কিন্তু আজ তাহার অবস্থা খারাপ হওয়ায় এবং দেহের বসন্ত ভীষণ আকার ধারণ করায় তিনি তাহাদের সংবাদ লওয়া বন্ধ করিয়াছেন—এবং দয়াবতীকেও তাঁহার বাড়ী যাইয়া অবস্থা জানাইয়া ঔষধ আনিতে বারণ করিয়া দিয়াছেন; কারণ তিনিও কঁচি কাঁচা ছেলে মেয়ে লইয়ায় সংসার করেন। ব্যাধী সংক্রামক—এ অবস্থায় কেমন করিয়া তিনি তাঁহাকে বাড়ীতে আসিতে দিতে পারেন ?

রামলাল গৃহে পৌঁছিয়া দেখিলেন—দয়াবতী রুগ্ন সন্তান ক্রোড়ে লইয়া অবিরাম অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। ক্ষীণ প্রদীপ গৃহ কোণে জ্বলিতেছে। রামলাল বালককে ভাল করিয়া দেখিবার আশায়, প্রদীপ তুলিতে যাইয়া দেখেন, প্রদীপ তৈলহীন। পরে জানিতে পারিলেন, গৃহে তৈল নাই,—পয়সাও নাই। ক্ষণকাল পরেই প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল—গৃহ অন্ধকার হইল। দয়াবতী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। রামলাল দয়াবতীকে ধৈর্য্য ধারণ করিতে উপদেশ দিলেন এবং বলিলেন 'তুমি উদ্বেগ পরিত্যাগ করিয়া মা দুর্গার স্মরণ কর এবং তাঁহার প্রতি নির্ভর করিয়া অপেক্ষা কর—আমি অচিরাৎ আলোর ব্যবস্থা করিতেছি।'

এই বলিয়া রামলাল গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং প্রতিবেশীদের দ্বারে দ্বারে ডাকিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু কোনও ফলোদয় হইল না। এত গভীর রাত্রিকালে আর্ত্তকে ত্রাণ করিবার মত প্রাণ বুঝি তখন কাহারও ছিল না। রামলাল প্রমাদ গণিলেন এবং ভাবিলেন গৃহে ফিরিয়া যাইয়া, প্রাণপুত্তলিকে ক্রোড়ে লইব এবং অশ্রুজলে তাহাকে সিক্ত করিয়া তাহার অঙ্গ জ্বালা নিবারণ করিব। ত্বরিত পদে গৃহে চলিলেন—কিন্তু উন্মনা ভাবে গৃহ না যাইয়া গঙ্গাতীরে পৌঁছিলেন। তখন তাঁহার মনে হইল এতক্ষণ বালক নিশ্চিতই বাঁচিয়া নাই এবং দয়াবতীও অবশ্যই মূর্চ্ছিতা হইয়া থাকিবে। তবে আমিও একটু বিশ্রাম করিয়া পরে গৃহে যাইব এই ভাবিয়া তিনি সোপানোপরি উপবেশন করিলেন ও দুর্গা দুর্গা স্মরণ পূর্ব্বক আবেগভরে রোদন করিতে লাগিলেন।

দয়াবতী স্বামীকে স্মরণ করিয়া ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতেছেন এবং ভাবিতে-ছেন—শিশুর শ্বাস রোধ হইয়াছে,তাহার কফরুদ্ধ শ্রুতি কঠোর উর্দ্ধশ্বাসের শব্দ আর শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না। সন্তান নিশ্চিতই মরিয়াছে এই মনে করিয়া

"মা দুর্গে, রক্ষা কর" বলিয়া দয়াবতী মুর্চ্ছিতা হইলেন। ক্ষণকাল পরে রুগ্ন পুত্রের "মা, মা," সম্বোধনে দয়াবতীর সংজ্ঞালাভ হইলে তিনি দেখিতে পাইলেন যে প্রসারিত হস্তে স্নেহ ও দয়ার প্রতিমূর্ত্তিরূপিণী কোনও রমণী তাঁহার ক্রোড় হইতে নিজ ক্রোড়ে তাহার রুগ্ন পুত্রকে লইতেছেন। "মা গো" বলিয়া তাহার চরণতলে দয়াবতী লুণ্ঠিতা হইয়া পড়িলেন।

রমণী বলিলেন "স্থির হও বাছা। কোনও ভয় নাই তোমার ছেলে আরোগ্য লাভ করিয়াছে "দয়াবতী বলিলেন মা কে তুমি?" রমণি বলিলেন —"আমি তোমাদের মা। রামলাল আমাকে ডাকিতেই আমি আসিয়াছি তোমার কোনও চিন্তা নাই—আমি সব ঠিক করিয়া দিতেছি। এই বলিয়া সেই মা দ্রুত হস্তে সন্তানের গায়ে দিব্য ঔষধের প্রলেপ লাগাইয়া দিলেন। প্রলেপের স্নিগ্ধতায় এবং মনোরম গন্ধে বালকের মুখে হাসি ফুটিল—সে ক্ষুধা জানাইয়া খাদ্য প্রার্থনা করিল। মা ফল দুধ প্রভৃতি আহার্য্য সবই লইয়া আসিয়াছেন—বালক আহার পাইয়া পরম তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করিল। মা তখন দয়াবতীর ক্রোড়ে ছেলে দিয়া বিদায় চাহিলেন—দয়াবতী আপত্তি করায়, তিনি বলিলেন—"রামলাল আমার দুয়ারে বসিয়া আছে—আমি না গেলে সে আসিতে পারিতেছে না," এইবলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

রামলাল আবেগভরে মাকে স্মরণ করিতে করিতে ভিতরে জাগ্রত কিন্তু বাহিরে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। তিনি দেখিলেন—যেন তাহার দেহ নাই, —অথচ এক আনন্দঘন জ্যোতিই যেন তিনি নিজে। পরক্ষণেই দেখিলেন —জগৎসংসার বলিয়া কোনও কিছু নাই—আছে এক আনন্দঘন জ্যোতির সাগর। উর্দ্ধে—অধে—দিগন্তে—সেই প্রেমমধুর জ্যোতিরাশি, নিস্পন্দ—নিশ্চল। তাহার প্রতীতি জন্মিল—এই জ্যোতিরাশিই তিনি—এই জ্যোতিরাশিই দুর্গা। ক্ষণপূর্ব্বে তাহার চিত্তের আবেগ যে তাহাকে আকুল করিতেছিল —এখন তাহার লেশ মাত্রও নাই। রামলালের রাত্রি সেই ভাবেই কাটিল। ভোরের আলোকে ও ঘাটে লোক সমাগমে—তাহার ধ্যান ভাঙ্গিল। প্রথমতঃ রামলাল যেন কিছুই মনে করিতে পারিলেন না। পরে যখন পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল তখন তিনি দ্রুতপদে গৃহে চলিলেন।

গৃহে পৌঁছিয়া পুত্রকে সুস্থ দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। দয়াবতীর নিকট তাহার মায়ের আগমন বৃত্তান্ত জানিয়া রামলাল রোদন করিতে লাগিলেন

এবং দয়াবতীকে বলিলেন, "সতি! তুমিই ভাগ্যবতী, তুমি মায়ের দর্শন লাভ করিলে। আমার অদৃষ্ট মন্দ তাই আমাকে মা বঞ্চিত করিলেন," রামলাল দুর্গা দুর্গা বলিয়া অবিরত কাঁদিতে লাগিলেন। দয়াবতী যখন বুঝিলেন—যিনি তাহার সন্তানের জীবন রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন—তিনি এ সংসারের পাতান মা নহেন—স্বয়ং জগদম্বা—তখন তিনিও দুর্গা দুর্গা বলিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

সেই রাত্রিতে রামলালের মনিব স্বপ্নে দেখিতেছেন, তাঁহার স্বর্গীয়া জননী আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "এ ভকত তুমি অতি কঠোর—কি জন্য সুখে নিদ্রিত আছ? তোমার জ্যেষ্ঠ সহোদর তুল্য শ্রীমান রামলাল তোমার নিয়োগক্রমে আজ অনাহারী এবং তাহার পুত্র মৃত্যুকবলে পতিত। তুমি কোন সংবাদ লইতেছ না?" ভকতরাম শৈশবে মাতৃহীন। সে কখনও মাকে দেখে নাই। তাই স্বপ্নে তাহার মায়ের রোষ কষায়িত মূর্ত্তি দেখিয়া ভীতচকিত চিত্তে ঘর্ম্মাক্ত দেহে বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। তাহার মন বড় ব্যাকুল হইল। দ্রুতপদে রামলালের বাসায় গিয়া দেখিলেন রামলাল সেখানে নাই। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, গত দিবসে অনবকাশ বশতঃ তাহার আহার হয় নাই এবং গত রাত্রে সায়ং সন্ধ্যা সমাপন উপলক্ষে তিনি গঙ্গায় গিয়াছিলেন। তৎপর কেহ তাহাকে ফিরিতে দেখে নাই। ভকতরাম নিজেই বিস্মিত ও দুঃখিতচিত্তে গঙ্গার ঘাটে তাঁহার অনুসন্ধানে গিয়া তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। পরে তাঁহার গৃহে যাইয়া তাঁহাকে সস্ত্রীক রোদনপরায়ণ দেখিতে পাইলেন। রামলাল মনিবকে সমাগত দেখিয়া বলিলেন, "আপনি আসিয়াছেন ভালই হইয়াছে আজ হইতে আপনি দয়া করিয়া আমাকে আপনার কর্ম্ম হইতে অবসর দিন," এই বলিয়া রামলাম অধিক রোদন করিতে লাগিলেন। ভকতরাম সমস্ত ব্যাপার অবলোকন করিয়া রামলালের পায়ে পড়িলেন এবং বলিলেন "রামলাল, তুমি আমার দাদা—কনিষ্ঠের অপরাধ ক্ষমা কর। আজ হইতে আমার সমস্ত ধন সম্পত্তির ও কারবারের অর্দ্ধাংশ তোমার। তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিও না। দয়া করিয়া আমাকে আশ্রয় দেও।"

ভকতরাম বহু চেষ্টা করিলেন কিন্তু রামলালকে কিছুতেই মানাইতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ তিনি তাহার বাড়ী ঘর বিষয় সম্পত্তি কারবার তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া দিয়া রামলালকে অশেষ প্রকারে মিনতি

করিতে লাগিলেন। রামলাল বলিলেন "ভ্রাতঃ তুমি আমার হইয়া এই বিষয় রক্ষা এবং দেবতা ও দ্বিজ সেবায় ইহার বিনিয়োগ করিবে। মা আমাকে ডাকিতেছেন অবিলম্বে তাঁহার কোলে পৌঁছিতে দেও।" এই বলিয়া তিনি সস্ত্রীক গঙ্গাতীর সমাশ্রয় করিলেন। যদি কাহারও ইচ্ছা হয় গঙ্গাতীরে অনুসন্ধান করিলে এই সাধু দম্পতির দর্শন অদ্যাপি পাইতে পারেন।

শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী এম্ বি।

৺কাশীধামে শিবরাত্রি।

শুভ প্রভাত আসিল। শুভ প্রভাত বলিতেছি, কারণ সমস্ত জীবন ধরিয়া যাহা অভ্যাস করিতে হইবে সেই পাথেয়টি আজ প্রভাত আপনি আনিয়া দিল।

আনিয়া দিল সত্য, এতদিন ধরিয়া লইয়া আছি সত্য, কিন্তু অবিরামে তাহা চলিয়াছে কৈ? এ শুভ প্রভাত কি বলিয়া দিল, এবার হইতে চলিবে? কিসে ভাল হইবে জানিনা—জানিবার প্রয়োজনও বুঝি রাখিনা—যদি অনুভব করাইয়া দাও—তুমিই সমস্ত করিতেছ—আর তুমি ভিন্ন আমি জড়পিণ্ড মাত্র।

কিন্তু অবিরামে চলা বুঝি একেবারে হয়না। অথবা 'অবিরামে চলন' কথাটাই হয় না। এখনকার ধর্ম্ম ত্যাগ ও গ্রহণ। বায়ু, জল, শ্বাস, সকলই এখানে অগ্রসর হয় আবার পশ্চাৎ হটে। বাহিরে আসিয়া হয় অহং, ভিতরে ঢুকিয়া হয় সঃ। অবিরামে কিছুই চলে না। "চলন বিরাম" ইহাই বুঝি ঠিক কথা।

যাহা করি—এতদিন চেষ্টা করিয়াও ঠিক হইতেছিল না কেন? শাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাসের অভাবই ইহার মূল কারণ। আরও একটু কিছু আছে। কিসে শীঘ্র হয়—এই অন্যায় ব্যাকুলতায় নূতন নূতন শাস্ত্র আজ্ঞা পালনের যে চেষ্টা

তাহাও না হইবার অন্যতম কারণ। এইরূপ ব্যাপারে এক ধরিয়া থাকা যত শিথিল হয় এমন আর কিছুতেই হয় না।

মাটির নীচে জল আছে। একস্থান খুঁড়িতে আরম্ভ করিলাম—কতক দূর খুঁড়িলাম—আর একজন বলিল—এইস্থান না খুঁড়িয়া ঐ স্থানটী খুঁড়িতে থাক—অমনি তাহাই করিলাম। সেখানেও কার্য্য শেষ হইতে না হইতে আর এক জনের কথা শুনিয়া আর এক স্থানে যাইলাম—এরূপ করিলে আর কখন জল পাওয়া যাইবে না কেননা এক জনকে বিশ্বাস করিতে পারি নাই।

এক ধরিয়া সকলই করা যায়—তবে যে মানুষ পারে না তাহা মহামায়ার প্রকাণ্ড রহস্য। তিনি বলিয়া দিতেছেন—ছাড়িও না—বলিয়া কহিয়া এক ছাড়াইয়া অন্য ধরান—আবার অন্য ধরাইয়া সব শিথিল করেন। যাহাদের গোঁ আছে তাহারাই এই প্রকাণ্ড রহস্যে জিতিয়া যায়। যাহারা গোঁ রাখিতে পারে না তাহারা হারিয়া যায়। হারিয়া গিয়া আলস্যে অনিচ্ছায় ক্লেশ পায় আর মা হাসিতে হাসিতে দেখেন অজ্ঞান কেমন।

তথাপি মা আমার যে করুণাময়ী—তাহাতে ভুল নাই। খোঁটাকে মাটীর মধ্যে দৃঢ় ভাবে প্রোথিত রাখিতে হইলে অনেকবার হেলাইতে হয়, নাড়াচাড়া করিতে হয়। মাও আপন সন্তানকে তাই করেন—পাছে ছেলে শেষে ঠকিয়া যায়—আর কাহারও হাতে ঠকে।

তিনিই বলেন না পাওয়া পর্য্যন্ত "এক" শিথিল করিও না। আপনি শিথিল করিয়া বলিয়া দেন এই দেখ ঠকিলে—আর ঠকিও না। 'এক' হইতেই সব পাইবে জানিয়া রাখ। এই "এক" টিতে সবার অধিকার আছে। এই 'এক'টি আমার নাম। নাম সীমাশূন্য নামীর সাকার রূপ মাত্র।

জগৎ জননী তাঁহার অঘোরা মূর্ত্তিতে কি শিখাইয়া গিয়াছেন?

জগতে বহু দুঃখ পাইবে। সুখও পাইবে কিন্তু দুঃখ অনন্ত। আমার জীবন চাহিয়া দেখ। রাজ্যনাশ, বনবাস, হরণ আবার বিসর্জ্জন। তথাপি এই দুঃখ রাশিকে অতিক্রম করিবার জন্য অনন্ত কাল ধরিয়া আপনার বস্তুটি দৃঢ় ভাবে ধরিয়া থাক। দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, সময়ে অসময়ে, শুচি অশুচিতে, প্রতিক্ষণে প্রতি শ্বাসে এক মুহূর্ত্তও ছাড়িয়া থাকিওনা। কখন বৈখরী, কখন মধ্যমা, কখন পশ্যন্তিতে তাহাকেই লক্ষ্য

কর। নিতান্ত মূঢ় অবস্থাতেই বৈখরীতে করিতে থাক—সেই সব আনিয়া দিবে। "নহি মাতা সমুপেক্ষতে সুতম্"।

এতদিন ধরিয়া যাহা করা হইয়াছে, মনে হয় কিছুই করা হয় নাই আর একবার নূতন করিয়া আরম্ভ করিব।

যেন অদ্য হইতেই আমার নূতন জন্ম হইল। দেহত্যাগের পরে যে জন্ম তাহাতে বাল্যকাল থাকিবে, যৌবন থাকিবে—কতদিন বৃথা যাইবে আবার কত অজ্ঞের মত কার্য্য হইয়া যাইবে, আবার কত পাপ হইয়া যাইবে, কত ন্যায় অন্যায় সংস্কার আবার পড়িবে। আবার কত ক্লেশ ভোগ করিয়া—কতদাগা পাইয়া এখনকার এই অবস্থা লাভ করিতে হইবে—কতবার চোর পলায়নের পরে বুদ্ধি বাড়িবে। তাহাতে কাজ কি, অনেক ঠকিয়া অনেক ঠেকিয়া এখন একরূপ দাঁড়াইয়াছি। মনে করা হউক অদ্য আমার মৃত্যু হইল। কাল শিবচতুর্দ্দশীতে জন্মিলাম। যাহারা পরিচিত তাহারা গত জন্মের পরিচিত। ইহাদের নিকটে কোন না কোন বিষয়ে ঋণী। এ ঋণ আমাকে শোধ করিতে হইবে নতুবা কর্ম্মক্ষয় হইবে না। বাহিরে চেনা লোকের মত ব্যবহার করিতে হইবে কিন্তু ভিতরে দেখি ইহারা কেহই নহে। কোন সম্পর্ক ইহাদের সহিত আমার নাই। তথাপি একটা ব্যবহারিক সম্পর্ক রাখিতেই হইবে। লৌকিক ব্যবহার পালন করিতে সকলেই বলেন।

৺কাশীক্ষেত্র। আনন্দ কানন। বল ভাই সংসারী—বল ভাই পরিবার-জঠর-ভরণে সর্ব্বদা ব্যাকুলাত্মা, বল ভাই সত্য বল ৺কাশীধাম আনন্দকানন কিসে? চারিদিকে কি দেখিতে পাও? এখানে সর্ব্বত্রই ত মৃত্যুর চিহ্ন। বৃদ্ধ বৃদ্ধা যে গৃহে নাই এমন গৃহ কম দেখা যায়। রাস্তায় বাহির হইলে বৃদ্ধ, রোগগ্রস্ত, জরাজীর্ণ মানুষ যে সময়ে না দেখা যায় সে সময়ই নহে। যে দিন "রাম রাম সত্য হ্যায়" "হরি হরি বোল" না শুনা যায় সে দিনই নয়। তাহা ছাড়া বালক বালিকা প্রায়ই মরে। কে বলে ভাই ৺কাশীক্ষেত্র আনন্দকানন?

তথাপি ৺কাশী আনন্দ-কানন!—সংসারীর পক্ষে নহে, মৃত্যুভয়ভীত মানুষের জন্য নহে, কর্ম্মের জন্য যাহাকে সংসার করিতে হয় তাহার জন্য নহে। কাশী আনন্দ-কানন ভক্তের জন্য, ৺কাশী আনন্দ-কানন সাধকের জন্য, ৺কাশী আনন্দ-কানন মুমুক্ষুর জন্য। যিনি গান বাঁধিয়াছিলেন "আমি চল্‌লেম রে ভাই আনন্দ-কাননে। সংসারের লোকে যারে শ্মশান ব'লে ভয় পায় মনে"। তিনি সত্যই বলিয়াছেন ৺কাশী মহা শ্মশান। সংসারীর এই শ্মশানে সর্ব্বদা ভয়।

যাহারা মরিতে আসিয়াছে—যাহারা মরিতে প্রস্তুত, তাহাদের জন্য ৺কাশী। সংসারীর বড় বিপত্তি এই ৺কাশীক্ষেত্রে। কাশীপুরাধিশ্বরী, বারাণসীপুরপতি স্থানে অস্থানে সময়ে অসময়ে যাহাকে তাহাকে পুত্রহীন বা কন্যাহীন বা পিতৃহীন বা মাতৃহীন বা কোন স্বজনহীন করিয়া দেখাইয়া দিতেছেন—রে সংসারি! ৺কাশী তোমার জন্য নহে। প্রায়ই শুনি, ভাই ম'রল, কন্যা মরিল, স্ত্রী মরিল,—পুত্র মরিল,—ইহারা জীবনের কোন কার্য্য শেষ না করিয়া, কোন আশা পূর্ণ না করিয়া, কোন সাধ না মিটাইয়া মরিল। প্রভু বিশ্বেশ্বর স্ত্রী পুত্র কন্যাকে ক্রোড়ে লইলেন সত্য—তাহাদিগকে মুক্তি দিলেন সত্য কিন্তু সংসারী লোক তাঁহার দয়া প্রাণে ধারণা করিতে পারিল না। শোকে আচ্ছন্ন হইয়া ভগবানের চরণ একান্তভাবে আশ্রয় করিতে অনিচ্ছুক হইল। আর যাহারা সাধক তাঁহারা ভগবানের কৃপা বুঝিয়া—ভগবানের ইঙ্গিত দেখিয়া মহাশ্মশানে প্রাণ-প্রয়াণোৎসবে যোগ দিল।

প্রাণ-প্রয়াণ কত বারই হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক বারেই নিদারুণ যাতনা ভোগ করা গিয়াছে। সকলেই ইহা ভুগিয়াছে তাই সকলেরই মৃত্যুকে বড় ভয়। "ওহে মৃত্যু! তুমি মোরে কি দেখাও ভয়" এই যে কথা ইহাও ভূতের ভয় পাইয়া বালকে যেমন বলে—রামলক্ষ্মণ বুকে আছে আমার ভয় কি—সেই-রূপ মাত্র। যতদিন ধর্ম্মজীবন লাভ না হইতেছে, যতই সংসারের ব্যবস্থার জন্য প্রাণপণ কর না কেন শেষে মনে হইবে, হায়! কি করিয়া গেলাম! হায়! কেন তখন আত্মোদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে সংসার-ব্যবস্থার চেষ্টা না করিয়া-ছিলাম। হায়! কেন তখন বুঝিলাম না প্রকৃত শক্তিমান না হইয়া জগতের কার্য্য করিতে গেলে জগতের কার্য্যও হয় না নিজেরও শান্তি হইতে পারে না। ঋষিগণ মনুষ্যদিগকে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের উপদেশে আত্মোদ্ধার ও সংসার যাত্রা সমকালে করিতে হইবে। সন্ধ্যাবন্দনাদি ঠিক ঠিক না করিয়া সংসার করিতে গেলে সংসার যাহা তাহাই থাকিয়া যাইবে, তুমি কেবল শক্তিহীন হইয়া—শক্তির কার্য্য করিতে গিয়া চরিত্রহীন হইয়া—লোককে উপদেশ করিতে গিয়া, প্রকৃত পথ ছাড়িয়া—কপটাচারী হইয়া অকালে পশু-পক্ষ্যাদি জীবের মত প্রাণ হারাইতেছ এই মাত্র—জগতের প্রকৃত কল্যাণ কি করিলে ভাই—তোমার মত যাহারা জগত জগত করিতে গিয়া প্রাণ হারাই-য়াছে তাহারা জগতকে কতদূর ঠেলিয়া তুলিয়া দিয়া গিয়াছিল দেখিলেই বেশ বুঝিবে। তাই বলিতেছি একবার পুনরারম্ভ করা যাউক। বড়ই কর্ম্ম-

দুরাচার হইয়া গিয়াছি এখন একবার ঠিক মত কর্ম্ম করা যাউক। প্রাণ-প্রয়াণ যাতনা বড় ভোগ করিয়াছি একবার প্রাণপ্রয়াণ-উৎসব করা যাউক।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য এই কাশীক্ষেত্রে এই জাহ্নবী লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—

মাতঃ শাম্ভবি! শম্ভুসঙ্গমিলিতে মৌলৌ নিধায়াঞ্জলিং
ত্বত্তীরে বপুষোঽবসানসময়ে নারায়ণাঙ্ঘ্রিদ্বয়ম্।
সানন্দং স্মরতো ভবিষ্যতি মম প্রাণ-প্রয়াণোৎসবে
ভূয়াৎ ভক্তিরবিচ্যুতা হরিহরাদ্বৈতাত্মিকা শাশ্বতী॥

মা! হর-জটাজূটাটবী-চারিণি! মা তুমি কাশীপুরাধিপতি শিবশম্ভুর সঙ্গে মিলিত আছে। গঙ্গাজল তোমার বড় প্রিয়—তাই সকলে তোমার গঙ্গা হইতে জল তুলিয়া সেই জল তোমার জটাজূটবিহারিণী নিজ জলে মজ্জজ্জনোত্তারিণীর সঙ্গে মিলাইয়া দেয়। আমি মৌলি দেশে অঞ্জলি ধরিয়া এই প্রার্থনা করিতেছি "মা তোমার তীরে সেই দেহাবসানসময়ে—সেই প্রাণপ্রয়াণ-উৎসব কালে আমি যেন উৎসব রক্ষা করিতে পারি—আমি যেন যম যাতনা অগ্রাহ্য করিয়া নারায়ণের চরণারবিন্দ আনন্দে স্মরণ করিতে পারি, আমার যেন সেই অন্তিম কালে অদ্বৈত হরিহরাত্মক পরব্রহ্মে ভক্তি অচলা থাকে।

শুধু মুখে বলিলে কি হইবে? যে বেলা টুকু আছে সেই সময় টুকুও যদি সৎব্যবহার কর, যাহাদের অনেক সময় আছে তাহারা যদি এখন হইতে সময়ের ব্যবহার করিতে অভ্যাস করে তবে নিশ্চয়ই কাঙ্গালের বন্ধু অধমতারণ অধমকে ত্রাণ করিবেন।

তবে এস আবার একবার চেষ্টা করি, আবার একবার অভ্যাস করিতে প্রাণপণ করি—যে চেষ্টা করে তিনি তাহার সহায়। কৃপা তাহাকেই করেন যে আপন শক্তি দ্বারা প্রাণপণ করে।

একার্য্যে আবার দিন ক্ষণ কি? অগুই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থান করিয়া হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালনানন্তর রাত্রিবাস ত্যাগ করিয়া শরীরের মলাদি আর্দ্র গাত্র-মার্জ্জনীযোগে দূর করিয়া প্রথমেই সন্ধ্যা উপাসনা করা যাউক। প্রথমেই পরিপূর্ণ আত্মার কথা মনে কর। আত্মা অখণ্ড জ্ঞান। এই যে জগৎ ভাসিয়াছে, ইহার যেখানে যাহা আছে তাহার অনুভবকর্ত্তা এক জন আছেন। তিনিই আত্মা, তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞানময় দেহ ধারণ করেন।

আমি যখন নিদ্রায় ছিলাম তখন যে কি অনুভব করিতে ছিলাম কিছুইত মনে নাই। এখন জাগিয়াছি। জাগিয়াই আপন দেহ এবং আপন সঙ্কল্প-পূর্ণ মনের কার্য্য অনুভব করিতেছি। অনুভব করিতেছি তাই বলিতেছি ইহারা আমাতে আছে। যতক্ষণ অনুভব না করিয়াছিলাম ততক্ষণ অন্ততঃ আমাতে ছিল না। কিন্তু ইহারা ছিল এইজন্য যে আর এক জনের অনুভবে ছিল—সেই সামান্য চৈতন্যে ইহা ছিল। বিশেষ চৈতন্য যে চিদাভাস তাহা তখন জাগ্রতাবস্থায় ছিল না।

আত্মার চিন্তা করিয়া একবার দেহের কথাটাও ভাব। যত দুঃখ দিতেছে এই দেহটা। আত্মার সহিত ইহার কিছু মাত্র সম্পর্ক নাই। মূঢ় ব্যক্তিই নিজ সঙ্কল্প দ্বারা দেহের সহিত একটা সম্বন্ধ পাতাইয়া পুনঃ পুনঃ তাহার অভ্যাসে দেহের সুখ দুঃখকে আত্মার সুখ দুঃখ মনে করিয়া বৃথা ক্লেশ ভোগ করে। তুমি মূঢ় হইও না পণ্ডিত হও। প্রতিদিন স্মরণ কর—"আত্মা বস্তুতঃ আর্ত্ত হন না। তবে দেহ আর্ত্ত হওয়ায় তিনি আর্ত্ত বলিয়া প্রতিভাত হন। আত্মাতে কোন পীড়া নাই। আলস্য অনিচ্ছা আত্মাতে নাই, জড়তা আত্মাতে নাই, মনের চাঞ্চল্য আত্মাতেই নাই। চর্ম্মের থলিয়া পূর্ণ থাক্ তাহাতে আত্মার কি, অপূর্ণ থাক তাহাতেই বা আত্মার কি? দেহ নষ্ট ক্ষত বা ক্ষীণ হউক তাহাতে আত্মার ক্ষতি কি? কামারের জাতা বা ভস্ত্রা দগ্ধ হইলে তদন্তর্গত বায়ু কি কখন দগ্ধ হয়? দেহ পতিত হউক বা উত্থিত হউক তাহাতে আত্মার ক্ষতি কি? পুষ্প নষ্ট হইলে তদীয় সৌরভের ক্ষতি কি? সৌরভ আকাশ আশ্রয় করিবে। আমাদের শরীররূপ পদ্মে সুখদুঃখ রূপ তুষারপার হউক না কেন, আমাদের ক্ষতি কি? আমরা আকাশে উড্ডয়নশীল মধুকর; আকাশে উড়িয়া যাইব। দেহ পতিত হউক, উত্থিত হইক, বা আকাশ মধ্যে গমন করুক, আমি যখন দেহ হইতে পৃথক তখন আমার কি ক্ষতি হইবে? মেঘের সহিত বায়ুর যে সম্বন্ধ, ভ্রমরের সহিত পদ্মের যে সম্বন্ধ, শরীরের সহিত আত্মার সেই সম্বন্ধ।

এইরূপে দেহ যাক্ বা থাক্ আত্মদেবের কোনই ক্ষতি নাই ইহা ভাবনা করিয়া সেই পরিপূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ আত্মদেবকে আমি ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে স্মরণ করি। তিনি সর্ব্ব লোক ব্যাপিয়া আছেন। সেই দ্যুতিমান বিভু তাঁহার উপাসনীয় শক্তির সহিত এক—সেই শক্তিমান সেই শক্তি আমাদিগের বুদ্ধিকে তাঁহার নিজের দিকে প্রেরণ করেন।

ব্রাহ্মণ যে গায়ত্রীর উপাসনা করেন সেই শক্তিরূপা ব্রহ্মবাদিনী তিনিই। মা আমার আর কেহ নাই মা। যাহারা ছিল তাহারা ভুলে ছিল। তাহারা সকলে চলিয়া যাইতেছে, কেহবা গিয়াছে কেহবা যাইতেছে, কেহবা শীঘ্রই যাইবে। ইহাদিগকে আমার আমার করিতাম ভুলে! যে আমার সেত চিরদিনই আমার থাকিবে। সে কেবল তুমি। তাই বলি তুমিই আমার। আমার আর কেহ নাই। মা আমি তোমায় প্রসন্ন করিবার জন্য সন্ধ্যা-বন্দনাদির মন্ত্রে তোমার নিকটবর্ত্তী হইতে অভিলাষ করি। মা জগজ্জননী! আমি বলহীন আমায় বলদিয়া আমাকে প্রাপ্ত হও। আবার বলি, পতি যেমন জায়াকে প্রাপ্ত হয় সেইরূপ। মা যেমন দুর্ব্বল বালকে প্রাপ্ত হয় সেইরূপ। গাভী যেরূপ বৎসকে প্রাপ্ত হয় সেইরূপ। আমি তোমার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শাস্ত্র বিধি মত সন্ধ্যা করিতেছি। সন্ধার কার্য্যই প্রথম!

পরে দ্বিতীয় কার্য্য। দ্বিতীয় কার্য্যে মাতার আশ্বাস পাইয়া শক্তি মূর্ত্তি বা শক্তিমানের মূর্ত্তিদর্শনে ব্যাকুলতা। তাঁহাকে দর্শন করিব তজ্জন্য জপ। ইহা দ্বিতীয় প্রকারের জপ। ইষ্ট মন্ত্র জপে যতক্ষণ না দেহের তমোভাব ছুটে ততক্ষণ ঘন ঘন মুখস্থ করার মত—দরকার হইলে স্থির আসনে শরীরকে নৃত্য করাইয়া মন্ত্র জপ। এই মন্ত্র জপে কূটস্থে এক প্রকার স্পন্দন হয়। ইহা যাহাদের অনুভবে আইসে না তাঁহারা কল্পনায় ইহা চেষ্টা করিবেন। ইহার পরে মানসে ইষ্ট দেবতার পূজাদি।

তদনন্তর তাঁহাকে স্থির ভাবে হৃদয়ে ধরিয়া প্রাণায়ামাদি ব্যাপারে তাঁহার দর্শনে ব্যাকুলতা। ইহার পরে ধ্যানে দর্শন উৎকণ্ঠা। পরে স্তব স্তুতি। বিচার গ্রন্থপাঠ। প্রত্যহ ইহার অভ্যাস। প্রত্যহ এই সমস্ত প্রথম প্রথম পাঠ করিয়া অভ্যাস চেষ্টা করা।

প্রাতঃকৃত্যাদির পরে সমস্ত দিনের জন্য সর্ব্বক্ষণের জন্য তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকা। ইহাই শাস্ত্র বিধি। এই বিধিতে কার্য্য করিলে জপ ধ্যান আত্মবিচার নিষ্পন্ন হইবে। ইহাতেই জ্ঞান লাভ হইয়া নিশ্চয় জ্ঞানময় দেহে তিনি দেখা দিয়া চিরদাস বা চিরদাসী করিয়া রাখিবেন। ইহাই জীবন্মুক্তি। ইহার অভ্যাসে যতটুকু অগ্রবর্ত্তী হওয়া যাইবে ততটুকুই উৎসব।

সকলের জীবনেই প্রাণত্যাগ কালে একটা ব্যাপার ঘটে। জীবের সমস্ত শক্তি হৃদয়ে আসিয়া একত্র হয়। নাভিশ্বাস ইত্যাদি যাহা হয় তখন লোকে হাহকার করে কিন্তু প্রাণ তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি শক্তি গুলিকে শরীরের সর্ব্ব

অঙ্গ হইতে আহরণ করিয়া হৃদয়ে আনিতে থাকেন। এদিকে পা হইতে ঊর্দ্ধ অঙ্গ শীতল হইতে লাগিল আর ওদিকে শক্তি গুলি হৃদয়ে আনীত হইল। শক্তি সমস্ত একত্র হইলেই যেমন কুম্ভকে জ্যোতি বাহির হয় সেইরূপ জ্যোতি প্রকাশ হয়। প্রাণ সেই সময়ের মধ্যে ভাবনাময় দেহ গড়িয়া প্রস্তুত থাকে। জ্যোতি প্রকাশ হইবামাত্র মুমূর্ষু হয় কাঁদে, না হয় হাসে। পরক্ষণে প্রাণ বায়ু দেহত্যাগ করে। সকলেরই ইহা হয়। তবে যাহাদের জ্ঞাতসারে ইহা হয় তাঁহারাই সাধক। তাঁহাদের উৎসবই প্রাণ-প্রয়াণোৎসব।

শিঙ্গার-একাদশী।

ঠিক শিবরাত্রির পরে যে একাদশী সেই একাদশীর রাত্রে ৺কাশীধামে অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বরের শিঙ্গার হয়। এই জন্য এই একাদশীর নাম করণ করা হইল শিঙ্গার একাদশী।

আজ শিঙ্গার একাদশী। প্রায় প্রতি গৃহেই কথা হইতেছে রাত্রি তিনটায় ভিড় থাকে না তখন যাওয়া যাইবে, কোথাও সন্ধ্যায় যাইবার ব্যবস্থা, কোথাও মধ্যরাত্রে।

আমরা মধ্যরাত্রে শিঙ্গার দেখিতে চলিলাম। দশাশ্বমেধ পর্য্যন্ত পথে লোক জন প্রায়ই দেখিতে পাইলাম না। মধ্যে মধ্যে দুই চারিজন দ্রুতবেগে আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া গেল দেখিলাম। ক্রমে বিশ্বনাথের গলি। ক্রমেই লোক সংখ্যা অধিক হইতে লাগিল। ঢুণ্ডি বিনায়ক এখন ও কিঞ্চিৎ-দূরে দেখা যাইতেছে, গলি আলোকমালায় সুসজ্জিত। পথে যাইবার উপায় নাই। লোকের মধ্যে আসিয়া আমাদিগকে কোন চেষ্টা করিতে হইল না। আমাদিগের কোন আয়াস না থাকিলেও জন স্রোত আমাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। আমাদিগকে কেবল বাঁচাইয়া তরঙ্গমধ্যে দেহ ঢালিয়া দিলাম। ক্রমে আমরা ঢুণ্ডি বিনায়ক স্থানে উপস্থিত হইলাম। গণপতিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট অনুমতি লইয়া অন্নপূর্ণা মন্দিরের দ্বারে আসিলাম। দেখিলাম ভিতরে প্রবেশের উপায় নাই। প্রথমেই মনে হইল অগ্রে বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়া

পরে অন্নপূর্ণার নিকটে আসিব। অগ্রে মা পরে বাবা ইহাই অধিকাংশ লোকের ক্রম, আমাদের ক্রমটা উল্টা হইয়া গেল। সংহারক্রম অগ্রে না হইয়া সৃষ্টি-ক্রমটা প্রথমে আসিয়া গেল।

আমরা অতি ক্লেশে বিশ্বনাথের মন্দিরের দরজায় আসিলাম। দেখিলাম ক্রমাগত মন্দিরের ভিতর হইতে বাদলায় বাদল পোকার ন্যায় লোক বাহির হইতেছে। ভিতরে ঢুকিতে যাইতেছি এক পুরুষ বলিল 'ইহা বাহির হইবার দ্বার—ওদিক দিয়া যাও'। আমরা পূর্ব্বমুখে চলিলাম। মোড় ফিরিয়া পশ্চিম মুখে জ্ঞানবাপীতে পৌঁছিলাম। এখানে যাহা দেখিলাম তাহাতে হতাশ হইলাম। একটি ক্ষুদ্র দরজা দিয়া প্রবেশ করিতে হইবে, কিন্তু পুরুষ ও স্ত্রীলোকে গলিটা গলাগলি হইয়াছে। পা রাখিবার স্থান পর্য্যন্ত নাই। হতাশ হইয়া মনে করিলাম শিঙ্গার আর দেখা হইল না। সকলেই বড় সুখ্যাতি করিয়াছিল, বলিয়াছিল জীবনে এমন কখন দেখি নাই। কিন্তু এখন বিচার আসিল, একটি মূর্ত্তি দেখিবার জন্য এত কষ্ট করিয়া আসিলাম। কল্পনায় বাবা বিশ্বেশ্বর ও মা অন্নপূর্ণাকে সাজাইয়া প্রণাম করিলাম। ফিরিতে যাইতেছি কিন্তু ফিরিবারও উপায় নাই পশ্চাৎ হইতে বহুসংখ্যক লোক শিবশম্ভু করিতে করিতে আমাদিগকে আবার ভাসাইয়া লইয়া চলিল। ক্ষুদ্র দ্বার পার হইয়া আমরা একটু অপেক্ষাকৃত কম ভিড় পথে আসিলাম। ক্রমে বিশ্বনাথের মন্দিরের পশ্চাৎ দ্বারে আসিলাম। এখানেও মন্দির হইতে এক দ্বার দিয়া লোক বাহির হইতেছে অন্য দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতেছে। আমরা নির্গমন দ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা চেষ্টার পরে মন্দিরের মধ্যে গিয়া পড়িলাম। ফুলের বেড়ার ভিতরে বিশ্বেশ্বরের উপরে কি যেন ঝকমক করিতেছে দেখিলাম। ভাল করিয়া দেখিতে না দেখিতে এক নিমেষ মধ্যে দেখিলাম ধাক্কা খাইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছি। বড় দুঃখ হইল। মনে হইল অবিশ্বাসী অধম জীব বুঝি দেখিতে পায় না। এখন প্রবেশ-দ্বার দিয়াই প্রবেশ করিবার বাসনা জাগিল। বহু ক্লেশে লোকের সঙ্গে বিশ্বেশ্বরের দ্বারদেশে আসিলাম। কিন্তু বহুবার মনে হইতেছিল বুঝি পেষিত হইলাম। যাহা হউক মন্দির মধ্যে আসিলাম।

দেবাদিদেব বামাঙ্গে উমাকে ধারণ করিয়া আছেন—

মৌলৌ চন্দ্রদলং গলে চ গরলং জূটে চ গঙ্গাজলং,
ব্যালং বক্ষসি চানলঞ্চ নয়নে শূলং কপালং করে।

বামাঙ্গে দধতং নমামি সততং প্রালেয়শৈলাত্মজাং,
ভক্তক্লেশহরং হরং স্মরহরং কর্পূরগৌরং পরম্॥

এই স্তব পাঠ করিতে করিতে পুষ্পগৃহের মধ্যে দৃষ্টি পড়িল। লিঙ্গমূর্ত্তি বিশ্বনাথের মস্তক হইতে মার্কণ্ডেয় রক্ষাকারী ভগবানের মত হরপার্ব্বতী প্রকট হইয়াছেন। কি সুন্দর মূর্ত্তি—কি মনোহর বেশ—কিন্তু কি দুর্ভাগ্য—ভাল-করিয়া দেখিতে না দেখিতে আবার তাড়িত হইলাম। আশ পূর্ণ হইল না। সে সময়ে কিছু বুঝি নাই, পরে বুঝিয়াছি সেই ক্ষণিক দর্শন কি অমূল্য নিধি দিয়া গিয়াছে।

বহু ক্লেশে মন্দির হইতে বাহির হইলাম। এখন অন্নপূর্ণা। এখানেও বিস্তর লোক। কিন্তু বিশ্বনাথের মত নহে। একটু চেষ্টা করিয়াই মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু কি দেখিলাম! এমন অপূর্ব্ব আর কখন দেখি নাই। কাশীপুরাধিশ্বরী সুবর্ণ দর্ব্বী হস্তে ভিক্ষা দিতেছেন। কাহাকে? যাঁহার জন্য ভুবনমনোমোহিনী আরও মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার জন্য চন্দ্রার্ক-বর্ণেশ্বরী চন্দ্রার্কাগ্নিসমানকুন্তলধরী বক্ষে বিচিত্র মুক্তা-হার লম্বিত করিয়াছেন, যাঁহার জন্য বিচিত্র সাজে সজ্জিত হইয়াছেন—এস এস আমরা একবার ভাল করিয়া মাকে দর্শন করি। মূর্ত্তি বড় ঝলমল করিতেছে দেখিলে আর ভুলিতে পারা যায় না। শত শত ভাবপ্রবাহ ক্রমে হৃদয় ভরিয়া ফেলে। সাধনার বড় অনুকূল এই মূর্ত্তি। তুমি যাহার সাধক হওনা কেন—হউক তোমার ইষ্ট দেবতা রাধাকৃষ্ণ বা সীতারাম, হও তুমি সূর্য্য উপাসক বা গণপতি উপাসক, বা শক্তি উপাসক মা আমার বড় সুন্দর। বড় সুন্দর হইয়া তোমার ইষ্টমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইবেন। যদি দেখিয়া না থাক, যদি আর এক বৎসরকাল আয়ু থাকে, আগামী বৎসরে শিঙ্গার একাদশীতে একবার দেখিও। যেভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ জগন্নাথ দর্শন করিয়া ছিলেন একবৎসর ধরিয়া সেই ভাবের সাধনায় দৃঢ় হইয়া আর একবার দর্শন করিও। চিত্ত! তোমার সকল বাসনা পূর্ণ হইবে।

যদিও বিশ্বনাথ অপেক্ষা অন্নপূর্ণার মন্দিরে স্থিতি কিছু অধিক সময় হইয়া-ছিল তথাপি সাধ মিটাইয়া দেখা হইল না। কোন চিন্তাও সে সময়ে আইসে নাই। শুধু আহা কি সুন্দর! কি সুন্দর! বলিতে বলিতে বাহিরে আসি-লাম। তখন বুঝি নাই নয়ন ভরিয়া কার মধুর জাগ্রত মূর্ত্তি আনিলাম।

একান্তে আনিয়া যে ভাব হৃদয়ে উঠিল তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। পাছে ভুলিয়া যাই তাই স্মৃতিতে রাখিবার জন্য লিখিয়া রাখিতেছি।

সংসারে আমার কে আছে? সংসারে কে কাহার? যিনি যেরূপ সাধনাই করুণ না কেন শাস্ত্রমত মাই সকল সাধকের প্রথম উপাস্য। সকল ব্রাহ্মণেই শাক্ত। সকল কৃষ্ণ উপাসকের কাত্যায়নী উপাসনা আবশ্যক।

দুর্ব্বল বালকের যেমন মা সেইরূপ সকল সাধকের প্রথম সাধনা মা। মা মা বলিয়া মায়ের ভাবে বিভোর হইলে, মাতে চিত্ত তদাকার-কারিত হইলে আর এক ভাব খুলিয়া যাইবে—যখন প্রেমিক বলিবেন—এস তুমি আমায় প্রাপ্ত হও "পত্তিরেব জায়াং।" শ্রুতিও এই শ্রেষ্ঠ প্রেমের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীজগন্নাথ দেখিতে গিয়াছেন। তুমি আমিও দেখিয়াছি। কিন্তু কত প্রভেদ। শ্রীগৌরাঙ্গ নিকটে যাইতে পারিতেছেন না। কি জানি কেন লজ্জায় জড়সড়। আঙ্গিনায় আসিয়া বড় কাঙ্গালের বেশে গরুড় স্তম্ভে পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ আজ বড় কাঙ্গাল। কেন কিসের জন্য? সকলেই ত জগন্নাথ স্বামীর নিকটে গিয়া দর্শন করিতেছে, মহাপ্রভু কেন এত দূরে? কেন এত চক্ষে জল? চক্ষুর জলে বসন ভিজিয়া গেল তবুও অশ্রু নিবারণ হইতেছে না। কেন আজ শ্রীগৌরাঙ্গ মাটির দিকে চাহিয়া আছেন। অশোক বনবাসের পর সীতা মহারাণী যখন প্রভুর নিকট আগমন করেন তখন যেরূপ ভাব শ্রীগৌরাঙ্গের মনে কি এইরূপ কোন ভাব আছে? মহাপ্রভু কি স্বামী উপেক্ষিতা কোন নারীর ভাবে ভাবিত হইয়া এরূপ করিতেছেন? সঙ্গে যে সমস্ত ভক্ত ছিলেন তাঁহারা মহাপ্রভুর অবিরল অশ্রুজল দর্শন করিয়া কিছুই বলিতে সাহস করিতেছেন না। বেলা অপরাহ্ণ হইয়া গেল প্রাতঃকাল হইতে মহাপ্রভু গরুড়স্তম্ভ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন—অপরাহ্ণ হইল, দেখা এখনও শেষ হইল না। ভক্তগণ ক্ষুধায় কাতর। শেষে মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্ত স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন 'প্রভু বেলা আর নাই। আপনি না আহার করিলে কেহ আহার পায় না"। মহাপ্রভুর বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। নিদারুণ শোকের সময় নিতান্ত অন্তরঙ্গকে দেখিলে যেমন শোক উছলিয়া উঠে শ্রীগৌরাঙ্গের তাহাই হইল। স্বরূপের গলা জড়াইয়া মহাপ্রভু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, বলিলেন 'স্বরূপ! তুমিও কি নিষ্ঠুর। আমি কত ক্লেশ করিয়া আসিলাম। কৈ একবার ত তাকাইল না। কোথায় বৃন্দাবন আর কোথায় পুরুষোত্তম। কত সাধ লইয়া আসিলাম—কত আদর ত করিয়াছিল—আমার ত আর কেহ নাই। আমি সে সব ত্যাগ করিয়া ও চরণে আশ্রয় লইয়াছি। কিন্তু আমায় এত বাড়াইয়া শেষে একবার মুখ তুলিয়াও ত চাহিল না— হায় আমি কি অপরাধে অপরাধিনী হইলাম।'

ভক্তগণ মহাপ্রভুর ভাব বুঝিলেন। বুঝিলেন জগন্নাথদর্শন শুধু হয় না, জগন্নাথদর্শন করিতে হইলে ভাব চাই। বিনাভাবে দর্শন দর্শনই নহে।

এই যে অন্নপূর্ণা—এই যে মা আমার বিশ্ববিমোহিনী সাজে সাজিয়া বসিয়াছেন, বল ভাই সাধক কি ভাবে তুমি তাঁহাকে দেখিবে ?

মাতৃভাবে দেখ তাহাও সুন্দর, আবার মাতার সঙ্গে মিশিয়া মাতার চিত্তে আপন চিত্তকে তদাকার কারিত করিয়া দেখ, আরও সুন্দর।

জগন্মাতার নিকটে গিয়াছ। মাকে দেখিতে পাইলে আর কি কোন অনুতাপ থাকে। যত দিন দেখা না যায় ততদিন—কুপুত্রো জায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি। ঐ মা দাঁড়াইয়াছেন। ঐত মা দেখা দিতেছেন। যে মায়ের উপাসনা নিত্য কর, যিনি ভূর্ভুবস্বর্লোকব্যাপিনী বিশ্বরূপিণী, যিনি সেই দ্যুতিমান্ পরম দেবতার বরণীয় ভর্গ—যিনি আপন স্বরূপে সেই ব্রহ্ম, আর যিনি তটস্থ লক্ষণে স্পন্দনরূপিণী—যাহার স্পন্দনই ওঁকার—যাঁহার স্পন্দনই বেদ, যাঁহার স্পন্দন হইতেই সকল ছন্দ, সকল বেদ—যিনি নিজে ছন্দ হইয়াও ছন্দসাং মাতঃ—যিনি ব্রহ্মবাদিনী যিনি ব্রহ্মরূপিণী হইয়া ষড়্‌বিধরূপে জগত রচনা করিয়াছেন, তিনিই আজ তোমার নিকটে অন্নপূর্ণারূপে দাঁড়াইয়াছেন। যাঁহাকে ডাকিয়া ডাকিয়া জপ করিতে, যাঁহাকে জপিতে জপিতে ধ্যান করিতে —আবার যাঁহাকে না পাইয়া কত বার বলিতে একবার এস মা ! আমার আর যে কেহ নাই, আমি যে নিতান্তই তোমার আশ্রিত—আমি যে তোমার দুর্ব্বল সন্তান, আমি ডাকিতে জানি না, জপ পূজা জানি না, স্তব স্তুতি জানি না, মন্ত্র তন্ত্র জানি না—যোগ যাগ জানি না—মৈত্রী করুণা আমার নাই, মুদিতা উপেক্ষা আমার হয় নাই, আমি যে মা বড় মূর্খ—তুমি আমায় প্রাপ্ত না হইলে আমার যে আর অন্য উপায় নাই—জপ কালে ভ্রূমধ্যে মন বাঁধিয়া যাহার উদ্দেশে কত কি ভাবিয়াছ—কতরূপ ভাবনায়, কত প্রকার প্রার্থনায়, কত শুভ স্পন্দন তুলিয়াছ—দেখ দেখি আজ তিনিই এই অন্নপূর্ণা মূর্ত্তির মধ্যে কি না ? যদি তাহাই না হয় তবে কি, মা আমার এত জীবন্ত দেখায় ? "ভক্ত চিন্তানুসারেণ জায়তে ভগবান অজঃ" শত শত সহস্র সহস্র ভক্ত নিত্য মা অন্নপূর্ণার স্তব স্তুতি করে—মন্দিরে আসিলেই প্রাণ আনন্দে স্পন্দিত হয়। মা জীবন্ত। ইহার কি ভুল আছে ?

আজ মা সাজ সজ্জা করিয়াছেন। দেখ দেখি কেমন দেখাইতেছে—কি সুন্দর মূর্ত্তি—কি মনোহর সজ্জা—কি মনোভিরাম ভাব!

আর তুমি! স্ত্রী পুত্রকন্যা-শোকে আতুর হইয়া থাক, আধি ব্যাধিতে অস্থির থাক, স্বামী-শোকে ম্রিয়মাণা হইয়া থাক—বৃথা বিলাপে ফল কি বল! একবার আমার মার নিকটে আইস, একবার মাকে জানাইয়া যাও—মা বড় কষ্ট পাইলাম, মা তোমায় ভুলিয়া সংসার করিয়া বড় দাগা পাইলাম—মা! এই আজি আমি মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, তোমার অধম সন্তানকে সংসারজ্বালা হইতে পরিত্রাণ কর মা! যদি কিছুতেই প্রিয় বিরহ সহ্য করিতে না পার তবে শুধু প্রিয় ব্যক্তির গুণ স্মরণ করিয়া, মৃত্যুশয্যায় প্রিয় ব্যক্তির নিঃসহায় অবস্থা, মর্ম্মভেদী যাতনা, নীরব অশ্রুজল, নিতান্ত কাতর দৃষ্টি—এ সমস্ত চিন্তা করিয়া ফল কি? মার কাছে কেন নিরন্তর প্রার্থনা কর না—মা তুমি আমার প্রিয় বস্তু মিলাইয়া দাও। মা তুমিই সর্ব্বশক্তিময়ী—তুমি ভিন্ন আমার উদ্ধার আর কে করিবে?

মায়ের চরণে অবিরাম কাতর প্রার্থনা জানাইতে জানাইতে এই সুন্দর মূর্ত্তি, নিরন্তর ভাবিতে ভাবিতে ভাবের সহিত সাধক মায়ের ভাবে পৌঁছিতে এবং মায়ের সঙ্গে মিশিয়া মা কি করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিবে।

শিবের ভিখারী বেশ আর অন্নপূর্ণার রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তিতে কাশীতে আগমন, ইহার কথা আর লেখা গেল না। যিনি ভগবানকে প্রাণেশ্বর না বলিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারেন না, তিনিই বুঝিবেন মা অন্নপূর্ণার এ শিঙ্গার কেন? আর শক্তি ও শক্তিমানের অর্দ্ধনারীশ্বরের পূর্ব্বের অবস্থাই বা কেন?

ভারতের অতীত গৌরব।

সকল মনুষ্যের এমন কি সকল জীবের জুড়াইবার স্থান একটি মাত্র। শান্তি নিকেতন ভিন্ন শান্তি আর কোথাও নাই। মাতৃস্তন্য ভিন্ন সন্তানের স্বচ্ছন্দ-বলাধানের আর কিছুই নাই। শান্তিময়ী, আনন্দময়ীর কোল ভিন্ন চির আনন্দের স্থান আর কোথায়?

গতির স্থান এক হইলেও শক্তি ত সকল মানুষের একরূপ নহে। সকলের

শক্তি একরূপ নহে বলিয়াই সকলের প্রবৃত্তি একরূপ হইতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন নরনারীর প্রবৃত্তি ভিন্ন বলিয়া সকল মানুষের কার্য্যও একরূপ দেখা যায় না।

যাহার যে কার্য্যে প্রবল আসক্তি তাহাই তাহার স্বাভাবিক কার্য্য হইয়া গিয়াছে। সকল মানুষকে একরূপ কার্য্য করিতে বলিলে এই জন্য সকলে তাহা করিয়া উঠিতে পারে না। এমন কি এক রকম খাদ্য যদি সকল মানুষের জন্য ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে তাহা সকলের সমান রুচিকর হয় না। কাজেই প্রবৃত্তি বুঝিয়া কর্ম্মের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যেখানে এই প্রবৃত্তি বুঝিয়া কর্ম্ম ব্যবস্থা করা হয় না সেখানে মানুষের সংগতি হয় না।

প্রাচীন ভারতের কর্ম্ম ব্যবস্থা প্রকৃতি ধরিয়া করা হইত। কেহ কেহ তপস্যা করিতে সুখ পায় কাহারও যুদ্ধাদিতে রুচি, কাহারও বা ধনোপার্জ্জনে আসক্তি, কেহ বা সেবাকেই পরম সুখকর বলিয়া মনে করে। এমন কি একটা জীবনের বাল্য যৌবন, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধাবস্থায় প্রকৃতি অনুসারে কর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে।

যাহার যে কার্য্যে স্বচ্ছন্দ হয় তাহাকে অন্য কার্য্য করিতে বলাই পরধর্ম্ম গ্রহণ করান। ইহাতেও মানবের অধোগতি হইবেই। এই জন্য ছন্দমত কর্ম্ম নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত গুরুতর কার্য্য। গীতা শাস্ত্র অর্জ্জুনের এই পরধর্ম্ম গ্রহণেচ্ছা নিবৃত্তি করিয়া স্বধর্ম্মে আনয়নের জন্য উপদেশ দিতেছেন।

সংগ্রাম সকলকেই করিতে হইবে। যিনি তপস্যা করিবেন তাঁহাকেও যেমন রজস্তমরূপ শত্রুকে জয় করিতে হইবে সেইরূপ যিনি রাজ্য রক্ষা করিবেন তাঁহাকেও রাজ্য অপহরণকারীকে দূর করিতে হইবে। যিনি ধনোপার্জ্জন করিবেন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীও আছে আবার যাহার সেবা ধর্ম্ম তাহারও শত্রু আছে। যুদ্ধেই জীবন। বীরই জীবিত। অলস ব্যক্তি মৃত। প্রাচীন ভারতের প্রণালী এই ছিল যে ভগবানকে সারথী করিয়া যুদ্ধ করা ভিন্ন অন্য কিছুই কল্যাণপথ বলিয়া বিবেচিত হইত না। যেমন ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ভিন্ন কুম্ভকর্ণ ও রাবণের বিনাশ অন্য কেহ করিতে পারিলেন না সেইরূপ আত্মারামকে সারথী না করা পর্য্যন্ত তপস্যাকারীর তপোবিঘ্ন যে তম ও রজ অর্থাৎ লয় ও বিক্ষেপ ইহা কিছুতেই দূর হইবে না। শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন যেমন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কিছুতেই নিষ্পন্ন হইত না সেইরূপ শ্রীভগবানের দিকে লক্ষ্য না রাখিতে পারিলে মহিষাসুরমর্দ্দিনী রম্যকপর্দ্দিনী শৈলসুতাকে হৃদয়ে না বসাইয়া বাহুবল

প্রকাশ করিতে গেলে সে বাহুবলে কার্য্য হইবে না। এইরূপ ধনোপার্জ্জনে এবং সেবাধর্ম্মেও শ্রীভগবানকে সারথী করা চাই। তপস্যা কর সেখানে ভগবানকে চাই, যুদ্ধ কর সেখানে মহিষাসুরমর্দ্দিনীকে চাই, শিল্প বাণিজ্য গো সঞ্চয় কর সেখানে ভগবানকে চাই, সেবা কর সেখানেও ভগবান বোধে সেবা আবশ্যক। প্রাচীন ভারতের এই রীতি ছিল।

নবীন রীতি যেন বিপরীত পথে চলিতেছে। ভগবানের ব্যবস্থা না করিয়াই শুধু যেন সমবেত শক্তির বল দেখিতেছে। সমবেত শক্তি ভাল—সেই সঙ্গে ভগবানকে সারথী করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাই ভারতের অতীত গৌরবের আলোচনা করা হইতেছে। সিংহশিশু মেষশাবকের দলে পড়িয়া যখন সিংহত্ব বিস্মৃত হয় তখন তাহাকে সিংহের গর্জ্জন শুনাইতে হয় নতুবা তাহার অভিনয় মেষ শাবকের মত হইতে থাকে। প্রকৃত সিংহের গর্জ্জন শুনিলে আত্মবিস্মৃত মেষশাবকত্ব-গত সিংহশিশু আপনাকে আপনি দেখিতে পায় এবং আপনার স্বরূপ দেখিয়া গর্জ্জিয়া উঠে।

ভারতের আধুনিক কার্য্য প্রণালী দেখিলে মনে হয় ভারত আপনার সিংহত্ব ভুলিয়া মেষশাবকের অভিনয় করিতেছে। অতীত গৌরব স্মরণ ব্যতীত ভারত আপনার স্বরূপ দেখিতে পাইবে না। নবীন রীতিতে চলিলে ভারত ভারত থাকিবে না। ভারত যদি ভারত না থাকে তবে ভারতের নাম লোপ হইয়া যাউক—বরং তাহা ভাল তথাপি ভারত যেন পৃথিবীর আর কোন দেশের অনুরূপ না হইয়া যায়।

পৃথিবীর সহিত তুলনা কর, কি প্রাকৃতিক দৃশ্য কি জ্ঞান-বিকাশ সর্ব্ব বিষয়ে ভারত পৃথিবীর মস্তকস্বরূপ। ধান্য ক্ষেত্রে হস্তীর আপন দেহ লুকাইবার চেষ্টার মত ভারতের নবীন রীতি অবলম্বন, প্রকৃত দর্শকের কাছে নিতান্ত হাস্যজনক।

ভারতের প্রাচীন জাতিভেদ প্রথা যদি ভারতের অধোগতির কারণ বলিয়া মনে কর তবে বল দেখি জাতিভেদ না থাকিয়াও অহিন্দু জাতির অধোগতি কেন হইল? যদি বিধবার বিবাহ না দেওয়াই ভারতের অধঃপতনের কারণ হয় তবে যে সমস্ত জাতিতে বিধবাবিবাহ প্রচলিত তাহাদের বীর্য্যহানির কারণ কি? এই সমস্তই বিশেষ চিন্তার বিষয়। আমরা কিন্তু এই সমস্ত বিষয় আলোচনার জন্য এই প্রস্তাবের অবতারণা করি নাই। পুত্র নবীন শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া যদি ঋষিদিগের প্রথা উল্লঙ্ঘন করিতে চায় তবে আমরা বলিব

ইহা তাহার ব্যভিচার। ভারত এখন এই ব্যভিচারে ভরিয়া যাইতেছে। কে ইহাকে অতীত গৌরবের কথা শুনাইবে? কে ইহাকে সিংহের গর্জ্জন শুনাইয়া প্রবুদ্ধ করিবে? কে আজ ভারতের রাজাকে কার্ত্তবীর্য্য, জনকের আত্মজ্ঞান শুনাইবে? ভারতের সতীকে কে আজ সীতা, সাবিত্রী, পার্ব্বতী, দময়ন্তীর পাতিব্রত্য রক্ষার কথা শুনাইবে? কে আজ ভারতের মাতাকে কৌশল্যা, কুন্তী, কয়াধু, গান্ধারী, যশোমতি, দেবহুতি মদালসা পদ্মাবতীর দৃষ্টান্ত দেখাইবে? ভারতের পুত্রকে কে আজ রাম কৃষ্ণ ধ্রুব প্রহ্লাদ বৃষকেতু অভিমন্যুর আচরণ শিখাইবে? ভারতের বীরকে আজ কে আবার ভীষ্ম, অর্জ্জুন, রাম, কৃষ্ণ, ভীম, অভিমন্যু, কর্ণ দ্রোণের বীরত্ব দেখাইবে— কত বলিব ভগবান বশিষ্ঠ ব্যাস বৃহস্পতি আদি জ্ঞানী, নারদ, চৈতন্য, ধ্রুব, প্রহ্লাদ আদি ভক্ত, বাল্মীকি ব্যাস আদি কবি, মনু, পরাশর বিষ্ণু হারিত ইত্যাদি সমাজ ব্যবস্থাপক, পতঞ্জলি যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি যোগী, মহাবীর লক্ষণ আদি কর্ম্মবীর— কে আজ ভারতীয় কথা ভারতকে আবার শুনাইবে? প্রাচীন ভারতের গৌরব কিসে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল?

বহু স্রোত যখন বহিতে থাকে তখন প্রধান স্রোতটি লক্ষ্য করাই নিতান্ত প্রয়োজন। ভারতের সমাজনীতি ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য; ভারতের শিল্প বাণিজ্য; ভারতের আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ; ভারতের যজ্ঞ দান তপস্যা—ভারতের সমস্ত আচার ব্যবহার ভারতের সমস্ত কীর্ত্তি কোন মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল? প্রাচীন ভারতের একমাত্র লক্ষ্য কি ছিল?

এ কথা বলিবার লোকও বিরল হইয়া যাইতেছে—আমরা ভারতের বেদ তন্ত্র পুরাণ ইতিহাসের মধ্যে ভারতের অতীত গৌরবের মূল ভিত্তি দেখিতে পাই।

একটি কথা লইয়া ভারত গৌরবান্বিত হইয়াছিল। সেই কথাটি সমস্ত মনুষ্যের প্রয়োজন। সেই কথাটি না হইলে মনুষ্যের সমাজ, জাতি, আচার ব্যবহার, রাজ্যশাসন, প্রজাপালন কিছুরই আবশ্যক দেখি না। সেই মূল ভিত্তিটি যদি না থাকে তবে মনুষ্য জীবনের সমুদায় কার্য্য সূত্রশূন্য পুষ্পমাল্য মাত্র।

জরামরণরূপ সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইয়া কোন এক নিত্যানন্দ ধামে চিরস্থিতিই মানুষের প্রধান লক্ষ্য। ইহার জন্য যদি তোমার সমস্ত আয়োজন না হয় তবে তোমার ধনসম্পত্তি রাজ্য-প্রতিষ্ঠা বিদ্যাবুদ্ধি দেশ উদ্ধার, জাতিউদ্ধার কয় দিনের জন্য? কেন—ইহাতে কোন্ প্রয়োজন?

ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ো নষ্টাঃ সৃষ্টয়ো বহুশো গতাঃ।
শুষ্যন্তি সাগরাঃ সর্ব্বে কৈবাস্থা ক্ষণজীবিতে॥

কয় দিনের জন্য তুমি মানুষকে সুখ দিতে পার? মৃত্যুর জন্য জন্মগ্রহণে কি ফল? দুইদিনের জন্য ভালবাসিয়া কি হইবে? ক্ষণিকের সুখ কি আবার প্রার্থনীয়? দুইদিন পরেই মরিতে হইবে এই ভয় যদি সর্ব্বদা থাকে তবে তোমার সংসার-রক্ষার চেষ্টাটা কিরূপ? যাহা থাকিবে না তাহাকেই স্থিতি দিবার জন্য যদি তুমি প্রাণপণ কর তবে তুমি কি তোমার ভগবদ্দত্ত বুদ্ধিকে কুপথে চালিত করিতেছ না?

প্রাচীন ভারত এই মৃত্যু সংসারসাগর হইতে মানুষ কিসে রক্ষা পাইবে—তাহাই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। ইহার জন্য বিদ্যা অভ্যাস, ইহার জন্য বিবাহ পুত্র কন্যা, ইহারই জন্য সমাজগঠন রাজ্যপালন, ইহারই জন্য শিল্প বাণিজ্য—এই শিক্ষা প্রচারের জন্যই মানবের সমস্ত কার্য্যের আয়োজন। ভারতের জ্ঞান-চর্চ্চা, ভারতের মন্ত্রবিদ্যা, ভারতের আয়ুর্ব্বেদ, ভারতের ষড়দর্শন, ভারতের শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ, নিরুক্ত জ্যোতিষ ছন্দ, ভারতের ইতিহাস, ভারতের তন্ত্র, ভারতের পুরাণ, ভারতের সমাজ, ভারতের সতী, ভারতেও পুত্রকন্যা এক কথায় ভারতের বেদ—এই এক প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য। আমরা ভারতের সকল বিদ্যার কথা জানি না, বলিতেও পারিব না কিন্তু যে মূলভিত্তির উপরে সকল বিদ্যা, সকল কার্য্য দাঁড়াইয়া আছে, যাহার দিকে মানবের সমস্ত কর্ম্ম প্রধাবিত হওয়া উচিত তাহা যতদূর ধারণা করিতে পারিয়াছি এই প্রবন্ধে তাহাই আলোচনা করিব। সুধী ব্যক্তি দেখিবেন পৃথিবীতে কোন জাতি আজ এই শিক্ষামত চলিতেছে কি না—কোন দেশ আজ এই উদ্দেশ্য সাধনে প্রাণপণ করিতেছে কি না?

ভারতের ঋষি সগর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন সংসার প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চ। এক ঘণ্টা অভিনয়ের ফলে অভিনেতা অভিনেত্রী আপন স্বরূপ ভুলিয়া যায় এবং রঙ্গমঞ্চের রাজা রাণী সাজিয়া বসে। তুমি কত দিন ধরিয়া এই রঙ্গভূমিতে অভিনয় করিতেছ—পূর্ব্বে কি ছিলে তুমি একেবারে ভুলিয়াছ। শাস্ত্র সংবাদ দিতেছেন তুমি কে ছিলে। তোমার পূর্ব্ব বিবরণ যদি না জান তুমি কখনই প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চ হইতে বাহির হইতে পারিবে না। তুমি চিরদিনই জন্মমৃত্যুর খেলা, সম্পদ বিপদের হাসি কান্না লইয়া থাকিবে। তোমার ক্লেশের শান্তি কখন

হইবে না। যে তোমায় লইয়া বহু সাজে সাজাইয়া খেলাইতেছে, তোমাকে ক্রীড়ার পুতুল বানাইয়াছে তুমি তাহার কথা যদি না শোন, তাহার আদেশমত যদি না চল, তাহার শরণাপন্ন হইয়া যদি এই অভিনয়মঞ্চ হইতে বাহির হইতে না প্রার্থনা কর তবে তুমি কখনও দুঃখের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবে না।

কোন এক ভক্ত সাধক গাহিয়াছেন।

কি খেলা খেলাও মা তুমি জীবন্তপুতলির সনে।
সেই জানে তোর খেলার মর্ম্ম যে থাকে সদা তোর ধ্যানে॥
রেখেছ নিখিল বিশ্ব, আনন্দের বাজার সাজায়ে
আবার আপনি খেল সে বাজারে পুরুষ প্রকৃতি হয়ে
মিছে পৃথক ভাবে তোমায় ভাবে জ্ঞানহীনে।
ওমা! সর্ব্বজীবে তুমি শিবে মাতৃরূপা হয়ে পাল
ভার্য্যারূপে ব্রহ্মময়ী তুমি প্রণয়ের খেলা খেল
তুমি শিশু-মূরতি হয়ে আলো কর সূতিকা গৃহ
আমার খেলিয়া নানা খেলা অন্তে শ্মশানে লুকাও সেই দেহ
মিছে মায়াভ্রমে জীবে ঘুরাও মা ভুবনে॥
ওমা কারে করেছ রাজ্যেশ্বর মা অতুল ধনের অধিকারী।
কারে করেছ পথের কাঙ্গাল মুষ্টিমেয় অন্নের ভিখারী
কেউ বা সুখে কাটায় নিশি পুষ্প শয্যার শয়ন করি
কেউ বা গাছের তলায় তৃণশয্যায় দুখে কাটায় মা বিভাবরী
সকলি তোমার খেলা বুঝেও বুঝিনে॥
ওমা কেমন মহামায়া তোমার পায়না বিধি বিষ্ণু ভেবে
শ্মশানে ভ্রমে ভব সদা সে তোরই মায়া প্রভাবে।
আপনার মায়ায় আপনি তুমি যাতায়াত কর বারম্বার
নিজে বুঝনা নিজের মায়া এমনি তোমার মায়ার বিকার
সে মহামায়া দ্বিজ গোবিন্দ বুঝিবে কেমনে॥

ভারতের অতীত গৌরবের মূল ভিত্তি এই মায়া হইতে মুক্ত হওয়া। এতৎসিদ্ধির জন্য ঋষিদিগের প্রধান অবলম্বন ছিল ভাবনা। ভাবনায় অসমর্থ যাঁহারা তাহাদের জন্য উপাসনা এবং অষ্টাঙ্গ যোগ।

আমরা সকল কথা বলিতে পারিব না। বলিব এই ভাবনার কথা। ঋষি-দিগের ভাবনা মত যাঁহারা ভাবনা চালাইতে পারিবেন—সেইরূপ ভাবনাকে

স্থায়ী করিবার জন্ত যাঁহারা উপাসনা ও যোগ অভ্যাস করিবেন তাঁহারাই জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া আনন্দধামে অমর হইয়া থাকিবেন।

উদ্দেশ্যে দৃষ্টিস্থাপন করিয়া ঋষিগণ যে উচ্চভাবনা দিয়া গিয়াছেন সেইরূপ উচ্চ সার্থক ভাবনা আজ কি পৃথিবীর অন্য কোথাও আছে? যিনি বলেন আছে তিনি যেন একবার নিরপেক্ষভাবে বিচার করেন।

ঋষিগণ বলিতেছেন সৃষ্টিক্রম আলোচনা কর, বুঝিবে ব্রহ্ম জগৎরূপে বিবর্ত্ত হইয়াছেন কিরূপে, তুমি জীব হইয়া গিয়াছ কিরূপে? স্থিতিক্রম আলোচনা কর, উপাসনা তত্ত্বে পৌঁছিয়া তুমি নিরন্তর এক অপূর্ব্ব ভাবনারাজ্যে নিত্যস্থিতি লাভ করিতে পারিবে। সংহারক্রম আলোচনা কর, তুমি তোমার অনাদি দুঃখ জাল ছিন্ন করিয়া ভূতশুদ্ধি করিয়া উপাসনারাজ্যে নিত্য সেবা করিতে পারিবে।

ভূতশুদ্ধি, সুধাসমুদ্র মধ্যে মণিদ্বীপে নিত্যানন্দময় রাজ্য এবং পরিপূর্ণ শান্ত সচ্চিদানন্দরূপে অবস্থান—ইহাই ঋষিদিগের সর্ব্বোচ্চ ভাবনা। আমরা ভূতশুদ্ধি বা সংহারক্রম, উপাসনাতত্ত্ব বা স্থিতিক্রমের কথা এখানে আলোচনা করিব না। সৃষ্টিক্রমের কথঞ্চিত আভাস দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। অন্যান্য প্রবন্ধে সকল বিষয়গুলিই কথঞ্চিত আলোচিত হইবে।

মহাপ্রলয়ের কথা যদি আলোচনা করা যায় ব্রাহ্মণেরা নিত্যই যে অঘমর্ষণ মন্ত্রজপ করেন যাহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ভগবান হলাযুধ বলিয়াছেন,—

অস্যাঘমর্ষণস্য ব্যাখ্যানমাচরিতুম্ হৃৎকম্পো জায়তে। যতঃ সর্ব্ববেদসার-ভূতোঽত্যন্ত গুপ্তশ্চায়ং মন্ত্রঃ।—সেই ভাবনা পূর্ণভাবে কে চিন্তা করিবে? যে সৃষ্টিতত্ত্ব প্রধান প্রধান শাস্ত্র সমূহের প্রথমেই পরিদৃষ্ট হয়, যে সৃষ্টিক্রম ভগবান বশিষ্ঠদেব কত প্রকারে যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণে প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা ভাবিতে পারিলে মানুষ এক ক্ষণেই মৃত্যুসংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে—সেই ভাবনা আমার মত ক্ষুদ্রবুদ্ধির মস্তকে কতটুকু প্রবেশ করিবে? তথাপি ঋষিগণের নিকটে কৃপাভিক্ষা করিয়া আমাদিগকে উহা বুঝিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে হইবে। না পারিলে ভূতশুদ্ধি করিয়া নিত্য ভাবনারাজ্যে অবস্থান করিয়া সেখানে দয়াময়ের পানে চাহিয়া চাহিয়া তাহাই প্রার্থনা করিতে হইবে তদ্ভিন্ন নান্যপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

যখন মহাপ্রলয়ে সেই তমসস্তু পরং জ্যোতিঃ মাত্র অবশিষ্ট থাকেন, যখন জগৎস্পন্দন সেই পরম শান্ত পরম ব্রহ্মে লীন হইয়া যায় তখন সেই পরিপূর্ণ শান্ত সচ্চিদানন্দ মাত্রই অবশিষ্ট থাকেন। পরম শান্ত পরিপূর্ণ জ্ঞানানন্দস্বরূপ

ব্রহ্মই আছেন। তাঁহার আদি ভাবনাই মায়া। মায়াই বিচিত্র জগতের রচয়িত্রী।

আত্মচৈতন্য প্রথমে অজ্ঞান কল্পনা করেন। সেই স্বসঙ্কল্পিত অজ্ঞান বশে চেত্য বা জ্ঞেয়ভাব প্রাপ্তবৎ হয়েন। এইরূপে সঙ্কল্প আকার ধারণ করিয়া ক্রমে বিবিধরূপ বৈচিত্রে কালুষ্যপ্রাপ্তবৎ হয়েন। ইহাই বাসনা বা ভাবনার প্রথম অঙ্কুর।

ক্রমে কল্পনা প্রগাঢ় হইলে আত্মচৈতন্য স্বীয় পূর্ণস্বরূপ ভুলিয়া তুচ্ছ মনোরূপ প্রাপ্ত হয়েন। এই মহামনই আদি জীব—ইনিই হিরণ্যগর্ভ, ইনিই ব্রহ্মা।

অনন্ত আত্মতত্ত্ব হইতে নিরন্তর সঙ্কল্প উঠিতেছে। আমি চিৎরূপে ভাসমান আমি কিছুই জানি না, আমি কর্ত্তা ইত্যাদি ভাবনা ক্রম অনুসারে হয়, পরম শান্ত পরিপূর্ণ সৎ বস্তু আপন ভাবনাকে দেখিয়া যখন বিস্মিত হয়েন—স্বয়মন্যহইবল্লোসন্—তিনি স্বয়ংই আছেন কিন্তু আপনাকে অন্য মত ভাবনা করিয়া যখন উল্লাস প্রদর্শন করেন তখনই সৃষ্টির আরম্ভ।

পূর্ব্বে যে তিন প্রকার ভাবনার কথা বলা হইল (১) আমি চিৎরূপে ভাসমান (২) আমি কিছুই জানি না (৩) আমি কর্ত্তা—এই সমস্ত ভাবনা মায়াকে আশ্রয় করিবামাত্র উত্থিত হয়। ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে তড়িৎ যেমন অবৃষ্টিসংরম্ভ অম্বুবাহকে প্রকাশ করে, তড়িদাকারা মায়াও সেইরূপে পরমাত্মাকে প্রকাশ করেন। যখন মায়াকে আশ্রয় না করেন তখন তিনি কি কে বলিবে—"যন্নবেদা বিজানন্তি মনো যত্রাপি কুণ্ঠিতম্ ন যত্র বাক্ প্রভবতি"—

মায়া আশ্রয়মাত্র দ্বৈত্ব দর্শন হয়। আমি চিৎরূপে ভাসমান এই সঙ্কল্পকে যখন তিনি নিশ্চয় করেন—ইহার মধ্যে আমি ইহা বা ইহা নহি রূপ যে সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক অবস্থা থাকে তাহাই মহামন বা হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা।—আমি কিছুই জানি না যখন নিশ্চয় করেন তখন তিনি কারণদেহ বা অজ্ঞান দেহধারী আর আমি কর্ত্তা যখন নিশ্চয় করেন তখন তিনি জন্মমরণশীল জীব।

আত্মতত্ত্বই আছেন। আত্মতত্ত্ব হইতে অবিদ্যা কল্পিত হইয়া যখন তিনিই দ্বিতীয় সম্বিদরূপে স্ফুরিত হয়েন তখন ঐ দ্বিতীয় সম্বিদই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় মন বুদ্ধি অহংকার ও চিত্ত নাম গ্রহণ করেন। চিৎ ব্রহ্ম আত্মমায়া দ্বারা যখন

আপনারই পৃথকরূপ বা দ্বিতীয় সম্বিদ দর্শন করেন তখন "আমি এইরূপ" বা "এইরূপ নহি" এই বিকল্পনা উঠে, এই সন্দেহদোলায় দোলায়মান যিনি তিনিই মহামন বা হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা বা আদি জীব। সুষুপ্তি অবস্থায় জীব ব্রহ্মে মিলিত থাকে। সুষুপ্তি হইতে আবার যখন স্থূল দেহে জাগরণ হয়, তখনকার অবস্থা দ্বারা সৃষ্টিক্রম কতকটা ধারণা করা যায়।

আমি এইরূপ যখন নিশ্চয় হয় তখন ঐ সম্বিদ্‌কে বুদ্ধি বলে। এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বিষয়পথপ্রবাহিনী নিম্নমুখী। ইহা হইতে আরও সৃষ্টি হইতে থাকে। কিন্তু আবার সংহার-ক্রম ধরিয়া যখন আমি ইহা নহি দ্বিতীয় সম্বিদ্ ইহা নিশ্চয় করেন তখন ঐ নিশ্চয়াত্মিকা সম্বিদ্‌ই ধীশক্তি। এই ধীশক্তি আমাদিগকে পরিপূর্ণ শান্ত স্বরূপে প্রেরণা করেন। প্রথমটি অসৎবুদ্ধি বা অবিদ্যা, দ্বিতীয়টি সৎবুদ্ধি বা বিদ্যা।

তাই বলা হইতেছে একমাত্র আত্মতত্ত্ব হইতে অবিদ্যা কল্পিত হইয়া যে দ্বিতীয় সম্বিদ্ জাত হয় তাহা বাস্তবিক নাই। যখন "আমি এইরূপ নহি" এই নিশ্চয়ে "আমি এইরূপ" এই মিথ্যা স্পন্দন লয় হইয়া যায় তখনই মুক্তি।

কিন্তু "আমি এইরূপ" এই নিশ্চয় করিয়া যখন সম্বিদ আবার স্পন্দিত হয়েন, যখন ঐ মিথ্যাস্পন্দনে আত্মাভিমান করিয়া স্বীয় সত্ত্বা কল্পনা করেন তখন তাঁহার নাম অহংকার।

"আমি এইরূপ বা এইরূপ নহি"—এই সন্দেহদোলায় যখন থাকেন, তখন তিনি মন; "আমি এইরূপ" যখন ইহা নিশ্চয় করেন তখন তিনি বুদ্ধি; "আমি এইরূপ" ইহা নিশ্চয় করিয়া যখন তাহাতে আত্মাভিমান করেন তখন তিনি অহংকার। আবার সম্বিদ্ যখন বালকের ন্যায় অবিচারী হইয়া, পূর্ব্বাপর প্রতিসন্ধান ত্যাগ করিয়া এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তর স্মরণ করেন তখন তিনি চিত্ত।

বলা হইতেছিল ভাবনাই স্পন্দন (vibration)। আমি ইহা নহি—দেহ নহি, মন নহি, জগতে কোন কিছুই আমি নহি, তৎ ন তৎ ন এইরূপ স্পন্দন হইতেই আকাশের মত সীমাশূন্য অখণ্ড জ্ঞান স্বরূপ সর্ব্বান্তর্যামী—জগতের সকল বস্তু যাঁহার উপর ভাসিতেছে—বৃক্ষলতা, আকাশ, নক্ষত্র, সূর্য্য, চন্দ্র,

ঘর বাড়ী, নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র, বায়ু, পশুপক্ষী নরনারী, এই সমস্তের অনুভবকর্ত্তা—তন্ন তন্ন সাধনা দ্বারাই সেই অখণ্ডজ্ঞানে সেই আত্মস্বরূপে দৃষ্টি পড়িবেই।

যে কর্ম্ম বন্ধনে জীব জড়িত সেই কর্ম্ম কি বিচার করা আবশ্যক। সম্বিদ্ প্রথমে মন, পরে বুদ্ধি, পরে অহং, পরে চিত্ত, এই সমস্ত রূপ ধারণ করিয়া অহং কর্ত্তা হইয়া বসেন। এই অবস্থা পর্য্যন্ত কর্ত্তার লিঙ্গদেহ থাকে। আবার স্পন্দন চলিতে থাকে।

আবার ভাবনা দ্বারা লিঙ্গদেহের স্পন্দন হয়। সেই স্পন্দনের ফলে লিঙ্গ-দেহ স্থূল দেহ হয়েন। স্থূলের এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনরূপ যে ব্যাপার তাহাই কর্ম্ম।

বুঝিতেছ সৃষ্টিতত্ত্ব কোথায় আমাদিগের চিত্তকে লইয়া যায়? বুঝিতেছ জ্ঞানস্বরূপ আত্মার মোহ কিরূপে হয়? পরমাত্মা যে ক্রম ধরিয়া জীবরূপ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন সেই ক্রম ধরিয়াই জীবাত্মা পরমাত্মাতে এক হইতে পারেন।

এখন আমরা উপসংহার করিতেছি :—

কল্পনা অর্থে শক্তি। রূপ সামর্থ্যে। ব্রহ্মের কল্পনা শক্তি নিত্য। প্রথমে ব্রহ্ম অজ্ঞানের কল্পনা করেন। ক্রমে সেই কল্পনা বিবিধরূপ বিচিত্রতা লাভ করে। এই কল্পনাই আত্মাকে কলুষিত করে। তখন আত্মা যেন স্বীয় স্বরূপ ভুলিয়া সঙ্কল্প বিকল্পরূপ মন সাজিয়া জন্মমরণাদি মোহ প্রাপ্ত হয়েন। কল্পনার ফাঁসি গলায় পরিয়া—চিত্তস্পন্দন কল্পনারূপ স্ত্রীপুত্র পরিবার গলায় বাঁধিয়া যিনি আপন স্বরূপ ভুলিয়া আছেন (কল্পনার ফাঁসি কাটিয়া ফেলা ত অতি সহজ—মাকড়সার জাল ছিন্ন করা অতি সহজ সকলেই বলেন) তথাপি যিনি জানেন তিনিই জানেন কল্পনা দূর করিয়া মাকড়শার জাল ছিঁড়িয়া স্বরূপে গমন করা কত ক্লেশকর।

আত্ম-চৈতন্য তুচ্ছ বাসনা দোষে মনোভাবাপন্ন হইয়া বৃথা জন্ম মরণরূপ সংসার দুঃখ বিস্তার করিয়াছেন।

বাসনাই অভ্যাসবশে দারুণ দুঃখকর হয়। অভ্যাসগুলিও বাসনা। অভ্যাস-গুলি উল্‌টাইবার জন্য সৃষ্টিক্রম, স্থিতিক্রম, সংহারক্রম রূপ বিপরীত ভাবনার

অভ্যাস আবশ্যক। সৃষ্টিতত্ত্ব, স্থিতিতত্ত্ব এবং সংহারতত্ত্ব ভাবনা যিনি নিরন্তর করিতে পারেন তিনিই সংসারভাবনারূপ মায়ার বেড়ী কাটিয়া পরমপদে নিত্য স্থিতি লাভ করিতে পারেন। স্থিতিতত্ত্বে উপাসনার এক অংশ এবং সংসার-তত্ত্বে ভূতশুদ্ধি আমরা স্থানান্তরে আলোচনা করিয়াছি।

ঋষিদিগের উচ্চ ভাবনার লক্ষ্য সংসার হইতে সগুমুক্তি বা ক্রম মুক্তি। অন্য কোন জাতি যদি এই লক্ষ্য ও উপায় দিয়া থাকেন তাহা ভাল। যদি না দিয়া থাকেন তবে কিসের জন্য ভারতকে নবীন রীতিতে চালাইতে গিয়া বৃথা পরিশ্রম করা হয়? ঋষিদিগের প্রাচীন রীতিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সেই রীতিতে ভারত উদ্ধারই ভারত উদ্ধার। তদ্ভিন্ন অন্য সমস্তই মারামারি কাটা-কাটি বা "কাক কোলাহল"।

শুনা যাইতেছে। পর্ব্বতশৃঙ্গস্থিত লতা কুঞ্জে নীলবর্ণ মেঘ সকল মস্তক স্থিত কেশের ন্যায় শোভা বিস্তার করিত। কত শরভ পশু পর্ব্বত তট দেশে গর্জ্জন করিত। এই পর্ব্বতের এক বিশেষ শৃঙ্গের কোন এক বিস্তৃত প্রদেশস্থিত রত্ন সানুতে আকাশ গঙ্গা প্রবাহিতা। সেই ভাগ-রথীতীরে বিকসিত বৃক্ষপরিপূর্ণ কনক প্রভ এক প্রদেশে দীর্ঘতপা ঋষির আশ্রম।

ঋষি ঐ দেবনদীর তীরস্থিত আশ্রমে সানন্দে ভার্য্যা ও পুত্রদ্বয়ের সহিত তপস্যা করিতেন। কিয়ৎকাল পরে জ্যেষ্ঠপুত্র পূর্ণ জ্ঞান লাভ করি-লেন। কিন্তু কনিষ্ঠ পাবন অর্দ্ধ প্রবুদ্ধ মাত্র রহিলেন। শাস্ত্রজ্ঞান জন্মিল কিন্তু পরমাত্মবস্তু প্রাপ্ত হয়েন নাই অর্থাৎ পাবনের পরোক্ষ জ্ঞান হইলেও অপরোক্ষ জ্ঞান হয় নাই। অজ্ঞান দূর না হওয়ায় তাঁহার চিত্ত দোলায়িত হইত। কিছুকাল এইরূপে অতিবাহিত হইল। ঋষি দেহ ত্যাগ করিলেন, ঋষিপত্নীও যোগযুক্ত হইয়া তনু ত্যাগ করিলেন।

জ্যেষ্ঠপুত্র পুণ্য অব্যগ্রচিত্তে শোকশূন্য চিত্তে পিতা মাতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যাদি করিলেন কিন্তু পাবন শোক নিবারণ করিতে না পারিয়া কানন বীথিতে—বন পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। উদারমতি পুণ্য পিতামাতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য অবসানে বিপিনে আগমন করিলেন এবং পাবনকে শোকাক্রান্ত দেখিয়া উপদেশ করিতে লাগিলেন।

পুণ্য উবাচ—

কিং পুত্র ঘনতাং শোকং নয়স্যান্ধৈক কারণম্।
বাষ্পধারাধরং ঘোরং প্রাবৃট কাল ইবাম্বুজম্॥ ২৬

পিতৃসমো জ্যেষ্ঠ ইতি শাস্ত্রাৎ পুত্রেতি সম্বোধনম্। জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃসম। এই জন্য পুণ্য বলিলেন হে পুত্র! শোককে নিবিড় মেঘের মত করিয়া আনিতেছ কেন? ইহা অন্ধতার একমাত্র কারণ। ইহা ঘোর মেঘের মত বারি ধারা বর্ষণ করে-বর্ষা কালের মত ইহা তোমার চক্ষুকে বাষ্প বর্ষণ করাইবে। পিতা তোমার প্রাজ্ঞ ছিলেন—মাতার সহিত তিনি "মোক্ষ নামিকাং পরমাত্মাত্ম পদবীং" মোক্ষনামক পরমাত্ম আত্ম পদ পাইয়াছেন। সেইপদে সকল জন্তু আপন আপন স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত

হয়। অজ্ঞানী সেখান হইতে জন্মে সেখানে লয় হয় আর জ্ঞানী বিজিতাত্মা সেই পদে স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, কেন তবে পিতার জন্য শোক করিতেছ? ইনি পিতা ইনি মাতা এইরূপ ভাবনা মোহ হইতেই জন্মে ইহাতেই মানুষ বদ্ধ হয়। সংসারে যাহা অশোচ্য, তাহার জন্যই তুমি শোক করিতেছ!

"ন সৈব ভবতো মাতা ন সাবেব পিতা তব" তিনি তোমার মাতা-নহেন, তিনি তোমার পিতাও নহেন, তুমি আপনিও তাঁহাদের পুত্র নহ—যদি হও তবে তাঁহাদের অসংখ্য পুত্র হইয়া গিয়াছে। এইরূপ তোমারও অসংখ্য পিতামাতা হইয়া গিয়াছে। যেমন বনে বনে বহু অম্বুপ্রবাহ নিম্ন স্থানে প্রবাহিত হয় সেইরূপ কতই ত হইয়াছে। সরিৎ তরঙ্গবৎ শত শত পুত্র তাঁহাদের গত হইয়াছে। আমাদের পিতা মাতার লক্ষ লক্ষ পুত্র অতীত হইয়াছে। ঋতুতে ঋতুতে মহাতরুর ফলের ন্যায় জন্তুগণের জন্মে জন্মে কত বন্ধু বান্ধব হয়—যায়।

শোচনীয়া যদি স্নেহাৎ মাতা পিতৃ সুতাঃ সুত।
তদতীতান্ শোচ্যন্তে কিমজস্রং সহস্রশঃ ॥ ৩৫

হে সুত! যদি মাতা পিতা পুত্রাদির জন্য শোক করা কর্ত্তব্য হয় তবে অতীত পিতামাতার জন্য অজস্র শোক কেন না কর? এই প্রপঞ্চ জগৎ কল্পনা নিমিত্ত ভ্রমে—মোহে সত্যের মত দেখা যাইতেছে। পরমার্থতঃ হে প্রাজ্ঞ! তোমার বন্ধু বান্ধব কেহ নাই। পরমাত্মাই আছেন—সেই দৃষ্টিতে দেখিলে অন্য কিছুই নাই, যেমন প্রতপ্ত মরুভূমিতে জলবিন্দু থাকিতে পারে না সেইরূপ। ছত্র চামর চঞ্চলা এই যে লক্ষ্মী দেখিতেছ হে মহাবুদ্ধে! ইহা স্বপ্ন মাত্র ইহাও "দিনাদি ত্রীণি পঞ্চ বা" তিন বা পাঁচ দিনের জন্য। হে পুত্র! পারমার্থিক দৃষ্টিতে সত্য বিচার কর দেখিবে তুমিও নাই আমরাও নাই—সব ভ্রান্তিতে—ইহা ত্যাগ কর। ইহা গেল এ মরিল এরূপ কুদৃষ্টি স্বসঙ্কল্পরূপ উপতাপ বা সন্নিপাত ভ্রম হইতে উত্থিত হয় এবং সম্মুখে সত্যমত দেখা যায়।

অজ্ঞান বিস্তীর্ণ মরৌ বিলোলং শুভাশুভস্যন্দময়ৈ স্তরঙ্গৈঃ।
স্ব বাসনা নাম মরীচিবারি পরিস্ফুরত্যেতদনন্তরূপম্ ॥ ৪১

অজ্ঞান আতপে আচ্ছন্ন মরুভূমি সদৃশ আত্মাতে স্বীয় বাসনারূপ মরীচিবারি শুভ ও অশুভ ভাবে স্পন্দিত তরঙ্গ তুলিয়া অনন্ত প্রকারে প্রস্ফুরিত হইতেছে।

পুণ্য পুনরায় বলিতে লাগিলেন—

কঃ পিতা কিঞ্চ বা মিত্রং কা মাতা কে চ বান্ধবাঃ।
স্ববুদ্ধ্যৈবাবধূয়ন্তে বাত্যয়া জন পাংসবঃ ॥১

কেবা পিতা কেবা মিত্র কেবা মাতা কেইবা বান্ধব—নিজের ভ্রান্ত বুদ্ধিতে অর্থাৎ সমস্তই কল্পনাময় বিভ্রম বায়ুতে এই সমস্ত জন পাংশু—জন ভস্ম উঠিতেছে। বন্ধু মিত্র পুত্র আর স্নেহ মোহ দশারূপ আময় বা রোগ। এ সকল নামে মাত্রই আছে—এই সমস্ত প্রপঞ্চের বিস্তার নাম মাত্রেই আছে—নামের নামী কুত্রাপি নাই।

বন্ধুত্বে ভাবিতো বন্ধুঃ পরত্বে ভাবিতঃ পরঃ
বিষামৃতদশেবেহ স্থিতির্ভাব নিবন্ধিনী ॥৩

বন্ধুভাবে ভাবিত হইলেই বন্ধু, পরভাবে ভাবিত হইলেই পর, বিষামৃত দশার ন্যায় এই সংসার স্থিতি ভাবনা হইতেই জন্মে। একভাবে বিদ্যমান সর্ব্বগ আত্মার এই বন্ধু এই শত্রু এই সমস্ত কল্পনা—ভাবনা কোথায় তাই বল? রক্ত মাংস অস্থি সংঘাত দেহ পিঞ্জর হইতে পৃথক আমি কে, হে পুত্র! তুমি চিত্তে স্বয়ং ইহা বিচার কর। পরমার্থ দৃষ্টিতে তুমিও কেহ নহ, আমিও কেহ নহি। পুণ্য ও পাবন এই নামে আমরা যে প্রথিত ইহা মিথ্যা জ্ঞান—ইহা দেহাত্মতা ভ্রমই। কে তোমার পিতা, কে বা সুহৃৎ, কে মাতা কে বা পর—অনন্ত বিলাস চিদাকাশের আপনারই বা কে পরই বা কে? তুমি যদি অন্য কিছুও হও—তাহা হইলে তাহারও ত বহু জন্ম হইয়া গিয়াছে—তবে সেই সেই গত বন্ধু বান্ধব বিভবের জন্য শোক কর না কেন? যখন মৃগ যোনিতে জন্মিয়াছিলে তখন কত মার্গা—মৃগ যোনিজা জীব তোমার বন্ধু ছিল। তাহাদের জন্য শোক করনা কেন? পূর্ব্বে যখন হংস যোনিতে ছিলে তখন অম্ভোজিনীষু পদ্মবনীষু নদ্যাদিতটীষু—পদ্মবনশালিনী নদ্যাদি তট প্রদেশে তোমার অনেক হংস বান্ধব ছিল তাহাদের জন্য শোক করনা কেন? যখন বিচিত্র

বনরাজিতে বৃক্ষ হইয়াছিলে, তখন কত বৃক্ষবন্ধু ছিল কৈ কাহারও জন্যত শোক করনা? পূর্ব্বে উন্নত শৈল কন্দরে কত সিংহ বান্ধব ছিল, পূর্ব্বে অম্ভোজ সরোবরে কত মৎস্য বন্ধু ছিল; কৈ কাহার জন্য শোক করিতেছ? দশার্ণে কপিল নামে বন বানর, তুষার দেশে রাজপুত্র, পুণ্ড্রে বন বায়স, হৈয়ে মাতঙ্গ, ত্রিগর্ত্তে গর্দ্দভ, শাল দেশে কুকুরী পুত্র, সংলদ্রুমে পক্ষী, বিন্ধ্য পর্ব্বতে পিপ্পল, মহাবটে ঘুন, মন্দরে কুক্কুট, তৎ কন্দরে ব্রাহ্মণ, কোশলে ব্রাহ্মণ, বঙ্গে তিত্তিরি, তুষার দেশে অশ্ব, অধ্বরে ব্রাহ্মণ, তাল বৃক্ষের কন্দে কীট, ডুমুর ফলে মশক, বিন্ধ্য বনে বক—স ত্বং মমানুজ—সেই তুমি আমার অনুজ। আমি যোগ-দৃষ্টিতে সমস্ত দেখিয়াছিলাম এখন স্মরণ করিয়া বলিতেছি, তুমি হিমালয় কন্দরে ভূর্জ তনুত্বগ্ গ্রন্থিকোটরে ছয়মাস পিপীলিকা, কুগ্রামে গোময় রাশিতে ছয়মাস বৃশ্চিক, পুলিন্দীস্তনপীঠে পদ্মের মধ্যে ভ্রমর; এইরূপ কত যোনিতে ঘুরিয়াছ; জম্বুদ্বীপে বহু যোনিতে বহু শত সহস্র বার জন্মিয়াছ, আমি তত্বজ্ঞানে তোমার ও আমার জন্মপরম্পরা সকল দেখি-য়াছি—আমারও অতীত জন্ম সকল স্মরণ হইতেছে।

আমি ত্রিগর্ত্তে শুক, সরিত্তটে ভেক, বন মধ্যে ক্ষুদ্র পক্ষী হইয়া সম্প্রতি এই কাননে এই ব্রাহ্মণ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। আমিও বিন্ধ্যাচলে পুলিন্দ, বঙ্গে বৃক্ষ, বিন্ধ্যপর্ব্বতে উষ্ট্র হইয়াছিলাম এখন ব্রাহ্মণ হইয়াছি। যে আমি পূর্ব্বে হিম পর্ব্বতে চাতক, পৌণ্ড্রে রাজা, সহ্য পর্ব্বতে ব্যাঘ্র হইয়াছিলাম সেই আমি তোমার অগ্রজ। সেই আমি দশবর্ষ গৃধ্র, পঞ্চমাস জলে মকর, শত বৎসর সিংহ, অর্ব্বে চকোর, শ্রীপর্ব্বতে আচার্য্য পুত্র, তুষার দেশে মাণ্ডলিক হইয়াছিলাম। পূর্ব্ব জন্মের সমস্তই আমার স্মরণ হইতেছে। আমারও শত শত বন্ধু বান্ধব পিতা মাতা ছিল, বল এখন কাহার জন্য শোক করিব? কাহার জন্যই বা কাঁদিব? ভাই "ঈদৃশ্যেব জগৎগতিঃ—জগতের গতিই এই। শোকের কিছুই নাই।

অনন্তাঃ পিতরো যান্তি যান্ত্যনন্তাশ্চ মাতরঃ।
ইহ সংসারিণাং পুংসাং বন পাদপপর্ণবৎ॥

বৃক্ষপর্ণের মত সংসারী মানুষের অনন্ত পিতা অনন্ত মাতা। সুখ ও দুঃখের এখানে অবধি কোথায়? এস—শোক মোহ ত্যাগ করিয়া আপনি

আপনি থাকি। নিজের মনে অহং অভিমান স্থিতি রূপিণী প্রপঞ্চ ভাবনা অর্থাৎ দৃশ্যদর্শন ভাবনা ত্যাগ করিয়া গতি কোবিদগণ অর্থাৎ আত্মজ্ঞান কুশল ব্যক্তিগণ যে গতি প্রাপ্ত হন তুমিও সেই গতি লাভ কর, তোমার মঙ্গল হউক। যাঁহাদের বুদ্ধি উত্তম তাঁহারা এই পতন—উৎপতন বিশিষ্ট অর্থাৎ অধোগতি ও উৰ্দ্ধগতি বিশিষ্ট আজবং জবীভাব অর্থাৎ অবিশ্রান্ত ভ্রমণ ভাবের জন্য কোন প্রকার শোক করেন না, তাঁহারা সকল সময়ে অভিমান শূন্য হইয়া ব্যবহারিক কর্ম্মে স্পন্দিত হয়েন মাত্র। ভবভাবনা বিনির্ম্মুক্ত জরামরণ শূন্য আত্মাকে শোকশূন্য চিত্তে স্মরণকর, বিশেষরূপে মূঢ়মনা হইওনা।

ন তে দুঃখং নতে জন্ম নতে মাতা নতে পিতা!
আত্মৈবাসি ন সদ্ধুদ্ধে ত্বংন্যঃ কশ্চিদেব হি॥ ৩৮

তোমার দুঃখ নাই, জন্ম নাই; মাতা নাই পিতাও নাই। হে সদ্বুদ্ধি! তুমি আত্মাই, অনাত্মভূত দেহাদি তুমি কখনও নও। এই সংসার যাত্রায় যাহারা নানাপ্রকার অভিনয় করে সেই সমস্ত মুর্খ লোকেই সাধুরসভাব সমন্বিত অর্থাৎ তাহারাই এই অভিনয়ে পুরুষার্থ সারতা বুদ্ধি যুক্ত। কিন্তু যাহারা মধ্যস্থ দৃষ্টি বা উদাসীন ভাবে মাত্র এই সব দর্শন করেন, তাঁহারা আপনি-আপনি থাকিয়া যাহা উপস্থিত হয় তাহাই মাত্র দেখেন; ইহারাই সাক্ষিধর্ম্মে ব্যবস্থিত। নিশার আগমন ব্যাপারে দীপ যেমন প্রকাশ কার্য্যের কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা—সন্নিধিমাত্রে কর্ত্তা কিন্তু দীপও আবার অন্যকর্ত্তৃক প্রজ্বলিত হয় বলিয়া অকর্ত্তা সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী লোকস্থিতি বিষয়ে সন্নিধিমাত্রে কর্ত্তা হইয়াও স্বয়ং কিছুই করেন না।

প্রতিবিম্বে ন দৃশ্যন্তে স্বাত্মবিম্বগ তৈরপি।
যথা দর্পণ রত্নাদ্যাস্তথা কার্য্যে মহাধিয়ঃ॥ ৪২

যথা করাদি গতদর্পণা রত্নাদ্যাঃ প্রতিবিম্বোপাধয়ঃ স্বাত্মনোবিম্বভূত সর্ব্বদেহ গতৈঃ সর্ব্বৈ ধর্ম্মৈঃ সহাপি স্বাত্মনিকৃতে প্রতিবিম্বে বিম্বধর্ম্মান্তরবৎ স্বয়ং নিবিষ্টা ন দৃশ্যন্তে তদ্বৎ স্বাত্মন্যধ্যস্তে কার্য্যে কর্ত্তারোপি মহাধিয়ঃ স্বয়মভিনিবিষ্টা ন ভবন্তীত্যর্থঃ।

মহাত্মাগণ আত্মাতে অধ্যস্ত কার্য্যে—আরোপবশতঃ কর্ত্তা হইয়াও নিজেরা সেই কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হন না, যেমন দর্পণরত্নাদি আপনার বিম্বস্বরূপ সর্ব্বদেহে সর্ব্বধর্ম্ম বিশিষ্ট হইয়াও—আত্মকৃত প্রতিবিম্বে প্রবিষ্ট হননা সেইরূপ। আত্মা অখণ্ড। তিনি উপাধির মধ্য দিয়া বিম্বভূত যখন হয়েন তখন ইহার সমস্ত ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকে। কিন্তু ইনি আপনি আপনার প্রতিবিম্ব যখন করেন তখন সেই প্রতিবিম্বে সর্ব্বধর্ম্ম সহ নিজে প্রবেশ করেন না সেইরূপ মহাপুরুষেরা অধ্যাসরূপে কর্ম্মের কর্ত্তা হইলেও কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হননা যেমন দর্পণরত্নাদি বিম্বরূপে থাকিলে তাহাতে সর্ব্ব ধর্ম্ম দেখা গেলেও উহার প্রতিবিম্বে সর্ব্বধর্ম্ম সহ নিজে প্রবেশ করেনা সেইরূপ।

সর্ব্বৈষণাময় কলঙ্ক বিবর্জ্জিতেন
স্বস্থাত্মভাব কলিতেন হৃদজমধ্যে।
পুত্রাত্মনাত্মনি মহামুনিনামুনৈব
সন্তজ্য সম্ভ্রমমলং পরিতোষমেহি ॥ ৪৩

হে পুত্র! সকল প্রকার ইচ্ছা কলঙ্ক বিবর্জ্জিত অতএব মননশীল আত্মা বা বুদ্ধি দ্বারা নিজের হৃদয় কমলে আপনি—আপনি স্বভাব বিশিষ্ট পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সংসার ভ্রম নিঃশেষে ত্যাগ করিয়া সর্ব্বপরিশিষ্ট এই আত্মাদ্বারাই পরিতোষ প্রাপ্ত হও। একদিকে সমস্ত ইচ্ছা ত্যাগ কর অন্যদিকে আপনি আপনি পরমাত্মার নিরন্তর মনন শ্রবণ কর, তবেই হৃদয় কমলে আত্মাকে দেখিতে পাইবে। ইহাদ্বারা সংসার ত্যাগ করিয়া সন্তোষ প্রাপ্ত হও।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠকে প্রবুদ্ধ করিলেন আর পাবন প্রভাতে ভূতল যেমন প্রকাশ পায় সেইরূপে প্রকাশিত হইলেন। উভয়ে তখন জ্ঞান বিজ্ঞান পারগ হইলেন, সিদ্ধ হইলেন তখন তাঁহারা ইচ্ছামত বনে বিচরণ করিতেন। কিছুকাল পরে উভয়েই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন—তৈলক্ষয়ে দীপের মত বিদেহ মুক্ত হইয়া শমভাব প্রাপ্ত হইলেন।

তবেই দেখ প্রাক্‌ভুক্ত দেহের কত জনই বন্ধু—ইহাতে কি তোমার বিস্ময় আসেনা? বলনা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের যত বন্ধু—তাহাদের কাহাকেই বা গ্রহণ করিবে কাহাকেই বা ত্যাগ করিবে?

উপশম ২১ সর্গঃ।

তৃষ্ণাক্ষয়ে মোক্ষ।

রঘুনন্দন! সর্ব্বশোকের মূলীভূত কারণ এই যে তৃষ্ণা ইহা অনন্ত। উপায়স্ত্যাগ এবৈ কো ন নাম পরিপালনম্ ॥ ৫ ॥ তৃষ্ণা ত্যাগই মুক্তির একমাত্র উপায়। বিষয় বিষয় করিয়া বর্দ্ধন করাই মৃত্যু।

চিন্তনে নৈধতে চিন্তা ত্বিন্ধনেনেব পাবকঃ।
নশ্যত্য চিন্তনে নৈব বিনেন্ধনমিবানলঃ ॥ ৬

চিন্তা কর চিন্তা বাড়িবে—কাষ্ঠ দিলেই অগ্নি বাড়িবে। চিন্তা ত্যাগ কর, চিন্তার নাশ হইল—কাষ্ঠ না দিলে অগ্নি কি থাকে? রাঘব! তুমি ধ্যেয় বাসনা ত্যাগ রূপ রথে আরোহণ কর এবং দুঃখী জীবকে উদার করুণা দৃষ্টিতে দেখিবার জন্য উত্থিত হও। ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি—ইহা স্বচ্ছা, ইহা নিষ্কামা ইহা দুঃখশূন্যা। হে মহাবাহো! বিমূঢ় জনও যদি ইহা পায় তবে তাহার শোক থাকে না। এক বিবেকই হইতেছে মিত্র, আর পরমার্থ বোধরূপিনী সখী—ইহাদের সঙ্গে বিহার কর তবে সঙ্কটেষু ন মুহ্যতি—সংসার সঙ্কটে মোহ প্রাপ্ত হইবে না। সকল প্রকার কামনা পরিত্যাগ কর, সকল বন্ধু হইতে অন্তস্নেহের বিচ্ছেদ কর—এই ধৈর্য্য ভিন্ন সংসার সঙ্কট হইতে আপনাকে উদ্ধার করিবার অন্য কেহই নাই।

বৈরাগ্যেনাথ শাস্ত্রেন মহত্বাদি গুণৈরপি।
যত্নেনাপদ্বিঘাতার্থং স্বয়মেবোন্নয়েন্মনঃ ॥

যত্নপূর্ব্বক সংসারের আপদ দূর করিবার জন্য বৈরাগ্য, শাস্ত্র এবং মহত্তাদি গুণের আশ্রয় গ্রহণ কর—এই সকলের দ্বারা আপনিই আপনার মনকে বিষয়গর্ত্ত হইতে উদ্ধার কর। মহত্ত্ব তইতেছে তুচ্ছ বিষয়ের অনভিলাষ, ইহা দ্বারা মন যে সর্ব্বদুঃখ প্রশমন ও নিরতিশয় আনন্দ রূপে ফল লাভ করে তাহা ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্য অথবা বহুযত্ন সংগৃহীত রত্নপূর্ণ কোষ দ্বারা সে ফল লাভ হয় না। অধোগতি এবং উর্দ্ধগতিরূপ দোলায় চড়িয়া যাহারা পুনঃ পুন জন্মমরণ বিশিষ্ট জগৎ কুক্ষিতে ভ্রমণ করে—

তাহারা পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ জন্য বিষয়াভিলাষেই পতিত হয় ইহাদের মন সদাই সন্তাপ প্রাপ্ত হয়, কখন বিশ্রাম লাভ করিতে পারে না।

পূর্ণে মনসি সম্পূর্ণং জগৎ সর্ব্বং সুধাদ্রবৈঃ।
উপানৎগূঢ়পাদস্য ননু চর্ম্মাস্তৃতৈবভূঃ।১৪

যদি বল মনের প্রশান্তি মাত্রেই সর্ব্ব সন্তাপ দূর হইবে কিরূপে ? অধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈবিক সন্তাপই হইতেছে রোগ বর্ষা-আতপ, চোর সর্প ইত্যাদি। ইহারাত সর্ব্বদাই আছে। ত্রিবিধা সন্তাপই হইতেছে মনের দোষের মূল। মন যখন কিছুই চায়না তখনই মন পূর্ণ হয়। তখন আর ত্রিবিধদুঃখে পীড়িত হইবে কে ? মন পূর্ণ হইলে সমস্ত জগৎ অমৃতরসে সিক্ত হয়। যেমন যে ব্যক্তির পদদ্বয় উপানৎ যুগলে আবৃত তাহার নিকট সমস্ত ভূমিই চর্ম্মাবৃতের ন্যায় বোধ হয় সেইরূপ। বৈরাগ্যেই মন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, মন আশাবশের অনুগমন করিয়া কখন পূর্ণ হয় না। শরৎকালে সরোবর যেমন পঙ্কা বিশিষ্ট হইয়া জলশূন্য হয় সেইরূপ আশা দ্বারা মন রিক্ত (খালি) হয়, পূর্ণ হয় না। কিরূপে রিক্ত হয় তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি—অগস্ত্যপীত অর্ণববৎ আশাবিবশ চিত্ত হইলে হৃদয় শূন্য হয় তখন হৃদয় কোটর প্রকটীকৃত হয়—অর্থাৎ হৃদয় রিক্ত বা খালি হইলে হৃদয় অন্তর্গত লোভ দৈন্যাদি দোষ এবং জলশূন্য সমুদ্রে যেমন কুম্ভীর ভুজঙ্গাদির প্রকাশ হয় সেইরূপ চিত্তে বহুবিধ দোষের প্রকট হয়। যাঁহার চিত্ততরু ধর্ম্ম-জ্ঞান বৈরাগ্যাদি পুষ্প ফল পল্লবাদিতে স্ফারতা প্রাপ্ত হয় তাঁহার মনোবৃক্ষে তৃষ্ণা মর্কটী আর লম্ফ ঝম্ফ করে না, তাহারই মহৎ চিত্তবন বিস্তৃত হইয়া শোভা পায়। যাহার চিত্ত স্পৃহা শূন্য তাহার নিকট ত্রিজগৎ পদ্মবীজ কোশবৎ ক্ষুদ্র কারণ অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মসুখ দর্শনে ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত সুখকণা অতি অল্প। তাহার নিকট যোজনও গোস্পদ এবং মহাকল্পও নিমেষার্দ্ধ মত। চন্দ্রে সে শীতলতা নাই, হিমাচল কন্দরে নাই,কদলীত্বকে বা চন্দনবনে নাই, নিঃস্পৃহ মনে যাহা আছে। সে কমনীয়তা পূর্ণ চন্দ্রে নাই, ক্ষীর সাগরেও সে পূর্ণতা নাই, লক্ষ্মীর বদনও সেরূপ কমনীয় নয়, স্পৃহাহীন মন যেমন কমনীয়।

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে।

২৫শ বর্ষ। } চৈত্র, ১৩৩৭ সাল। { ১২শ সংখ্যা।

বর্ষ শেষে।

দেখিতে দেখিতে একটি বৎসর চলিয়া গেল। এইরূপে কত বর্ষ গিয়াছে। আরও একটি গেল। অর্থাৎ যে কয় বৎসর আয়ু আছে তাহা হইতে আরও এক বৎসর কমিল। একবার দেখা উচিত কোন দিকে আমরা অগ্রসর হইতেছি।

অন্য অন্য দেশে মরিবার পরে কি হইবে এ কথা চিন্তা করে না। পরকাল যাঁহারা না মানেন আমরা, তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলি। শাস্ত্রমত পরকাল না মানাই নাস্তিকতা।

কোন্ পথে যাইতেছি এই জীবনের কর্ম্মেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। মানুষের দুইটি পথ—একটি কল্যাণ পথ এবং অন্য একটি পাপ পথ।

যাহারা বিষয় কার্য্যে লিপ্ত তাহারাই দুঃখী। বিষয় কার্য্য করিয়া এই জন্মেই এই সমস্ত লোক প্রচুর দুঃখ পায় আবার মৃত্যুর পরে ইহারা ভীষণ নরক যাতনা পাইয়া—পাপের কতক অবশিষ্ট থাকিতে থাকিতে আবার পাপ ভোগের জন্য পৃথিবীতে আইসে। কে কিরূপ পাপ ভোগ করিয়া আসিয়াছে

তাহার চিহ্ন ইহারা অঙ্গে ধারণ করিয়া আইসে। যাহারা কুনখী, যাহারা হাঁপানী রোগগ্রস্ত, হাস্যকালে যাহাদের দন্তের মাড়ী বাহির হইয়া পড়ে, যাহাদের ছয়টি আঙ্গুল, যাহাদের গাত্রে দুর্গন্ধ, যাহারা কুষ্ঠ রোগী তাহারা সকলেই পাপ করিয়া আসিয়াছে। রোগ মাত্রই পাপের চিহ্ন। নিরোগ দেহ পুণ্যের পরিচয় দেয়। পুত্র কন্যার অকাল মৃত্যুও পাপের চিহ্ন। সর্ব্বদা অসন্তোষ—অথবা জড় ভাবে দিন কাটান—ইহাও ভীষণ পাপের চিহ্ন।

এই সমস্ত দেখিয়া মানুষ যদি সাবধান না হয় তবে তাঁহার মানুষ জন্মই বৃথা। সংসার, স্ত্রী পুত্র পরিপালন পশুরাও করে। ভবিষ্যতের সংস্থান অনেক পশুপক্ষীও করিয়া থাকে। ইহার জন্য মনুষ্যত্ব নহে। মনুষ্যত্বের কার্য্য করিতে যাহাতে আর ক্লেশ পাইতে না হয়—আর রোগ শোকের হস্তে পড়িতে না হয়, আর আধি ব্যাধিতে ভুগিতে না হয়, যাহাতে অর্থের জন্য পরের মুখাপেক্ষী হইতে না হয়, আর রোগগ্রস্ত স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া, আর অসন্তুষ্ট পরিবারবর্গ লইয়া জ্বালা যন্ত্রণাময় সংসার করিতে না হয়—যাহাতে অতি কঠোর ক্লেশ যে মৃত্যু—অতি ভীষণ যাতনা যে মাতৃগর্ভে বাস ইহার মধ্যে আর না পড়িতে হয়—যে কর্ম্মদ্বারা এই সমস্ত ভাবী দুঃখের হাত এড়াইতে পারা যায় মানুষের কর্ম্ম তাহাই।

ভগবান বলিতেছেন "জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে" যাঁহারা জরা-মরণ হইতে বিমুক্তি লাভের নিমিত্ত আমাকে আশ্রয় করিয়া যত্নপরায়ণ হয়েন। ভগবানের আশ্রয়-গ্রহণ করিয়া মৃত্যু-সংসার-সাগর অতিক্রম করাই মানবের কার্য্য। প্রকৃত কল্যাণ-কার্য্য তাহাই যদ্দ্বারা মানুষ এই কর্ম্মের জন্য মিলিত হইয়া কার্য্য করে, এই কর্ম্মের জন্য সংসার করে, এই কর্ম্ম অন্যকে শিক্ষা দেয়—এই কর্ম্মের দিকে মানব জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

যাহাই করিনা কেন সকল কর্ম্মের মূল লক্ষ্য ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করা। যে সমস্ত সংসার ধর্ম্মের জন্য নহে, যে গৃহে ভগবানের জন্য অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয় না, যে গৃহে স্ত্রী পুত্র কন্যা ঈশ্বরের জন্য কোন কর্ম্ম করিতে শিক্ষা পায় না—তাহা ম্লেচ্ছের গৃহ, ম্লেচ্ছের সংসার। কোন সাধু ব্যক্তি এরূপ সংসারীর সঙ্গ করেন না। আজ ভারতের দুর্ভাগ্য তাই বহু সংসারই এইরূপ। অন্য দেশের মত যদি ভারত হয় তবে ভারতের কোন সুখ হইবে না। কি সুখ হইবে বল? সেই আধি, সেই ব্যাধি, সেই বিয়োগ, সেই তাপ, সেই পাপ, সেই মনের ছটফটানি, সেই স্ত্রী, পুত্র কন্যার নিত্য রোগের যাতনা,—এই সমস্তই

যদি থাকিয়া গেল তবে কি হইল? রোগ হইলে ঔষধ সেবন করা উচিত —এ কথা মন্দ নহে। কিন্তু রোগ মুক্ত হইল আবার অত্যাচারের ফলে পুনরায় রোগ হইল—ইহাতে লাভ কি? যাহাতে আর হইতে না পারে, যাহাতে আর ডাক্তার বৈদ্য ডাকিতে না হয়, এই শিক্ষা যিনি দিয়া থাকেন, এই শিক্ষার মত যাঁহারা চলেন তাঁহারাই যথার্থ শিক্ষক। বিপদকে আসিতে না দেওয়াই ভারতের বিশেষত্ব।

শাস্ত্র বলেন ভগবানের জন্য শরীর মন ও বাক্য স্পন্দিত কর, তুমি এই জীবনে সুস্থ থাকিতে পারিবে এবং এই জীবনেই যদি সিদ্ধি লাভ করিতে পার তবে আর জরামরণের অধীন হইবে না।

বর্ষ শেষে একবার আলোচনা করা কি উচিত নহে—শরীর, মন ও বাক্য ভগবানের জন্য কতটুকু স্পন্দিত হইল, ভগবানের জন্য মন কতটুকু খাটিল। যে সমস্ত দোষ আমার আছে তাহার কতটুকু শান্তি হইল। আমি যে ঈশ্বর আশ্রয় করিলাম, আমার হইল কি? রাগদ্বেষ কি আমার কমিল, লোকে ভাল বলিলে সুখ, মন্দ বলিলে দুঃখ—ইহা কি আমার উপেক্ষার বস্তু হইল? আমি কি ভগবান লাভের জন্য যে সমস্ত উপায় আছে তাহার কোন একটি অভ্যাস করিতে পারিলাম? আমি কি ধারণাভ্যাসী হইলাম?

অভ্যাসের চেষ্টা করিলাম তথাপি হইল না ইহাতে আর কি করিব ইহাই অনেকে বলেন। মনে হয় সখের চেষ্টায় অভ্যাস হয় না, তেমন করিয়া কিছু করা হয় নাই ইহা নিশ্চিত। চেষ্টা করিয়াও যখন তুমি জপ বা ধ্যান বা আত্ম-বিচার অভ্যাস করিতে পারিতেছ না তখন তোমার জানা উচিত তুমি বহু পাপ করিয়াছ। কত পাপ করিয়াছ অন্যব্যক্তি জানিতে না পারে কিন্তু তুমি আপনি তাহা জান। পাপ তোমার প্রচুর। এজন্য তোমার কিছুই অভ্যাস হইতেছে না, রাগ-দ্বেষ যাইতেছে না, পরের কথায় সুখ দুঃখে উপেক্ষা হইতেছে না। যে যে ইন্দ্রিয় দ্বারা পাপ করিয়াছ আগামী বৎসরের প্রথম হইতেই পাপের দ্বার গুলি রক্ষা কর। এক বৎসর ধরিয়া চেষ্টা কর পাপ কমিবে, তোমার অভ্যাসও স্থায়ী হইবে, তুমি ধারণাভ্যাসী হইয়া মরিতে পারিবে। যদি সিদ্ধি লাভের পূর্ব্বে দেহের পতন হয় তাহাতেও তোমার লাভ। তুমি একবারেত জন্ম মরণের হস্ত এড়াইতে পারিবে না, পাপ কর্ম্মত্যাগের চেষ্টা শাস্ত্র মত কর, নাই—এখন হইতে কর তবুও কল্যাণপথে অনেক দূর অগ্রবর্ত্তী হইবে। নতুবা যেমন আছ সেইরূপই যদি চল তবে পাপ পথে যাইতে যাইতে তুমি

মরিবে, তোমায় আবার জন্মিতে হইবে—আবার এই কলিযুগের সংসার করিতে হইবে—যদি মন খুলিয়া দান না করিয়া থাক তবে দরিদ্র হইবে। কলিযুগের দরিদ্রকে ধনের জন্য কত কি করিতে হয় তাহা ত দেখিতেছ—তাই বলিতেছি বর্ষ সমালোচনা করিয়া নিজের স্বভাব দেখিয়া আগামী বর্ষের জন্য আবার একবার চেষ্টা কর।

মহাভারত বলিতেছেন—

"হস্ত বাক্য উদর ও উপস্থ এই চারি দ্বার দ্বারাই মনুষ্য পাপে লিপ্ত হয়। এই চারি দ্বার সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে হইবে"। বয়সের ধর্ম্মে কোন কোন ইন্দ্রিয় অবশ হইয়াছে অথবা নিতান্ত অপব্যবহারে শক্তির হ্রাস হইয়াছে কিন্তু মনের ভিতরে গূঢ় ভাবে সকল ইচ্ছাই রহিয়া গিয়াছে—আবার একটু যৌবন যদি তোমাকে দেওয়া যায় তবে তুমি আবার সেই সমস্ত পাপই কর কেন না তুমি কখন পাপত্যাগের জন্য বিশেষ যত্ন কর নাই।

মহাভারত আবার বলিতেছেন—

(১) অক্ষক্রীড়া, পরধনাপহরণ, নীচ জাতির যাজন পরিত্যাগ দ্বারা এবং ক্রোধ বশতঃ কাহাকেও প্রহার না করা অভ্যাস হইলেই হস্তদ্বার রক্ষিত হইল।

(২) যে ব্যক্তি সতত মিতভাষী ও সত্যব্রত, যিনি অপ্রমত্ত হইয়া 'ভগবানের নাম করিয়া' ক্রোধ, মিথ্যাবাক্য, কুটিলতা ও লোকনিন্দা পরিত্যাগ করেন তাঁহারই বাগ্‌দ্বার সুরক্ষিত। কঠোর বাক্য বলা, অহংকারের কথা কওয়া অনেক গল্প করা ইহাও ব্যভিচার।

(৩) যে ব্যক্তি অতিভোজন ও লোভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরীর রক্ষার্থ যৎকিঞ্চিৎ আহার ও সতত সাধুদিগের সহবাস করেন তিনিই জঠরদ্বার রক্ষা করিতে পারেন।

(৪) যে ব্যক্তি এক পত্নী সত্ত্বেও সম্ভোগার্থ অন্য কামিনীর পাণিগ্রহণ, পরস্ত্রী গমন, ঋতু কাল ব্যতীত স্বীয় পত্নীতে বিহার না করেন তাঁহার উপস্থদ্বার পরিরক্ষিত হয়। শান্তি পর্ব্ব ২৬৯।

কঠিন কথা বলিয়া কাহারও প্রাণে ক্লেশ না দেওয়া, নিজের কথা সর্ব্বদা বলা, কথা দ্বারা অহংকার প্রকাশ করা, বৃথা সমালোচনা দ্বারা পরের নিন্দা করা, ক্ষুধায় অস্থির হইয়া ভক্ষ্য দ্রব্য প্রাপ্তিমাত্র প্রমত্ত হইয়া ভক্ষণ করা, ইত্যাদি দোষ পরিত্যাগের জন্য কলির মানুষের সহজ উপায় সর্ব্বদা,

করিবার একটি কার্য্য রাখা। আহ্নিকাদি কর্ম্ম যথা সময়ে ত অভ্যাস করিতেই হইবে তাহার পর সর্ব্বদা করিবার জন্য তোমার ইষ্ট নাম জপ করিতে হইবে। আর একবৎসর সম্মুখে। যদি প্রথম হইতে সর্ব্বদা জপ রাখা অভ্যাস কর তবে তুমি বহু দোষ এড়াইতে পারিবে। লোকসমাজে আহুত হইয়া তুমি অধিকক্ষণ থাকিতে পার না—অন্য লোকে কথা কহিতেছে তোমার যদি অনুকুল কথা না হয় তবে তুমি ছটফট কর—কেন কর? যে যাহা বলে বলুক, তোমার ক্ষতি কি? তুমি ইষ্ট মন্ত্র জপ কর না কেন। তুমি প্রাণের ভিতরে কি করিতেছ অন্যে তাহা জানিবে কিরূপে? ইহাতে তুমি কোথাও কাহারও প্রাণে ব্যথা দিলে না অথচ আপন কর্ম্মও হারাইলে না, আর কথার মধ্যভাগে তুচ্ছ করিয়া উঠিয়াও গেলে না। ভোজন কালে নিবেদন করা অতিক্রান্ত বেগে সারিয়া প্রমত্ত হইয়া যে ভোজন করা হয় ইহাতে বহু দোষ। প্রতিগ্রাসে ভগবানের নাম জপ করিতে করিতে আহার করিতে হয়, শাস্ত্র ইহাই বলিতেছেন। বৃথা গল্প করিয়া বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আহার করা ধর্ম্মবিগর্হিত। আহার আমাদের দেশে মহাযজ্ঞ। অন্য কথা না বলিয়া ভগবানের নাম করিতে করিতে আহার করিলে আয়ু-বৃদ্ধি হয়।

নূতন বৎসরের অভ্যাসের জন্য আমরা একটি শাস্ত্র বাক্য উদ্ধৃত করিলাম। সর্ব্বদা জপ অভ্যাস করা। ইহা কল্পিত কথা নহে—ইহা শাস্ত্রবাক্য—

"রাম রামেতি যে নিত্যং জপন্তি মনুজা ভুবি
তেষাং মৃত্যুভয়াদীনি ন ভবন্তি কদাচন॥

রামনাম্নৈব মুক্তি স্যাৎ কলৌ নান্যেন কেনচিৎ"

যিনি রামভক্ত শাস্ত্র তাঁহাকে বলিতেছেন কলিকালে এই রাম নামেই তাঁহার মুক্তি হইবে। আমি রামভক্ত কি না কিরূপে বুঝিব? শ্রীরামচন্দ্র যাঁহার ইষ্ট দেবতা তাঁহাকে ঐ নাম গ্রহণ করিতেই হইবে নতুবা ব্যভিচার হয়।

কুলগুরু ত্যাগ করা বা কুলমন্ত্র ত্যাগ করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। যাঁহার কুলমন্ত্র শিব বা কালী বা দুর্গা বা কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে ঐ ঐ মন্ত্রই গ্রহণ করিতে হইবে। তোমার রুচি অরুচি এখানে তুলাদণ্ড নহে। কারণ রামভক্তের কাছে থাকিলে তোমার রাম নামে রুচি, কৃষ্ণভক্তের মুখে কৃষ্ণ কথা শুনিলে আবার কৃষ্ণ নামে রুচি হয়, আবার শক্তি-উপাসকের কাছে থাকিলে শক্তি নাম ভাল লাগে। তোমার রুচির ত এই অবস্থা। কুলগুরু ও কুলমন্ত্র উপাসনা কর,

অন্য দেবতাকে অভক্তি করিও না। তোমার আত্মদেবই রাম, তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই কালী, তিনিই সীতা, তিনিই দুর্গা। পরমেশ্বর একটি—নাম তাঁহার বহু, রূপও বহু। তোমার বংশে যাঁহার উপাসনা করা হইয়াছে তিনি সহজেই তোমার উপর প্রসন্ন। তাঁহাকেই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

এই জন্য শাস্ত্র এত অধিকারী বিচার করিয়াছেন। সকলেই আপন আত্মদেবেরই উপাসনা করে। কিছু দিন উপাসনা করিতে করিতে যখন তত্ত্বে দৃষ্টি পড়ে তখনই বুঝিতে পারা যায়, যে আত্মদেবের উপাসনা করা হয়, যে আত্মশক্তির উপাসনা করা হয়, তিনিই সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপ, তিনিই সৎচিৎ আনন্দস্বরূপিণী। তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা, তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কারিণী।

এই স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণই পরম ভাব। এই পরমভাবে লক্ষ্য রাখিয়া কুলদেবতাকে ডাকিলেই বুঝা যায় তাঁহার নাম বহু, তাঁহার রূপ বহু। কাজেই কোন নামরূপের উপর বিদ্বেষ হয় না। এই জন্য একই প্রথমে অবলম্বন করিতে হয়। পরে জ্ঞানের উদয়ে সেই একই সকল ইহা বুঝিতে পারা যায়। বিদ্বেষ ভাব রাখিলে ইহা তামসিক ভক্তি মধ্যে গণ্য হইয়া যায়।

শাক্তানন্দতরঙ্গিনী বলেন—

আত্মস্থাং দেবতাং ত্যক্ত্বা বহির্দ্দেবংহি মৃগ্যতে
করস্থং কৌস্তুভং ত্যক্ত্বা ভ্রমতে কাচতৃষ্ণয়া।

যোগবাশিষ্ঠও এই কথা বলেন, সর্ব্ব শাস্ত্রই এই কথা বলিতেছেন। যোগবাশিষ্ঠ বলেন—

"যত্রাস্ত্যাত্মেশ্বরস্তত্র মূঢ়ঃ কোঽন্যং সমাশ্রয়েৎ"

যেখানে আত্মেশ্বর বিরাজমান কোন মূঢ় সেই স্থানে অন্য দেবতা স্থাপন করিয়া পূজা করিতে যায়। এই আত্মেশ্বরের প্রকাশ যে বংশে যেরূপে ও যে নামে হইয়াছে সেই নামরূপই সেই বংশের কুলদেবতা।

নাম সম্বন্ধে এত বেশী বলিবার কারণ এই যে সামান্য পরিমাণে সাধন করিবার শক্তি নাই একবারেই প্রণব জপ করা। প্রণবের অর্থ ভাবনা করা নিতান্ত কঠিন। সকলে ইহা পারে না। এই জন্য শাস্ত্র বিধি দিয়াছেন—সকল সাধকের জন্য প্রণব নহে। গীতা বলিতেছেন "যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ, ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্।" কুলদেবতা, কুলমন্ত্র

ত্যাগ করাই শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করা। অধিকারীর বিচার না করাই শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করা। ইহাই বিকৃত রুচি। ইহাতে কখন সিদ্ধি হইতে পারে না, সুখও হইতে পারে না, সুন্দর গতিও লাভ হয় না। গীতার কতক মানি কতক কদর্থ করি—ইহাই "ঘট্‌কুট্টাম্প্রভাতঃ" ইহাই কলির বিচিত্রতা।

অনেকে বলেন নাম জপে কি হইবে? শ্রুতিতে ইহা দেখা যায় না কথাটি সত্য নহে, শ্রুতি দেখা হয় না বলিয়াই দেখা যায় না। কলি সন্তরণোপষিদ্‌ বলিতেছেন—

ভগবত আদিপুরুষস্য নারায়ণস্য নামোচ্চারণমাত্রেণ নির্ধূত কলির্ভবতি। নারদঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ—সন্নাম কিমিতি। সহোবাচ হিরণ্যগর্ভঃ।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥

ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্‌। নাতঃ পরতরোপায় সর্ব্ব-বেদেষু দৃশ্যতে। মাতেব হিতকারিণী শ্রুতিও অধিকারী লক্ষ্য করিয়া ইহা বলিতেছেন নতুবা ব্রাহ্মণমাত্রেই শক্তির উপাসক কারণ সকল ব্রাহ্মণকেই গায়ত্রী উপাসনা করিতে হয়। পরমভাবে যাঁহার লক্ষ্য পড়িয়াছে তিনি শাস্ত্রের কোন স্থানেও বিরোধ দেখেন না। নতুবা বড় বিরোধ। প্রসঙ্গ ক্রমে এখানে উল্লেখ করা হইতেছে যে শ্রুতিতে "হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে" এই ছত্রটি অগ্রে আছে কিন্তু এখন দেখা যায় 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ ছত্রটি' প্রথমে দেওয়া হয়। পরমভাবে লক্ষ্য না পড়িলেই হরি হর, রাম কৃষ্ণ, সূর্য্য গণেশ, কালী সীতা—সর্ব্বদেবতায় বিরোধ লাগিয়া যায়। অথচ প্রতি ভক্তই বলেন "যেই শ্যামা সেই শ্যাম, যেই সীতা সেই রাম" আবার বলেন "অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর'।

জ্ঞানী তত্ত্বাভ্যাস মনোনাশ বাসনাক্ষয় সমকালে অভ্যাস করুন ক্ষতি নাই, যোগী প্রাতে সন্ধ্যায় যোগ অভ্যাস করুন ক্ষতি নাই, কিন্তু জ্ঞানীকে বা যোগীকে যখন সংসার করিতে হয়, চাকুরী করিতে হয়, লোকসঙ্গ করিতে হয় তখন মনকে সর্ব্বদা আপন স্থানে রাখিবে কে? ভগবানে ভক্তি না রাখিলে জ্ঞান হয় না। তাই যখন চাকুরীর সঙ্গে, সংসারের সঙ্গে কলির যোগ অভ্যাস করিতে হইবে তখন ভগবানের নাম সর্ব্বদা করিতে দোষ কি? তিনিই আমায় যোগ কালে একাগ্র করিবেন, অন্য সঙ্গ হইতেও রক্ষা করিবেন।

তাঁহার নাম সর্ব্বদা. ভক্তিভাবে করিলে সর্ব্বদা নিজের কথা বলিবার হাত হইতে—অন্য লোক কিছুই নয় এইরূপ সমালোচনা হইতে—যাহার সহিত মতে মিলিল না তাহারই মাথা খারাপ হইয়াছে এইরূপ ভাবনা হইতে এবং রাজা উজিরের খোস গল্পকরা রূপ বাচনিক পাপ হইতে—আমাকে ভাল বলিল আমাকে মন্দ বলিল ইত্যাদি হর্ষ বিষাদের হস্ত হইতে আমার ইষ্ট দেবতা সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করিবেন। আমি যখন তাঁহার দিকে না তাকাইয়া নিজের দিকে দেখি—নিজের অহংটিকে বড় শান্ত ভাবে নিরীক্ষণ করি তখনই আমার বহু দোষ হইয়া যায়। সর্ব্বদা শ্রীগুরু স্মরণও কর্ত্তব্য। গুরুতে মানুষবোধ মহাপাপ। শ্রীগুরুই আমার ইষ্টদেবতা তিনিই আমার আত্মদেব, তিনিই মন্ত্র-রূপী হইয়া আমার জিহ্বাগ্রে বসিয়া আমাকে স্থূল সূক্ষ্ম পাপ হইতে রক্ষা করিতেছেন। তাই বলিতেছিলাম যে এক বৎসর ধরিয়া লোক সঙ্গে থাকার সময়ে জপ রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য।

জপ করা সম্বন্ধে আর একটি কথা কহিয়া আমরা প্রবন্ধ শেষ করিব।

একটি ব্রাহ্মণকে এক ব্যক্তি এক দিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "মহাশয়ের কি সন্ধ্যা আহ্নিক করা হয়"? উত্তর হইল "আজ্ঞা না।" ব্যক্তিটি এই দুঃসাহসিক উত্তর শ্রবণে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কারণ কি? জিজ্ঞাসা করিলে কি অভদ্রতা হইবে? "আজ্ঞা না।" তবে বলুন না? মহাশয় ভগবান মনুকে হিন্দু মাত্রেই মান্য করেন কারণ শ্রুতি বলেন "যৎকিঞ্চিৎ মনুরবদৎতদ্বৈ ভেষজং"। বৃহস্পতি বলেন মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতিঃ ন প্রশস্যতে। ব্রাহ্মণ যদি তিন দিন সন্ধ্যাবর্জ্জিত থাকেন তিনি চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁহার আহারে ব্যবহারে স্বেচ্ছাচার ম্লেচ্ছাচার দেহদ্বিজে অভক্তি, শাস্ত্রে অবিশ্বাস হইবেই। মনু আজ্ঞা সিদ্ধশাস্ত্র। প্রতিকূল তর্ক দ্বারা ইহা অন্যথা করিতে নাই। তবে যে ইংরাজী মনুর ব্যাখ্যাকর্ত্তা মনুর অনেক দোষ দিয়া পুস্তক লেখেন—সে ইংরাজী মনু বলিয়া। ইংরাজীতে এইরূপ মনু না লিখিলে অর্থকরী বিদ্যা ফল প্রসব করে না তাই। মহাশয় এই সমস্ত জানিয়াও সন্ধ্যা করি না। আমি চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। চণ্ডাল সন্তানের পিতা হইয়াছি। কি করিব বলুন? অন্য সময়ে বেশ থাকি যেমন সন্ধ্যা করিতে যাইব অমনি যত রাজ্যের চিন্তা আমার মনে উঠে। তাই মনে করি দূর ছাই ইহাতে আমার কাজ নাই, আর সন্ধ্যা করিব না।

শ্রোতা আমাকে বলিয়াছেন যে তাহারও মন সন্ধ্যার সময়ে ডালে ডালে

লাফালাফি করে। তবে কেহ এই মর্কটকে বহু চেষ্টা করিয়া ঘুরাইয়া আনেন, কেহ বা সখের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াই উঠিয়া আইসেন, কেহবা সন্ধ্যা করিবার সময়ে স্বচ্ছন্দে অন্য কর্ম্মও সর্ব্ব সমক্ষে করেন—আর বহুবার বিষ্ণু স্মরণও করেন। সাধকদিগের অনেকেরই এই অবস্থা। আমরা জিজ্ঞাসা করি মুখে মন্ত্র জপ করিতেছি বা যোগকালে সগর্ভ প্রাণায়ামে প্রণব লইয়া উঠিতেছি নামিতেছি কিন্তু ভিতরে অন্য চিন্তা প্রবাহ ক্রমে হইয়া যাইতেছে এই রোগের ঔষধ কি? আমাদের পরমার্থভাবনা আদৌ করা হয় না, মন্ত্রের অর্থ চিন্তা নাই তাই মনে ও কথায় ঐক্যতা নাই। আমাদের মনের ভাব একরূপ, বাক্য অন্যরূপ হইয়া যায়। মন ও বাক্য যাঁহার একতা লাভ করিতে পারে নাই তাহার কিছুই হয় নাই। তিনি সৎলোক নহেন। ইহাতে সংসার হয় কিন্তু ভগবান যায়, ইহাতে এই জগতের ক্ষণিক সুখ হয় কিন্তু মানসিক শান্তি; মানসিক সুখ, অনন্ত ভালবাসা দূর হয়! ইহা সর্ব্বদা হেয় কারণ মানুষ ইহা দ্বারা পরম প্রেমময়কে, জ্ঞানময়কে হারাইয়া ক্রমে পাপমার্গে অগ্রসর হয়, প্রকৃত উন্নতি ইহাতে হয় না।

আমরা শ্রুতিবাক্য দ্বারা ইহা প্রদর্শন করিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিতেছি।

ঋগ্বেদীয় শান্তি পাঠ—

বাঙমে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনোমে বাচি প্রতিষ্ঠিতমাবিরাবীর্ম এধি॥ বেদস্য ম আণীস্থঃ শ্রুতং মে মা প্রহাসীরনেনাধীতে নান্তহোরাত্রা সন্দধামৃতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি॥ তন্মাবতু॥ তদ্বক্তারমবত্ববতু মামবতু বক্তারমবতু বক্তারম্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ হরিঃ ওঁ॥ "যথোক্ত তত্ত্ববিদ্যা প্রতিবাদক গ্রন্থ পাঠে মদীয় বাক্—বাগিন্দ্রিয় যেন মনে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এবং মনও যেন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে। হে আধিঃ হে স্বপ্রকাশ প্রজ্ঞানঘন পরমাত্মন্ তুমি আবির্ভূত হও। একীভূত মন ও বাক্য তোমরা বেদকে যথাযথভাবে আনয়ন করিতে সমর্থ হও। আমার গুরুমুখশ্রুত গ্রন্থ ও তদর্থ জাত যেন আমাকে কখন ত্যাগ না করেন। আমি অহোরাত্র অধীত গ্রন্থের সন্ধানেই নিরত থাকিব। বেদ এইরূপে অধীত হইলেই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ হইবে তবে আমি ঋতকে—পরমার্থভূত বস্তুকে মনন করিতে পারিব, তবে আমি সত্য বলিতে সমর্থ হইব। হে মাতঃ ব্রহ্মবিদ্যে! আমি বিদ্যার্থী আমাকে রক্ষা করুন। মদীয় বক্তা আচার্য্যকেও

রক্ষা করুন। আবার বলি মা আমাকে রক্ষা করুন, আচার্য্যকে রক্ষা করুন। আমার আধ্যাত্মিক বিদ্যাপ্রাপ্তি প্রতিবন্ধক শান্ত হউক, আধিদৈবিক বিদ্যা প্রাপ্তি-প্রতিবন্ধক শান্ত হউক, আধিভৌতিক বিদ্যাপ্রাপ্তি-প্রতিবন্ধক শান্ত হউক। চিন্তাশীল পাঠক ইহার অর্থ চিন্তা করুন। আমরা অধিক বলিতে পারিলাম না—কেবল বলি কি সুন্দর শান্তি পাঠ মন্ত্র। হায়! কবে ব্রাহ্মণ আবার এইরূপে প্রার্থনা করিয়া আর্য্য হইবেন। কি সুন্দর প্রার্থনা—বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হউক মনও বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। বাক্যে হরি হরি উচ্চারণ করিতেছি কিন্তু হরির ভাব মনে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না। আবার মনে বিষয়চিন্তা চলিতেছে মুখে লোক দেখান নাম উচ্চারিত হইতেছে—নতুবা লোকে অসাধু বলে। হে প্রভু! হে স্বপ্রকাশ! আত্মদেব তুমি আবির্ভূত হও। তোমার কৃপা পাইয়া আমি মনে ও মুখে এক হই। পুনঃ পুনঃ এইরূপ প্রার্থনায় ক্রমে হরির নামোচ্চারণে হরির ভাব আসিবেই।

বর্ষ সমালোচনায় দেখা গেল অকল্যাণ পথেই অগ্রসর হইতেছি, কেন না বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বলিয়া মুখে হরি নাম বা প্রাণায়ামে প্রণব আর মনে ঘোর বিষয় চিন্তা। যদি হরি নাম বা প্রনব যে ভাবের বাচক, মনে সেই ভাব থাকে তবেই না বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবেই না হরি নামে বা প্রণব নামে অভূতপূর্ব্ব সুখ হয়। ঋষিগণ যে ভাবরূপী ভগবানকে হরি নামে ব্যক্ত করিয়াছেন যে ভাব পাইয়া তাঁহারা বাক্যে সেই ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন আমরা যদি যথার্থ সেই হরিকে প্রার্থনা করি তবে কলির জীবের সহজ উপায় হরি হরি জপ করিয়া হরিভাবে আগমন করা। অর্থপূর্ব্বক জপ না করিলে, দেখিতে দেখিতে জপ না করিলে জপ হইবে কিরূপে? ধর্ম্ম জগতে বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বলিয়া জম্বুকধর্ম্মী—স্বার্থ কৌশলে পরবঞ্চক অথবা শিশুধর্ম্মী যথেচ্ছাচারী মূঢ় হইয়া রহিলাম। আর ব্যবহারিক জগতে? এখানেও মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত নহে বলিয়া মনে এক ভাব রাখিয়া বাক্যে অন্য ব্যবহার করিলাম। তাই বলি হে প্রভু! হে আবিঃ। হে আত্মদেব! আমি বর্ষারম্ভ হইতে প্রাণপণ করিব তুমি আমার বাক্যকে মনে প্রতিষ্ঠিত কর এবং মনকে বাক্যে প্রতিষ্ঠিত কর কারণ প্রভু ঋত ও সত্য তোমারই নাম।

আর এক কথা—কর্ম্ম ভোগ বা দুঃখ ভোগের জন্যই সংসারে আগমন। তোমার নাম নিত্য অভ্যাস করিতে করিতে, সর্ব্বদা জপ করিতে করিতে সকল প্রকার দুঃখ উপেক্ষা করা ইহাও এই নূতন বৎসরটি ধরিয়া অভ্যাসের বিষয় হউক। ভগবানকে ডাকা নিরন্তর চাই—তাঁহার নাম জপ এত ঘন ঘন সর্ব্বকাল ব্যাপিয়া করিতে হইবে যে দুঃখ যাহাই আসুক না কেন তাহা তুচ্ছ করিয়া—তাহা সহ্য করিয়া ঐ নামই জপ করিতে হইবে। ইহাই প্রকৃত প্রারব্ধক্ষয়। যিনি নিত্য—সর্ব্বদা ভগবানের নাম লইয়া না থাকিবেন তাঁহার কোন কিছু ভোগ করিবার সময় কর্ম্মক্ষয় না হইয়া বাড়িয়াই যাইবে।

এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে দুঃখের প্রতীকার না করিয়া সকলেই কি হরি হরি করিয়া থাকিতে পারে না। সকলের জন্য ইহা নহে সত্য কিন্তু হরি নামকেই প্রধান ঔষধ নিশ্চয় করিয়া প্রথম প্রথম অন্যরূপ প্রতীকারও করা দুর্ব্বল মনুষ্যের কর্ত্তব্য। ক্রমে বললাভ করিয়া পূর্ণমাত্রায় হরিকে অবলম্বন করিতে হইবে।

একান্তভাবে লক্ষ্য করিবার কথা এই :—

১। বাক্যকে মনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নাম করা।

২। সকল দুখঃকালে প্রধানতঃ নামের সাহায্য গ্রহণ করিয়া কর্ম্মক্ষয় করা।

হে ভগবন! আপনি আমাদিগের বুদ্ধিকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আপনার নিকটে রাখিবার জন্যই কর্ম্ম করাইয়া লউন ইহাই প্রার্থনা।

না হইবার কারণ।

এতদিনেও ত হইল না? কি করিলে তবে? সম্মুখে যে মহা বিপদের দিন আসিতেছে।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেরবং।

তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৮।৬ গীতা

মৃত্যুকালে—এই দেহটি ত্যাগ করিয়া যখন যাইতে হইবে তখন যে ভাবটি মনে উদয় হইবে সেই ভাবের দেহটি তোমায় ধরিতে হইবে। সেই ভাবে ভাবিত থাকিতে বড় অভ্যাস করিয়াছিল বলিয়া মৃত্যুকালে চির অভ্যাসের ভাবটি যে দেহে অনায়াসে কার্য্য করিতে পারে সেই দেহটি তোমায় ধরিতে হইবে।

একবার মানুষ দেহ পাইলে আর পশু দেহে যাইতে হয় না এই শিক্ষা যাহারা দিতেছেন তাঁহারা জগতের অজ্ঞান বৃদ্ধির জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বেদ, শ্রুতি, স্মৃতি, বিচার এবং অনুভব সমস্ত দিয়াই দেখান যায় যে মানুষ হইলেই নিষ্কৃতি পাইলে না—মানুষের কার্য্য যে ধারণাভ্যাসী হওয়া এবং যুক্তিমান হওয়া তাহা যতদিন না হইতেছে ততদিন "যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং"—মৃত্যুকালে যাহা মনে পড়িবে তাহাই হইতে হইবে। একজন বেশ ধর্ম্ম আচরণ করিতেন—কিন্তু অভ্যাস পাকা হইল কিনা তজ্জন্য চেষ্টা ছিল না। লোকটির গঙ্গাজলে, গুরুর নিকটে, গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম বলিবার অব্যবহিত পরেই মৃত্যু হইল। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পরেই উহাদিগের গৃহে ভূতের ভয় হইল। কোথাও কিছু নাই হঠাৎ মাটির গৃহ চাল শুদ্ধ নড়ে, যেখানে সেখানে ইট পাটকেল পড়ে, সন্ধ্যার সময় মনে হয় কে যেন অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আছে—ইত্যাদি বহু অত্যাচার হইতে লাগিল। গৃহস্থ গুরুকে ডাকিলেন। গুরু সিদ্ধপুরুষ। গুরু কারণ নির্দ্দেশ করিলেন।

মৃত ব্যক্তি প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

গুরু মৃত প্রেতের সহিত কথা কহিয়া জানিয়াছিলেন তাহার প্রেতত্ব ঘটিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "গঙ্গাজলে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম বলিয়া তোমার মৃত্যু হইল তথাপি এরূপ অসদ্গতি কেন হইল"? প্রেত বলিল, গঙ্গা নারায়ণব্রহ্ম বলিবার পরে পলকের মধ্যে মনে হইয়া গিয়াছিল মলভাণ্ডে পড়িয়া আছি। অমনি মৃত্যু হইল। মৃত্যু হইবামাত্র প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইলাম।

হে রমণীয় দর্শন! বড় দুঃসময়ে আমরা জন্মিয়াছি। তুমি ভিন্ন আমাদের বুদ্ধিকে যথার্থ সত্য পথে চালাইতে আর কাহারও সাধ্য নাই। হে প্রভু! তুমি আমাদিগকে বেদাদি শাস্ত্রবিশ্বাসী করিয়া উদ্ধার কর। বশিষ্ট, ব্যাস, মনু শঙ্করাদি মহাজনের বাক্য যেন আমরা যথার্থ ধারণা করিয়া যথার্থ বিচার করিয়া গ্রহণ করিতে পারি। বশিষ্ট ব্যাসাদির নাম যেন আমরা পরম শ্রদ্ধার সহিত করিতে পারি। ভাবশুদ্ধির অভাবে প্রকৃত শ্রদ্ধার অভাব। প্রকৃত শ্রদ্ধার অভাবে আমাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টা মৃতপ্রায়। ফলে নানারূপ সন্দেহ এবং নৈরাশ্য আসিয়া জীবনকে অন্ধকারময় করিয়া তুলিয়াছে।

বলিতেছিলাম মৃত্যুকালে মনে যে ভাবটি উঠিবে যদি আমাকে তদনুকুল যোনিতে ভ্রমন করিতে হয়—তবে অভ্যাস পাকা না হওয়া পর্য্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত হইব কিরূপে?

এক এক জন এক এক রকম তুষ্টি লইয়া বসিয়া আছেন। কেহ বলিতে ছেন,গুরু বলিয়াছেন যে আমি মুক্ত—আমাকে আর জন্মাইতে হইবে না। ইহাই আমার তুষ্টি। কিন্তু গুরু ঐ কথা বলিয়া আমার করিবার কর্ম্ম দিয়াছেন —ঐ কর্ম্ম এই জন্মেই শেষ করিতে হইবে। কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মের পরাবস্থা লাভ করিলে তবে মৃত্যু অতিক্রম করা যায়। কিন্তু গুরু আজ্ঞা শুনিলাম না—আজ্ঞামত কর্ম্ম করিলাম না, গুরুর কাছে একবার পা টিপিয়া, পায়ের ধূলা লইয়া—গুরুকে কিছু বলিতে না দিয়া (পাছে কাজ করিতে বলিয়া ফেলেন) আপনিই আগে ভাগে বলিলাম—বাবা আর আমায় জন্মাইতে হইবে না। গুরু আর কি বলেন একটু হাসিলেন। শিষ্য ভাবিলেন—মৌনং সম্মতি লক্ষণং। তবে আর কি! বাবা বলিয়াছেন। ঠিক হইয়া গেল আর জন্মাইতে হইবে না।

ইহারই নাম গুরুর সহিত কপটতা করা! গুরু যে কার্য্য দিয়াছেন, যে মন্ত্র দিয়াছেন, যে ইষ্ট দেবতা দেখাইয়া দিয়াছেন, যে নাম ধরাইয়া দিয়াছেন, তাহাই জীবন্ত তিনি। সর্ব্বদা আমার হৃদয়ে রাখিবার বস্তু। ঐ নাম যখন

এক ক্ষণের জন্যও আমার ভুল হইবে না, শয়নে, স্বপনে, জাগ্রতে, ভ্রমণে এক মুহূর্ত্তের জন্যও যখন শ্রীগুরু ভুল হইবে না, যখন সর্ব্বদা অন্তর্য্যামীকে লইয়া আমি থাকিব—যখন নানারূপে শত গোলমালের অবস্থায় পড়িয়াও আমি আপনাকে আপনি পরীক্ষা করিয়া দেখিব যে নাম ভুলি নাই, মন্ত্র ভুলি নাই, কূটস্থবিহারীকে ভুলি নাই—পুনঃ পুনঃ দণ্ডে দণ্ডে আত্মপরীক্ষা করিয়া যখন জানিব ঠিক হইয়াছে, তখন সানন্দে দেহক্ষয়ের জন্য অপেক্ষা করিব। কেননা তখন মন্ত্ররূপী, নামরূপী শ্রীগুরু আমাকে সর্ব্বদা আশ্বাস দিয়া বলিতে-ছেন, 'ভয় নাই, আমিই তোমাকে উদ্ধার করিব'। রামপ্রসাদ ইহা করিয়া-ছিলেন তাই প্রাণপ্রয়াণ-সময়ে দুরন্ত শমনকে নিকটে আসিয়া হাত বাড়াইতে দেখিয়াও ভয় পান নাই। মহিষগলঘণ্টা শুনিয়াও—মহিষারূঢ় বিকটাকার কৃতান্তকে দেখিয়াও বলিতে পারিয়াছিলেন "তিলেক দাঁড়া ওরে শমন আমি বদনভরে মাকে ডাকি। তবে তারা নামের কবচমালা বৃথা আমি গলায় রাখি।" তাই অন্য সাধক জোর করিয়া বলিয়াছিলেন "শমন তুমি এসনা এখানে, মা যদি তা শুনে তবে অপমানের বাকী রবে না।" হরি! হরি! তুমি কি এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছ? পরীক্ষা করিয়া কি দেখিয়াছ —মৃত্যুর মতন যে নিদ্রা তোমাকে নিত্য আক্রমণ করিতেছে, সেই নিদ্রাকালে তোমার অবস্থা কি হয়, ছি ছি আত্মপ্রতারণা আর করিও না! এস এস একবার আত্মপরীক্ষা করি এস।

কৈ কি গিয়াছে? কেহ নিন্দা করিলে না হয় চুপ করিয়া থাকিতে পারি—কিন্তু মনের মধ্যে কি কিছু গর গর করেনা—একটু প্রশংসা করিলে মনটা কেমন কেমন একটু বেশ লাগে না? নিজের মতের বিপরীত কথা বলিলে কি কিছু হয় না? যদি তাই হইল তবে "তুল্য নিন্দা স্তুতি মৌনী', মুখেই আওড়ান হইয়াছে—হয় নাই কিছু। কিরূপে হইবে? সাধনা অভ্যাস হইল কৈ? শ্রীগুরু বলিয়া দিলেন, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়াই একবার স্মরণ করিও—ব্রহ্মমেতি মাং মধুমেতি মাং—ইত্যাদি ইত্যাদি—নিদ্রাভঙ্গ হইলেই প্রথমে প্রার্থনা করিও হে প্রভু! হে জগন্নাথ! হে মন্নাথ! হে প্রণতপাল! হে দীনদয়াল! আমি তোমার কাছে যাইতে পারিলাম না—আমি তোমাকে পাইতেপারিলাম না—হে প্রভু! হে দয়াময়! তোমার কাছে যাইবার শক্তি আমার নাই—আমি কি করিব? তুমি প্রভু আমাকে প্রাপ্ত হও—তুমিই ব্রহ্ম, তুমিই মধু—তুমিই মধুময় ব্রহ্ম—তুমি আমাকে প্রাপ্ত হও—পতিরেব

জায়াং—পতি যেমন জায়াকে প্রাপ্ত হয়, তুমি সেইরূপে আমাকে প্রাপ্ত হও। শ্রীগুরু বলিয়া দিলেন, প্রাতঃকালে এই প্রার্থনা প্রথমেই কর, করিয়া বল, হে প্রাণেশ্বর! আমি প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, সন্ধ্যা হইতে আবার প্রভাত পর্য্যন্ত যে যে কার্য্য করিব, সেই সেই কর্ম্ম ও তৎ তৎ কর্ম্ম ফল তোমাতেই অর্পণ করিতেছি—আমার সমস্ত কর্ম্মই তোমার দ্বারা কৃত হইতেছে এই বোধ আমার যেন হয় তবেই আর কোন কর্ম্মে আমার অহংবোধ থাকিবে না। এস এস নিত্য ইহা স্মরণ করিয়া আলস্যবর্জ্জিত হইয়া প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায় মধ্য রাত্রিতে নিত্য কর্ম্ম অভ্যাস করি। বলিতে পার বহুদিন ধরিয়া ত চেষ্টা করিতেছি—অভ্যাস হইল কৈ? যে দিন সময়ে কার্য্য হয় না, সে দিন মনে হইল কৈ—আজ যে সময় মত কর্ম্ম করিতে পারিলাম না, কোন মুখে তোমার কাছে যাইব? এখনও যে, যে দিন সন্ধ্যা বাদ থাকে সে দিন বড় হর্ষে বলিয়া ফেল যে আজ আর সন্ধ্যা নাই। কৈ যে দিন সন্ধ্যা না থাকে সে দিন ত প্রাণ কেমন করে না? আজ তোমার আজ্ঞা মতই তোমাকে ডাকিতে পাইব না এই বলিয়া ক্লেশবোধ হইল কৈ? তোমাকে ডাকাই আনন্দ—তোমাকে বিধি পূর্ব্বক না ডাকাই ক্লেশ। কৈ ইহা হইল? যতদিন ইহা না হইতেছে ততদিন কোন অভ্যাস পাকা হইল না বুঝিও। এক দণ্ডও তোমায় ছাড়িয়া থাকাই আমার মৃত্যু, ইহা যতক্ষণ না বোধ হইবে ততদিন ধারণাভ্যাসী বা যুক্তিমান কিছুই হওয়া গেল না।

এখন এস একবার বিচার কর—এখনও কেন বলিতে হয় "কভু হয় কভু হয় না'—যাহাতে ইহা আর না বলিতে হয়—যাহাতে অভ্যাস ঠিক হইয়া যায়—কিরূপ প্রতিকার করিলে আনন্দে ছুটিয়া গিয়া তোমার কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করে, তাই একবার আলোচনা করি এস।

বালক হও বা ছাত্র হও, সধবা হও বা বিধবা হও, ব্রাহ্মণ হও বা ক্ষত্রিয় হও, বৈশ্য হও বা শূদ্র হও, গৃহী হও বা সন্ন্যাসী হও—তুমি যাহাই কর কেন না—যে কার্য্যেই না কেন ব্যস্ত থাক—ভগবানকে ডাকা বা ভগবান লইয়া থাকা তোমায় অভ্যাস করিতে হইবে—নিতান্ত স্থূল সাংসারিক কার্য্যের প্রতিবিরাম কালে তোমায় সর্ব্বদা করিবার কর্ম্মটিতে ফিরিয়া আসিতে হইবে। যত দিন না সর্ব্বদা করিবার কর্ম্মটি তোমার আয়ত্ব হইয়া যায় ততদিন তুমি কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছ না জানিও। সর্ব্বদা করিবার কর্ম্মটি পাকা অভ্যাস না,হওয়া পর্য্যন্ত যদি মনে কর আমাকে আর জন্মাইতে হইবে না,তবে তুমি ভীষণ

প্রতারণায় পড়িয়া রহিয়াছ মনে করিও। এই সর্ব্বদা করিবার কর্ম্মটি অধিকারীভেদে কাহারও পক্ষে জপ, কাহারও পক্ষে ধ্যান, কাহারও পক্ষে আত্মবিচার, কাহারও পক্ষে সমাধি।

এই জপ, ধ্যান, আত্মবিচারই আবার প্রাতে মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায় ও মধ্য-রাত্রের নিত্যক্রিয়া। ঐ চারিটি নির্দ্ধারিত সময়ে ত বিধিপূর্ব্বক সন্ধ্যা আহ্নিক ক্রিয়াদি করিবেই তদ্ভিন্ন সকল সময়ে নাম জপাদি করিতে হইবে।

এত দিন করিতেছ তবুও যে হয় না তাহার কারণ আছে। ঐ যে ভাবিয়া রাখিয়াছে এত জপ করিলেই আমায় পাওয়া হইবে—এত জপ ত করিলাম আজও ত কিছুই হইল না, কোন আনন্দ ত পাইলাম না—কাল কিন্তু এই জপ করিয়াই বেশ আনন্দ পাইয়াছিলাম, এই ফলাকাঙ্ক্ষায় লক্ষ্য থাকে বলিয়া তোমার কোন সময়ে হয়, কোন সময়ে হয় না। আনন্দ পাও বলিয়া জপ করিতে যাও—আনন্দ পাওনা বলিয়া করিতে ইচ্ছা করে না এ ভাব যতদিন থাকিবে ততদিন তোমার কিছুই হয় নাই।

প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায়, ও মধ্য রাত্রে যে তোমায় ডাকিতে যাই তাহা কোন প্রাপ্তির আশায় নহে, কেবল তোমার আজ্ঞা বলিয়া—তুমি করিতে বলিয়াছ বলিয়া যাই। আমি যে জপ করিয়াই তোমায় পাইব ইহা দুরাশা মাত্র। জপ কেমন করিয়া করিলে হয়, ক্রিয়া কিরূপ করিলে ঠিক ঠিক হয়, কেমন করিয়া সন্ধ্যা করিলে সন্ধ্যা করা হয় তাহা তুমি বলিয়া দিয়াছ কিন্তু তথাপি আমার হইতেছে না। আমার শক্তিতে ইহা ঠিক মত হইবে না। তোমার আজ্ঞা বলিয়া আমি করি, হে প্রভু! আমি তোমার আজ্ঞা পালনে প্রাণপণ করিব, যেমন করিয়া করিলে হয়, তুমিই করিয়া দিও। এই প্রাণে সময় মত ক্রিয়া করিলে দয়াময় দয়া করিবেনই। নিশ্চয় করিবেন ইহা তিনিই বলিয়াছেন।

গোঁসাই-এর করচা

(১)

সত্যানন্দ—কিরে কাঁদিতেছিস্? চক্ষে এখনও জল—চক্ষু ফুলিয়াছে। কি হইয়াছে রে?

হরিহরানন্দ—ভাই! আমি বড় দুঃখী—আমার বড় যাতনা। মনের কষ্ট কিছুতেই যায় না।

সত্যানন্দ—কি হইয়াছে বলনা? খাওয়া দাওয়ায় কষ্ট হইতেছে?

হরি—তা নয় ভাই—আমার মনের যাতনা। আমি কিছুতেই সুখ পাই না। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মেরআজ্ঞামত চলিতে চেষ্টা করি। এতদিন ধরিয়া করিতেছি কিন্তু কিছুই ত হইতেছে না। সব ছাড়িয়া যাঁহার আশ্রয় লইলাম হায়! তিনি ত আমার দিকে চাহিতেছেন না।

সত্য—দেখা দিতেছেন না?

হরি—বিশ্বাস করি তিনি হৃদয়ে আছেন—সর্ব্বত্র আছেন। তাঁর জন্য ঋষি ছন্দ দেবতা—ন্যাসাদি ধ্যান—মানস পূজা—মন্ত্র জপ—কত গ্রহণে কত পুরশ্চরণ—এই সবে তাঁহাকেই ডাকি কিন্তু কোন সাড়া ত পাই না। শুনি তিনি "সর্ব্বাঙ্গে সুমনোহরং" শুনি তিনি "শিরসি পদনখাৎ সর্ব্ব সৌন্দর্য্য সারম্" মস্তক হইতে পদ নখ পর্য্যন্ত তাঁহার সমস্তই সুন্দর—কিন্তু তাঁহাকে দেখিলাম কৈ? এক ক্ষণের জন্য যদি দেখিতাম—তবে ত সেই রমণীয় দর্শনের আকর্ষণে ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি আকৃষ্ট হইয়া থাকিত, আর বাহিরে আসিতে পারিত না। ভাই! দিনের পর দিন যাইতেছে—আমি করিতেছি কি? বুঝি আমার কিছুই হইল না—আমার জীবন বড় ভার বোধ হইয়াছে। হরিহরানন্দ কাঁদিয়া ফেলিল।

চক্ষের জলের কোন্ ধর্ম্ম আছে বলা যায় না। সত্যানন্দের প্রাণও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সত্যানন্দ প্রাণের সরল কথা শুনিয়া দেখিল কি যেন একটা চক্ষের পরদা সরিয়া গেল।

সত্যানন্দ বলিতে লাগিল— ভাই আমিও ত জ্ঞানের জন্য অনেক কিছু করি কিন্তু আমার অবস্থাও ত তোমারই মত। আমিও ত সকল অবস্থায় সমান

থাকিতে পারি না। দুঃখে অনুদ্বিগ্নমন, সুখে বিগতস্পৃহ ত হইতে পারিলাম না।

সত্যি কি মিথ্যা কি ইহার বিচার ত প্রত্যহ করি কিন্তু মিথ্যাকে তাড়াইয়া দিয়া সত্য লইয়া থাকিতে পারি না। আমি দেহ নই ইহাও যেমন অনুভবে আসে না সেইরূপ আমি আত্মা ইহাও অনুভবে আসে না। দেহটা আমি যদি নই তবে দেহের কষ্টে আমার যাতনা অনুভব হয় কেন? মিষ্ট অমিষ্ট বোধ ত বিলক্ষণ আছে। আমি খাই আমি চলি আমি করি ইহার বোধ ত সর্ব্বদাই আছে। আমার হাত আমার পা আমার চক্ষু আমার কর্ণ ইহাও বেশ বোধ হয়। তবে আমি আত্মা হইয়া থাকিলাম কৈ? বুঝি আত্মা সর্ব্বব্যাপী আত্মা সর্ব্ব শক্তিমান্ কিন্তু ইহা ত অনুভূতিতে আসে না। আমি দ্রষ্টা দেহ দৃশ্য এই বোধ হারাইয়া শুধু দর্শন জ্ঞানে ত স্থিতি হইল না? বাহ্য ত ভুলিতে পারিলাম না। মন আত্মাতে একাগ্র হইল কৈ? আত্মাতে ডুবিয়া আত্মভাবে জগৎ ভুলিলাম কৈ? ধনাগম তৃষ্ণাতে বিতৃষ্ণা ত আনি, নিজ কর্ম্মে যাহা লাভ হয় বা না হয় তাহাতেই ত চিত্তকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করি। কেহই আমার নয়, কেহই আমার সঙ্গে যাইবে না—এক আত্মা ভিন্ন অপর কেহই নাই। তাইত ভাবি, সমস্তই মায়া সমস্তই মিথ্যা তাহাওত ভাবি। কিন্তু শত্রুতে মিত্রে সমচিত্ত হইলাম কৈ? সর্ব্বত্রই আত্মাকে দেখিয়া মায়া উড়াইয়া দিতে পারি কৈ? গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে মন সর্ব্বদা লাগিয়া ত থাকে না—সর্ব্বত্রই আত্মা আছেন—সব দেখিয়া ইহাত স্মরণে আসে না—সকল মানুষে সকল জীবে একমাত্র তিনিই ইহা ত সকল সময়ে মনে আসে না—রাগ দ্বেষও ত যায় না, যদি যাইত যদি জলে স্থলে সর্ব্বত্র সকল মানুষে বিষ্ণুই দেখিতাম তবে এত সমালোচনা আসিত কিরূপে? —এই ত আমার অবস্থা। শাস্ত্র কথা ত অনেক শিখিলাম, লোককে ত কত শাস্ত্রকথা বলিলাম কিন্তু আমি ডুবিয়া থাকিলাম কৈ? আত্মধ্যানে নিরন্তর থাকিতে পারিলাম কৈ? তোমার মত আমারও ত দুঃখ। তুমি সরল আমি কপটতার আবরণে লোকের কাছে সব ঢাকিয়া রাখি। বিচার করি বটে কিন্তু সত্য বস্তু ত সর্ব্বব্যাপী রূপে সর্ব্বশক্তিমান রূপে অনুভবে আসে না। কিন্তু ভাই দুঃখ করিয়া কি হইবে? দুঃখের প্রতীকার যাহাতে হয় তাহাই করি এস।

সত্যানন্দ—দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু সকলেই ত গত হইয়াছেন। যাঁহার কাছে এক অক্ষরও শিখিয়াছি তাঁহাকেই গুরু বলিয়া মান্যও ত করি কিন্তু মোক্ষগুরু

নিশ্চয়ই আছেন। দীক্ষার ব্যাপারে শাস্ত্রবাক্যও শুনি—গুরুর স্পর্শমাত্রে—গুরুর কৃপাকটাক্ষপাতে সমস্ত দুরিত ক্ষয় হয়—দর্শন মাত্রেই জ্ঞানের সঞ্চার হয়।

হরিহরানন্দ—কোন শাস্ত্রে এই সব পাইয়াছ?

সত্যানন্দ—গুরোরোলোকমাত্রেণ স্পর্শাৎ সম্ভাষণাদপি। সদ্যঃ সংজ্ঞা ভবেজ্জন্তো দীক্ষা সা শাম্ভবীমতা। তন্ত্র শাস্ত্রে ইহা নাই।

হরিহরানন্দ—এস ভাই, এই মোক্ষগুরুর সন্ধানে বাহির হই এস।

সত্যানন্দ—ইহাই আমাদের কর্ত্তব্য আমি কিন্তু গুরু চিনিব বাজাইয়া লইয়া। তুমি গুরু চিনিবে কিরূপে?

হরিহরানন্দ—ভাই, যিনি আমাকে আকর্ষণ করিবেন তিনিই আমার গুরু।

নিশ্চয় হইয়া গেল। দুইজনে মোক্ষগুরুর সন্ধানে বাহির হইলেন।

উভয়েই গঙ্গাতীর ধরিয়া চলিয়াছেন। দুই দিন কাটিয়া গেল। যেখানে যাহা জুটিতেছে তাহাতেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া দুইজনে চলিতেছেন। সত্যানন্দ কতকটা অগ্রে গিয়াছেন। হরিহরানন্দ বড় আনমনা। হঠাৎ তিনি অনুভব করিলেন কে যেন তাঁহার উত্তরীয় ধরিয়া টানিতেছে। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন কাঁটাগাছে তাঁহার কাপড় জড়াইয়া গিয়াছে। হরিহরানন্দ সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন।

সত্যানন্দ কতকদূর গিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন হরিহর নাই। তিনি ফিরিলেন। কতকদূর আসিয়া দেখিলেন হরিহরানন্দ চক্ষু নিমীলিত করিয়া বসিয়া আছে। নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কিরে এখানে বসিয়া কেন।

হরিহরানন্দ—আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি—যিনি আমায় আকর্ষণ করিবেন তিনিই গুরু। কাঁটাগাছরূপে গুরু আমায় আকর্ষণ করিয়াছেন।

সত্যানন্দ অনেক বুঝাইলেন। কিছুতেই কিছু হইল না দেখিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

বেলা দুই প্রহরের সময় ঝড় উঠিল। বস্ত্রসহ কাঁটাগাছটা উড়িয়া গঙ্গাতীরে পড়িল। হরিহরানন্দ সেইখানেই আসন করিলেন। দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। ক্রমে বহু লোক জুটিতে লাগিল। লোকে বহু প্রকার রোগ লইয়া আসিতে লাগিল। হরিহরানন্দ কথা বন্ধ করিলেন। কিন্তু রোগের উপশমের জন্য গুরুরূপী কাঁটগাছের তলা মাটি লইয়া বলিয়া দিতেন ইহাই মাখাইয়া দাও রোগ সারিবে। বহু লোক এইভাবে আরোগ্য লাভ করিল। হরিহরানন্দ

মৌনী বাবা হইয়া গেলেন। বহু প্রকারের সেবা জুটিতে লাগিল। হরিহরানন্দ সামান্য কিছু গ্রহণ করিয়া সমস্তই বিলাইয়া দিতে লাগিলেন।

ক্রমে গাছ বেদীতে উঠিলেন এবং লতাপাতা দিয়া সামান্য এক আশ্রম প্রস্তুত হইল। সাধুর নাম কিন্তু চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। আর বহু রোগও উপশম প্রাপ্ত হইল।

সাধুর আশ্রমের অনতিদূরে এক রাজবাটী। রাজা বাহাদুরের দেওয়ান একদিন সাধুর নিকটে আসিলেন। রাজার একমাত্র কন্যার অতি কঠিন পীড়ার কথা জানাইলেন এবং যিনি এই কন্যাকে আরোগ্য দান করিতে পারিবেন তৎসম্বন্ধে রাজার সঙ্কল্প জানাইলেন।

হরিহরানন্দ দেওয়ানজীকে গুরুরূপী গাছের তলার মাটী দিয়া বলিয়া দিলেন তিন দিন ধরিয়া মাটি একবার করিয়া মাখাইবেন। দেওয়ানজী বিদায় গ্রহণ করিলেন। তিন দিন ঔষধ ব্যবহার করিতে রোগ আরোগ্য হইল। কিছুদিনের মধ্যে রাজকুমারী সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন। দৈবই বল—ঔষধ উপলক্ষ্য মাত্র।

রাজা, রাণী ও রাজকুমারী সাধু দর্শনে আসিলেন। সকলে প্রণাম করিলেন। রাজকুমারী বিস্মিত হইয়া পুনঃ পুনঃ সাধুকে দেখিতে লাগিলেন। হরিহরানন্দ যুবক—সুপুরুষ।

রাজারাণী প্রতিজ্ঞা জানাইলেন। হরিহরানন্দ রাজকুমারীকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন কিন্তু তিনি আশ্রম ত্যাগ করিলেন না।

রাজার বাটি হইতে সাধুর আশ্রম পর্য্যন্ত প্রাচীর বেষ্টিত পথ প্রস্তুত হইল। রাজকুমারী প্রাণভরিয়া সাধুর সেবা করেন। ক্রমে গুরুদেবের সুন্দর এক মন্দির হইল এবং আশ্রম এক প্রাসাদে পরিণত হইল। রাজকুমারী হরিহরা-নন্দের নিকটেই থাকিতে লাগিলেন। রাজা রাণী যখন তখন আসিতে লাগিলেন।

কিছু দিন এই ভাবে কাটিল। সাধুর নাম দেশে বিদেশে প্রচারিত হইল।

সত্যানন্দ বহু দেশ ঘুরিলেন। সঙ্কল্প ছিল গুরু বাজাইয়া লওয়া হইব। কিন্তু কোন গুরুই বাজিল না। তিনিও সাধুর সংবাদ পাইলেন এবং দেখিতে আসিলেন—আসিয়া দেখিলেন হরিহরানন্দ।

হরিহরানন্দ সমস্তই বলিলেন। সত্যানন্দ তাঁহার গুরুকে দেখিতে

চাহিলেন। হরিহরানন্দ মন্দিরের মধ্যে গম্বুজ দেখাইলেন গুরু ইহার ভিতরে আছেন।

সত্যানন্দ—দেখাইতে পার ?

হরিহরানন্দ কতকক্ষণ নির্ব্বাক রহিলেন, শেষে বলিলেন তিন দিন পরে দেখাইব।

সত্যানন্দ স্থান ত্যাগ করিলেন। হরিহরানন্দ কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিকট ছুটিয়া গিয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া তাঁহাকে বলিলেন—ভাই! তুমি যাইবার পরে মন্দির মধ্যে শব্দ শুনিলাম—রে অবিশ্বাসী—বল এখুনি দেখাইব। সঙ্গে সঙ্গে গম্বুজ ভাগ হইয়া গেল। ভাই! তোমার কৃপায় আমার গুরুদর্শন হইল চল আমার গুরু দেখিবে চল।

উভয়ে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। কি সুন্দর তেজোময় মূর্ত্তি। দয়মানদীর্ঘনয়নে করুণা উছলিয়া পড়িতেছে। লাক্ষারসাদ্র চরণ যুগলে পতিত হইয়া মানস ভ্রমর আর উড়িতেই চাহিল না।

উভয়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। কিন্তু সত্যানন্দকে এক বৎসর আশ্রমে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্য করিতে হইল। বৎসরান্তে গুরু কৃপা করিলেন।

(২)

এক দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত ভারতবর্ষ জয় করিয়া বৃন্দাবনে আসিয়াছেন। সনাতন প্রভুকে জয় করিলেই তাঁহার জয় কার্য্য শেষ হয়। গোস্বামী তাঁহার অভিলাষ শুনিয়া তাঁহার পত্রে লিখিয়া দিলেন "পরাস্ত হইলাম"। রূপ প্রভুও সনাতন প্রভুর হস্তাক্ষর দেখিয়া লিখিয়া দিলেন "পরাস্ত হইলাম"। বাকী রহিলেন জীব গোস্বামী।

জীবের নিকটে গিয়া দিগ্‌বিজয়ী বাসনা জানাইলেন। জীব শুনিয়াছেন রূপ সনাতন প্রভুদ্বয়কে বিনা বিচারে দিগ বিজয়ী লিখাইয়া লইয়াছে "পরাস্ত হইলাম"। জীবের ইহা সহ্য হইল না। জীব বিচারে দিগ্‌বিজয়ীকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার জয় পত্র ছিড়িয়া ফেলিলেন। দিগ্‌বিজয়ী রূপের কাছে নালিশ করিলেন। রূপ জীবকে ডাকাইলেন। জীবের উদ্ধত স্বভাব দেখিয়া বহু তিরস্কার করিলেন আর বলিলেন আর আমার নিকটে আসিও না—আমি তোমায় আর দেখা দিবনা।

জীব বড় ব্যাকুল হইলেন। গত্যন্তর না দেখিয়া সনাতন প্রভুর শরণাপন্ন হইলেন—চরণে পড়িয়া রহিলেন। সনাতন আশ্বাস দিলেন—আর রূপকে ডাকাইলেন।

রূপ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া করযোড়ে বলিলেন কি আজ্ঞা হয়।

সনাতন—রূপ উপবেশন কর। আমি ডাকিয়াছিলাম—বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য কি তোমার নিকট শুনিতে।

রূপ—আজ্ঞে—প্রভুর নিকটেই শুনিয়াছি, নামে রুচি আর জীবে দয়া ইহাই বৈষ্ণবের প্রধান কর্ত্তব্য।

জীবে দয়া প্রধান কর্ত্তব্য শুনিলাম, রূপ তবে হয়না কেন?

রূপ বুঝিলেন—প্রণাম করিলেন। জীবকে ক্ষমা করিয়া আদর করিলেন।

(৩)

অলকাপুরের জমিদার খুব বড়লোক। ধনে মানে যশে সৌন্দর্য্যে বিদ্যায় লক্ষ্মী সরস্বতী এক সঙ্গে বাঁধা। দোষের মধ্যে মুখটি একটু খারাপ। যা' তা বলিয়া বসেন। তিনি প্রায়ই গ্রামের ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়া থাকেন। নিজেও ব্রাহ্মণ এবং খাওয়াইতেও তাঁহার খুব একটা আনন্দ দেখা যায়। বয়স বেশী হইয়াছে, বিস্তর ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন, সকলকে বলিতেছেন—"দেখ বাপু," তোমাদিগকে খাওয়াইবার জন্য আজ নিমন্ত্রণ করিয়াছি, যদি চিঁড়ে দই ফলার কর তাহা হইলে ১৲ টাকা দক্ষিণা পাইবে। আর যদি লুচি মণ্ডা খাও তবে মিলিবে ৷৷০ আনা দক্ষিণা। এখন কার কি মত বল। সকলেই এক বাক্যে বলিল আমাদের লুচি মণ্ডায় কাজ নাই, চিঁড়ে দইই ভাল আর এক টাকা দক্ষিণাই ভাল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্রাহ্মণ জমিদারের মুখটি খুরপা। তিনি একেবারে চটিয়া উঠিয়া বলিলেন "* * * সব ব্রাহ্মণ, কিন্তু বুদ্ধি যদি কিছু আছে। কেন, কারও মাথায় কি এলনা, লুচি মণ্ডাও খাইব এক টাকা দক্ষিণাও লইব। তখন সকলে 'হো' 'হো' করিয়া হাঁসিয়া উঠিল এবং কহিল ঐ ঠিক, আপনি না হইলে পরামর্শ দিবে কে?

(৪)

রাজা ও রাণীর একটী মাত্র মেয়ে পরমা সুন্দরী, পিতামাতার বড় আদরের। বয়স হইল পনর। কিছুতেই বিবাহ করিবে না, সাধু ঘাঁটা তার এক রোগ। বিশাল রাজ্য, বনভূমিও স্থানে স্থানে অনেক। চারিদিকে সখীরা ছিল, তাহাদের উপর হুকুম ছিল, যেখানে যে সাধু আসিবে জানাইবে। একদিন কে আসিয়া সংবাদ দিয়া গেল একটি চমৎকার অল্প বয়স্ক সাধু রাজ্যের দক্ষিণ সীমার কাননে আসিয়াছেন। এক গাছের তলায় আসন করিয়া থাকেন। শুনিবা-

মাত্র রাজকুমারী অনেক রকম খাবার জিনিষ লইয়া সাধু দর্শনে চলিলেন। সেখানে গিয়া প্রণাম করিয়া নানা প্রকার খাদ্য খাইতে দিলেন এবং বলিলেন আপনার জন্য আমি এইখানে বেদী বাঁধাইয়া দিতেছি, এবং আশ্রম করিয়া দিতেছি আপনি এই খানেই থাকুন। সাধু হাঁসিলেন, বনের মধ্যে সুন্দর বেদী বাঁধা হইল, সম্মুখে আশ্রম হইল, আর রাজকুমারী প্রতিদিন স্নান আহ্নিক সারিয়া সুন্দর সুন্দর ফল মূল পুষ্প মালা সঙ্গে লইয়া আসিতেন আর সেবা করিয়া চলিয়া যাইতেন। একজন লোক দেখিল যে ইহাত বড় সহজ উপায়। সে মনে মনে সঙ্কল্প করিল যে সেও সাধু হইবে। যে পথে রাজকুমারী আসেন সেই পথের একধারে ভস্ম মাখিয়া লোটা চিম্‌টে লইয়া নতুন সাধু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকেন। রাজকুমারী ফিরিবার সময় ইহা দেখিলেন, দেখিয়া সঙ্গিনীদিগকে বলিলেন ইহাকেও কিছু খাবার দিয়া যাস্। সখীরা দু চার খানা পোড়া রুটী দিয়া যাইত, সাধু তাহাই খাইতেন আর কি করিবেন। একদিন রাজকুমারী ভাল সাধুকে খাওয়াইয়া আসিতেছেন এমন সময় নতুন সাধু তাঁহাকে ডাকিলেন—এই শোন। রাজকুমারী আসিলেন, নূতন সাধু বলিতে লাগিল—এ তোমরা ক্যা ব্যবহার হ্যায়, ওভি সাধু হাম ভি সাধু, উন্‌কা ওয়াস্তে তোফা তোফা মেওয়া ফল যাতা হ্যায় আউর হামারা ওয়াস্তে পোড়া রোট্‌টী। রাজকুমারী হাঁসিলেন এবং বলিলেন—ওতো রাজাকে লেড়কা হ্যায়, সব ছোড়কে সাধু বনা হ্যায়, আউর তুম ক্যা ছোড়া হ্যায় বাবা! তোম্‌তো ছোড়া খুরপা, তোমার ওয়াস্তে পোড়া রোট্‌টী মিলেগা। রাজকুমারী চলিয়া গেলেন, নূতন সাধু বুঝিল, ভাগ্যই সব। খুরপা ছাড়িলে আর মিলিবে কি?

ভক্তিকথা।

শ্রীরামায়ণে শবরী উপাখ্যান।

(১)

শ্রীভগবান্ ভক্তকে বলিয়াছেন—"শ্রদ্ধাভুক্ অহমীশ্বরঃ"—আহা! ভক্তের শ্রদ্ধা ভক্তিই ভগবানের গ্রহণীয়। তিনি আরও বলিয়াছেন—"সকৃদেব প্রসন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম"—যে একবারও "আমি তোমার হইলাম, ঐ শমনভয়বারণ অভয় শ্রীচরণে শরণ লইলাম বলিয়া প্রার্থনা করে আমি তাহাকে অভয় দান করি, সর্ব্বভূবের অভয় দান করাই আমার ব্রত" * ইহাই দয়াময়ের আশ্বাসবাণী। লীলাময়

---

* ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মণের নিকটে বলিয়াছেন—"যাহা কিছু আমাকে দিবে তাহা শ্রদ্ধাপূত হওয়া প্রয়োজন, অশ্রদ্ধার দান আমি গ্রহণ করি না," কারণ "আমি শ্রদ্ধাভোজী ঈশ্বর—শ্রদ্ধয়োপহরেন্নিত্যং শ্রদ্ধাভুগহমীশ্বরঃ" (অধ্যাত্মরামায়ণে—কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ডে—৪র্থ অধ্যায় ৩০ শ্লোক)। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে ভক্ত অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"শ্রদ্ধার দানই গ্রহণ করি, অশ্রদ্ধার দান অসৎ, উহা আমার গ্রহণীয় নহে—"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥' (গীতা ৯।২৬) "অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ। অসদিত্যুচ্যতে পার্থ! ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ।" (গীতা—১৭।২৮।) শ্রদ্ধা ভক্তি পরমেশ্বরেরই মূর্ত্তি বিশেষ তাই দৈত্যতাপিত দেবতাগণ শ্রীজগদম্বাকে শ্রদ্ধারূপে দর্শন করতঃ স্তুতি নতি করিয়াছেন—"শ্রদ্ধা সতাং, কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা তা ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি!" বিশ্বম্। চণ্ডী, ৪।৪। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈনমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥" চণ্ডী। ৫।৫২। শাস্ত্র প্রতিপাদ্য বিষয়ে বিশ্বাস মূলক দৃঢ় জ্ঞানই শ্রদ্ধা—"শাস্ত্রার্থেষু দৃঢ় প্রত্যয়ঃ শ্রদ্ধা"। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য কৃত শ্রাদ্ধতত্ত্ব "প্রত্যয়ো ধর্ম্ম কার্য্যেষু তথা শ্রদ্ধেত্যুদাহৃতা। নাস্তিহ্য শ্রদ্ধধানস ধর্ম্মকৃত্যে প্রয়োজনম্।" মহর্ষি দেব নবচন এই শ্রদ্ধা ধর্ম্মের মূল এবং ভক্তি জ্ঞানাদি লাভের পরম সহায়, তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—"শ্রদ্ধাভুগহমীশ্বরঃ।"

প্রতি লীলাতেই এই কথা বলিয়াছেন এবং ঐ সত্য স্বয়ং প্রতিপালন করিয়াছেন। ১

শ্রীরামায়ণের শবরী উপাখ্যানও প্রভুর পূর্ব্বকথিত আশ্বাসবাণীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সন্দেহ নাই। সীতা হরণ হইয়া গিয়াছে, দয়িতা বিরহ কাতর প্রভুরাম "রুদ্র" রূপে দনু কবন্ধের প্রতি কৃপা করিয়াছেন।

বিভীষণ যখন রাবণতাড়িত হইয়া ভগবানের শরণাপন্ন হয়েন, তখন সুগ্রীবাদি সকলে শত্রুভ্রাতাকে আশ্রয় দিতে অমত করায় ভগবান বলিয়াছেন "অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম।" বাল্মীকি রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড। ১৮।৩৩। রামলীলায় প্রভুর এই সর্ব্বভূতাভয়প্রদমূর্ত্তি অতীব প্রকট। সম্পাতি জটায়ু ইহারা পক্ষী, গুহশবরী অন্ত্যজ জাতি, হনুমান্ জাম্ববান্ বানর ঋক্ষ জাতি, প্রভু ইঁহাদের সকলকেই অভয় দিয়াছেন। বিশেষতঃ মহর্ষি স্বয়ং দেখিয়াছেন--"যানি ভূতানি নগরেঽপ্যন্তর্দ্ধান গতানিব............যানি পশ্যন্তি কাকুস্থং স্থাবরাণি চরাণি। সর্ব্বাণি রাম গমনে অনুজগ্মু হি তন্যে পি। নোচ্ছাসন্তদযোধ্যায়াং সূক্ষ্মমপি দৃশ্যতে। তির্য্যগ্ যোনিগতাশ্চৈব সর্ব্বে রাম মনুব্রতাঃ॥ নগর মধ্যে অদৃশ্য প্রাণিবর্গ, স্থাবর জঙ্গম তির্য্যগ্ যোনি প্রভৃতি সকলেই প্রভু রামের সঙ্গী হওয়ায় তখন অযোধ্যা মধ্যে আর কোন প্রাণীকেই দেখা গেল না (বাল্মীকি রামায়ণ, উত্তর কাণ্ড, ১২২ সর্গের শেষ ভাগে দ্রষ্টব্য) আহা! তাঁহার যখন এত দয়া তখন তুমি আমিই পড়িয়া থাকিব? ইহা হইতেই পারে না। এস, ঐ চরণে শরণ লইয়া বলি—"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ং" (১) "করিষ্যে বচনং তব"॥

১। পরমেশ্বর পিতৃমূর্ত্তিতে বলিয়াছেন—"কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।" সীতা আবার দয়াময়ী মাতা হইয়া বলিয়াছেন—"বরদাহং সুরগণা! বরং যং মনমেচ্ছথ। তং বৃণুধ্বং প্রযচ্ছামি···। শ্রীচণ্ডীবাক্য। ১১।৩৭। ঋষিও বলিয়াছেন—"তামুপৈহি মহারাজ! শরণং পরমেশ্বরীং। আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগ স্বর্গাপবর্গদা। শ্রীচণ্ডী। ১৩।৫ আমিও কিন্তু প্রতিদিন তিন সন্ধ্যায় তাঁহাকে "বরদে" "মাতঃ" বলিয়া ডাকি কিন্তু মা আইসেন কিনা সন্ধান করি না। আমি প্রতি সন্ধ্যায় "ধীমহি" বলিয়া বিশ্বরূপে তাঁহার ধ্যানও করি, কৈ কিছুই ত হইল না! আহা! আমার দিন কি এমনি যাবে?

কবন্ধ প্রভুর কৃপায় শাপমুক্ত হইয়াছেন, এবং দিব্য গন্ধর্ব্ব দেহ প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বরূপে—রামকে স্তব করিয়াছেন, স্তবে তুষ্ট ভগবান্ তাঁহাকে বর দিয়াছেন "যাহি মে পরমং স্থানং যোগিগম্যং সনাতনম্"—তুমি যোগিজনলভ্য আমার সেই পরমধামে গমন কর। তাদৃশ বর প্রাপ্ত হইয়া গন্ধর্ব্বরাজ প্রভু রামকে বলিলেন যে "ভক্তিমার্গবিশারদাশ্রমণা" শবরী নাম্নী তাপসী আপনার পাদপদ্মে ভক্তি সহকারে মনোনিবেশ পূর্ব্বক এই পুরোবর্ত্তী আশ্রমে বাস করিতেছেন। হে মহাভাগ! আপনি তাঁহার নিকটে গমন করুন, তিনি সকল কথাই আপনার নিকটে সবিস্তর ব্যক্ত করিবেন।"

লীলাময় ভক্তাধীন প্রভু রাম গন্ধর্ব্বরাজের কথা অনুসারে শবরীকে কৃপা করিবার জন্য তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। আহা! ভক্ত ভগবানের মিলন হইল। গুরুভক্তিমতী ভক্তিপরায়ণা শবরী লক্ষ্মণের সহিত রামকে দেখিয়াই সানন্দে আসন ত্যাগ পূর্ব্বক প্রভুর পদতলে পতিত হইলেন, আনন্দাশ্রুপূর্ণ লোচনে স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন এবং উত্তম আসনে শ্রীরাম লক্ষ্মণকে বসাইলেন। পরম ভক্তি সহকারে শ্রীরাম লক্ষ্মণের পাদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক সেই পবিত্র পাদোদক দ্বারা স্বীয় অঙ্গ অভিষিক্ত করিলেন, পরে প্রভুকে পূজাদি করিয়া পাদোদক দ্বারা "শবরী ভক্তিসম্পন্না প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ।"

ভক্তিমতী শবরী কৃতাঞ্জলি করপুটে শ্রীরামকে বলিলেন—"হে রঘুশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বকালে এই আশ্রমে আমার পরম গুরু মহর্ষিগণ বাস করিতেন, আমি তাঁহাদিগের শুশ্রূষা করিয়া বহু সহস্র বৎসর এখানে আছি। সম্প্রতি তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন। যাইবার সময়ে তাঁহারা আমাকে বলিয়া গিয়াছেন যে—"বৎসে! তুমি সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক এখানেই বাস কর, সনাতন পরমাত্মা রাক্ষসকুলের বিনাশ এবং ঋষিগণের রক্ষার জন্য দশরথের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ভক্তাধীন দয়াময় ভগবান্ তোমার এই পবিত্র আশ্রমে আসিবেন—"আগমিষ্যন্তি তে রামঃ সুপুণ্যমিমমাশ্রমম্।"

আমার গুরুগণের আদেশ এই যে—"রাম লক্ষ্মণ আসিবেন, তুমি সেই প্রিয় অতিথিদ্বয়কে সমাদর করিয়া পূজা করিও—"স তে প্রতিগ্রহীতঃ সৌমিত্রি সহিতোঽতিথিঃ।

দয়াময়! রাম! আমার দয়াল গুরুগণ আরও বলিয়া গিয়াছেন যে —"শবরি! একাগ্র ধ্যাননিষ্ঠা স্থিরাভব। যাবদাগমনং তস্য তাবদ্ রক্ষ কলেবরম্॥"

"তুমি একাগ্র মনে রামধ্যানপরায়ণা হইয়া স্থির ভাবে অবস্থান কর, কদাচ অস্থির হইও না। প্রভু অবশ্যই আসিবেন। যে পর্য্যন্ত তিনি না আসেন সে পর্য্যন্ত শরীর ধারণ করিয়া থাকিবে।"

"হে রাম! আমি সেই গুরুবাক্যে নির্ভর করিয়া দিবানিশি সর্ব্বদা তোমাকেই ধ্যানপূর্ব্বক তোমারই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি। আজ তুমি আসিয়াছ, আমার গুরুবাক্য সফল হইল—

"তথৈবাঽকরবং রাম! ত্বদ্ধ্যানৈকপরায়ণা।
প্রতীক্ষ্যাগমনং তেঽদ্য সফলং গুরুভাষিতম্॥"

শবরী ভক্তিগদগদ কণ্ঠে পুনরায় ভগবান্‌কে বলিতে লাগিলেন—"হে ভগবান্! আমার গুরুগণও তোমার দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই! হে অপ্রমেয় আত্মন্! আমি অতি মূঢ়া স্ত্রীজাতি এবং অতি নীচ কুলে আমার জন্ম। তোমার দাসগণের দাস তাহার, এইভাবে ক্রমে শত সোপানের পরবর্ত্তী অনুদাসের দাসী হইতেও আমি অধিকারিণী নহি, অতএব তোমার দর্শন আমার পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। হে দাশরথে! তুমি বাক্য মনের অগোচর পদার্থ তবে কিরূপে আমি তোমার দর্শন লাভ করিলাম! হে দেবদেব! আমি স্তব করিতে জানি না। কি করিব? পতিতপাবন তুমি নিজগুণে আমার প্রতি প্রসন্ন হও—

"তব সন্দর্শনং রাম! গুরূণামপি মে নহি।
যোষিন্মূঢ়াপ্রমেয়াত্মন্ হীনজাতি সমুদ্ভবা॥
তব দাসস্য দাসানাং শত সংখ্যোত্তরস্যবা।
দাসীত্বে নাধিকারোঽস্তি কুতঃ সাক্ষাৎ তবৈবহি॥
কথং রামাদ্য মে দৃষ্ট স্ত্বং মনোবাগগোচরঃ।
স্তোতুং ন জানে দেবেশ! কিং করোমি? প্রসীদ মে॥"

গুরুবাক্যে এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস, এইরূপ আকুলতা, এইরূপ ধ্যাননিষ্ঠা শরণাগতি বিনয়াদি না থাকিলে কি তাঁহাকে পাওয়া যায়? শবরী অকপট গুরুভক্তি বলে ঐ সব লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই ভগবানের দয়া হইয়াছিল তাই সুপ্রসন্ন ভগবান্ শবরীকে ভক্তিযোগের উপদেশ করিবা জন্য বলিলেন—

"স্ত্রীজাতি বা পুরুষ, সজ্জাতি বা অসজ্জাতি; প্রসিদ্ধ নামা বা অপ্রসিদ্ধ নামা উত্তম আশ্রম অবলম্বী বা অধম আশ্রম অবলম্বী যে কেহ হউক না কেন ভক্তি থাকিলেই আমার ভজনে অধিকারী হইতে পারে—

"স্ত্রীত্বে পুংস্ত্বে বিশেষো বা জাতিনামাশ্রমাদয়ঃ।
ন কারণং মদ্‌ভজনে, ভক্তিরেবাত্র কারণম্॥"

শ্রীভগবান্ এইভাবে ভক্তির পরম উপযোগিতা বর্ণনা করিয়া, ভক্তিহীন সাধন যে ব্যর্থ এবং "শ্রম এব কেবলম্—তাহাও বলিতেছেন—

"যজ্ঞদানতপোভির্বা বেদাধ্যয়ন কর্ম্মভিঃ।
নৈব দ্রষ্টুমহং শক্যোমদ্‌ভক্তিবিমুখৈঃ সদা॥"

যজ্ঞদান তপস্যা বেদ-অধ্যয়ন যাহাই করিনা কেন, উহা ভক্তিশূন্য হইলে ভগবান্ দেখা দেন না, ইহাই তাঁহার শ্রীমুখের বাণী সুতরাং প্রতি কার্য্যই ভক্তিশূন্য হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

শ্রীভগবান পূর্ব্বোক্তভাবে ভক্তির উপযোগিতা ও মাহাত্ম্য, অভক্তির নিষ্ফলতা ও দোষ কীর্ত্তন করিয়া ভক্তিমতী শবরীকে সংক্ষেপে ভক্তি যোগের কথা বলিয়াছেন তাহা এই—

(১) সতাং সঙ্গতিরেবাত্র প্রথমং সাধনং স্মৃতম্।
(২) দ্বিতীয়ং মৎকথালাপ স্তৃতীয়ং (৩) মদ্‌গুণৈরণম্॥
(৪) ব্যাখ্যাতৃত্বং মদ্‌বচসাং চতুর্থং সাধনং স্মৃতম্।
(৫) আচার্য্যোপাসনং ভদ্রে! মদ্‌বুদ্ধ্যাঽমায়য়া সদা॥
পঞ্চমং পুণ্যশীলত্বং যমাদিনিয়মাদি চ।
(৬) নিষ্ঠা মৎপূজনে নিত্যং ষষ্ঠং সাধনমীরিতম্।
(৭) মম মন্ত্রোপাসকত্বং সাঙ্গ সপ্তমমুচ্যতে।
(৮) মদ্‌ভক্তেষধিকা পূজা, সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ।
বাহ্যার্থেষু বিরাগিত্বং শমাদি সহিতং তথা।
অষ্টমম্, (৯) নবমং তত্ত্ববিচারো মম ভামিনি।"

ভক্তি সাধারণতঃ দুই প্রকার সাধ্যভক্তি এবং সাধন ভক্তি। যাহার দ্বারা ভক্তিলাভ হয় সেই উপায় সমূহই সাধন ভক্তি, উপরে উদ্ধৃত ভগবদ্‌বাক্যে সাধু সঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া তত্ত্ববিচার পর্য্যন্ত সাধন গুণে ভক্তিলাভের উপায়, এইজন্যই ঐ সব বাক্যে 'সাধনং স্মৃতম্, সাধনমীরিতম্"—ইত্যাদি বলা হইয়াছে; ঐ সব উপায় রূপ সাধন দ্বারা উপেয় সাধ্যে প্রেমস্বরূপ ভক্তির উদয় হয় তাই প্রভু নিজেই বলিয়াছেন "ভক্তি সঞ্জায়তে প্রেমলক্ষণা"।

শ্রী প্রহ্লাদের গুরু ব্রহ্মর্ষি নারদ এই ভক্তির কথায় বলিয়াছেন যে অনির্ব্বচনীয়ং প্রেম স্বরূপম্। মুকাস্বাদনবৎ।" নারদ ভক্তি সূত্র ৫১।৫২।

ভগবৎপ্রেমস্বরূপ এই ভক্তি অনির্ব্বচনীয় পদার্থ, ভাষার দ্বারা উহা প্রকাশ করা যায় না। এই ভক্তি বুঝান যায় না বটে, কিন্তু নিজে নিজে উহা বুঝা যায়, যেমন মুকের বস্তুরস আস্বাদন; বাক্ শক্তি বিহীন মুক ব্যক্তি বস্তুগত মধুরাদিরস স্বয়ং সুন্দর ভাবেই বুঝিতে পারে, কিন্তু ঐ রস কেমন ইহা যে কাহাকেও বুঝাইতে পারে না, ভগবৎ প্রেমস্বরূপা এই সাধ্যভক্তিও ঠিক ঐরূপ, ভক্ত উহা স্বয়ং বুঝেন, কিন্তু ইহার যথার্থ স্বরূপ অন্যের কাছে প্রকাশ করিতে পারেন না, ইহাই পূর্ব্বোক্ত নারদভক্তিসূত্র দ্বয়ের তাৎপর্য্য।

এখানে প্রণিধানের বিষয় এই যে ঐ প্রেমস্বরূপাভক্তির লক্ষণ কি? ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মানন্দকে অনেকে যেমন একই বস্তু বলেন তেমনি ভগবান্ এবং এই ভগবৎপ্রেমস্বরূপা ভক্তি কি অভিন্ন পদার্থ? উহা "অনির্ব্বাচ্য "তবে অনির্ব্বাচ্যত্বই কি উহার যথার্থ লক্ষণ? বেদান্তোপনিষৎ শাস্ত্রে ব্রহ্ম বস্তুকেও বহু স্থানে "অনির্ব্বাচ্য" বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে—

(১) যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়, তৈত্তিরীয় উপনিষৎ।২।৯

(২) ন তত্র চক্ষু র্গচ্ছতি ন বাগ গচ্ছতি ন মনঃ। সামবেদীয় কেনোপনিষৎ।১।৩ হইতে ৮ মন্ত্র।

(৩) নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়-কঠোপনিষৎ। ২।৩।১২

উদ্ধৃত বেদবাক্য সমূহের তাৎপর্য্য এই যে "ব্রহ্মবস্তু পরমাত্মা—বাক্য এবং মনের অগোচর" শবরীও শ্রীভগবান রামচন্দ্রকে "ত্বং মনোবাগ্গোচরং" বলিয়াছেন। বাক্য এবং মনের দ্বারাতেই বস্তু নির্ব্বাচন সম্ভব হয়, যিনি বাক্য ও মনের অগোচর তিনি "অনির্ব্বাচ্য"। এখানে বুঝিবার বিষয় এই যে ব্রহ্মবস্তু ভগবান্ * অনির্ব্বাচ্য, আবার তাঁহার প্রেমলক্ষণ ভক্তিও

---

* বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদ স্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দতে॥ শ্রীমদ্ভাগবত। ১।২।১১

"ঔপনিষদৈ র্ব্রহ্মেতি, হৈরণ্যগর্ভৈঃ (যোগিভিঃ, হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ যোগশাস্ত্র প্রবর্ত্তক স্তৎসম্প্রদায়ৈঃ) পরমাত্মেতি, সাত্বতৈঃ (ভক্তৈঃ) ভগবান্ ইতি শব্দ্যতে অভিধীয়তে।"

শ্রীধর স্বামীকৃত টীকা।

অনির্ব্বাচ্য—"অনির্ব্বচনীয়ং-প্রেমস্বরূপম্'' ; তাহা হইলে শ্রীভগবান্ এবং ভগবৎ প্রেমলক্ষণা ভক্তি এই উভয় পদার্থ কি তত্ত্বতঃ এক ? এ বিষয়ে আরও ভাবিবার ও বুঝিবার বিষয় এই যে—বেদে শ্রীভগবান্‌কে যেমন অনির্ব্বাচ্য বলা হইয়াছে আবার তেমনি তাঁহাকে সত্য-জ্ঞান-আনন্দস্বরূপও বলা হইয়াছে এবং রসস্বরূপও বলা হইয়াছে—

(১) "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ২।১

(২) "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ'। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ। ৩।৬।

(৩) "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি'—শুক্লযজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যক উপনিষৎ। ৪।৩।৩২।

৪। "রসো বৈ সঃ, রসোহ্যেবায়ং লব্ধা আনন্দী ভবতি। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ। ২।৭।

উদ্ধৃত বেদবাক্য সমূহের তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মবস্তু—সত্য জ্ঞান আনন্দ রস স্বরূপ। অনির্ব্বনীয় প্রেম স্বরূপা ভক্তিও যদি তত্ত্বতঃ ব্রহ্ম পদার্থ হয়, তবে এই ভক্তি, সত্য জ্ঞান আনন্দরসরূপা কি না ? এইভাবে অনির্ব্বচনীয় ভগবৎ প্রেম স্বরূপা ভক্তি যদি জ্ঞানরূপা হয়, তবে ভক্তি এবং জ্ঞান বিষয়ে এত বিচার বিপ্রতিপত্তি ও ইষ্ট কলহ সৃষ্টি হইল কেন তাহা সাধক সুধীগণ চিন্তা করিবেন।

এখন মূল কথা এই যে "সাধুসঙ্গ'' হইতে আরম্ভ করিয়া "তত্ত্ববিচার পর্য্যন্ত সাধন সমূহের দ্বারা প্রেমলক্ষণা ভক্তির উদয় হয় ইহাই ভগবদ্ বাক্যের সারকথা। উক্ত সাধনগুলি যথাক্রমে এই ১ম সাধুসঙ্গ, ২য় ভগবৎ কথালাপ, ৩য় ভগবদ্-গুণাদির কীর্ত্তন, ৪র্থ ভগবদ্‌বাক্যের ব্যাখ্যান অর্থাৎ ভগবচ্চরিত প্রখ্যাপক যেমন উপনিষৎ গীতা চণ্ডী প্রভৃতির ব্যাখ্যা। ৫ম অকপটে গুরুতে ঈশ্বর বুদ্ধি পূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা। ৬ষ্ঠ পবিত্র স্বভাব, যম অর্থাৎ চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা

অদ্বৈত সত্য জ্ঞান বস্তুই তত্ত্ব, ঐ এক পদার্থেরই তিনটী নাম, উপনিষদ্‌বাদি-গণ তাঁহাকে "ব্রহ্ম'' বলেন, যোগিগণ তাঁহাকে "পরমাত্মা'' বলেন, এবং ভক্তগণ তাঁহাকেই ভগবান্ বলেন।

ত্বক পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্‌পাণি পাদ পায়ু উপস্থ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এই দশ বহি-রিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রত্যাহার (এইগুলি যোগের বহিরঙ্গ-সাধন) ধ্যান ধারণা সমাধি (এই তিনটী যোগের অন্তরঙ্গ সাধন) এবং প্রতিদিন ভগবৎপূজনে একান্ত নিষ্ঠা তৎপরতা এই কয়েকটি ভগবদ্‌ভক্তি লাভের ষষ্ঠ সাধন। সপ্তম সাধন ঈশ্বর মন্ত্র জপ তাহার অর্থ ভাবনাদি। অষ্টম সাধন ভগবদভক্তের পূজামানাদি দান, সর্ব্বভূতে ঈশ্বর বুদ্ধি, বাহ্যজগতে বৈরাগ্য অর্থাৎ "শম" অর্থাৎ মনোরূপ অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ। নবম সাধন তত্ত্ববিচার—ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ।

পূর্ব্বকথিত ভক্তিসাধনগুলির মধ্যে শাস্ত্রীয় সাধন রহস্য সবই সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে সন্দেহ নাই, সুতরাং ভক্তিমতী শবরীর প্রতি শ্রীভগবানের ইহা অপূর্ব্ব দান ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। শ্রীভগবান ঐভাবে যথাক্রমে ভক্তি-সাধনগুলি প্রকাশ করতঃ পুনরায় শবরীকে বলিতেছেন যে—"হে শুভলক্ষণে! স্ত্রী পুরুষ বা তির্য্যগ্‌যোনিগত যে কোন ব্যক্তির এই নববিধ ভক্তিসাধন সম্পন্ন হইলে আমাতে তাহার প্রেমলক্ষণাভক্তি উৎপন্ন হইবেই"—

"এবং নববিধাভক্তি সাধনং যস্য কস্য বা।
স্ত্রিয়ো বা পুরুষস্যাপি তির্য্যগ্‌ যোনিগতস্য বা!
ভক্তিঃ সঞ্জায়তে প্রেমলক্ষণা শুভলক্ষণে।"

শ্রীভগবানের এই কথার দৃষ্টান্ত রামায়ণেই রহিয়াছে—সীতা, অনসূয়া, কৌশল্যা, অহল্যা স্বয়ম্প্রভা, শবরী প্রভৃতি স্ত্রীলোক। পুরুষভক্তগণের মধ্যে বাল্মীকি বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র ভরদ্বাজ, শরভঙ্গ, সুতীক্ষ্ণ, অগস্ত্য, অত্রি প্রভৃতি ইহাঁরা ঋষি। দশরথ, ভরত, লক্ষ্মণ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়। রাবণ বিভীষণ প্রভৃতি রাক্ষস জাতি। হনুমান, বালী, সুগ্রীব জাম্ববান ঋক্ষজাতীয়। গুহ অধম নিষাদ জাতীয়। জটায়ু সম্পাতি পক্ষী জাতীয়। ইহাঁরা যে সকলেই রামপ্রেমমগ্ন পরমভক্ত ইহা রামায়ণতাৎপর্য্যবেত্তার অবিদিত নহে, সুতরাং ভগবৎপ্রেমলক্ষণা ভক্তি যে উত্তম মধ্যম অধম জাতি, এবং পশুপক্ষিগণেরও হইতে পারে তাহা স্বয়ং রামব্রহ্ম তাঁহার নরলীলায় প্রকট করিয়া গিয়াছেন।

দয়াময় শবরীকে আরও বলিয়াছেন যে—সাধুসঙ্গ হইতে তত্ত্ববিচার পর্য্যন্ত সাধনগুলি পর পর সিদ্ধ হইলে তাহার প্রেমলক্ষণাভক্তির উদয় হইবেই, তাদৃশী

ভক্তির উদয়ে আমার স্বরূপতত্ত্ব অনুভবে আসিবেই, আমি যাহার অনুভবে প্রতিভাত হই, সে ইহজন্মেই মুক্তিলাভ করে অর্থাৎ জীবন্মুক্ত আখ্যা লাভ করে"—

প্রথমং সাধনং যস্য ভবেৎ তস্য ক্রমেণ তু।
ভবেৎ সর্ব্বং ততো ভক্তি মুক্তিরেব সুনিশ্চিতম্।
ভক্তৌ সঞ্জাত মাত্রায়াং মত্তত্ত্বানুভবস্তথা।
মমানুভব-সিদ্ধস্য মুক্তিস্তত্রৈব জন্মনি॥"

উদ্ধৃত ভগবদ্বাক্য দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সাধনগুলি কার্য্যকারণভাব সম্বন্ধ ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রথম "সাধুসঙ্গ" ফলে দ্বিতীয় "ভগবৎ কথালাপ, ভগবৎ কথালাপ ফলে ভগবদগুণরূপাদি কীর্ত্তন এইভাবে সমগ্র সাধনগুলিই সিদ্ধ হয়, এবং ঐ সমগ্রসাধনগুলি সিদ্ধ হইলে সাধ্য প্রেমলক্ষণাভক্তি লাভ হয়, ভক্তি লাভে ভগবত্তত্ত্বানুভূতি, এইভাবে উক্ত জীবন্মুক্ত হয়েন। এই জীবন্মুক্তের বর্ণনা বেদাদি শাস্ত্র এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন—

(১) আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ॥

বৃহদারণ্যক শ্রুতি। ৪।৪।১২

(২) "স চক্ষুরচক্ষুরিব, সকর্ণঃ অকর্ণ ইব, সবাক্ অবাগিব,
সমনা অমনা ইব, সপ্রাণঃ অপ্রাণ ইব।"

বেদান্ত দর্শন ১।১।৪ সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যকৃত শ্রুতি বাক্য।

(৩) "সম্যগ জ্ঞানাধিগমাদ্ধর্ম্মাদীনামকারণতা প্রাপ্তৌ।
তিষ্ঠতি সংস্কারবশাৎ চক্রভ্রমি বদ্ধৃত শরীরঃ॥

ঈশ্বর কৃষ্ণঘোষ্যকৃত সাংখ্য কারিকা—৬৭।

ইহা নৈষ্কর্ম্মযোগের অবস্থা, ঐ অবস্থায় উপস্থিত হইলে কর্ম্মের আবশ্যক হয় না। যেস্থানে যাইবার জন্য কর্ম্মপ্রদীপ জ্বালাইয়াছিলাম, সেখানে যখন উপস্থিত হইয়াছি, তখন ঐ প্রদীপ নিভিয়া গেলে ক্ষতি নাই। তাই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত দর্শন ভাষ্যে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—

"অলঙ্কারো হ্যয়মস্মাকং যদ্ ব্রহ্মাত্মাবতৌ,
সত্যাং সর্ব্ব কর্ত্তব্যতাহানিঃ কৃতকৃত্যতা চ।
বেদান্ত দর্শন শাঙ্করভাষ্য ১।১।৪ সূত্র।

শঙ্করাচার্য্য অতিশয় দৃঢ়ভাবে বলিতেছেন যে "ব্রহ্মবস্তু কি, আত্মা কি, ইহা অবগত হইলে ত আমার কৃতকৃত্যতাই হইয়া গেল, তখন সর্ব্ব কর্ত্তব্যতাহানি ত আমার অলঙ্কার।

ইহা অতীব উচ্চগ্রামের অর্থাৎ শেষ অবস্থার কথা, সনাতনী শ্রুতিবাণী এই তত্ত্ব এই ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন—

"মৃতা মোহময়ী মাতা, জাতো বোধময়ঃ সুতঃ।
অশৌচদ্বয়সংপ্রাপ্তৌ কথং সন্ধ্যামুপাস্ম হে॥
হৃদাকাশে চিদাদিত্যঃ সদা ভাসতি ভাসতি।
নাস্তমেতি ন চোদেতি কথং সন্ধ্যা মুপাস্ম হে॥
সামবেদীয় মৈত্রেয্যুপনিষৎ। ২।১৩-১৪।

জনন মরণাশৌচে সন্ধ্যা নিষিদ্ধ, কৃতকৃত্যতাপ্রাপ্ত ব্রহ্মভূত জীবন্মুক্তের অনুভূতি এই যে "আমার মোহময়ী মাতার মৃত্যু হইয়াছে, জ্ঞানময় পুত্রের জন্ম হইয়াছে, সুতরাং দুইটি গুরুতর জনন মরণাশৌচের সাঙ্কর্য্য ঘটিয়াছে, এমন অবস্থায় আমি কিরূপে সন্ধ্যা করিব? কারণ অশৌচে সন্ধ্যা করিবার অধিকারই থাকে না। আহা! আমার সতত উজ্জল হৃদয়াকাশে সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সূর্য্য সর্ব্বদাই দীপ্তি পাইতেছেন! তিনি উদিতও হন না, অস্তও যান না, সুতরাং আমার জীবনে সন্ধ্যার কালই উপস্থিত হয় না, আমি কিরূপে সন্ধ্যা করিব"?

"বহূনাং জন্মনামন্তে'—বহু জন্মের বহু সাধনায় কোনও দিন জীবের ভাগ্যে ঐরূপ অবস্থার উদয় হইলে সে তখনই বলিতে পারে—"আমি সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি, মৃত্যুপতিকেও ভয় দেখাইতে পারি—"আমায় ছুস্‌নে শমন! আমার জাত গিয়েছে।" আমার মায়া নামে মা মরেছে"। মায়া ক্রোড়ে সতত শায়িত আমার পক্ষে কিন্তু এই সন্ধ্যাদি কার্য্য পরিত্যাগ করিবার কল্পনা করাও ঘোরতর বিড়ম্বনা। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার স্বকৃত গায়ত্রীভাষ্যে এই কথাটি এই ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন—

"যদস্তি যদ্ ভাতি তদাত্মরূপম্
নান্যত্ততো ভাতি ন চান্যদস্তি।
স্বভাব সংবিৎ প্রতিভাতি কেবলা
গ্রাহ্যং গ্রহীতেতি মৃষৈব কল্পনা" ॥

কবির ভাষায় শঙ্করাচার্য্যের ঐ কথা বুঝিতে হইলে বলিতে হয়—

"ক্রিয়া লোপ, আত্মা সুশীতল,
নিবৃত্তি জাহ্নবী ধারা বহে কল কল।
এক, নাহি দুই আর,
আদরিণী থেমেছে এবার।"

পরমেশ্বরের অঙ্কাশ্রিত অঘটনপটীয়সী মহামায়ার নৃত্য বন্ধ হইলে ক্রিয়া লোপ হইবেই। কিন্তু আমার বুঝিবার মূল কথা এই যে—বল প্রকাশ করিয়া জীবনে কর্ম্মত্যাগের অবস্থা আনয়ন করা যায় না, কঠোর কর্ম্মের (পূর্ব্বোক্ত সাধনভক্তি সমূহের সুতীব্র সাধনায় পরাপ্রেমভক্তির উদয়ে পরম জ্ঞানের উদয়ে জীবের ভাগ্যে ঐরূপ সুদুর্ল্লভ সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয়। সে তখন কারাগার বিনির্মুক্ত চোরের মত এই সংসার হইতে বহুদূরে বাস করে, তখন আর তাহাকে "অহঙ্কার পুত্র", "বিত্তভ্রাতা", মোহমন্দির, আশাপল্লী, ইহারা শত সহস্র প্রলোভন দ্বারাও বাধ্য করিতে পারে না। বর্ষার প্লাবন উপস্থিত হইলে যেমন উচ্চ নীচ সমস্ত ভূমি জলময় হইয়া যায়, তেমনি জীবের ভাগ্যে সে প্লাবন আসিলে তাহার কর্ম্ম ভক্তি জ্ঞান সবই একাকার হইয়া যায়, শবরীর তাহাই হইয়াছিল, মহর্ষি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন "শবরী মুক্তি মাপ সা"।

শবরীকে গুরু বলিয়াছিলেন "আগমিষ্যতি তে রামঃ সুপুণ্যমিমাশ্রমম্— "প্রভু তোমার এই পুণ্য আশ্রমে আসিবেন।" যে পর্য্যন্ত তিনি না আসেন, সে পর্য্যন্ত দেহকে তাঁহার ধারণার উপযুক্ত করিয়া ধারণ কর—"তাবদ্ রক্ষ কলেবরম্। অস্থির হইও না "স্থিরা ভব, আর কিছু ভাবিও না, সর্ব্বদা "রাম রাম" ধ্যান কর—"তদ্ধ্যানৈকপরা ভব। সুতরাং আমাকেও শবরীর মত হইতে হইবে, তিনি আমার এই আশ্রমে আসিবেন এই বিশ্বাস সুদৃঢ় করিতে

হইবে, অস্থির হইলে চলিবে না, শবরীর মত গুরুবাক্যে একান্ত নির্ভর করিয়া স্থির হইতে হইবে, দেহকে তাঁহার ধারণার সেবার উপযুক্ত করিয়া রক্ষা করিতে হইবে, শবরীর মত প্রভু প্রেম প্রবাহমান অবিরল অশ্রুজলে বুক মুখ প্লাবিত করিতে হইবে. অবিরাম অভিরাম রাম রাম ধ্যান করিতে হইবে। উচ্চাধিকারিতা ও জ্ঞানের অভিমানে, বৃথা ভক্তির ভানে সন্ধ্যা প্রভৃতি কার্য পরিত্যাগ করিলে চলিবে না, বরণীয়ভর্গ দেবতার বজ্রবাণী এই—

শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে, যস্তে উলঙ্ঘ্য বর্ত্ততে।
আজ্ঞাচ্ছেদী মমদ্বেষী মদ্‌ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ"!

তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে, "প্রথমং সাধনং যস্য ভবেত্তমা ক্রমেণতু" এই ভগবদ্‌বাণী শিরোধার্য্য করিয়া আত্মনিবেদন পূর্ব্বক তাঁহার প্রসন্নতা কামনা করিতে হইবে—স্তোতুংন জানে দেব! কিংকরোমি? প্রসীদ মে। ভয় নাই, শরণাপন্নের সখা আসিবেন এবং শবরীর মত আমাকেও

"যস্মান্মদ্ ভক্তিযুক্তা ততোঽহং ত্বামুপস্থিতঃ।"

আমি প্রেমপুলকিত দেহে অপলক ছল ছল নেত্রে চাহিয়া দেখিব—

"ধনুর্ব্বাণধরং শ্যামং জটাবল্কলভূষিতম্
অপীব্যবয়সং সীতাং বিচিন্বন্তং সলক্ষ্মণম"॥

শ্রীশরৎকমল ন্যায়তীর্থ

থামিয়ে দে মা ভবের দোলা।

ব্রহ্মের যে স্পন্দন হইতে এই জগৎ সৃষ্ট হয়েছে, সেই স্পন্দনই আকর্ষণ ও বিকর্ষণরূপে দোলার ন্যায় বা লোলদণ্ডের ন্যায় একবার বহির্মুখে কেন্দ্রীভূত হয় ও একবার বহির্মুখে কোটি স্পর্শ করে। যাওয়া আসাই কর্ম্ম। আর ব্রহ্মের এই যে স্পন্দন ইহা ব্রহ্মের বা পরমাত্মার ইচ্ছা। ইচ্ছা হইতেই কর্ম্মের

উৎপত্তি। এই কর্ম্ম অফুরন্ত, ইহা অনন্তকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে ও অনন্তকাল চলিবে।

এই কর্ম্ম লইয়াই জন্ম মৃত্যু, এই যাওয়া আসা। এই কর্ম্মই জীবকে দেহ ধারী করে ও সংসারে আনে। অতএব এই কর্ম্মের হাত থেকে বুঝি কাহারও অব্যাহতি নাই। তারপর এই স্পন্দনের এই ইচ্ছার তারতম্যে কর্ম্মের তারতম্য এবং ইহা হইতেই সুখ দুঃখ। যদি কোন রকমে এই স্পন্দন রহিত হয়, কেন্দ্রে আসিয়া থামিয়া যায় তাহা হইলে তখন সুখ দুঃখ বলিয়া কিছু থাকে না। এই ইচ্ছাই বা এই স্পন্দনই প্রকৃতি বা ত্রিগুণময়ী মায়ার সৃষ্টির আদি কারণ। আত্মা নির্ব্বিকার ও নিস্পন্দ প্রকতির সংযোগেই ইহার তরঙ্গ ভঙ্গ, তাই আত্মার সুখ দুঃখ নাই। সুখ দুঃখ সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক অর্থাৎ স্পন্দনধর্ম্মী মনেরই অবস্থা।

আমরা সুখ বা দুঃখ ভোগ করি মনে, আর এই সুখ দুঃখ ভোগ আমাদের কর্ম্মানুসারেই হইয়া থাকে—সৎকর্ম্মের ফল সুখ ও অসৎ কর্ম্মের ফল দুঃখ। কিন্তু এই সুখ বা দুঃখ ইহার মুলে রহিয়াছে কামনা বা ইচ্ছা, যাহা হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি। এই কামনা যেদিন আমাদের তিরোহিত হবে, সেই দিনই আমাদের কর্ম্ম ছুটে যাবে, আমরা অকর্ম্মা নিষ্কর্ম্মা হয়ে যাব। কিন্তু ইহা হয় কি, ইহা সম্ভব? হাঁ ইহা হয় ও ইহা সম্ভব। কিন্তু ইহা ক্ষণিকের তরে সুষুপ্তি বা সমাধি অবস্থায় হয়—যখন দোলা কেন্দ্রীভূত হয়। কিন্তু ইহা অধিক ক্ষণস্থায়ী হয় না। এই না থামাই, এই স্থায়ী না হওয়াই সংসার গতি, জন্ম জন্মান্তরে জন্ম মৃত্যু। ইহাই মহামায়ার খেলা, ইহাই দোল খাওয়া দোল লীলা।

এই যে সুষুপ্তি, ইহা দীর্ঘ কাল স্থায়ী হয় কি? হয়, কিন্তু ইহা ব্রহ্মের, করুণাময়ী মার আমার করুণাসাপেক্ষ ও আমাদের সাধনা সাপেক্ষ। এই সাধনায় আমাদের জীবন গঠন হইলে আমরা সেই সুষুপ্তিময়ীর সাযুজ্য ও সারূপ্য লাভ করিব, এক কথায় আমরা তিনিময় হয়ে যাব। আমরা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুসারে যে প্রকৃতি লাভ করেছি সেই প্রকৃতি অনুসারেই আমরা চলিয়া থাকি। এই কর্ম্মফলের হাত হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই, এমন কি মুক্তি কামী সাধক প্রবরের ও প্রকৃতিকে অতিক্রম করিবার সাধ্য নাই।

এখন কথা হচ্চে, প্রকৃতি যদি আপন স্বভাবে মানুষকে চালাইবেই তাহলে মানুষের উপায় কি? উপায় আছে—উপায় একমাত্র ভগবান। আমরা

আমাদের প্রকৃতি বশে অর্থাৎ নিজেই যে দিকে রস পাই সেই দিকেই ধাবমান হই তা সে যতই ক্ষণিক হউক কারণ নিজের ইচ্ছামত কাজেই জীবের রুচি হয়। সংস্কার হিসাবে এই রুচিই ক্রমশঃ বাড়িয়া অনন্তকাল চলিতে থাকে। কিন্তু তা হলে কি জীব অনন্তকাল ধরিয়াই নিম্ন গতিতে চলিতে থাকিবে? সে কি কোন দিনও গতি লাভ করিবে না, সে কি মুক্ত হবে না? হবে বই কি, জলের ন্যায় ওঠা নাবাই সৃষ্টির রহস্য। নাট্য সম্রাট ৺গিরিশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়, তাঁহার বিল্বমঙ্গল গ্রন্থে লিখে গেছেন— উঠা নাবা প্রেমের তুফানে। যথার্থই প্রেমময়ের প্রেমসাগরে আমরা নিয়তই উঠিতেছি পড়িতেছি ও এই উঠানাবার ভিতর দিয়াই আমাদের এই জন্মজন্মান্তরের মরণ যজ্ঞের মধ্য দিয়াই একদিন নিরস্ত হয়ে সেই প্রেমসাগরে স্থির অচঞ্চল হয়ে যাব। তখন উঠানাবা আমাদের থেমে যাবে, আমরা মুক্ত হয়ে যাব।

উঠা নাবাই যখন তাঁর সৃষ্টির রহস্য তখন নিম্নগতি উর্দ্ধগতি হবেই। কিন্তু হবে কি করে? নিম্নগতি হতে হতে জীব যখন তার নিম্নগতি অনুভব করবে তখনই সে পরিত্রাহি করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিবে। জীব মাত্রেই তাহার স্বভাবানুরূপ ইচ্ছামত কার্য্যে রস পায় বলিয়াই সে সেই রসে ডুবে থাকতে চায়। কিন্তু সে রসে যে পূর্ণ আনন্দ নাই সে রস যে দুঃখময় তা সে তখন সেই ক্ষণিক আনন্দের সময় বুঝতে পারে না। মন্দ কার্য্যের মধ্যে যে ক্লেশ সে ক্লেশ জীব অনুভব করতে পারে না, তার মধ্যে আপাততঃ মধুর যে সুখ সেই সুখ টুকুই সে অনুভব করে ও তার রসাস্বাদন করে এবং এই জন্যই সে সেই কাজ করে। যে দিন তার সুখানুভবের পরিবর্ত্তে দুঃখানুভব হবে, জগতের প্রতি কার্য্যে যে ক্লেশ আছে তা তার ধারণায় আসবে সেই দিনই সে মুক্তি পথে যাবার জন্য অর্থাৎ নিম্নগতিকে উর্দ্ধগতি করবার জন্য লালায়িত হবে, এক কথায় মুক্তি প্রার্থী হবে। কষ্টে পড়লেই লোকের মন ফেরে, দীন আর্ত্ত হইলেই পরিত্রাণপরায়ণের খোঁজ পড়ে। যে যতই মন্দ কাজ করুক না কেন একদিন না একদিন তার বিশ্বস্রষ্টাকে মনে পড়বেই। ইহাই তাঁর সৃষ্টি রহস্য করুণাময়ের করুণায় তাই বলচি তাঁরা কৃপা ভিক্ষা কর, বল—"থামিয়ে দে মা তোর ভবের দোলা'—আর আমার নিয়ে দোল খাসনে মা, অনেক দোল খেয়েছি আর দোল খেতে পারি নি।'

আমরা যখন ইচ্ছাময়েরই সন্তান তখন আমরাও ইচ্ছাময়। পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মের জন্মের ইচ্ছায় আমার সেই সেই জন্মের কর্ম্মের সংস্কার আমার জীবনের ভিত্তি হয়ে গেলেও, আমি ইচ্ছাময় বলে এ জন্মে কিছু নূতন ইচ্ছা করতে পারি।

মানুষ যতই মন্দ কাজ করুক তার ভাল কাজ করতে নিশ্চয় ইচ্ছা করে, নিশ্চয় প্রবৃত্তি হয় কিন্তু এই ইচ্ছা বলবতী হতে দেয় না তার পূর্ব্ব সংস্কার। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের ফল, আমরা ইচ্ছা করি বা না করি, আমাদের ভোগ করতেই হবে। এই কর্ম্ম ভোগই আমাদের রুচি, আর এই রুচির জন্যই আমাদের ভাল কাজে রুচি হয় না। তবে রুচি না হলেও ইচ্ছা একটা হয় কারণ মানুষ পূর্ণ মাত্রায় পাপী হইতে পারে না—পূর্ণানন্দ লাভ করাই তার ধর্ম্ম —পূর্ণের আকর্ষণে সে সদাই আকর্ষিত। যখন আনন্দই আমাদের ধর্ম্ম, তখন মন্দ কর্ম্মে যে পরিণামে নিরানন্দ আছে প্রকৃত আনন্দ নাই—যা আমরা প্রকৃত পক্ষে ভোগ করতে চাই না—তা আমরা বুঝতেই পারি না। কিন্তু একদিন না একদিন সেই নিরানন্দ আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হবে অর্থাৎ জ্ঞানগোচর হবে। এই জ্ঞান লাভ করবার জন্য আমাদের নিয়তই তাঁর করুণা ভিক্ষা করা চাই,—থামিয়ে দে মা ভবের দোলা এই কথা মিথ্যাবাদী রাখাল বালকের মত প্রত্যহ বলা চাই এবং এই বলতে বলতে একদিন যথার্থই আমরা তন্তুকীটের মত মুক্ত হয়ে যাব।

এই 'থামিয়ে দে মা ভবের দোলা' বলতে পারবার জন্যই শাস্ত্র আমাদের এত উপদেশ দিয়েছেন, শাস্ত্রোলোচনা করতে বলেছেন ও সাধুসঙ্গ করতে বলেছেন। এই নূতন প্রবৃত্তি জাগাইবার জন্যই, বিকর্ষণ হইতে আকর্ষণের টানে পড়বার জন্যই অর্থাৎ বিষয়ের আকর্ষণ হইতে তাঁর আকর্ষণে পড়বার জন্যই তাঁরই এই আয়োজন, কারণ বেদ ত তাঁর শ্রীমুখের কথা। আমার পুরাতন প্রকৃতি আমাকে যে দিকে চালায় চালাক, তাতে আমার কোন ক্ষতি নাই, আমি নিয়তই যেন বলতে পারি—'থামিয়ে দে মা···।' আমি শতবার সহস্রবার লক্ষ বার এমন কি জন্ম জন্ম বলিয়াও বিফল মনোরথ হলেও এ বলা যেন না ছাড়ি। এই বলতে বলতে একদিন এই বলার সংস্কারেই আমার জ্ঞানোদয় হবে যে আমি যথার্থই আর্ত্ত তখনই প্রকৃত বলে উঠতে পারব,—

শরণাগতদীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তি হরে দেবি! নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

এবং মুক্ত হয়ে যাব, আমার ভবের দোলা থেমে যাবে।

ওঁ তৎ সৎ।

শ্রীললিত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

থিওসফি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

(দ্বিতীয় প্রবন্ধ)

এবার থিওসফির প্রবর্ত্তকদের ভিতরের কথা বলিতেছি।

অন্তরঙ্গদের মধ্যে চিঠি পত্রেই ভিতরের কথা প্রকাশ পায়—চিঠি লেখক তো ভাবেন না যে তাঁহার চিঠি সাধারণ্যে প্রকাশিত হইয়া "গুমর ফাঁক" করিয়া দিবে।

এতৎ সহ একখানি চিঠির অনুবাদ দিতেছি—তাহা হইতে সকলেই ভিতরের কথা বুঝিতে পারিবেন। এই চিঠিখানি *"মহাত্মা" (বা "ভ্রাতা") ম—অর্থাৎ মোরীয় কর্ত্তৃক এ, পি, সিনেট্ সাহেবের উদ্দেশ্যে লিখিত তবে লেখাতে একটু কায়দা আছে। ম—মাদাম ব্লাভাটস্কীর নিকট বলিয়া গিয়াছেন—তিনি তাহা প্রথমতঃ যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়া, পরে ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়া সিনেট সাহেবকে লিখিয়াছেন। দুই জন থিওসফিষ্ট বেণীমাধব বাবু * ও মহামহোপাধ্যায় আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্যের বাসনা ছিল যে সিনেট্ সাহেব ও হিউম সাহেব নিকট যেমন মহাত্মাদের চিঠি পত্র আসিত, তাঁহাদের নিকটও ঐরূপ আসে। বেণীমাধব বাবু সিনেটকে বোধ হয় তদ্বিষয়ে কিছু লিখিয়াছিলেন। ঐ সাহেব তাহাতে প্রশ্নসূচক কিছু মাদামযোগে মোরীয়া নিকট পাঠাইয়াছিলেন তদুত্তরে এই চিঠি। †

---

* এই অনুবাদ আমি করি নাই—বৌদ্ধ শাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ জনৈক বন্ধু (আমার অনুরোধে) ইহা করিয়াছেন।

* ইহার সম্বন্ধে নানাস্থলে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াও পরিচয় সূচক কিছু জানিতে পারা যায় নাই।

অনুবাদে মধ্যে মধ্যে ( ) এইরূপ বন্ধনী মধ্যে যাহা দেখা যাইবে—তাহা মাদাম কর্ত্তৃক যোজিত বাক্যাদির অনুবাদ আর মধ্যে মধ্যে [ ] ঈদৃশ বন্ধনী মধ্যে যাহা আছে তাহা আমার যোজিত।

† যাঁহারা মূল (ইংরেজী) চিঠি দেখিতে চান তাঁহারা The Mahatma Letters (A. P. Sinitt no CXXXIV—pp 451—63 দেখিবেন।

১৩৪নং চিঠি।

আমি [অর্থাৎ মাদাম] গতকল্য শেষ রাত্রে সাহানপুর হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। বাড়ীখানা খুবই ভাল, তবে ঠাণ্ডা স্যাত্‌সেতে ও ভীষণ নির্জ্জন। একরাশি চিঠি পাইলাম তার মধ্যে তোমার [অর্থাৎ সিনেটের চিঠির উত্তরই প্রথমে দিতেছি।

ম'র [অর্থাৎ মোরিয়ের] সঙ্গে শেষকালে দেখা করিয়া তোমার বরং বেণীমাধবের শেষ পত্রখানা যাতে তুমি একটি প্রশ্ন লিখিয়া দিয়াছ—তাঁকে দেখাইলাম। মোরিয় ঐ প্রশ্নটিরই উত্তর দিয়াছেন। তাঁহার কথানুসারে উহা আমি লিখিয়া রাখিয়াছিলাম—এখন নকল করিয়া দিতেছি।

আমি অর্থাৎ মোরীয় এলাহাবাদের থিয়োসোফিষ্টদিগের সম্বন্ধে আমার মতামত সিনেটকে লিখিয়া দিয়াছি (যদিও ইহা আমার মারফত নহে)। * আদিত্যরামভ নির্ব্বোধের ন্যায় একখানা পত্র দামোদরকে লিখিয়াছে, বেনীমাধবও সিনেটকে নির্ব্বোধের ন্যায় একটি অনুরোধ লিখিয়া জানাইয়াছে। কুবহুব (অর্থাৎ কুটদৃষ্টী দুইজন লোকের সঙ্গে—যাহাদের দ্বারা সোসাইটির অত্যন্ত উপকার হইয়াছিল—পত্র ব্যবহার করিতে সম্মত হইয়াছিলেন দেখিয়া তাহারা সকলেই বুদ্ধিমান্ বা নির্ব্বোধ চতুর বা মূঢ়, উপকারকবা অনুপ-কারক সকলেই সমরূপে সাক্ষাৎভাবে আমাদের সঙ্গেও পত্র ব্যবহার করিতে দাবী করিয়া থাকে। উঁহাকে (তোমাকে) [অর্থাৎ সিনেটকে] বলিবে যেন ইহার প্রশ্রয় দেওয়া না হয়। দীর্ঘকাল হইতে আমরা কাহারও সহিত পত্র ব্যবহার করি নাই, করিতে ইচ্ছাও করি না বেনীমাধব অথবা অন্যান্য যাহারা এইপ্রকার দাবী করিয়া থাকে, তাহারা এমন কি কার্য্য করিয়াছে যাহাতে এইপ্রকার দাবীর সার্থকতা প্রমাণিত হয়? কিছুই করে নাই। [ক] তাহারা সোসাইটিতে যোগদান করে ও নিজেদের প্রাচীন বিশ্বাস ও কুসংস্কার সমূহকে পূর্ব্ববৎ দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে এবং জাতিভেদ প্রভৃতি নিজেদের আচার সমূহের একটিও পরিহার না করিয়াই, স্বার্থপরতা

---

* ইহা মাদমের যোজিত।

বশতঃ, আমাদিগের সাক্ষাৎকার বার্ত্তালাপ ও প্রতি বিষয়ে আমাদিগের সহকারিতা প্রত্যাশা করিয়া থাকে। [ক] যাহারা সিনেটের নিকট এইপ্রকার অধিকারের দাবী করিয়া প্রার্থনা জানাইবে, তাহাদিগকে যদি তিনি নিম্নোক্ত প্রণালীতে উত্তর দান করেন, তবে আমরা সুখী হইব। ভ্রাতৃগণ [অর্থাৎ মহাত্মারা] লেখকদিগের 'নোটিভদিগের' সকলকে সংবাদ দিবার জন্য আমার নিকট ইহা প্রকাশ করিয়াছেন যে যদি কোন ব্যক্তি পূর্ণমাত্রায় থিয়োসোফিষ্ট হইতে, অর্থাৎ দামোদর সবলঙ্কার যেমন হইয়াছিল, ঠিক তেমনই ভাবে প্রস্তুত না হয়, [খ] যদি কেহ জাতিভেদ ও পুরাতন অন্ধ সংস্কার সকল সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়া নিজেকে যথার্থ সংস্কারকরূপে (বিশেষতঃ বাল্য বিবাহ বিষয়ে) পরিচিত করিতে সম্মত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে কেবলমাত্র সোসাইটির সদস্য হইয়াই থাকিতে হইবে। [খ] আমাদিগের নিকট হইতে পত্রাদি পাইবার আশা তাহার নাই। সোসাইটি এই বিষয়ে সাক্ষাৎভাবে আমাদিগের আদেশানুসারে কাহাকেও দ্বিতীয় বিভাগের † থিয়োসোফিষ্ট হইতে বাধ্য করে না। ইহা হওয়া তাহার সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। [গ] আমার জীবন বিশুদ্ধ, আমি মদ্য, মাংস ও নিষিদ্ধাচরণ হইতে বিরত, আমার আকাঙ্ক্ষা সবই শুভ, ইত্যাদি প্রকারে তর্ক দ্বারা অথচ স্বার্থ আচরণের দ্বারা নিজের ও আমাদের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি করা সদস্যের পক্ষে ব্যর্থ। আমরা যথার্থ অহন্মগুলীর, অন্তরঙ্গ বৌদ্ধধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শিষ্য। শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি? শত সহস্র ফকীর, সন্ন্যাসী এবং সাধুপুরুষ অতি পবিত্রভাবে জীবনযাপন করিতেছে বটে কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় তাহারা মিথ্যামার্গে সঞ্চরণ করিতেছে, কারণ তাহারা এ পর্য্যন্ত কখনই আমাদিগের সঙ্গে দেখা করিবার এমন কি আমাদিগের সম্বন্ধে কোন কথা শুনিবারও অবকাশ পায় নাই। তাহাদিগের পুর্ব্বপুরুষগণ ভারতবর্ষ হইতে পৃথিবীর একমাত্র সত্যদর্শনের অনুবর্ত্তিগণকে বিতাড়িত করিয়াছিল—সুতরাং এখন ইঁহাদিগের (অর্থাৎ আমাদিগের) [অর্থাৎ মহাত্মাদের] পক্ষে তাহাদিগের নিকট যাওয়া যুক্তি-সিদ্ধ নহে এবং তাহাদিগেরই ইঁহাদিগের (অর্থাৎ আমাদিগের) নিকটে আগমন করা সঙ্গত (অবশ্য যদি ইহাদিগকে—অর্থাৎ আমাদিগকে—তাহারা [অর্থাৎ বোধ হয় সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ—এইরূপভাবে জাতিকুল বিসর্জ্জন দিয়া ! !] তাহারা চায় ! তাহারা আমাদিগকে অর্থাৎ বৌদ্ধগণকে নাস্তিক বলিয়া থাকে,

তাহাদিগের মধ্যে কে এই প্রকার বৌদ্ধ অথবা নাস্তিক হইতে প্রস্তুত আছে? কেহই নহে। [গ] যাঁহারা আমাদিগকে বিশ্বাস করিয়া আমাদিগের অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহার সুফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। [ঘ] মিঃ সিনেট এবং হিউমকে অবশ্য নিয়মের ব্যভিচার মনে করা যাইতে পারে। কারণ তাঁহাদিগের বিশ্বাস আমাদের সহিত মিলিত হইবার পক্ষে বাধক নহে। বস্তুতঃ তাঁহাদিগের যথার্থ বিশ্বাস কিছুই নাই। তাঁহারা চতুর্দ্দিকে অসৎপ্রভাব এবং দূষিত তাড়িৎ প্রবাহের দ্বারা—যাহা হয়ত মদ্যপান কুসংসর্গ ও অনিয়ন্ত্রিত দৈহিক সম্বন্ধে (অপবিত্র লোকের সঙ্গে করমর্দ্দনজনিত) হইতে উৎপন্ন—পরিবেষ্টিত থাকিতে পারেন। কিন্তু এইগুলি স্থূল এবং ভৌতিক প্রতিবর্দ্ধক মাত্র। একটু সামান্য চেষ্টা করিলেই, আমরা নিজের বিশেষ ক্ষতি স্বীকার না করিয়াও ইহার প্রতিরোধ করিতে পারি। এমন কি ইহাকে একেবারে দূরীভূত করিতে পারি। [ঘ] কিন্তু ভ্রান্ত অথচ সরল বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন তাড়িৎশক্তি এবং অদৃশ্য প্রভাব এত সহজেই অতিক্রম করা যায় না। (ঙ) দেবগণে অথবা ঈশ্বরে বিশ্বাস ও অন্যান্য কুসংস্কারবশতঃ যে সকল কোটি কোটি বাহ্যপ্রভাব, চেতনাসত্তা এবং শক্তিশালী কার্য্যোৎপাদক পদার্থ নিজের চতুর্দ্দিকে আকৃষ্ট হয়, তাহাদিগকে দূর করিতে হইলে আমাদিগের পক্ষে অসাধারণ শক্তি প্রয়োগ করা আবশ্যক। (ঙ) আমরা তাহা করিতে ইচ্ছা করি না। (চ) যে সকল অনুন্নত লোকাধিষ্ঠাতৃ-দেবগণ ভিন্ন ভিন্ন দেবতারূপে এবং কখনও কখনও পৃথিবীতে আবির্ভূত সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিরূপে অভিনয় অরিতে আনন্দ অনুভব করেন, তাঁহাদের সহিত সংগ্রাম করিয়া সময়ের অপচয় করা আমরা আবশ্যক অথবা লাভজনক মনে করি না। যেমন ধ্যানচোহান আছেন, তেমনি অন্ধচোহানও আছে। ইহারা বস্তুতঃ অসদ্ভাবাপন্ন জীব (devils) নহে। তবে ইহারা অসম্পূর্ণ সত্ত্ব imperfect intelligence) মাত্র। ইহারাও এই পৃথিবী বা অন্য কোন লোকে কখনই জন্ম গ্রহণ করে নাই। ইহারা কখনও বিশ্বনির্মাতৃবর্গের অন্তর্গত হইবে না। বিশ্বস্রষ্টৃগণ শুদ্ধলোকাধিষ্ঠাতৃসত্ত্ব (the pure planetary intelligence) ও প্রতিমন্বন্তরের অধিষ্ঠাতা (অন্ধচোহানগণ প্রলয়ের অধিষ্ঠাতা) এই কথা সিনেটকে বুঝাইয়া বলিবে (আমি পারিব না।) আমি হিউমকে যে অল্প কয়েকটি বিষয় বুঝাইয়া দিয়াছি তাহা বার বার সিনেটকে (তোমাকে) পড়িতে বলিবে। তাহাকে স্মরণ রাখিতে বলিবে যে এই জগতের সকল পদার্থই বিরোধ বা দ্বন্দ্বভাবাপন্ন (আমি ইহার চেয়ে ভাল অনুবাদ করিতে অক্ষম, * সুতরাং

---

* মাদামের যোজিত বাক্য ( ) মধ্যে দেওয়া হইয়াছে।

(ছ) যেমন ধ্যানী চোহানগণের জ্যোতিঃ সত্য, তদ্রূপ শুদ্ধসত্ত্বের বিপরীত ম-সো চোহানগণের বিনাশকারক সত্ত্ব ও সত্য হিন্দু খৃষ্টীয় ধর্ম্মের দেবগণ, মহম্মদ, গোঁড়া ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অন্যান্য সকলেই এই ম-মো চোহান শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যত দিন পর্য্যন্ত ইহাদের প্রভাব ইহাঁদের উপাসকগণের উপর বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত উহাদের সঙ্গে মিশা বা উহাদের কার্য্যের বিরোধকারিতা (counteracting) করার বিষয়ে আমরা বিবেচনা করিতে পারি না। (ছ) *যেমন পৃথিবীর দুষ্টপ্রকৃতির (red caps) লোকের সম্বন্ধে আমরা কিছুই করি না। উহাদের অশুভ ফল আমরা প্রশমিত করিতে চেষ্টা করিলেও যতদিন উহা আমাদের পথের প্রতি বন্ধক না হয় তত দিন উহাদের কার্য্যে আমরা হস্তক্ষেপও করিতে অধিকারী নহি, বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও সেরূপ জানিবে। (আমার বোধ-হয় তুমি ইহা বুঝিতে পারিবে তবে এই বিষয়ে ভাল করিয়া চিন্তা করিবে।)

(মরব কথার তাৎপর্য্য এই যে যাহা স্বাভাবিক যে কার্য্য প্রতিজীব শ্রেণীর পক্ষে প্রবর্ত্তক নিয়মে বিহিত তাহার বিরুদ্ধে যাওয়ার অধিকার বা সামর্থ্য তাঁহাদের নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ভ্রাতৃগণ আয়ুঃ বর্দ্ধিত করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহারা নিজের জন্যও মৃত্যুকে বিনষ্ট করিতে পারেন না। তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে অশুভ প্রশমিত করিতে ও দুঃখের লাঘব করিতে পারেন বটে, কিন্তু অশুভ বা দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ সাধন করিতে পারেন না। ধ্যান চোহানগণও সেই জন্য মনোচোহান গণের কার্য্যে বাধা উৎপাদন করিতে পারেন না। কারণ (জ) ইহাদের ধর্ম্ম যেমন প্রকাশ জ্ঞান ও সৃষ্টি তদ্বৎ মায়া চোহানগণের ধর্ম্ম আবরণ অজ্ঞান ও লয়। ধ্যান চোহানগণ বুদ্ধত্ব বা ঐশ্বরিক প্রভাব সত্তা ও আনন্দময় জ্ঞানের প্রতীক স্বরূপ মমো চোহানগণ তদ্রূপ প্রকৃতিগত শিবভাবের বা জেহোবা ভাবের অথবা অন্যান্য অজ্ঞান বহুল কল্পিত বিকট সত্ত্বের বিগ্রহ স্বরূপ। [জ]

'ম'র শেষ কথাই আমি এই ভাবে ভাবান্তর করিতেছি "তাহাকে (তোমাকে) বলিও যে, জিজ্ঞাসুব্যক্তিগণের কল্যাণার্থ আমি বেণীমাধবের ২১৩টি প্রশ্নের উত্তর দিতে সম্মত আছি। কিন্তু আমি তাহার সঙ্গে বা অন্য কাহারও সঙ্গে পত্র ব্যবহার করিব না। সে যেন স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাবে সিনেটের (তোমার) নিকট প্রশ্ন করে। তাহা হইলে আমি তাহার (তোমার) মারফত উত্তর দিব।"

এই অনুবাদের যে সব অংশ [ক]—[ক], [খ]—[খ], [গ]—[গ], [ঘ]—[ঘ],] ঙ]—[ঙ], [চ]—[চ], [ছ]—[ছ], ও [জ]—[জ], এইরূপ চিহ্নিত হইয়াছে, সেই গুলি বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য।

[ক]—[ক], এবং [খ]—[খ], অংশে প্রায় একই কথা রহিয়াছে—অর্থাৎ মহাত্মাদের সাক্ষাৎকার, বার্ত্তালাপ ইত্যাদি বিশেষ অনুগ্রহ পাইতে হইলে হিন্দুর যাহা বৈশিষ্ট্য, যথা জাতিভেদ বাল্যবিবাহ প্রভৃতি শাস্ত্র বিহিত আচার আচরণ সমস্তই পরিত্যাগ করিতে হইবে। প্রাচীন বিশ্বাস ও কুসংস্কার মধ্যে আরো অনেক ব্যপার রহিয়াছে—ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইবে।

[গ]—[গ]—অংশে ম—মহাত্মার পেটের কথা অনেকটা জানা যাইতেছে। তাঁহারা অর্থাৎ বৌদ্ধেরাই যথার্থ-পথে বিবরণ করিতেছেন। কুমারিল শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পৃথিবীর একমাত্র সত্য দর্শনের "অর্থাৎ বৌদ্ধমতের অনুবর্ত্তিগণকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিয়াছেন; যতই বিশুদ্ধ ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহিত হউক না কেন—হিন্দুরা মিথ্যা মার্গে সঞ্চরণ করিতেছে। তাই মহাত্মারা আমাদের অর্থাৎ হিন্দুদের নিকটে যাইবেন না! তবে হিন্দুদের মধ্যে কেহ যদি বৌদ্ধ হইতে প্রস্তুত থাকে তাহাহইলে বোধ হয় কৃপালাভ করিতে পারেন।

[ঘ]—[ঘ]—সিনেট হিউম প্রভৃতি সাহেবদের চারিদিকে" অসৎ প্রভাব ও দূষিত তাড়িত প্রবাহ দ্বারা একটা বেষ্টনী সৃষ্ট হইতেছে—পরন্তু মহাত্মারা ইহা সামান্য চেষ্টা দ্বারাই প্রতিরোধ করিতে বা দূরীভূত করিতে সমর্থ; কিন্তু

[ঙ]—[ঙ]—"দেবগণে অথবা (একমাত্র) ঈশ্বরে বিশ্বাস" (যাহা মহাত্মার মতে "কুসংস্কার") বশতঃ হিন্দুদের চতুর্দ্দিকে যে সকল "কোটি কোটি বাহ্য-প্রভাব চেতনাসত্বা ও শক্তিশালী কার্য্যোৎপাদক পদার্থ" আকৃষ্ট হইতেছে—তাহা দূর করিতে গেলে মহাত্মাদের অসাধারণ শক্তিপ্রয়োগ করা আবশ্যক হইবে—তাঁহারা সেইটা আবশ্যক মনে করেন না—কেননা

[চ]—[চ]—হিন্দু দেবদেবী বা অবতারগণের সঙ্গে সংগ্রাম করা মহাত্মগণের সময়ের অপচয় মাত্র—অতএব লাভজনক কিছু নহে।

[ছ]—[ছ]—যেমন (বৌদ্ধ) ধ্যানীচোহান শুদ্ধসত্ব জ্যোতিসম্পন্ন,—তেমনি তদ্বিপরীত ম-মো চোহানগণও রহিয়াছে "হিন্দু খৃষ্টীয় ধর্ম্মের দেবগণ, মহম্মদ, গোঁড়া ধর্ম্মসম্প্রদায় (উপাস্য) অন্যান্য সকলেই" ইহাদের (অর্থাৎ ম-মো দেরা)

অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের উপাসকগণ যতদিন উপাস্য ঐ সব ম-মো দের প্রভাবাধীন থাকিবে—অর্থাৎ হিন্দু মোসলমান খ্রীষ্টান বা আপন আপন উপাস্য দেবতা পরিত্যাগ না করিয়াছে—ততদিন মহাত্মগণের অনুগ্রহ পাওয়া যাইবে না।

মাদাম স্বয়ং যে টুকু ব্যাখ্যা করিয়াছেন—সেই [জ]—[ঙ] অংশেও "ধ্যান চোহানগণ বুদ্ধত্ব বা ঐশ্বরীক প্রভাব সত্তা ও আনন্দময় জ্ঞানের প্রতীকস্বরূপ"—আর "ম-মো চোহনগণ তদ্রূপ প্রকৃতি গত শিবভাবের বা জোহাবা ভাবের অথবা অন্যান্য অজ্ঞানবস্থায় কল্পিত বিকট সত্ত্বের বিগ্রহস্বরূপ।" ইংরেজীটুকু এই The dhyan chohans answer to Buddh-divine wisdom and Life in blissful knowledge, and the Ma-mos are the personification in nature of Siva, jehovah and other invanted monsters with ignorance in their tail."

অতএব আমি দেখিতেছি যে "মহাত্মা"রা জগতের একমাত্র সত্যমত অর্থাৎ বৌদ্ধমত প্রচারার্থই ভারতবর্ষে—যে স্থান হইতে বৌদ্ধমত বিতাড়িত হইয়াছিল—থিওসফির নেতৃদ্বয়কে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহার উভয়েই এখানে আসিবার অব্যবহিত পরেই সিংহলে গিয়া পঞ্চশীল গ্রহণ পুর্ব্বক বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহাও লক্ষ্যের বিষয়।

পরন্তু শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ। ইংরেজীতেও আছে—God fulfils Himself in many ways তাই থিওসফি হিন্দুর দেবদেবী শাস্ত্রাচার ইত্যাদি বিনাশ পূর্ব্বক বৌদ্ধমত প্রচলনের জন্য আসিয়াছিলেন—কিন্তু শ্রীভগবান তাঁহার সৃষ্ট (চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টম্) ধর্ম্মের বিলোপ ঘটাইতে দেন নাই, বরং থিওসফি দ্বারা যে প্রকারান্তরে শাস্ত্রাগারে হিন্দুদিগকে নিষ্ঠাবান্ করাইয়াছেন তাহা প্রথম প্রবন্ধেই বলিয়াছি।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল। আরো দু চারি কথা বাকী থাকিল—অবসর মতে বলা যাইবে।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

শ্রীশ্রীহংস মহারাজের কাহিনী।

এই দ্বিতীয় সাধুর গুরুদত্ত নাম শ্রুতানন্দ স্বামী। ইনি চল্লিশ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি আজন্ম ব্রহ্মচারী। যদিও বাল্যকালাবধি ইহার মনে তীব্র বৈরাগ্য ভাব, কিন্তু বৃদ্ধা জননীর মনে কষ্ট দিতে অপারগ হওয়ায় তাঁহার একান্ত অনুরোধে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইঁহার মাতা যেই দেহত্যাগ করিলেন আর ইনিও গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। ত্রৈলিঙ্গ স্বামীরও ঠিক এই অবস্থা ঘটিয়াছিল। প্রথমে ইনি এক গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া একাদিক্রমে নয় বৎসর কাল তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং কায়মনোবাক্যে গুরুর সর্ব্ববিধ সেবা করিয়াছিলেন। ইহাকে গুরু যেরূপ পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন ইনিও তদ্রূপ গুরুর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। গুরু দেহত্যাগ করিলে ইনি পদব্রজে তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন এবং ১২।১৩ বৎসর নানা তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়া ছিলেন। কোন স্থানেই ঐ সময় অধিক দিবস অবস্থান করিতেন না। সম্প্রতি এই কিছুদিন মাত্র 'জসিডিতে' আসিয়া বাস করিতেছেন। এক দিবস ইনি বলিয়াছিলেন যে শ্রীশ্রী হংস মহারাজ যখন পুর্ব্বে নানা তীর্থাদিতে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন সেই সময় হংসদেব ইঁহাকে লক্ষ্য না করিলেও ইনি তাঁহাকে বহুস্থানে লক্ষ্য করিয়াছেন। এতদিন পরে উভয়ে একই স্থানে অবস্থান হেতু পরস্পর পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাতের সুযোগ ঘটিয়াছে। শ্রুতানন্দ স্বামী বলেন, হংস মহারাজ বড় কঠোর সাধক ছিলেন অর্থাৎ ইনি অতিশয় তিতিক্ষা পরায়ণ সাধু। ইনি বহু বৎসরাবধি ঝড়-বৃষ্টি শীত প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃতিক উপদ্রবের মধ্যে মাত্র কৌপীন পরিহিত অবস্থায় অচঞ্চল ও প্রসন্নচিত্তে বহু সাধন করিয়াছেন। এক দিবস আমাদের নিকট সাধুটি বলিয়াছিলেন, হংসদেব যে পান-পাত্রটিতে জলপান করিতেন তাহাও তথায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যস্থানে গমন করিতেন। কিছুই তিনি সঞ্চয় করিতেন না শুনিয়াছি সনাতন গোস্বামী দুই রাত্রি এক বৃক্ষ তলে অতিবাহিত করিতেন না পাছে তাঁহার ঐ বৃক্ষের প্রতি মায়া জন্মে। এইরূপে একাদিক্রমে ১২ বৎসর বা তদুর্দ্ধ্বাধিক কাল কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া সাধুবাবা অবধূত উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আমরা এক দিবস শ্রুতানন্দ স্বামিজীর নিকট কিছু সৎপ্রসঙ্গ শুনিবার অভিপ্রায়ে আমাদের বাড়ী র অনতিদূরে তাঁহার বাসস্থানে গিয়াছিলাম। ইঁহার নামটী বড় বিশেষতঃ স্থানীয় ব্যক্তিগণ ইহাকে "বাবাজী" বলিয়াই সম্বোধন করেন, সুতরাং আমরাও এখন হইতে ইহার বিষয় উল্লেখ করিতে হইলে বাবাজীই বলিব। বাবাজী আদৌ বাঙ্গলা ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতে পারেন না। আমরা বাঙ্গলা ভাষায় কথা বলিলে তিনি বুঝিতে পারেন বলিয়া মনে হয়। সে দিন বাবাজীর নিকট গমন পূর্ব্বক সৎপ্রসঙ্গ উত্থাপন নিমিত্ত ধ্যান সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি তাঁহার নিজ ভাষায় যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহা আমাদের নিকট খুব ভাল লাগায় নিম্নে তাহার উল্লেখ করিলাম।

বাবাজী বলিয়াছিলেন—প্রত্যেক মনুষ্যের মনে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক তিন প্রকার বৃত্তিরই মধ্যে মধ্যে প্রবাহ আসিয়া থাকে। স্বাভাবিক ভাবে চিত্তে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইলে ঐ সময় ধ্যানে বসিয়া যাইতে হয়। সেই সময় ধ্যানে বসিলে মন সত্বর একাগ্র হব এবং তাহাতে কার্য্য উত্তমরূপে হইয়া থাকে। কতক্ষণ সময় বসিতে হইবে তাহার কোন নিয়ম নাই। আধ ঘণ্টা কি এক ঘণ্টা এরূপ কোন নিয়ম আর পরে থাকে না। মন একবার বসিয়া গেলে দুই ঘণ্টা তিন ঘণ্টা কিম্বা যত বেশী সময় পারা যায় ততই মন ধ্যানে লাগাইয়া রাখিতে হয়। মনে রাজসিক তামসিক ভাব প্রবল থাকিলে সেই সময় বসিলে তাদৃশ ফলপ্রদ হয় না। তবে সে সময়েও মনকে বুঝান প্রয়োজন। মনকে বুঝাইয়া ঐ কার্য্যে লাগাইয়া দিতে পারাই কর্ত্তব্য। মনকে এই বলিয়া বুঝাইবে "হে মিত্র, কতকাল ধরিয়া তুমি বিষয়ানন্দ ভোগ করিতেছ, কল্পারম্ভ থাকিয়া কতশত জীবন ভরিয়া এই বিষয় ভোগ ও সাংসারিক সুখ ভোগ করিতেছ,—কিন্তু তাহাতে কি তুমি তৃপ্তি পাইয়াছ? রে মুর্খ! এত কাল ভোগ করিয়াও কোনরূপ তোমার তৃপ্তি লাভ হইল না, কখনও হইবে ও না তবুও তুমি কেন বুঝ না যে উহাতে প্রকৃত সুখ নাই। অতএব ঐরূপ সুখে তুমি "পিঠ দেখাও" অর্থাৎ ও সব ক্ষণস্থায়ী স্বল্প ক্ষণিক সুখ দায়ক ভোগ্য পদার্থ বিষয়ে তুমি সম্পূর্ণ উদাসীন হও। ঐ সকল পদার্থে একবার উদাসীন হইয়া তুমি পরমাত্মাকে দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিয়া একবার জাগ্রত হইয়া ভস্ম করিয়া ভজনে বসিয়া যাও দেখি, তাহাতে স্থায়ী আনন্দ পাও কি না? এইরূপে নানা প্রকার বিচার পূর্ব্বক মনকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া এই বিষয়াসক্ত চিত্তকে ক্রমে ক্রমে পরমাত্মার দিকে প্রবাহ ঘুরাইয়া দিতে হইবে। এই

বিষয়াভিমুখী মনকে ঘুরাইয়া ভগবৎমুখী করিবার উপায় সৎচিন্তা, জপ ও ধ্যান, ইহাই পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিতে হইবে। ইহার দ্বারা মন পবিত্র ও সূক্ষ্ম হইবে। সূক্ষ্ম মনের সাহায্যে তখন সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা হইবে। অভ্যাস ও সাধনার দ্বারা এইরূপে ক্রমে ক্রমে মনে বৈরাগ্যের উদয় হইলে মন যতই পবিত্র ও সূক্ষ্ম হইবে ততই সে মনে পরমাত্মা উপলব্ধির ক্ষমতা জন্মিবে। সমাধি অবস্থায় সূক্ষ্ম মন, কারণ শরীর মহাকারণ আত্মা ও পরমাত্মা সব এক হইয়া যায়। ইহাকেই মনোলয় বলে এবং এইরূপ সূক্ষ্ম—পবিত্র মন দ্বারাই তখন পরমাত্মার উপলব্ধি হইয়া থাকে। মনে যদি রজঃতমোভাব থাকে তবে মন সূক্ষ্ম হইতে পারে না এবং মন সম্পূর্ণ পবিত্র না হইলে তাহা সমাধি লাভের উপযুক্ত হয় না।

বাবাজী আরও বলিলেন। শ্বাসে শ্বাসেই মনোযোগ স্থাপন করা হউক কিম্বা পরমাত্মাতেই মন লাগাইয়া রাখা যাউক, যে পন্থায় মন ভাল বসে, সেই পন্থাই অবলম্বন করা উচিত ও তাহাতে একেবারে উঠিয়া পড়িয়া চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যাহা ভাল লাগে, যাহা প্রাণে চায়, সেই এক পন্থা অবলম্বন করিয়া ধ্যানে বসিয়া যাহাতে হয়, তাহাতেই নিশ্চিত ফল লাভ হইবে। ঋষিরা এইরূপ নানারূপ বিভিন্ন পন্থায় বিবিধ সাধনায় তাঁহার কৃপায় তাঁহাকে লাভ হইতে পারে বলিয়া গিয়াছেন। যাহার যাহা ভাল লাগে, তাহার মন সেরূপ চায়, কিম্বা যাহাকে গুরু যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন, সেই এক পন্থা ধরিয়া প্রত্যহ নিয়মিত খাটিয়া যাইতে হইবে। তাহাতে অবশ্যই ফল লাভ হইবে। শ্রীশ্রীগুরু মহারাজও বলেন, "পার পার করিয়া, একবার এপার একবার ওপার করিও না, এক পার দৃঢ়রূপে ধরিয়া বসিয়া থাক, তাহাতেই বস্তু লাভ হইবে।" অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ একবার এপার একবার ওপার করিলে কেবল হয়রাণ হওয়াই সার হয়, উহা না করিয়া দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত এক পন্থাই ধৈর্য্যের সহিত দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিয়া থাকিলে সময় হইলে অবশ্যই সত্য উপলব্ধি হইবে।

আর একদিন আমরা বাবাজীর নিকট ঐ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সরাবের বাগানের মধ্যে তাঁহার বাসস্থানে গিয়া দেখি, বাগানের মধ্যে একখানি বেঞ্চের উপর পূর্ব্বদিক মুখ করিয়া তিনি বসিয়া আছেন ও গভীর মনোযোগের সহিত একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। তাঁহার মুখে যে প্রখর রৌদ্র আসিয়া লাগিতেছে সে বিষয় কিছুমাত্র লক্ষ্যই নাই।

আমরা সকলে নিকটে গিয়া প্রণাম করিতেই বাবাজী "জয় মা লক্ষ্মী" উচ্চারণ করিলেন। ইহাকে গিয়া কেহ প্রণাম করিলে ইনি কখনও "জয়শঙ্কর" কখনও "জয় মহাদেব," বা "জয় মা লক্ষ্মী" ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকেন। সে দিন উহার সহিত যে বিষয় কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহাই এখন বলি।

সাধু ব্যক্তিগণ যে নির্ভয়ে পাহাড় পর্ব্বত বন জঙ্গল ভ্রমণ ও সাধনাদি করেন সেদিন সেই বিষয় কথা উত্থাপন হইয়াছিল। হিংস্র বন্য জন্তুর সম্মুখে পড়িলেও সাধু মহাত্মা ব্যক্তিদের মনে কোনরূপ শঙ্কা কিম্বা বিকার উপস্থিত হয় না। তাঁহারা সম্পূর্ণ অবিচলিত থাকেন, সেই সম্বন্ধে সেদিন অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। তিনি যখন বনে জঙ্গলে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন তখন কখনও বন্য জন্তুর সম্মুখে পড়িয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন "অনেকবার।" আমরা আগ্রহের সহিত সেই বিষয় জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন যে তিনি যখন হৃষিকেশ থাকিয়া সাধনাদি করিতেন, সেই সময় একদিন অরণ্যের পার্শ্বে পর্ব্বতের নিম্নে গঙ্গাতীরে ভোজন করিতে বসিয়াছিলেন। এমন সময় বৃহৎ দন্ত বিশিষ্ট এক বন্য হস্তী পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিতেছিল। তিনি যেস্থানে আহার করিতে বসিয়াছিলেন তাহার দুই ধারেই জঙ্গল এবং মাঝখানে একটী সঙ্কীর্ণ পথ। সেই পথ বাহিয়া হস্তীটা তাঁহার দিকেই ক্রমে অগ্রসর হইতেছিল। তৎকালে তাঁহার পার্শ্বে অপর এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান ছিল সে বাবাজীকে সাবধান করিবার নিমিত্ত ঐ সংবাদ জানাইলে তিনি বলিলেন তুমি এই স্থান হইতে যাইতে পার, আমার ভোজন সমাপ্ত না হইলে আমি এস্থান পরিত্যাগ করিব না। ঐ ব্যক্তি প্রস্থান করিলে বাবাজী যে স্থানে আহার করিতেছিলেন সেই স্থানে ঐ সুবৃহৎ হস্তীটি আসিয়া থামিল এবং শুণ্ড ঈষৎ আন্দোলিত করিয়া যেন বাবাজীকে ঐ স্থান হইতে প্রস্থান করিতে ইঙ্গিত করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না এবং নির্ব্বিকার চিত্তে পূর্ব্ববৎ ভোজন করিয়া যাইতে লাগিলেন, ভোজনে বিরত হইলেন না। হস্তীটী কিয়ৎক্ষণ ঐ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া যখন পুনঃ পুনঃ ঐরূপ শুণ্ড আন্দোলন পূর্ব্বক উঁহাকে সরিবার নিমিত্ত ইঙ্গিত করিতে লাগিল, তখন তিনি উহাকে বলিলেন, 'তোমার যাহা মর্জি তাহা করিতে পার, ভোজন সমাপ্ত না

হইলে আমি এ স্থান হইতে উঠিতেছি না'—তখন সে কিয়ৎকাল তথায় ঐ প্রকারে দণ্ডায়মান রহিয়া অবশেষে উঁহাকে ঘুরিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছিল।

বাবাজী বলিয়াছিলেন বন্য ভল্লুক ও কতবার তাঁহার সম্মুখে পড়িয়াছে। যদি নিজের চিত্তে, কোন প্রকার বিকার উপস্থিত না হয় তবে হিংস্র জন্তু দ্বারা মনুষ্যের কোন প্রকার অনিষ্ট সাধিত হয় না। অর্থাৎ যাহার অন্তরে হিংসা নাই, তাঁহাকে কেহই হিংসা করে না। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, শিকারী ব্যক্তির দর্শনে মৃগ শঙ্কিত হইয়া পলায়ন করিয়া থাকে কিন্তু ইনি বহুবার ভ্রমণ করিতে বন্য মৃগদিগের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছেন তাহাতে তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন, তাহারা পূর্ব্ববৎ ইতস্ততঃ বিচরণ পূর্ব্বক নির্ভয়ে স্বেচ্ছামত তৃণ ভক্ষণ করিতেছে। উঁহার উপস্থিতি সত্ত্বেও তাহারা কিছুমাত্র শঙ্কিত হইয়া উঠে নাই কিম্বা পলায়ন করে নাই। একদিনের এইরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেন যে, তিনি এক অরণ্যের মধ্য দিয়া গমন করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ অদূরে দৃষ্টিপাত হওয়ায় দেখিলেন একটি বন্য হরিণী তাহার সদ্য প্রসূত বাচ্চার গাত্র লেহন করিতেছে। সেই সময় ইনি উপস্থিত হওয়ায় যদিও হরিণী শঙ্কিত হয় নাই তথাপি পাছে তিনি উহার উদ্বেগের কারণ হন ইহা ভাবিয়া তিনি সত্বর এইস্থান ত্যাগ করিয়াছিলেন।

সেদিন তোতারাম নামক এক বড় সাধুর সম্বন্ধে তিনি এইরূপ গল্প করিয়াছিলেন। তোতারাম একমাত্র কৌপিন ব্যতীত অন্য বস্ত্র আদৌ ব্যবহার করিতেন না কিম্বা তিনি লোকালয়ে বাস করিতেন না। তিনি এক দিবস কোন নির্জ্জন স্থানে শয়ন পূর্ব্বক নিদ্রা যাইতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে নিদ্রার ঘোরে এদিক ওদিক হস্ত সঞ্চালন করিতেছিলেন। একবার এরূপ হস্ত সঞ্চালন করিতেই হস্তে কোন শীতল স্পর্শ অনুভব হওয়ায় চক্ষু উন্মীলন পূর্ব্বক দেখিতে পাইলেন তাঁহার দেহোপরি একটি সর্প উঠিয়াছে। উহা দর্শনে তিনি পুনর্ব্বার নিরুদ্বেগ চিত্তে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। যখন তিনি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলেন তখন আর সর্পটি দেখিতে পাইলেন না, সে প্রস্থান করিয়াছিল। সর্প দর্শনে তিনি যেমন আদৌ ভীত বা বিচলিত হন নাই তেমনি সর্পদ্বারা ইহার কোনরূপ অনিষ্ট হয় নাই। বাবাজীর নিকট এই গল্প শ্রবণে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের

সম্বন্ধেও প্রায় এই প্রকার একটি গল্প শুনিয়াছিলাম, তাহা বাবাজীর নিকট গল্প করিয়া শুনাইলাম।

দেওঘর হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে তপোবন নামক পাহাড়ের উপর এক দিবস শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের সাধনার স্থানে তিনি সাধনে নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময় একবার হঠাৎ চক্ষু উন্মীলন করিতেই তিনি দেখিতে পাইলেন সম্মুখেই অদূরে একটি প্রকাণ্ড বিষধর সর্প ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। তিনি উহা দর্শনেও পুনর্ব্বার নির্ব্বিকার চিত্তে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্বীয় কার্য্যে মনোযোগী হইয়াছিলেন। বহুক্ষণ পরে কার্য্যান্তে যখন পুনরায় চক্ষু উন্মীলন করিলেন তখন দেখিলেন সর্পটি আর তথায় নাই, অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে।

যখন ঐ তপোবনে বহু বৎসরাবধি শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ বাস করিতেন, সেই সময় তিনি তথায় কোন কোন সময় স্বয়ং সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া ব্যাঘ্রকে লাড্ডু খাওয়াইয়াছেন। সেই গল্পটি আমি বাবাজীর নিকট বিবৃত করায় তিনি সন্তোষের সহিত বলিয়াছিলেন যে, শ্রীমৎ বালানন্দ স্বামিজীকে তিনি দর্শন করিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট করনীবাদ আশ্রমে কিয়ৎ দিবস বাস করিয়া আসিয়াছেন। বাবাজী বলিলেন, তিনিত স্বয়ং শঙ্কর তুল্য ব্যক্তি।"

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের পুরাতন সেবক, তপোবনের বৃদ্ধ পাণ্ডা মনভরণের নিকট আমরা গুরুদেবের সর্পসম্বন্ধে ঐ গল্প এবং ব্যাঘ্রকে স্বয়ং দণ্ডায়মান থাকিয়া লাড্ডু খাওয়ানের বিষয় গল্প শুনিয়া শ্রীগুরুমহারাজকেই উহার সত্যতা সম্বন্ধে এক দিবস প্রশ্ন করায় তিনি সহাস্য আননে মৃদু মস্তক আন্দোলন পূর্ব্বক উহা যে সত্য ঘটনা তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন। সাধু মহাত্মা ব্যক্তিগণ যে হিংস্র জন্তু হইতে আক্রান্ত কিম্বা কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হননা বা তাহাদের সম্মুখে পড়িলে বিচলিত অথবা ভীত হয় না; ইহার জন্য আমরা বিস্ময় প্রকাশ করায় বাবাজী বলিলেন যে এক পরমাত্মাই সর্ব্ব জগৎ এবং সর্ব্ব প্রাণীর মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। মনুষ্য যদ্যপি কায়মন বাক্যে হিংসা এবং ভয় শুন্য নির্ব্বিকার হইতে পারে এবং কোন হিংস্রজন্তুর সম্মুখেও যদি ঐরূপ সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার অহিংস থাকিতে পারে, তবে সেই প্রতিবিম্ব ঐ হিংস্র প্রাণীর হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, সেই কারণে উহারা তাঁহাদের কোন প্রকার অনিষ্ট করে না। কিন্তু আমাদের মন যদি সেই সময় কোনরূপ বিকারযুক্ত হয় অর্থাৎ মনে ভয় কিম্বা হিংসা ভাবের উদ্রেক হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাদের মন ঐভাব বোধ করিতে সমর্থ হয় এবং তখন তাহারা আক্রমণ করিয়া থাকে। বাবাজী সেদিন বলিয়াছিলেন, যখন

তাঁহারা শিখাসূত্র ত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন অনেক মন্ত্রের সহিত ইহাও প্রতিজ্ঞা করিতে হইয়াছিল যে আমা হইতে যেন কোন প্রাণী উদ্বেগ না পায়, এবং আমা হইতে সকল প্রাণী অভয় প্রাপ্ত হউক' ইত্যাদি। ইহাদের সর্ব্বজীবের প্রতি বর্ত্তমান অহিংস ভাব এবং প্রীতি ও করুণা।

সেদিন বহুক্ষণ সদালোচনার পর যখন আমরা বাবাজীকে প্রণাম করিয়া বাড়ী রওনা হইলাম, তখন তিনি রৌদ্রের মধ্যেই বসিয়া বেদান্ত গ্রন্থখানি খুলিয়া পুনর্ব্বার অধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন। শীত গ্রীষ্ম ইহারাই সহ্য করিতে শিখিয়াছেন। বাবাজী পরম পণ্ডিত এবং অনেক সময় বহু শাস্ত্র গ্রন্থাদি অধ্যয়ণ করিয়া থাকেন। প্রকৃত সাধুর এক মুহূর্ত্তকালও বৃথা ব্যয় করেন না।

আর এক দিবস কৈলাস পাহাড়ে যাইতে ভাবিলাম ডাহিনদিগের পথদিয়া বাবাজীকে প্রণাম করিয়া যাই। বাবাজীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম তিনি বারান্দায় বসিয়া আছেন আর নিকটে গৈরিক পরিহিত একব্যক্তি বসিয়া তাঁহাকে কি পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন। উহা কি প্রশ্ন করায় বাবাজী বলিলেন "এই সাধু একখানি গ্রন্থ লিখিতেছেন, তাহাই আমাকে শুনাইতেছেন।" আমি বলিলাম ইহাতে কি বিষয় লেখা হইতেছে?" তিনি বলিলেন "কিরূপ উপায়ে ভগবানকে লাভ হয়, সেই সম্বন্ধে লিখিতেছেন।" আমি বলিলাম, ভগবানত নিজ মুখেই তাঁহাকে পাইবার উপায় বলিয়াছেন—"পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্তনন্যয়া।"

আমার কথায় বাবাজী সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন "সেই কথাই, ইনি বিস্তারিত ভাবে লিখিতেছেন।"

আমি সাধুদ্বয়কে প্রণাম করতঃ কৈলাস পাহারাভিমুখে রওনা হইলাম।

জনৈক মহিলা।

"উৎসবের" নিয়মাবলী।

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা প্রতিসংখ্যার মূল্য ।/০ আনা। নমুনার জন্য ।/০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের ১৫ই "উৎসব" প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় মাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি **কার্য্যাধ্যক্ষ** এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার **অর্দ্ধেক মূল্য** অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।